ভবানন্দের হরিবংশ

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যগ্রন্থমালা ॥ ২ ॥

কবি ভবানন্দের হরিবংশ

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
সন ১৩৩৯

প্রবাসী প্রেস
১২০৷২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

এই গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই গ্রন্থ-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। মূল গ্রন্থ ও পরিশিষ্টাংশ তিনি মুদ্রিত দেখিয়া যান; ভূমিকা ও শব্দসূচীর প্রুফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিয়া দিয়াছেন—এই জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্য-গ্রন্থ-প্রকাশক-সমিতির তরফ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মুদ্রণ-কার্য্য গ্রন্থ-সম্পাদক স্বয়ং সম্পূর্ণ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া রাধাগোবিন্দবাবুর সতর্কতা ও শ্রমস্বীকার সত্ত্বেও হয়তো এই গ্রন্থে কিছু ভুল থাকিয়া যাইতে পারে, আশা করি পাঠকেরা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১লা আষাঢ়, ১৩৩৯

শ্রীসুশীলকুমার দে

সূচীপত্র

বিষয়-সূচী

[প্রক্ষিপ্ত—ভবানন্দের রচিত]

গীত-সূচী

ভূমিকা

[পুথির বিবরণ]

যে পুথি-গুলি অবলম্বন করিয়া ভবানন্দের এই 'হরি-বংশ' কাব্য-খানি সম্পাদিত হইয়াছে, প্রথমেই সে-গুলির একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমরা এই পুথি-গুলিকে যথা-ক্রমে ক, খ, গ, ঘ, চ ও ছ-পুথি নামে উল্লেখ করিব। পাদ-টীকার পাঠান্তরে সংক্ষেপের জন্যে 'ক-পুথি', 'খ-পুথি' ইত্যাদি নামের পরিবর্ত্তে শুধু ক, খ, ইত্যাদি অক্ষর দ্বারাই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

প্রায় আট দশ বৎসর আগে পাবনার সরকারী উকিল বন্ধুবর রায় প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বাহাদুরের সৌজন্যে আমরা ক-পুথি খানা প্রাপ্ত হই। তিনি পাবনা জেলার কোনও গ্রাম হইতে এই পুথিখানা উদ্ধার করিয়া আনিয়া, উহার সদ্ব্যবহার করার জন্য আমাদিগকে প্রদান করেন। পুথি-খানা শেষ-ভাগে খণ্ডিত; তা ছাড়া উহাতে ৩৪৭ হইতে ১০৪৫ পর্য্যন্ত পঙ্‌ক্তি-যুক্ত পত্র-গুলি নাই, কিন্তু উহার স্থলে 'ভবানী দাস' ভণিতা-যুক্ত 'দান-খণ্ড' ও 'নৌকা-খণ্ড' পালার কয়েক-খানা পত্র পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, এই প্রক্ষিপ্ত অংশের সহিত ভবানন্দের হরিবংশের আগের ও শেষের রচনার মিল নাই। এই পত্র গুলির লিপি-কার যে পৃথক্ ব্যক্তি, লেখা দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায়। কোনও কারণে ক-পুথির উক্ত পাতাগুলি হারাইয়া যাওয়ায় পুথির মালিক বোধ হয় গোঁজা-মিল দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ভবানী দাসের উক্ত পালার কয়েকখানা পাতা উহার স্থলে রাখিয়াছেন। যাহা হউক ক-পুথির আরম্ভের দিকেই কয়েকখানা পাতার অভাব দেখিতে পাইয়াই আমরা নানা স্থানে হরিবংশ পুথির অপর প্রতিলিপির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই এবং কয়েক মাস পরে কুমিল্লার কোর্ট অব ওয়ার্ডের অন্যতম ম্যানেজার ও কুমিল্লার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখার উৎসাহী সম্পাদক অধুনা স্বর্গ-গত বন্ধুবর অনুকূল চন্দ্র রায় বি, এ, মহাশয়ের সৌজন্যে কিছু দিনের জন্য খ-পুথি খানাও প্রাপ্ত হইয়া উহার সাহায্যে হরিবংশ পুথির খণ্ডিত অংশের পাঠোদ্ধার করিতে পারিয়া গত ১৩২৮ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় 'ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রিকায় ভবানন্দের হরিবংশ-কাব্যের একটা বিস্তৃত আলোচনা করিতে আরম্ভ করি। ইহার অল্প পরেই উক্ত পত্রিকা খানার প্রচার বন্ধ হওয়ায়, আমাদের ঐ আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই; তাই ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনে "পূর্ব্ব বঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের হরি-বংশ" নামে একটা প্রবন্ধ পাঠ করি এবং উহাতে সংক্ষেপে ভবানন্দের সম্পূর্ণ গ্রন্থ-খানার আখ্যান-বস্তু ও কবিত্বের পরিচয় দেই। উক্ত প্রবন্ধ ১৩৩২ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"র ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। এ স্থলে ইহা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমাদের এই আলোচনার ফলে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-সংগ্রহ-সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, মহাশয়ের দৃষ্টি ভবানন্দের হরি-বংশের উপর আকৃষ্ট হওয়ায় প্রধানতঃ তাঁহারই অসাধারণ উদ্যোগ ও চেষ্টার ফলে, অন্যান্য বহু দুষ্প্রাপ্য ও উৎকৃষ্ট পুথির সহিত ভবানন্দের হরি-বংশেরও গ, ঘ, চ ও ছ-পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই পুথিগুলি সংগৃহীত না হইলে, কেবল খণ্ডিত ক ও খ-পুথির সাহায্যে কোন প্রকারেই হরিবংশের এক-টা প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইত না।

ক-পুথি-খানার শেষ অংশ খণ্ডিত, সুতরাং পুথির শেষে লেখক ও লিপি-কালের উল্লেখ নাই; কিন্তু পুথির মধ্যে

চারিটি স্থানে পুথির অন্যতম লেখক কৃষ্ণমঙ্গল চন্দেরও দুই স্থানে লিপি-কালের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই পুথিখানি নানা জনের লিখিত ; যিনি যত টুকু লিখিয়াছেন, তিনিই উহার শেষে নিজের নাম, কোনও স্থলে নিজের নাম ধাম সংযোজিত করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই 'স্বাক্ষর মিদং' বা 'সয়ক্ষর মিদং' লিখিয়া নাম লিখা হইয়াছে। এ ভাবে আমরা ২৪ পত্রের শেষে গঙ্গাপ্রসাদ শর্ম্মার, ২৯ ও ১১৭ পত্রের শেষে পঞ্চানন শর্ম্মার নাম পাইয়াছি। ইহা ছাড়া ৬৪ পত্রের শেষে 'প্রভুরাম' দেবের, ৮৩ পত্রের শেষে বিজয়রাম চন্দের, ১০৪ পত্রের শেষে কন্দর্পনারায়ণ দত্তের, ১১২ পত্রের শেষে শিবরাম ঘোষের, ১৩৫ পত্রের শেষে টেকচন্দ্র দেবের নাম পাইয়াছি ; কিন্তু ইহাঁরা কেহই 'সয়ক্ষর মিদং' বলিয়া নিজের লেখার প্রমাণ দেন নাই, সুতরাং ইহাঁরা সকলেই কিছু কিছু করিয়া এই পুথির নকল করিয়াছেন কিংবা ভবানন্দের হরিবংশ পুথি-খানার সহিত নিজদের নাম চির-স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যেই পুথিতে নিজ-নাম সন্নিবেশিত করিয়াছেন অথবা করাইয়াছেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। ইহাঁদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি পুথির লেখক তাহা হস্তাক্ষরের তুলনা-মূলক আলোচনা দ্বারা স্থির করা অসম্ভব না হইলেও, সেরূপ করিয়া বিশেষ কোনও ফল হইবে না বলিয়া, আমরা সে সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করি নাই ; তবে পুথির বিভিন্ন হস্তাক্ষর দ্বারা বুঝা গিয়াছে যে, ইহাঁদিগের মধ্যে অন্ততঃ কৃষ্ণমঙ্গল চন্দ, গঙ্গাপ্রসাদ শর্ম্মা ও পঞ্চানন শর্ম্মা এই পুথিখানার নকল করিয়াছিলেন। পুথির অধিকাংশ লেখাই কৃষ্ণমঙ্গল চন্দের। তিনি ৭৩ পত্রের শেষে পুথির মালিক ও তাঁহার নিজের পরিচয়া দিয়া লিখিয়াছেন—"স্বকিয় পুস্থক শ্রীপঞ্চানন বাগচী পরগণে বাজু চম্প চাকলে ভাওরিয়া সাকিলে কুমরলি গ্রাম সয়ক্ষর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল চন্দ সাং নসরত সাহি।" ১২৮ পত্রের শেষে চন্দ মহাশয় 'সাং নসরত সাহি' কথা-টাকে আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—'পরগণে নসরত সাহি উরফে যুসঙ্গ গাদ্দি উজান চাকলে আগাঁয়া মৌজে বিস্কান্দপী'। বস্তুতঃ এই 'নসরত সাহি' যে সুসঙ্গ পরগণারই নামান্তর তাহা ১১৭ পত্রের শেষে পঞ্চানন শর্ম্মার 'মো বিসকান্দনী পং নসহত সাই উরফে যুসঙ্গ'—লেখা হইতেও জানা যায়। ক-পুথির মালিক পঞ্চানন বাগচী মহাশয়ের নিবাস 'বাজু' পরগণার 'কুমরলি' গ্রাম যে কোথায় ছিল, আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না ; তবে পাবনার জেলায় 'সোনাবাজু'-নামে একটা পরগণা ও কমল্লি নামে গ্রাম আছে। ক-পুথি খানা পাবনার জেলারই এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে পাওয়া গিয়াছে ; সুতরাং পুথির মালিক পঞ্চানন বাগচী পাবনার অধিবাসী হওয়াই সম্ভব বোধ হয়। বাগচী মহাশয় বোধ হয় এক জন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, কৃষ্ণমঙ্গল চন্দ বোধ হয় তাঁহার এক জন খুশনবিশ কর্ম্মচারী ছিলেন ; তাই তিনি হরিবংশের নকল করিতে যাইয়া তাঁহার মনিব-সরকারের অনেক বৈষয়িক বিবরণও পুথির পাতার পাশে লিখিয়া রাখিয়াছেন ; যথা—৬৭ পৃষ্ঠার শেষে 'এহি দিবষ চারি জন রামানন্দী আসীছিল,' ৭১ পৃষ্ঠার শেষে 'এহি দিবস ভৈমাদশীর উপবাসের সঞ্চয়', ৮৫ পৃষ্ঠার শেষে 'এই দিবস দুর্গারাম বিশ্বাষের পর ফৈরাদ হয়া গঙ্গারাম প্যাদা (অস্পষ্ট) ইত্যাদি। এই-রূপ সংক্ষিপ্ত রোজ-নামচা হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাও পাওয়া গিয়াছে, যথা—(৭৯ পত্রের শেষে) 'মাহে মাঘ ২৭ তারিখ মঙ্গলবার ভৈমাদশীর উপবাষ' এবং (১৩৩ পত্রের শেষে) 'সয়ক্ষরঙ্ক মিদং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল চন্দ সন ১১৭৮ পরগণা সরহ মাহে ফাল্গুন ৩ তারিখ যুমবার অর্দ্ধপ্রহর রাত্রিকালে এহি পাতটী লিখিলাম ইতি'। ৭১, ৭৯ ও ১৩৩ পত্রের শেষে লিখিত এই রোজ-নামচা হইতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, ভৈমী একাদশীর সংযমের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী ৩রা ফাল্গুনের অর্দ্ধ-রাত্র সময় পর্য্যন্ত ক-পুথির খানার ৭১—১৩৩ পাতগুলি লিখিত হইয়াছিল। ২৭শে মাঘ ভৈমী একাদশী হওয়ায় অবশ্যই ২৬শে মাঘ একাদশীর সংযম হইয়াছিল ; ২৬শে মাঘ সোমবার হইতে ৩রা ফাল্গুন সোমবার পর্য্যন্ত আট দিন সময়ের মধ্যে ক-পুথির ৬২টী পাতা নকল করিতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৮ খানা পাতা লিখিতে হইয়াছিল। একজন খুশনবিশ শুধু পুথি-লেখার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে ইহা অসম্ভব নহে। চন্দ মহাশয়কে

যে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত খাটিয়া এ কার্য্য এ ভাবে সমাধা করিতে হইয়াছিল, তাঁহার উদ্ধৃত লেখা হইতেই জানা গিয়াছে। এই কথাটা লইয়া এত-টা আলোচনা করার উদ্দেশ্য এই যে এই পুঁথি-খানা নানা-প্রকারেই অন্যান্য পুথিগুলি হইতে বিশেষত্ব-পূর্ণ। এই বিশেষত্বগুলি যে কি, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে। এ স্থলে সংক্ষেপে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, চন্দ মহাশয় সুসঙ্গ পরগনার অধিবাসী হইলেও দীর্ঘকাল চাকরী ব্যপদেশে পাবনায় থাকার জন্যেই হউক কিংবা অধুনা তাঁহার বিলুপ্ত আদর্শ পুথিখানি পাবনার পুথি বলিয়াই হউক,—এই ক পুথির বর্ণ-বিন্যাসে পাবনার জেলার বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। পাবনা পূর্ব্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় মধ্যবর্ত্তী হইলেও, অনেক শব্দের উচ্চারণ বিশেষতঃ অনুনাসিক উচ্চারণ বিষয়ে পশ্চিম-বঙ্গেরই অধিকতর নিকটবর্ত্তী। তদ্ভিন্ন নদীয়ার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবাহ ও বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর প্রভাব বহু দিন পূর্ব্বে পাবনায় যতটা বিস্তৃত হইতে পারিয়াছিল, সুদূর পূর্ব্ববঙ্গে তত-টা পারে নাই। এ জন্যই আমরা ক পুঁথির পাঠের কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত গীতে পাবনার জেলার উচ্চারণের যে বিশেষত্ব ও বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব যেমন দেখিতে পাই, অন্যান্য পুথি-গুলিতে তেমন দেখা যায় না।

ক-পুথির প্রধান গুণ এই যে, উহার লিপি-কার জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মত কবি ও পণ্ডিত ছিলেন না, আবার নিতান্ত গণ্ডমূর্খও ছিলেন না। তর্কালঙ্কারের মত দোষজ্ঞ ও রসজ্ঞ পণ্ডিত হইলে তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার আদর্শ পুথির অশুদ্ধ বা অনুপাদেয় রচনার উপর নিজের কৃতিত্ব ফলাইতে যাইতেন; উহাতে কাব্যের অপকর্ষ বা উৎকর্ষ যাহাই হউক না কেন, কাব্য-খানার মৌলিকতা ও অকৃত্রিমতা যে বহুল-পরিমাণে বিনষ্ট হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের আলোচ্য পুথিগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সুরক্ষিত ও সুন্দর হস্তাক্ষর-যুক্ত গ-পুথি-খানা অথবা উহার আদর্শ-পুথি এইরূপ এক জয়গোপালের হাতে পড়িয়া উহার মৌলিকতা ও অকৃত্রিমতার যে কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা গ-পুথির আলোচনা প্রসঙ্গেই দেখা যাইবে। সুখের বিষয় যে, চন্দ মহাশয়ের হাতে পড়িয়া ক-পুথি খানার সেরূপ অবস্থান্তর ঘটে নাই, অথচ আদর্শ পুথির যথেষ্ট মৌলিকতা ও বিশুদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বর্ণ-জ্ঞান-হীন ও অসতর্ক লিপি-কারের হাতে পড়িলে, নকলে সেরূপ ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া থাকে, ক-পুথিতে সেরূপ ভ্রম-প্রমাদও ঘটে নাই। আমাদের আলোচ্য ঘ-পুথি খানাই লিপি-কারের অসতর্কতার উত্তম দৃষ্টান্ত। ঘ পুথির পাঠ অধিকাংশ স্থলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর যোগ্য হইলেও, উহাতে লিপি-কারের অনবধানতাজনিত ভুল যত অধিক পাওয়া গিয়াছে, এরূপ অন্য পুথিতে নহে।

ক-পুথির প্রধান দোষ, উহা খণ্ডিত; ইহা ব্যতীত অযত্নে উহার কাগজ খুব জীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং লেখাও অনেক স্থলেই অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য পুথি, বিশেষতঃ সৌসাদৃশ্যযুক্ত খ ও ঘ-পুথির সাহায্য ব্যতীত, যেমন ক পুথি দেখিয়া হরিবংশের সম্পাদন সম্ভবপর হইত না, সেরূপ ক পুথির সাহায্য ব্যতীতও এই সংস্করণটা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত; কেন না, এই সংস্করণের কয়েকটী সুন্দর অথচ খাঁটি পালা ক-পুথি ছাড়া অন্য কোনও পুথিতেই পাওয়া যায় নাই। আমরা যথা-স্থলে এই পালা-গুলির এবং ক, খ, গ ও ঘ-পুথির প্রক্ষিপ্ত পালা-গুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ক-পুথি-খানা এখন ঢাকা-বিশ্ব বিদ্যালয়েই প্রদত্ত হইয়াছে।

আলোচ্য খ-পুথি খানা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কুমিল্লা-শাখার সংগৃহীত পুথি। পাঠ তুলনার জন্য

খ-পুথি

উহা কিছু দিন আমাদের নিকটে রাখিয়া, কর্ম্মান্তে আমরা শাখা-পরিষৎকে ফেরত দিয়াছি। এখন ঐ পুথি আমাদের নিকট না থাকায়, সম্পূর্ণ পুথি-খানা একজন লিপি-কারের হস্তাক্ষর কি না, বলিতে পারিলাম না। ঐ পুথির শেষে লিখিত আছে—"লিখিতং শ্রীবলরাম দাসস্য শুভমস্তু শকাব্দা ১৭৩৩ শক ইতি সন ১২১৮ ত্রিপুরা পুস্তক শ্রীরামকান্ত প্রগনে মিহিরকুল মৌ° রাজাপাড় তারিখ ৩০ আশ্বিন শুক্রবার।" ঘ-পুথির ও চ-পুথির সহিত এই

খ-পুথি খানার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। খ-পুথি বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নিকটে না থাকিলেও উহার প্রক্ষিপ্ত অংশ ব্যতীত অবশিষ্ট সকল অংশেরই পাঠান্তর আমাদের লিখিত ক পুথির প্রতিলিপির পার্শ্বে নোট করা রহিয়াছে; উহা হইতেই খ পুথির পাঠান্তর প্রদর্শিত হইল। খ পুথি-খানা খুব জীর্ণ হইয়াছে; ইহার ১ পঙ্‌ক্তি হইতে ৩৬ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত অংশ খণ্ডিত। ইহা ছাড়াও মাঝে মাঝে অনেক শ্লোক বা শ্লোকাংশ ছিন্ন বা অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা হইতে সংগৃহীত ঘ-পুথি ও শ্রীহট্ট হইতে সংগৃহীত ছ-পুথির অনেক অংশের, বিশেষতঃ প্রক্ষিপ্ত অংশের, সহিত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দর্শনে—এই তিন জেলার তিনখানা পুথিই যে মূলে এক জাতীয় আদর্শ-পুথির প্রতিলিপি আমরা এরূপ অনুমান না করিয়া পারি নাই।

আলোচ্য গ-পুথিখানা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সুরক্ষিত ও সুলিখিত। এই পুথির শেষে লিখিত আছে—"নিজ পুস্তক শ্রীভবদেব সর্ম্মনঃ হস্থ অক্ষর শ্রীহরবল্লব দেব দাস অস্য ইতি **সন ১০৯৬ সাল** **মাহে** ২১ আশ্বিন রোজ সাং মৌজে বতরি। সাং পং কুরস মৌং বেতকান্দি। জথা দৃষ্টং তথা লখীতং লেকক নাস্থি ডুসকং। রবিবার।"

গ-পুথি

এই পুথি-খানার আগা-গোড়া এই হরবল্লভ দেব দাসের লিখিত। "মুক্তার মত হস্তাক্ষর; কোথাও একটু কাটা-ছেঁড়া নাই। সমগ্র গ্রন্থের একটা শব্দও অস্পষ্ট বা অপাঠ্য নহে। হরবল্লভ নিজের উপাধি 'দেব দাস' লিখিয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নিজের উপাধি স্থলে 'দাস' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সুতরাং এই 'দেব দাস' শব্দ দেব-শর্ম্মার সমানার্থকও হইতে পারে। সে কালে ভাষা-রচনার ষত্ব-ণত্বের দিকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দিগেরও দৃক্‌পাত ছিল না সুতরাং সেই হিসাবে হরবল্লভের লেখায় অন্যান্য প্রাচীন পুথির মত অসংখ্য বানান-ভুল থাকা মোটেই বিচিত্র ছিল না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হরিবংশ পুথির নকলে তিনি প্রশংসনীয় বর্ণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন; অথচ যেখানে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের বানান-ভুল করার কথা নহে, তেমন দুই ছত্র সংস্কৃত লিখিতে যাইয়াও তিনি 'দাসস্য' স্থলে 'দাস অস্য' ইত্যাদির মত কতক গুলি হাস্য-জনক বানান-ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ আপাত-বিরুদ্ধ ঘটনার কারণ বোধ হয় ইহাই হইবে যে, তিনি পুথি নকল করিতে যাইয়া সত্যই 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' এই সমীচীন-নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ পুথি-খানা নিশ্চিতই একজন বর্ণ-জ্ঞান-সম্পন্ন পণ্ডিত-ব্যক্তির লেখা ছিল, তাই নকলে তেমন ভুল দেখা যায় না, কিন্তু সংস্কৃতটা তিনি নিজে না লিখিয়া পারেন নাই, সুতরাং সেখানে তাঁহার শোচনীয় অজ্ঞতাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঘ-পুথির সহিত মিলাইয়া গ-পুথির কিয়দংশ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, ঘ-পুথির পাঠ যেখানেই অপ্রচলিত, সুতরাং দুরূহ প্রাচীন শব্দ-পূর্ণ বা হীন-মিলন—দুষ্ট বিবেচিত হইয়াছে, সেখানেই গ পুথিতে তৎস্থলে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ পাঠ-পরিবর্ত্তন ও পাঠ সংশোধন কাজটা এখন আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অসঙ্গত হইলেও এক সময়ে গ্রন্থের প্রচার-সৌকর্য্যের জন্য উহা একান্ত আবশ্যক সুতরাং প্রশংসনীয় কার্য্য বলিয়াই গণ্য হইত। সে যাহা হউক, এরূপ পরিবর্ত্তন ও সংশোধন যে পণ্ডিত ব্যতীত সাধারণ লিপি-কারের কার্য্য নহে—ইহা বলা বাহুল্য। হরবল্লভের মত অপণ্ডিত লিপি-কারের পক্ষে এরূপ পরিবর্ত্তন, সংশোধন ও নূতন পালার সংযোজন যে সম্পূর্ণ অসম্ভব—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং গ-পুথি খানার লিপি-কাল বাঙ্গালা ১০৯৬ সাল হওয়ায়, উহারও পূর্ব্বে যে ভবানন্দের হরিবংশে এই পরিবর্ত্তন ও সংশোধন সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই পুথি-খানাও ঘ ও চ-পুথির মত ময়মনসিংহ হইতেই পাওয়া গিয়াছে। একই জেলার একখানা বৃহৎ পুথিতে গ ও ঘ-পুথির ন্যায় বৈষম্য সূচক পাঠান্তর ও প্রক্ষিপ্ত পালার সংযোজন হইতে যে কত কাল গত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত বলা অসম্ভব। ভবানন্দের রচনার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন যিনিই করিয়া থাকুন—তিনি যে ভবানন্দের সম-কক্ষ পণ্ডিত, রসজ্ঞ বা কবি ছিলেন না, তিনি যে অনেক স্থলেই পণ্ডিতম্মন্যতা হেতু শিব গড়িতে যাইয়া বানর গড়িয়া বসিয়াছেন, যাঁহারা আদ্যোপান্ত পাঠান্তর মিলাইয়া হরিবংশ গ্রন্থখানা পাঠ

করিবেন, তাঁহারা ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যে সময়ে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রচার ছিল না এবং শিক্ষা বিস্তারেরও নিতান্ত অভাব বর্ত্তমান ছিল, যে সময়ে ভবানন্দের প্রাচীন-তর রচনা লোকের নিকট অপ্রচলিত শব্দ ও রচনা-রীতি দ্বারা পূর্ণ বলিয়া দুরূহ ও কিঞ্চিৎ অনুপাদেয় বিবেচিত হইয়া ঐরূপ পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে অন্যূন এক শতক গত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিলে, আমাদের বিবেচনায় কিছু মাত্র অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং গ-পুথির পাঠের এই পরিবর্ত্তিত ও সংশোধন দ্বারা, ভবানন্দের হরিবংশের অজ্ঞাত রচনা-কাল যে, ১০৯৬ সালের অন্ততঃ এক শতক পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের আন্দাজ ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্থির করিতে হইবে, ইহাও এক রকম প্রমাণিত হইয়াছে। ভবানন্দের গ্রন্থে রচনার কাল কিংবা তাঁহার জন্ম-স্থানের কোনও উল্লেখ নাই। পুথি গুলির লিপি-কাল ও তাঁহার রচনা-গত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারাই তাঁহার দেশ ও কাল স্থির করিতে হইবে। আমরা যথা-স্থানে সেই আভ্যন্তরীণ প্রমাণের বিষয় আলোচনা করিব। এখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে ইহাই বক্তব্য যে, যদিও পূর্ব্বোক্ত কারণে আমরা প্রাচীনতম গ-পুথির পাঠের উপর আশানুরূপ নির্ভর করিতে পারি নাই, কিন্তু ভবানন্দের দেশ ও কাল-নির্ণয়ে ও আলোচ্য পুথির ভাষা পরিবর্ত্তনের ধারা গ-পুথি হইতে যে অনন্যসাধারণ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদি গ-পুথি খানা পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে বাকি পুথিগুলি দেখিয়া ভবানন্দের হরিবংশ রচনার কাল ঘ-পুথির লিপি-কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের আন্দাজ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে স্থির না করিয়া, তাহাকে এত প্রাচীন স্থির করার কোনও বিশিষ্ট হেতু দেখা যাইত না।

ঘ-পুথি

আলোচ্য ঘ-পুথি-খানা দেখিয়া, উহার আগা-গোড়া এক জনের হাতের লেখা মনে হয়। উহার শেষে লিখিত আছে—"শুভমস্তু **শকাব্দা ১৬৬৪ সক সন ১১৫০ পঞ্চাশ** (অ) খ বৈসাখ অস্য ১৮ আঠার দিবস জাইতে রবিবার দিবসে দিবা আড়াই প্রহর গতে শুক্ল পক্ষে তিথৌ পঞ্চমিতে পুস্তক সমাপ্ত। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখক নাস্তি দোসকং ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ তপে কুমুড়িআ পরগনে আলাপ সিংহ সরকার বাজুহার জায়গীর ও খালিশা নবাব শ্রীযুত আলাবির্দ্দি খাঁ জমিদার বেসবালত শ্রীযুত হ(র)রাম আচায্য চৌধুরি। স্বাক্ষর মিদং শ্রীদেবিদাস দত্ত তথা শ্রীশ্যাম রাম দত্ত সাকীমে দত্তবাড়ী মোকাম শ্রীচণ্ডি মণ্ডপ গৃহ ইতি পকা(কী)য় শ্রীকালাচান্দ দাশস্য। দেবিদাস দত্ত সে কি জন্য শ্যাম রাম দত্তের নাম-উল্লেখ করিয়াছেন বুঝিতে পারি নাই। আমরা লিপি-বিদ্যার বিশেষজ্ঞ নহি, সুতরাং কোনও বিশেষজ্ঞের বিচারে এই পুথি-খানিতে দুই ব্যক্তির হস্তাক্ষর আবিষ্কৃত হইলেও বিস্মিত হইব না। পুথি-লেখক দেবিদাসই হউন কিংবা দেবিদাস ও শ্যামরাম উভয়েই হউন তাঁহারা কেহই পণ্ডিত ছিলেন না। পুথি লেখকের অসতর্কতা হেতু উদ্ধৃত অংশের 'হররাম' বা 'হরিরাম' নামের স্থলে 'হরাম-বৎ অক্ষর-পাতের দৃষ্টান্ত ঘ-পুথিতে অসংখ্য পাওয়া যায়। অবশ্য অন্য পুথির সাহায্যে এইরূপ অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলি সহজেই সংশোধন করিয়া লওয়া যায় বলিয়া, আমরা পাঠান্তরে এরূপ অক্ষর-পতনের ভুল প্রদর্শিত করি নাই। এরূপ অনিচ্ছা-কৃত ভুল ছাড়া অজ্ঞতা-জনিত শব্দের বিকৃত বর্ণ-বিন্যাসের ভুলও ঘ-পুথিতে সামান্য নহে। ঐ রূপ শব্দের বানান-ভুল প্রদর্শিত করা আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত বলিয়া, পাঠান্তরে উহাও উপেক্ষিত হইয়াছে এবং কেবল ভাষা-তত্ত্বের আলোচনার অনুকূল শব্দের বিশেষত্ব গুলিই প্রদর্শিত হইয়াছে। ঘ-পুথির প্রধান গুণ এই যে, উহাতে হরিবংশের প্রাচীন ও মৌলিক পাঠ যত অধিক পাওয়া গিয়াছে, এরূপ আর কোথাও নহে। অনেক সন্দিগ্ধ স্থলের এক-মাত্র সুমীমাংসা আমরা কেবল এই পুথি হইতেই পাইয়াছি। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় পুথি-খানা প্রাচীনত্বের হিসাবে দ্বিতীয় স্থানীয় হইলেও, হরিবংশের উহাই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভর-যোগ্য পুথি বটে। কিন্তু ইহাতেও এরূপ কয়েকটী প্রক্ষিপ্ত অংশ পাওয়া গিয়াছে, যাহা কোন রূপেই হরিবংশের

মৌলিক অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে নাই। যথা-স্থানে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। ঘ-পুথির প্রথম পাতা খানি ছিন্ন; উহার এক পৃষ্ঠায় কোনও লেখা নাই; দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছয়টী লাইনে হরিবংশের প্রথম ছয়টী শ্লোক ও সপ্তম শ্লোকের 'জন্মেজয়ের স্থানে' কোন অংশ পর্য্যন্ত লেখা ছিল; পাতাটী ছিড়িয়া যাওয়ায় উহার একটা শ্লোকও সম্পূর্ণ পড়া যায় না; কিন্তু কোন পঙ্‌ক্তি বা পঙ্‌ক্তির অংশ বেশ পড়া যায়।

চ-পুথি

আলোচ্য চ-পুথিখানাও ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। উহার শেষে লিখিত আছে—**সন ১২২৭ সন সাক্ষর** শ্রীকৃষ্ণকান্ত শর্ম্মণঃ সা' দুর্ব্বা পরগণে আপলাপ সিংহ মোকাম ভারখানি গ্রামে আলঙ্গ গৃ বেলা এক প্রহর সময়ে সমাপ্ত হইল ইতি। যথা দষ্ট তথা লিখিতং। এ পুথির প্রথম এক পাত চিরিয়া গীয়াছে মতে লিখিতে পারিলাম না। তারিখ ১১ই বৈশাখ॥" এই পুথিতে আরম্ভের ছয়টী সম্পূর্ণ শ্লোক ও ৭ম শ্লোকের 'জন্মেজয়ের স্থানে' পর্য্যন্ত অংশ নাই, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আদর্শ পুথির প্রথম পাতা খানিতে ঐ কয়েকটী শ্লোক ছিল, পাতা খানি ছিঁড়িয়া যাওয়ায়, চ-পুথিতে উহার প্রতিলিপি করা যাইতে পারে নাই। ঘ-পুথির প্রথম পাতা খানিতেও ঠিক এই কয়েকটী শ্লোক ও শ্লোকাংশ না থাকায় সম্ভবতঃ ঘ-পুথি খানাই চ-পুথির আদর্শ হইবে মনে করিয়া দুই খানা পুথি ভাল করিয়া মিলাইয়া দেখা গেল যে, উভয় পুথিই সম্পূর্ণ এক রূপ; কিছু-মাত্র পার্থক্য নাই। সুতরাং নিষ্প্রয়োজন বলিয়া পাঠান্তরে চ-পুথির উল্লেখ করা হয় নাই। ঘ-পুথি খানার অনেক স্থান জীর্ণ হইয়া যাওয়ায়, যেখানে কোনও অক্ষর বা শব্দ পড়া যায় নাই, আমরা সেখানেই অগত্যা ৭৭ বৎসরের পরবর্ত্তী প্রতিলিপি চ-পুথির সাহায্যে ঘ-পুথির অপাঠ্য অক্ষর বা শব্দ স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছি। সুতরাং এই হিসাবে চ-পুথি খানাও আমাদিগের অনেক আনুকূল্য করিয়াছে। চ-পুথি-খানায় কাগজ ও লেখা, এখন পর্য্যন্ত বেশ ভাল অবস্থায় আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় গ-পুথিখানা ইহারও ১৩১ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত হইলেও কাগজ, কালি ও যত্নের গুণে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক চ-পুথির মতই উত্তম অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

ছ-পুথি

আলোচ্য ছ-পুথি খানা শ্রীহট্ট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পুথি খানা সুদৃশ্য সাদা হস্ত-প্রস্তুত কাগজে (Hand-made Paper) লিখিত। উহার শেষে লিখিত আছে; "জ্যৈষ্ঠে মাসি কৃষ্ণ পক্ষে একাদসি তিথৌ মঙ্গল বাসরে অলক্ষেত্র চত্তবিংশতি দণ্ডতে লিখন্যাস সমাপ্ত। শ্রী সুখদেব দেব দাস্ সুঅক্ষর লিখনমিদং নির্জ্জিত পুরানং শ্রীভবানন্দ দাস বৈ': ইতি সন ১২০১০ সনেরী মাহে ৫ জৈষ্ঠ পরগণে সাইস্তানগর।হোপার সরকার শ্রীহট্ট মৌজে হুসেনপুর রোজ॥ ভ্রম বোদ্ধি হৈয়া জদি অক্ষরেক থাকে বিদ্যানের হস্তে গেলে উদ্ধারিব তাকে॥" আমাদিগের হরিবংশের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের কার্য্য শেষ হওয়ার পরে আমরা এই পুথি-খানি পাইয়াছি। সুতরাং পাঠান্তরে ইহার পাঠ উদ্ধৃত করিতে পারি নাই। কেবল দুই চারিটা সন্দিগ্ধ স্থলে এই পুথির সাহায্যে প্রামাণিক পাঠ স্থির করিতে পারায় সেই স্থলেই ছ-পুথির উল্লেখ করা হইয়াছে। ছ-পুথি-খান অনেক অংশে খ ও ঘ পুথির অনুরূপ। ইহার বর্ণবিন্যাসে ও শব্দ-রূপে শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রাদেশিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুথির সাহায্যেও আমরা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় অথচ সন্দিগ্ধ দুই চারিটা শব্দের বা শ্লোকের প্রকৃত রূপ ও অর্থ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি, উহা যথা-স্থানে আলোচিত হইবে।

পুথির তুলনা

উপরে পুথিগুলির যে বিবরণ প্রদত্ত হইল, উহার পোষকতায় দুই চারিটা করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইলে পুথিগুলির প্রকৃতি ও বিশেষত্ব বুঝিতে যথেষ্ট সুবিধা হইবে মনে করিয়া, আমরা এখানে কয়েকটা উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

প্রথমেই ক-পুথির পাবনার জেলায় কতকগুলি প্রাদেশিকতার দৃষ্টান্ত দেখুন।

(১) ৪৮ পঙক্তির 'প্রণতি-পূর্ব্বক করি কহিলা তথনে' স্থলে ক-পুথির পাঠ—'প্রণতি-পূর্ব্বক করি বুলিল তথনে" ; '৫২ পঙক্তির 'কিঞ্চিত হাসিয়া কহে মধুর বচন' স্থলে ক-পুথির পাঠ 'কিঞ্চিত হাসিয়া, প্রভু বুলিলা তথন'। 'বুলিল' ও 'বুলিলু' শব্দের স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন গ্রন্থে প্রায় ৪০৫০ টি স্থানে 'বুয়িল, বুলিল, 'বুয়িলো' রূপান্তর আছে, কুত্রাপি 'বলিল' 'বোলিল' বা 'বোলিমু' নাই ; কৃষ্ণ কীর্ত্তনের আদি জন্ম-ভূমি বাঁকুড়া বা বীরভূমে 'বোল' ধাতুর ও-কারের স্থলে উ-কার করার প্রবণতা আছে কি না, জানি না ; কিন্তু উত্তর-বঙ্গের অনেক স্থানের ন্যায় পাবনার উহা একটা বিশেষত্ব বটে। ময়ময়নসিংহ ও কুমিল্লার জেলার একটা প্রসিদ্ধ বিশেষত্ব এই যে, সেখানে সাধারণতঃ ও-কার উ-কারের মত এবং উ-কার ও-কারের মত উচ্চারিত হয়। এজন্য ঢাকার জেলার অধিবাসীরা "মোলা-ক্ষেতে গেছে চুর, চোলে ধৈরা তুল" এই হাস্য-জনক বিদ্রূপ বাক্য আওড়াইয়া ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও শ্রীহট্টের লোকদিগকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে। ময়মনসিংহের গ, ও চ পুথিতে এবং শ্রীহট্টের ছ-পুথিতে এজন্যই 'তোমার' স্থলে 'তুমার' 'কোন', স্থলে 'কুন', 'কুপিত' স্থলে 'কোপিত', 'শুক্তি (শুক্তি) স্থলে 'সক্তি' (অর্থাৎ 'শোক্তি'), 'মোর' স্থলে 'মর', বলুক স্থলে 'বোলোক' ইত্যাদির মত দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু 'বোলে' স্থলে 'বুলে' প্রয়োগ আমরা এই পুথিগুলিতে খুব কমই পাইয়াছি ; অথচ পূর্ব্বোক্ত প্রাদেশিকতার জন্যে 'বোল' স্থলে ঐ সকল পুথিতে 'বুল' পাওয়াই অধিক সম্ভব-পর ছিল। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই মনে হয় যে, আধুনিক 'বল' ধাতু প্রাকৃত 'গোল্ল' ধাতু হইতে উদ্ভূত, সুতরাং প্রাচীন পুথিতে প্রায় সর্ব্বত্র 'বোল' রূপেই দৃষ্ট হয়। এই পুথি-গুলি লেখার সময় পর্য্যন্ত বঙ্গ-দেশের নানা স্থানে, এমন কি, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে পর্য্যন্ত 'বোল' রূপটা অপ্রচলিত হয় নাই। এ জন্য এই পুথিগুলিতে আমরা অনেক স্থলেই 'বলে' ধাতুর স্থলে 'বোলে' ধাতুর ব্যবহার দেখিতে পাই। অন্যান্য স্থানের আধুনিক পুথির ন্যায়, 'বলে' 'বলিল' ইত্যাদি রূপও আছে ; কচিৎ দুই এক স্থানে 'বুলে' প্রয়োগও আছে কিন্তু মোটের উপর অধিক প্রাচীন গ ও ঘ-পুথিতে অধিকাংশ স্থলে 'বোলে'ই দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রাদেশিকতার প্রভাবেও এই 'বোলে' যে বেশীর ভাগেই 'বুলে' রূপে পরিণত হয় নাই, উহার দ্বিবিধ কারণ মনে হয়। ১ম কারণ, 'বোলে' ক্রমে 'বলে' পরিণত হইতেছিল ; সুতরাং ও-কারের স্থলে উ-কার করার প্রবণতার অধিক সুযোগ ঘটে নাই ; যে সামান্য সুযোগ ঘটিয়াছিল, উহার ফলেই আমরা প্রাচীনতম গ-পুথিতে 'বোলে' ও 'বলে' রূপের পাশা-পাশি দুই একটা 'বুলে' রূপও দেখিতে পাইতেছি। ২য় কারণ বাঙ্গালায় 'সঞ্চরণ' বা 'ঘুরিয়া বেড়ান' অর্থে একটা 'বুল' ধাতুরও প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

'পলাইতে নারে হংস বুলে শূন্য ভরে' শূ° পু°

'তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ' চৈ° চ°

'ভিক্ষা মাগি বুলে ঘরে ঘর' কবি° ক°

'সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে কি তার আপন পর।' জ্ঞা°

সাধ্য অনুসারে ঝঞ্চাট এড়াইবার দিকে ভাষার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। 'বোলে' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বুলে' প্রচলিত হইলে 'তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে' ও 'ভিক্ষা মাগি বুলে' ইত্যাদির মত বাক্যে 'বুলে' শব্দ-টা যে কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রক্রম না দেখিয়া এবং চিন্তা করিয়া তাহা বুঝা অসম্ভব হয় ; এ জন্যই উত্তর-বঙ্গের কোনও কোনও স্থানের গ্রাম্য কথ্যভাষা ব্যতীত বলার অর্থে 'বুল' ধাতুর ব্যবহার খুব কম দেখা যায়। উত্তর-বঙ্গ, পাবনা প্রভৃতির গ্রাম্য ভাষায় এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে 'বোল' স্থলে 'বুল' ব্যবহারের কারণ কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মৈথিল ও বাঙ্গালা ভাষায় 'এ'-কার 'ও'-কারের উচ্চারণ সংস্কৃতও হিন্দীর ন্যায় সর্ব্বত্র গুরু নহে ; মৈথিল ও বাঙ্গালায় 'এ'-কার ও 'ও'-কারের হ্রস্ব উচ্চারণও দেখায় যায়। হ্রস্ব 'এ'-কারও 'ও'-কারের সহিত 'ই'-কার ও 'উ'-কারের অধিক নৈকট্য থাকায় হ্রস্ব ও-কার প্রকাশার্থে 'উ'-কারের প্রয়োগ অস্বাভাবিক নহে।

(২) ক-পুথির আর এক প্রধান বিশেষত্ব অনুনাসিক উচ্চারণের অসঙ্গত প্রবণতা। 'হইয়া' 'যাইয়া' 'খাইয়া' 'পাইয়া' ইত্যাদি শব্দের পরিবর্ত্তে, 'হয়া' 'যায়া' 'হঞা' 'যাঞা' ইত্যাদির মত প্রয়োগ কেবল ক-পুথিতেই পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই যে 'হইয়া' বা 'হৈয়া' স্থলে 'হঞা' আছে, তাহা নহে; তবে অনেক স্থলে ঐরূপ সানুনাসিকরূপ দেখা যায়। এরূপ বৈষম্যের কারণ অনুমিত হয় যে ক-পুথির আদর্শ পুথি খানিতে সর্ব্বত্রই 'হইয়া' বা হৈয়া' রূপ ছিল। ক পুথির লিপি-কার কোন কোন স্থলে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া যেমন দেখিয়াছেন তেমনই লিখিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার সুপরিচিত 'হয়া' 'হঞা' ইত্যাদি রূপ গুলি লেখনীর মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ক-পুথির বিবরণে ৮৫ পৃষ্ঠার শেষের লিখিত যে রোজ-নামচা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে আছে 'দুর্গারাম বিশ্বাসের পর ফৈরাদ হয়া' ইত্যাদি। বস্তুতঃ 'হইয়া' বা 'হৈয়া' স্থলে 'হয়া' (উচ্চারণ হয়াঁ বা হঞা) শব্দের ব্যবহার পাবনার গ্রাম্য ভাষার সাধারণ নিয়ম। লেখক এখানে অসতর্কতার জন্যে চন্দ্র-বিন্দু দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন কিন্তু 'হয়া' 'যায়া' ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ সর্ব্বদাই 'হয়াঁ' 'যায়াঁ' ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। ক-পুথিতে 'হঞা' 'যাঞা' ইত্যাদি রূপ অনেক আছে। পুথিগুলির এরূপ প্রাদেশিকতার প্রদর্শন করিতে হইলে, উহা দ্বারাই একটা বিরাট গ্রন্থ পূর্ণ করা যাইতে পারিত, কিন্তু উহা নিষ্প্রয়োজন এবং ভূমিকায় এ সকল কথার আলোচনা করিলেই ভাষা-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকদিগের প্রলোভন সিদ্ধ হইবে বলিয়া আমরা এ সকল বৈষম্য পাঠান্তরে না দেখাইয়া, ভূমিকায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রসঙ্গ-ক্রমে এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পশ্চিম-বঙ্গের পরবর্ত্তী সময়ের 'হয়্যা' 'যায়্যা' ইত্যাদির ন্যায় প্রয়োগ আমরা এই পুথিগুলিতে কুত্রাপি পাই নাই। এখন বক্তব্য এই যে, পদ্যে অনেক সময়েই 'হইয়া' 'যাইয়া' 'খাইয়া' প্রভৃতি তিন অক্ষরের শব্দ গুলিকে ছন্দের জন্য দুই অক্ষরের শব্দ গণ্য করা আবশ্যক হয়। হরিবংশ হইতেই ইহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

"তোমার সহিতে **যাইতে** মোর লাগে ভয়" ৯০ পঙ্‌ক্তি
"ভয় **পাইয়া** প্রাণী সবে বোলে নারায়ণ" ২৩৭ পং
"সান্তিয়া **পাঠাইল** যম আপনার পুরে" ২৭৩ পং
"রাধার সত্য রক্ষা **পাইল** সেই ত কারণ" ৪৭৬ পং

ছন্দোবিৎ পাঠকদিগকে বলিতে হইবে না যে, উদ্ধৃত স্থল গুলিতে 'যাইতে' 'পাইয়া' ও 'পাইল' শব্দ গুলিকে 'যাত্যে' 'পায়্যা' ও 'পাল্য' রূপ দুই অক্ষর ও 'পাঠাইল' শব্দকে 'পাটাল্য'—রূপ তিন অক্ষর রূপে না পড়িলে পয়ার ছন্দের মাত্রা ও যতির রক্ষিত হয় না। পরবর্ত্তী প্রাচীন কবি ভারতচন্দ্র প্রভৃতি এরূপ স্থলে 'যাইতে' 'পাইয়া' ইত্যাদির পরিবর্ত্তে 'যাত্যে' 'পায়্যা' ইত্যাদি লিখিয়াছেন; কিন্তু উহা দ্বারাই যাত্যে' 'পায়্যা' ইত্যাদি শব্দের প্রকৃত উচ্চারণটা প্রকাশ পাইয়াছে এরূপ বলা যায় না। প্রাচীনতর বাঙ্গালা কাব্যে প্রায়ই এইরূপ বর্ণ-বিন্যাস—পদ্ধতি দৃষ্ট হয় না। সেখানে 'যাইতে' 'পাইয়া' ইত্যাদি শব্দগুলি প্রয়োজনের অনুরোধে কখনও দুই অক্ষর রূপে, কখনও বা তিন অক্ষর রূপে পঠিত হইয়া থাকে; এ জন্য 'খায়্যা' 'পায়্যা' ইত্যাদির ন্যায় একটা অদ্ভুত সঙ্কেতের প্রয়োজন হয় নাই। 'যাইতে', 'পাইয়া' ইত্যাদি শব্দের 'ই' অক্ষরের স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া উহাকে আদ্য বর্ণের সহিত এক-যোগে হসন্ত 'ই' রূপে উচ্চারিত করিলেই 'যাইতে' পাইয়া' ইত্যাদি শব্দগুলি দুই অক্ষর বা দুই মাত্রার শব্দ হইয়া পড়ে এবং উহা দ্বারা পয়ারের ছন্দের কোনও ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে "নিস্তার পাইল তাতে আমার কারণ" (১১৮ পং) "কুপিত হইলা রাজা না করিলা দয়া" (১১৫ পং) ইত্যাদির মত স্থলে 'পাইল' 'হইলা' ও 'করিলা' শব্দগুলি তিন-অক্ষর-বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক বলিয়া ঐ সকল শব্দের মধ্য-গত 'ই' অক্ষর স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট-ভাবে উচ্চারিত করিতে হইবে। 'হইলা, 'করিলা' 'হইবে' ইত্যাদি শব্দের

সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ করার জন্য 'হৈলা' 'কৈলা' 'হৈব' ইত্যাদি রূপ পূর্ব্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গ—সকল স্থানের পুথিতেই সুলভ বটে। 'করিয়া', 'মরিয়া' ইত্যাদি প্রাচীন রূপের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণের প্রকাশ জন্যে কোন কোন প্রাচীন পুথির সম্পাদক 'কৈরা' 'মৈরা' ইত্যাদি রূপও ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু 'খাইয়া' 'পাইয়া' যাইয়া' 'শুইয়া' 'থুইয়া' প্রভৃতি বহু-সংখ্যক শব্দেরই এরূপ 'ঐ'-কারের যোগে সংক্ষেপ করার উপায় না থাকায়, অনেকেই এ সকল কৃত্রিম-সঙ্কেতের কোনও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ 'ই' কারের এই দ্বিবিধ উচ্চারণ প্রাচীন গ্রন্থের পাঠকদিগের এতই সুপরিচিত যে, এ জন্য তাঁহাদিগকে কখনও আক্ষেপ করিতে শুনা যায় নাই। তথাপি এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে এ সম্বন্ধে সর্ব্বত্র একটা সুবিধা জনক সঙ্কেত প্রচলিত হইলে অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ, সকল প্রকার পাঠকেরই যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারিত। পশ্চিম-বঙ্গের প্রাচীন-সাহিত্যে বিশেষতঃ পদাবলী-সাহিত্যে অনেক স্থলেই 'হঞা' 'যাঞা' 'খাঞা' ইত্যাদি রূপ 'হয়্যা' 'যায়্যা' 'খ্যায়া' ইত্যাদির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষেই তৎতৎ প্রদেশে সে কালে ঐ শব্দগুলির অনুনাসিক উচ্চারণ প্রচলিত ছিল, অথবা উহা 'খায়্যা' 'যায়্যা' ইত্যাদির মত সাঙ্কেতিক রূপভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এখন বলা কঠিন; যাহা হউক ক-পুথির 'খাঞা' 'যাঞা' ইত্যাদি রূপগুলি পাবনা জেলায় লেখা ভাষায় না হউক কথা ভাষায় আজ পর্য্যন্তও প্রচলিত থাকায়, ক-পুথির লেখক যে অনেক স্থলেই পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশের প্রয়োজনে সে গুলির ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ঐ প্রয়োগের বিকল্পতা হইতেই বুঝা যাইতেছে। ভবানন্দ একদিকে যেমন অপেক্ষাকৃত আধুনিক 'যাত্যে' 'যায়্যা', 'পাত্যে' 'পায়্যা' ইত্যাদ রূপগুলির ব্যবহার করেন নাই, সেইরূপ পশ্চিম বঙ্গ বা উত্তর-বঙ্গের প্রাদেশিক 'খাঞা 'যাঞা' ইত্যাদি রূপও ব্যবহার করেন নাই। তিনি 'খাইয়া' 'যাইয়া' ইত্যাদি রূপই সর্ব্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে আমরাও হরিবংশের বর্ত্তমান সংস্করণে সেই রূপই বজায় রাখিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় অবান্তর প্রয়োজনে উহার অন্যথা করিলে, উহা একটা পূর্ব্বাপর বিরোধ (Anachronism) বলিয়াই গণ্য হইতে পারিত।

(৩) ক-পুথির বিবরণে আমরা উহার কয়েকটা নিজস্ব সুন্দর অথচ খাঁটি পালার উল্লেখ করিয়াছি এখানে উহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা আবশ্যক যে, 'শ্রীরাধার আক্ষেপ ও শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা' শীর্ষক সম্পূর্ণ পালা (৩২৫১—৩৪৩৭ পঙ্‌ক্তি), "শ্রীরাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বংশী-হরণ" শীর্ষক পালার (৩৪৩৮—৩৮৪৪ পং) অধিকাংশ, "ক্রীড়া-চ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান" শীর্ষক পালা (৪১৪৪—৪৪২৯ পং) "শ্রীরাধার বিরহোৎকণ্ঠা" শীর্ষক পালা (৪৪৩০—৪৫০৫ পং), "যশোদার নিকট শ্রীরাধার কৃত্রিম অভিযোগ" শীর্ষক পালা (৪৫০৬—৮৫৫০ পং) এবং পরিশিষ্টের "মৃগবতী কন্যার উপাখ্যান" ও উহার অন্তর্গত "বর্ব্বর-বাখান" শীর্ষক হাস্য-রসাত্মক উপাখ্যান ক-পুথির নিজস্ব উপকরণ। যে কারণেই হউক, অন্যান্য পুথিগুলিতে দৃষ্ট না হইলেও এগুলি যে কবিশ্রেষ্ঠ ভবানন্দের খাঁটি রচনা এবং প্রক্ষিপ্ত মৃগবতীর উপাখ্যান ব্যতীত এগুলি দ্বারা যে হরিবংশ কাব্যখানির উপাদেয়তা যথেষ্ট-পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে,—ইহা সহৃদয় পাঠকমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যান্য পুথিতে বিশেষতঃ প্রাচীনতম গ-পুথিতে কি জন্য যে এই সুন্দর পালাগুলি সংগৃহীত হইতে পারে নাই, তাহা এখন বলা সম্ভবপর নহে; তবে অনুমান হয় যে, এই পালাগুলির সহিত হরিবংশ-কাব্যের মূল ঘটনার ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকায়, এবং এগুলি অবান্তর আখ্যান (Episode) হওয়ায়, এগুলি পুথির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করাও যেমন সুবিধা-জনক, এগুলি ছাড়িয়া দেওয়াও তেমনি সুবিধা-জনক বটে; কারণ এগুলি থাকা বা না থাকায় মূল ঘটনার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি বুঝা যায় না। এগুলি যে ভবানন্দের খাঁটি রচনারই লক্ষণাক্রান্ত তাহা বুঝিতে সহৃদয় পাঠকদিগের বিশেষ কষ্ট হইবে না। এগুলি যে ভাবে গ্রন্থ মধ্যে সংযোজিত হইয়াছে তাহাও যে ভবানন্দের মত শ্রেষ্ঠ কবি ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভবপর হইত না, পরিশিষ্টে উদ্ধৃত মৃগবতীর উপাখ্যান ও তুলসীর উপাখ্যানই উহার উত্তম উদাহরণ। বিস্তৃত তুলসীর উপাখ্যান-টি ক ও গ—দুই খানা

পুথিতেই পাওয়া গিয়াছে। উহা যে ভবানন্দের উৎকৃষ্ট রচনা, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ভাবে ঐ উপাখ্যান-টা হরিবংশের মধ্যে গোঁজা-মিল দেওয়া হইয়াছে, তাহা একান্তই হাস্য-জনক অক্ষমতার ও অরসজ্ঞতার পরিচায়ক; সুতরাং আমরা প্রাচীনতম গ-পুথিতে ও ক-পুথিতে পালাটী পাওয়া সত্বেও খ, ঘ ও ছ-পুথির প্রমাণ অনুসারে উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গণ্য করিয়া উহাকে পরিশিষ্টে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছি। সেইরূপ মৃগবতীর উপাখ্যান-টী ভবানন্দের খাঁটি ও উৎকৃষ্ট রচনা হইলেও, উহা যেরূপ অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গত-ভাবে হরিবংশে সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহা ভবানন্দের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া, অন্যান্য পুথি-গুলির প্রামাণ্যে উহাকেও পরিশিষ্টেই স্থান দিয়াছি। কিন্তু ক-পুথির পূর্ব্বোক্ত নিজস্ব পালাগুলি সে প্রকার নহে। ইহাদিগের রচনা বা বিন্যাসে কোনও অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয় না, সুতরাং উহা ভবানন্দের কৃতিত্ব বলিয়াই মানিয়া লইতে হইয়াছে। সেরূপ খ, ঘ ও ছ পুথির "শ্রীরাধার গর্ব্ব-ভঙ্গ" (পরিশিষ্ট ১১৮৮—১৪৯৭ পঙক্তি) শীর্ষক পালা-টীর মধ্যেও কতকগুলি শ্লোক ও অধিকাংশ গীতগুলি ভবানন্দের রচনা বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস জন্মিলেও যে ভাবে ঐ পালা-টা হরিবংশে সংযোজিত করা হইয়াছে, উহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ও অস্বাভাবিক বলিয়া আমরা ঐ পালা-টা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিশিষ্টেই স্থান দিয়াছি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ক-পুথির উক্ত নিজস্ব অথচ অকৃত্রিম পালা-গুলি অন্যান্য পুথিতে নাই কেন? ইহার একমাত্র সঙ্গত উত্তর আমাদিগের ইহাই মনে হয় যে, হরিবংশ' কাব্যখানা 'নানা রাগ-রাগিণী সংযুক্ত গীত দ্বারা পূর্ণ বলিয়া উহা সুর-তাল-যোগে পাঁচালীরূপে গীত' হইত। ঘ-পুথির শেষে পূর্ব্বোদ্ধৃত 'শুভমস্তু সকাব্দা ১৬৭৪" ইত্যাদির পূর্ব্বে লেখা আছে "শ্রীভাগবতে হরিবংস পাচালি সমাপ্ত"। প্রাচীন অনেক কাব্য-গ্রন্থেরই 'পাঁচালী' নাম দেখা যায়। উহার অনেক গ্রন্থেই গীত নাই। সুতরাং সেগুলি গীত হইত কি না, সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু হরিবংশ গ্রন্থ-খানায় কীর্ত্তনের পদের মত নানা রাগ-রাগিণী সংযুক্ত প্রায় সোয়া শত গান বা পদ থাকায় উহা আধুনিক দাশরথি রায়ের পাঁচালীর মত গীত না হইলেও, পূর্ব্ববঙ্গের পাঠক (পশ্চিম-বঙ্গের— 'কথক') দিগের রীতি অনুসারে উহার পদগুলি সুর-তাল-যোগে গীত ও অবশিষ্ট অংশ কেবল সুর-যোগে আবৃত্তি করা হইত ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। পাঁচালী বা কথকতার সকল গুলি পালা এক সময়ে এক স্থানে গাহিবার সুযোগ বড় ঘটে না; প্রায়শ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে কয়েক-টা করিয়া পালা গাহিতে হয় এবং অবসর বা শ্রোতাদিগের রুচি বুঝিয়া পালা বাড়াইতে বা কমাইতে হয়; এজন্য ঠিক এক পালারই ছোট বড় বিভিন্ন রূপান্তর হওয়া সম্ভবপর বটে। এ ভাবে নানা স্থানে ভবানন্দের শিষ্য-সম্প্রদায়ের দ্বারা নানা-ভাবে হরিবংশ গীত হইতে থাকা অবস্থায়, তাঁহাদিগের সাহায্যে নানা স্থানে নানা পণ্ডিত কর্ত্তৃক ঐ হরিবংশ পুথি লিপি-বদ্ধ হইতে থাকায়, কালে ঐ সকল পুথির মধ্যে যে এরূপ বৈষম্য ঘটিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বস্তুতঃ হরিবংশ পুথি-খানির মত এত বৈষম্য-পূর্ণ প্রাচীন পুথি আমরা কমই দেখিয়াছি। এ অবস্থায় কবির নিজের লিখিত পুথি আবিষ্কৃত না হইলে—কোন কথাই জোর করিয়া বলা যাইবে না। বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ আছে যে, 'গরজী আর আহাম্মক সমান'। যদি কোনও অরসজ্ঞ কিন্তু শক্তি-শালী প্রতিপালকের অসঙ্গত আব্দার রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়াই ভবানন্দকে পূর্ব্বোক্ত প্রক্ষিপ্ত পালাগুলি তাঁহার হরিবংশ পুথির অন্তর্গত করার অনিবার্য্য প্রয়োজন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রয়োজন ও স্বার্থের নিকট রসজ্ঞতা ও বিচার-বুদ্ধিকে বলি-দান দিয়াও হয়ত ভবানন্দকেই ঐ সকল গোঁজা-মিল দিতে হইয়াছিল; কিন্তু আমরা যখন সকলগুলি পুথিতেই এক রকম জিনিস পাইতেছি না, তখন সেই জিনিসগুলির পরস্পর তুলনা করিয়া, আমাদিগের শক্তি অনুসারে ভবানন্দের নিজস্ব খাঁটি জিনিসগুলি বাছিয়া লইয়া, ঝুটা অথবা খাঁটি হইলেও হরিবংশের পক্ষে অনুপযোগী জিনিসগুলি কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদিগের জন্য পরিশিষ্টের যাদুঘরে সাজাইয়া রাখা ব্যতীত আমাদের আর কিছুই করার উপায় নাই। যদি কোনও একখানা পুথির পাঠ যথাযথভাবে মূলে গ্রহণ করিতে পারা

যাইত তাহা হইলে আমাদিগের পরিশ্রম ও দায়িত্ব অনেক কম হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পূর্ব্বোক্ত অবস্থা ও কারণ বশতঃ, আমরা একখানা পুথিও সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য মনে করিতে পারি নাই। প্রত্যেকটী শ্লোক ও প্রত্যেকটী গীত বা উহার অংশ আমাদিগকে তুলনা ও যাচাই করিয়া লইতে হইয়াছে। পুথিগুলির পাঠান্তর ও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও পালার সংখ্যা এত অধিক যে, আমাদিগের গৃহীত পাঠ (Reading) ও রূপান্তর (Version) ও কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মূল হইতে বর্জ্জিত করিয়া পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করার পোষকতায় সকল কারণ সর্ব্বত্র দর্শাইতে হইলে, কেবল পাঠ-বিচার দ্বারাই একখানা বৃহৎ গ্রন্থ পূর্ণ করা যাইত। উহা অসম্ভব বলিয়া কেবল বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলেই পাঠান্তরে সংক্ষিপ্ত পাঠ-বিচার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় পাঠান্তরগুলি যথা-সম্ভব সম্পূর্ণরূপে দিতে আমরা ত্রুটি করি নাই। প্রক্ষিপ্ত-অংশ সম্বন্ধে বিচারও সুবিধার জন্যে পরিশিষ্টে প্রক্ষিপ্ত অংশের পাদটীকায় সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। যিনি পাঠান্তর কিংবা প্রক্ষিপ্তের গোলযোগের ভিতর প্রবেশ করিতে না চাহেন, তিনি মূলের পাদ-টীকার পাঠান্তর বা পরিশিষ্টের প্রক্ষিপ্ত অংশ পড়িবেন না; মূল ও প্রয়োজনীয় স্থলে শব্দ-সূচী ও টীকা পড়িলেই তাঁহার চলিবে। কিন্তু যাঁহারা সকল বিষয়ের বিচার করিয়া (critically) এই সুপ্রাচীন কাব্য-খানা পড়িতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সকল বিষয়ই বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতে হইবে। কাব্য-রসের জন্য হরিবংশ না পড়িলেও চলিতে পারে, কিন্তু যিনি পূর্ব্ব-বঙ্গের এই সুপ্রাচীন অপ্রকাশিত—পূর্ব্ব কাব্যের সাহায্যে পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষা ও রস-রচনা সম্বন্ধে নানা অপূর্ব্ব ও অজ্ঞাত তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে এই কাব্য খানার সবিচার অনুশীলন অপরিহার্য্য সন্দেহ নাই।

(৪) এখন আমরা পুথিগুলির ১ বিশেষত্বের পরিচায়ক কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই পুথির বিবরণ শেষ করিব।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনার তিনটি শ্লোক এই—

"শ্রবণে শোভিছে ভাল কনক-কুণ্ডল।
চন্দ্র-রশ্মি জিনি দীপ্তি করে গণ্ড-স্থল॥
নাসিকা শোভিছে ভাল খগপতি-চুঞ্চ।
অরুণ-কিরণ যেন দেখি তেজ-পুঞ্জ॥ (৫০৮ ৫১১)
* *
মুকুতার হার গলায় রাত্রি পাইল ভীত।
সুরেশ্বরী ধারা দেখি হইল লজ্জিত॥" (৫২২-৫৩২)

উদ্ধৃত মূলের পাঠ প্রায় ঘ-পুথির অনুরূপ; শ্রীহট্টের ছ-পুথির পাঠও প্রায় উহার তুল্য; কেবল 'চন্দ্র-রশ্মি' ২য় শ্লোকের 'শোভিছে' 'চুঞ্চ' ও 'যেন' স্থলে যথা-ক্রমে 'চন্দ্রমণি' 'জিনিছে' 'চুঞ্চ' ও 'সম' পাঠ আছে। খ-পুথিতে 'শ্রবণে ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির আরম্ভের অংশ ছিন্ন ও অপাঠ্য; শ্লোকের পাঠ্য অংশের পাঠ নিম্ন-লিখিত রূপ, যথা—

"* * * ঝলমল শ্রবণ কুণ্ডলে।
চন্দ্র-রশ্মি জিনি দীপ্তি করে গণ্ড-স্থলে॥"

খ-পুথিতে তৃতীয় শ্লোক-টীর পাঠ অবিকল ঘ-পুথির মত; কিন্তু ২য় শ্লোক-টীর পাঠ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অদ্ভুত যথা—

"নাসিকা শোভিছে ভাল খগ-বহিস্থানে।
অরুণ-কিরণ কিবা শোভা করে বানে॥"

পক্ষি-দেহের অগ্রবর্ত্তী বহির্গত-অংশ (Projecting part) অর্থাৎ চঞ্চু বুঝাইবার জন্যই এই অদ্ভুত শব্দটা প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু উহা দ্বারা সে অর্থ ভাল প্রকাশ পায় নাই। পাইলেও পক্ষি-মাত্রের চঞ্চুই নাসিকার উপমা-স্থল নহে। শুক-পক্ষী অথবা গরুড়ের চঞ্চুর সহিতই কবির নাসিকার উপমা দিয়া থাকেন। এখানে শুধু 'খগ' বলায় 'শুক-পক্ষী' বা 'গরুড়' কোন-টাই নিশ্চিত বুঝা যায় নাই। বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আদর্শ পুথিতে 'চুঞ্চ' পাঠই ছিল, কিন্তু পণ্ডিতম্মন্য লিপি-কার উহা অশুদ্ধ ও হীন-মিলন'-দোষ-যুক্ত মনে করিয়া 'শিরোবেষ্টন পূর্ব্বক নাসিকা-স্পর্শ' করার মত হাস্য-জনক পণ্ডশ্রম করিয়াছেন। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'বান' শব্দের অর্থ 'বর্ণ' বা 'কান্তি' ইহা সংস্কৃত 'বর্ণ' হইতে উদ্ভূত। অধুনা এই শব্দের ব্যবহার নিতান্ত বিরল হইলেও প্রাচীন সাহিত্যে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। গ-পুথির অথবা উহার আদর্শ পুথির লিপি-কার আরও অধিক দোষজ্ঞ ও রসজ্ঞ। তিনি এই শ্লোক-টার গঠন সম্পূর্ণ বদলাইয়া লিখিয়াছেন—

"খগ-পতি চঞ্চু জিনি নাসিকা-গঠন।
রূপে বেশে জিনে তোমার অরুণ-কিরণ॥"

আপাততঃ অনভিজ্ঞের মনে হইবে যে, ইহাই এ শ্লোকের বিশুদ্ধ পাঠ এবং এই পাঠ প্রাচীনতম পুথিতে পাওয়ায়, ইহাই ভবানন্দের খাঁটি পাঠ। আমাদেরও প্রথমে এইরূপ ভ্রম জন্মিয়াছিল; কিন্তু ক্রমে গ-পুথির লিপি-কারের প্রাচীন পাঠ বদলাইবার অভ্যাসের পরিচয় পাইয়া অপেক্ষাকৃত মূর্খ, অসাবধান অথচ বিশ্বস্ত ঘ-পুথির সাহায্যে বুঝিতে পারি যে, এই পাঠ মৌলিক ও প্রামাণিক নহে,—ইহা পরবর্ত্তী সংশোধনের চেষ্টা মাত্র। ভবানন্দ সংস্কৃতে গ্রন্থ-রচনা করেন নাই; তিনি যে সর্ব্বত্র শব্দের সংস্কৃত রূপ বজায় রাখিবেন ইহা কোন মতেই স্বাভাবিক বা সঙ্গত মনে করা যাইতে পারে না। সংস্কৃত 'চঞ্চু' শব্দের অপভ্রংশে 'চুঞ্চ' হওয়া ভাষা-তত্ত্বের নিয়ম-বিরুদ্ধ নহে; তা ছাড়া 'চুঞ্চ' শব্দের সহিত পুঞ্জ' শব্দের মিল (Rhyme) এখন আমাদের কাণে বাজিলেও প্রাচীন সাহিত্য হইতে এরূপ অথবা এতদপেক্ষাও গুরুতর বহু হীন-মিলনে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং 'চুঞ্চ' শব্দের অপভ্রংশতা বা হীন মিলত্ব উহাকে বর্জ্জিত করার পক্ষে সঙ্গত কারণ মনে করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ গ-পুথির পাণ্ডিত্য-সূচক সংশোধনে একটা গুরুতর অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। 'রূপে' শব্দের দ্বারা শুধু 'বর্ণ' বা 'কান্তি' বুঝা যায় না; উহা দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুগঠনই অধিক সূচিত হয়; এ জনাই এ জনাই অঙ্গের সুগঠন ও সুকান্তি বুঝাইবার জন্য আমরা 'রূপ-লাবণ্য', সংযুক্ত শব্দটার প্রয়োগ করিয়া থাকি; শুধু 'রূপ' শব্দ দ্বারা উহা প্রকাশ পায় না। যাহা হউক তর্ক-স্থলে যদি এখানে 'রূপ' শব্দের শুধু 'বর্ণ' অর্থ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও 'রূপে' অরুণ-কিরণের পরাজয় সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু 'বেশে' অরুণ-কিরণের পরাজয় যে অসম্ভব ও অসঙ্গত তাহা বলাই বাহুল্য। এই রূপ-বর্ণনায়ই পরে আছে "পৈন্থিছ বিচিত্র বেশ তাতে নাহি কোপ (৫৩০ পৃ°)। 'বিচিত্র' বেশ কি শুধু এক রংএ হইতে পারে? উহাতে নানা রঙের মিলন আবশ্যক। বস্তুতঃ বিলাসিনীরা নানা-বর্ণের বস্ত্র-অলঙ্কারই ধারণ করিয়া থাকেন। উহা সম্পূর্ণ লাল কিংবা পীত-বর্ণের হইতে পারে না, সুতরাং ঐ 'বিচিত্র' বেশকে নিতান্ত রঙ্‌-কাণা লোক ছাড়া অরুণ-কিরণের সাহত তুলনা দিতে পারে না। গোঁজা-মিল দেওয়া বড়ই সঙ্কটের কাজ; উহাতে অসাধারণ পটুতা না থাকিলে, একটু প্রণিধান করিলেই গোঁজা বাহির হইয়া পড়ে। এখানেও রিফু-কাজের ফল সেই রূপই হইয়াছে। গ-পুথির 'শ্রবণে' শোভয়ে ইত্যাদি শ্লোকের রূপান্তর ও কৌতুক-জনক। উহাতে পাঠ আছে—

"শ্রবণ শোভিত তোর অরুণ বান্ধুলি।
চন্দ্র জিনিয়া শোভা করে গণ্ড-স্থলী॥"

'চন্দ্র জিনিয়া' বাক্যটা যে, ঘ-পুথির অর্থ-শূন্য সুতরাং ভ্রান্ত 'চন্দ্র-রোহিণী' খ পুথির 'চন্দ্র-রশ্মি' অথবা ছ-পুথির

'চন্দ্রমণি' পাঠ হইতে ভাল, ইহা আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু উহাতেও পঙ্‌ক্তি-টী ছন্দো-দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; কেন-না, 'চন্দ্র' শব্দকে তিন অক্ষর বা তিন মাত্রাবিশিষ্ট গণ্য না করিলে পয়ারের ছন্দ থাকে না। হরিবংশে এরূপ ছন্দোদোষের উদাহরণ অপ্রাপ্য না হইলেও প্রকৃষ্ট কারণ ব্যতীত এরূপ পাঠ গ্রাহ্য হইতে পারে না। খ, ঘ ও ছ—তিন জেলার তিনখানা পুথিতেই আমরা এই শ্লোকের প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রায় একই প্রকার পাঠ পাইয়াছি; দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পাঠেও "জিনি দীপ্তি করে গণ্ডস্থল" অংশ সমান পাওয়া গিয়াছে। গ পুথির 'শ্রবণ শোভিত তোর অরুণ বান্ধুলি' পঙ্‌ক্তির অর্থ দুর্বোধ্য। কবি ইতি-পূর্ব্বে 'বান্ধুলি-কুসুম জিনি ওষ্ঠ অধর' পঙ্‌ক্তিতে (৫০৬) দস্তুর মতে ওষ্ঠাধরের সহিত বান্ধুলী-ফুলের উপমা দিয়াছেন; এখানে আবার কর্ণের সহিত অরুণ বান্ধুলীর উপমা দেওয়ার কি তাৎপর্য্য? কর্ণের সহিত বান্ধুলীর সাদৃশ্যই বা কি? আমাদের মনে হয় যে, ভবানন্দের সংশোধক এখানে কষ্ট-কল্পিত অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের সাহায্যে কর্ণের মাণিক্য(Ruby)খচিত কুণ্ডলকে উহ্য রাখিয়া উহার পরিবর্ত্তে 'অরুণ' ও 'বান্ধুলি' কিংবা 'অরুণ-বর্ণ বান্ধুলি'র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, এখানেও তাঁহার অতিপাণ্ডিত্যের ফলে পঙ্‌ক্তি টী দুর্বোধ্য হইয়া রচনার প্রসাদ-গুণ নিহত হইয়াছে। 'অরুণ' বা 'বান্ধুলি'র দ্বারা কর্ণের সৌন্দর্য্য বাড়িতে পারে, কিন্তু উহার জ্যোতি দ্বারা গণ্ড-স্থলের চন্দ্র-রশ্মিবৎ বক্র-কান্তি আরক্তিম ভাব ধারণ না করিয়া পারে না,—উহা লক্ষ্য না করিয়া ভবানন্দ যে 'চন্দ্র জিনিয়া শোভা' ইত্যাদি লিখিবেন, ইহা বিশ্বাস হয় না। পক্ষান্তরে খ, ঘ ও ছ পুথির মৌলিক পাঠ গ্রহণ করিলে—বর্ণনা স্বাভাবিক ও সুন্দর হয় এবং স্বর্ণ-কুণ্ডলের পীত-জ্যোতি শ্রীরাধার গণ্ডস্থলে প্রতিফলিত হইয়া উহা কিরূপে আরও পীত-বর্ণ ধারণ করিয়া চন্দ্র-রশ্মির সহিত তুলনীয় হয়, তাহাও বেশ বুঝা যায়। সুতরাং এখানেও আমরা প্রাচীনতম গ-পুথির পাঠ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই।

'মুকুতার হার' ইত্যাদি ৩য় শ্লোক-টীর স্থলে গ-পুথির পাঠ—

"মুক্তা-হার গলে শোভে নাসা তিল-ফুল।
সুরেশ্বরী ধারা দেখি লজ্জিতে আন্দোল॥

খ, ঘ ও ছ-পুথির 'মুকুতার হার গলায়' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি টীতে অক্ষরের গণনায় পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের স্থলে যোল অক্ষর আছে এবং 'ভীত' শব্দ-টীও সংস্কৃত 'ভীতি' হইতে জাত অপভ্রংশ শব্দ বটে, বোধ হয় এই কল্পিত দোষের জন্যই ঐ পাঠ অগ্রাহ্য করিয়া গ-পুথির পণ্ডিতম্মন্য সংশোধক উহার স্থলে এরূপ পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ফল কিন্তু এখানেও বিপরীত ঘটিয়াছে। মুক্তা-হারের সহিত গঙ্গার বিমল বারি-ধারারই উপমা খাটে, তিল-ফুল তুল্য নাসিকার সহিত উহার কোনই সাম্য নাই। এখানে মুক্তা-হার ও গঙ্গার ধারার মধ্যে তিল-ফুল নাসিকাকে সন্নিবেশিত করায়, দুরন্বয় ও দূরান্বয় ব্যতীত মুক্তা-হারের সহিত গঙ্গা-ধারার সম্বন্ধ বুঝা যায় না। স্বাভাবিক ও সহজ অন্বয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী 'নাসা তিল-ফুল'এর সহিতই গঙ্গা-ধারা সংযুক্ত হইয়া পড়ে। তার পরে পাণ্ডিত্য-প্রকাশে 'লস্জ্' ধাতুর উত্তর ভাব-বাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় দ্বারা 'লজ্জা' অর্থে 'লজ্জিত' শব্দ সিদ্ধ না করিলে 'লজ্জিতে আন্দোল' অর্থাৎ 'লজ্জায় আন্দোলিত' অর্থ প্রকাশ পায় না। উহাতেও 'আন্দোল' বিশেষ্য শব্দ-টী 'আন্দোলিত' অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায়—ভাষার শুদ্ধতা রক্ষা পায় না। সমগ্র হরিবংশ গ্রন্থে আমরা কুত্রাপি 'লজ্জিত' ও 'আন্দোল' শব্দের এইরূপ প্রয়োগ পাই নাই; সুতরাং উক্ত নানা-বিধ কারণেই আমরা এখানেও গ-পুথির পাঠ গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদের গৃহীত মৌলিক পাঠের পোষকতায় ইহাই বক্তব্য যে, 'মুকুতার হার' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে যোল-টী অক্ষর থাকিলেও 'গলায়' শব্দের অন্ত্য 'য়' অক্ষর ও 'পাইল' শব্দের 'ই' অক্ষর পৃথক উচ্চারিত না হইয়া হসন্ত অক্ষরবৎ পূর্ব্ব- অক্ষরের যোগে উচ্চারিত হওয়ায়, পয়ারের মাত্রা ঠিক আছে—সুতরাং অক্ষরাধিক্য কানে বাজে না; বরং উহাতে চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ারের পঙ্‌ক্তি অপেক্ষা আলোচ্য পঙ্‌ক্তি-টী অধিক গতি-শীল হওয়ায়, ছন্দের

বৈচিত্র্য হেতু সুশ্রাব্যই বোধ হয়। প্রাচীন সাহিত্যের পয়ারের এই বিশেষত্ব ভবানন্দের কাব্যে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। আন্দাজ ২৫০ বৎসরের আগে কোন কোন পণ্ডিতের কাণে ইহা বাজিয়াছিল; সুতরাং তিনি উহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন,—ইহা হইতে ভবানন্দের কাব্য-খানা যে সংশোধকের অন্যূন আরও এক শতক পূর্ব্বের রচনা ইহা মনে না করিয়া পারা যায় না। আলোচ্য শ্লোকের 'ভীত' শব্দ-টী অপপ্রয়োগ নহে; 'প্রীতি' হইতে উদ্ভূত 'প্রীত' শব্দের ন্যায় 'ভীতি' হইতে উদ্ভূত 'ভীত' শব্দ-টী হরিবংশে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়; (শব্দ-সূচী দ্রষ্টব্য)। বহু-স্থলেই গ-পুথিতে আমরা এরূপ অনাবশ্যক ও অসঙ্গত পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের দৃষ্টান্ত পাই। উহা যে ভবানন্দের নিজ-কৃত সংশোধন নহে, সংশোধনের ভাষায় অপেক্ষাকৃত নবীনতা ও ভাবের অসঙ্গতি দ্বারাই সেই অনুমান খণ্ডিত হয়। যেখানে সংশোধকের হস্ত-ক্ষেপ ঘটে নাই, সেখানে গ-পুথির পাঠও বেশ শুদ্ধ ও সুলিখিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, লেখকের অনবধানতায় গ-পুথিতে প্রায়ই কোনও শ্লোক বা শ্লোকাংশ বাদ পড়ে নাই; সুতরাং উহা হইতেও যে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, ইহা না বলিলে অসঙ্গত হইবে। আমরা পূর্ব্বেই ক-পুথির বিবরণে লিখিয়াছি যে, উহাতে ৩৪৭—১০৪৫ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত পাতাগুলি পাওয়া যায় নাই; সুতরাং আলোচ্য শ্লোকগুলি ক-পুথিতে কিরূপ ছিল, জানা যাইতে পারে নাই। কৌতূহলী পাঠক পাঠ-তুলনার এরূপ উপকরণ পুথির সর্ব্বত্রই পাইবেন; এ সম্বন্ধে এখানে আর অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করার স্থানাভাব।

[ভাষা-গত ও ব্যাকরণ-গত বিশেষত্ব]

হরিবংশের ভাষার সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে, উহাতে এরূপ বহু 'সংস্কৃত-সম' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়,

অপ্রচলিত ও মৌলিক অর্থে প্রযুক্ত সংস্কৃত শব্দ

যাহা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও বিরল। আবার এই শব্দ-গুলির মধ্যে কতকগুলি শব্দ উহাদিগের আধুনিক পরিবর্ত্তিত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া মৌলিক সংস্কৃত অর্থেই প্রযুক্ত দেখা যায়। আমরা দৃষ্টান্ত-স্থলে এখানে উক্ত উভয়-বিধ কতকগুলি শব্দের অর্থ সহ তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম। উহাদের প্রয়োগের ঠিকানা শব্দ-সূচীতে পাওয়া যাইবে। শব্দ-সূচীতে সকল 'তৎসম' শব্দই * তারকা-চিহ্নিত করা হইয়াছে।

অপ্রচলিত কতকগুলি 'সংস্কৃত-সম' শব্দের তালিকা, যথা—'অনাকর' (অমূলক), 'অস্তঙ্গত' (অদর্শনতা-প্রাপ্ত), 'অনুক্রম,' (যথাক্রম), 'অনুভাব' (ভক্তি-প্রেম ইত্যাদি মানসিক রসের সূচক গুণ-ক্রিয়া প্রভৃতি), 'অন্তর্ধান' (মানসিক ধ্যান), 'অবিবেক' (অবিবেচনা), 'অমর্য্যাদা-সীম' (উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা-প্রাপ্ত), 'আকূত' (অভিপ্রায়), 'আদ্যতা' (প্রাধান্য), 'উদ্যম' (উদয়), 'উন্মাদ' (উন্মত্ততা), 'উপসন্ন' (উপস্থিত) 'উপালম্ভ' (তিরস্কার), 'করুণ' (করুণ-রস বা শোক), 'কল্লোল' (বৃহৎ তরঙ্গ), 'কামোম্ভাব, (কামোদ্দাম), 'ক্রৌঞ্চ' (কার্ত্তিকেয়), 'ক্ষেত্র' (নারী), 'ক্ষেত্র-বার' (বার-নারী), 'খিল' (সংক্ষিপ্ত), 'গুণানুবাক্য' (গুণ-কীর্ত্তন), 'গুণান্বয়' (গুণের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ), 'গোকর্ণ' (সর্প), 'গৌরবিত' (মান্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট), 'ঘুষ্টি' (বরাহ), 'চিত্ত-বিত্ত' (চিত্তের বিচারিত), 'চিত্র-রেখা, চিত্র-লেখা' (চিত্রাঙ্কন), 'ছিদ্র' (অবকাশ), 'তরলতা' (চপলতা), 'তামসী' (তমোগুণ-বিশিষ্টা মায়া), 'দণ্ডক' (বন), 'দ্রোণ' (দাঁড়কাক), 'নির্লেপ' (নিঃসংস্রব), 'ন্যায়' (বিবাদের মীমাংসা) 'পথ-ক্রম' (পথ গতি) 'পর্য্যুসিত' (বাসি) 'পাঠক' (পড়ুয়া) 'পার্থিব' (মৃৎ-নির্ম্মিত), 'পুট' (যুক্ত), 'পুটাঞ্জলি' (যোড়-হাত), 'পুরস্কার' (অগ্রে স্থাপন) 'প্রপঞ্চ' (কপট) 'প্রবন্ধ' (প্রযত্ন), 'প্রসুজ্জ্বল' (প্রকৃষ্ট-রূপে উজ্জ্বল), 'প্রসন্ন' (প্রকাশিত), 'প্রসূতা' (কৃত-প্রসবা) 'বল্মীক-শিখর' (উই-ঢিপী), 'বাহু-দণ্ড' (যে চতুষ্কোণ বেদীর প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ 'দণ্ড' অর্থাৎ চারি হাত), 'বিরহিত' (বিরহ-যুক্ত), 'মনোহিত' (মনের অভীষ্ট), মর্য্যাদা (সীমা), 'মুদ্রিত' (নিমীলিত), 'মোহিত' (মোহ-যুক্ত), 'শক্য' (সাধ্য), 'শক্ত' (সমর্থ), 'স্ত্রী-জিত' (স্ত্রৈণ), স্বতন্ত্রা (স্বাধীনা) 'সম্ভার' (আয়োজন) 'গ্রহিল' (আগ্রহ-যুক্ত) **এই শব্দ-গুলির ব্যবহার দুই শত বৎসরের প্রাচীন কবি ভারতচন্দ্রের সংস্কৃত-শব্দ-বহুল কাব্যেও একান্ত বিরল।**

ইহাও দ্রষ্টব্য যে, সংস্কৃত 'অমার্য্যাদা' 'আদ্যতা' 'ক্ষেত্র' 'ছিদ্র' 'চিত্র-রেখা' 'চিত্র-লেখা' 'তরলতা' 'ন্যায়' 'পাঠক' 'পুরস্কার' 'প্রপঞ্চ' 'প্রবন্ধ' 'প্রসন্ন' ও 'মুদ্রিত' শব্দগুলি পরবর্ত্তী সময়ে পরিবর্ত্তিত অর্থেই প্রযুক্ত হইতেছে। এই সকল শব্দের মৌলিক অর্থে ব্যবহার যে, ভবানন্দের ভাষার অসাধারণ প্রাচীনতারই পরিচায়ক; তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভবানন্দের কাব্যের অপর বিশেষত্ব এই যে, উহাতে অপ্রচলিত বহু 'তৎসম' শব্দের প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্ত্তী প্রাচীন সাহিত্যে অপ্রাপ্য বহু তদ্ভব সুবন্ত ও তিঙন্ত শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়।

তদ্ভব অপ্রচলিত শব্দের বাহুল্য

ভাষা-তত্ত্ববিৎ পাঠকদিগের ইহা অজ্ঞাত নহে যে, পরবর্ত্তী সময়ে নবদ্বীপে সংস্কৃত-চর্চ্চার অভ্যুদয় হেতু বাঙ্গালা ভাষার বহু প্রাচীন 'তদ্ভব' শব্দ অসাধু-ভাষা বলিয়া সাহিত্য-গ্রন্থ হইতে বর্জ্জিত হইয়া তৎস্থলে 'তৎসম' শব্দের প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এজন্য এই সংস্কৃত-চর্চ্চার অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী শূন্য-পুরাণ কৃত্তি-বাসী রামায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আমরা যে পরিমাণ তদ্ভব শব্দের, বিশেষতঃ তদ্ভব ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ দেখিতে পাই, পরবর্ত্তী বাঙ্গালা-কাব্যে তাহা পাই না। এমন কি আন্দাজ সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন মুকুন্দরামের চণ্ডী কাব্যেও তদ্ভব শব্দের বিশেষতঃ তদ্ভব ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কমই পাওয়া যায়। হিন্দী সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান বৈষম্য এই যে, হিন্দী-সাহিত্যে অতি অল্প সময় হইতে যদিও একটু অধিক সংস্কৃত-প্রবণতা দেখা যাইতেছে, কিন্তু আন্দাজ এক শতক আগেও উহাতে তৎসম শব্দের অপেক্ষা তদ্ভব শব্দের ব্যবহারই অধিক ছিল। এখন পর্য্যন্ত হিন্দীতে তদ্ভব ক্রিয়া-পদেরই সম্পূর্ণ প্রাচুর্য্য দেখা যায়। বাঙ্গালার সাধু-ভাষার 'যুদ্ধ' করে, 'জয়' করে, 'সাক্ষাৎ' করে 'প্রশংসা করে' 'ত্যাগ করে' ইত্যাদির মত তৎসম শব্দের সহিত তদ্ভব পদ যোগ করিয়া কৃ-ধাতুর বক্তব্য অর্থ প্রকাশ করার নিরর্থক বাহুল্যপূর্ণ অপকৃষ্ট রীতি কেবল আধুনিক বাঙ্গালা-ভাষায়ই দেখা যায়। হিন্দীতে কোন সময়েই এই অপকৃষ্ট রীতি প্রচলিত হয় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও এই রীতি ছিল না, উহাতে হিন্দীর 'জুঝ্‌তা' 'জীত্‌তা' 'ভেট্‌তা' 'সরাহ্‌তা' 'ত্যজ্‌তা' বা 'ত্যাগ্‌তা' ইত্যাদি ক্রিয়া-পদের মত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও সর্ব্বত্র 'যুঝে' 'জিনে' 'ভেটে' 'বাখানে' 'এড়ে' ইত্যাদি সম্পূর্ণ তদ্ভব ক্রিয়া-পদেরই ব্যবহার ছিল এই কথা-টা স্বীকার করিলে বুঝা যাইবে যে সংস্কৃতজ্ঞ কবির রচিত বাঙ্গালার যে প্রাচীন কাব্যে 'তৎসম' শব্দের পরিবর্ত্তে 'তদ্ভব' ও 'দেশজ' শব্দের ব্যবহার যত অধিক, উহা তত অধিক প্রাচীন বটে। এ হিসাবে এ যাবৎ প্রকাশিত প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত "বৌদ্ধ-গান ও দোহা" গ্রন্থের বাঙ্গালা পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও শূন্য পুরাণই প্রাচীনতম, ও প্রাচীনতর বাঙ্গালা রচনা বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও শূন্য পুরাণ মধ্যে কোন্ খানা অধিক প্রাচীন তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। প্রথম গ্রন্থের রচয়িতা সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ও দ্বিতীয় গ্রন্থের রচয়িতা অপণ্ডিত বলিয়াও শেষোক্ত গ্রন্থে 'তৎসম' শব্দের অল্পতা ও 'তদ্ভব' শব্দের আধিক্য হইতে পারে। সুতরাং কেবল 'তদ্ভব' শব্দের আধিক্য দেখিয়া বিচার করিলে চলিবে না, উহার সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতা সংস্কৃতে পণ্ডিত কিংবা অপণ্ডিত, এবং সে সময়ে রচনা-রীতি কিরূপ ছিল, অর্থাৎ রচনায় সাধারণতঃ সংস্কৃত-সম অধিক বা অল্প ব্যবহৃত হইত,—উহাও বিচার্য্য বটে। সে যাহা হউক, আমরা নিম্নে ভবানন্দের কাব্য হইতে অর্থ সহ কতক-গুলি অপ্রচলিত সুবন্ত ও তিঙন্ত তদ্ভব শব্দের তালিকা প্রদান করিব।

অপ্রচলিত সুবন্ত (বিশেষ্য, ও বিশেষণ) তদ্ভব শব্দ যথা—'অন্যে-অন্যে' (অন্যোন্যে অর্থাৎ পরস্পরে), 'অপকীর্ত্তি' (অপকীর্ত্তি, কলঙ্ক), 'অবে' (এবে, এখন), 'আইমন' (অভিমন্যু বা আয়ান'),

অপ্রচলিত 'সুবন্ত' 'তদ্ভব'—শব্দ

'আথান্তর' (দুরবস্থা), 'আচ্চর্য্য' (উপাসনা), 'আবশে' (অবশ্য) 'আথে বেথে' (আস্তে-ব্যস্তে বা অত্যন্ত ব্যস্ত-ভাবে), 'ইপ্সিত' (স্ফীত), 'উপসন' (উপসন্ন বা উপস্থিত), 'ওলে' (ওরে বা সাথে), 'কাঠী' (কণ্ঠী, কণ্ঠভূষণ), 'কেন মতে' (কি প্রকারে), 'গঞাবরা' ('গাবুর' বা নব-যুবক), 'ছৈল' (চতুর, ধূর্ত্ত), 'জিওতে' 'জীবতে' (জীবিত থাকা অবস্থায়), 'ঝাটে' (শীঘ্র)

'তিত' (সিক্ত), 'দুলালিয়া' (আব্দারিয়া), 'দুৰ্দ্ধরিষ' (দুৰ্দ্ধর্ষ), 'ধিকাধিক' (গালাগালি), 'নফুলি' (নবীন), 'নিদ্রাউলি' (নিদ্রালুতা, ঘুমের ঘোর), 'নিহর' (নিহার, নিশির), 'নেহা' (স্নেহ, প্রেম), 'প্রহ্রাদ' (প্রহ্লাদ), 'পলম' (পলক), 'পাতিয়ান' (প্রত্যয়), 'পেলা-পেলি' (ফেলাফেলি), 'প্রতীত' (প্রতীতি, প্রত্যয়) 'বকুলিত' (মুকুলিত), 'বঞ্চন' (অবস্থান), 'বাটোয়ারি' (রাহাজানি পথিকের উপর দস্যুতা), 'বিআল' (বিকাল), 'বিমরিশ' (বিমর্ষ, চিন্তা), 'ভীত' (ভীতি, ভয়), 'ভীন' (ভিন্ন), 'মাঞ্জিল' (মার্জ্জিত), 'মাঞ্জা' (কটি), 'মুগধ' (সুন্দর), 'মেলানি' (বিদায়) 'যোগান' (জটলা, সহযোগ), 'রসান' (রসায়ন, রসের আকর), 'রাখোয়াল' (রাখাল) 'রোহিনী' (রক্ত), 'লুড়' (লোপ্ত্র, চুরির মাল), 'শাকু' (শাঙ্কু, শলাকা), 'সম-সর' (তুল্য), 'সৌতিন' (সতিন), 'সুসার' (সুন্দর-রূপে), 'হঁতে' 'হনে' (হইতে), 'হের' হোর' (এখানে)।

অপ্রচলিত তিঙন্ত (ক্রিয়া-পদ) 'তদ্ভব' শব্দের প্রয়োগ হরিবংশ কাব্যে সুবন্ত 'তদ্ভব' শব্দ অপেক্ষা অনেক' বেশী দেখা যায়। 'আঁটে' (কুলায়, ধরে), 'উনায়' (গলে), 'এড়' (ছাড়), 'করোঁ (করি), 'কহন্তি' (কহেন),

প্রাচীন গ্রন্থের তিঙন্ত 'তদ্ভব' শব্দ

'কাড়ে' (বাহির করে), 'ক্ষেম' (ক্ষমা কর), 'জানোঁ' (জানি), 'জী' (বাঁচি), 'ঝুরে (শোক করে) ইত্যাদি কতকগুলি তদ্ভব ক্রিয়া-পদ সকল প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেই অল্পাধিক পাওয়া যায়; আমরা সেরূপ শব্দের উল্লেখ না করিয়া এখানে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দেরই তালিকা দিব। 'তদ্ভব' শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি না ধরিতে পারিলে, কেবল প্রক্রম (Context) দেখিয়া আন্দাজী অর্থ করিতে গেলে অনেক সময়েই প্রকৃত অর্থ মিলে না; এজন্যে হরিবংশের শব্দ সূচীতে তদ্ভব শব্দ-মাত্রেরই ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের জন্যে চেষ্টা করা হইয়াছে। এ কার্য্যে আমরা রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের অসাধারণ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক 'বাঙ্গালা শব্দ-কোষ' গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। তথাপি বক্তব্য যে বিষয়-টা একান্ত কঠিন বলিয়া ঐ গ্রন্থেও অনেক 'তদ্ভব' বা 'দেশজ' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হইতে পারে নাই। সুতরাং রায় বাহাদুরের গ্রন্থের কোন কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি আমরা সন্দিগ্ধ বলিয়া লিখিতে এবং 'আথান্তর' 'দুলালিয়া' 'ঝুরে' ইত্যাদি কয়েকটা 'তদ্ভব' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। পাঠক শব্দ-সূচীতে হরিবংশের প্রায় সকল 'তদ্ভব' শব্দেরই ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও প্রয়োগ দেখিতে পাইবেন।

হরিবংশের বিশেষ প্রাচীন ও অপ্রচলিত তদ্ভব ক্রিয়া-পদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্ন-লিখিত শব্দগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে; যথা—

হরিবংশের প্রচলিত তিঙন্ত 'তদ্ভব'-শব্দ

'অনুব্রজি' (অনুগমন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া), 'অভ্যুক্ষে' (অভ্যুক্ষণ বা সেচন করে) 'উপহারে' (উপহার দেয়), 'কাঢ়ি' (কাড়িয়া), 'ক্ষেমাই' (ক্ষান্ত করি), 'দিয়ার' (দেও), 'দিলু হয়' (হয় তো দিতাম) 'ধরুহুঁ' (ধরি), 'নমোহুঁ' (নমি, নমস্কার করি), 'নহোঁ, (নহি, নই), 'নাইসে' (আসে না), 'নারোঁ' (পারি না) 'নাসিলা' (আসিল না), 'নিয়োজ' (নিযুক্ত কর)' 'পৈন্ত্রি', 'পৈন্ত্রিছ' 'পৈন্ত্রিলা' ইত্যাদি (যথা-ক্রমে 'পরিয়া', 'পরিতেছ' 'পরিল' ইত্যাদির অর্থে, ক্ল° কী° তু°), 'বঞ্চিও' (প্রবঞ্চনা করিও), 'ভাসে' (মনে উদিত হয়), 'ভেটাইল' (উপহার দিল), 'মজিয়া' (ডুবিয়া), 'রাখুকা' (রক্ষা করুন), 'রহাইল' (থামাইল), 'লভ্জিল' (সম্ভোগ করিল), 'লিখিছে' (অঙ্কিত করিয়াছে), 'শুনিলায়' (শুনিলা), 'সঞ্চয়ে' (সঞ্চিত করে), 'সম্পাটিলা' (সমাপ্ত করিল), 'সান্তাইয়া' 'সান্তিতে' 'সান্তে' প্রভৃতি ('সান্ত্বনা দিয়া' 'সান্ত্বনা দিতে' 'সান্ত্বনা দেয়' ইত্যাদির অর্থে), 'সুহায়' (সুখ দান করে), 'স্তবিলা' (স্তব করিল), 'হাকুলাইতে' (আকুলের মত আচরণ করিতে), 'হৈলা হয়' (হয় তো হইত)।

এই ক্রিয়া-পদ গুলির মধ্যে 'অনুব্রজি' 'অভ্যুক্ষে' 'উপহারে' 'ক্ষেমাই', 'নিয়োজ' 'বঞ্চিও', 'ভেটাইল', 'সঙ্কয়ে' 'সান্তাইয়া' ইত্যাদি শব্দ ভবানন্দের সময়ে ভাষায় সচরাচর প্রযুক্ত হইত কিংবা উহা তাঁহার নিজ-কল্পিত শব্দ তাহা উপযুক্ত উপকরণের অভাবে বলা কঠিন। কিন্তু শব্দ গুলি তৎকালের প্রচলিত বা নিজ-কল্পিত, যাহাই হউক না কেন, এগুলি যে অনেক-পরিমাণে মাইকেলী-ধরণের ক্রিয়া-পদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রচলিত ভাষায় 'নাদিল' 'হ্রেষিল' ইত্যাদি শব্দ না থাকায়, রচনার সংক্ষেপ ও সজীবতা ইত্যাদির জন্যে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন বহু নূতন ক্রিয়া-পদের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ কারণেই এ সকল শব্দেরও সৃষ্টি হইয়াছে মনে হয়। বস্তুতঃ,

মাইকেলী ধরণের ক্রিয়া-পদ

"সত্যভামা আদি অষ্ট রমণীর সঙ্গে।
অনুব্রজি আনিতে গোবিন্দ যান রঙ্গে।"
"যমুনা আনন্দ-ভরে উৎপল উপহারে
বহু-বেগে ধরিছে উজান॥"
"ক্ষেমাই অঙ্কুশে—মোর নহে নিবারণ।
দরশন-দান মাগোঁ এই সে কারণ॥"

ইত্যাদি স্থলে এই-রূপ মাইকেলী-ধরণের ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ ছাড়া যে অন্য কোন প্রকারেই এমন সুন্দর ভাবে অর্থ ব্যক্ত করা যাইত না, ইহা আধুনিক শিক্ষিত পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। মাইকেল মধুসূদন যখন প্রথম এই জাতীয় ক্রিয়া-পদের সৃষ্টি করেন তখন উহার উপযোগিতা বুঝিতে না পারিয়া, পণ্ডিত ও অপণ্ডিত বহু লোকেই তাঁহাকে সে জন্যে বিদ্রূপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্যূন সাড়ে তিন শত বৎসরের প্রাচীন কবি ভবানন্দ তাঁহার হরিবংশ-পাচালীতে তৎকালের শ্রোতৃ-বর্গের প্রীতির জন্যে স্থানে স্থানে সেইরূপ মাইকেলী-ধরণের শব্দ প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা ভবানন্দের সুবিবেচনা ও তাঁহার শ্রোতৃ-বর্গের গুণ-গ্রাহিতার একটা উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

শিক্ষিত পাঠকদিগের ইহা অজ্ঞাত নহে যে, হিন্দী, মৈথিল, বাঙ্গালা, ওড়িয়া প্রভৃতি গৌড়ীয় ভাষাগুলি মূলে একই সংস্কৃত-ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়া নানা-জাতীয় প্রাকৃতের ভিতর দিয়া কাল ক্রমে বর্ত্তমান হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এ জন্যেই যত গোড়ার দিকে যাওয়া যায়, হিন্দী মৈথিল বাঙ্গালা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে ততই শব্দ-গত ও ব্যাকরণ-গত সাদৃশ্য অধিক লক্ষিত হয়। বাঙ্গালার প্রাচীনতম কাব্য চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন ও বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী প্রায় সম-কালীন রচনা। উহাদের মধ্যে শব্দ ও ব্যাকরণ-গত যতটুকু সাদৃশ্য আছে, পরবর্ত্তী সাহিত্যে উহা দুর্লভ। এই সিদ্ধান্ত-টা স্বীকার করিলে, ইহাও সহজেই অনুমেয় যে, অন্যূন সাড়ে তিন শত বৎসরের প্রাচীন কবি ভবানন্দের কাব্যের সহিত প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষা-গত যতটা সাদৃশ্য থাকা সম্ভব, ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত সেই রূপ সাদৃশ্য সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় ও টীকায় উহার ভাষার সহিত বিদ্যাপতির ভাষার অপেক্ষাকৃত অধিক সাদৃশ্য প্রমাণিত করিয়াছেন; সুতরাং আমাদিগকে এখানে শুধু হরিবংশের সহিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কতকগুলি সাদৃশ্য দেখাইলেই হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইবে।

প্রাচীন হিন্দী, মৈথিল, ও বাঙ্গালা কাব্যের সহিত হরিবংশের সাদৃশ্য

(১) কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে নিম্নলিখিত প্রাচীন ও পরবর্ত্তী সময়ে অপ্রচলিত শব্দগুলি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,

হরিবংশেও উহা দেখা যায়; যথা—'অঙ্গ-ভঙ্গ, (অঙ্গ-ভঙ্গী), অথবেথে' হ° ব° 'আথেব্যেথে' (অস্তব্যস্তে), 'আই' (মাতা), 'আইলোঁ।হ° ব° 'আইলু' (আসিলাম),''আইহা' হ° ব° 'আইমন' * 'আউলাঁআ' হ° ব° 'আউলাঞা' 'আকুলী, (আকুলা), 'আগ' (ও গো), 'আগম' (তন্ত্র-শাস্ত্র) স্থলে হ° ব° 'আগমী' (তান্ত্রিক সাধক), 'আগর' (অগুরু), 'আগুনি' (অগ্নি), 'আচম্বিতে' (অকস্মাৎ), 'আছুক' (থাকুক), 'আড়' (আড়াল) 'আণো' হ° ব° 'আনো' (আনি), 'আথান্তর' (দুর্দ্দশা), 'আনল' (অনল), 'অন্ধল' (অন্ধ), 'আমিআঁ' হ° ব° 'অমিঞা' (অমৃত), 'আবসে' (অবশ্য),'অহোনিশি' হ° ব° (দিবারাত্র), 'ইঙ্গিত-কারে' হ° ব° 'ইঙ্গিত-লীলায়' (ইঙ্গিত-পূর্ণ হাব-ভাবে), 'উত্তর' (কথা), 'উপসন্ন' (উপস্থিত), 'একশরী' হ° ব° পুথিতে 'একশ্বরী' (একাকিনী), 'এড়' (ছাড়), 'এতেক' (এত), 'এতেকে' (এইহেতু), 'কথোদূর' (কতক দূর), 'কন্ধ' (মস্তক), 'কহন্তি' (কহেন), 'কহিলান্ত' হ° ব° 'কহিলাঞি (কহিলেন), 'কহিলোঁ' হ° ব° 'কহিলু' (কহিলাম), ' কাকু' (কাতরোক্তি), 'কাঞ্চুলী' (কাঁচুলী), 'কাঢ়ি' (কাড়িয়া), 'কান্দন' (ক্রন্দন), 'কাহ্ন' 'কাহ্নু' হ° ব° 'কাহ্নু (কৃষ্ণ), 'কাহ্নাঞি' হ° ব° 'কাহ্নাই' 'কাহ্নাইয়া' (কৃষ্ণ), 'কুহলে' হ° ব° 'কুহরে' (কুহু-ধ্বনি করে), 'কেন মতে' (কি প্রকারে), 'কেরোআল' (নৌকার হাইল বা দাঁড়) 'কেহো' (কেহ), 'কৌড়ী' (কড়ি মূল্য), 'ক্ষেমা' (ধৈর্য্য), 'খাঁখার' (কলঙ্ক), 'গোআরী' হ° ব: 'গোহারি' (কাতর প্রার্থনা), 'গোটা' (একটা), 'গোসাঞি' হ° ব° 'গোসাঞি' (প্রভু), 'ঘাঅ' হ° ব° 'ঘাও' (আঘাত, ক্ষত), বা 'চক্র' (চক্রান্ত), 'জীবার' (বাঁচিবার) 'ঝিআরী' (দুহিতা), 'ঝুরে' (শোক করে), 'টুটিল' (ভাঙ্গিল), 'টালিআ' (হেলাইয়া), 'ঠাম্নি' হ° ব° 'ঠাঞি' (স্থান)' 'ততিখনে' হ° ব° 'ততক্ষণ' (তৎক্ষণাৎ), 'তবে' (তখন), 'তাত' (তাহাতে), 'তাক' (তাহাকে), 'তিরীকলা', হ° ব° 'স্ত্রী-কলা' (স্ত্রী-জাতি সুলভ হাব-ভাব), 'তুঞি' (তুমি), 'তেহ্ন, হ° ব° 'তেন' (সেই রূপ) 'থাকোঁ' (থাকি) 'দান' (দেয় কর) 'দিআর' হ° ব° 'দিয়ার' (দেও) , 'দেওঁ' (দেই), ধরোঁ (ধরি), 'ধিকাধিক,' (নিন্দাবাক্য), 'ধেয়ান' (ধ্যান), 'নহেঁ' (নহি', 'নহুলী' হ° ব° 'নওল' 'নফুলি' (নবীন), 'নিদয়া' (নির্দ্দয়), 'নিন্দ' (নিদ্রা) 'নিন্দাউলী' বংশীদাসে 'নিদ্রাউলী' বিজয়গুপ্তে 'নিদ্রালী' হ° ব° নিদ্রা-উলি (ঘুমের ঘোর), 'নিলজি' (নির্লজ্জা), 'নেহ' বিদ্যা° 'নেহ' 'নেহা' হ° ব° 'নেহা' (প্রেম), 'পরাণী' (প্রাণ) 'পসার' (পণ্য-দ্রব্য) 'পাট' (তক্তা), 'পাট' (রেসমী), 'পাণি (ণী), হ° ব° 'পানী' (জল), 'পতিআএ' (প্রত্যয় করে), হ° ব° 'পাতিয়ান' (প্রত্যয়), 'বিসরিল' (বিস্মৃত হইল) 'পুণি' হ° ব° 'পুনি' (পুনঃ), 'পেল' ধাতুর 'পেলা' (ফেলা) ইত্যাদি, হ° ব° 'পেলা-পেলি' (ফেলাফেলি), 'পন্থী' হ° ব° পৈন্থি' (পরিয়া), 'প্রকার' (প্রতিকারের কৌশল) 'প্রবন্ধ' (চেষ্টা), 'বসে' (বাস করে) 'বহী' হ° ব° 'বহি' (ব্যতীত), বাখান' (প্রশংসা) 'বাটোয়াড়' 'বাটোয়াড়ী, হ° ব° 'বাটোয়ার' 'বাটোয়ারি' (পথ-দস্যু, পথ-দস্যুতা) 'বাঢ়া' ধাতু 'বাঢ়াইল' ইত্যাদি' হ° ব° 'বাঢ়াইতু' (বাড়াইতাম), 'বাত' (কথা) 'বাস' (বোধ কর), 'বিচারিআঁ' হ° ব° 'বিচারিয়া' (অন্বেষণ করিয়া), 'বিমরিষ' হ° ব° 'বিমরিশ' (বিচার পরামর্শ), 'বিহান' (প্রাতঃকাল) 'বুঢ়ী' (বুড়ী) 'ভাণ্ডিতেঁ' 'ভাণ্ডিবারেঁ' ইত্যাদি হ° ব° 'ভাণ্ডিতে' 'ভাণ্ডিবারে' ইত্যাদি (প্রতারণা করিতে, ইত্যাদি), 'ভাল-মনে' (ভাল-মতে) 'মতি-মোষ' হ° ব° 'মতি-নাশ' (মতি-হীন), 'মাঅ' হ° ব° 'মাও' (মাতা), 'মাগী' হ° ব° 'মাগোঁ' (প্রার্থনা করি), 'মানে' (মানি) 'মেলানি' (বিদায়) 'মোক' 'মোকে' (আমাকে) 'মোঞ' হ° ব° 'মুঞি' (আমি) 'মোত,' 'মোতে' (আমাতে) 'যাও' হ° ব° 'যাউ' (যাই), 'যেন' (যেমন), 'রহাএ' (থামায়), হ° ব° 'রহাইল' (থামাইল), 'রাঅ' হ° ব° 'রাও' (রব), 'রাখিতে' (রক্ষা করিতে), 'লাগ' (সাক্ষাৎ), 'শাল' হ° ব° 'শৈল' (শল্য), 'শিশের'

কৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত হরিবংশের শব্দ-সাদৃশ্য

---

* সংস্কৃত 'অভিমন্যু' শব্দের অপভ্রংশ 'অহিমন' শব্দের 'হি' স্থলে 'ই' হওয়ার পূর্ব্বে 'হি' ও 'ম' অক্ষরের বিনিময় দ্বারা 'অসিহন' ও পরে উহার 'সি' স্থলে 'ই' দ্বারা 'আইহন' বা 'আইহন' হওয়া ভাষা-তত্ত্বের নিয়মবিরুদ্ধ নহে ; উহা অপেক্ষা আইমন আরও সহজে সিদ্ধ হইয়াছে। সঃ

(সিঁথার), কৃ'কী' 'শুতিলোঁ' (শয়ন করিলাম), হ'ব' 'শুতে' (শয়ন করে), কৃ'কী' 'সতস্তরী' হ' ব' 'স্বতন্ত্রা' ('স্বাধীনা), কৃ'কী' 'সমার' (সকলের), হ'ব' 'সমাকে', 'সমারে' (সকলকে), 'সহজে' (স্বভাবতঃ), 'সাতেসরী' হ'ব' 'সাতছড়ি' (সাত-লহরী), 'সুখান' হ'ব' 'শুখান' (শুষ্ক), 'সে' (অবধারণে), কৃ'কী' 'হতেঁ' হ'ব' 'হঁতে' (হইতে), 'হের' (এই, এখানে)।

এই শব্দগুলির প্রয়োগ-স্থল কৃ' কী' ও হ'ব' হইতে শব্দ-সূচীর সাহায্যে অনায়াসে বাহির করা যাইবে বলিয়া, পৃষ্ঠা বা পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করা হইল না; অনুসন্ধিৎসু পাঠক শব্দ-সূচীর সাহায্যে মিলাইয়া দেখিবেন। এস্থলে প্রসঙ্গ-ক্রমে ইহাও বলা আবশ্যক যে প্রাচীন কালের কবিরা অথবা তাঁহাদের কাব্যের লিপি-কারেরা শব্দের 'ষত্ব' 'ণত্ব' ও ই-কার 'উ-কারের-হ্রস্ব' দীর্ঘত্বের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করেন নাই। এজন্য একই হস্ত লিখিত প্রাচীন পুথিতে একই শব্দের নানা-প্রকার বানান দেখা যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'শুন' শব্দ-টির 'শুণ' 'সুণ' ও 'সুন'—এই চারি রকম আকার দেখা যায়। 'শুতে' কোথাও 'সুতে' পাওয়া গিয়াছে। চন্দ্র-বিন্দু বা অনুনাসিক 'ঞ' অক্ষরেরও কোন নিশ্চয়তা নাই; কেন না, 'উহাতে তো' (তুমি) শব্দকে কোথাও 'তোঁ' 'মো' (আমি) শব্দকে 'মোঁ' রূপে পাওয়া গিয়াছে। 'ঠাই'-স্থলে প্রাচীন পুথিতে 'ঠাঞি' (স্থান) শব্দ-টী প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের চব্বিশ-টী প্রয়োগের মধ্যে কুত্রাপি 'ঠাঞি' নাই; সর্ব্বত্রই 'ঠাই' বা 'ঠায়ি' রূপ আছে; অথচ সংস্কৃত 'স্থান' বা 'ধাম' শব্দ হইতে 'ঠাঞি' শব্দ-টা উদ্ভূত হওয়ায়, উহার শেষে অনুনাসিক বর্ণ থাকা খুব স্বাভাবিক এবং কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে সেরূপ না থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হয়। হরিবংশের প্রাচীনতম গ-পুথিতে বেশীর ভাগই 'ঠাই' ও কচিৎ 'ঠাঞি' রূপ দেখা যায়। সংস্কৃত 'সাগর' শব্দের অপভ্রংশে 'সাঅর' বা 'সায়র' ও 'নাগর' শব্দের অপভ্রংশে 'নাঅর' বা 'নায়র' রূপ হিন্দী, মৈথিল ও বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যে প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে 'সাগর' ও 'নাগর' ব্যতীত কুত্রাপি অপভ্রংশ রূপ-গুলি পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের শব্দাবলীর এই উচ্ছৃঙ্খল রূপ-বৈষম্য ও 'নাগর' 'সাগর' ইত্যাদি তৎসম শব্দ-প্রয়োগের অস্বাভাবিকতা দেখিয়া, ইহা অনুমান না করিয়া পারা যায় না যে, এই সকল রূপ-বৈষম্য কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যাকরণের নিয়মের ফলে ঘটে নাই, কবি অথবা কাব্যের লিপি-কারদিগের স্বাধীনতা হেতুই এই রূপ বানানে বৈষম্য ঘটিয়াছে। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের যে কবি শত শত তদ্ভব সংজ্ঞার প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনি যে সর্ব্বত্রই 'সাঅর' বা 'নায়র' শব্দের পরিবর্ত্তে কেবল তৎসম 'সাগর' ও 'নাগর' শব্দেরই ব্যবহার করিবেন, ইহাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না; সুতরাং ইহাও লিপিকারের পরিবর্ত্তন বা সংশোধনের ফল বলিয়াই মনে হয়। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন পুথির একাধিক প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই, বিশেষতঃ পুথিখানি অতিশয় প্রাচীন বলিয়া, উহার আপাত-অশুদ্ধি হইতেও প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষার বানানের কোন নিয়ম আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে, এই বিবেচনায় বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় উহার বানানের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন বা সংশোধন না করিয়া যথাযথ-ভাবে মুদ্রিত করায়ই আমরা এরূপ বৈষম্য দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং উহার কোন কোন শব্দের সহিত হরিবংশের উদ্ধৃত শব্দাবলীর বানানে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা গেলেও উহা ধর্ত্তব্য নহে। অথবা সুদূর পশ্চিম বঙ্গের এক প্রান্তের ভাষার সহিত যে পূর্ব্ববঙ্গের একপ্রান্তের ভাষার শব্দের রূপে বিশেষতঃ অনুনাসিক বর্ণ বা চন্দ্র-বিন্দুর প্রয়োগে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব বা পার্থক্য দেখা যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? প্রসঙ্গ-ক্রমে এখানে ইহাও বক্তব্য যে, আন্দাজ এক শতাব্দ হইতে মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থে বানানের যে রীতি চলিয়া আসিতেছে এবং শ্রদ্ধেয় যোগেশ বাবু তাঁহার "বাঙ্গালা শব্দ কোষ" গ্রন্থে তদ্ভব বাঙ্গালা-শব্দাবলীর যে বানান প্রদর্শিত করিয়াছেন, আমরা প্রচলিত শব্দের সেইরূপ বানানই হরিবংশে প্রদান করিয়াছি। যে শব্দ বাঙ্গালা শব্দ-কোষে নাই কিংবা যাহার আকার-গত কোনও বিশেষত্ব আছে, আমরা সেরূপ শব্দের আকারে কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন করি নাই। আজ-কাল কোন কোন প্রাচীন কাব্যের নবীন সংস্করণে প্রত্ন-রক্ষার অজুহাতে লিপি-কারদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা-পূর্ণ বানান-

বৈষম্য যথাযথ ভাবে প্রদর্শিত করিয়া, পাঠকদিগের মনে ভ্রম-উৎপাদনের যে সুযোগ দেওয়া হয় এবং তদ্দ্বারা গ্রন্থ-প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্যকেও অনেক-পরিমাণে ব্যর্থ করা হয়, আমরা কোন মতেই সেই সম্পাদকীয় অলসতার প্রবর্ত্তক সম্পাদন-প্রণালীর সমর্থন করিতে পারি না। প্রাচীন-পুথির যে বানান-বৈষম্য বা বৈশিষ্টের কথা গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়া দিলে চলিতে পারে,—সারা গ্রন্থের বানানের আবর্জ্জনা ঘাটিয়া সেই তত্ত্বটার আবিষ্কার করা দুই চারি জন ধৈর্য্য-শীল ভাষা-তত্ত্ব-বিদের পক্ষে অসম্ভব বা অসুবিধা-জনক মনে না হইতে পাবে, এমন কি হয়ত সুবিধা-জনকও বিবেচনা হইতে পাবে, কিন্তু সে জন্য অধিকাংশ পাঠকদিগের গুরুতর অসুবিধা সৃষ্টি করা কোন মতেই সঙ্গত মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু তা বলিয়া পরবর্ত্তী জয়গোপালদিগের হাতে পড়িয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, আমরা প্রচীন কাব্যের সেরূপ দুর্দ্দশা দেখিতে চাহি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আজ কাল গোবিন্দ কর্ম্মকারের যে করচাখানা লইয়া এত বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে, স্বর্গগত গোস্বামী সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক স্থানে স্থানে ভাষার পরিবর্ত্তন ও নবীকরণই উহার প্রধান কারণ বটে। কেন না, উহার ভাষা এমন আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে যে, অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই সে ভাষাকে প্রায় চারি শত বৎসরের প্রাচীন ভাষা বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না; অথচ গ্রন্থখানা যে জাল নহে, উহার বহু উৎকৃষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান আছে এবং ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর তাঁহার নবীন সংস্করণের সুদীর্ঘ ভূমিকায় উহা সুন্দর-রূপেই প্রমাণিত করিয়াছেন।

(২) মুশলমান বিজেতাদিগের ব্যবহৃত আরবী ও ফারসী ভাষাও বাঙ্গালা ভাষার উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। মুশলমান অধিকারের যতই অধিক দিন গত হইয়াছে, ততই তাঁহাদিগের উক্ত দুই ভাষার প্রভাব বাঙ্গালার উপর অধিক লক্ষিত হইয়াছে এবং এরূপ হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক বটে। এ হিসাবে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যে পরিমাণ আরবী বা ফারসী শব্দ পাওয়া যাওয়া উচিত, মুকুন্দরামে বা ভবানন্দে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী এবং ভারতচন্দ্রে আরও অনেক বেশী পাওয়া উচিত বটে। এস্থলেও একটা বিকল্প আছে। দেখিতে হইবে রচয়িতা আরবী-ফারসীতে অভিজ্ঞ ছিলেন কি না। যে সময়ে রাজা বা জমীদারদিগের দরবারী-ভাষায় অনেক আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হইত, সে সময়ে আরবী না হউক, অন্ততঃ ফারসী ভাষায় উত্তম বিদ্বান ভারতচন্দ্রের পক্ষে এক রাজ-পরিবারের পারিবারিক ও দরবারী ঘটনা-পূর্ণ 'বিদ্যাসুন্দর', ও 'মানসিংহ' কাব্য লিখিতে যাইয়া প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে তাঁহার কাব্যে যত আরবী ও ফারসী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহার সমকালীন বা পরবর্ত্তী অনেক কবি অন্যান্য বিষয়ে কাব্য লিখিতে যাইয়া, যাবনিক-ভাষায় অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞতা ও বর্ণনীয় বিষয়ের বৈশিষ্ট্য হেতু, যাবনিক শব্দ তত ব্যবহার করেন নাই। যাহা হউক, গ্রন্থে যাবনিক শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধেও পরবর্ত্তী কোনও কাব্যের সহিত তুলনা না করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ের সাদৃশ্য হেতু আমরা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সহিতই হরিবংশের তুলনা করিব।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও হরিবংশে যাবনিক শব্দ

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যাবনিক শব্দের সংখ্যা নিতান্তকম। উহাতে আমরা কেবল নিম্ন-লিখিত যাবনিক শব্দ কয়েকটী পাইয়াছি; যথা—'কামান' (ফাং 'কমান'—ধনু), 'কুত-ঘাট' (আং 'কুত'—পণ্য-দ্রব্য; কুত-ঘাট অর্থাৎ যে ঘাটে পণ্য-বাহী নৌকার বাবদে শুল্ক আদায় করা হয়), 'মজুরি' ও 'মজুরিয়া' (ফাং 'মজদূরী' ও 'মজদূর' হইতে 'মজুরা' ও 'মজুর' অর্থে) 'বাকী' (আং 'বাকী'—অবশিষ্ট) *। হরিবংশে এই শব্দ

* সম্পাদক বসন্ত বাবু ভূমিকার ৩৭ পৃষ্ঠার যে কয়েকটী যাবনিক শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন উহাতে 'কুত' শব্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু 'খন্দ' শব্দের অধিক উল্লেখ আছে। তিনি ১৪২ পৃষ্ঠার 'খন্দ নঠ করে যেন উদাও সাণ্ডে' বাক্যের 'খন্দ' শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন যে 'খন্দ' শব্দ আং 'খন্দক শব্দ হইতে জাত। আঃ 'খন্দক শব্দের অর্থ গর্ত্ত বা পগার; এই অর্থে খাল-খন্দ শব্দের বহু ব্যবহার আছে সুতরাং উহা হইতে 'শস্য' অর্থ সিদ্ধ হয় না। যোগেশ বাবু সং 'স্কন্দ হইতে উহা উদ্ভূত মনে করেন উহাও তেমন সঙ্গত মনে হয় না। শব্দের ব্যুৎপত্তি সন্দিগ্ধ বলিয়া আমরা উক্ত যাবনিক শব্দের তালিকার অন্তর্গত করিলাম না। সং

গুলির মধ্যে 'কামান' শব্দটা কয়েক স্থানে আছে। 'বাকী' শব্দটা দুই এক স্থলে থাকিলেও থাকিতে পারে, উহার অর্থ সহজ বলিয়া, আমরা শব্দ-সূচীতে তুলিতে ভুলিয়াছি, এখন সম্পূর্ণ গ্রন্থ খুঁজিয়া দেখাও কঠিন। যাহা হউক, এ গুলির বদলে আমরা হরিবংশে নিম্নলিখিত যাবনিক শব্দ পাইয়াছি, যথা—'গুমান' (ফা' 'গুমান্—গর্ব) 'কউল' (আ' 'কবুল' হইতে—স্বীকার), 'কানয়াত' (আ' 'কনাৎ'—তাঁবুর পরদা), 'দেওয়ান' (ফা' 'দীবান্'—রাজ-সভা) 'খেয়াল' (আ' 'খয়াল'—সখ, সখের কাজ), 'খোয়ারী' (ফা' 'খোআর'—দুর্দ্দশা-যুক্ত) 'বেহাল' (ফা' 'বে'—বিহীন আ' 'হাল—'অবস্থা; ফা'-আ' 'বেহাল'—অবস্থা হীন, দুরবস্থা-যুক্ত) 'বরাবর' (ফা' 'বরাবর—'সমীপ)।

দেখা যাইতেছে যে, ভবানন্দের অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কাব্যেও যাবনিক শব্দের সংখ্যা অধিক নহে; তথাপি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইতে প্রায় দ্বিগুণ। পক্ষান্তরে হরিবংশে 'তৎসম' শব্দের প্রয়োগ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইতে অনেক বেশী। ভাষা-গত এই উভয় কারণ হইতেই কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে হরিবংশের পরবর্ত্তিতা প্রমাণিত হয়। ভাব-গত বৈশিষ্ট্য হইতে ইহা আরও নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে; আমারা 'হরিবংশের আখ্যান-বস্তু' শীর্ষকে ভাব-গত সেই বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিব।

(৩) বাঙ্গালা গ্রন্থের শব্দ-সংখ্যার তুলনা অপেক্ষাও বাঙ্গালা-গ্রন্থের প্রাচীনতা বুঝিবার আর একটা উপায় আছে। আমরা এই প্রসঙ্গের প্রথমেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালার যে গ্রন্থ যত প্রাচীন হইবে, উহার সহিত হিন্দী ও মৈথিল-ভাষার শব্দের তত অধিক সাদৃশ্য থাকিবে। অবশ্য এ স্থলেও বিকল্প আছে; কেন না হিন্দী-মৈথিল-ভাষী প্রদেশের বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দী ও মৈথিল শব্দের যেরূপ আধিক্য পাওয়া যাইবে; সুদূর বর্ত্তী প্রদেশে সেইরূপ আশা করা যাইতে পারে না।

হিন্দী ও মৈথিলের সহিত শব্দ ও উচ্চারণ সাদৃশ্য

কৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা চণ্ডীদাসের জন্ম-ভূমি ও কর্ম্ম-ভূমি বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর কিংবা বাঁকুড়ার অন্তর্গত 'ছাতনা' উহা লইয়া ঐতিহাসিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে এখনও বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে। আমরা অনধিকার-চর্চ্চা করিতে যাইয়া, এক পক্ষে রায় দিয়া অপর পক্ষের অসন্তোষ-ভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। তাই এখানে কেবল ইহাই বলিতে চাহি যে চণ্ডীদাসের জন্ম-ভূমি ও কর্ম্ম-ভূমি বীরভূম বা বাঁকুড়া সেখানেই হউক না কেন, উক্ত উভয় স্থানই যে, পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা হিন্দী মৈথিল-ভাষী প্রদেশের অনেক নিকট-বর্ত্তী তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং এ হিসাবেও কৃষ্ণকীর্ত্তনেই অনেক বেশী হিন্দী ও মৈথিলী শব্দ পাওয়ার কথা। আমরা হরিবংশ গ্রন্থে হিন্দী ও মৈথিলীর সাদৃশ্য-যুক্ত যে শব্দ পাইয়াছি, নিম্নে উহার তালিকা দেওয়া গেল; যথা—'কুরঙ্গিন' (হি' মৈ' 'কুরঙ্গিন'—কুরঙ্গিনী, মৃগী) 'কিশোর' (হি' মৈ' 'কিশোর—কিশোরী). 'কিয়া' হি' ক্যা—কি, কেন 'গোহারি' (হি' মৈ' গোহারি—কাতর প্রার্থনা) 'ঘরয়াল' (হি' মৈ' 'ঘররালা'—ঘরের লোক. চৌকি পাহারার আড্ডা, 'নয়ান' (হি' মৈ' 'নৈন'—নয়ন, চক্ষু) 'নওল' (হি' মৈ' নবল—নবীন), 'নাতিন' (হি' মৈ' 'নাতিন' দৌহিত্রী), 'নাইয়র' (হি' মৈ: ('নৈহর'—স্ত্রীলোকের পিত্রালয়) 'নিন্দ' (হি' মৈ' 'নীন্দ'—নিদ্রা) 'বুঢ়া' (হি' মৈ' 'বুঢ়া', 'বুঢ়িয়া'—বুড়ী) 'ভাউ' (হি' মৈ' 'ভৌ' প্র সং' 'ভাও') 'ভালাই' (হি' মৈ' 'ভলাই' মঙ্গল), 'মাঞ্জা' (হি' মৈ' 'মঞ্জা—কটি), 'মৈলা' (হি', মৈ' মৈ' 'সৌত,—'মৈলা'—মলিন) 'ঘাউ' (প্রা' হি', মৈ' জাউ—ঘাই), 'রাখোয়াল' (হি' মৈ' 'রখবালা—রাখাল), 'সৌতিন' (হি,' সতিন)।

হরিবংশে আমরা 'এখন' অর্থে হিন্দী ও মৈথিল 'অব্' শব্দের স্থলে 'অবে' পাইয়াছি; কিন্তু উহা আমরা পূর্ব্ব-বঙ্গের লিপিকারের 'এ' স্থলে অ-কার ব্যবহারের প্রবণতার ফল বলিয়াই মনে করি; কেন না, হরিবংশের পুথি-গুলিতে সর্ব্বত্র 'এখন' স্থলে 'অখন, পাঠ আছে; কিন্তু এবে স্থলে 'অবে' ও 'এবে' উভয়-বিধ পাঠ এবং 'এবে পাঠই অধিকাংশ স্থলে পাওয়া গিয়াছে; সে জন্যই উহা এই তালিকার অন্তর্গত করা হইল না।

ইহা ব্যতীত হিন্দী ও মৈথিলের সহিত সৌসাদৃশ্য-বিশিষ্ট তিন-টি ধাতু-রূপ কৃষ্ণকীর্ত্তন, চৈতন্ত ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গলা সকল গ্রন্থেরই সাধারণ রূপ বটে; সংশোধকের হস্ত-ক্ষেপ হেতু অনেক আধুনিক পুথিতে ও মুদ্রিত সংস্করণে সকলগুলি রূপ দৃষ্ট না হইলেও সুপ্রাচীন সকল হস্তলিখিত পুথিতেই ঐ ত্রিবিধ ধাতু-রূপ পাওয়া যায়। 'পড়ে' 'পঢ়ে' ও 'পহ্রে' বা 'পৈহ্রে'—সেই তিন-টী রূপ বটে। এই ক্রিয়া-পদ তিনটী যথা-ক্রমে সংস্কৃত 'পত' 'পঠ' ও 'পরি+ধা' হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দের 'ত' স্থলে প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে 'ড' হইয়া থাকে; 'ঠ' স্থলেও 'ড' বা 'ঢ' হয়; সুতরাং অপভ্রংশে 'পত' ও 'পঠ'—উভয় ধাতু স্থলে 'পড' অর্থাৎ 'পড়' রূপ হওয়া সম্ভব হইলেও, বোধ হয় পার্থক্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই হিন্দী, মৈথিল ও বাঙ্গালায় 'পত' স্থলে 'পড়' ও 'পঠ' স্থলে 'পঢ়' ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। সুতরাং আধুনিক বাঙ্গালা 'পড়ে' (১) পতিত হয়, ২। (পাঠ করে) শব্দের স্থলে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে সর্ব্বদাই দুই-টী পৃথক রূপ দেখা যায়—(১) 'পড়ে'—অর্থাৎ পতিত হয়; (২) 'পঢ়ে' অর্থাৎ পাঠ করে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্রজ-লীলায় লেখা-পড়ার কোনও প্রসঙ্গ নাই বলিয়া যদিও উহাতে 'পঢ়' ধাতুর পদ পাই নাই, কিন্তু হরিবংশের এক স্থানে এবং চৈতন্ত-ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতে অনেক পদ পাইয়াছি। হরিবংশের 'বুঢ়ী' 'দঢ়' 'বাঢ়াইতু' 'বাঢ়াইলু' ইত্যাদিও ড় স্থলে 'ঢ়' প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বটে। আধুনিক বাঙ্গালায় বোধ হয় জল-বায়ুর গুণে বাঙ্গালীদিগের আরাম-প্রিয়তার ফলেই সেই প্রাচীন পার্থক্য-টী বিলুপ্ত হইলেও * এখন পর্য্যন্ত হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় 'পড়' ও 'পঢ়' উভয় ধাতুই কথ্য ও লেখ্য ভাষায় প্রচলিত আছে; নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যতীত কোন হিন্দুস্থানী বা মৈথিল ব্যক্তিকেই 'পঢ়' স্থলে 'পড়' বলিতে অথবা লিখিতে দেখা যায় না। সংস্কৃত 'পরি+ধা' ধাতুরস্থলে প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে পরি+হা রূপ হওয়াই স্বাভাবিক। বহু স্থলেই অক্ষর বিনিময় অপভ্রংশ ভাষার সাধারণ ধর্ম্ম বটে, সুতরাং 'পরি+হ' স্থলে মধ্য ও অন্ত্য অক্ষরের বিনিময় দ্বারা 'পহির' রূপ সিদ্ধ হইয়া পরে 'হ' অক্ষরের সহিত 'র' যোগে 'পইহ্রে' 'পৈহ্রে' বা 'পহ্র', রূপগুলি ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বত্র 'পহ্র' এবং হরিবংশের প্রাচীনতম গ-পুথিতে 'পৈহ্র' রূপ পাওয়া গিয়াছে। এস্থলেও বাঙ্গালার জল-বায়ুর প্রভাবে আধুনিক বাঙ্গালায় উচ্চারণের কোমলতা-সাধন উদ্দেশ্যে 'পৈহ্র' বা 'পহ্র' হকার-লোপে 'পর' ধাতুতে পরিণত হইয়াছে কিন্তু আধুনিক হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় প্রাচীন 'পহির' রূপই প্রচলিত আছে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে ও হরিবংশ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মৈথিল-প্রভাবের অভাব

(৪) হিন্দী ও মৈথিলের সহিত কতকগুলি শব্দ ও ধাতুর রূপে এরূপ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও পরবর্ত্তী বাঙ্গালায় মৈথিল ও ব্রজ-ভাষার সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুকরণের ফলে এক-টী তথা 'কল্পিত' 'ব্রজ বুলি' নামক কল্পিত কিতাবী ভাষার সৃষ্টি ও প্রচলন হইয়া উহাতে 'যৈছেন' (হি॰ মৈ॰ জৈসন) 'তৈছন' (হি॰ মৈ॰ তৈসন) 'জনু' 'জনি' ইত্যাদি বহু হিন্দী ও মৈথিল শব্দের ও 'ভেল' 'করই' 'করল' 'শুতই' 'শুতল' ইত্যাদি অসংখ্য ক্রিয়া-পদের যে ব্যবহার হইয়াছিল, হরিবংশে উহার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাসের জন্ম-স্থল মিথিলার অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী এবং তাঁহার জন্ম-কাল ভবানন্দের অপেক্ষা অন্যূন এক শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া সত্বেও কৃষ্ণকীর্ত্তনে তথা কথিত ব্রজ-বুলীর প্রভাব বা হিন্দী-মৈথিলের সাক্ষাৎ অনুসরণের কোনও চিহ্ন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে মাত্র একস্থলে 'জৈসাণে' ও 'তৈসাণে' পাওয়া গিয়াছে; † কিন্তু তাহাও 'যখন' ও 'তখন' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে

---

* পদাবলী সাহিত্যে ও পরবর্ত্তী অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থেও 'নয়ান' শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'নয়ান' নাই। বোধ হয়, ইহাও একটা লিপি-কারের পরিবর্ত্তন; কেন না, 'নয়ান' অধিক প্রাচীন ও হিন্দী-মৈথিল 'নৈন' শব্দের কাছাকাছি। রূপ মনে হয়। সং

হরিবংশের ৭৩৮৫ পঙক্তিতে 'পঢ়াইলু' এবং পরিশিষ্টের 'তুলসীর উপাখ্যানে 'পঢ়ায়ে' (পং ১২৯৩) 'পঢ়িবার' (১৬০৫) পদ আছে। "ড়" অপেক্ষা "ঢ়" অক্ষরের উচ্চারণে যে অধিক প্রযত্ন-সাধ্য অতএব অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ-জনক তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। সং

† "জৈসাণে রন্তি জাগবোঁ। তেসাণে কাহ্ন আনিবোঁ।" কৃ—কী॰ ২১ পৃঃ।

মৈথিল বা বাঙ্গলার তথা-কথিত ব্রজ-বুলীর 'যৈসনে' ও 'তৈসনে' শব্দের যখন ও তখন অর্থে কুত্রাপি প্রয়োগ দেখা যায় না। সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'জৈসাণে' ও তেসাণে' শব্দের সহিত মৈথিল 'যৈসন' ও 'তৈসন' শব্দের কোনও যোগ নাই। বোধ হয় 'জৈখণে' ও 'তৈখণে' প্রকৃত পাঠ ছিল; লিপিকার মৈথিল 'যৈসন' ও 'তৈসন' শব্দের ভ্রান্ত সাদৃশ্যে ভুলে ঐরূপ লিখিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে মৈথিল 'ভেল' স্থলে অনেক স্থানে 'ভৈল' পাঠ আছে। ইহা কিন্তু তাঁহার উপর তাঁহার বন্ধু বিদ্যাপতির মৈথিল-ভাষার প্রভাবই মনে হয়। অথবা বলিতে হইবে যে, ইহার বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালায় সংস্কৃত 'ভূ' ধাতুর স্থলে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের অনুযায়ী 'হো' বা 'হ' ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিলেও অন্ততঃ 'ভৈল' শব্দে যে জন্যেই হউক প্রাচীন রূপ-টা চণ্ডীদাসের কাল পর্য্যন্ত বজায় রহিয়া গিয়াছিল।

হরিবংশের নিজস্ব পূর্ব্ববঙ্গের-ভাষা

(৫) এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, উহার দ্বারা সুদূর পশ্চিম-বঙ্গের কৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত হরিবংশের ভাষা-গত সাদৃশ্যই ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা এখন হরিবংশ হইতে এরূপ কতক গুলি দৃষ্টান্ত দেখাইব, যাহা দ্বারা হরিবংশের নিজস্ব পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ বা ত্রিপুরার ভাষারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে পরবর্ত্তী কাল হইতে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষার মধ্যে যে সকল পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে অন্ততঃ সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও সে সকল পার্থক্য ছিল না। দৃষ্টান্ত স্থলে ব্যাপক ক্রিয়া-পদের উল্লেখ করিতেই যথেষ্ট হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে 'কর' ইত্যাদি ধাতুর ভবিষ্যৎ-কালের প্রথম-পুরুষে 'করিব' (কথ্য-ভাষায় 'করুব')ইত্যাদি ও উত্তম-পুরুষে 'করিমু' (কথ্য-ভাষায় 'করমু') ইত্যাদি রূপ ব্যবহৃত। পশ্চিম-বঙ্গের আধুনিক লেখ্য ও কথ্য ভাষায় উহার স্থলে যথাক্রমে 'করিবে' (করবে) ও 'করিব' (করবো) রূপ ব্যবহৃত হইলেও পশ্চিম-বঙ্গের প্রাচীন পুথিতে এ স্থলে যথা-ক্রমে 'করিব' বা 'করিবা' ও 'করিব' 'করিবোঁ' (কৃ° কী°) বা 'করিমু' রূপই দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণ কীর্ত্তনে ষাটটী স্থলে উত্তম-পুরুষে 'করিব' এবং বাইশটী স্থলে 'করিবোঁ' রূপ প্রযুক্ত হইয়াছে 'করিবোঁ' প্রকৃত পক্ষে 'করিমো' বা 'করিমু' শব্দেরই সৌসাদৃশ্য-যুক্ত রূপান্তর বটে। সে যাহা হউক, আমরা এখানে শব্দ-রূপ ও ধাতু-রূপের যে কতকগুলি উদাহরণ দেখাইব, উহার কোন কোন শব্দ কচিৎ কোনও পশ্চিম-বঙ্গের প্রাচীন পুথিতে কোন কারণে পাওয়া গেলেও এই শব্দগুলির বিশেষতঃ অতীত কালের প্রথম-পুরুষের 'করিছি' 'চিন্তিছি' 'জানিছি' ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ অসংখ্য ক্রিয়া-পদের সম্মিলিত সাক্ষ্য দ্বারা হরিবংশের নিজস্ব পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

(ক) পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষার কতক গুলি নিজস্ব শব্দ যথা—'ছালি' (কৃ° ক)° প° ব 'ছার' ('ছাই') 'কাম' (কৃ° কী 'কাম' পূ° ব° 'কাজ'), 'গাও' (কৃ° কী° 'গাঅ' 'গাএ' ও 'গা'—প. ব° 'গা'),'খেওা' (কৃ° কী° 'খেআ' প° ব 'খেয়া') 'নাও' (কৃ°কী° 'নাঅ', 'নাএ' প°ব° 'না'),'বাও' (কৃ°কী° 'বাঅ', 'বাএ' প°ব° 'বা'), 'কিয়া' (হি° 'ক্যা' উ° 'কিয়া'; প° ব° 'কি' 'কেন'), 'নাইয়র' (হি° 'নৈহর' প° ব° 'বাপের বাড়ী'), 'বিচইন' (কৃ°কী° 'বিণিঞ' প° ব° 'বিঅনী', 'বিজনী'—ব্যজনী, পাখা)।

(খ) সংস্কৃত 'ত্ব' বা 'তা' প্রত্যয়ের অর্থে 'তাম্' প্রত্যয় পূর্ব্ব-বঙ্গে খুব প্রচলিত; গ্রাম্য কথ্য ভাষায় 'ভণ্ডতাম্' (ভণ্ডামি) 'ভদ্রতাম্' (ভদ্রতা) ইত্যাদি এখনও শোনা যায়। আমরা হরিবংশে 'ভণ্ডতাম্' পাইয়াছি; আমাদের বিশ্বাস শব্দটী পূর্ব্ব-বঙ্গের নিজস্ব। হরিবংশের 'মাগন' শব্দ-টাও পূর্ব্ব-বঙ্গের নিজস্ব মনে হয়; কেন না, আমরা পশ্চিম-বঙ্গের কোনও কাব্যে বা 'বাঙ্গালা শব্দ-কোষে উহা পাই নাই। হাট বা বাজারের মালিকের তরফ হইতে যে 'তোলা' আদায় করা হয়, 'মাগন' শব্দের উহাই অর্থ বটে। এখন 'তোলা'—আদায়ে যাচ্ঞার কোন ভাব না থাকিলেও, প্রথমে বিনয়-প্রকাশের জন্যই বোধ হয় 'মাগন' শব্দের মত একটা মিনতি-সূচক নাম দেওয়া হইয়াছিল।

(গ) সর্ব্ব-নাম শব্দের মধ্যেও কতকগুলি শব্দে পূর্ব্ববঙ্গের প্রদেশ-বিশেষের স্বতন্ত্রতা দেখা যায়। পরবর্ত্তী 'আমি' 'তুমি' 'আমার' ও 'তোমার' স্থলে পূর্ব্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের সকল প্রাচীন পুথিতেই যথা-ক্রমে, 'আহ্মি' 'তুহ্মি' 'আহ্মার' ও 'তোহ্মার' রূপগুলি দৃষ্ট হয়। 'আহ্মি' ও 'তুহ্মি' শব্দ হিন্দী 'হম্' ও 'তুম্' শব্দের মত মূলে বহু-বচনান্ত বলিয়াই বোধ হয়, প্রাচীন-সাহিত্যে 'আহ্মরা' ও 'তুহ্মরা' বহু-বচনান্ত পদের ব্যবহার একান্তই অল্প দেখা যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে মাত্র দুই স্থানে 'আহ্মরা' ও এক স্থানে 'তোহ্মারা' পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু হরিবংশে মোটেই উহা পাওয়া যায় নাই। ইহার পরিবর্ত্তে হরিবংশের প্রাচীনতম পুথিতে সর্ব্বত্র 'আমি-সব' 'তুমি-সব', 'আমি-সবের' ও 'তুমি-সবের' প্রয়োগ দেখা যায়। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে 'আহ্মি' ও 'তুহ্মি' শব্দের ষষ্ঠী-বিভক্তির এক-বচনের পদ 'আহ্মার' ও 'তোহ্মার' শব্দের বহু ব্যবহার থাকিলেও বহু-বচনে 'আহ্মরার' বা 'তোহ্মরার' শব্দের প্রয়োগ কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই; পশ্চিম বঙ্গের অন্য পুথিতে দেখিয়াছি বলিয়াও মনে পড়ে না। কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গের শুধু পূর্ব্ব ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট প্রদেশে অদ্যাপি গ্রাম্য কথ্য ভাষায় ষষ্ঠীর বহু-বচনে 'আমরার' (আমাদের) ও 'তোমরার' (তোমাদের) শব্দ-দ্বয়ের বহুল ব্যবহার দেখাযায়। আমরা ভবানন্দের হরিবংশে পয়ারের শেষের মিলের স্থলে (Rhyme) দুই-বার 'তোমারা-র' শব্দ-টী পাইয়াছি * ইহা কোন-ক্রমেই লিপি-কারের ভুল হইতে পারে না; কেন না, এখানে অন্য কোনও শব্দ দ্বারাই অর্থ ও ছন্দের মিল রক্ষিত হয় না। এই একান্ত প্রয়োজনীয় অকাট্য প্রমাণ হেতুই আমরা ভবানন্দকে পূর্ব্ব-বঙ্গের ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি কোনও জেলার অধিবাসী স্থির না করিয়া পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা অথবা শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। হরিবংশে পূর্ব্ব-বঙ্গের নিজস্ব সর্ব্বনাম আরও একটি পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গে 'তিনি' শব্দের অর্থে গ্রাম্য ভাষায় 'তাইন্' শব্দের বহুল ব্যবহার আছে; পশ্চিম বঙ্গে 'তিনির' স্থলে 'তেনি' শোনা যায়, কিন্তু কুত্রাপি 'তাইন' শোনা যায় না। আমরা হরিবংশের দুই স্থানে 'তাঞি' শব্দ পাইয়াছি †; এ শব্দ দ্বারা ভবানন্দের বাসস্থল পূর্ব্ব-বঙ্গ পাওয়া গেলেও পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ বা ত্রিপুরা পাওয়া যায় না; তাঁহার ব্যবহৃত 'তোমারার' শব্দ-টী ঐ প্রদেশের নিশ্চিত পরিচয় দিতেছে। ভবানন্দের ব্যবহৃত 'হৈলা হয়' (৩৬১৬ প° 'হয় তো হইত' অর্থে) 'মরিল হয়' (৪৮৭১ প. 'হয় তো মরিত, অর্থে) ইত্যাদি প্রয়োগও পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষা-রীতির (Idiom) অন্যতম পরিচয় বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ব-বঙ্গে এখন গ্রাম্য ভাষায় এরূপ প্রয়োগ প্রচলিত নাই; কিন্তু উহার কাছাকাছি 'হৈল অনে', 'মরুল অনে' ইত্যাদি বাক্যের বহুল প্রচলন আছে। 'অনে' শব্দটা 'অখনে' (এখনে) শব্দের অপভ্রংশ।

(ঘ) আধুনিক বাঙ্গালায় অতীতের প্রথম-পুরুষে 'করিল' 'করিয়াছে' 'করিতেছিল' ও 'করিয়াছিল'—এই চারি প্রকার ক্রিয়া-পদের রূপ দেখা যায়। ইহাদের অর্থে ও প্রয়োগে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। 'করিল' সাধারণ-অতীতের সূচক 'করিয়াছে' দ্বারা অল্প-কাল পূর্ব্বে ক্রিয়া-সমাপ্তি বুঝায়। 'করিতেছিল' অল্প-কাল পূর্ব্বের ক্রিয়ার অবিরাম (Continuance) ও 'করিয়াছিল' উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ক্রিয়ার সমাপ্তি বুঝায়। 'করিয়াছে' রূপ দ্বারা অল্পকাল পূর্ব্বের ক্রিয়ার সমাপ্তি প্রকাশ পায়। খুব প্রাচীন বাঙ্গালায় অতীতে

---

* "একত্রে বসিছ চারি বিজ্ঞ সুকুমার।
সাক্ষাতে কহিতে কিছু আছে তোমরার।। (৩৫৩১—৩৫৩২ প)

† "তাঞি হনে কত গুণে তুমি হও সতী।" (১১২৮ প)

‡ "কি কথা কহিমু গিয়া শাশুড়ীর ঠাঞি।
কেমনে ভাঙ্গিল কুম্ভ – জিজ্ঞাসিলে তাঞি।" (৫৯৪২—৫৯৪৩)

১১২৮ পং 'তাঞি' স্থলে পাবনার 'ক' ত্রিপুরার 'খ' পুথিতে 'তান' পাঠ আছে; কিন্তু ময়মনসিংহের প্রাচীনতম গ-পুথিতে 'তাঞি' ও প্রাচীনতর 'ঘ' পুথিতে 'তাঞি' পাঠ আছে। 'কি কথা' ইত্যাদি শ্লোকে 'তাঞি' নিঃসন্দিগ্ধ।

শুধু 'করিল' রূপ-টাই দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'করিল' ব্যতীত 'করিয়াছে' 'করিতেছিল' বা 'করিয়াছিল' রূপ গুলি নাই। প্রকৃত পক্ষে 'কর' ধাতুর 'করি' ও 'করিতে' পদের সঙ্গে আছে পদের যোগ দ্বারাই 'করি+আছে'='করিয়াছে', 'করি+আছিল'='করিয়াছিল' 'করিতে+আছিল='করিতেছিল' রূপ গুলি সিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় ঐ সকল রূপের অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে, 'করিয়াছে' 'করিয়াছিল' বা 'করিতেছিল' না লিখিয়া 'করি আছে' 'করি আছিল' ও 'করিতে আছিল' পদ দ্বারা সেই অর্থ প্রকাশ করা হইত। 'কর্‌য়াছে' বা 'করিয়াছে' রূপ-টী অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক। যাহা হউক, অন্যূন সাড়ে তিন শত বৎসরের পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় অতীতের প্রথম-পুরুষে 'করিয়াছে' 'চলিয়াছে' ইত্যাদি রূপ-গুলি বহুল পরিমাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্যে 'করিয়াছে' 'চলিয়াছে' ইত্যাদি যেমন ক্রিয়ার অতীতত্ব বুঝায়, তেমনি 'করিছে' 'চলছে' ইত্যাদি আধুনিক 'করিতেছে' 'চলিতেছে' ইত্যাদির মত ক্রিয়ার বর্ত্তমানত্ব বুঝায়। 'করিছে' ইত্যাদি ক্রিয়া-পদের অর্থ পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় কোন মতেই 'করিয়াছিল, ইত্যাদি বুঝা যাইবে না। পূর্ব্ব-বঙ্গে, কিন্তু প্রাচীন পুথির 'করিছে' 'চলিছে' ইত্যাদি শব্দ-গুলির দ্বারা 'করিয়াছে' 'চলিয়াছে' ইত্যাদি অর্থই বুঝা যায়। ইহা যে পূর্ব্ব-বঙ্গের শুধু প্রাচীন ভাষারই বিশেষত্ব, তাহা নহে। পূর্ব্ব-বঙ্গে এখন পর্য্যন্ত কথ্য ভাষায় 'সে কর্‌ছে' 'সে চল্‌ছে' ইত্যাদি 'সে ক'রেছে' 'সে চ'লেছে' ইত্যাদির মত অতীত কালই বুঝাইয়া থাকে। ভবানন্দের হরিবংশে এরকম খাটি অতীত কালের অর্থে আমরা শত শত 'করিছে', 'চলিছে' ইত্যাদি ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ পাইয়াছি। এই প্রকার মধ্যম ও উত্তম পুরুষের অতীতেও 'করিছ' ও 'করিছি' ইত্যাদি শত শত রূপ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় অন্য প্রমাণ না থাকিলে, শুধু এই ব্যাপক ও অদ্যাপি কথ্য প্রচলিত ভাষার বিশেষত্ব দ্বারাই হরিবংশের রচয়িতার পূর্ব্ব-বঙ্গে জন্ম ও অবস্থান নির্ণীত হইতে পারে। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে হরিবংশে আমরা অতীতের অর্থে 'করিল' ইত্যাদি প্রাচীনতর সাধারণ রূপেরও যথেষ্ট প্রয়োগ পাইয়াছি। উহা পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গ—উভয় দেশেরই সাহিত্য-সাধারণ রূপ বটে। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য আমারা নিম্নে পূর্ব্ব-বঙ্গের বর্ণিত বিশেষত্ব-সূচক অতীতে কতক গুলি ক্রিয়া-পদের তালিকা দিলাম। শব্দ-সূচীতে সেগুলির অর্থ ও দুই চারিটা নিঃসন্দিগ্ধ প্রয়োগের ঠিকান পাওয়া যাইবে ; যথা—

'আসিছ', 'আসিছি', 'করিছ', 'করিছে', 'খাইছি', 'চিন্তিছি', 'ছিঁড়িছে', 'জানিছি', 'জানিছোঁ', 'দিছে', 'দেখিছে', 'নির্ম্মিছে', 'পাইছে', 'পাইছ' 'পৈত্রিছ,' 'বোলিছে' 'ভেদিছে, 'রাখিছে,' 'লৈছ' 'শুনিছ' 'শুনিছি' 'হইছ' 'হৈছ', 'হৈছে'।

ইহা ছাড়া আরও এক প্রকার ধাতু-রূপ আছে,—যাহা কেবল পূর্ব্ব-বঙ্গের ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ইত্যাদি প্রদেশেরই বিশেষত্ব। ভবানন্দের কাব্যে আমরা 'করুকা', 'দেউকা', 'যাউকা' ও 'রাখুকা'—শব্দগুলির যথাক্রমে 'করুন', 'দিউন', 'যাউন' ও 'রাখুন' অর্থে একাধিক প্রয়োগ পাইয়াছি। (প্রয়োগ শব্দ-সূচীতে দ্রষ্টব্য)। উক্ত প্রদেশের গ্রাম্য কথ্য ভাষায় ঐ অর্থে এখনও 'কৌরকান্', 'দেউকান্ ইত্যাদি শব্দের বহুল ব্যবহার আছে। আমাদের মনে হয় যে ভবানন্দের 'করুকা' 'দেউকা' ইত্যাদি শব্দের সহিত গ্রাম্য ভাষার উক্ত শব্দ গুলির ঘনিষ্ট যোগ রহিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'করুকা' স্থলে 'করু' পদের ও 'দেউকা' স্থলে 'দেউ' 'দেউ' ও 'দেউক' পদ-গুলির প্রয়োগ দেখা যায়। এই প্রাচীনতর রূপগুলিতে মান্য-সূচক বিভক্তির চিহ্ন নাই। ভবানন্দের হরিবংশে ক্রিয়া-পদের অন্ত্য 'আ'-কার ('হইলা' 'করিলা' ইত্যাদি বৎ) প্রায়শই 'হইলেন' 'করিলেন' ইত্যাদির মত সম্মান সূচক। 'হরিবংশের করুকা 'দেউকা' ইত্যাদির অন্ত্যে 'অ'-কারও সেইরূপ সম্মান-সূচক। সুতরাং পরবর্ত্তী 'ইন্' বিভক্তির প্রয়োজন তৎসময়ে বোধ হয় ঐ 'আ'-কার দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যে ব্যাপক কারণে কৃষ্ণ কীর্ত্তনের 'করে' 'করু' ইত্যাদির স্থলে 'করেন' 'করুন'

ইত্যাদি 'ন'-কারান্ত রূপের প্রচলন হইয়াছে, বোধ হয় সেই একই কারণের ফলে হরিবংশের 'করুকা' 'দেউকা' ইত্যাদি রূপ-গুলিও পরে 'দেউকা'ন্' 'কোবুকা'ন' ইত্যাদি রূপ ধারণ করিয়াছে। এই শব্দ গুলির দ্বারাও, কৃষ্ণকীর্ত্তন অপেক্ষা হরিবংশের দুই এক শতাব্দীর পরবর্ত্তিতা ও রচয়িতার ময়মনসিংহে বা ত্রিপুরায় জন্মের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা অতঃপর "ভবানন্দের দেশ ও কাল" শীর্ষকে এই প্রমাণ ও সিদ্ধান্তগুলির পুনরুল্লেখ না করিয়া এখান-কার উপরেই বরাত দিব ; সুতরাং অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই অধ্যায়টি বিশেষ প্রণিধান সহকারে পাঠ করিবেন। "পুথির বিবরণ" ও "ভাষা-বিচার ও ব্যাকরণ-গত বিশেষত্ব" শীর্ষকে আলোচিত প্রমাণ ব্যতীত, হরিবংশের রচয়িতা পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবি ভবানন্দের দেশ ও কাল জানিবার অন্য উপায় নাই। এজন্য এই আলোচনা বিস্তৃত হইলেও, ভরসা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিবে না।

(ঙ) ইহা ছাড়াও হরিবংশের ভাষায় শব্দ ও ক্রিয়া-পদের প্রয়োগের কতকগুলি বিশেষত্ব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিব।

(১) কৃষ্ণকীর্ত্তনে অবজ্ঞা-অর্থ ছাড়াও 'করিলি' 'খাইলি' 'গেলি' ইত্যাদি ক্রিয়া-পদের ব্যবহার আছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে শুধু অবজ্ঞা বুঝাইতেই ই-কারান্ত ক্রিয়া পদের প্রয়োগ দেখা যায়। হরিবংশে কিন্তু 'করিলি' ইত্যাদির ব্যবহার মোটেই নাই ; উহাতে অবজ্ঞা বুঝাইতে 'পাইলি' স্থলে 'পাইলে' (১৬৩৩, ১৬৩৪ প০), 'রাখিলি' স্থলে 'রাখিলে' (১৬৬৬ প০) 'করিলি' স্থলে 'করিলে' (১৮৩৭ প০), 'খাইলি' স্থলে 'খাইলে' (১৮৪৪ প০), 'গেলি' স্থলে 'গেলে' (৪৫৩৮ প০) পদ-গুলির প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের কথ্য ভাষায় এখনও 'তুই গেলি' 'তুই করুলি' ইত্যাদির স্থলে 'তুই গেলে' 'তুই করুলে' ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়।

(২) কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'বিদায়' শব্দ কিংবা 'বিদায় লইল' ইত্যাদির মত ক্রিয়া-পদ পাওয়া না গেলেও পশ্চিম-বঙ্গের পরবর্ত্তী সাহিত্যে 'হইল বিদায়' অথবা 'লইল বিদায়' বাক্যের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। হরিবংশে প্রায় সর্ব্বত্র 'হইল বিদায়' বাক্যের অর্থে 'কবিল বিদায়'—এই আপাত-বিচিত্র বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে 'বিদায় দেও' অর্থে 'দিয়ারু মেলানি', 'মেলানি দেহ' ইত্যাদি বাক্যের ব্যবহার আছে। বস্তুতঃ 'বিদায়' শব্দটী 'তৎসম' বা 'তদ্ভব' শব্দ বলিয়া মনে হয় না *। সেজন্যই প্রাচীনতম বাঙ্গালা কাব্যে উহার প্রয়োগ দেখা যায় না। আমাদের মতে শব্দটী আ° 'বিদা' হইতে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিতভাবে হিন্দীতে ও বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালায় উচ্চারণের সুবিধার জন্য শেষে হসন্ত 'য়' (য়্) যোগ করা হইয়াছে এবং হিন্দীতে 'ব' 'ব'য়ে পরিণত হইয়াছে। 'বিদায়, শব্দের ঐ মৌলিক 'মেলানি' (Farewell) অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে 'বিদায় করিল' বাক্যের অর্থের সহিত এখন যদিও 'বিদায় লইল' বা অশুদ্ধ 'বিদায় হইল' বাক্যের অর্থে যথেষ্ট প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু প্রথমে সেরূপ ছিল না। 'বিদায় করিল' বাক্যের মৌলিক অর্থ—বিদায় গ্রহণের জন্য আবশ্যক যথা-যোগ্য প্রণাম, আশীর্ব্বাদ বা সম্ভাষণ আদি করিল। সুতরাং হরিবংশের 'বিদায় লইল' স্থলে 'বিদায় করিল' বাক্য এখন আমাদের কাণে বাজিলেও এবং অনেক স্থলেই অসঙ্গত বিবেচিত হইলেও, হরিবংশে পূর্ব্বোক্ত অর্থে উহার প্রয়োগ অসঙ্গত মনে হয় না।

(৩) হরিবংশে 'সফল' শব্দের পরিবর্ত্তে 'সাফল' (১৬২৩১ প০) ও 'সাফল্য' (৪১৫১ ও ৭৫৭৫ প০) শব্দের

---

* যোগেশ বাবু তাহার বাঙ্গালা শব্দ-কোষে আপ্তে মহাশয়ের সংস্কৃত-কোষ ও শব্দ-সার হইতে সং 'বিদায়' শব্দের 'দান' ও 'বিসর্জ্জন অর্থ দেখাইয়াছেন, কিন্তু সংস্কৃতেও 'বিদায়' শব্দের প্রয়োগ পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আরবী 'বিদা' শব্দের অর্থ 'মেলানি' (Farewell) ; হিন্দীতে ঐ অর্থে 'বিদা' শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। বোধ হয় আ° 'বিদা' হইতেই পরবর্ত্তী বাঙ্গালায় 'বিদায়' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। যোগেশ বাবুর মনেও এ সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ায় তিনি 'বিদায়' শব্দের ব্যুৎপত্তির পরে 'সং, না আ° হইতে ?'—এরূপ মন্তব্য লিখিয়াছেন।

প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে। আবার "নয়ান-সাফল্য হৌক দেখি শ্যাম-রূপ" (৪৩৫১ প°) ইত্যাদির মত দুই এক স্থলে ষষ্ঠী সমাস দ্বারা 'সাফল্য' শব্দের 'সফলতা' অর্থও প্রয়োগের সিদ্ধ করা যাইতে পারে। যেখানে সহজে শুদ্ধতা রক্ষা করা যায়, সেখানে ভবানন্দের মত সংস্কৃতে সুপণ্ডিতের রচনায় কাল্পনিক অশুদ্ধির প্রদর্শন কর্ত্তব্য নহে বলিয়া, আমরা 'নয়ান-সাফল্য' শব্দে 'হাইফেন'-চিহ্ন দিয়াছি, কিন্তু 'ভেটিলু নাগর কাহ্নু সাফল্য জীবন' ইত্যাদির মত অনেক স্থলেই সমাস করার উপায় নাই ; সুতরাং সে সকল স্থলে 'সাফল্য' শব্দ-টাকে বিচিত্র প্রয়োগ না বলিয়া পারা যায় না।

এইরূপ 'ধৈর্য্য ধর' বা 'ধৈর্য্য কর' বাক্যের পরিবর্ত্তে 'ধৈর্য্য হও' (৪৪৬১ প°) প্রয়োগও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের রচনায় তৎকালীন ভাষার একটা বাক্য-রীতিরই (Idiom) পরিচায়ক মনে হয়।

(৪) কৃষ্ণকীর্ত্তনে অতীতের ক্রিয়া-পদে কেবল 'ল' 'লি' 'লোঁ' বিভক্তিগুলিরই প্রয়োগ দেখা যায়, 'ছে,' 'ছি', 'ছিল', 'ছিলা' ইত্যাদি বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় না। কিন্তু হরিবংশে অতীতে ইহার সকলগুলিরই অল্লাধিক প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—'আস' ধাতুর অতীতে 'আইল' 'আইলা' 'আইলু' (ক্র° 'কী' 'আইলোঁ') ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে 'আসিছ' (১২১৩ প°), 'আসিছি' (১২২৮ প°) 'আসিয়াছোঁ' (৫৩২২ প°) 'আসিছিল' (৮৬২ প°) ; 'কর' ধাতুর অতীতে 'করিল', 'করিলু' ইত্যাদি প্রাচীন রূপের সঙ্গে 'করিছ' (৩০ প°) 'করিছে' (১৭০৮ প°) ; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের 'কহিল', 'কহিলান্ত', 'কহিলেন্ত' ও 'কহিলোঁ' স্থলে 'কহিল' 'কহিলু' 'কহিলা' (সম্মানে 'আ-কারান্ত, ৪৮ প°) ও 'কহিলাগ্রি' (সম্মানে 'আগ্রি', ৬৩৮৬ প°) রূপের সঙ্গে 'কহিছে' (৮৪৪ প°) 'কহিছি' (৩৬২৩ প°) ইত্যাদি। 'ছি' 'ছিল' ইত্যাদি বিভক্তির উৎপত্তি ও প্রচলন যে, পরবর্ত্তী ভাষা-বিকাশের ফল, উহা ইতিপূর্ব্বে (ঘ)এর দফায় আলোচিত হইয়াছে। হরিবংশের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট বিকাশ সাধিত হইয়াছিল এবং সে জন্যেই উহার সংজ্ঞা ও ক্রিয়া-পদের অসাধারণ সমৃদ্ধ শব্দ-সম্পৎ ভবানন্দের মত শক্তিশালী কবির হস্তে কোমল, করুণ ও গম্ভীর সর্ব্ব-প্রকার ভাব-প্রকাশের সর্ব্বথা উপযোগী হইয়াছিল। বস্তুতঃ মুকুন্দরাম, ভবানন্দ, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের এই যুগ-টাকে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের 'স্বর্ণ-যুগ' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

আমরা এখন হরিবংশের ব্যাকরণগত কতকগুলি বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াই এই প্রসঙ্গের শেষ করিব। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ আজ পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই। এ যাবৎ যে অল্প-সংখ্যক প্রাচীন পুথি মুদ্রিত হইয়াছে, উহার মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বৌদ্ধ গান ও দোহা" ও বন্ধুবর বসন্ত বাবুর 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' ব্যতীত আর কোন গ্রন্থের সম্পাদকই শব্দ-গত ও ব্যাকরণ-গত বিশেষত্বের কোন আলোচনা বা বিচার করেন নাই। পূর্ব্ব-বঙ্গের কবিদিগের যে দুই চারিখানা গ্রন্থ এ যাবৎ মুদ্রিত হইয়াছে, উহার কোন খানাতেই শব্দ-গত ও ব্যাকরণ-গত বিশেষত্ব আলোচিত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষাতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আমরা এই অনালোচিত অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়টীর প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি। এখানে হরিবংশের কতকগুলি ব্যাকরণ-গত বিশেষত্ব প্রদর্শিত করা ব্যতীত, পূর্ব্ব-বঙ্গের অন্যান্য প্রাচীন বাঙ্গালাকাব্যের সহিত তুলনা করিয়া উহাদিগের মধ্য হইতে ব্যাপক ব্যাকরণ সূত্রের উদ্ধার ও উহার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার শক্তি, সুযোগ কিংবা স্থান কিছুই আমাদের নাই। সুতরাং সেজন্য আমরা সদাশয় অনুসিন্ধিৎসু পাঠক দিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বসন্তবাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভূমিকার 'শব্দ ও বর্ণবিন্যাস' শীর্ষকে প্রথমেই লিখিয়াছেন 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দ সংখ্যাই অধিক ; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র। ণ-কার ও স-কারের প্রয়োগ বাহুল্য শৌরসেনী ভাষার প্রভাব সূচিত করিতেছে। 'ঁ' চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ অজস্র। চন্দ্রবিন্দু আনুনাসিক উচ্চারণের দ্যোতক এবং আনুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্য প্রাকৃত-সম্ভব ভাষা-নিচয়ের অন্যতম বিশেষত্ব।" শৌরসেনী প্রাকৃতে সর্ব্বত্র 'স' ও 'ণ' অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায় ; উহাতে 'শ' 'ষ' বা 'ন'

অক্ষরের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ভাষাতত্ত্ববিৎ-মাত্রেই জানেন যে, ভাষার অপভ্রংশে কষ্ট-সাধ্য উচ্চারণের বদলে সুখ-সাধ্য উচ্চারণের দিকেই প্রবণতা দেখা যায়। সংস্কৃত ণ কারের উচ্চারণ একান্ত কঠিন; এমন কি অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও সংস্কৃত 'ণ' য়ের উচ্চারণ করিতে পারেন না। বাঙ্গালা ভাষার লেখায় আমরা যে এখন 'ণ' ব্যবহার করি, উহা লেখার একটা রীতি বা কায়দা মাত্র। সকলেই জানেন যে বাঙ্গালায় 'শ' 'ষ' ও 'স' এবং 'ণ' ও 'ন' পৃথক্ রূপে লিখিত হইলেও তিন-টা 'স' ই 'শ' (sh) এবং দুই-টা 'ন'ই 'ন' উচ্চারিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা 'শ', 'ষ' অথবা 'ণ' এর পৃথক উচ্চারণ নাই। এ জন্যেই প্রাচীনকালে সংস্কৃতের অনুযায়ী বানান লিখার আধুনিক প্রথা প্রচলিত না থাকায় কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুপণ্ডিত গ্রন্থকার ও লিপিকারদিগের বাঙ্গালা লেখায়ও ষত্ব বা ণত্বের কোনও নিয়ম দেখা যায় নাই। তাঁহারা কলমের আগায় সহজে যেখানে 'স' বা 'ন' আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন। এ জন্যই প্রাকৃত-যুগের অপেক্ষাকৃত অনেক নিকট-বর্ত্তী সুপণ্ডিত চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আমরা একই 'শুন' শব্দের 'শুণ' 'শুন' 'সুণ' ও 'সুন' চারি প্রকার রূপ দেখিতে পাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বত্রই 'স'কার ও 'ণ'কারের এই স্বেচ্ছাচার দেখা যায়। এরূপ স্থলে একই শব্দ যে, বিভিন্ন বানান হেতু বিভিন্ন রূপে উচ্চারিত হইত, ইহা একান্তই অসম্ভব মনে হয়; সুতরাং ঐ সকল স্থলে 'শৌরসেনী' ও 'পৈশাচী' প্রাকৃতের সূত্র উদ্ধৃত করিয়া উক্ত প্রয়োগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া আমাদিগের বিবেচনায় পণ্ডশ্রম মনে হয়। আমাদের বাঙ্গালা একটা অদ্ভুত ভাষা। ভাষাতত্ত্ববিৎ মনীষী বীমস্, সার গ্রীয়ারসন্ প্রভৃতি সুদূর উত্তর পশ্চিমে হিন্দী-ভাষায় এমন কি বিহারের পূর্ব্ব-প্রান্তে 'তিরহুতী' বা মৈথিলী ভাষায় শৌরসেনী প্রাকৃতের অর্থাৎ মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের প্রাচীন ভাষার যে প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, বাঙ্গালায় উহা খুঁজিয়া পান নাই। হিন্দী ও মৌথিলে 'স' অদ্যাপি ইংরেজী (s) অক্ষরের মত উচ্চারিত হয় এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিরা 'শ' (sh) অক্ষরকেও 'স'এর মত উচ্চারণ করিয়া থাকে। 'ণ' কারের উচ্চারণও হিন্দী ও মৈথিল-ভাষায় নাই; কেন না উহাতে 'কাণ' 'পাণ' ইত্যাদি সকল 'তদ্ভব' শব্দের বাঙ্গালার আধুনিক 'ণ' স্থলে 'ন' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় কিন্তু 'শ' (sh) ব্যতীত 'স' বা 'ষ' এর উচ্চারণ নাই। সুতরাং ইহা 'পৈশাচী' প্রাকৃতেরই লক্ষণ বটে। রাঢ়-দেশের অনেক অশিক্ষিত লোকে এখনও 'স'এর হিন্দী ও মৈথিলের ন্যায় (s) উচ্চারণ করিয়া থাকে, ইহাদের মুখে 'সে' শব্দটা ইংরেজী 'se'-এর মতই শুনা যায়। কিন্তু উহারাও সর্ব্বদা 'স' অক্ষরের ঐরূপ উচ্চারণ কিংবা 'শ' হিন্দী 'স' এর মত উচ্চারণ করে না। সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'স' ও 'ণ' কারের বাহুল্য দ্বারা উচ্চারণের কোনও বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না। তবে এতটু স্বীকার করা যাইতে পারে যে, শৌরসেনী প্রাকৃতে যে জন্যেই হউক সর্ব্বত্র 'ন' স্থলে 'ণ' লিখিত হওয়ায়, ও বাঙ্গালা ভা পূর্ব্বে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের দ্বারা 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত হওয়ায় অভিজ্ঞ লিপিকারেরা অনেক স্থলেই সর্ব্বাপে প্রসিদ্ধ ও অধিক প্রচলিত শৌরসেনী প্রাকৃতের নিরর্থক অনুকরণ হেতু 'তদ্ভব' শব্দে নিরর্থক 'ন' স্থলে 'ণ' ও ' স্থলে 'স' লিখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের বানানের উচ্ছৃঙ্খলতা হরিবংশেও কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে আমাদিগের মতে উহা দ্বারা 'শৌরসেনী' প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালার উৎপত্তির অনুকূলে বা প্রতিকূলে কোনও সিদ্ধা করা সমীচীন নহে; সিদ্ধান্ত করিতে হইলে 'পৈশাচী' প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালার উৎপত্তির অনুকূলেও অনেক ক বলা যাইতে পারে। বন্ধুবর বসন্ত বাবুর পাণ্ডিত্য ও ভাষা-তত্ত্ব-জ্ঞানের উপর আমাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা থাকিলে আমরা যে জন্য এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত এক-মত হইতে পারি নাই, এখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে সেই কথাটা না বলি পারিলাম না। হরিবংশের বহু 'তদ্ভব' শব্দে ও ক্রিয়া-পদে যে প্রাকৃতের সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। শব্দ-সূচীর শব্দ-বুৎপত্তিতে আমরা পূর্ব্বোক্ত 'বাঙ্গালা শব্দ-কোষ' গ্রন্থের সাহায্যে সকল 'তদ্ভব' শব্দে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা হইতে উৎপত্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং ব্যাকরণের বিচারে শব্দ সাধন বা বুৎপত্তি প্রধান আলোচ্য হইলেও আমরা এখানে সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিব না।

আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় 'তদ্ভব' ও 'দেশজ' বাঙ্গালা শব্দের মধ্যে সন্ধি করা চলে না। কৃষ্ণকীর্ত্তনেও সেরূপ সন্ধির দৃষ্টান্ত খুব কম। বসন্ত বাবু 'ফুটিল+আছে=ফুটিলছে', ও 'রহিল+আছে=রহিলছে' শব্দে সন্ধির দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। আমাদের মতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'নাঁটে' 'নাসিতোঁ' 'নাসিবোঁ' শব্দ গুলিও সন্ধির দৃষ্টান্ত বটে; কেন না, 'না' এর অন্ত্য আকারের সহিত 'আঁটে' 'আসিতোঁ ও 'আসিবোঁ' শব্দের আদ্য আ-কারের স্বর-সন্ধির দ্বারাই ঐ শব্দগুলি সিদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'নারিঅ' 'নারিল' 'নারিব' ইত্যাদি কয়েক-টা শব্দেও স্বর-সন্ধি আছে, কিন্তু উহা একস্তর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সহজে লক্ষ্য হয় না। 'না+পারিঅ' 'না+পারিল' ইত্যাদি শব্দের 'পা' অক্ষর অপভ্রংশের নিয়ম অনুসারে 'বা'—অক্ষরে এবং 'বা' অক্ষর 'আ-অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইলে 'না' শব্দের অন্ত্য আ-কারের সহিত ঐ 'আ-কারের স্বর-সন্ধি হইয়া 'নারিঅ' ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হইয়াছে। তদ্রূপ হরিবংশেও আমরা নিম্ন-লিখিত সাক্ষাৎ ও এক-স্তর-অন্তরিত সন্ধির দৃষ্টান্ত পাইয়াছি, যথা—

সন্ধি

'না+আসিবেক'='নাসিবেক' (৮০১৮ প°)
'না+আসিলা'='নাসিলা' (৮৩০৮,৮৩১৩প°)
'না+আসিলে'='নাসিলে' (৭৬৭৯ প°)
'না+আর' (পার)='নার' (১৪৭৯ প°)
'না+আরিবা' (পারিবা)'='নারিবা' (৮৩০০ প°)
'না+আরোঁ' (পারোঁ)='নারোঁ' (৭৯৯৬ প°)
'না+আরে' (পারে)='নারে' (২৬১৮ প°)
'না+আরিল' (পারিল)='নারিল'।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'উরস্থল' ও 'বক্ষস্থল' শব্দদ্বয় বিসর্গ-লোপের দৃষ্টান্ত রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা আমাদের সঙ্গত মনে হয় না; কেন না 'তদ্ভব' 'উর' ও 'বক্ষ' শব্দে বিসর্গ নাই; তৎসম 'উরঃ' ও 'বক্ষঃ' শব্দেই বিসর্গ আছে এখানে বিসর্গ অস্তিত্বের কল্পনা করিয়া উহার লোপের কল্পনা করা অপেক্ষা, সেরূপ কল্পনা না করাই সমীচীন মনে হয়। এজন্যই আমরা হরিবংশের 'মনহিত' শব্দ বিসর্গ-লোপের দৃষ্টান্ত দেখাইলাম না। হরিবংশে 'মন-হিত' ও 'মনোহিত দুই রকম প্রয়োগই পাওয়া যায়। 'মন' ও 'মনঃ' এখানে যথাক্রমে 'তদ্ভব' ও 'তৎসম' শব্দ ধরিলেই বিসর্গ-লোপের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালায়ও অধিকাংশ স্থলেই বিসর্গ-হীন 'উর' ও 'বক্ষ' শব্দ দুইটীর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। সে জন্যই উহাদের সপ্তমীতে 'উরে' ও 'বক্ষে' রূপ হইয়া থাকে। আমরা হরিবংশে 'উরে' (৪০৪৭ প°) শব্দের প্রয়োগ পাইয়াছি।

বিসর্গ-লোপ

সংজ্ঞা-পদে প্রথমার এক বচনে অনেক স্থলেই হরিবংশে 'এ' প্রত্যয় পাওয়া যায়; যথা—

'ব্রহ্মা-মহেশ্বরে যার মাথা নাহি বুঝে' (৩ প°)
'ব্রহ্মা-আদি দেবে যদি করিল স্তবন' (৩৫ প°) ইত্যাদি

সংজ্ঞা-পদের বিভক্তি

প্রাকৃতের ন্যায় প্রাচীন বাঙ্গালায়ও দ্বি-বচন নাই। আধুনিক 'আমরা দুইজন' স্থলে হরিবংশে 'অহ্মি দুই' বা 'আহ্মি দুই জন' প্রয়োগ দেখা যায়। বহু বচনেরও কোন নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি নাই। 'গণ' 'সব' 'সকল' 'সমাই' 'যত' ইত্যাদি শব্দ-যোগে বহু-বচনের অর্থ প্রকাশ পায়।

সাধারণতঃ কর্ম্ম-কারকে দ্বিতীয়ায় কোনও বিভক্তি দেখা যায় না, যথা—

'ক্রমাগত শুনিলেক গীতা ভা গ ব ত' (১২ প°)
'সান্তিয়া পাঠাইল য ম আপনার পুরে' (২৭৩ প°)
'সমাকে এড়িয়া কেনে নৈলা গো যা লি নী" (২৪ প°)

শেষোক্ত পঙ্‌ক্তির 'স মা কে' 'সবাকে' শব্দের সমানার্থক। এখানে 'সমা' শব্দের পরে কর্ম্ম-কারকের 'কে' বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু অপর কর্ম্ম-পদ 'গোয়ালিনী' শব্দে বিভক্তি ব্যবহৃত হয় নাই। পদ্যের মিলের সুবিধাই উহার প্রয়োগাভাবের প্রধান কারণ মনে হয়। কচিৎ কর্ম্মকারকে 'ক' বা 'এক' বিভক্তিও দেখা যায়, যথা— "অক্রুরেক সম্বোধিয়া বোলিলা নারায়ণ' (৬৮৮৬ প°)

কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়ায় 'রে' বিভক্তি যথেষ্ট পাওয়া যায়, যথা—

'কোপে ব্রহ্মা আ মা রে শাপিলা ততক্ষণ' (৩১৬ প°)

করণে বা হেতুতে তৃতীয়ার অন্তে আধুনিক 'দ্বারা' ও 'কর্ত্তৃক' 'করণক' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। কচিৎ 'দিয়া' শব্দের ব্যবহার আছে, যথা—

'মত্ত-গজ দিয়া তাকে করিল তাড়ন' (১১৭ প°)

'এ'-কারের যোগেই প্রায় সর্ব্বত্র তৃতীয়া বিভক্তি সূচিত হয়। করণ-কারকে তৃতীয়া যথা—

'কুসুম বিশিখ চাপ কু সু মে রচিত' (৩৩১ প°)

'ত্রৈলোক্য মোহিত হয় কটাক্ষ-স ন্ধা নে' (৩৩৮ প°)

'কু সু মে বলয়া তাড় কু সু মে জড়িত' (৩৪৪ প°)

হেতুতে তৃতীয়া যথা—

'সত্যের কারণে আমা রাখিল আনলে' (৭৯ প°)

'পরিত্রাণ পাইলু আপনার পুণ্য-ফলে, (৮০ প°)

প্রকৃতি বা স্বভাব প্রকাশে তৃতীয়া যথা—

'রাম-রূপে মারি আমি কৈল বড় কর্ম্ম' (১৬৬ প°)

'তিলোত্তমা-রূপে মগ্ন হইবা আমাত' (১৭৩ প°)

বাঙ্গালায় চতুর্থী বিভক্তির রূপ স্বতন্ত্র নাই। দ্বিতীয়ার 'কে' বা 'রে' বিভক্তিই চতুর্থীতে ব্যবহৃত হয়। দানার্থক ধাতুর যোগে বাঙ্গালায় চতুর্থী-বিভক্তি স্বীকার না করিয়া, 'না জানিয়া তো মা আমি দিল অপমান' (১৬৪ প°) ইত্যাদি স্থলে 'তো মা' পদ কর্ম্ম-কারকে দ্বিতীয়া গণ্য করাই সঙ্গত। প্রাচীন কবি-গণ যে সেইরূপই গণ্য করিতেন, উহার বিশিষ্ট প্রমাণ যে সাধারণ নিয়ম অনুসারে এখানে 'তোমা' শব্দের পরে 'কে' বা 'রে' কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। 'কে' বা 'রে' চতুর্থী বাচক হইলে, উহা এ ভাবে লোপ করা সম্ভবপর হইত না; কেন না, যেখানে ক্রিয়া-যোগে 'চতুর্থী' সেখানে সূত্র অনুসারে কিংবা নিমিত্তার্থে চতুর্থী হইয়াছে, সেখানে প্রাচীন বাঙ্গালায়ও সর্ব্বদাই চতুর্থী-বাচক 'কে' বা 'রে' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় যথা—

'বড়াই বোলে "শুন কাহ্নু আমার বচন।
মোর না তি নী রে বল কৈলে কি কারণ॥' (১০১৮—১০১৯ প°

এখানে 'নাতিনীরে' পদে কর্ম্ম-কারক স্বীকার করার উপায় নাই; সুতরাং ক্রিয়া-যোগে চতুর্থী ও 'নাতিনীরে' পদের অর্থ 'নাত্নীর প্রতি' করিতে হইবে।

'কেনে বা কমল মুখি
আমারে হৈয়াছ দুখী' (৫৫৪৩ প°)

এখানেও ক্রিয়া-যোগে চতুর্থী হইয়াছে; কেন না, 'আমারে' অর্থ 'আমার প্রতি'।

নিমিত্তার্থে চতুর্থীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যথা—

'হরিষে জ লে রে যান দুই সখী সঙ্গে' (৩৪৫৭ প°)
'হি তে রেঁ কহিতে কথা কর পরিহাস' (১০৯৫ প°)

পঞ্চমীতে 'হনে' 'হঁতে' 'হতে' ও ক্বচিৎ 'হৈতে' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় ; যথা—

'ব্রাহ্মণ উদ্ভব হৈল ব্রহ্মার বদনে।
বাহু হনে ক্ষেত্রী জন্মে বৈশ্য উরু হনে ॥' (৩৯৭৫—২৯৭৬ প°)
'তাম্র কোঠা হঁতে
বহিলা শিবের মাথে' (২৫৯২ প°)
'আমার বচন নাতিন শুন সাবহিতে।
অখিলের পতি স্বামী পাইলে আমা হতে ॥' (১৫২—১০৫৩ প°)
'তা হৈতে তোমার পতি কত রূপ-গুণে' (১১০০ প°)

ষষ্ঠীতে 'র' ও 'এর' বিভক্তিরই প্রয়োগ দেখা যায়। আ-কারান্ত, ই-কারান্ত, ঈ-কারান্ত, উ-কারান্ত ও ঐ-কারান্ত শব্দের পরে শুধু 'র' যোগে ও অ-কারান্ত শব্দের পরে 'এর' যোগে ষষ্ঠী হয়। 'এর' যোগ হইলে শব্দের অন্ত্য 'অ' লোপ পায় ; যথা—

'বাণী কমলার বাক্য শুনি নারায়ণ' (৫১ প°)
'হরির গুণানুবাক্য কাব্য মনোহর' (৩৪ প°)
'লক্ষীর বচন শুনি কহে নারায়ণ' (৯৫ প°)
'ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি যেন কাল-সাপ (৫১৪ প°)
'কেকৈর সত্যের লাগি গেলা বন-বাস' (৭৪ প°)
'সত্যের কারণে আমা রাখিল অনলে' (৭৯ প°)

সপ্তমীতে 'এ' 'ত' তে' এই বিভক্তিরই ব্যবহার দেখা যায়। অ-কারান্ত শব্দের পরে শুধু 'এ' কিংবা 'এ'+ 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—

'সূর্য্য-বংশে জন্ম দশরথের নন্দন' (৬৬ প°)
'ইন্দ্রেত সমর্পি যবে রাখিলা আপনে' (৬১ প°)
'অনুমতি দিলা হরি—"জন্মিব মর্ত্ত্যেত।
বসুদেব-ঔরসে দৈবকী-উদরেত' (৩৭—৩৮ প°)

আ-কারান্ত শব্দে শুধু 'ত' বা 'তে' যোগ হয়, যথা—ই-কারান্ত ও ঈ-কারান্ত শব্দে শুধু 'ত' বা 'তে' বিভক্তির যোগ হয়, 'এ' যোগ হয় না। যথা—

'নিতি নিতি মোর ঘরে আসিবা নি শি ত" (১৪৭৮ প°)
'দেবের কার্য্যের হেতু যাইমু ম হী ত' (৪৩ প°)

কারক-বিভক্তির লোপও অনেক স্থলে দেখা যায়। কর্ত্তৃ-কারকের ও কর্ম্ম-কারকের বিভক্তি-লোপের দৃষ্টান্তই অধিক। হেতুতে তৃতীয়ার ও অধিকরণে সপ্তমীর বিভক্তি লোপও ক্বচিৎ দেখা যায়। কারক-বিভক্তির লোপ

কর্ত্তৃকারকেও কর্ম্মকারকে বিভক্তি-লোপ, যথা—

"শুনিয়া হরিষ রাজা বোলে পুনর্ব্বার।
প্রণতি পূর্ব্বক করি মাগে পরিহার ॥' (১৫-১৬ প°)

এখানে কর্ত্তৃ-কারক 'রাজা' ও কর্ম্ম-কারক 'পরিহার' পদের বিভক্তি লোপ হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালার মত হরিবংশে এরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

হেতুতে তৃতীয়ার বিভক্তি লোপের দৃষ্টান্ত স্বভাবতই খুব বিরল; হরিবংশে যে দুই একটী লক্ষ্য করিয়াছি, এখানে উদ্ধৃত হইল, যথা—

"বাপে মায়ে বোলিবেক রাধা কলঙ্কিনী।
যোগিণী হইয়া যাইমু গায়ের আগুনি॥' (৬৭০-৬৭১ প°)
"কর্ণেত কুণ্ডল দিয়া হইমু যোগিণী।
বিষ ভক্ষি প্রাণ দিমু গায়ের আগুনি॥" (৭০২২-৭০২৩ প°)

'গায়ের আগুনি' অর্থাৎ গায়ের আগুন বা জ্বালা হেতু। সন্দেহ হইতে পারে যে, এখানে মিলের অনুরোধে ভবানন্দ 'আগুনে' পদের পরিবর্ত্তে 'আগুনি' লিখিতে পারেন। ঐরূপ কল্পনা অসঙ্গত; কেন না, হরিবংশে অন্যত্র 'অগ্নি' বা 'আগুন' অর্থেই 'আগুনি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—

'নিশি-দিসি অবিরত কান্দে সুবদনী।
সলিলে নিবার নহে গায়ের আগুনি॥, (৭৯২০-৭৯২১ প°)

ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বিভক্তি লোপে অর্থ-বোধের কিঞ্চিৎ কাঠিন্য হইলেও উহা তেমন দূষণীয় নহে; পক্ষান্তরে পয়ার মিলাইতে না পারিয়া, 'আগুনে' স্থলে 'আগুনি' লিখিয়া গোঁজা-মিল দেওয়া কবির শক্তি-হীনতার পরিচয়। হরিবংশে সেরূপ শক্তি-হীনতার পরিচয় কুত্রাপি পাওয়া যায় নাই।

সপ্তমী বিভক্তির লোপের দৃষ্টান্ত, যথা—

"মোর মন মজিয়াছে কালার হৃদয়।
নিশি-ভাগে মনোরথ পূরিমু নিশ্চয়॥' (২০৩৪-২০৩৫ প°)
"হাসিয়া পহ্লাদে বোলে জনকের স্থান।
সর্ব্বত্রেত আছে প্রভু দেব ভগবান্॥" (১৩৯-১৪০ প°)

এই উদাহরণের 'স্থান' পদে সপ্তমী বিভক্তির লোপ ও 'সর্ব্বত্রেত' পদে সপ্তমী বিভক্তির দুই বার বা তিন বার প্রয়োগ দেখা যায়। তৎসম 'সর্ব্বত্র' পদটী নিজেই সপ্তমীর অর্থ-বাচক অব্যয় শব্দ। উহাতে 'এ' 'ও' 'ত' বিভক্তির যোগ লক্ষ্য করার বিষয় বটে। হরিবংশে 'সর্ব্বত্র' 'সদা' 'সর্ব্বথা' প্রভৃতি তৎসম অব্যয় শব্দ-গুলিকে প্রায়শঃ সাধারণ শব্দবৎ গণ্য করিয়া, সেগুলিতে বিভক্তি-যোগ করা হইয়াছে। 'সদায়' ও 'সর্ব্বথায়' শব্দদ্বয়ের উদাহরণ শব্দ-সূচীতে দ্রষ্টব্য।

'সর্ব্বনাম' শব্দের মধ্যে নিম্ন-লিখিত শব্দ ও বিভক্তি-যুক্ত পদগুলি হরিবংশে 'আমি'-শব্দ-সম্বন্ধে লক্ষিত হইয়াছে, যথা—

'আমি' * শব্দ

প্রথমা—'আমি' 'মুই'
দ্বিতীয়া—'আমা', 'আমাকে', 'মোকে' 'মোরে';

---

* কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে 'আমি' শব্দের স্থলে সর্ব্বত্রই 'আহ্মি' দৃষ্ট হয়। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি প্রাচীন পুথি-মাত্রেই 'আমি' 'তুমি' 'আমার' 'তোমার' ইত্যাদির স্থলে 'আহ্মি' 'তুহ্মি' 'আহ্মার' 'তোহ্মার' ইত্যাদি দেখিতে পাইয়াছেন। হরিবংশের প্রাচীনতম গ-পুথিতে আমরা কুত্রাপি 'আমি' 'তুমি' ইত্যাদি রূপ ব্যতীত 'আহ্মি' 'তুহ্মি' ইত্যাদি রূপ পাই নাই। অথচ উহা অপেক্ষা ৫৪ বৎসরের পরবর্ত্তী ঘ-পুথিতে কচিৎ কোনও স্থলে 'আহ্মি' 'তুহ্মি' ইত্যাদি পদ পাওয়া গিয়াছে। ভবানন্দের সময়ে সম্ভবতঃ 'উভয় রূপেরই ব্যবহার ছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক 'প্রমাণ' না থাকিলে আমরা গ-পুথির অনুযায়ী 'আহ্মি' 'তুহ্মি' ইত্যাদি রূপই মূলে গ্রহণ করিয়াছি এবং এখানেও উহাই প্রদর্শিত হইল। 'মুই' স্থলে 'মুঞি' রূপও গ-পুথিতে দৃষ্ট হয় না।

তৃতীয়া—বিভক্তির পদ পাওয়া যায় নাই।

চতুর্থী—'আমারে',

পঞ্চমী—বিভক্তির পদ পাওয়া যায় নাই।

ষষ্ঠী—'আমার', 'মোর', 'আমা'

সপ্তমী—'আমাত', 'আমাতে', 'মোত', 'মোতে,

'তুমি'—শব্দ

প্রথমা—'তুমি', 'তুঞি'

দ্বিতীয়া—'তোমা', 'তোমাকে' 'তোরে'

তৃতীয়া—বিভক্তির পদ নাই।

চতুর্থী— ঐ

পঞ্চমী— ঐ

ষষ্ঠী—'তোমার', 'তোর' বহু-বচনে—'তোমরাব';

সপ্তমী—'তোমাত'

'তা'—শব্দ

প্রথমা—'সে', 'তা' সম্মানে—'তাঞি', 'তেঁহ'

দ্বিতীয়া—'তাক', 'তাকে' 'তারে', 'তানে'

তৃতীয়া—বিভক্তির পদ নাই।

চতুর্থী—'তারে'

পঞ্চমী—বিভক্তি পদ নাই।

ষষ্ঠী—'তার' সম্মানে—'তান' 'তাহান'

সপ্তমী—'তাত' 'তাথ'

'ই' (সং 'ইদম্') শব্দ

প্রথমা—শব্দ 'ই', 'ইহ' 'এ' 'এই' 'এহি'

দ্বিতীয়া—'এনে'

অন্যান্য বিভক্তির পদ নাই।

'উ' (সং 'অদস্') শব্দ

প্রথমা—উ,

অন্যান্য বিভক্তির পদ নাই।

'কি' (সং 'কিম') শব্দ

প্রথমা—'কে' 'কেহ', 'কেহো' *

দ্বিতীয়া—বিভক্তির পদ নাই।

তৃতীয়া— ঐ

---

* প্রকৃত-পক্ষে 'কেহ' বা 'কেহো' শুধু 'কি' শব্দের রূপ নহে; সং 'কঃ+হি' হইতে 'কেহ' ও 'কেহো' এবং 'স+হি' হইতে বাঙ্গালা 'তেঁহ' পদ হইয়াছে।

চতুর্থী—'কারে'

পঞ্চমী—বিভক্তির পদ নাই।

ষষ্ঠী—'কার' 'কে হোর'

সপ্তমী—বিভক্তির পদ নাই।

ক্রিয়া-বিভক্তি।

'কর' (সং 'কৃ') ধাতু

বর্ত্তমান কাল

প্রথম পুরুষ—'করে' 'করয়' 'করয়ে' সম্মানে—করন্তি

মধ্যম ,, 'কর' 'করহ'

উত্তম ,, 'করি' 'করোঁ' 'করিয়ে,'

অতীত কাল

প্রথম পুরুষ—'করিল' 'করিছে' সম্মানে' করিলা, তুচ্ছে—'করিলে'

মধ্যম ,,—'করিলা' 'করিছ'

উত্তম ,,—'করিলু' 'করিছি'

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম পুরুষ—'করিব', 'করিবেক' সম্মানে—'করিবা'

মধ্যম ,,—'করিবা'

উত্তম ,,—'করিমু'

অনুজ্ঞা

প্রথম পুরুষ—'করুক', 'করৌক', সম্মানে—'করুকা'

মধ্যম ,,—'কর' 'করহ'

বাহুল্য-ভয়ে 'দি' ('দে'), 'নি' ('নে') প্রভৃতি ধাতুর রূপ এখানে প্রদর্শিত হইল না; উহাদের অপ্রচলিত রূপগুলি শব্দ-সূচীতে দ্রষ্টব্য। 'দি' (সং 'দা' ধাতুর অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের 'দিয়ার' পদ ও প্রথম পুরুষের 'দেউকা' পদ বিশেষ লক্ষণীয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনেও অনেকগুলি 'দি আর' পদ ও ঐ রূপ 'আণি আর' 'কহি আর' পদ পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—"ক্রিয়াপদের উত্তর 'র' প্রত্যয় অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত; বস্তুতঃ উহার কোন অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না।" কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'আছের (= আছে)' ও 'গেলির (= গেল)' পদে এই 'র' বিভক্তির কোন অর্থ প্রতীত হয় না, ইহা প্রকৃত হইলেও, 'দিআর' 'কহিআর' ইত্যাদি পদে 'র' বিভক্তি লক্ষিত না হইয়া 'আর' বা 'ইআর' বিভক্তিই লক্ষিত হয়; সুতরাং আমাদের বিবেচনায় 'কাল' ও বিভক্তি' বিষয়ে 'আছের' ও 'গেলির' পদের সহিত—'দিআর' ইত্যাদির সাদৃশ্য প্রদর্শন সঙ্গত নহে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের

'ধাঁট করী বাঁশী গুটী দিআর আহ্মার (৩১৯ পৃ)

'আনিআঁ দিআর মোকে কাহ্ন একবার' (৩৩৬ পৃ)

ইত্যাদি প্রয়োগ ও হরিবংশের

'করে ধরিয়া টানে বোলে শ্যাম-রায়।

"হাসিয়া সুন্দরী রাধা দিয়ার বিদায়॥" (১৪৪৭—১৪৪৮ পং)

"তবে আর এথা আমি রৈতে না যুয়ায়।
তুমি এথা রহ—মোরে দিআর বিদায়॥" (৪৬৭৮—৪৬৭৯ প°)
"জল ভরি যাই ঘর
কলসী দিয়ার মোর
নহে মুররী দেও বান্ধা।" (৫৯৭৮—৫৯৭৯ প°) ইত্যাদি প্রয়োগে প্রক্রম (context) দেখিলে সাধারণ 'দেও' হইতে 'দিআর' (দিয়ার) পদে অধিক দৃঢ়তা সূচক(Emphatic) অর্থ প্রতীত হয়। বস্তুতঃ ঐ প্রয়োগের বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে উহার সুদূর পশ্চিম-বঙ্গের সহিত পূর্ব্ব-বঙ্গের এরূপ বিচিত্র ঐক্য সম্ভবপর হইত না। আমরা শব্দ-সূচীর ব্যুৎপত্তিতে 'দিয়ার' পদ 'দিয়া রহ' বাক্যের সংক্ষেপ বলিয়া বিতর্ক করিয়াছি। 'দিয়া রহ' বা 'দিয়ার' পদের যেন এরূপ একটা ভাব মনে হয় যে, আমাকে তোমার দিতেই হইবে, না দিলে তোমার নিস্তার নাই; সুতরাং আমাকে প্রার্থিত বস্তুটা দিয়া তুমি নিশ্চিন্তে থাক। অবশ্য এ রূপ ব্যুৎপত্তি ও উহার অর্থ আমাদের অনুমান মাত্র, কিন্তু 'দিয়ার' ইত্যাদি অনুজ্ঞা-পদগুলি যে দৃঢ়তাসূচক, উহা প্রক্রম দেখিলেই বেশ বুঝা যায়।

বাঙ্গালায় আর এক প্রকার ক্রিয়ার কাল (Mood) আছে, যাহাকে 'অনিশ্চিত অতীত' বলা যাইতে পারে। 'যদি' শব্দের যোগেই প্রায়শঃ এই কালের প্রয়োগ হয়, যথা 'যদি তুমি পাইতে তবে আমাকে দিতে'। হরিবংশে এই 'অনিশ্চিত অতীত কালের মধ্যম-পুরুষ 'পাইতা' পদ আছে। ইহা ব্যতীত, কেবল অতীতের 'অভ্যাস বা পৌনঃপুন্য বুঝাইতেও 'করিত' 'দিত' ইত্যাদি পদের ব্যবহার হয়। এরূপ অর্থে আমারা হরিবংশে মধ্যম-পুরুষে 'বুঝাইতা' পদ পাইয়াছি। শব্দ-সূচী দ্রষ্টব্য।

স্ত্রী-প্রত্যয়

স্ত্রী-প্রত্যয়েও হরিবংশের কিছু বিশেষত্ব আছে। আজ-কালও অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 'রজনী প্রভাতা হইল' ইত্যাদির মত পাণ্ডিত্য-সূচক বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে প্রাচীন বাঙ্গালায় অন্য রীতি ছিল। ভবানন্দ অনেক 'তৎসম' শব্দ আজ কালের অপ্রচলিত মৌলিক সংস্কৃত অর্থে প্রয়োগ করিয়া তাঁহার অসাধারণ সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকিলেও, স্ত্রী-প্রত্যয়ে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার বিশেষত্বই রক্ষা করিয়াছেন। সে জন্যেই আমরা হরিবংশে নিম্নলিখিত খাটি বাঙ্গালা 'স্ত্রী প্রত্যেয়ের পদগুলি দেখিতে পাই, যথা—

'অনাথা' ও 'অভাগা' স্থলে 'অনাথ' ও 'অভাগিনী' যথা—

"অনাথ হইব মাও মুই অভাগিনী" (১৯৪৩ প°)
"অভাগা' স্থলে 'অভাগী'
"অবলা' স্থলে 'অবলী' (৪৫০৫ প°)
"আকুলা' স্থলে 'আকুলী' (৪৩০৯ প°)
"কাম-রূপিণী' স্থলে 'কাম-রূপী' (৬০০ প°)
"কিশোরী' স্থলে 'কিশোর' (৫৪২৮ প°)
"চিত্র-লেখা' বা 'চিত্র-লিখিতা' স্থলে 'চিত্র-লেখী' (১৫৯৮ প°)
"নায়িকা' স্থলে 'নায়কী' (৭৯২৯ প°)
"নব-যুবতী' স্থলে 'নব-যুবা' (৫০৪৬ প°),
'নব-যৌবনা' স্থলে 'নব-যৌবনী' (৬১৩৩ প°),
"চঞ্চলা' স্থলে 'চঞ্চল' (১৬০৬ প°)
"প্রমাদিনী' স্থলে "প্রমাদী' (৯৬৪ পঃ)

"বয়োধিকা' স্থলে 'বয়োধিক' (১০১৪ প॰)

''মোহিতা' স্থলে 'মোহিত' (৭১৭৬ প॰)

"লীনা' স্থলে 'লীন' (২০ প:)

'সন্তাপিনী' স্থলে 'সন্তাপী' (৮০৫৬ প॰)

এই প্রসঙ্গেই বলা সঙ্গত যে, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ভবানন্দ 'কুমারী' (অনূঢ়া) অর্থে অদ্যাপি গ্রাম্য ভাষায় প্রচলিত ও অশুদ্ধ 'অকুমারী' শব্দের একাধিক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। ভবানন্দের এই স্ত্রী-প্রত্যয়ে খাঁটি বাঙ্গালা-রীতির সহিত হিন্দী-ভাষার বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, হরিবংশে 'সুন্দরী' শব্দ-টার খুব ছড়াছড়ি থাকিলেও অধিকাংশস্থলেই উহার বিশেষ সার্থকতা নাই। আধুনিক বাঙ্গালায় পুরুষের নামের শেষে ব্যবহৃত 'চন্দ্র' শব্দের মত উহাও 'যশোদা সুন্দরী' 'মহোদা সুন্দরী' 'শ্রীমতী সুন্দরী' 'রাধিকা সুন্দরী ইত্যাদি নামের একটা অঙ্গ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। হরিবংশের ৫৩১৯—৫৪০৮ পঙ্‌ক্তিগুলিতে ভবানন্দ ব্রজ-গোপীদিগের নামের প্রসঙ্গে তাঁহার সময়ে প্রচলিত স্ত্রীলোকের শতাধিক নামের যে কৌতূহল-জনক তালিকা দিয়াছেন উহার মধ্যে 'সুরেখা' 'কমলা' 'পূর্ণিমা' 'নর্ম্মদা' 'মালিনী' 'নলিনী' ইত্যাদি নব্য-রুচি সম্মত অনেক নামের সঙ্গেই তৎকালে 'সুন্দরী' শব্দটা অপরিহার্য্য অঙ্গ-রূপে ব্যবহৃত হইত; উহা 'ঐরাবতী পুনর্ণবা পূর্ণিমা সুন্দরী' (৫৩৯৫ প॰) ও 'দ্রৌপদী সুভদ্রা আর প্রচণ্ডা সুন্দরী' (৫৩৯৯ প॰) পুঙ্‌ক্তি-দ্বয় দেখিলেই বুঝা যায়। অনধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে 'বামা সুন্দরী' 'রমা সুন্দরী' 'সারদা সুন্দরী, 'বরদা সুন্দরী' ইত্যাদি নামের খুব প্রচলন ছিল; এখন শিক্ষিত সমাজে 'সুন্দরী' গ্রাম্যতা-সূচক বিবেচিত হয়। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্যে পর্য্যন্ত 'সুন্দরি' শব্দটা নায়িকাদিগের প্রতি নায়কদের একটা স্বাভাবিক সম্বোধন-সঙ্কেত ছিল। উহাতে কোনও অস্বাভাবিক রসিকতা বা চাটুকারিতা প্রকাশ পাইত না। পাঠক অনুগ্রহ করিয়া এই কথাটা মনে রাখিবেন; নতুবা অনেক স্থলেই শোকে-দুঃখে জর্জ্জরিতা, কৃশাঙ্গী মলিন-বসনা যশোদা বা রাধার নামের সঙ্গে 'সুন্দরী' শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া, শব্দটাকে স্থানে ও অস্থানে প্রযুক্ত করার জন্যে ভবানন্দকে অপরাধী মনে করাও অসম্ভব নহে।

প্রাচীন বাঙ্গালায় সংস্কৃতে তুলনায় "কৃৎ" ও 'তদ্ধিত' প্রত্যয়ে খাঁটি বাঙ্গালা পদ সংখ্যায় খুব কম। সংস্কৃতের অনুযায়ী মাত্র কয়েক শ্রেণীর 'কৃৎ' প্রত্যয় হরিবংশে পাওয়া গিয়াছে, যথা—(১) 'ই' 'ইয়া' বা 'ইঞা' (স॰ 'ক্ত্বা' বা 'যপ') প্রত্যয়ের 'করি' 'করিয়া' 'কহি' 'কহিয়া' 'আউলাঞা' ইত্যাদি।

হরিবংশে কৃদন্ত পদ

(২) 'ইতে' 'ইবার' বা 'ইবারে' ও পূর্ব্ব-বঙ্গের নিজস্ব 'ইতে' স্থলে 'ইতা' (স॰ 'তুমুন্') প্রত্যয়ের—'কহিতে' 'কহিবার' 'কহিবারে' 'কহিতা' বা 'কৈতা'। পূর্ব্ব-বঙ্গের গ্রাম্য-ভাষায় 'কৈতা' 'খা (ই) তা' 'ধা (ই) তা' ইত্যাদি পদের খুব প্রচলন আছে। হরিবংশে আমরা এই 'ইতা' প্রত্যয়ান্ত নিম্ন-লিখিত পদগুলি পাইয়াছি; যথা—

"মুরলি আনিতে যদি মোর লাগ পা ই তা।
দেখিলেহ প্রেম-ভাবে না যুয়ায় কৈতা॥' (৩৭৬৫—৩৭৬৬ প॰)

(অর্থাৎ—যদি (তুমি) আমাকে (তোমার) মুরলী (চুরি করিয়া) আনিতে সাক্ষাৎ পাইতে, (তবু) প্রেম-ভাব হেতু (তাহা) কহিবার যোগ্য নহে।)

"ইন্দ্রে বোলে—"প্রজাপতি না পার ঘুচা ই তা।
আমার বিষয় নহে—কথায় বু ঝা ই তা। (প: ১৭১৩—১৭১৪)

(অর্থাৎ—ইন্দ্র বলিলেন "প্রজাপতি ! (আপনি বৃন্দার সতীত্ব) ঘুচাইতে পারেন না ; (ইহা) আমার বিষয় নহে, যে আপনি কথার দ্বারা বুঝাইবেন । .)

(৩) 'ইলে' বা 'ইতে' (সং শতৃ) প্রত্যয়ের 'করিলে' 'করিতে' 'অভ্যুক্ষিলে' 'আকুলাইতে' ইত্যাদি ।

বাহুল্য-ভয়ে সকল কৃদন্ত পদগুলির উল্লেখ না করিয়া কেবল তিনটি শ্রেণীর নাম নির্দ্দেশ করা হইল। অপ্রচলিত ও দুরূহ পদ গুলির অর্থ ও প্রয়োগ শব্দ সূচীতে দ্রষ্টব্য ।

হরিবংশে নিম্ন-লিখিত 'তদ্ধিত' প্রত্যয়ের পদগুলি পাওয়া গিয়াছে যথা—

হরিবংশে তদ্ধিতান্ত পদ

'আর তিল' 'নিকড়িয়া', 'পূর্ণিত', 'পোষানিয়া' 'ভালাই'। পদ-গুলির অর্থ ও প্রয়োগ পরিশিষ্টের শব্দ-সূচীতে দ্রষ্টব্য ।

বাঙ্গালায় অনেক পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃত-ঘেঁষা রচনা-রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, 'তৎসম' শব্দের মধ্যে যেরূপ দীর্ঘ

হরিবংশে সমাস

দীর্ঘ সমাস দেখা যায়, প্রাচীন বাঙ্গালায় উহা ছিল না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'তৎসম' শব্দের সংখ্যা নিতান্ত কম বলিয়া সমাসের সংখ্যাও বিরল। চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থে 'তৎসম' শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী বলিয়া সমাসের সংখ্যাও বেশী দেখা যায়। এই 'তৎসম' শব্দের আধিক্য সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ও সুকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয়ের চরিতামৃত গ্রন্থেই অনেক অধিক-পরিমাণে লক্ষিত হয়। 'হরিবংশ'-কাব্য শেষোক্ত গ্রন্থের পরবর্ত্তী না হইলেও ভবানন্দের সংস্কৃত-প্রিয়তা হেতু তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে বিষয়-মাহাত্ম্যে রচনা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল এবং গীতগুলিতে ও গ্রন্থের অন্তর্গত অনেক কাহিনীতে বেশ সরল ও 'তদ্ভব'-শব্দ-পূর্ণ দেখা যায়। বিষয়-বৈশিষ্ট্যে রচনা-রীতির এইরূপ বিভিন্নতা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী লেখকদিগের রচনায়ও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়।

সংস্কৃত-সম শব্দ অধিক প্রয়োগ করিলেই ভাষা-সংক্ষেপ ও অর্থ-গৌরবের জন্য অধিক সমাসেরও আবশ্যকতা হয়। ভবানন্দের কাব্যের সমাস-বাহুল্য দ্বারা এই উভয় প্রয়োজনই যথেষ্ট সাধিত হইয়াছে।

আধুনিক সংস্কৃত-ঘেঁষা বাঙ্গালা রচনার মত হরিবংশেও বহুব্রীহি, 'মধ্য-পদ-লোপী' প্রভৃতি সমাস অপেক্ষা 'তৎপুরুষ' সমাসেরই আধিক্য দেখা যায়। অন্যান্য সমাসের প্রয়োগও বিরল নহে। আমরা দৃষ্টান্ত-স্থলে হরিবংশের কতকগুলি সমাস-যুক্ত পদের তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম। প্রয়োগ-স্থল শব্দ-সূচীতে দ্রষ্টব্য।

(১) 'দ্বন্দ্ব' সমাস, যথা—'অন্ন-পান' 'অহনিশি' 'ব্রহ্মা-মহেশ্বরে'

(২) 'বহুব্রীহি' সমাস, যথা—'ঘনাবর্ত্ত', 'চন্দ্রমুখী', 'দশ-কন্ধ' 'বহু-মালা', 'বাহু-দণ্ড', 'মহাসত্ত্ব, 'সমুদ্র-উদ্ভব', 'সিন্ধু উদ্ভব', 'সুর-সের', 'স্বতন্ত্রা' ইত্যাদি

(৩) 'কর্ম্মধারয়'-সমাস যথা—'কাকু-বাণী', 'প্রসূজ্জল', 'মহারম্ভ' 'মত্ত গজ', ইত্যাদি 'রক্ত-গৌর', 'নীল-কমল',

(ক) 'মধ্যপদ-লোপী' সমাস, যথা—'কনক-শিখর', 'গণ্ড-শৈল', 'মধু-মাস', 'চর্ম্ম-দড়ি' 'হেমন্ত পর্ব্বত' ইত্যাদি

(খ) 'উপমিত'-সমাস, যথা—'পদাম্বুজ', 'পদ্ম-হস্ত' 'চন্দ্র-মুখী', 'পুরুষ-সিংহ' 'বদন-কমল' ইত্যাদি

(গ) 'রূপক'-সমাস, যথা—'বচন-অমৃত' 'কাম-সিন্ধু' 'সৌরভ-তরঙ্গ, ইত্যাদি

(৪) 'তৎপুরুষ -সমাস, যথা—

(ক) 'দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ'—'অন্তগত',

(খ) 'তৃতীয়া-তৎপুরুষ'—'চিত্ত-বিত্ত', 'স্ত্রী-জিত', 'লজ্জা-যুক্তা', 'সৌরভ-বিহিত', 'জ্ঞান-বিবর্জ্জিত', 'প্রেম-আলিঙ্গন' ইত্যাদি

(গ) চতুর্থী তৎপুরুষ—'খেওা-নাও' (৩৮০৫ প°), 'কেলিকলা-কুতূহল', 'ধর্ম্ম-কাজ' (৬৭৬০ প°) 'কাম-কলা-কৌতুকে' (৮০৬৫ প°) ইত্যাদি

(ঘ) 'পঞ্চমী-তৎপুরুষ'—'কণ্ঠাগ্রেত', 'সারদা-বর', 'সত্যভঙ্গ-পাতক' ইত্যাদি

(ঙ) 'ষষ্ঠী-তৎপুরুষ'—'আশ-পড়শী', 'কর-তল', 'কামোদ্ভাব', 'ক্রৌঞ্চ-বাহন', 'গুণাঢ্যবাক্য' 'চিত্র-লেখা, 'ছায়া-কান্ত', 'বিবেক-সিন্ধু', 'ভারাবতরণ' ইত্যাদি

(চ) 'সপ্তমী-তৎপুরুষ'—'বয়োধিকা', 'গর্ভ-বাস', 'বৃন্দাবন-বিহার', 'বসতি-বাস' ইত্যাদি।

'নঞ্-তৎপুরুষ' যথা—'অপূজ্য', 'অপূজন', অভাজন, 'অসুস্থ'

'দ্বিগু-সমাস' যথা—'চারি-ভিত', 'নিযুতাব্দ', একার্ণব', 'পঞ্চশির' ইত্যাদি

অব্যয়ীভাব সমাস' যথা—'অনুক্ষণ', 'অনুক্রম' ইত্যাদি

'উপপদ-সমাস' যথা—'শব্দ-কার' ইত্যাদি

'নিত্য-সমাস' যথা—'দিগন্তর',

'সুপ্-সুপ সমাস' যথা—'যত-ইতি'। একত্র একাধিক সমাসের দৃষ্টান্তও বিরল নহে, যথা—'রাধা-কাহ্নু-পরিবাদ' (দ্বন্দ্ব ও ষষ্ঠী তৎ-পু), 'নব-যুবা-কাল' (কর্ম্মধা°, ষষ্ঠীতৎ পু), 'ভকতি মুকতি-হীন' (দ্বন্দ্ব ও তৃতীয়া তৎ পু), 'অশ্ব-পদ-চিহ্ন' (ষষ্ঠী ও ষষ্ঠী তৎ-পু), 'সূর্য্য-বংশ-মুনি' (ষষ্ঠী ও ৭মী তৎ-পু), 'হরি-কায়-জল' (ষষ্ঠী ও ৫মী তৎ-পু), 'সর্ব্ব ভূতাশ্রয়' (কর্ম্মধা° ও ষষ্ঠী তৎ-পু), 'শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কর' (দ্বন্দ্ব ও বহুব্রী°) 'শাখা-পত্র-হীন' (দ্বন্দ্ব ও তৃতীয়া তৎ-পু), 'কাম-কলা রস-রঙ্গ' (৩টী ষষ্ঠী তৎ-পু) ইত্যাদি।

[ছন্দ ও অলঙ্কার]

হরিবংশের ছন্দ

কৃষ্ণকীর্ত্তনে পয়ার ছাড়া ত্রিপদীরও কয়েক প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদাবলী ছন্দোবৈচিত্র্যে একান্ত সমৃদ্ধ। ১৩২৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন" প্রবন্ধে আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে উক্ত গ্রন্থের অনালোচিত ছন্দোবৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে এবং ১৩১৮ সালের ২য় সংখ্যার পরিষৎ পত্রিকায় বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দ দাসের কবিতার সমালোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার ব্যবহৃত নানা বিচিত্র মাত্রা-বৃত্ত ও অক্ষর-বৃত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। শেষোক্ত প্রবন্ধে প্রসঙ্গ-ক্রমে বাঙ্গালার নানাবিধ পয়ার ও ত্রিপদী-ছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধেও তুলনা-মূলক সোদাহরণ বিচার করা হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে সেই বিষয়ের পুনরুক্তি না করিয়া, আমরা বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদীর উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদিগকে আমাদের সেই প্রবন্ধের উপরেই বরাত দিয়া এখানে সংক্ষেপে হরিবংশের ছন্দ-সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করিব। শব্দ-সম্ভার-বিষয়ে যেমন ভবানন্দ বৈষ্ণব কবিদিগের নিকট ঋণী নহেন, ছন্দ-সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ বটে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিশেষতঃ, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনায় তাঁহার ব্যবহৃত ছন্দের সংখ্যা নিতান্ত কম। একই প্রকার পয়ার ও লঘু-ত্রিপদী ও দীর্ঘ-ত্রিপদী ব্যতীত হরিবংশে আর কোনও ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় না।

বাঙ্গালা পয়ার

হরিবংশের পয়ার অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের পয়ারের মত। উহাতে পয়ারের মাত্রা বা যতির কোন ত্রুটি না থাকিলেও অক্ষর-গণনায় সর্ব্বত্র চৌদ্দ অক্ষর পাওয়া যায় না; তের অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া কচিৎ আঠার অক্ষর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়,—অথচ উহাকে ছন্দোদুষ্ট বলা যায় না। কেন না, প্রাচীন পয়ারে চৌদ্দ অক্ষরের ধরা-বান্ধা নিয়ম নাই; পয়ারের যতি ও মাত্রা ঠিক থাকিলেই পয়ার নির্দ্দোষ গণ্য হয়। নিম্নে কতিপয় উদাহরণ দেখুন, যথা—

(১) "গর্ভবাস—মহাক্লেশ না সহে কদাচিত।
সঙ্কুচিত করি যাইতে তোমার সহিত ॥" (৬৯—৭০ প°)

অক্ষর গণনায় এই পয়ারের প্রথম চরণে ও দ্বিতীয় চরণে ১৫টি করিয়া অক্ষর আছে, কিন্তু প্রথম চরণের 'গর্ভবাস' শব্দের 'স' 'মহাক্লেশ' শব্দের 'শ' ও হসন্ত-রূপে উচ্চারিত বলিয়া, মাত্রার হিসাবে 'না' শব্দটীকে লইয়া

আট অক্ষর বা আট মাত্রাই গণ্য করা হইয়াছে, সুতরাং 'না, শব্দের পরে আট-অক্ষরী যতি পড়ায় চরণের একটী অধিক অক্ষর কাণে বাজে না। দ্বিতীয় চরণের 'যাইতে' শব্দের 'ই' 'অক্ষরও হসন্ত বলিয়া 'যাইতে' পরবর্ত্তী বাঙ্গালার 'যাত্যে' বা 'যাতে'—বৎ উচ্চারিত হওয়ায় উহার অক্ষরাধিক্যও কাণে বাজে না।

(২) আমারে করিলে ভক্তি শমনের নাহি দায়।

শমন নাশিমু শঙ্খ চক্র গদায়॥" (২৬৯—২৭০ প°)

এই পয়ারের প্রথম চরণের 'শমনের' ও 'দায়' শব্দ-দ্বয়ের অন্ত্য 'র' ও 'য়' হসন্ত বলিয়া অক্ষরাধিক্য কাণে বাজে না; সেইরূপ দ্বিতীয় চরণের 'চক্র' শব্দের 'চ' অক্ষর সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে স্থিত বলিয়া গুরু-বর্ণ-রূপে উচ্চারিত হইলে কাণে বাজে-না, সুতরাং ছন্দোভঙ্গ দোষের কারণ না হইয়া, বরং এক-ঘেয়ে উচ্চারণের একটু বৈচিত্র্য-সম্পাদন করায় প্রীতিকরই মনে হয়।

(৩) "বন্ধুর ভাবে জাতি-কুল হারাই সকল।" (১৭৮২ প°)

অক্ষর-গণনায় ১৬টী অক্ষর পাইলেও চরণের 'র' 'ল' ও 'ই' অক্ষরগুলি হসন্ত বলিয়া কাণে বাজে না।

(৪) "তুমি ত চিকণ-কানাই তোমার ভাঙ্গা নাও।

কোথা থুইমু লাখের পসার কোথায় থুইমু গাও॥" (২০৫২—২০৫৩ প°)

এই পয়ারের প্রথম চরণের 'কানাই' শব্দের পরে ও দ্বিতীয় চরণের 'পসার' শব্দের পরে যতি রাখিয়া পড়িলে প্রথম চরণের ষোল অক্ষর ও দ্বিতীয় চরণের আঠার অক্ষরও কাণে বাজে না; বরং অক্ষরাধিক্যে পয়ারে গতি-বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে বলিয়া, শ্রুতি-মধুর বোধ হয়।

এখানে বলা আবশ্যক যে, হরিবংশের পয়ারে এরূপ অক্ষরের ন্যূনাধিক্য থাকিলেও চৌদ্দ অক্ষর ও আট অক্ষরে যতিই অধিকাংশ স্থলে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালায় ও আধুনিক বাঙ্গালায় যেমন সাত-সাত অক্ষরে যতির পয়ারও আছে, হরিবংশেও সেরূপ দেখা যায়, যথা—

(১) "মোর বরে সর্ব্বলি কুশল হৈব তোর॥" (১৩৮২ প.)

(২) "সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।" (১৩৯৯ প°)

(৩) "এহি মতে শয়ন করিলা তিন জনে। (১৭৬২ প°) ইত্যাদি।

বাঙ্গলা পয়ারের চৌদ্দ অক্ষর কিংবা আট-অক্ষরে যতি অপরিহার্য্য নহে বলিয়া, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ও তাঁহার মতাবলম্বী কেহ কেহ যে, আট-অক্ষরে যতি-বিশিষ্ট, চৌদ্দ-অক্ষরের সংস্কৃত 'বসন্ত তিলক' ছন্দ হইতে বাঙ্গালা পয়ারের উৎপত্তি আপাত-সাদৃশ্য দেখিয়া অনুমান করিয়াছেন উহা সমর্থন-যোগ্য মনে হয় না। আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে শঙ্করাচার্য্যের প্রসিদ্ধ 'মোহ-মুদ্গর' শ্লোকাবলীর ষোল মাত্রার পজ্ঝটিকা মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ অথবা উহার সহিত নিতান্ত সৌসাদৃশ্যযুক্ত গীতগোবিন্দের—

"সরস মসৃণমপি মলয়জ-পঙ্কম্।

পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥"

ইত্যাদি 'মাত্রা-চতুষ্পদী, ছন্দ হইতেই হিন্দীর প্রাচীন কবি চন্দ-কবীশ্বর ও মিথিলার প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির ব্যবহৃত 'চৌপাঈ' ছন্দের মত বাঙ্গালা পয়ারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত করার চেষ্টা করিয়াছি। বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও সুলেখক স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়েরও ইহাই মত ছিল—যদিও এ সম্বন্ধে তিনি কোনও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারি নাই। 'বসন্ত-তিলক' ষোল-অক্ষরী 'অক্ষর-বৃত্ত' ছন্দ ও উহার প্রত্যেক চরণে সাতটী অক্ষর নিয়ত গুরু বলিয়া 'পয়ার' অপেক্ষা উহার গতি অনেক বিলম্বিত ও ছন্দটী অনেক দীর্ঘ মনে হয়। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সংস্কৃতের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ

ঠিক রাখিয়া 'বসন্ত-তিলক' ছন্দের একটা শ্লোকের আবৃত্তি করিলেই, পয়ারের সহিত উহার গুরুতর প্রভেদটা কানে ধরা পড়িবে। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদিগের অগ্রবর্ত্তী পণ্ডিত-প্রবর স্বর্গগত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতের অসাধারণ বিদ্বান ও বিশেষজ্ঞ হইয়াও কি জন্য যে, সংস্কৃতের সর্ব্ব-জন-বিদিত 'বসন্ত-তিলক' ছন্দ হইতে বাঙ্গালা-পয়ারের উৎপত্তি-কল্পনা না করিয়া, ফারশীর "করিমা-এ ববকৃশা-এ" ইত্যাদি বয়েদ হইতে উহার উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন, এই আপাত-দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের, উহাই প্রকৃত কারণ বটে। প্রকৃত পক্ষে, উক্ত বয়েদের সহিত বাঙ্গালা পয়ারের একটু সাদৃশ্য আছে; কিন্তু সংস্কৃতের 'বসন্ত-তিলক' ছন্দের সহিত উহার বাস্তবিক কোনই সাদৃশ্য নাই। বাঙ্গালা—পয়ারও আগে হিন্দী ও মৈথিল 'চৌপাঈ' ছন্দের মতই মাত্রা-ছন্দ ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বৌদ্ধ গান ও দোহা" গ্রন্থে প্রাচীনতম বাঙ্গালা গীতের যে নিদর্শন পাই, উহার ছন্দ হিন্দী ও মৈথিল 'চৌপাঈ' হইতে প্রায় অভিন্নই মনে হয়; যথা—

"অলি এঁ কালি এঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা॥
কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস।
জো মন গোঅর সো উআস॥"

প্রাচীন হিন্দী ও মৈথিলের ন্যায় 'এ' প্রয়োজন অনুসারে কচিৎ গুরু ও কচিৎ লঘু অক্ষর-রূপে পড়িলে উদ্ধৃত পংক্তিগুলি প্রায় শুদ্ধ 'চৌপাঈ' ছন্দই মনে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালায় অক্ষরের লঘুগুরু উচ্চারণ ভেদ লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া 'মাত্রা-চতুষ্পদী' বা 'চৌপাঈ' ছন্দের ষোল-মাত্রা যে কিরূপে মাত্রা ও অক্ষর-বৃত্তের সংমিশ্রন-জাত প্রাচীন বাঙ্গালা-পয়ারে ও পরে সম্পূর্ণভাবে 'অক্ষর-বৃত্ত' চৌদ্দ-অক্ষরী আধুনিক পয়ারে পরিণত হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী গবেষণা ও উন্নত ভাষা-তত্ত্ব জ্ঞান-সাপেক্ষ বলিয়া, শ্রদ্ধাস্পদ ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা পয়ারের উৎপত্তি নির্দ্দেশে ভ্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু এখন আর এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ দেখা যায় না।

পয়ারের ন্যায় বাঙ্গালা ত্রিপদী-ছন্দের উৎপত্তিও জয়দেবের মাত্রা-ত্রিপদী হইতেই সজ্ঘটিত হইয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে কয়েক রকম মাত্রা ত্রিপদী দেখা যায়।

তন্মধ্যে— "রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে
ত্রিপদী মদন মনোহর বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশম্॥" (৫ম সর্গ)

ইত্যাদি চতুর্ম্মাত্রিক সাতটী গণ দ্বারা গঠিত ২৮ মাত্রার ত্রিপদীই যে, বাঙ্গালা দীর্ঘ ত্রিপদীর (প্রাচীন 'দীঘ ছন্দ' বা 'লাচাড়ী ছন্দের') আদর্শ, তাহা আমাদের উক্ত প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। সংস্কৃতে ভাব রক্ষা করিয়া মিল (Rhyme) যোটানো অধিকতর কঠিন বলিয়াই হউক, কিম্বা সাধারণতঃ সংস্কৃত শ্লোকের চরণের শেষে মিল রাখার রীতি না থাকার জন্যেই হউক, জয়দেবের সুমধুর মাত্রা ত্রিপদীগুলিরও মধ্যের চরণ দ্বয়ের শেষে অধিকাংশ স্থলেই মিল দেখা যায় না। 'রতি-সুখ-সারে ইত্যাদি চরণ-দ্বয়ে কিংবা 'ধীর সমীরে যমুনা-তীরে' ইত্যাদি কতকগুলি চরণে যে মিল আসিয়াছে, উহা জয়দেবের অনন্য সাধারণ ছন্দোনৈপুণ্যেরই পরিচয় বলিতে হইবে। তথাপি ইহা লক্ষ্য করার যোগ্য যে, জয়দেবও এই নয় কলি (Stanza) বিশিষ্ট পদটীর সকল কলিতে এরূপ মিল রাখিতে পারেন নাই, উহার 'ন কুরু নিতম্বিনি' ইত্যাদির মত তিনটী অর্দ্ধ কলিতে মিল ছাড়িয়া দিয়াছেন। জয়দেবের "ললিত-লবঙ্গ-লতা," "বদসি যদি কিঞ্চিদপি," "নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনু" ইত্যাদি অনেক সুপ্রসিদ্ধ পদে মধ্যবর্ত্তী চরণ-দ্বয়ের মিল রক্ষার কোনও প্রয়াসই দেখা যায় না। ইংরেজীর ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায়ও মিল-যুক্ত

শব্দের বাহুল্য ও মিল রক্ষার অধিক সুবিধা থাকায় প্রথম হইতেই বাঙ্গালা ত্রিপদীতে মিলের জন্য অধিক প্রয়াস দেখা যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের উক্তি-প্রত্যুক্তি-পূর্ণ অনেক ত্রিপদীতেই চণ্ডীদাস মধ্যবর্ত্তী চরণ-গুলিতে মিল-রক্ষার চেষ্টা করেন নাই, যথা—

"আতি রূপসী পদুমিনী জাতি
দেখি লীর নহে মনে।
তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল
মোএঁ না জীবো কেন মনে ॥ ১।"

"হেনক বচন না বোল কাহ্নাঞি
তোর বাপে নাহি লাজ।
সোদর মাউলানীত ভোলে পরিলাহা
দেখিআঁ রূপস কাজ ॥ ২ ॥" ইত্যাদি

কোথাও বা এরূপ ত্রিপদীতেও আগা-গোড়া' মিল রাখা হইয়াছে, যথা—

"সুন ল সুন্দরি রাধা পন্থত কৈলোঁ বিরোধা
তোক বৈরী আবাল গোপালে।
সোএ গদা হাতে ধরেঁ। আজি দাপ চুর করোঁ
দেহ দান না কর কচালে ॥ ১ ॥" ইত্যাদি

সংস্কৃতের আমিল মাত্রা-ত্রিপদী হইতে বাঙ্গালা-ত্রিপদীর উৎপত্তি হওয়ায় হিন্দীর সুরদাস ও তুলসীদাসের মাত্রা-ত্রিপদীর পদগুলির মত কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'অক্ষর বৃত্ত' ত্রিপদী ছন্দেও প্রায়শই মিল না থাকা খুব স্বাভাবিক মনে হয়। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরাও ভাব প্রকাশের পক্ষে মিল-হীন ত্রিপদী অধিক উপযোগী বলিয়াই সেইরূপ দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদীর ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধ—

'এই ত মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেনে ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলজ পরাণ নাহি যায় ॥

(প°ক°ত° ১৬৭৩প°)

এবং ————"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মুরছা পায় ॥" (প°ক°ত° ১৫২প°)

ইত্যাদি দীর্ঘ ও লঘু পদ ত্রিপদটির পদের মত প্রাচীন বৈষ্ণব-কবির শত শত বাঙ্গালা পদ অমিল ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

হরিবংশে ১২৯টী রাগ-রাগিনী-সংযুক্ত পদ অর্থাৎ গীত আছে; উহার মধ্যে ৫৮টী দীর্ঘ-ত্রিপদী ও লঘু-ত্রিপদীর পদ। ভবানন্দ মাত্র চারিটী ত্রিপদীর পদে আগা-গোড়া মিলের ব্যবহার করেন নাই; কিন্তু অবশিষ্ট পদগুলিতে এবং ২৫১২———২৬৮৭ পঙ্‌ক্তি ব্যাপী একটা সুদীর্ঘ 'লাচাড়ী' বা দীর্ঘ ত্রিপদীতে কুত্রাপি মিল ছাড়েন নাই। অথচ নিতান্ত প্রশংসার বিষয় এই যে, মিলের জন্য কোথাও রচনা বা ভাষার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় নাই। পাঠক যে কোন

ত্রিপদীর পদ দেখিলেই এ কথার যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন, সুতরাং এখানে দুই চারিটা দৃষ্টান্ত দেখাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। হরিবংশের "আমারে খাইতে বন্ধু" ইত্যাদি "কি ক্ষণে হইল দেখা" ইত্যাদি ও "প্রাণের উদ্ধব বন্ধুতে কহিও" ইত্যাদি, তিনটী পদের অনেক কলিতেই মিল আছে; কিন্তু কোন কোন কলিতে মিল নাই যথা—

আমারে খাইতে বন্ধু তুমি আসিলা রে
ঘর মোর স্বতন্তর নহে।
ভাবিয়া দেখহ মনে আমি অভাগী বিনে
এত জ্বালা কার প্রাণে সহে॥ ধ্রু।
দিবসে তোমারে বন্ধু গোপতে রাখিতে নারেঁা
কাজল-বরণ খানি ভালা।
নিশিতে তোমারে বন্ধু গোপতে রাখিতে নারেঁা
আন্ধিয়ারী হৈলে হয় আলা॥ ইত্যাদি

"কি ক্ষণে হইল দেখা শ্যাম বন্ধুর সনে।"
না দেখি পরাণে জীব কি ধরাণে
সাত পাঁচ করে মনে॥ ধ্রু।
ই ঘরে বসতি আর নিজ পতি
সকল সে তেয়াগিয়া।
অলপ-বয়সে যোগিনী হইমু
তুমি বন্ধুর লাগিয়া॥" ইত্যাদি

প্রাণের উদ্ধব বন্ধুতে কহিও
মোর বচন-সন্দেশ।
বিরহে ঝুরিতে মরিহু স্মরিতে
পাঞ্জর হইল শেষ॥ ধ্রু।
গোকুল নগরী অনাথিনী করি
রহিলা মথুরা-পুরী।
দয়ার ঠাকুর নিদয়া নিঠুর
এহি দগধনে মরি॥
যখন কালাচান্দে পিরিতি বাঢ়াইলা
আন আন ছলে চাইয়া।
সে সব পিরিতি এবে বিসরিলা
কোন রসবতী পাইয়া॥" ইত্যাদি।

একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, গীতি-কবিতা-সমুচিত ভাব-প্রধান উদ্ধৃত কলিগুলিতে সর্ব্বত্র মিল-রক্ষার চেষ্টা করিলে কলি-গুলির স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইত, সুতরাং এখানে মিলের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া ভবানন্দ অসাধারণ সুবিবেচনা, স্বাধীনতা ও রসজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। অভিজ্ঞ-পাঠক পাঠের জানা আছে যে, দীর্ঘ ত্রিপদীর মিল রক্ষা করা অপেক্ষা অল্প কথার লঘু ত্রিপদীর মিল রক্ষা অনেক কঠিন কাজ বটে। এজন্যই মিল-প্রধান ভবানন্দের ত্রিপদী গুলিতেও অন্যান্য প্রাচীন

বাঙ্গালা-গ্রন্থের মত লঘু ত্রিপদীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম দেখা যায়। পক্ষান্তরে আজকাল বাঙ্গালার মিল-হীন ভাব-প্রধান লঘু ত্রিপদীরই নিতান্ত প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ভবানন্দের একটী সরল ও স্বাভাবিক-রীতি-পূর্ণ (Idiomatic) লঘু-ত্রিপদীর আগা-গোড়ায়ই মিল নাই। ভবানন্দের রচনায় এরূপ দৃষ্টান্ত আর নাই বলিয়া, তুলনার জন্ম আমরা সেই পদটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"আমারে বোল কাঁলা বিনোদিনি
আমারে বোল কালা।

* ॥ . (ত্রুটিত)
কালা কালা করি বোল বিনোদিনি
তাতে কি বোলিতে পারি।
তোমার আমার আইস বিনোদিনি
রূপ যে বদল করি ॥
কাজল বরণ আমাকে দেখিয়া
তুমি যদি মোকে নিন্দ।
তবে কেনে তুমি কালিয়া কাজল
ভুরুর উপরে পিন্ধ ॥
কালা কালা বোলি হের বিনোদিনি
নিরবধি গালি দেস।
আমার অধিক বরণ কাজল
তোমার মাথার কেশ ॥
কালা বিনে গোরা উজল না হয়
কালা সে আঁখির জ্যোতি।
কালারে নিন্দিয়া গলায়ে পিন্ধহ
কাজল-বরণ পুতি ॥
কালা বিনে নাকি জীবা বিনোদিনি
ভরমে না বোল জানি।
ভবানন্দ দীন কালার অধীন
যৌবন-জোয়ারের পানি।"

বলা বাহুল্য যে, এরূপ পদে ত্রিপদীর মধ্যবর্ত্তী চরণগুলির মিল রক্ষার প্রয়াস প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে ছন্দোনৈপুণ্যে অদ্বিতীয় ভারতচন্দ্রের পক্ষেও বাতুলতার কার্য্য হইত। পক্ষান্তরে ভবানন্দ ভারতচন্দ্রের অপেক্ষা অন্যূন দেড় শত বৎসরের প্রাচীন কবি হইলেও তাঁহার অনেক দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদীর পদ ও পয়ার রচনা লালিত্যে ভারতচন্দ্রের যে কোন পয়ার ও ত্রিপদীর সহিতে তুলনার অযোগ্য নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা হরিবংশ হইতে কয়েকটী ত্রিপদীর কিয়দংশ ও পয়ারের শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এরূপ ত্রিপদী ও পয়ার হরিবংশে বিরল নহে।

"নায়র বন্ধু—কি আর বোলিমু তোরে।
কেবা কৈল্ চুরি তোমার মুরলি
মিছা বাদ বোল মোরে ॥ ধ্রু।
বিভোল-আছিলা জানিলু রে কালা
নিশি জাগরণে বাসি।
হাতের মুরলি কেবা কৈল চুরি
মোরে চোর বোল আসি ॥
মদে মত্ত রসে নিন্দের আলসে
তুমি হারাইলা মুরলি।
এ বড় বিস্ময় মোর মনে লয়
কেমনে রাখিবা নারী ॥ ইত্যাদি
' বড়াই হোর গ—
শুন তুমি আমার বিরহে।
গেছিলু যমুনার জলে দেখিলু কদম্ব-তলে
সেই হনে প্রাণ মোর দহে ॥ ধ্রু।
নব জলধর জিনি অঙ্গের বরণ খানি
বিদ্যুতের ছাটা অভরণ।
মুখানি পূর্ণিমা-ইন্দু ললাটে চন্দন-বিন্দু
তার মধ্যে আবির শোভন ॥
যুবতী-মোহন-চূড়া মালতী-কুসুম বেড়া
শিখি পুচ্ছ তাহার ভূষণ।
মধুর-মধুর বলি মকরন্দ পিয়ে অলি
ফিরি ফিরি ধরিছে গুঞ্জন ॥" ইত্যাদি

রাগ আহীর

"শ্যাম বন্ধু কালারে রতন।
কেমতে যাইমু ঘরে উদিত তপন ।। ধ্রু।
কাকে করে কলরব কুহরে কোকিল।
মনুষ্যে দেখিলে যা(ই)ব জাতি কুল-শীল ।।
দিনকর উদিত যামিনী অবশেষ।
আমারে সাজাইয়া কর তোমার সম বেশ ।।
পরিমল-গন্ধ দিয়া অঙ্গ কর কালা।
আমার গলায় দেহ তোমার নব-গুঞ্জার মালা ।।
তোমার অম্বর পীত মোরে দেহ পৈন্থি।
আমার হাতে দেহ তোমার মোহন মুরলি ।।
কবরী খসাঞা বন্ধু বান্ধিয়া দেহ চূড়া।
দোয়ুতী গাঁথিয়া দেহ মুকুতার ছড়া ।।

ময়ুরের পুচ্ছ বন্ধু দেও তছু পরে।
ই রূপ দেখিলে লোকে না পুছিব মোরে॥"
"এহি মতে সপ্তাধিক শত দিন গেল।
ঘোর নিশি যোগে রাধা স্বপন দেখিল॥
পরিধান করিয়াছে পীত বসন।
নব জলধর অঙ্গ কৌস্তভ ভূষণ
কদম্ব-বকুল-মালা মালতী দোসর।
কস্তুরী-চন্দন-বিরাজিত কলেবর॥
ললাটে চন্দন তাতে আবিরের বিন্দু।
রাহুর গ্রাসেত যেন দিন-মণি ইন্দু॥
চূড়ায়ে কুসুম-কুল অলি লাখে লাখে।
সমীরে গমন করে ক্রৌঞ্চত-রথ-পাখে॥
সর্ব্বাঙ্গে ফুলের রেণু কটিতে কিঙ্কিণী।
রাঙ্গাপদে সুললিত বঙ্ক রাজ ধ্বনি॥
ইন্দ্র-ধনু জিনি ভুরু—কামের কামান।
অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে যেন বরিখে চোখা বাণ॥
সুরঙ্গ অধর-ওষ্ঠ হস্তেত মুরলি।
রাধার বিছানে আসি বসিলেন হরি॥" ইত্যাদি

অবশ্য ভারতচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষা অধিকতর মার্জ্জিত ও তাঁহার যতি ও মিল অধিকতর নির্দোষ সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল ললিত পদ-বিন্যাসই রচনার এক-মাত্র অথবা শ্রেষ্ঠ গুণ নহে। কবিত্বের হিসাবে ভারতচন্দ্র যে কবিকঙ্কণের নিকটে দাঁড়াইতে পারেন না, ইহা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ অনেক সহৃদয় কৃতী কাব্য-সমালোচক-ই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের সহিত তুলনায় ভবানন্দের স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হওয়ার যোগ্য, আমরা "ভবানন্দের ব্যক্তিত্ব ও কবিত্ব" শীর্ষকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। আমরা এখানে এই মাত্র বলিতে চাহি যে, ভাষার লালিত্যে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও বাঙ্গালী কবিই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। গোবিন্দ দাস ও জ্ঞানদাস রচনার মাধুর্য্য, লালিত্য, গীতিকাব্যোচিত ভাবের উৎকর্ষে বাঙ্গালার সকল প্রাচীন কবিকে ছাড়াইয়া গেলেও তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুললিত পদাবলী ব্রজবুলী ভাষায় রচিত বলিয়া, তাঁহাদিগকে এখানে তুলনায় আনা সঙ্গত নহে। সুতরাং এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ভাষার ন্যায় কবিতার ছন্দও ক্রমোন্নতির স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করিতে পারে না। এজন্যেই ভারতচন্দ্রের মার্জ্জিত ভাষা বা মার্জ্জিত ছন্দের সহিত মুকুন্দরাম, ভবানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের ভাষা ও ছন্দের তুলনা করিতে হইলে, প্রাচীনতার এই অনিবার্য্য ত্রুটির কথাও মনে রাখা আবশ্যক, নতুবা তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা ইচ্ছা করিয়াই ভারতচন্দ্রের কথা উত্থাপিত করিয়াছি। উদ্দেশ্য এই যে, সহৃদয় পাঠক নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

প্রথমতঃ ভারতচন্দ্র তাঁহার বর্ণনার উপযোগী ছন্দের উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য সাধনের জন্যে তাঁহার অন্নদামঙ্গলে বীর-রসোচিত সংস্কৃত "ভুজঙ্গ প্রয়াত" ছন্দের অনুকরণে বাঙ্গালার পক্ষে অস্বাভাবিক হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণে

গ্রথিত 'মহারুদ্র বেশে মহাদেব সাজে। ববংবং ববংবং শিঙা ঘোর বাজে' ইত্যাদি যে দক্ষ-যজ্ঞ-ধ্বংসের বর্ণনা করিয়াছেন' উহাতে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কাণে বীররসের সুর বাজিলেও অধিকাংশ পাঠকের নিকটই উহা ব্যর্থ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—তিনি আদি-রসাত্মক বর্ণনার মধুরতা-বৃদ্ধির জন্যে "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যে—

"নৃপ নন্দন কামরসে রসিয়া।
পরিধান-ধুতী পড়িছে খসিয়া॥"

ইত্যাদি সংস্কৃত 'তোটক' ছন্দে যে সুললিত শব্দ-কুসুমের মালা গাঁথিয়া গিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বোক্ত, 'ভুজঙ্গ-প্রয়াত'-বৎ সংস্কৃতানভিজ্ঞের কণ্ঠে কণ্টক-মাল্যবৎ প্রতীত হয়।

তৃতীয়তঃ—সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতি-মধুর বলিয়া তিনি নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-বর্ণনায় বৈষ্ণব-কবিদিগের অনুকরণে যে 'রতি-মদ-পাগর নাগরি-নাগর' ইত্যাদি ব্রজ-বুলী কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন উহাও বাঙ্গালা কাব্যে নিতান্ত অস্বাভাবিক ও সাধারণ পাঠকের দুর্বোধ্য বা অবোধ্য হইয়াছে। যাঁহারা ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার জন্যে তাঁহার এ সকল রচনা ভস্মীভূত করারই পক্ষপাতী, তাঁহাদিগের বিবেচনায় বিদ্যাসুন্দরের এই ব্রজ-বুলী 'শাপে বর' হইলেও, ভারতচন্দ্র তাঁহার এই কবিতা টা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অবোধ্য বা দুর্বোধ্য করার জন্যই ব্রজবুলীর সাহায্য লইয়াছেন, ইহা কিছুতেই মনে করা যায় না; ইহার মত কিংবা ইহা অপেক্ষাও অধিক অশ্লীল কবিতা তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলে বেশ ঝর্-ঝরে সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিপি-বদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং সাধারণ লোকে উহা না বুঝুক, ভারতচন্দ্রের ঘৃণাক্ষরেও এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহার বিবেচনার ভুলেই এই ব্রজ-বুলীর কবিতা-টা মাঠে মারা গিয়াছে।

চতুর্থতঃ—কৃত্রিমতাপূর্ণ ভাষার 'মল্ল-ঝাঁপ' ছন্দের লম্ফে-ঝম্পে তাঁহার কাব্যে বীর-রসের কত দূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহা অ-বীর আমরা বুঝিতে না পারিলেও ইহা বুঝিতে পারি যে, একজন মিল্‌টন্ বা মাইকেল মধুসূদনের হাতে এক অমিত্রাক্ষরী পয়ার ছন্দের রচনাই কোথাও কল-নাদিনী নির্ঝরিণীর কুলু-কুলু ধ্বনির মত, কোথাও সুনিপুণ যন্ত্র-বাদকের সিদ্ধ-হস্তে সমধুর বীণা নিক্বণের মত, আর কোথাও বা গুরু-গম্ভীর মেঘ গর্জ্জনের মত বিভিন্ন রীতিতে গ্রথিত হইয়া করুণ, কোমল ও কঠোর—সর্ব্বপ্রকার রসেরই যেমন উৎকর্ষ সাধিত করিয়াছে, নানাবিধ ছন্দোবন্ধের সাহায্যেও ভারতচন্দ্রের রচনায় বর্ণিত রসগুলির তেমন উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই; বরং উহা দ্বারা তাঁহার রচনা অনেক পরিমাণে অস্বাভাবিক হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করিয়াছে।

পঞ্চমতঃ—আদি রসের ন্যায় ভক্তি-রসের বর্ণনায়ও রচনার কোমলতা, সরলতা ও প্রসাদ-গুণই রসের শ্রেষ্ঠ পরিপোষক বটে। বর্দ্ধমানের 'মশান' ভূমিতে বধার্থে সমানীত কাব্যের নায়কের মুখে ভারতচন্দ্র দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দাবলীর সাহায্যে যে কালিকা স্তবের আবৃত্তি করাইয়াছেন, উহা তৎকালের এক শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের নিকট প্রীতিকর এবং সাধারণ পাঠকদিগের নিকট হেঁয়ালী বিশেষ বলিয়া ধাঁধার মত বিস্ময়-জনক হইলেও, উহা দ্বারা কাহারও মনে ভক্তি রসের অনুভূতির যে কিছুমাত্র সহায়তা হইয়াছে এরূপ মনে হয় না। এরূপ রচনা যে নিতান্ত বিকৃত রুচির পরিচায়ক এবং প্রকৃত পক্ষে সুরুচি-সম্পন্ন সামাজিকদিগের নিকট নিতান্ত হেয়, তাহা বলা বাহুল্য।

সেখানে ভারতচন্দ্র এরূপ কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতার সাহায্য না লইয়া, তাঁহার স্বাভাবিক মার্জ্জিত ও মধুর ভাষায় তাঁহার সুপরিচিত দেশ, কাল ও পাত্রের বাস্তব-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার রচনা বাঙ্গালায় এক রকম অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তবে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মন্তব্যই সত্য যে, কবি-কল্পনার সাহায্যে উচ্চ ভাব, শ্রেষ্ঠরস বা উন্নত চরিত্র পরিস্ফুট করার শক্তি তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়। তিনি শুধু তাঁহার অপূর্ব্ব ভাষা ও তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও তীব্র বিদ্রূপ-কুশলতা প্রভাবেই প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি পোপের ন্যায়

এক যুগে বাঙ্গালায় সাহিত্য-সম্রাটের সিংহাসন অধিকার করিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে মুকুন্দরামের কাব্যে তৎকালের বাঙ্গালীর অপরিচিত বীররস ব্যতীত প্রেম ও করুণ রসের চিত্র অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। লোক-চরিত্র-জ্ঞানেও তিনি ভারতচন্দ্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় ভারতচন্দ্রের প্রতি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কঠোর অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকিলেও তাঁহার অসাধারণ রসজ্ঞতা ও সহৃদয়তা-পূর্ণ মুকুন্দরামের সমালোচনার প্রায় সকল কথাই আমরা আনন্দের সহিত সমর্থন করি ডাঃ সেন মহাশয়ের ন্যায় আমরাও মুকুন্দ-রামকে প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু দেশকাল ও বর্ণনীয় বিষয়ের অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্টতা হেতু তাঁহার কাব্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য বলিয়াই বিবেচনা করি। অতঃপর আর কুত্রাপি আমরা হরিবংশের প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের কথা তুলিব না। উভয়ের বর্ণনীয় বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও অন্তিম শীর্ষকে আমাদিগকে মুকুন্দরামের প্রসঙ্গ আবার তুলিতে হইবে। ছন্দের সহিত ভাষার ও রসের সহিত রচনা-রীতির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সুতরাং ভবানন্দের ভাষা ও ছন্দের আলোচনা শেষ করিতে যাইয়া আমাদিগকে এ সকল কথা বলিতে হইল। ভবানন্দও মুকুন্দরামের মত তিন চারিটী প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছন্দের সাহায্যেই সমস্ত বর্ণনীয় বিষয় গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। হরিবংশের কোন কোন পদের মধ্যে প্রাচীন-কাব্য-সুলভ দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদীর মিশ্রণ ও ক্বচিৎ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন মুকুন্দ রামের ন্যায় ভবানন্দের ছন্দও কিঞ্চিৎ অমার্জ্জিত ও হীন মিলন-বিশিষ্ট হইলেও এবং তাঁহাদিগের ভাষা ভারতচন্দ্রের ভাষা হইতে অনেক প্রাচীন বলিয়া আধুনিক পাঠকদিগের নিকট অনেক পরিমাণে অস্বাভাবিক ও দুর্বোধ্য হইলেও তাঁহাদিগের ভাষা ও ছন্দের উপরে অধিকার যে অসাধারণ ছিল তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে ভবানন্দের কৃতিত্বই আমাদিগকে অধিক বিস্মিত করে। কেন না, পশ্চিমবঙ্গে মুকুন্দরামের পূর্ব্ব হইতেই কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, গুণরাজ খাঁ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের দ্বারা পরিপুষ্ট কাব্য রচনার একটা বিশিষ্ট ধারার সৃষ্টি ও বিকাশের ফলে মুকুন্দরাম কাব্য রচনায় তাঁহার পূর্ব্ব-বর্ত্তী কবিগণ হইতে যে সাহায্য পাইয়াছিলেন, ভবানন্দের পক্ষে সেরূপ সাহায্য ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। তিনি চট্টগ্রামের সুপ্রাচীন কবি সঞ্জয়ের কৃত মহাভারত বা কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণের সহিত হয় ত সুপরিচিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া ভাষা শিক্ষা বতীত তিনি যে ঐ রামায়ণ ও মহাভারত হইতে অন্য কোনও সাহায্য পান নাই, ইহা বলা বাহুল্য। ব্রজলীলার প্রাচীনতম বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। পরিচিত থাকিলেও তিনি যে স্বেচ্ছা-ক্রমেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের রস ও বর্ণনার ধারা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন এবং উৎকৃষ্ট একটি স্বতন্ত্র ধারার অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা 'হরিবংশের কথা-বস্তু' শীর্ষকে সবিস্তারে আলোচিত হইবে। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির বর্ণিত ব্রজ-লীলার সহিতও হরিবংশের ভাষাগত কিংবা ভাবগত এরূপ কোন সাদৃশ্য নাই, যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, ভবানন্দ তাঁহাদিগের নিকট ভাষা কিংবা ভাবের জন্য ঋণী ছিলেন। সুতরাং অন্যের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও প্রকারে ঋণী না হইয়া একাধারে মহাকাব্য, কথা-কাব্য ও গীতিকাব্য হরিবংশের ন্যায় একখানা অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়া ভবানন্দ বাঙ্গলা সাহিত্যে যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহা আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কাব্যের শব্দ-গত, বাক্য-গত ও অর্থ-গত গুণ ও দোষ, রচনা রীতি, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার ভেদে দ্বিবিধ অলঙ্কার, রস-ধ্বনি, অলঙ্কার-ধ্বনি ও বস্তু-ধ্বনি ভেদে প্রধানতঃ—ত্রিবিধ ধ্বনি প্রভৃতি বিষয়ের বিচারই অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রমেয় বিষয়। বর্ত্তমান ভূমিকায় এই সকল বিষয় সম্বন্ধে পৃথকভাবে যথোচিত আলোচনা করা চলিবে না, সুতরাং আমাদের আলোচনা কতিপয় প্রধান বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। সংস্কৃতের অলঙ্কার শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ নব্য শিক্ষিত অনেকেরই ধারণা আছে যে, আলঙ্কারিকেরা কেবল 'অনুপ্রাস', 'যমক' প্রভৃতি

হরিবংশের সম্বন্ধে অলঙ্কার-বিচার

শব্দালঙ্কার ও 'উপমা', 'উৎপ্রেক্ষা' 'রূপক' প্রভৃতি বহুবিধ অর্থালঙ্কারের পারিপাট্য ও প্রাচুর্য্য দেখিয়াই ভারতীয় কাব্য সমূহের শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতার নিরূপণ করিয়া থাকেন। আধুনিক উন্নত প্রতীচ্য সাহিত্য সমালোচনায় অর্থালঙ্কার বিশেষতঃ 'অনুপ্রাস', 'যমক' ইত্যাদি শব্দালঙ্কারের প্রতি রসজ্ঞ সহৃদয় সমালোচক-দিগের যথেষ্ট অনাদর দর্শনে আমাদের পূর্ব্বোক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ও সুতরাং অলঙ্কার ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর এক রকম খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা বিনীতভাবে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে অন-ভিজ্ঞতাই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা ও বীতস্পৃহতার কারণ বটে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে অভিজ্ঞ অনেক প্রতীচ্য পণ্ডিতও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, সংস্কৃতের ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও তর্ক-শাস্ত্রে হিন্দু প্রতিভার উৎকর্ষের যে প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, জগতে উহা দুর্লভ বটে। সে যাহা হউক এখানে আমাদের প্রথমেই বক্তব্য এই যে, স্বভাবতঃ সংস্কৃতের কবিগণ কিছু অধিক অলঙ্কারপ্রিয় এবং কালিদাস ও ভবভূতির পরবর্ত্তীকালে মাঘ ও শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিগণের কাব্যে এই অলঙ্কার-প্রিয়তা অতিরিক্ত মাত্রায় বর্দ্ধিত হইলেও, অলঙ্কার যে কাব্যের অলঙ্কার মাত্র, উহা যে কদাপি কাব্যের প্রাণ 'রস' বা 'ধ্বনি'র তুল্য সারভূত (Essential) হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে না; এমন কি রস-শ্রেষ্ঠ আদিরস ও করুণরসের উৎকৃষ্ট রচনায় অতিরিক্ত অলঙ্কার প্রয়োগ দ্বারা রসের উৎকর্ষ সাধিত না হইয়া বরং অপকর্ষই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, ধ্বন্যালোক-প্রণেতা আনন্দবর্দ্ধন আচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া 'রস-গঙ্গাধর'-কার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পর্য্যন্ত সংস্কৃতের সকল প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকই এক বাক্যে এই সমীচীন সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অনেক অবান্তর বিষয় লইয়া আলঙ্কারিকদিগের মধ্যে অনেক মত ভেদ থাকিলেও এ বিষয়ে বিশেষ কোন মত ভেদ দেখা যায় না। স্বীকার করি, সংস্কৃতের সকল আলঙ্কারিকই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত দুরূহ সূত্র বা কারিকা রূপে নিবদ্ধ করায়, তাঁহাদিগের অনেক সিদ্ধান্তের প্রকৃত মর্ম্মপরিগ্রহ বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে; সুতরাং সাধারণের সুবোধ্য ও উপভোগ্য সংস্কৃত সমালোচনার জন্যও আধুনিক অভিজ্ঞ প্রাচ্য বা প্রতীচ্য সমালোচকদিগেরই মুখপ্রেক্ষী হইয়াই থাকিতে হইয়াছে; কিন্তু প্রাচীন আদর্শে রচিত অন্ততঃ বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য সমূহের প্রকৃতি দোষ গুণের বিচার করিতে হইলে, আমাদিগকে প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের শরণ না লইয়া উপায় দেখা যায় না। আমাদিগের বিবেচনায় নব্য বাঙ্গালা কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচারেও অন্ততঃ প্রতীচ্য সমালোচনা-সূত্র গুলির সহিত তুলনার জন্যেও সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের সিদ্ধান্ত ও সমালোচনা রীতির ব্যবহার করায় আমাদিগের লাভ ভিন্ন ক্ষতির কারণ নাই। বস্তুতঃ সেইরূপ তুলনা ব্যতীত উভয় রীতির নিজস্ব সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সম্যক বুঝা যাইবেনা, এবং সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষিত ও নির্দ্দোষ সমালোচনা-সূত্রও আবিষ্কৃত হইতে পারিবে না।

'উপমা' 'রূপক' প্রভৃতি শতাধিক অর্থালঙ্কারের 'অব্যাপ্তি' ও 'অতিব্যাপ্তি'-নামক দ্বিবিধ লক্ষণ-দোষ দ্বারা অস্পৃষ্ট নির্দ্দোষ লক্ষণ কি, এবং 'বাচ্য' বা 'লক্ষ্য' অর্থ হইতে স্বতন্ত্র 'ব্যঙ্গ্য' বা ধ্বনি গম্য অর্থ কি জন্য স্বীকার করা আবশ্যক এবং সেই 'ব্যঙ্গ্য' অর্থের কত প্রকার প্রভেদ স্বীকার্য্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ্য 'শৃঙ্গার' 'করুণ' ইত্যাদি রসের অনুভূতি সহৃদয়দিগের চিত্তে কি প্রকারে ঘটিয়া থাকে—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে সযুক্তিক আলোচনা বিশেষজ্ঞদিগেরই উপযোগী বলিয়া, আমরা এখানে সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না; কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের কতিপয় প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তের অনুসরণে হরিবংশ কাব্যের রচনা-রীতি, উহার দোষ-গুণ ও অলঙ্কার ও ধ্বনির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

পরবর্ত্তী কালে 'পাঞ্চালী' রীতি প্রভৃতি আরও দুই তিনটী রচনা-রীতি স্বীকৃত হইলেও প্রাচীন আলঙ্কারিক আচার্য্য দণ্ডীর সময়ে 'বৈদর্ভী' ও 'গৌড়ী' নামে দুইটী রীতিই সংস্কৃত রচনার বিশেষ প্রসিদ্ধ ও আদর্শ রীতি ছিল। বাঙ্গালারচনায় ঐ প্রাচীন নাম প্রযোজ্য না হইলেও, উহাদের প্রকৃতি

হরিবংশের রচনা-রীতি

যথাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাঞ্জল ও সমাস হীনমধুর রচনায় ও বিদ্যাসাগরের সমাস-বহুল অথচ প্রসন্ন-গম্ভীর রচনায় বেশ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং আমরা বাঙ্গালার দুইটী আদর্শ রচনা রীতিকে 'বঙ্কিমী রীতি' ও 'বিদ্যাসাগরী রীতি' নামেই অভিহিত করিব। সত্য বটে, বঙ্কিমচন্দ্র বা বিদ্যাসাগর কেহই এই রীতির স্রষ্টা বা প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন; কিন্তু তৎসময়ে তাঁহারাই উক্ত রীতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়া তাঁহাদিগের নামেই রীতিদ্বয়ের নাম-করণ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কোন কোন কাব্যের আংশিক উপাখ্যান ভাগের বাঙ্গালা অনুবাদ ব্যতীত, কোনও স্বাধীন রস-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই; তাঁহার বিদ্যাসাগরী রচনা-রীতি সকল প্রকার বিচার-প্রবন্ধের উপযোগী হইলেও উহা যে উৎকৃষ্ট ভাব-রস-বৈচিত্র্য-পূর্ণ কথা কাব্যের পক্ষে সর্ব্বত্র উপযোগী নহে ঔপন্যাসিক শিরোমণি সহজেই তাহা বুঝিতে পারিয়া 'টেঁকচান্দী' ভাষা বা 'আলালী' ভাষার যথেষ্ট সংস্কার করিয়া 'বিষ-বৃক্ষ' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে উহাকেই নিজের আদর্শরূপে গ্রহণ করেন, ইহা শিক্ষিত পাঠকদিগের অবিদিত নহে। কিন্তু ইহাও বিশেষ লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোনও উপন্যাসের আগা-গোড়া বঙ্কিমী-রীতির ব্যবহার করেন নাই। যেখানেই ওজোগুণ-ভূয়িষ্ঠ গুরু-গম্ভীর রচনার প্রয়োজন বুঝিয়াছেন, সেখানেই তিনি গৌড়ী-রীতির আদর্শে গঠিত সমাসবহুল রচনায় বিদ্যাসাগরী রীতিকেও যেন অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এখন ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, গদ্য রচনায়, সমাস-বহুল রচনা যেমন ও যতটা খাপ খায়, পদ্য রচনায় বিশেষতঃ বাঙ্গালা পদ্যে ততটা খাপ খায় না। এজন্য সুপ্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা সমাসের এক প্রকার অভাবই লক্ষ্য করিয়াছি। পরবর্ত্তী মুকুন্দরামের কাব্যে বিশেষতঃ ভবানন্দের হরিবংশে প্রয়োজন অনুসারে 'গৌড়ী' বা 'বিদ্যাসাগরী রীতি' ও 'বৈদর্ভী' বা 'বঙ্কিমী রীতি'—উভয় রীতিরই তুল্য আদর ও ব্যবহার দেখা যায়। ইহার কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্তেই সহজে বুঝা যাইবে। ভবানন্দের কাব্য কেবল মহাকাব্য বা কথা কাব্য নহে, উহাতে রসোচ্ছ্বাস-পূর্ণ শতাধিক গীতি কবিতা ও স্ত্রীলোকদিগের কথোপকথন আছে। এ অবস্থায় সংস্কৃতের গৌড়ী-রীতির শ্রেষ্ঠ কবিদিগকেও স্বাভাবিক রচনা রীতি পরিত্যাগ করিয়া কাব্যে বৈদর্ভী-রীতির ও নাটকের স্ত্রী-ভাষায় প্রাকৃতেরই শরণ লইতে দেখা গিয়াছে; সুতরাং ভবানন্দও যে এরূপ স্থলে 'তৎসম' শব্দ-ঘটিত সমাস বহুল রচনা রীতি পরিত্যাগ করিয়া সমাস-হীন সুকোমল রচনা রীতি অবলম্বন করিয়াছেন ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কোনও কারণ নাই। সকল সময়ের সকল শ্রেষ্ঠ কবির রচনাই অল্পাধিক পরিমাণে এই একান্ত প্রয়োজনীয় রীতি-বৈষম্য দৃষ্ট হয়। ভবানন্দ এ বিষয়ে কিরূপ সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই এখন বিবেচ্য বটে।

আমরা ছন্দের দৃষ্টান্ত স্থলে ভবানন্দের কয়েকটী ত্রিপদী ও পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছি। সহৃদয় পাঠক একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ঐ কবিতা গুলির মধ্যে "আমারে খাইতে বন্ধু" ইত্যাদি ত্রিপদীর অংশগুলি উৎকৃষ্ট "বৈদর্ভী" বা বঙ্কিমী-রীতির রচনা বটে। উহাতে সমাস নাই বলিলেই হয়; ভাষাও নিতান্ত সরল ও স্বাভাবিক, সুতরাং বর্ণনীয় ভাব ও রসের বিশেষ অনুকূল সন্দেহ নাই। ভবানন্দের "আমারে বোল কালা" ইত্যাদি "নাগর বন্ধু" ইত্যাদি কবিতা দুইটীও ঠিক এই রকম বটে। কিন্তু "বড়াই হের ল" ইত্যাদি কবিতার রীতি অন্যরূপ। ইহা পদ বা গীত হইলেও বর্ণনা-প্রধান (Narrative) বলিয়া, এবং বক্তী নিজে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে বিস্মিত ও মোহিত হইয়া বিস্ময়পূর্ণ ভাষায় রূপ বর্ণন করিতেছেন বলিয়া ঐ পদের ভাষাও 'অদ্ভুত' রসের উপযোগী ওজোগুণ-পূর্ণ, সুতরাং অপেক্ষাকৃত সমাস-বহুল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অন্য প্রয়োজনে উদ্ধৃত উক্ত কবিতার অংশগুলি দ্বারাই সংক্ষেপে ভবানন্দের অতি স্বাভাবিক ও সমীচীন রচনা রীতির উদাহরণ দেখাইলাম। কৌতূহলী পাঠক হরিবংশ কাব্য হইতে 'বৈদর্ভী' 'গৌড়ী' ও উভয় মিশ্র 'পাঞ্চালী' রীতির এরূপ অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ভবানন্দের রচনা-রীতি তাঁহার অসাধারণ সুবিবেচনা ও উৎকৃষ্ট রচনা শক্তির পরিচায়ক

এবং তিনি তাঁহার কাব্যের বহির্ভূত 'রৌদ্র' 'বীর' 'ভয়ানক' ও 'বীভৎস'—এই চারিটী অপ্রধান রসের 'স্থায়ীভাব' যথাক্রমে 'ক্রোধ' 'উৎসাহ' 'ভয়' ও 'জুগুপ্সা' ব্যতীত 'শৃঙ্গার' 'হাস্য' ও 'করুণ' রসের রস-ভাবানুকূল রচনায় প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াগিয়াছেন, রসজ্ঞ পাঠক এরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া পারিবেন না।

ভবানন্দ শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মতই অর্থের হানি ঘটাইয়া 'অনুপ্রাস' বা 'যমক' ফুটাইবার জন্য কোথাও প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়া দেখা যায় নাই। পরবর্ত্তী সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্যে, এমন কি কবি-শ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাসেরও কতকগুলি রূপের পদে অনুপ্রাসের দৌরাত্ম্য দেখিয়া ভীত না হইয়া পারা যায় না। বলা বাহুল্য যে, এই পদগুলিতে অনুপ্রাস ফুটাইবার কার্য্যেই কবির শক্তি প্রধানতঃ নিয়োজিত হওয়ায় সেগুলি রস-ভাব-মাধুর্য্যে নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দদাসের রস-ভাব-প্রধান ব্রজবুলী বা বাঙ্গালা পদে কুত্রাপি এরূপ অনুপ্রাসের প্রাচুর্য্য নাই। গোবিন্দ অধিকারীর বিশেষতঃ দাশরথি রায়ের অনেক গীত ও পয়ারের শব্দ ও অর্থ বেশ প্রশংসনীয় হইলেও অনুপ্রাসের ও যমকের অসঙ্গত প্রাচুর্য্যে ঐ কবিতা আজ কাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কিরূপ অবজ্ঞার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। শক্তিশালী ভারতচন্দ্র বা ঈশ্বর গুপ্তের 'অনুপ্রাস' ও 'যমক' তেমন কষ্ট কল্পিত নহে বলিয়া যদিও তত অপ্রীতিকর মনে হয় না, তথাপি উহাদ্বারা তাঁহাদের রচনার মাধুর্য্য বৰ্দ্ধিত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই যে ভাবের হানি ঘটিয়াছে ইহাও তাঁহাদিগের একান্ত গোঁড় ব্যতীত কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মুকুন্দরামের স্থানে স্থানে সুন্দর 'অনুপ্রাস' পাওয়া গেলেও, যেমন সেজন্যে তাঁহার কোনও প্রয়াস দেখা যায় না, ভবানন্দের কাব্যেও সেইরূপ বটে। পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাগুলির

হরিবংশে শব্দালঙ্কার

"গোকুল-নগরী অনাথিনী করি
রহিলা মথুরাপুরী।
দয়ার ঠাকুর নিদয়া নিঠুর
এহি দগধনে মরি॥"

শ্লোকটীতে 'ব' ও 'ন' অক্ষরের বেশ অনুপ্রাস ঘটিয়াছে; কিন্তু সে জন্যে প্রয়াসের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। 'কালারে নিন্দিয়া গলায়ে পিন্ধহ কাজল-বরণ পুতি' চরণেও সুন্দর অনুপ্রাস ঘটিয়াছে, কিন্তু উহাও প্রয়াস-গন্ধ-হীন। আমরা স্বতন্ত্রভাবে না খুজিয়াই উদ্ধৃত কবিতাংশ গুলি হইতে দুইটী দৃষ্টান্ত বাহির করিলাম। খুজিলে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। আমরা স্থানান্তর হইতে নিম্নে আরও কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম, যথা—

(ক) "কমল মধুর দেখি মৃদু মৃদু হাস।
সরোবর মধ্যে পদ্ম হইল প্রকাশ॥"

(খ) "কানুর চরিত্র দেখি রাধা দুঃখী বড়।
মনে মন-কলা খায় মুখে মাত্র দড়॥"

(গ) "অম্লান কুসুম-মাল সৌরভ শোভিছে ভাল।
ভ্রমরা না ছাড়ে মধু-লোভে।"

(ঘ) "সৌরভ-বিহিত ভাল গলায় বকুল-মাল
আসিয়া ধরিলা মোর কেশে॥"

(ঙ) "কি কর ঘাটের কূলে বসি।
বনে থাক ধেনু রাখ আগর চন্দন মাখ
গোকুল মজাইবা হেন বাসি।"

(চ) "দেখিয়া লাবণ্য-লীলা দরবয়ে দারু। ।-।।
যতি সতী মাগে রস-দান।
যমুনা আনন্দ-ভরে ভেটিতে উজান বহে
কেমনে মানিনীর রবে মান॥"

(ছ) "জল ভরিবারে গেলু যমুনার জলে।
তরু-মূলে থাকি মোরে ধরি নিল বলে॥"

(জ) "রসের আবেশে রসবতী সে অলসা।
অবলা অবলী হৈলা না বাসে ভরসা॥"

(ঝ) "লাস-লাবণ্যে বেড়াও রূপের আগল।
ঘরে না সুহায় পুত্র তোর লাগি পাগল॥"

'কৃষ্ণকীর্ত্তন' বা 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের দুই এক স্থানে যেমন 'শ্লেষ' নামক শব্দালঙ্কার দেখা যায়, চণ্ডী কাব্যে বা হরিবংশে সেরূপ 'শ্লেষ' দেখা যায় না। ভারতচন্দ্রের কাব্য ব্যতীত, উক্ত কাব্য ত্রয়ে যমকেরও প্রয়োগ দেখা যায় না। হরিবংশের মাত্র এক স্থানে আমরা শব্দ-শ্লেষের একটা দৃষ্টান্ত পাইয়াছি, কিন্তু সেখানে উহা নিশ্চিত কবির অভিপ্রেত বলা যায় না; কেন না, শ্লেষ ছাড়াও এক রকম অর্থ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা রচনায় প্রসাদ-গুণ রক্ষা করিয়া 'শ্লেষ' প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব; বোধ হয় এ জন্যেই মুকুন্দরাম ও ভবানন্দ শ্লেষের জন্য প্রয়াস করেন নাই। ভারতচন্দ্রের "কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ইত্যাদি শ্লেষ বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়; কিন্তু উহাতেও ক্লিষ্টার্থতা আছে; তবে সেখানে নিজের প্রকৃত পরিচয় ঈশ্বরীপাটনীর নিকট গোপন করাই অন্নপূর্ণা দেবীর উদ্দেশ্য থাকায়, শ্লেষের ক্লিষ্টার্থতা দোষ দৈবাৎ গুণেই পরিণত হইয়াছে। ক্লিষ্টার্থতা নামক দোষ হরিবংশেও এরূপ কোন কোন স্থলে গুণে পরিণত হইয়াছে, তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

আমরা এখন হরিবংশ হইতে 'উপমা', উৎপ্রেক্ষা', 'রূপক' প্রভৃতি অর্থালঙ্কার এবং বস্তু-ধ্বনি, অলঙ্কার-ধ্বনি ও রস-ধ্বনির উদাহরণ প্রদর্শন করিব। সংস্কৃত কাব্যে শতাধিক অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু বাঙ্গালা কাব্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ দশ বারটী অলঙ্কার ব্যতীত অন্যান্য অলঙ্কারের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। অলঙ্কারের প্রতি নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বীত-স্পৃহতা থাকিলেও উহার অনুকূলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, সুকবির অজ্ঞাতসারে ও তাঁহার রস-রচনায় নানা অলঙ্কার ও ধ্বনি আসিয়া পড়ে। কবিকল্পনার স্বভাবই এই রূপ বটে। এ অবস্থায় সেই অলঙ্কার ও ধ্বনি যাহাতে নির্দ্দোষরূপে প্রযুক্ত হয়, শুদ্ধ-ভাষার জন্যে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের মত নির্দ্দোষ কাব্যের-রচনার জন্যেও সেইরূপ অলঙ্কার-শাস্ত্রেরও উপযোগিতা স্বীকার্য্য বলিয়া অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রণয়ন ও উহার অনুশীলন কোন রূপেই, অনাবশ্যক বা পণ্ডশ্রম বলা যাইতে পারে না; যদিও ইহা একান্ত সত্য যে, ব্যাকরণ ভাল জানিলেই যেমন কেহ ভাল লেখক বা বক্তা হইতে পারেন না, তেমন কেবল অলঙ্কার-শাস্ত্র ভাল জানিলেও ভাল কবি হওয়া যায় না। অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রচারের বহু পূর্ব্বেই জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রণীত হইয়াছে এবং আজ পর্য্যন্তও অনেক কবি অলঙ্কার-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হইয়াও জগতে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেছেন।

হরিবংশে অর্থালঙ্কার ও ধ্বনি

'উপমা' 'রূপক' ইত্যাদি অর্থালঙ্কারের প্রত্যেকেরই অনেক শ্রেণীভেদ আছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকলের সূক্ষ্ম প্রভেদে প্রবেশ না করিয়া মোটামুটি কতকগুলি দৃষ্টান্তই এখানে উদ্ধৃত করিব --

উপমা অলঙ্কার যথা—(ক) "কমল-দলেত যেন সলিল-বন্ধন।
তেমত জানহ বাপ জীবন যৌবন॥" (১৩—১৩৪প)

(খ) "কমল কাননে যেন অলির ঝঙ্কার।
হেন মতে লক্ষ্মীপতি লাগে বোলিবার।।"
(২৬৩—২৬৪ প)

(গ) "ললাটে চন্দন কাম-সিন্দুরের ফোটা।
শরত-মেঘেতে যেন বিদ্যুতের ছাটা।।"
(৫১৬—৫১৭ প)

(ঘ) "বিরহে কুমার ধন্দ কাম জরে শোষে।
মহামায়া জপে যেন আগমী পুরুষে।।"
(৩৬০৯—৩৬১০ প)

(২) উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কার যথা—

(ক) 'দেখি তোর বদন কমল মনোহর।
আকাশে থাকিয়া তপ করে শশধর।।
পুনি পুনি জন্মে চন্দ্র সমান হইতে।
না পারিয়া সাগরেত গেল দুঃখ চিতে।।
(৪৯৬—৪৯৯ প)

(খ) "লোচন নাচনি তোর মনোহর রঙ্গ।
প্রবেশিল বন মাঝে লজ্জায় কুরঙ্গ।।
(৫১২—৫১৩ প)

(গ) "মুখানি সুধার তুল যেন বা বান্ধুলি ফুল
ঝাঁপ দিছে সৌরভ তরঙ্গে।।"
(৭০২—৭০৩ প)

'মুখানি সুধার তুল' বাক্যে 'উপমা' এবং 'যেন বা বান্ধুলি ফুল ঝাঁপ দিছে' ইত্যাদি বাক্যের 'যেন বা ঝাঁপ দিছে' অংশে 'উৎপ্রেক্ষা' ও সৌরভ-তরঙ্গে' পদে 'রূপক' অলঙ্কার ঘটিয়াছে।

(ঘ) "যমুনা আনন্দ ভরে উৎপল উপহারে"
বহু বেগে ধরিছে উজান।" (৭৬৪ – ৭৬৫প)

যমুনার তরঙ্গ দ্বারা উৎপলগুলি সঞ্চালিত হওয়ায়, কবি 'উৎপ্রেক্ষা' করিতেছেন, যেন যমুনা তরঙ্গ-হস্ত প্রসারিত করিয়া সানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে উৎপল উপহার দিতেছে। এখানে তরঙ্গ-হস্ত রূপকটী শব্দবাচ্য নহে; তথাপি 'যমুনা আনন্দ ভরে উৎপল উপহার দিতেছে বাক্যের ধ্বনি দ্বারাই তরঙ্গের হস্ত-রূপতা ব্যঞ্জিত হওয়ায় উৎপ্রেক্ষা দ্বারা রূপক, সুতরাং অলঙ্কারের দ্বারা ব্যঞ্জিত অলঙ্কার-ধ্বনি ঘটিয়াছে। 'তরঙ্গ-হস্ত' শব্দবাচ্য হইলে রূপক-ধ্বনি না ঘটিয়া শুধু রূপক অলঙ্কার ঘটিত, উহাতে বাক্যটীর এরূপ চমৎকারিত্ব থাকিত না। এ স্থলে 'অতিশয়োক্তি' (Hyperbole) মূলক 'সমাসোক্তি' (Personification) অলঙ্কারও ঘটিয়াছে; কেন না এখানে কবি 'অসম্বন্ধে সম্বন্ধ' রূপ অন্যতম অতিশয়োক্তির সাহায্যে অচেতন যমুনায় সচেতন ও সহৃদয় প্রাণি-ধর্ম্মের আরোপ (Personification) করিয়া স্বল্পাক্ষর বাক্যে অলঙ্কার ও ধ্বনিপূর্ণ উৎকৃষ্ট কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, প্রথম শ্রেণীর কবিতা ভিন্ন অলঙ্কার ও ধ্বনির এরূপ মণিকাঞ্চন যোগ সচরাচর ঘটে না। হরিবংশে এরূপ বা এতদপেক্ষাও সুন্দর অলঙ্কার ও ধ্বনিসঙ্করের উদাহরণ একান্ত বিরল নহে।

(৩) রূপক অলঙ্কার যথা—

(ক) "কমল কোলিকা আমি একাকিনী নারী।
পুরুষ ভ্রমর তুমি কি বোলিতে পারি॥"
(৬২০—৬২১)

রাধা এখানে আপনাকে 'কমল-কলিকা' ও কৃষ্ণকে 'ভ্রমর' রূপে বর্ণিত করায় 'রূপক' অলঙ্কার ঘটিয়াছে। এখানেও রূপক অলঙ্কার দ্বারা নিজের 'নবীনত্ব', 'সৌন্দর্য্য' ও 'পরম-বাঞ্ছনীয়ত্ব' এবং কৃষ্ণের 'স্বাভাবিক রস-লুব্ধত্ব' প্রভৃতি যে বস্তু (Fact) গুলি ব্যঞ্জিত হইতেছে উহাই শ্লোকটীর প্রধান চমৎকারিত্ব বটে। শব্দ দ্বারা ঐ সকল বস্তু বাচ্য হইলে উহাদের এরূপ চমৎকারিত্ব থাকিত না। এই শ্লোকের 'একাকিনী নারী' ও 'কি বোলিতে পারি' পদ ও বাক্যেও চমৎকার বস্তু-ধ্বনি রহিয়াছে। শ্লোকের ধ্বনি-বিশ্লেষণ পরিশিষ্টে ৬২০—৬২১ পঙ্ক্তি-দ্বয়ের টীকায় দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকে 'রূপক' অলঙ্কার, 'রূপক' অলঙ্কার-ব্যঞ্জিত 'বস্তু-ধ্বনি' ও 'একাকিনী' ইত্যাদি পদ ও বাক্য রূপ বস্তু (Fact) দ্বারা ব্যঞ্জিত 'বস্তু-ধ্বনি' রহিয়াছে। অলঙ্কার-প্রয়োগে অতুলনীয় গোবিন্দদাস ও ভারতচন্দ্রের কবিতায়ও এরূপ ধ্বনি-বৈচিত্র্যের উদাহরণ বড় অধিক মিলে না।

(খ) "মুঞি বড়ি আকুলী গো সই—
মুই বড়ি আকুলী।
প্রেম-জ্বালায় জল হৈল ছিদ্রের কাঁচুলী॥
তরঙ্গ-কুসুম শর অধর কাম-ধনু।
লজ্জায় অবল কৈল অবলার তনু॥" (৪৪৩৮—৪৪৪২ পং)

শ্লোক-দ্বয়ের অর্থ, অলঙ্কার ও ধ্বনির বিস্তৃত বিশ্লেষণ পরিশিষ্টে টীকায় দ্রষ্টব্য। এখানেও 'জল' কে ছিদ্রের অর্থাৎ লজ্জা নিবারণের 'কাঁচুলী' রূপে এবং তরঙ্গের উপরে উন্নত মৃণালের অগ্র-স্থিত পদ্ম-উৎপল প্রভৃতি জলজপুষ্পের কলিকাকে 'শর'-রূপে ও উহার অধর (নিম্ন-ভাগ) অর্থাৎ তরঙ্গের বঙ্কিম শিখরকে 'কাম-ধনু' রূপে বর্ণিত করায় রূপকালঙ্কার ঘটিয়াছে। এখানেও রূপকালঙ্কার অপেক্ষা উহার দ্বারা ব্যঞ্জিত শ্রীরাধার প্রিয়বিরহোৎকণ্ঠা, বিবশতা ও নিজের অধৈর্য্যে নিজেরই একান্ত লজ্জা প্রভৃতি বস্তু ধ্বনি (Facts) গুলির চমৎকারিত্ব অনেক অধিক বটে। কবি অল্পাক্ষর দুই তিনটী 'নিরঙ্গ-রূপক' অলঙ্কারের সঙ্কেতে দুইটী মাত্র পয়ারের শ্লোকের দ্বারা এতগুলি ভাব ব্যক্ত করিয়া অপূর্ব্ব কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অলঙ্কার-বিরোধীদিগের লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, এখানে কবি সুকৌশলে উক্ত 'নিরঙ্গ' রূপকের প্রয়োগ না করিলে, আর কোন প্রকারেই অল্প কথায় এতগুলি রস পোষক ধ্বনির উদ্ভব সম্ভবপর হইত না। বাচ্যার্থ দ্বারা এই ভাব গুলি প্রকাশ করিলে, বর্ণনা নিতান্তই চমৎকারিত্বহীন (Prosaic) শব্দাড়ম্বরে পরিণত হইত। রসের এক-মাত্র উপাদান ধ্বনির পোষকতার জন্য এরূপ 'নিরঙ্গ' রূপক বা উপমারই প্রয়োজন,—'সাঙ্গ-রূপক' বা 'পূর্ণোপমা'র অলঙ্কার-পারিপাট্য এরূপ স্থলে ধ্বনি বা রসের পোষক না হইয়া, উহার ক্ষতি-জনকই হইয়া থাকে,—এই অসাধারণ সহৃদয়তা-সূচক তত্ত্ব-টা ধ্বনি-বিচারের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার অতুলনীয় 'ধ্বন্যালোক' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর বীতস্পৃহ, তাঁহাদিগকে আমরা অভিনব গুপ্ত আচার্য্য-পাদের উৎকৃষ্ট ও প্রামাণিক টীকার সাহায্যে 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থখানা ভালরূপে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়রের অতুলনীয় দৃশ্য-কাব্য গুলিতে মহাকবি মিল্টনের ন্যায় সুদীর্ঘ বর্ণনাত্মক অপূর্ব্ব উপমার প্রয়োগ না থাকিলেও, তিনি কিরূপে যে দুই একটা সংক্ষিপ্ত নিরঙ্গ' রূপকের সঙ্কেতে অপূর্ব্বধ্বনির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, 'ধ্বন্যালোক' পড়িয়াই আমরা প্রথমে সে রহস্য-টা

কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছি। প্রতীচ্য সমালোচকেরা প্রধানতঃ কাব্যের চরিত্র-সমালোচনার প্রতিই সমধিক যত্নবান্ এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রের খুঁটিনাটির প্রতি উদাসীন বলিয়াই বোধ হয়, আমরা তাঁহাদিগের বহু-সংখ্যক সমালোচনা-গ্রন্থ পড়িয়াও কোন স্থানে সেক্‌সপীয়রের সম্পূর্ণ অতুলনীয় রূপক-ধ্বনির এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখিতে পাই নাই। আমাদের অজ্ঞাত ও অনাদৃত কবি ভবানন্দের প্রসঙ্গে জগদ্বিখ্যাত কবি-শ্রেষ্ঠ সেক্‌সপীয়রের কোন বিষয়ে তুলনার কথাই উঠিতে পারে না; কিন্তু তথাপি আমাদের মনে হয় যে, তাঁহার অপূর্ব্ব ধ্বনি-পূর্ণ

"After life's fitful fever he sleeps well' ইত্যাদি বহু অতুলনীয় সংখ্যক বাক্যের সহিত তুলনার জন্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত খুঁজিতে গেলে, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের দশ বিশ-টা পঙ্‌ক্তির সহিত ভবানন্দেরও দুই চারিটা পঙ্‌ক্তি বোধ হয় সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে।

(৪) অতিশয়োক্তি যথা—

(ক) "দেখি তোর বদন-কমল" ইত্যাদি উৎপ্রেক্ষার ক-চিহ্নিত উদাহরণের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিই 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত। ভেদে অভেদ, অভেদে ভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ ও কার্য্য-কারণের পূর্ব্বাপরত্বের ব্যত্যয়—অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের এই পাঁচটী শ্রেণী-ভেদ বটে। এখানে বস্তুতঃ চন্দ্রের আকাশে অবস্থান ও পুনঃ পুনঃ জন্মের সহিত বদন-কমলের সমান হইবার জন্য নিরালম্বে থাকিয়া ক্রমাগত জন্ম-জন্মান্তর পর্য্যন্ত তপস্যা করার কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও, কবি অসম্বন্ধে সম্বন্ধ কল্পনা রূপ অন্যতম 'অতিশয়োক্তির' সাহায্যে, চন্দ্র তুল্য হওয়ার জন্যই জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া সেরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং কোন ফল না হওয়ায়ই সমুদ্রে গিয়াছিলেন, বর্ণিত করায় 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কার-মূলক উৎপ্রেক্ষা ঘটিয়াছে। এই অলঙ্কারের স্থল বহু বিস্তৃত। অনেক অলঙ্কারেই অল্লাধিক পরিমাণে চমৎকৃতি-জনক অতিশয়োক্তি (Hyperbole) অন্তর্ভূত আছে; এজন্য কোন কোন আলঙ্কারিক ইহাকে অর্থালঙ্কারের মধ্যে অতি প্রধান স্থান দিয়াছেন। বস্তুতঃ 'সহোক্তি', 'সমাসোক্তি', 'বিভাবনা', 'বিশেষোক্তি' প্রভৃতি কতক গুলি সুন্দর অলঙ্কার অতিশয়োক্তি-মূলক বটে। পরবর্ত্তী সংস্কৃতের কবি মাঘ, শ্রীহর্ষ, জয়দেব প্রভৃতি অতিশয়োক্তির একান্ত ভক্ত। হিন্দী ও উর্দ্দু সাহিত্যেও প্রায় সর্ব্বত্র এই অতিশয়োক্তির নিতান্ত বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ঔচিত্যের সহিত প্রযুক্ত না হইলে অতিশয়োক্তি যে, কাব্য-রসের উপকারক না হইয়া উহার ক্ষতিই করিয়া থাকে, উহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে। নৈষধকার শ্রীহর্ষের আদর্শে ভারতচন্দ্রের কৃত বিদ্যার রূপ-বর্ণনা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতিশয়োক্তি প্রয়োগের একটা সুন্দর উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবতঃ অতিশয়োক্তি বিরোধী হইলেও দুর্গেশ-নন্দিনী উপন্যাসে আশমানীর রূপ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে সাড়ম্বরে শ্রীহর্ষ ও ভারতচন্দ্রের প্রতি কৃপা-কারিণী দুষ্টা-সরস্বতীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া অতিশয়োক্তি-বহুল যে হাস্যরসাত্মক অপূর্ব্ব রূপ-বর্ণনার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, উহাও বাঙ্গালা সাহিত্যে চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, গোবিন্দদাস, ভবানন্দ প্রভৃতি সকলেরই অল্লাধিক পরিমাণে এই অতিশয়োক্তি-প্রিয়তা লক্ষিত হয়। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার ঘাটে শ্রীরাধাকে প্রথম দেখিয়া তাঁহার যে রসিকতা-পূর্ণ রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন উহাতে আগা-গোড়া এই অতিশয়োক্তির ছড়াছড়ি আছে। অন্যান্য অলঙ্কারও আছে। আমরা ভারতচন্দ্রের "বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ রূপ-বর্ণনার সহিত তুলনার জন্য হরিবংশ হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

"তোর সম রূপবতী নাহি মহীতলে।
বিধাতা নির্ম্মাইল মোর পূর্ব্ব-জন্ম-ফলে॥
দেখি তোর বদন-কমল মনোহর।
আকাশে থাকিয়া তপ করে শশধর॥

পুনি পুনি জন্মে চন্দ্র সমান হইতে।
না পারিয়া সাগরেত গেল দুঃখ-চিতে'॥
কমল মধুর দেখি মৃদু মৃদু হাস।
সরোবর মধ্যে পদ্ম হইল প্রকাশ॥
দিন-মণি কৈল তপ হইতে সমান।
নিশিতে মুদ্রিত হৈল পাইয়া অপমান॥
দুই পঙ্‌ক্তি দন্ত তোর মনোহর সাজে।
সলিলের মধ্যে মুক্তা পলাইল লাজে॥
বান্ধুলি-কুসুম জিনি ওষ্ঠ-অধর।
অরুণ গুঞ্জআ বিম্ব গেল দিগন্তর॥" (৪৯৪ - ৫০৭ পং)

এস্থলে প্রসঙ্গতঃ ইহাও বক্তব্য যে করুণ-রসাত্মক ও আন্তরিকতা-পূর্ণ গম্ভীর রচনায় এই অতিশয়োক্তি তেমন উপযোগী না হইলেও রসিকতা-পূর্ণ হাস্য-রসাত্মক রচনায় ইহা বেশ উপভোগ্য বটে।

'শ্রীরাধার ওষ্ঠাধর রক্ত বর্ণ বান্ধুলী পুষ্পকে জয় করিয়াছে'—এই বাক্যে 'উপমান' বান্ধুলী হইতে 'উপমেয়' ওষ্ঠাধরের শ্রেষ্ঠতা ব্যঞ্জিত হওয়ায় উপমেয়ের উৎকর্ষ-সূচক 'ব্যতিরেক' অলঙ্কারের ধ্বনি ও 'অরুণ গুঞ্জআ' ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বোক্ত 'আকাশে থাকিয়া' ইত্যাদি বাক্যের মত অতিশয়োক্তি-মূলক প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ঘটিয়াছে।

(৫) অর্থান্তর-ন্যাস অলঙ্কার, যথা—

"মুই না পাইলু যোড়া।
ঘরে বাইরে সুখ নাহি—কালার ভাবে পোড়া॥
এত পোড়ায় পুড়িব যারে তার কিবা সুখ।
বান্ধা-নারী কি জানে প্রসূতা নারীর দুখ॥"

(৪২১৫—৪২১৮ পং)

শ্রীরাধা তাঁহার দুঃখের দুঃখী কাহাকেও পান নাই বলিয়া, আক্ষেপ করিয়া ইহা বলিয়াছেন। অর্থান্তর-ন্যাস দ্বিবিধ সাধর্ম্ম্য-মূলক ও বৈধর্ম্ম্য-মূলক। সাধর্ম্ম্য-মূলক বা বৈধর্ম্ম্য-মূলক বাক্যান্তরের দ্বারা যদি কোনও বাক্যের সমর্থন করা হয়, তাহা হইলে উহাকেই 'অর্থান্তর-ন্যাস' বলা হয়। এখানে 'বন্ধ্যা নারী প্রসূতা নারীর দুঃখ বোঝে না'—এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-সূচক বাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ, সুতরাং রাধার দুঃখ বোঝেন না এই বাক্যের সমর্থন করা হইয়াছে। যদি 'বান্ধা-নারী' ইত্যাদি বাক্যটাকে উল্টাইয়া বলা হইত যে, 'প্রসূতা-নারী সে বুঝে প্রসবের দুখ' তাহা হইলে উহা সাধর্ম্ম্য মূলক অর্থান্তর ন্যাস ঘটিত। সেরূপ কোন দৃষ্টান্তও হরিবংশে থাকিলে থাকিতে পারে; এখন মনে না পড়ায় দেখাইতে পারিলাম না।

(৬) নিদর্শনা অলঙ্কার যথা—

"নিশির সপন জান এই রঙ্গ-রস।
ফুটিলে কমল-পুষ্প দিন অষ্ট দশ॥" (১১২১—১১২২ পং)

'নিশির সপন' ইত্যাদি বাক্যে রঙ্গ-রসের উপর নিশা-স্বপ্নত্বের আরোপ করায় প্রথম চরণে রূপকালঙ্কার ও দ্বিতীয় চরণে রঙ্গ-রসের সহিত অল্পদিন স্থায়ী কমল-পুষ্পের বিম্বানুবিম্বত্ব অর্থাৎ সাদৃশ্য প্রকটন দ্বারা নিদর্শনা-অলঙ্কার ঘটিয়াছে।

(৭) সমাসোক্তি-অলঙ্কার যথা—

(ক) "যমুনা আনন্দ-ভরে" ইত্যাদি (ঘ) চিহ্নিত উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ দ্রষ্টব্য। এখানে উৎপল উপহার প্রদান ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্যে আনন্দে স্বাভাবিক গতির বিপরীত দিকে বেগে গমন রূপ প্রণয়ের কার্য্য সম্পাদন দ্বারা যমুনার সখীত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। সমান কার্য্য-সূচক বিশেষণ দ্বারা যেখানে অপ্রাণিবাচক প্রকৃত বস্তুতে কোনও প্রাণি-বাচক অপ্রকৃত বস্তুর প্রতীতি হয়, উহাই সমাসোক্তির লক্ষণ বটে। এখানে বর্ণিত সখীর কার্য্য দ্বারা যমুনায় সখীত্বের প্রতীতি হওয়ায় সমাসোক্তি ঘটিয়াছে।

(৮) ব্যতিরেক অলঙ্কার যথা—

(ক) 'বান্ধুলি-কুসুম জিনি' ইত্যাদি (অতিশয়োক্তির প্রসঙ্গে উদ্ধৃত) শ্লোকে ব্যতিরেক-ধ্বনির উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। শুদ্ধ ব্যতিরেকের উদাহরণ পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না; কিন্তু 'জিনি' ও 'জিনিয়া' ব্যতিরেক-সূচক শব্দের সাহায্যে ব্যঞ্জিত ব্যতিরেক-ধ্বনির উদাহরণ হরিবংশে বিস্তর আছে। উহার মধ্যে রূপ-বর্ণনার মামুলী উদাহরণ ছাড়াও 'জিনে' শব্দ দ্বারা ব্যঞ্জিত দুই একটী ব্যতিরেক-ধ্বনি এতই সুন্দর করুণ রসের পোষাক যে, উহার তুলনা-স্থল বাঙ্গালা সাহিত্যে বড় অধিক পাওয়া যাইবে না। আমরা নিম্নে স্মৃতি হইতে একটা উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

"নিশি-দিসি ঝুরিতে পরাণ মোর ফাটে।
সাগরের ঢেউ জিনে—দুঃখ যত উঠে॥"

বাহুল্য ভয়ে আমরা অন্যান্য আরও কয়েকটী অলঙ্কারের উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। এ প্রসঙ্গে ইহাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ভবানন্দ প্রায়শই শুধু অলঙ্কারের জন্য অলঙ্কার প্রয়োগ করেন নাই, তাঁহার অলঙ্কার প্রায়ই ধ্বনির ব্যঞ্জক হইয়া রসের সাতিশয় পুষ্টি-জনক হইয়াছে। এমন কি নব্যসম্প্রদায়ের বিশেষ অরুচিকর অতিশয়োক্তি অলঙ্কার-টীকেও তিনি এরূপ ঔচিত্যের সহিত কষ্টসাধ্য করুণরসের বর্ণনায় প্রয়োগ করিয়াছেন যে, সেখানেও সহৃদয় পাঠকের মনে উহা বিরক্তিজনক না হইয়া শ্রীরাধার অনন্যসাধারণ শোক ভাবের অনুভূতিরই যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। আমরা "শ্রীরাধার ষট্-ঋতু-কালোচিত বিরহ" শীর্ষক পালা হইতে এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

"বিশেষে দারুণ শোকে উন্মাদিত চিত।
শরত-ঋতুতে রাধা অতি বিরহিত॥
বিষাদ ভাবিয়া রাধা কান্দিয়া বিকল।
ধারা-স্রোতে বহে রাধার নয়নের জল॥
নবীন মেঘের ধারা বরিষাতে ছিল।
সেহি জলধারা রাধার চক্ষুতে রহিল॥
কমল নয়নে চণ্ড স্রোত বহে নদী।
বিলাপ করিয়া রাধা কান্দে নিরবধি॥" (৮০০৯—৮০১৬ প')

বলা বাহুল্য যে, প্রেমিকা-শিরোমণি বিরহিণী শ্রীরাধার পক্ষেই এরূপ শোক স্বাভাবিক বলিয়া এতগুলি অতিশয়োক্তিও এখানে অসঙ্গত হয় নাই; বরং উহা শ্রীরাধার শোকাতিশয্যের উৎকৃষ্ট দ্যোতক হইয়া করুণ রসের নিতান্ত পরিপোষকই হইয়াছে। আধুনিক কোনও সাধারণ নবেলী নায়িকার পক্ষে এ সকল বাক্য প্রযুক্ত হইলে, উহা করুণরসের সূচক না হইয়া, বোধ হয় পাঠকদিগের নিকট হাস্যজনকই মনে হইত।

আলঙ্কারিকদিগের সূক্ষ্ম বিচারে আজ পর্য্যন্ত কোনও জগদ্বিখ্যাত মহাকবির রস-রচনাও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ

বলিয়া অব্যাহতি পাইতে পারে নাই। সংস্কৃতের আলঙ্কারিকেরা ভারতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের রচনায়ও অনেক দোষ সমীচীন যুক্তিসহকারে প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক আদর্শের অনুসারে বিচার করিলে কালিদাসের কাব্যে আরও অধিক ত্রুটি ও দোষ লক্ষিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এ অবস্থায় আমাদিগের প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের কাব্যে তাঁহাদের অনিচ্ছা-কৃত অথবা ইচ্ছা কৃত অনেক ত্রুটি ও দোষই যে প্রদর্শিত হইতে পারে, ইহা বলাই বাহুল্য। ভবানন্দের কাব্যে তৎকালের অবিশুদ্ধ ভাষা ও অনুন্নত রুচির পরিচায়ক অনেক শব্দগত ও অর্থগত দোষই পাঠক লক্ষ্য করিবেন। তবে রুচির সম্বন্ধে এখানে ইহাই বক্তব্য যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলার যথাযথ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন বর্ণনায় আধুনিক সুরুচির আদর্শ জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণ কেহই রক্ষা করিতে পারেন নাই; সুতরাং প্রচলিত শাস্ত্র, প্রাচীন কাব্য ও সংস্কার অনুসারে ব্রজলীলার যথাযথ বর্ণনা করিতে যাইয়া ভবানন্দকেও যে, কোন কোন স্থলে সুরুচির সীমা অতিক্রম করিতে হইয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডী-কাব্যের কোনও বিষয় অপরিহার্য্য-রূপে কুরুচি-পূর্ণ নহে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুকুন্দরাম কোন কোন স্থলে সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন দেখা যায়। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের তো কথাই নাই। আধুনিক একজন নাম-জাদা সমালোচক কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানা সম্বন্ধে "প্রবাসী"-পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"এ শুধু দৈহিক বিকারের বর্ণনা। এরূপ বর্ণনা সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" গ্রন্থে যেমন আছে, Havelock Ellis এর Sex Psychology ছয় ভলিউম বা কাম-শাস্ত্র পুস্তকেও তেমন পাওয়া যাইবে না।" এইরূপ মন্তব্য যে অতিরঞ্জিত এবং অনেক-পরিমাণে অনভিজ্ঞতা ও পক্ষপাতের পরিচায়ক তাহা আমরা নারায়ণ-পত্রিকায় "বৈষ্ণব-কবিতা (সমালোচনা)" শীর্ষক প্রতিবাদ-প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এ কথা সত্য যে, বিদ্যাপতির কাব্য বা কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে তথা-কথিত অশ্লীলতা আছে, ভবানন্দের হরিবংশে উহা অপেক্ষা অশ্লীলতা অনেক কম লক্ষিত হইবে। ইহা ভবানন্দের মত প্রাচীন ব্রজ-লীলার কবির পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে সংস্কৃতের প্রাচীন কবিদিগের এবং ইংরেজীর শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবি চসার বা সেক্‌স্‌পীয়রের রুচিও মার্জ্জিত নহে। ইহা সেই সকল কবির দোষ না বলিয়া, তাঁহাদিগের সমাজ ও কালের দোষ বলাই সঙ্গত মনে করি।

হরিবংশের কথা-বস্তু

হরিবংশের কথা-বস্তুর আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপীদিগের সহিত ব্রজ-লীলা উপাখ্যানের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; কেন না, ভবানন্দের বর্ণিত ব্রজ-লীলার ধারা বুঝিতে হইলে, তাঁহার পূর্ব্ব-বর্ত্তী কবি-গণ কি ভাবে উহা বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানা আবশ্যক।

ব্রজলীলা কাব্যের উৎপত্তি ও বিকাশ

মহাভারতে, উহার পরিশিষ্ট হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সবিস্তার বর্ণিত হইলেও উহাতে শ্রীরাধা বা ব্রজ-গোপীদিগের সহিত তাঁহার প্রেম লীলার কোনও প্রসঙ্গ দেখা যায় না। ভাগবতেই প্রথমে এই প্রসঙ্গ দেখা যায়। ভাগবতেও শ্রীরাধার নামোল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু শারদীয়-রাস-লীলার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্যতমা গোপীকে লইয়া রাস-স্থলী হইতে সহসা অন্তর্হিত হওয়ায়, কৃষ্ণ-বিরহিতা অন্যান্য গোপীরা কৃষ্ণ-সহচারিণী সেই গোপীর সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া যে আক্ষেপ করেন, উহাতে সেই গোপীকেই কৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়া জানা গিয়াছে। এই কৃষ্ণ-প্রিয়তমা ব্রজ-গোপীর নাম-ধাম প্রথমে কবে ও কাহার কর্ত্তৃক কোন গ্রন্থে প্রথম প্রচারিত হইল, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত" পুরাণে শ্রীরাধাকে আমরা শ্রীকৃষ্ণ-রূপী

স্বয়ং-ভগবানের পরা-শক্তি বা পরা-প্রকৃতি রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। পুরাণ-কার উক্ত পুরাণে শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিলাস-বর্ণনার পূর্ব্বে দেবপিতামহ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার যথা-বিধি অগ্নি-সাক্ষীক বিবাহ সংস্কার সম্পাদন করাইয়াছেন। অন্যান্য গোপীদিগের মত শ্রীরাধাও ভাগবত-কারের দ্বারা পরকীয়া নায়িকা রূপেই বর্ণিত হওয়ায়, পরকীয়া-সংসর্গে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে লৌকিক দৃষ্টিতে কোনও দোষ আরোপিত হইতে পারে আশঙ্কায়ই যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ-কার এবং তাঁহার অনুকরণে পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীজীব গোস্বামি-মহোদয় তাঁহার "গোপাল-চম্পূ" নামক সুবৃহৎ ব্রজ-লীলার ও পুর-লীলার বর্ণনাত্মক কাব্যে এইরূপ বিবাহের সঙ্ঘটন করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভাগবতের শ্রোতা রাজা পরীক্ষিৎ যখন শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা শ্রবণে কৃষ্ণ-চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ জগদীশ্বর নিজে ধর্ম্ম-সংরক্ষক হইয়াও কেন পরদার-গমন করিবেন বলিয়া শুক-দেবের নিকট প্রশ্ন করেন, তখন শুক-দেব রাজাকে কয়েকটী দার্শনিক ও লৌকিক যুক্তি দেখাইয়া, তাঁহার সন্দেহ-নিরাকরণ করিয়াছেন; বিবাহের কোন প্রসঙ্গই সেখানে করা হয় নাই। বলা বাহুল্য, যদি শ্রীরাধা বা অপর গোপী-গণ শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা ভার্য্যা হইতেন, তাহা হইলে রাজার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য শুক-দেবকে কোনও বেগ পাইতে হইত না। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-কার বা শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির ব্যাখ্যাত দার্শনিকতত্ত্ব উপাদেয় এবং তাঁহাদের বর্ণিত বিবাহ-সংস্কারের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও, ভাগবত-রচনার সময়ে শ্রীরাধা ও ব্রজ-গোপীরা পরকীয়া-রূপেই প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বিবাহের প্রসঙ্গ-টা পর-বর্ত্তী সংযোজন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিবাহ-সংস্কার বর্ণিত হইলেও উহাতে ভাগবতের বর্ণিত বস্ত্র-হরণ ও রাস-লীলা ব্যতীত ব্রজ-লীলার আর অধিক বিকাশ লক্ষিত হয় না। ভাগবতের পরে অন্য কোন পুরাণে, উপপুরাণে বা কাব্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজ লীলা আরও পল্লবিতরূপে বর্ণিত হইয়াছিল কি না, তাহা স্পষ্ট জানা যায় নাই; তবে মহাকবি কালিদাস ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধন আচার্য্যের সময়ে যে, ব্রজ-লীলার কোন কোন বিবরণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, উহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কালিদাস তাঁহার 'মেঘদূত' কাব্যের "রত্নচ্ছায়া ব্যতিকর-মিব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাৎ' ইত্যাদি শ্লোকে নানা-বর্ণের ইন্দ্রধনুর দ্বারা রঞ্জিত নবীন জলধরের শোভা শিখি-পুচ্ছ-ধারী গোপ-বেশ-ধর কৃষ্ণেরই সদৃশ বলিয়া বর্ণিত করিয়া, তিনি যে গোপ-বেশ-ধর শ্রীকৃষ্ণের গো-চারণ-লীলার বিষয় জানিতেন, উহার স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। যদিও তাঁহার কাব্যে কোন স্থলে শ্রীরাধা বা গোপীদিগের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-বর্ণনায় 'সা শূরসেনাধিপতিং সুষেণং' ইত্যাদি শ্লোক ও উহার পরবর্ত্তী 'সম্ভাব্য ভর্ত্তারং' ও 'অধ্যাস্য চান্তঃ' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের

"বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে
নির্ব্বিশ্যতাং সুন্দরি যৌবনশ্রীঃ।"

এবং "অধ্যাস্য চান্তঃপৃষতোক্ষিতানি
শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি।
কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং
কান্তাসু গোবর্দ্ধনকন্দরাসু॥"

বর্ণনা পড়িয়া কালিদাস নিশ্চিতই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বিহার স্থান ভাগবত-বর্ণিত বৃন্দাবনের চৈত্ররথ উদ্যানবৎ পরম রমণীয়তা ও বর্ষাকালে শীকরসম্পৃক্ত শৈলেয়সুগন্ধি শিলাতলসমূহে সুশোভিত ও নৃত্যকারি ময়ূরগণের দ্বারা মুখরিত গিরি গোবর্দ্ধনের একান্ত উপাদেয়তার বিষয় অবগত ছিলেন এবং সেজন্যই 'শূরসেন' রাজের অর্থাৎ বর্ত্তমান মথুরার অধিপতির রাজধানীর এরূপ লোভনীয় চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন, ইহাই অনুমান হয়।

ইহা দ্বারা আর কিছু না হউক, ভাগবত-পুরাণ খানা কালিদাসের পরবর্ত্তী নহে, ইহা বেশ বুঝা যায়। ইহার পরে কয়েক শতক পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থেই ব্রজ-লীলার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। নিশ্চিতই কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ বা বর্ণনা ছিল, কিন্তু কালক্রমে সে সব গ্রন্থ এখন লুপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগের আনন্দবর্দ্ধন আচার্য্যের "ধ্বন্যালোক' নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থের দুইটী শ্লোকে* রাধার নামের সহিত ব্রজ লীলার এরূপ স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বেই ব্রজ-লীলার বর্ণনাত্মক কাব্য রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। দুঃখের বিষয়, উক্ত শ্লোক-দ্বয়ের আকর-গ্রন্থের নাম নাই এবং আজ পর্য্যন্ত সে গ্রন্থেরও খবর পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের প্রথমটীতে এইমাত্র জানা যায় যে, কৃষ্ণ যমুনা তীরের লতাকুঞ্জে নবীন ও সুকোমল তরু-পল্লব দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া, উহাতে গোপ-বধূগণ ও রাধার সহিত বিলাস করিতেন, তিনি মথুরায় চলিয়া যাওয়ায়, তরু-পল্লবগুলি এখন তরুতে থাকিয়াই পুরাতন ও কঠোর হইতেছে। দ্বিতীয় শ্লোকের বিষয় এই যে, শ্রীরাধা কোনও কারণে মান করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ মানিনী রাধার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া, মান অপনোদনের জন্য নিজের বসনাঞ্চলে রাধার নয়নাশ্রু মুছাইতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি অপরা নায়িকার সহিত ভুলে বসন পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, রাধা ঈর্ষা ও অসূয়া হেতু আরও কুপিতা হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—"তোমাকে এত সাধ্য-সাধনা করিতেছি, তবু তুমি সন্তুষ্ট হইতেছ না; তোমাকে সন্তুষ্ট করা দেখিতেছি আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।" রাধা তখন প্রত্যুত্তরে এই শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন—"হে সৌভাগ্যশালী নাগর!" তোমার প্রিয়তমার পরিধেয় এই বসনের দ্বারা নয়ন মার্জ্জন করিলেও যখন আমার অশ্রু পতিত হইয়াছে, তখন রাধা দুরারাধ্যাই বটে! না হইবে কেন? স্ত্রী-লোকের কঠিন অন্তঃকরণ ত! তাই বলিতেছি, এখন ক্ষান্ত হও, আর বৃথা এ সকল অনুনয়ে কাজ নাই।" শ্লোকের অন্তিম চরণের অর্থ—'অনুনীতা শ্রীরাধা কর্ত্তৃক এই-রূপে কথিত শ্রীহরি আপনাদের কল্যাণ করুণ।" বুঝা যাইতেছে, ইহা কোনও একখানা কাব্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোক। এখানে আমরা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের জয়দেবের 'খণ্ডিতা' নায়িকা শ্রীরাধারই একটা চিত্র দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং নবম শতকের পূর্ব্বেই ভাগবতের বর্ণিত ব্রজ-লীলা পল্লবিত হইয়া প্রায় গীত-গোবিন্দের বর্ণিত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল—এই একটা মাত্র ধ্বনি-পূর্ণ শ্লোক হইতেই উহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত সময় মধ্যে এ বিষয়ের আর কোনও সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ দেখা যায় না। কেবল ধ্বন্যালোক গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ টীকা-কার দার্শনিক প্রবর আচার্য্য অভিনব গুপ্ত-পাদের টীকায় উদ্ধৃত আলঙ্কারিক-কবি ভট্টেন্দুরাজের "বদিভ্রম্য বিলোকিতেষু বহুশঃ"† ইত্যাদি শ্লোকেও যৌবন-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজাঙ্গনাদিগের অনুরাগের বর্ণনা পাওয়া যায়। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত-পাদ ১৬০ পৃষ্ঠার টীকায় ভট্টেন্দুরাজের আর একটা অন্য-বিষয়ক শ্লোক উদ্ধৃত করিতে যাইয়া, তাঁহার পরিচয়ে লিখিয়াছেন—

"যথাবাস্মদুপাধ্যায়স্য বিদ্বৎকবিসহৃদয়চক্রবর্ত্তিনো ভট্টেন্দুরাজস্য।" অতএব তাঁহার অধ্যাপক ভট্টেন্দুরাজ আনন্দ-বর্দ্ধনেরই প্রায় সম-কালীন বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী হইবেন। অনুসন্ধান করিলে এ সময়ের অন্যান্য অলঙ্কার গ্রন্থেও বোধ হয় এরূপ উল্লেখ পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, অতঃপর দ্বাদশ-শতকের প্রারম্ভে রচিত সুপ্রসিদ্ধ "গীতগোবিন্দ" কাব্যে উপনীত হইলে দেখা যায়, কবি জয়দেব "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত" পুরাণের কৃষ্ণ-জন্ম খণ্ডের ১৫ অধ্যায়ের বর্ণিত একটা ঘটনা অবলম্বনে তাঁহার কাব্যের "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং" ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ

---

* "তেষাং গোপ-বধূ-বিলাস-সুহৃদাং রাধা-রহঃ-সাক্ষিণাং" ইত্যাদি শ্লোক ও 'দুরারাধ্যা রাধা সুভগ যদনেনাপি মৃজতঃ" ইত্যাদি শ্লোক বোম্বাই নির্ণয়-সাগর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত "ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের যথাক্রমে ৭৭ ও ২১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সঃ

† 'ধ্বন্যালোক" ২য় সংস্করণ, ২০৭ ও ২০৮ পৃষ্ঠার টীকা।

শ্লোক গ্রথিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্ ও শ্রীরাধা তাঁহারই পরাশক্তি—ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এই দার্শনিক অধ্যাত্ম-তত্ত্বের উপরই 'গীতগোবিন্দ' কাব্য প্রতিষ্ঠিত। তাই কবি শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার পুরুষ ও প্রকৃতির ন্যায় নিত্য সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ায়, অন্যান্য লৌকিক কাব্যের মত নায়ক-নায়িকার প্রথম অনুরাগ-সঞ্চার বা আদি-রসের মূল-ভিত্তি "পূর্ব্বরাগ"-লীলার বর্ণনা করার প্রয়োজন হয় নাই। তিনি তাঁহার কাব্যের প্রথমেই বাসন্তিক রাস লীলায় সকল গোপীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আপাততঃ সমান আদর-দর্শনে কুপিতা কৃষ্ণ-প্রেম গর্ব্বিতা মানিনী শ্রীরাধাকে অবতারিত করিয়াছেন। অতঃপর মান, অনুনয়, প্রত্যাখ্যান, অনুতাপ, অভিসার প্রভৃতি রস-শাস্ত্রের-সুপরিচিত ধারার ভিতর দিয়া 'গীতগোবিন্দ' কাব্যখানা, কিরূপে ব্রজ-প্রণয়ীযুগলের প্রেমিক হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক সম্মিলনের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইয়াছে, ইহা শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের অবিদিত নহে। এখানে বিশেষ আলোচ্য এই যে, গীতগোবিন্দ কাব্যে শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা প্রভৃতির বা গৃহ-ধর্ম্মের কোনই বর্ণন নাই। সখীর উক্তি প্রত্যুক্তি আছে বটে, কিন্তু সখীদেরও নাম-ধাম কিছুই বলা হয় নাই। বস্তুতঃ একটু প্রণিধান করিলেই প্রতীত হইবে যে, "গীতগোবিন্দ" ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বর্ণিত পুরুষ ও প্রকৃতি-বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বেরই এক-টী কাব্যাত্মক পরিকল্পনা ব্যতীত আর কিছু নহে। চতুর্দ্দশ শতকের শেষ কিম্বা পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভের* কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণের পিতা, মাতা, ভ্রাতার ন্যায় শ্রীরাধারও পিতা, মাতা, স্বামী, শাশুড়ী প্রভৃতির একটা বাস্তব সংসার গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে কবি প্রস্তাবনার জন্ম-খণ্ডে সংক্ষেপে শ্রীরাধাকে লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া প্রচারিত করিলেও, গ্রন্থের বাস্তব-বর্ণনার প্রাচুর্য্যে মূল কিশোরী তত্ত্বটা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্ত্তী তাম্বূল-খণ্ডে দেখিতে পাই, শ্রীরাধা তাঁহার মাতামহী (মায়ের পিসী) বড়াই বুড়ীর রক্ষকতায় মথুরার হাটে দধি, দুগ্ধ বিক্রী করিতে যাইতেছেন; দৈবাৎ তিনি বড়াইর সঙ্গ ছাড়া হইয়া পড়িলে, বড়াই বৃন্দাবনে ধেনুগণ ও রাখালগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া তিনি তাঁহার নাতনীকে যাইতে দেখিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার নাতনীকে শ্রীকৃষ্ণ চেনেন না বলায়, বড়াই তাঁহার নিকট সাড়ম্বরে শ্রীরাধার রূপের বর্ণনা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ বলেন যদি বড়াই শ্রীরাধার সহিত তাঁহার সম্মিলন করাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীরাধাকে খুঁজিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি বড়াইর হাত দিয়া শ্রীরাধাকে পুষ্পহার প্রেরণ করেন, কিন্তু শ্রীরাধা উহা প্রত্যাখ্যান করায়, ও বড়াইকে চপেটাঘাত করায়, বড়াই ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, শ্রীরাধাকে অন্যদিন শ্রীকৃষ্ণের নিকট দিয়া মথুরায় নেওয়ার সময়ে ছল করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করিয়া সরিয়া যাওয়ায় "দান-লীলা" ছলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে নানা কথায় বশীভূত করেন এবং 'দান-খণ্ড', 'নৌকা-খণ্ড' ও উহারই অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দধির ভার বহন ও শ্রীরাধার মস্তকে ছত্রধারণ রূপ 'ভার খণ্ড' ও 'ছত্র খণ্ড', গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের বন-বিহার ও

---

* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় ১৩২৬ সালের ২য় সংখ্যায় ও ১৩২৯ সালের ৪র্থ সংখ্যায় চণ্ডীদাস বিষয়ক দুইটি প্রবন্ধে "কৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বাদশ শতকের 'গীতগোবিন্দ' অপেক্ষাও পূর্ব্ববর্ত্তী এবং জয়দেবের কৃষ্ণকীর্ত্তনের ছায়া লইয়াই তাঁহার কয়েকটি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গীত রচনা করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের উপর আমাদিগের সাধারণতঃ বিশেষ শ্রদ্ধা থাকিলেও আমরা বিনীতভাবে বলিতে বাধ্য যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের বাঙ্গালা ভাষা এত প্রাচীন মনে হয় না। বিশেষতঃ উহার কলাবস্তু ও রসের ধারাও গীতগোবিন্দের অনেক পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। জয়দেবের কৃষ্ণকীর্ত্তনের কয়েকটা পদের ছায়া লইয়া উহা হইতে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত গীত রচনা করার কি কারণ থাকিতে পারে? এই গীতগোবিন্দের পদগুলিতে বহু-প্রাচীন ভরত-মুনির 'নাট্য-শাস্ত্র' ও 'দশ-রূপক' প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণিত রস-ধারারই পরিচয় পাওয়া যায়। এ জন্য জয়দেবের পক্ষে কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুসরণ অনাবশ্যক। জয়দেব কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকরণ করিলে, উক্ত হইতে উহার নিজস্ব 'দান-খণ্ড' 'নৌকা-খণ্ড' ইত্যাদির কথা-বস্তুর অনুকরণ করাই একান্ত সম্ভব ছিল। সংস্কৃত "প্রেমামৃত" কাব্যের কবি তাহাই করিয়াছেন। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিচিত্র ও অভিনব কথা-বস্তুর অনুকরণের চিহ্নমাত্রও নাই। সং

বিলাস-বর্ণন-বিষয়ক "বৃন্দাবন-খণ্ড", গোপীগণ সহ জল-ক্রীড়া ও বস্ত্র-হরণ-বিষয়ক যমুনা-খণ্ড, হার ও বংশীর অপহরণ-বিষয়ক হার-খণ্ড ও বংশী-খণ্ড ও সর্ব্বশেষে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় গমন ও তজ্জনিত শ্রীরাধার বিরহ-বর্ণন-বিষয়ক "রাধা-বিরহ" খণ্ড-নামক লীলাগুলি ক্রমে সজ্জটিত হয়। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন পুথিখানা শেষভাগে খণ্ডিত, সুতরাং বড়াই মথুরায় যাইয়া অনেক সাধা-সাধনা করায় শ্রীকৃষ্ণ কংসবধের পরে গোকুলে পুনরাগমন করিয়াছিলেন কি না, বুঝা যায় না। তবে তিনি বড়াইকে শ্রীরাধার কতকগুলি দোষ কথা জানাইয়া খুব শক্ত শক্ত যে সকল কথা শুনাইয়াছিলেন তাহাতে সম্পাদক বসন্ত বাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণের কথা হইতে বুঝা যায়, তিনি আর গোকুলে ফেরেন নাই এবং পুথিও এখানেই শেষ হইয়া থাকিবে।" ভারতীয় কোনও কাব্যই বিয়োগান্ত করার নিয়ম নাই। এ অবস্থায় চণ্ডীদাস যে সেই সনাতন নিয়মের অন্যথা ও যথেষ্ট রস-ভঙ্গ করিয়া এখানেই কাব্য শেষ করিবেন, ইহা আমাদের সম্ভবপর মনে হয় না। কৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যখানা "গীতি-নাটক" বিশেষ। ইহার প্রায় সর্ব্বত্রই কথ গানের সখী-সংবাদের ছল ও বিদ্রূপ-পূর্ণ 'চাপান ও উতোর' এর মত উক্তি প্রত্যুক্তি দেখা যায়। আমাদের বিবেচনায়, বড়াইর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই তীব্র উক্তিও সেইরূপ ছল-পূর্ণ একটা গীতের 'চাপান' মাত্র। সম্ভবতঃ কবি অতঃপর শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যথা রীতি পুনর্ম্মিলন কিম্বা অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের সত্বরেই ব্রজে আগমন-সূচক শুভ সংবাদে শ্রীরাধার 'ভাব-সম্মিলন' দ্বারাই তাঁহার কাব্যের বর্ণনা শেষ করিয়া থাকিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কথা-বস্তুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র বিষয় এই যে তিনি "বস্ত্র-হরণ" ও "রাস-লীলা" রূপ ভাগবতের দুইটী নিজস্ব প্রেম-লীলার বর্ণনায় ভাগবতের অনুসরণ করেন নাই। ভাগবতে ব্রজ গোপীদিগের আন্তরিক প্রেম ও ভক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বস্ত্র হরণ-লীলা ও তাঁহাদের নিষ্কপট ঐকান্তিক প্রেম বাঞ্ছার পরিপূরণের জন্যই রাস-লীলার অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণ কীর্ত্তনে সেরূপ নহে। উহাতে "রাস-লীলা" নামে কোন লীলা নাই। বৃন্দাবন-খণ্ডে শ্রীরাধা অন্যান্য ব্রজ-গোপীদিগকে তাঁহারই মত কলঙ্কিনী করিয়া নিজের নিন্দা ও অপবাদ ঘুচাইবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীদিগের বিলাস করাইয়াছেন। সেখানে রাস-নৃত্যের বর্ণনা না থাকিলেও, বিলাস-অংশে পুরাণ বর্ণিত রাস-লীলার সহিত উহার সমতা আছে। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে উহার পরবর্ত্তী যমুনা-খণ্ডে প্রেম পরীক্ষার জন্য নহে—কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিলাসের অঙ্গ-রূপেই বস্ত্র-হরণ লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অবশ্যই শাস্ত্রজ্ঞের নিকট কাল্পনিক অসঙ্গত মনে হইবে, কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে, কাব্যকার পুরাণ-কার নহেন, কাব্যের নিজস্ব প্রয়োজনে অনেক প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংস্কৃতের ও বাঙ্গালার কবিকে পৌরাণিক ঘটনার এরূপ ব্যতিক্রম করিতে দেখা গিয়াছে। ভবানন্দের হরিবংশেও রাস-নৃত্য নাই, উহার বস্ত্র-হরণ ও ব্রজ-গোপীগণের সহিত বিলাস বর্ণনায়ও পুরাণ-বিরোধ লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-লীলার বর্ণনায় এই বস্ত্র-হরণ ও রাস-লীলার ন্যায্য স্থান নাই। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবপদ-কর্ত্তারা শুধু পুরাণ-বিরোধের ভয়েই রাস-লীলাকে অন্যতম অবান্তর-লীলা রূপে বর্ণনায় স্থান দিয়াছেন, উহার সহিত শ্রীরাধা কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-মূলক প্রেম-লীলার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই এবং লৌকিক দৃষ্টিতে উহা দ্বারা শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেম-লীলার যথেষ্ট রস-ভঙ্গও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু শ্রীরাধা যেমন পরা-প্রকৃতি, তাঁর অনুসারে অন্যান্য ব্রজ-গোপীরাও তেমনি তাঁহার অংশ-রূপিনী কৃষ্ণ-প্রিয়া ও কৃষ্ণানুরক্তা বটে। সুতরাং পুরাণ-কারের ন্যায় শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত কাব্য-কার শ্রীকৃষ্ণের সহিত অন্যান্য ব্রজ-গোপীদিগের বিলাস-বর্ণনা করিতে বাধ্য। এ অবস্থায় পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরা অগত্যা রাস-লীলাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগাদি প্রেম-লীলার বর্ণনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়াই পদাবলী গ্রন্থে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছেন।* কৃষ্ণকীর্ত্তনের অপর বিশেষত্ব এই যে

* "পদামৃত-সমুদ্র" "পদকল্পতরু" প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থে ঠিক এ ভাবেই রাস-লীলার পদাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব দাসের পদকল্পতরুতে "দান-লীলা" "নৌকা-খণ্ড" প্রভৃতি অবান্তর-লীলার (Episode) সহিত রাস-লীলাও সর্ব্বধর (Knapsack) তৃতীয় শাখারই অন্তর্গত করা হইয়াছে। সং

উহাতে ললিতা, বিশাখা, প্রভৃতি সখীর উল্লেখ নাই। উহাতে সর্ব্বত্রই 'চন্দ্রাবলী' শ্রীরাধারই নামান্তর বটে। উহাতে সুবল প্রভৃতি সখারও উল্লেখ নাই। শ্রীরাধার শাশুড়ী ও ননদের ও পরবর্ত্তী কালের প্রসিদ্ধ 'জটিলা' ও 'কুটিলা' নাম নাই। ভবানন্দের হরিবংশেও ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতির প্রসঙ্গ নাই। শ্রীরাধার শাশুড়ী ও ননদীর জটিলা ও কুটিলা নাম নহে; উহাদিগকে সর্ব্বত্র যথাক্রমে 'বুঢ়ী' (বুড়ী) ও 'মহোদা' নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। হরিবংশের কথা-বস্তু এখানে পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক; পাঠক বিষয়-সূচী দেখিলেই হরিবংশের বর্ণিত বিষয়গুলির বিবরণ জানিতে পারিবেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের "চন্দ্রাবলী" নামের মত হরিবংশে রাধারও আর একটা "তিলোত্তমা" নাম পাওয়া যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, ভবানন্দের হরিবংশের বর্ণনীয় ঘটনাগুলি কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুরূপ নহে; আবার পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের বর্ণিত ব্রজ-লীলার সহিত উহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাদৃশ্য নাই; তবে প্রেম-লীলার বর্ণনায় বিশেষতঃ শ্রীরাধার চরিত্রের বর্ণনায় তাঁহার কাব্যে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হয়। এজন্যই আমাদিগের মনে হয় যে, তিনি শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের জন্মের প্রায় সমকালে সুদূর পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্তে জন্ম-গ্রহণ করায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবির মত স্বাধীন-ভাবেই হরিবংশ কাব্য খানা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভুর আন্দাজ এক শতক পরবর্ত্তী বলিয়া তৎকালীন বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইতে পারেন নাই; কিন্তু মহাপ্রভুর উন্নত প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের অপরূপ প্রভাব তাঁহার কাব্যেও যথেষ্ট বিস্তার-প্রাপ্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত প্রেমামৃত কাব্যের ব্রজলীলা

আমরা হরিবংশের কথা-বস্তুর বিশেষত্বের বিস্তৃত আলোচনা করার পূর্ব্বে শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের নামে-প্রচারিত* "প্রেমামৃত" নামক সংস্কৃতের প্রাচীন ব্রজ-লীলাত্মক নাতিবৃহৎ চম্পূ-কাব্য খানার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব; কেন না, উহার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণিত কোন কোন লীলার অপূর্ব্ব সাদৃশ্য দেখা যায়। "প্রেমামৃত" পুথি-গুলিতে গোপাল ভট্ট কিংবা শ্রীচৈতন্য প্রভুর পুষ্পিকা থাকিলেও, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদিগের কাহারও রচিত নহে, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রথমতঃ "শিক্ষাষ্টক" শ্লোকাবলী ও শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের সঙ্কলিত "পদ্যাবলী নামক" পদ্য-সংগ্রহ (Anthology) গ্রন্থে উদ্ধৃত কতিপয় উদ্ভট শ্লোক ব্যতীত শ্রীমহাপ্রভুর রচিত অন্য গ্রন্থ বা শ্লোক আছে বলিয়া বৈষ্ণব-পণ্ডিত সমাজে কোন কিংবদন্তী নাই। ইহা মহাপ্রভুর রচিত হইলে নিশ্চিতই তাহা অসাধারণ সমাদর প্রাপ্ত হইত।

দ্বিতীয়তঃ "ভক্তি-রত্নাকর" প্রভৃতির মত প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে গোপাল ভট্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ষট্-গোস্বামীর রচিত গ্রন্থের যে তালিকা আছে, উহাতে এই "প্রেমামৃত" বা "গোপাল চরিত" কাব্যের উল্লেখ নাই।

তৃতীয়তঃ শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্কলিত "পদ্যাবলী" গ্রন্থের মুদ্রিত পুস্তকে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুথিতে 'প্রেমামৃত' কাব্যের "বাচা তবৈব যদুনন্দন" ইত্যাদি, "পয়ঃ-পূরৈঃ পূর্ণা" ইত্যাদি ও "পানীয়-সেচন-বিধৌ" ইত্যাদি শ্লোক তিনটীর মধ্যে প্রথমটী কোনও অজ্ঞাত কবির রচিত ও শেষের দুইটী 'মনোহরক' (মুদ্রিত পুস্তকে 'মনোহর') নামক কবির রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে

---

*ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি শালায় "প্রেমামৃত" ওরফে "গোপাল-চরিত" কাব্যের অনেকগুলি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে আমরাও উহার সম্পূর্ণ ও খণ্ডিত তিন খানা পুথি পাইয়াছি। তাহার কোন কোন পুথিতে "শ্রীচৈতন্য-বিরচিত প্রেমামৃতে কাব্যে এরূপও পুষ্পিকা আছে। সং

শ্লোকগুলি মহাপ্রভু বা গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত হইলে, তাঁহাদিগের সম-সাময়িক পণ্ডিত-কবি-শিরোমণি শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় কর্তৃক এ ভাবে অন্যের নামে উদ্ধৃত হইত না।

চতুর্থতঃ শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের অধস্তন গোস্বামি-গণ অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রাচীনতম পণ্ডিত-বর্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট জানা গিয়াছে যে, তাঁহাদিগের গৃহে "প্রেমামৃত" গ্রন্থের কোনও অনুলিপি নাই। তিনি অন্যত্র ঐ গ্রন্থের একখানি খণ্ডিত পুথি দেখিয়াছেন এবং "প্রেমামৃত" তাঁহাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষ গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের রচিত হওয়ার প্রবাদও শুনিয়াছেন। কতকগুলি প্রাচীন পুথিতে গোপাল ভট্টের পুষ্পিকা থাকায় উহা হইতেই যে উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি উহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং শুধু ঐরূপ প্রবাদ বা সন্দিগ্ধ ভণিতা দর্শনে আমরা "প্রেমামৃত" কাব্য-খানাকে শ্রীমহাপ্রভু কিংবা গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। শ্রীমহাপ্রভু যেমন দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে "ব্রহ্ম সংহিতা" ও "শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত" নামক অধুনা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ-দ্বয় সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচারিত করেন, সম্ভবতঃ "প্রেমামৃত" গ্রন্থখানাও গোপাল ভট্টের দ্বারা সে ভাবেই প্রচারিত হইয়া থাকিবে এবং সে জন্যই বৃন্দাবনে গ্রন্থ খানি তাঁহার রচিত বলিয়াই পরবর্ত্তী সময়ে বিংবদন্তী প্রচারিত হইয়াছে। যাহা হউক কৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণিত লীলার সহিত 'প্রেমামৃত' কাব্যের 'বসন-চৌর্য্য', 'ভার-কাণ্ড', 'নৌকা-কাণ্ড' ও 'দান-খণ্ড' লীলা-চতুষ্টয়ের বিশেষতঃ পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের অপরিচিত 'ভার-কাণ্ড' লীলার বর্ণনার চমৎকার সাদৃশ্য থাকায় এই গ্রন্থ খানা খুব প্রাচীন বলিয়াই অনুমান হয়।

"প্রেমামৃত" কাব্যখানা কৃষ্ণকীর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী, উহা এখন নির্ণয় করার উপযুক্ত উপাদান নাই। উভয় গ্রন্থের সাদৃশ্য সম্বন্ধে ইহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, প্রেমামৃতেও ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীদিগের উল্লেখ নাই এবং শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীদিগের সহিত বিলাস ব্যতীত এখানেও রাস-লীলার কোন নাম-গন্ধ নাই। এই কাব্য খানা সংস্কৃতে রচিত ও বিরল-প্রচার বলিয়া এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ-খানাও নানা কারণে বৈষ্ণব পদাবলীর মত সুপ্রচারিত হইতে না পারায় 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' ও 'প্রেমামৃত' কাব্যের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের ভার বহন লীলাটা বোধ হয় পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু নাতিবৃহৎ "প্রেমামৃত" কাব্যের বর্ণিত লীলা-চতুষ্টয়ের মধ্যে 'ভার-কাণ্ড' দ্বিতীয় স্থানীয় ও সুপ্রসিদ্ধ 'দান-খণ্ড' ও নৌকা-খণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী লীলা বটে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যে ভাবে 'দান-খণ্ড' ও 'নৌকা-খণ্ড' লীলাদ্বয়ের পরে 'ভার-খণ্ড' বর্ণিত হইয়াছে, উহা কবির কৌশলে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত না হইলেও, বস্তুতঃ দধি প্রভৃতির পসরা লইয়া মথুরার হাটে যাইতে হইলে শ্রীরাধা প্রভৃতির মত সুকুমারী ব্রজ-গোপীদিগের সর্ব্বাগ্রেই একজন ভার বাহকের প্রয়োজন এবং তার পরে যমুনা নদী পার হইতে নৌকার এবং হাট হইতে দ্রব্য বিক্রয়ের কড়ি লইয়া ফিরিবার সময়ে পারের কড়ি অর্থাৎ 'দান' বা শুল্ক দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সুতরাং প্রেমামৃতের বর্ণিত লীলা-ক্রমই যে অধিকতর স্বাভাবিক ও সঙ্গত, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। প্রথমে বসন-চৌর্য্য-কেলি দ্বারা শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সঞ্চার ও ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় পরে তাঁহার বিদগ্ধতা-কৌশলেই পরবর্ত্তী 'ভার-কাণ্ড' 'নৌকা-কাণ্ড' ও 'দান-কাণ্ড' লীলাগুলি যথাক্রমে স্বাভাবিক ও সুন্দর ভাবে সঙ্ঘটিত ও বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগের মনে হয় যে, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের লীলা-বিন্যাসের পূর্ব্বোক্ত ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াই পরবর্ত্তী 'প্রেমামৃত' কাব্যের কবি উহা সংশোধন করিয়াছেন, কেন না, "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।" কৃষ্ণকীর্ত্তন পরবর্ত্তী হইলে এবং উহার কবি প্রেমামৃতের সহিত পরিচিত থাকিলে, বোধ হয় তিনিও প্রেমামৃতের সেই স্বাভাবিক লীলা-পর্য্যায়েরই অনুসরণ করিতেন। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কাব্য শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার পারিষদ-গণের নিকট সুপরিচিত ছিল এবং তাঁহাদিগের পরেও

কিছুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল কিন্তু 'উজ্জ্বল-নীলমণি' প্রভৃতি সমুন্নত রস-গ্রন্থের প্রচারের পরে চণ্ডীদাসের রসের ধারা তাদৃশ উপাদেয় মনে না হওয়ায় এবং তাঁহার 'প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষার গীতি-নাট্য-খানা তৎসময়ের প্রবর্ত্তিত সমুন্নত আধ্যাত্মিকতা-পূর্ণ রস-কীর্ত্তনের যথেষ্ট অনুপযোগী হওয়ায়ই বাঙ্গালী আদি বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের যশই বাঙ্গালায় রহিয়া যায় কিন্তু তাঁহার কাব্যখানা একান্তই বিলুপ্ত-প্রচার হইয়া পড়ে। "প্রেমামৃত" কাব্যখানাও বোধ হয় সে জন্যই পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই; সুতরাং পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদাবলীর উপর যে উক্ত কাব্য-দ্বয় সাক্ষাৎভাবে অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদাবলীর "দান-লীলা" ও "নৌকা-বিলাস" পালা দুই-টী 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' বা 'প্রেমামৃত' কাব্যের সেই গুরুত্ব হারাইয়া দুইটী অবান্তর পালায় (Episode) পরিণত হইয়াছে এবং সে জন্যেই মুখ্য প্রেম-লীলার বর্ণনাত্মক পালার মধ্যে স্থান না পাইয়া, উহা পদকল্পতরুর ৩য় শাখায় 'রাস-লীলা' 'হোরী-লীলা' ইত্যাদি অপ্রধান লীলা-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও পরবর্ত্তী কালে অনেক পণ্ডিত কীর্ত্তন-গায়ক উক্ত লীলা দুইটীর প্রাচীন ও মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইয়া 'দান-লীলা'কে ভগবানের উদ্দেশ্যে জীবের সর্ব্বস্ব দান ও 'নৌকা বিলাস'কে ভবার্ণব হইতে ভগবানের জীব উদ্ধাররূপে ব্যাখ্যা করিয়া ঐ দুইটী লীলাকে সম্পূর্ণ দুইটা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় হইলেও কৃষ্ণকীর্ত্তন বা প্রেমামৃতের উক্ত লীলায়, এমন কি গোবিন্দদাস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৈষ্ণব-কবির পদে দান লীলা বা নৌকা-বিলাসে এই আধ্যাত্মিক ভাবের কোনও চিহ্ন নাই—ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য।

আমরা এখন হরিবংশের আখ্যানগত বিশেষত্বের আলোচনা করিব। আদি রসাত্মক কাব্যে নায়ক-নায়িকার প্রেম, বিরহ ও বিরহান্তে সম্মিলন—এই তিনটী প্রধান বর্ণনীয় বিষয় বটে। সুতরাং বাহুল্য ভয়ে আমরা অন্যান্য অবান্তর বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, ঐ মূল বিষয় গুলির সম্বন্ধেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত হরিবংশের বর্ণিত প্রেম, বিরহ ও সম্মিলনের তুলনামূলক আলোচনা করিব। কৃষ্ণকীর্ত্তনের তাম্বূল খণ্ডে বড়াইর নিকট রাধার অপূর্ব্ব রূপ বর্ণন শুনিয়া তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের যে আসক্তি হইয়াছিল, উহাতে লৌকিক দৃষ্টিতে প্রেমের কোনও লক্ষণ পাওয়া যায় না; উহাতে প্রাকৃত নাগরের রিরংসা ভাবই অধিক পরিস্ফুট! অবশ্যই ভক্ত বৈষ্ণবগণ বিষয়টা এ ভাবে দেখিবেন না; চণ্ডীদাসও এ ভাবে দেখেন নাই। চণ্ডীদাস ব্রহ্মবৈবর্ত্তকারের মতানুসারে পরম-পুরুষ ও পরা-প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মধ্যে নিত্য-প্রেম সম্বন্ধ গোড়ায়ই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; সুতরাং প্রেমের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখাইবার প্রয়োজনীয়তাই তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তিনি প্রধানতঃ সেই অলৌকিক নিত্য প্রেমিক যুগলের লৌকিক লীলার বৈচিত্র্য বর্ণনায়ই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। ভবানন্দের শ্রীরাধায়ও জন্মান্তরীণ সংস্কারের প্রভাবে বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তা; যথা—

হরিবংশে প্রেম, বিরহ ও সম্মিলন

"বৃকভানু-সুতা রাধা লক্ষ্মী অবতার।
শিশুতা-অন্তরে হৈল যৌবন বিস্তার॥
শিশু হনে তপ করে পূজে নারায়ণ।
হরির চরণ বিনে অন্য নাহি মন॥
যৌবন দেখিয়া বাপে চিন্তিল হৃদয়।
ব্রজ-আইমন আনি দিল পরিণয়॥

যশোদার সহোদর পরম রূপবান্।
নন্দের গৌরবে তাতে কন্যা দিল দান॥
বাপের অলঙ্ঘ্য বাক্য নারে ত লঙ্ঘিতে।
কৃষ্ণের চরণ মাত্র ভাবে এক চিত্তে॥
রাধার ভক্তিয়ে আর সত্যের কারণ।
কপট করিলা তাতে প্রভু নারায়ণ॥
রাধার বিবাহ গোপে কৈল যেই দিন।
সেই দিন হৈল তার পুরুষত্ব হীন॥
নপুংসক হৈল যদি ব্রজ-আইমন।
রাধার সত্য রক্ষা পাইল সেই ত কারণ॥" (৪৬২—৪৭৭ পঃ)

কবি প্রথমেই এইরূপ সুকৌশলে তাঁহার কাব্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া, প্রথম দর্শনেই নব-প্রেমিক যুগলের অপূর্ব প্রেমের চিত্র প্রদর্শিত করিয়াছেন। হরিবংশের এই প্রেম মহাকবি শেক্সপীয়রের রোমিও ও জুলিয়েটের প্রেমের মতই অচিন্তিত ক্ষিপ্রতা ও অতুলনীয় প্রবলতায় পাঠকের চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে। প্রেমের এই সর্ব্বাতিশয়িতা ও দুর্দ্দমনীয়তা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে, ইহা বুঝা যাইবে না, কেন শ্রীকৃষ্ণের বহু সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধার মত প্রতিকূলতা না দেখাইয়া, হরিবংশের রাধা কৃষ্ণের প্রেমাভিযোগের (Courtship) পরেই লজ্জা ত্যাগ করিয়া, অপূর্ব্ব ইঙ্গিত-পূর্ণ বাক্যে কৃষ্ণকে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

"কমল-কলিকা আমি একাকিনী নারী।
পুরুষ ভ্রমর তুমি কি বোলিতে পারি॥
যদি মগ্ন আমাতে হইল তোমার মন।
তবে কেনে লাজ দিলা দেখাইয়া সখী-গণ॥
দূতীর সংবাদে হৈত মন-হিত কাজ।
না যুয়ায় হেন কালে দিতে হেন লাজ॥

* * *

"কেশ হনে এড় হাত—কেও নাহি দেখে।
জল নিবার আইসে দেখোঁ বৃন্দাবনের লোকে॥
যত বিপরীত তোর দেখিব সকল।
কেশ হনে এড় হাত—নিয়া যাই জল॥
বিরোধ না কর মোরে নন্দের কোঙর।
সঙ্গোপে হইব কার্য্য এবে ক্ষেমা কর॥
শিশু সবে দেখে তুমি আমার সহিত।
অন্য জন নহি আমি হই গোরবিত॥
বিলম্বে হইব কার্য্য নাহি কর দ্বিধা।
দুই হস্তে কেবা খায় যদি লাগে ক্ষুধা॥
মজিল তোমার মন আমার হৃদয়।
তোমাতে আমার মন মজিল নিশ্চয়॥

কোকিলার স্বরে বোলে মৃদু মৃদু হাসি।
"এ রূপ-যৌবনে মুই হৈলু তোর দাসী ॥"

পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার প্রেমে আধ্যাত্মিক ভাব টা আরও অনেক সুস্পষ্ট। সেখানে প্রেম-সঞ্চারের জন্যে সাক্ষাৎ-দর্শন বা গুণ-শ্রবণেরও প্রয়োজন হয় নাই।

পদাবলীর শ্রীরাধা শুধু সখীর মুখে "কৃষ্ণ" নামাক্ষর-দ্বয় শ্রবণ করিয়াই জন্মান্তরীণ সংস্কারের ফলে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ-প্রেমে তন্ময়তা লাভ করিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছেন—

"সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ ধ্রু।
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো।
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে অবশ করিল গো।
কেমনে পাইব সই তারে ॥"

ইত্যাদি (প॰ ক॰ ত॰ ১৪১ স॰)

এখানে শ্রীরাধায় আর শ্রীমহাপ্রভুতে কিছু-মাত্র পার্থক্য নাই। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রেমরূপ মলিনতা-মিশ্রিত স্বর্ণ এখানে শ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত নিষ্কাম প্রেম-ধর্ম্মের স্পর্শ-মণির প্রভাবে সুনির্ম্মল 'লাখ-বান' স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই প্রেম লইয়া যোগ-সাধনা করা ব্যতীত সংসার-ধর্ম্ম করা চলে না, তাই সকল বৈষ্ণব-কবিকেই ব্রজ-লীলার বর্ণনার মাঝে এই প্রেমের পরাকাষ্ঠা হইতে নীচে নামিয়া আসিতে হইয়াছে; এমন কি অনেক স্থলে পৌরাণিক রূপকের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের 'যুগল' বা 'যুগ-নদ্ধ' রূপের বর্ণনায় প্রাকৃত-দৃষ্টিতে কুরুচি-পূর্ণ আদি-রসেরও যথেষ্ট বিস্তার করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদিগের বর্ণিত ব্রজ-লীলার সর্ব্বত্রই যে, অল্পাধিক স্পষ্ট বা অস্পষ্ট-ভাবে মূল আধ্যাত্মিক ভাব-টা অনুস্যূত রহিয়াছে, উহা বুঝিতে শাস্ত্রানভিজ্ঞ, অবৈষ্ণব অথচ সূক্ষ্মদর্শী ও সহৃদয় অনেক বিদেশী সমালোচকদিগেরও বেশী বেগ পাইতে হয় নাই।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীরাধাকে নিজের আয়ত্ত করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও শ্রীরাধার সহিত জন্মান্তরীণ অভিন্নত্ব বিশেষ-ভাবে খ্যাপন করিতে হইয়াছে; কিন্তু শ্রীরাধা সে কথায়ও সহজে ভুলেন নাই; যথা—

(রাধা) "বল না কর মোরে কাহ্নাই ল
আল বচন আহ্মার শুণ।
দেব ধরম কি সহেব তোরে
এহাত হৃদয়ে গুণ ॥ ২।"

(কৃষ্ণ) "তবেঁ সি ধরমের ভয় রাধা ল
আল যদি মোএঁ হরোঁ পর নারী।
অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ
তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী ॥ ৩।

(রাধা) "পুরুব জরমে কাহ্নাঞিঁ ল
আল আছিলোঁ বা তোর নারী।

ইহ জরমে কেবা পাতিআএ
আপনে বুঝহ মুরারী ॥ ৪ ।"

ইত্যাদি (কৃ° কী° দান-খণ্ড ১২৯ পৃঃ)

হরিবংশের শ্রীরাধা পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ মুগ্ধা বলিয়া, তাঁহাকে বশীভূত করিতে শ্রীকৃষ্ণের কোনই বেগ পাইতে হয় নাই। পূর্ব্বরাগের পরে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্য একান্ত ব্যাকুল ও মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইলে পরে শ্রীমতী সখী ও মাতামহী বড়াইর যত্ন ও চেষ্টায় শ্রীরাধার গৃহে রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে প্রথম সম্মিলন ঘটিয়াছে, উহাতেও শেক্‌সপীয়রের জুলিয়েট বা বাণ-ভট্টের মহাশ্বেতার মত শ্রীরাধাকে প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত দেখা গিয়াছে। পদাবলীর শ্রীরাধাও প্রেমের জন্য সর্ব্ব-ত্যাগিনী বটে। প্রেম-বিগ্রহ শ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য-প্রশিষ্য সম্প্রদায়-ভুক্ত পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের পক্ষে এরূপ প্রেম-চিত্র অঙ্কিত করা তেমন বিস্ময়জনক নহে, কিন্তু ভবানন্দ যে তাঁহার কাব্যে প্রাচীন একটা বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এরূপ অপূর্ব্ব প্রেম-চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার অসাধারণ সহৃদয়তা ও কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার ন্যায় লৌকিক দৃষ্টিতে পরকীয় নায়ক ও নায়িকার প্রেমে 'দুর্লভতা' ও 'বহু-বাধ্যতা' অর্থাৎ বহু-প্রতিবন্ধকতা—এই দুইটী ধর্ম্ম স্বভাব-সিদ্ধ বটে। সর্ব্ব-প্রাচীন নাট্য-শাস্ত্র-কার ভরতমুনি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় পর্য্যন্ত কোন প্রসিদ্ধ রস-শাস্ত্র-কারই পরকীয়া-প্রেমের এই বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হন নাই! বস্তুতঃ অধর্ম্ম ও সমাজ-দ্রোহিতার বিদ্যমানতা না থাকিলে—পরকীয় নায়ক ও নায়িকার সুদুর্লভ ও বহু প্রতিবন্ধকতা-যুক্ত প্রেম,—শুধু প্রেমের জন্যই লোক-লজ্জা, ধর্ম্ম-ভয় ইত্যাদি হেলনকারী চির-উৎকণ্ঠা ও চির-ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রেমই যে, সংসারে পরম উপাদেয় ও পরম বাঞ্ছনীয় হইতে পারিত, তাহা সহজেই অনুমেয়। বৈষ্ণব-কবিরা যে ভাবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম লীলা বর্ণিত করিয়াছেন, উহাতে পরকীয়ত্ব শুধু প্রাতীতিক (Apparent) কিন্তু পারমার্থিক (Real) নহে এবং ভগবানের অচিন্তনীয় মায়া শক্তির প্রভাবে ঐ প্রেম দ্বারা কোন সমাজ-দ্রোহ বা অধর্ম্ম সঙ্ঘটিত হয় নাই বলিয়া, ব্রজ-গোপীর নিষ্কাম প্রেম সকল প্রেমের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। প্রাকৃত পরকীয় প্রেমে অপূর্ব্বতা ও চমৎকারিত্ব থাকিলেও উহাতে পদে পদে অধর্ম্ম ও সমাজ-দ্রোহের আশঙ্কা আছে। এ জন্যই আমাদের রস-শাস্ত্র-কারেরা এক-মাত্র ব্রজ-লীলা ব্যতীত অন্য কোন স্থলেই পরকীয়-প্রেমের উপাদেয়তা স্বীকার করেন না। তবে 'পরকীয়া' শব্দের অর্থ শুধু অপরের বিবাহিতা পত্নী নহে। বিবাহ-যোগ্যা প্রাপ্ত-যৌবনা কুমারী কন্যাও 'পরকীয়া' নায়িকার অন্তর্গত। জগতের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ প্রেম-কাব্যের প্রধান নায়িকাই এরূপ "পরকীয়া" বটে। এরূপ নায়িকা ও তদুপযুক্ত নায়কের প্রেম সর্ব্বতোভাবেই উপাদেয় ও সৎকাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বটে। কৃষ্ণকীর্ত্তন, হরিবংশ, বা বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধা লৌকিক দৃষ্টিতে পর-পরিণীতা পরকীয় হইলেও বস্তুতঃ অনূঢ়া পরকীয়া ব্যতীত আর কিছু নহে। কেন না শাস্ত্র-বিশ্বাসী বৈষ্ণবদিগের মতে আয়ানের সহিত শ্রীরাধার পরিণয় ভগবানের মায়া-কল্পিত একটা ছায়া-বাজি মাত্র। বস্তুতঃ শ্রীরাধার উপর আয়ানের রক্ষকতা ব্যতীত অন্য কোন স্বামিত্ব সম্বন্ধ ছিল না এবং ভগবানের মায়ায় থাকাও সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। হরিবংশের পাঠকও বৈষ্ণব-পদাবলীর পাঠকের ন্যায় দয়া করিয়া এ কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম লৌকিক-দৃষ্টিতে পরকীয় প্রেম বলিয়া, প্রতিপদেই উহাতে প্রেম-ব্যাকুলতার বর্দ্ধক বিরহেরই বাহুল্য, দেখা যায়। রস-শাস্ত্রের মতে 'অচির' বিরহ ও 'সুচির' বিরহ—বিরহের দুইটী স্বাভাবিক ভেদ আছে। শ্রীকৃষ্ণের গৃহে গমন ও গো-চারণ ইত্যাদির অনুরোধে প্রাত্যহিক অল্প-কাল-স্থায়ী

বিরহ 'অচির' বিরহ এবং কংস-বধের জন্যে তাঁহার মথুরায় গমন-জনিত সুদীর্ঘ বিরহ 'সুচির' বিরহ বা 'মাথুর প্রবাস' লীলা বলিয়া গণ্য করা হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'অচির' বিরহের পরে যত বারই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন সঙ্ঘটিত হইয়াছে, উহার প্রায় সকল সময়েই বড়াই বা অন্যান্য গোপীদিগের সহিত দধি ইত্যাদি বিক্রী করিতে মথুরায় গমনই প্রধান ছল বটে। ভবানন্দের হরিবংশে সেই পুরাতন দধি-বিক্রয়ের সুযোগ তো আছেই, তাহা ছাড়া সখী শ্রীমতী বা ননদী মহোদার সঙ্গে যমুনার জল আনিতে যাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার শাশুড়ী ও ননদী চিরকালই রাধার শত্রু। হরিবংশে রাধা ও কৃষ্ণের উদারতামূলক কৌশলের ফলে প্রথম মিলনের অল্প দিন পর হইতেই রাধার ননদী কৃষ্ণপ্রেমের অংশ-ভাগিনী হওয়ায়, ননদার যন্ত্রণা রাধাকে বেশী দিন ভুগিতে হয় নাই। রাধার শাশুড়ীও কৃষ্ণের নিকট হইতে যথোচিত শাস্তি পাইয়া, যশোদা ও মহোদা কন্যাদ্বয়ের পরামর্শে অতঃপর রাধাব সম্বন্ধে এক-প্রকাব উদাসীনতা অবলম্বন কবায়, সময়ে বা অসময়ে, রাধার গৃহে বা যমুনা-তীরে রাধা ও কৃষ্ণের সম্মিলনে‌ বেশী অসুবিধা ঘটে নাই। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মত রাধার শাশুড়ী ও ননদী চির-কালই রাধাব শত্রু বলিয়া পদ-কর্ত্তাদিগকে কল্পনা খাটাইয়া মিলনেরও নানা বিচিত্র কৌশল উদ্ভাবিত করিতে হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-পূর্ণ সুবৃহৎ চম্পূ-কাব্য "গোপাল-চম্পূ" নামক গ্রন্থের পূর্ব্ব খণ্ডের "রহঃ-কুতূহল-বহু-বহুল-রহঃ ক্রীড়া" নামক ২৯শ পূরণের ৮৫৮ হইতে ৮৬২ পৃষ্ঠাব বর্ণনায় আমরা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদাবলীর বর্ণিত, "স্বয়ং-দৌত্য-সম্ভোগ" লীলায় শ্রীকৃষ্ণের চিকিৎসক 'বীনা-বাদিকা', 'বলিকিনী' প্রভৃতির ছদ্ম-বেশে শ্রীরাধার নিকট অভিসার ও মিলনের বিবরণ দেখিতে পাই। ইহাব পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দী-সাহিত্যের সুরদাসে, মৈথিল-সাহিত্যের বিদ্যাপতিতে, কিংবা বাঙ্গালা সাহিত্যের কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি গ্রন্থেই এই কোন বিচিত্র ছদ্ম-বেশে মিলনের কোন উল্লেখ বা বর্ণনা দেখিতে পাই না।* প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন বৈষ্ণব-কবি মাড়োব রঘুনন্দন গোস্বামী মহোদয়ের রচিত "শ্রীরাধা-মাধবোদয়" নামক উৎকৃষ্ট ব্রজ-লীলা-বিষয়ক গ্রন্থে পূর্ব্ব-রাগের পরে শেষ পর্য্যন্ত কেবল নানা ছদ্ম-বেশে মিলনেরই চমৎকার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দেখা যায়। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় ওরফে পদ-কর্ত্তা হরিবল্লভের সঙ্কলিত "ক্ষণদা গীত-চিন্তামণি" নামক গ্রন্থে শোক-জনক বলিয়া যেমন মাথুর-বিরহের কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই, সেইরূপ "রাধা মাধবোদয়" কাব্যেও মাথুর লীলার বর্ণন নাই; উহার বেশীর ভাগই নানা বিচিত্র 'স্বয়ং-দৌত্য-সম্ভোগ' লীলার স্বরচিত সরস উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালার ন্যায় ব্রজ ভাষার পরবর্ত্তী হিন্দীকাব্যেও এই ছদ্ম-বেশ ধারণের যথেষ্ট বাহুল্য দেখা যায়। হিন্দীতে ইহা "বেসাতিন্ লীলা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালায় চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত উক্ত পদগুলি যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের বহু পরবর্ত্তী কালে "গোপাল-চম্পূ" কাব্যের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল সেগুলির ভাষার ও রসের এই বৈশিষ্ট্য দর্শনেই অনুমিত হইতে পারে। আজকাল চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত পদগুলির মৌলিকতা প্রমাণের জন্য খুব চেষ্টা হইতেছে, কাজেই সে বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক হিন্দী, মৈথিল ও বাঙ্গালা কাব্যে যে, ছদ্ম-বেশে স্বয়ং দৌত্য-সম্ভোগ লীলার পদাবলীর সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়, এই বিশেষ প্রয়োজনীয় পার্থক্য-টার এখানে উল্লেখ না

---

* বিদ্যাপতির মৈথিল-পদাবলীতে এরূপ ছদ্ম-বেশের কোনও প্রসঙ্গ নাই। পদকল্পতরুর ৩য় শাখার ৩য় পল্লবে যেখানে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত স্বয়ং-দৌত্যের প্রসিদ্ধ "ধরি নাপিতানী বেশ" ইত্যাদি অনেকগুলি ছদ্ম-বেশের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেখানেও বিদ্যাপতির কোন পদ নাই; কেবল দ্বিতীয় শাখায় ১০, পল্লবের মান-ভঞ্জন প্রসঙ্গে 'জটিলা' ও 'ললিতা সখীর উল্লেখ-যুক্ত' 'জটিলা পাশ ফুকরি তহি বোলত' ইত্যাদি সন্দিগ্ধ একটা পদে শ্রীকৃষ্ণের যোগীর বেশ ধারণের বর্ণনা পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির অন্য কোন বঙ্গীয় পদে 'জটিলা' বা 'ললিতা' সখীর উল্লেখ নাই। এ পদটা নানা কারণেই বিদ্যাপতির নহে মনে হয়। সং

করিয়া পারিলাম না। এই লীলার বর্ণনায় যে, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণকীর্তনকার চণ্ডীদাস, ভবানন্দ প্রভৃতির অপেক্ষা পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের, বিশেষতঃ মাড়োর রঘুনন্দন গোস্বামী মহোদয়েরই অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতা ইহাও মানে স্বীকার করা সঙ্গত। যদি শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়ই এই লীলা বর্ণনায় প্রথম প্রবর্তক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত কথাই নাই; যদি তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাত কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের বা অন্য কাহারও নিকট হইতে এই লীলার কল্পনাটী পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও এই 'বহুঃ-ক্রীড়া' লীলার আদি সংস্কৃত কবি বলিয়াও তিনি চির-স্মরণীয় হওয়া উচিত, ইহাও অবশ্যই বলিতে হইবে।

এখন 'সুচির' বিরহ বা মাথুর বিরহের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতে কংস-বধান্তে শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে পুনরাগমন বর্ণিত হয় নাই। তবে তিনি কংস-বধের অবসানে পিতা নন্দ প্রভৃতিকে তিনি সত্বরেই সুহৃদ্বর্গকে দর্শন করার জন্য ব্রজে যাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া বিদায় করায়, তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা পালন না করা এবং পূর্ব্ব প্রেয়সী গোপীদিগকে পুনর্দর্শন না দেওয়া কথাও সম্ভবপর মনে হয় না বলিয়া, 'পদ্ম' পুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের ভ্রাতা দুষ্ট দন্তবক্রকে সংহার করিয়া যমুনা উত্তরণ পূর্ব্বক ব্রজে যাইয়া পিতামাতাকে অভিবাদন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া, অন্যান্য সকলকেই বস্ত্রাভরণাদি দানে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।* কিন্তু এই দন্তবক্র বধ তো অনেক পরের কথা। কবিদিগের এত দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করা চলে কি? তাই, আমরা দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণকীর্তনে কংস-বধের আগেই শ্রীরাধার বড়াই মথুরায় যাইয়া, কৃষ্ণকে ব্রজে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। তখন কৃষ্ণের মথুরা গমনের প্রধান উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ না হওয়ায় তিনিও একটা ছল ধরিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে রাধা নানা সময়ে নানা প্রকারে বড়াইর সাক্ষাতেই কৃষ্ণকে অনেক ভোগাইয়াছেন, সুতরাং

"শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
জায়িতে না করে মন নাম শুণী তারে॥
যত দুঃখ ছিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে॥

*   *

মথুরা আইলাহো তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস॥   (ইহার পর পুঁথি খণ্ডিত)"

কৃষ্ণকীর্তনে সকলকে জানাইয়া শুনাইয়া অক্রূরের রথে চড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের উল্লেখ নাই। সেখানে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিলাস-ক্লান্তা নিদ্রিতা প্রিয়তমার মাথাটী ধীরে ধীরে তাঁহার কোল হইতে শয্যায় নামাইয়া রাখিয়া, বড়াইর নিকট বিদায় লইতে যাইয়া প্রেম-পূর্ণ সকরুণ বাক্যে বলিয়াছিলেন --

"পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে।
এবেঁ মেলাণী দেহ আহ্মারে।

*   *   *

আর বচনেক বোলোঁ শুণ গ বড়ায়ি রাধিকা কোলে করে।
তাকে রাখিহ যতনে আপন আন্তরে জাইব আমি মথুরানগরে॥"

ইত্যাদি (কৃঃ কীঃ ৩৮৭ পৃঃ)

* গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের 'বসন্তে বাসন্তী-কুসুম সুকুমারৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকের পূজারী গোস্বামীকৃত 'বালবোধিনী" নামক প্রামাণিক টীকা-ধৃত "কৃষ্ণোঽপি তং দন্তবক্রং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা" ইত্যাদি গদ্য-শ্লোক দ্রষ্টব্য ...

রাধা জাগরিতা হইয়া কৃষ্ণকে শয্যায় না দেখিয়া যখন সকরুণে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দেওয়ার জন্যে বড়ায়িকে ধরিয়া বসিলেন, তখন বড়াই না যাইয়া কি করিবে। রাধাকে বলিয়া কহিয়া ঘরে রাখিয়া দুই চারিদিন বাদেই বড়াইকে মথুরায় যাইতে হইল। পরে কি হইল সে বিবরণ খণ্ডিত পুথি হইতে পাওয়া যায় নাই। উহা পাঠকগণকে নিজ নিজ বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

ভবানন্দের রাধা কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা অপেক্ষা অনেক সরলা, কোমলা ও প্রেমবতী হইলেও শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার নিকট হইতে অক্রূরের সহিত মথুরায় যাওয়ার জন্য প্রেম-পূর্ণ সকরুণ বাক্যে বিদায় প্রার্থনা করেন, তখন শ্রীরাধার প্রেম ও শোকের সাগর একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তিনি নানা প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপ করিয়াও যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, অথচ প্রেমিক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়তমার হাসি-মুখের অনুমতি না পাইলে মথুরায় যাইবেন না বলিয়া জেদ্ ধরিয়া বসিলেন, আমরা ভবানন্দের ভাষায়ই সে অবস্থাটার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম—

"হাসিয়া মেলানি দেও—না বাসিও ভীন।
মধুপুরে আমার বিলম্ব দুই দিন॥"
পুনরপি যোড়-হাতে বোলে যদু-মণি।
"হাসিয়া সুন্দরী রাধা দিয়াব মেলানি॥"
বিনয় করিয়া যত কোলে নারায়ণ।
শুনিয়া রাধিকা কহে কর্কশ বচন॥
"অহে নব-যুবরাজ জানিলু এখানে।
আমারে ভাণ্ডিয়া যাইতে ভাবিয়াছ মনে॥
পশ্চিমে উদিত যদি হয় দিবাকর।
বিচলিত হয় যদি অচল শিখর॥
পাবক শীতল হয়—জল হয় বহ্নি।
শৈল-শৃঙ্গে বিকশিত হয় কমলিনী॥
বিষ হয় যদি সুধা—সুধা হয় বিষ।
সপ্তার্ণব শোষি যায়—ভাঙ্গিয়ে কুলিশ॥
যমের বিষয় যদি দূর হয় জানি।
তথাপি হাসিয়া রাধা না দিব মেলানি॥
আগে মোর প্রাণ লও হইয়া নিঠুর।
তবে তুমি হরিষে যাইও মধুপুর॥"
এতেক কর্কশ বোলি চিন্তে মনে মন।
নম্র-ভাবে বোলে রাধা ধরিয়া চরণ॥ *

* * *

আপনে সকল জান তুমি অন্তর্যামী।
রাতুল চরণে কত নিবেদিমু আমি॥
দড় যদি মধু-পুরে যাইবা যদুরায়।
কেমতে বঞ্চিব রাধা—কহিবা উপায়॥

---

* এখানে দুইটী সকরুণ গীত ও কতকগুলি চমৎকার পয়ার আছে; বাহুল্য ভয়ে আমরা উহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। স

আপনে কহিলা দুই দিবসে আসিবা।
বরিষেকে আইস যদি তেমু লাগ পাইবা॥
পথ-নিরীক্ষণে আমি করিমু তোমা ধ্যান।
ইহার অধিক হইলে তেজিমু পরাণ॥
এই বোলি সুবদনী বিলাপিয়া কান্দে।
কর্ম্ম-দোষে আপনার বিধাতাকে নিন্দে॥
গোবিন্দ বোলেন "প্রিয়া শুন চন্দ্র-মুখী।
তোমার বিরহে এই বড় হৈলু দুখী॥
হাসিয়া না বোল যদি যাইতে মধুপুর।
রহিমু নিকটে তোমার-- যাউক অক্রূর॥"
তবে গুণবতী রাধা চিন্তে মনে মন।
বিরস হইলে প্রভু নিষ্ফল জীবন।
মৃদু-মৃদু-স্বরে বোলে "শুন যুবরাজ।
তুরিতে আসিও—মোর না করিও ব্যাজ॥"
এত শুনি যদু-পতি হরসিত-মন।
রাধিকার গলে ধরি দিলা আলিঙ্গন॥"

(৬৯৬৯—৭০৫৭ প°)

ভবানন্দ শ্রীরাধাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুসারে সুদীর্ঘ এক বৎসর কাল অতুলনীয় ধৈর্য্যের সহিতই প্রতীক্ষা করাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের কিছু আগে তিনি ব্রজ-গোপদিগকে স্বপ্নে দেখাইয়া ছিলেন যে তিনি প্রকৃত-পক্ষে নন্দ-যশোদার তনয় নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান এবং শ্রীরাধা তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মী বটে। বাসন্তী মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে ব্রজ-গোপদিগকে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ও হোরী-উৎসব করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের এই অতি সঙ্গত ও স্বাভাবিক কৌশলে রাধা-কৃষ্ণের লক্ষ্মী-নারায়ণত্ব সম্বন্ধ বিঘোষিত হওয়ায় শ্রীরাধাকে তাঁহার সুদীর্ঘ বিরহের বৎসর-টায় অসহ্য বিরহেও উহা সঙ্গোপনের বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের এই বিরহ যে নন্দ-যশোদার বিরহ-দুঃখ হইতেও অধিক অস্বাভাবিক ও অসহনীয়, ইহা বুঝিতে পারিয়া এ সময়ে তাঁহার শোকে দ্রবীভূত হয় নাই, গোকুলে বোধ হয় এরূপ পশু-পক্ষী বা তরু-লতাও বর্ত্তমান ছিল না। তাই ভবানন্দের কাব্যে শ্রীরাধার মাথুর বিরহ যেরূপ স্বাভাবিক ও সুন্দর-রূপে পরিস্ফুট ও বর্ণিত হইতে পারিয়াছে বৈষ্ণব-কবিদিগের পদাবলীতেও বোধ হয় সেরূপ হয় নাই। সত্য বটে, বৈষ্ণব-পদাবলীর শ্রীরাধার বিরহ বিলাপ প্রাণের সখীগণ ব্যতীত আর কাহারও নিকটে প্রকাশ্য নহে বলিয়া, তাঁহার শোকাবেগ অধিকতর তীব্র ও অসহনীয় হইয়াছে সুতরাং শক্তি-শালী বৈষ্ণব কবিদিগের বর্ণিত মাথুর-বিরহ করুণ-রসের প্রাবল্যে ও প্রাচুর্য্যে কাব্য-সংসারে, এক প্রকার অতুলনীয়; কিন্তু করুণ-বিপ্রলম্ভ-রসের সৃষ্টিতে ভবানন্দও অল্প কৃতিত্ব দেখান নাই। তাঁহার সুবিস্তৃত মাথুর-বিরহের বর্ণনায় বৈষ্ণব-কবি-সুলভ গীতি-কাব্যোচিত রস ভাবের উচ্ছ্বাস তো আছে-ই, যাহা বাঙ্গালার প্রাচীন কোন কাব্যে নাই—মহাকাব্যোচিত সেই রস ও ভাবের সংযত-গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্যও উহাতে চমৎকার পরিস্ফুট হইয়াছে। এখন আমরা মাথুর-বিরহের পরবর্ত্তী মিলনের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' শেষ-ভাগে খণ্ডিত বলিয়া, উহাতে কি প্রকারে মাথুর-বিরহান্তে মিলন বর্ণিত হইয়াছে, জানা যায় নাই। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই মিলনের দুই-টী ধারা দেখা যায়; প্রথমতঃ স্বপ্ন-

সম্মিলন, দ্বিতীয়তঃ ভাব-সম্মিলন। আমাদের সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত দুইটী স্বপ্ন-সম্মিলনের নূতন পদ সংগৃহীত হইয়াছে। উহা হইতে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

(শ্রীরাধার উক্তি)

"ভাবিতে ভাবিতে খিণ কলেবর
আবেশ হইল চিত।
নীল-অম্বর পড়িয়া শুইলুঁ
নয়নে আইল নিঁদ॥
সখি হে শুন লো সপন-কথা
নাগর আইল আমার মন্দিরে
ঘুচিল মনের বেথা॥

*　　*　　*

সেই সে নাগর আমারে তুষিতে
বসিল মন্দিরে মোর।
চণ্ডীদাস কহে স্বপ্নে পাল্যা নাগর
তোমার পিরিতের জোর॥

ইত্যাদি (অ° প° র° ১৮ পৃষ্ঠা)

বলা বাহুল্য যে, এরূপ স্বপ্ন-দর্শন বিরহিনীদিগের পক্ষে স্বাভাবিক বটে। কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহাদিগের বিরহের শান্তি ঘটে না। বরং স্বপ্নভঙ্গে জাগরিতা হইয়া যখন তাঁহারা প্রিয়তমকে নিকটে দেখিতে পান না, তখন বিদ্যুৎ—প্রকাশের পরবর্ত্তী মেঘান্ধকারের ন্যায় তাঁহাদিগের মনের অন্ধকারও আরো ঘণীভূত হইয়া উঠে। এ জন্যই মেঘদূতের বিরহী যক্ষ মেঘের দ্বারা প্রিয়াকে সংবাদ জানাইতেছেন,।—

"মামাকাশ-প্রণিহিত-ভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষ-হেতোঃ
লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্ন-সন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলী-দেবতানাং
মুক্তা-স্থূলাস্তরু-কিশলয়েষ্বশ্রু-লেশাঃ পতন্তি॥"

ভাব-সম্মিলনের পদে অবশ্য স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ বিরহের পরে এরূপ মিলনকে কবির গোঁজা-মিল ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রমণীবাবুর সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত* চণ্ডীদাস-ভণিতার আর একটা পদ দেখুন—

"নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলিল আসিয়া হৃদয় জান॥
যাহার যেমত পিরিতি গাঢ়া।
তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া॥
মথুরা হইতে এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি॥

* এই পদটা প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন সংগ্রহ পদামৃত-সমুদ্রে আছে। স°

আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥
কোলেতে করিলা নয়ান-জলে।
সেচন করিয়া কান্দিয়া বলে॥
আর দূর দেশ না যাবে তুমি।
মরিব তবে এ বারে আমি॥
এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কত জন কে করু লেখা॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াল ঘরে।
ধুমাকু বলিয়া যতন করে॥
তখন বুঝিয়া সময় পুন।
আওল যমুনা তাবক বন॥
রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সাতি॥"

পুনশ্চ—(শ্রীরাধার উক্তি)

"বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেত গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম কোরে॥
এখন কোকিলা করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয়-পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥"

চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত আর একটা ব্রজ-বুলীমিশ্র পদের প্রথমে আছে—

"শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলিল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস"

এই পদগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের কি না এবং এই পদগুলির মধ্যে ভাষা বা ভাবের ঐক্য আছে কি না, আমরা

এখানে সে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। ১ম ও ২য় পদটিতে যে মিলন বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ মথুরা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের আগমন বুঝা যাইতেছে। ইহার সহিত পুরাণ বিরোধ থাকিলেও, কবির কাব্যে তাহা বিশেষ দূষণীয় নহে বলিয়া, আমরা সে কথাও ধরিব না। আমরা এখানে শুধু ইহাই বলিব যে, যদি শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতেই গোকুলে শুভাগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাজা জরাসন্ধ কর্তৃক একবিংশতি বার আক্রমণের পর মথুরার ধ্বংস-সাধন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দ্বারকায় নূতন রাজধানী স্থাপন, রুক্মিণী প্রভৃতির পরিণয় ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নায়কতা প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি তখন পর্য্যন্ত অসম্পাদিত রহিয়াছে বলিয়াই জানা যায়। এ অবস্থায় তিনি তখন গোকুলে আসিয়া কত সময় ছিলেন এবং অন্ততঃ তাঁহার প্রিয়তমা শ্রীরাধার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়া গেলেন অর্থাৎ রাধা বাকি জীবনের জন্য আবার বিরহ-সাগরেই নিমজ্জিত হইলেন অথবা তিনিও মথুরায় নীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিষী-সমূহেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন, করিয়া থাকিলে মথুরা-লীলায় তাঁহার কোন উল্লেখ নাই কেন, এ সকল প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হইয়া থাকে। বলা আবশ্যক যে বাঙ্গালা পদাবলী-সাহিত্যে এ সকল সমস্যার কোনই সমাধান পাওয়া যায় না। এদিকে আবার পুরাণ-মূলক একটা প্রসিদ্ধ কিংবদন্তী আছে যে, শত বৎসরের অন্তে কুরুক্ষেত্রে একটা যজ্ঞ উপলক্ষে তথায় যশোদা, রাধা প্রভৃতির সহিত একবার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল উহার পূর্ব্বে বা পরে আর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। আমাদের উল্লিখিত "শতেক বরষ পরে" ইত্যাদি পদ এই কথারই পোষকতা করিতেছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালা পদাবলী-সাহিত্যে নানা কবি নানা ভাবে গোঁজা মিল দিয়া মিলনের দ্বারা পদ রচনা করিয়া থাকিলেও উহাতে সহৃদয় সুধী পাঠকের তৃপ্তি হয় না। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার 'ললিত-মাধব' নামক দ্বারকা-লীলাত্মক প্রসিদ্ধ নাটকে এক নূতন কল্পনার লীলা প্রদর্শন করিয়া, দ্বারকার রুক্মিণী ও সত্যভামা ব্রজের রাধা ও চন্দ্রাবলীরই পৃথক লীলা-দেহ, তাঁহাদিগের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা প্রভৃতি প্রথমে যোগ-মায়ার কৌশলে এ তত্ত্ব বুঝিতে না পারিলেও পরে ইহা বুঝিতে পারিয়া দ্বারকায় নব-বৃন্দাবনে আবার ব্রজ-লীলা-রসের আস্বাদন দ্বারা তাঁহাদিগের বিরহ-ক্লেশের অবসান করিয়াছেন, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সমস্যার এই সমাধান গোস্বামি-পাদের ন্যায় দার্শনিক কবির কৌশলময় কল্পনার পরিচায়ক হইলেও—ইহাও যে একটা গোঁজা-মিল মাত্র, তাহা বলা বাহুল্য। "গোবিন্দ-লীলামৃত"-কার সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী ও "কৃষ্ণভাবনামৃত"-কার শ্রেষ্ঠ কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-মহোদয় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অল্প-কাল-স্থায়ী প্রকট ব্রজ-লীলার সমস্ত প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের অনাদি ও অনন্ত-কাল-স্থায়ী অষ্ট-কালীয় নিত্য-লীলা অবলম্বনে যে উৎকৃষ্ট লীলা-কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, উহাতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণেকের জন্যেও অন্যত্র যান নাই--তাঁহার সহিত শ্রীরাধার ও মঞ্জরী-সখী-গণের অনাদি ও অনন্ত কাল ধরিয়া এই নিত্য—লীলা চলিতেছে। গোস্বামি-শাস্ত্রে রাগানুগ ভক্ত বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে সর্ব্বদা এই নিত্য-লীলার ধ্যান করাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন; তাঁহাদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এরূপ প্রকট ও অপ্রকট লীলাদ্বয়ের যুগপৎ সম্পাদন অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য মনে হইবে না। আমাদের বিবেচনা হয় যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকট ব্রজ-লীলার সেই গোঁজা-মিলের সম্মিলনে অসন্তুষ্ট বৈষ্ণব সাধক বা সহৃদয় পাঠকদিগের পক্ষে, এই নিত্য-লীলার অনুশীলন বা চিন্তাই মাথুর-বিরহের পরে কি হইল?—এই উৎকণ্ঠা নিবারণের এক-মাত্র সদুপায়; কেন না, আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলার পরিণতি যে বাল্মীকি বর্ণিত রাম-লীলার মতই বিষাদ-সিন্ধু-বিশেষ, উহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পূজ্য-পাদ বঙ্কিমচন্দ্রের মত অধিকাংশ যুক্তি-বাদী শিক্ষিত সমালোচকের মতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ব্রজ-লীলা কবির কল্পনা হইলেও, কাব্যের হিসাবে সহৃদয় পাঠকের নিকট উহার গুরুত্ব কম নহে। ব্রজ-লীলার পূর্ব্বোক্ত রূপ উপসংহার যে, কাব্য-রস-পিপাসুর মনে শান্তি-দান করিতে পারে নাই তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। পুরাণের ঘটনার সহিত উৎকৃষ্ট কবি কল্পনার সংযোগ সাধন সর্ব্বত্র সম্ভবপর নহে। এজন্যই ব্রজ-লীলার

শ্রেষ্ঠ-কাব্যোচিত উপসংহার কোন কাব্যেই লক্ষিত হয় না। যাহা হউক, আমাদের ভবানন্দ এই অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা সহৃদয় পাঠকগণই বিচার করিবেন; আমরা এখানে ভবানন্দের ভাষায়ই তাঁহার কাব্যের উপসংহারের সংক্ষেপে পরিচয় দিব।

বিষ্ণু-প্রিয়া লক্ষ্মী-দেবী ত্রেতা-যুগে সীতা-রূপে অসহনীয় ক্লেশ-ভোগ করিয়াছেন বলিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিতে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন নারায়ণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন—

"খেদ পরিহরি প্রিয়া চিত্ত কর স্থির।
লীন করি লৈমু তোমা আপন শরীর॥
তিলোত্তমা-রূপে মগ্ন হইব আমাত।
রাধা হেন নাম হৈব ভুবন-বিখ্যাত॥"

নারায়ণের এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যে আশ্বস্তা হইয়াই লক্ষ্মী তিলোত্তমা ওরফে শ্রীরাধা নামে বৃকভানু-পত্নী বিমলার উদরে জন্ম-গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব কিন্তু অল্প-কাল-স্থায়ী ব্রজ লীলার অবসানে কংস-বধ করার জন্যে মথুরায় যাওয়ার সময়ে যদিও বলিয়া যান যে, তিনি দুই চারি দিনের মধ্যেই মথুরার কার্য্য শেষ করিয়া ব্রজে প্রত্যাগমন করিবেন, কিন্তু অনিবার্য্য রাজ-কার্য্য হেতু তাঁহাকে মথুরায়ই কিছুকাল থাকিতে হয়। এই কিছু-কাল যে কত কাল, তাহা কোন গ্রন্থেই স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। পুরাণে আছে, মগধের দুর্দ্দান্ত রাজা জরাসন্ধ, তাঁহার জামাতা কংসের বধের প্রতিশোধ লওয়ার জন্যে ক্রমে একুশ বার মথুরা আক্রমণ করিয়া উহাকে ভস্মীভূত করিলে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরার প্রজাগণসহ গুজরাত প্রদেশে গমন করিয়া সমুদ্রতীরে দ্বারকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তৎকালের ক্ষত্রিয় প্রথা অনুসারে কতক সমাজ-নৈতিক ও কতক রাজ-নৈতিক প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া রুক্মিণী প্রভৃতি প্রধান অষ্ট-মহিষীর ও অন্যান্য বহুতর (পুরাণের মতে ষোল শত) রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। একুশ বার আক্রমণের পরে মথুরা-নগরী ভস্মীভূত করিতে বোধ হয় বহু বৎসরই গত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে সময়-সংক্ষেপ না করিলে কাব্য-রচনা চলে না বলিয়া, প্রায় সকল বৈষ্ণব-কবিই ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে এই সময়টার সংক্ষেপ করিয়াছেন। শ্রীরাধার ষট্-ঋতু কালোচিত বিরহ প্রভৃতি সবিস্তারে প্রদর্শিত করার জন্যে ভবানন্দ এই সময়টা যথেষ্ট সংক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের সপ্তদশ মাস অন্তে উদ্ধব কর্তৃক দ্বারকায় সমানীতা শ্রীরাধার সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলন বর্ণিত করিয়াছেন। অনেক সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশী বা বিদেশী কাব্যে এরূপ সময় সংক্ষেপের উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহা এরূপ স্থলে এক প্রকার অনিবার্য্য বলিয়া, অভিজ্ঞ পাঠক অবশ্যই ইহাকে কবির গুরুতর অপরাধ গণ্য করিবেন না। এই সপ্তদশ মাস সময়ের মধ্যে অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যময়ী দ্বারকা-পুরী নির্ম্মিত ও মথুরা-বাসিগণ কর্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট মহিষীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন আর এদিকে শ্রীরাধার প্রতিজ্ঞাত * সংবৎর-কালও গত হওয়ায় তাঁহার জীবন অরক্ষণীয় হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীরাধা বা তাঁহার শ্রীমতী সখী কেহই জানেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ তখন মথুরায় নাই, সুদূর দ্বারকায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। তাই শ্রীরাধাকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া শ্রীমতী কহিলেন—

---

* "আপনে কহিলা দুই দিবসে আসিবা।
বরিষেক আইস যদি তেমু লাগ পাইবা।
পথ-নিরীক্ষণে আমি করিমু তোমা ধ্যান।
ইহার অধিক হৈলে তেজিমু পরাণ।"
(৭০৪২—৭০৪৫ প)

"না কর বিলাপ সই—খাও মোর মাথা।
তোমার হিতের লাগি কহোঁ এক কথা
কিসের লাগিয়া প্রাণ তেজিবা সুন্দরী।
আনিমু গোবিন্দ মুই—যাইয়া মধুপুরী॥"

(৮১২২—৮১২৫ প°)

শ্রীরাধাও শোকাতিশয্য হেতু বলিয়া বসিলেন—

"শকুন্তলা ছাড়ি যবে দুষ্মন্ত রহিল।
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা শরণ করিল॥
তেন মতে আমার কার্য্যে হইবা গ্রহিল।
অবিলম্বে আন যাইয়া গোবিন্দ কুটিল॥
বিশেষে প্রতিজ্ঞা সই তোর ঠাঞি করি।
কালি সূর্য্য থাকিতে যদি না আইসে হরি॥
লাগিব আমার বধ তোমার উপর।
চলি যাও প্রাণ-সই বিলম্ব না কর॥"

সুতরাং এখানে আবার ভবানন্দকে বাধ্য হইয়া কাল-সংক্ষেপের মত দূরত্ব-সংক্ষেপও করিতে হইয়াছে। শ্রীমতী সখী গোকুলের বাহির হইয়াই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইযা,

"দণ্ডবৎ হৈয়া বোলে করযোড় করি।
"কত ক্ষণে পারিমু যাইতে মধুপুরী॥"
দ্বিজে বোলে—"লোকে আর মথুরা না রয়।
জরাসন্ধে পুড়িয়া করিল ভস্ম-চয়॥
প্রজাগণ লৈয়া হরি সমুদ্রে ভিতর।
করিছে নির্ম্মাণ তথা দ্বারকা নগর॥"

ব্রাহ্মণও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য দ্বারকায় যাইতেছিলেন; সুতরাং শ্রীমতীর ভাল সাথী জুটিল। আমরা কখনও হাঁটিয়া দ্বারকায় যাই নাই; সুতরাং গোকুল হইতে দ্বারকা কত দিনের পথ বলিতে পারিব না; কিন্তু ভবানন্দের কল্পনার-রথে চড়িয়াই বোধ হয় অবলা শ্রীমতী ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আধ-খানা পয়ারের পরিসরের মধ্যেই দ্বারকায় উপনীত হইলেন, যথা—

"এহি রূপে দুই জন গেলা দ্বারকাত।"

দ্বারকায় যাইতে নিশ্চিতই অধিক সময় লাগে নাই; কেন না, শ্রীমতী দ্বারকায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

"অশক্য প্রতিজ্ঞা করি মোকে পাঠাইছে নারী
ছায়া-কান্ত রহিতে না গেলে।"
দীন ভবানন্দে কহে "দৈবে রাধা জীবার নহে
জানিলু বধিবা দড় হেলে।"

(৮২০৫—৮২০৮ প°)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দ্বারকায় লইয়া আসার জন্যে উদ্ধবকে শ্রীমতীর সঙ্গে দিলেন। এবার উদ্ধবের সহিত

অবশ্যই রথে চড়িয়া যাইতেছেন, তবু গোকুলে পৌঁছিতে সেই এক দিন সময়ই লাগিল। এ জন্যই বলা হয়—"নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।" যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে রাজা জন্মেজয় হরিবংশের বক্তা ব্যাস-দেবের নিকট এক-টা নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

"শুন মুনি নিবেদন"—জন্মেজয় বোলে।
"কোন হেতু গোবিন্দ না আসিলা গোকুলে॥
মুনি বোলে "প্রসিদ্ধ যে আছয়ে ইহার।
স্বদেশে কাহ্নাই আর নাসিলা পুনর্ব্বার॥
ত্রিদশের অধিকারী দ্বারকা-ঈশ্বর।
গোকুলে আসিলে নন্দ-যশোদা-কোঙর॥
খণ্ডায়ে মহীর ভার—নাম মহীপাল।
বৃন্দাবনে আসিলে দেহুব বাখোয়াল॥"

(৮৩০৫—৯৩১২ প॰)

বলা বাহুল্য যে, ব্যাস-দেবের এই যুক্তি সঙ্গত হউক বা অসঙ্গত হউক, শত বৎসর অন্তে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যশোদা শ্রীরাধা প্রভৃতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এইমর্ম্ম-বিদারক লোক প্রসিদ্ধি ভবানন্দ॰ জ্ঞাত ছিলেন এবং তাঁহার কোমল কবি-হৃদয়ে সুমধুর ব্রজ-লীলার এরূপ উপসংহার নিতান্ত অনুপাদেয় ও বিসদৃশ প্রতীত হওয়ায়ই, তিনি অগত্যা কবি-কল্পনার সাহায্যে উহার একটা কাব্যোচিত উপসংহার প্রদর্শিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভবানন্দের এই পরিকল্পনা সর্ব্বাংশে মহা-কাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে এবং উহা দ্বারা শ্রীরাধার অতুলনীয় প্রেমেরও মর্য্যাদা রক্ষা পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা শ্রীরাধা—প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব-ত্যাগিনী শ্রীরাধা কি সত্যভামার মত সপত্নীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়া হওয়ার তুচ্ছ সৌভাগ্যের আশায় প্রাণধারণ করিতে পারেন? তাঁহার পক্ষে প্রিয়তমকে সাক্ষাতে দেখিতে দেখিতে প্রাণ-পরিত্যাগ করাও শত-গুণে শ্রেয়ঃ। যদি বিয়োগান্ত কাব্য করিতে নাই—এইরূপ সনাতন নিষেধ না থাকিত এবং পুরাণ-বিরোধ না ঘটিত, তাহা হইলে ভবানন্দও এখানে নব্য কবিদিগের ন্যায় বিয়োগান্ত করিয়াই তাঁহার কাব্য শেষ করিতে পারিতেন; শ্রীরাধা যোগ-বলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেই রাধা-চরিত্রের মাহাত্ম্য রক্ষার সহিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত; কিন্তু, এ ভাবে পুরাণ-বিরোধ ও রস শাস্ত্রের বিরোধ ঘটাইতে ভবানন্দের সাহসে কুলায় নাই। তিনি হর-গৌরীর দৃষ্টান্তে শ্রীরাধিকাকে মহাকাব্যোচিত অতি-প্রাকৃত ঘটনার সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লীন করিয়াই সকল দিক রক্ষা করিয়াছেন। এই ঘটনাকে ঠিক মিলনান্ত বলা যায় না, ঠিক বিয়োগান্তও বলা যায় না। ইহার মিলনে শ্রেষ্ঠ বিয়োগের অনন্ত তন্ময়তা ও ইহার বিয়োগে শ্রেষ্ঠ মিলনের অনন্ত ব্যাকুলতা রহিয়াছে। ব্রজ-লীলার ইহাই উপযুক্ত উপসংহার; ভবানন্দের এই মহীয়সী পরিকল্পনার তুলনা অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-কাব্যেও বিরল। ভবানন্দ যে ভাবে এই বিরহাত্মক মিলন বা মিলনাত্মক বিরহের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, উহাও তাঁহার অপূর্ব্ব পরিকল্পনার অনুপযুক্ত হয় নাই। আমরা উহার আংশিক বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া কাব্যের রস-ভঙ্গ করিব না। আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, পাঠক যদি অধীর হইয়া সমস্ত কাব্য খানা পাঠ নাও করিতে পারেন তাহা হইলেও ভবানন্দের এই মহাকাব্যের শেষ অংশের "শ্রীরাধার ভাবী বিরহ" শীর্ষক পালা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত অবশ্যই পড়িয়া দেখিবেন। বিপ্রলম্ভ-রসাত্মক প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে এ গুলির তুল্য উপাদেয় আর কিছু নাই, একথা বলিলেও আমাদের বিবেচনায় অত্যুক্তি হইবে না।

ভবানন্দের ব্যক্তিত্ব ও কবিত্ব

ভবানন্দের কাব্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অনেক প্রসিদ্ধ সংস্কৃতের ও বাংলার কবিরই পরিচয় মিলে নাই, সুতরাং ইহাতে বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া কোনও ফল নাই। কবিদিগের প্রকৃত পরিচয় তাঁহাদিগের কাব্য হইতেই পাওয়া যায়। ভবানন্দের কাব্য হইতেও সুধী-পাঠক তাঁহার চরিত্রের অনেক বিশেষত্বই অবগত হইতে পারিবেন। হরিবংশের পুথিগুলি, উহার ভাষা ও ব্যাকরণ, উহার ছন্দ ও উহার কথা-বস্তু হইতে আমরা কবির দেশ ও কাল সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস-যোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় যে সকল উপকরণ পাইয়াছি, এবং উহার সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গেই সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে সে আলোচনার পুনরুক্তি না করিয়া, আমরা কেবল সেই সিদ্ধান্ত গুলিরই পুনরুক্তি ও অনালোচিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

(১) হরিবংশের গ-পুথি খানির লিপি বাঙ্গালা ১০৯৬ সালের ২১শে আশ্বিন সমাপ্ত হইয়াছিল। গ-পুথি খানি প্রাপ্ত পুথি গুলির মধ্যে প্রাচীনতম হইলেও, উহাতে এরূপ বহুতর পরিবর্ত্তন ও সংযোজন পাওয়া গিয়াছে, যে উহার অন্যূন এক শত বৎসর পূর্ব্বে হরিবংশে কাব্য রচিত হইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া পারা যায় না।

(গ-পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য)

(২) গ-পুথির শেষে লিখিত আছে—

"শ্লোক ভাঙ্গিয়া রচিলেক পদ-বন্ধ।
শিবানন্দ-সুত অধম ভবানন্দ॥"

ঘ-পুথির শেষে আছে—

"মনোহর শ্লোক ভাঙ্গি রচি পদ-বন্ধে।
শিবানন্দ সুত অধম ভবানন্দে॥"

ছ-পুথির শেষে আছে—

"মনোহর শ্লোক বিস্তারিয়া পদ-বন্ধে।
শিবানন্দ-সুত কহে দীন ভবানন্দে॥"

ক পুথির অন্ত্য অংশ খণ্ডিত, খ-পুথির অন্ত্য পঙ্‌ক্তি 'শিবানন্দ-সুত' ইত্যাদি স্থলে পাঠ আছে—"লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে।" চ-পুথি ঘ-পুথি দৃষ্টে লিখিত বলিয়া, পাঠ ঘ-পুথিবৎ। খ, ঘ, চ ও ছ পুথি গুলিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রীরাধা লীন হওয়ার পরেই গ্রন্থের সমাপ্তি করা হইয়াছে। ক ও গ-পুথিতে অতঃপর তুলসীর উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত করা হইলেও গ-পুথির অন্ত্য শ্লোক ঘ, ছ-পুথিরই প্রায় অনুরূপ ; সকল গুলিতেই 'শিবানন্দ-সুত' পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ভবানন্দের পিতার নাম যে 'শিবানন্দ' ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 'ভবানন্দ'—নাম অনেকের পূর্ব্ব-পুরুষের বংশ তালিকায়ই পাওয়া যাইতে পারে। উহার কোন ভবানন্দ কবি ছিলেন অন্য প্রমাণাভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব, কিন্তু তাঁহার পিতার নাম জানায় আন্দাজ চারিশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আড়াই শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতি শতকে তিন পুরুষ ধরিয়া হিসাব করিয়া উর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ হইতে অষ্টম কি সপ্তম পুরুষের মধ্যে যদি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা কিংবা শ্রীহট্ট জিলার কোনও ব্রাহ্মণ বৈদ্য বা কায়স্থ বংশে শিবানন্দ-সুত ভবানন্দের খোঁজ মিলে, তাহা হইলে তিনিই যে শ্রেষ্ঠ কবি ভবানন্দ এরূপ অনুমান করিয়া চেষ্টা করিলে, কবির সম্বন্ধে আরও কোন কোন জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইতে পারে। সেজন্যই ভবিষ্যৎ গবেষণা-কারীদিগের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল।

(৩) হরিবংশের ভাষার ও রস-ভাবের আলোচনা দ্বারাও কাব্য খানা কৃষ্ণকীর্ত্তনের ও শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ব বঙ্গের পূর্ব্ব ময়মনসিংহ, কুমিল্লা বা পশ্চিম শ্রীহট্টে রচিত হওয়া অনুমিত হইয়াছে।

(৪) হরিবংশের কথা-বস্তুর আলোচনা দ্বারাও উহা শ্রীমহাপ্রভুর কিঞ্চিৎ পরে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতির সংস্কৃত রসগ্রন্থ ও কাব্যাদি সুদূর পূর্ব্ব বঙ্গে সুপ্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বেই উক্ত কাব্যখানা রচিত হইয়াছিল জানা গিয়াছে।

(৫) হরিবংশের উক্ত পুথিগুলিতে কুত্রাপি 'দীন ভবানন্দ' বা 'অধম ভবানন্দ' ব্যতীত 'দ্বিজ ভবানন্দ' ভণিতা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং 'বঙ্গ ভাষাও সাহিত্য' গ্রন্থের দুই তিন ছত্রের পরিচয়ের মধ্যে * হরিবংশ কার ভবানন্দকে যে 'দ্বিজ' ভবানন্দ বলা হইয়াছে, উহা আমরা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। ডাঃ সেন মহাশয় যদি কোনও স্থলে ভণিতায় 'দীন' শব্দের পরিবর্ত্তে দ্বিজ পাঠ পাইয়াও থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার পুথিখানা হরি-বংশের 'গ' 'ঘ' ও 'ক' পুথি হইতে আধুনিক ও অনুন্নত শ্রেণীর লোকের লেখা বলিয়া, ঐ পুথিগুলির বিরুদ্ধে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। ভবানন্দ বৈষ্ণব বলিয়াই বোধ হয় 'দ্বিজ' ইত্যাদি না লিখিয়া 'দীন' বা 'অধম' লিখিয়াছেন; কিন্তু তিনি পরবর্ত্তী প্রায় সকল বৈষ্ণব কবির মত কুত্রাপি 'দাস' ও লিখেন নাই। হরিবংশ পুথি খানা পূর্ব্বে 'পাঠক' অর্থাৎ কথকদিগের দ্বারা গীত হইত বলিয়াই অনুমান হয়। পুথির রচয়িতাও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং উৎকৃষ্ট গীতা-বেত্তা ছিলেন, তাহাও নিশ্চিত বুঝা যায়। এ অবস্থায় তিনি নিজে কথকতা ব্যবসায়ী একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া আমাদিগেরও ধারণা জন্মিয়াছে; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় আমরা ভবানন্দকে দ্বিজ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি নাই। ডাঃ সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের অন্যত্র পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে পালা রচনাকারিদিগের কয়েক জনের নামের মধ্যেও ভবানন্দের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার রচিত কোন কোন পালা তিনি দেখিয়াছেন, সেগুলির রচনাই বা কিরূপ, সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। ভবানন্দের হরি-বংশ কাব্যখানা সম্বন্ধে ও তিনি শুধু দ্বিজ ভবানন্দ কর্ত্তৃক অনুবাদিত, ইত্যাদি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কাব্য-খানির প্রথম দুই চারি পাতা পড়িলে উহাকে অনুবাদ বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে, কেন না, ভবানন্দের ২৮৩—২৮৬ পঙ্ক্তি গুলিতে আছে—

"সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্য-শ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবার বোলে দীন ভবানন্দে॥"

এই রূপ ভণিতা অনেক পালার শেষে বা মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু মনোযোগ করিয়া কিছু দূর পড়িয়া গেলে ব্রজে গোপের ঘরে লক্ষ্মীর রাধা-রূপে জন্মের বর্ণনা ও একটু পরেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সুবিস্তৃত প্রেম অবতারণা পড়িলেই বুঝা যায় যে, উহা লীলার সংস্কৃত হরিবংশের অনুবাদ হইতে পারে না, কেন না উহাতে শ্রীরাধার নাম গন্ধও নাই। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ভবানন্দের এইরূপ অসত্য বিবরণ পূর্ণ ভণিতা দেওয়ার কি কারণ আছে? আমাদিগকে এ বিষয়টার একটু বিশেষরূপে আলোচনা করিতে হইবে।

প্রথমতই বলা আবশ্যক যে, ভবানন্দ নিজে তাঁহার হরিবংশকে কুত্রাপি 'অনুবাদ' বলিয়া বলেন নাই। প্রাচীন-কালে অনুবাদ বলিলে কি বুঝা যাইত, অভিজ্ঞ পাঠক কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে কতিপয় সংস্কৃত শ্লোকের সুবিস্তৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ও রস-বিশ্লেষণেই উহার সুন্দর পরিচয় পাইয়াছেন। এখানে যে 'বাখান' শব্দটা প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা আরও বিরাট ব্যাপার। ভবানন্দ 'সঙ্ক্ষেপে' কথার ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন যে, ব্যাস-দেব তাঁহার

* 'হরিবংশ—দ্বিজ ভবানন্দ কর্ত্তৃক অনুবাদিত শ্লোক-সংখ্যা ৩১৮, লেখক শ্রীভাগ্যবন্ত ধুপী, হস্তলিপি (বাং ১১৯০ সন) ১৭৮৩ খৃঃ অব্দ' 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য'-৩য় সংস্করণ ৪৮৯ পৃষ্ঠা।

হরিবংশে শ্রীরাধা বা ব্রজ-লীলার কোনও প্রসঙ্গই করেন নাই। না করার কল্পিত কারণ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের নিষেধ; তিনি "হরিবংশের রহস্য কথন" শীর্ষকে উহা খুলিয়াই বলিয়াছেন; যথা—

"রাজা বোলে—"পূর্ব্বে তোমাত কৈলু নিবেদন।
ক্রমাগতে ভাগবত শুনিতে কারণ॥
কৃপা-যুক্ত হৈয়া প্রভু ভাবিলা আপনে।
আজ্ঞা করিলা কহিতে বৈশম্পায়নে॥
শুনিলু অশেষ পুণ্য নানা ধর্ম্ম-তত্ত্ব।
কেনে হরিবংশ তাঞি না কৈলা ই-মত॥
মুনি বোলে "শুন রাজা স্থির করি মন।
গুহ্য-অতিগুহ্য হরিবংশ বিবরণ॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র গীতা ভাগবত।
শিষ্য সকলেরে পঢ়াইলু নানা-মত॥
হরিবংশ শিষ্য সবে না জানে যে নিমিত্ত।
সেহি বিবরণ শুন হইয়া এক-চিত্ত॥
এক দিন শ্রীকৃষ্ণ আমার ঘরে আসি।
কহিলেন মোর ঠাঞি মৃদু মৃদু হাসি॥
রাধার আমার প্রেম বর্ণিছ আপনে।
এহি কার্য্য করিবা যেন অন্যে না বাখানে॥
একান্ত ভক্তিয়ে যদি শুনে কোন জনে।
তবে মোর প্রীত যদি বাখান আপনে" ইত্যাদি

(১৩৬৬—১৩৮৩ প°)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-লীলা গুহ্যাতিগুহ্য বলিয়া, শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত ব্যতীত অন্যের শ্রোতব্য নহে; এ জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিষেধে ব্যাস-দেব তাঁহার হরিবংশে সেই প্রেম-লীলা' বর্ণিত করেন নাই। সুতরাং বৈশম্পায়ন-কথিত হরিবংশে সেই লীলা না শুনিতে পাইয়া এবং পরে ব্যাস-দেবের নিজের মুখে সেই প্রেম-লীলা শ্রবণে সন্দেহান্বিত হইয়া জন্মেজয় কারণ জানিতে চাহিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্যাস-দেব যদি হরিবংশে সেই লীলা না বর্ণিয়া থাকেন, তাহা হইলে পরে সেই লীলা প্রচার হইল কি প্রকারে? একথার স্পষ্ট উত্তর কোন স্থানে পাওয়া না গেলেও ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, ব্যাস-দেবের প্রিয় শিষ্য ও প্রশিষ্য-পরম্পরা দ্বারা ঐ গুহ্য-বিবরণ ভক্ত সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অভিজ্ঞ পাঠক নিশ্চিতই জানেন যে, আমাদের দেশে প্রাচীন লোকাচারের সমর্থক কোনও শাস্ত্র-প্রমাণ না পাইলে উহার পোষকতার জন্যে "হোলাকা কর্ত্তব্যা" ইত্যাদির মত বিলুপ্ত শ্রুতি-বাক্য কল্পনা করিয়া, লোকাচার-সিদ্ধ "হোলী-উৎসব" প্রভৃতির শাস্ত্রীয়তা প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার উল্লেখ যখন ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতিতে আছে, তখন হরিবংশে উহা না থাকিলেও উহা হরিবংশের সম্মত এবং পূর্ব্বোক্ত কারণেই উহা হরিবংশে বর্ণিত হয় নাই—ইহাই শাস্ত্র-বিশ্বাসীর এক-মাত্র অনুমানের বিষয় আছে। যে ভাবেই হউক সেই রূপ একটা কিংবদন্তী বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ভবানন্দও উহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হেতু শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ব্রজ-লীলা হরিবংশ-সম্মত মনে করিয়া তাঁহার বর্ণিত সমস্ত লীলাটাই হরিবংশের 'বাখান' বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বিচিত্র 'বাখান'এর উপরে নির্ভর করিয়াই

আমাদিগের প্রায় সমস্ত দেব-দেবীর পূজা ও কাহিনী দ্বারা পূর্ণ লৌকিক হিন্দু-ধর্ম্মটা ক্রমশঃ পল্লবিত ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; উহাতে বিস্মিত হওয়ার কোনও কারণ নাই। ভবানন্দ হয়ত নিজের কল্পনায় কথা-বস্তুর কোনও পরিবর্ত্তন করেন নাই; তাঁহার সময়ে তিনি প্রাচীনদিগের মুখে ব্রজ-লীলার কাহিনীটা যেমন শুনিয়াছেন, উহাকেই কাব্যোচিত আকার দিয়া তাঁহার কাব্যে বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে লীন হওয়ার কাহিনীটার মূল যে কি ছিল, তাহা আমরা এখন কোন সংস্কৃত বা বাঙ্গালা গ্রন্থেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। হয়ত সেই কাহিনী কোন গ্রন্থে লিখিত হয় নাই; কিন্তু হর-গৌরীর কিংবা হরি-হরের এক-দেহ ধারণের পৌরাণিক বিবরণের দৃষ্টান্তে রাধা-কৃষ্ণেরও এক-দেহ ধারণের প্রায় সমানার্থক কৃষ্ণের অঙ্গে রাধার লীনতার আখ্যায়িকা উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। শেক্‌সপীয়র, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা অন্যের গ্রন্থ হইতে কাব্যের কথা-বস্তু এমন কি অনেক বিষয়ের বর্ণনা পর্য্যন্ত গ্রহণ করায়ও তাঁহাদিগের কবি-যশের কোন ক্ষতি হয় নাই। এ অবস্থায় ভবানন্দ যদি তাঁহার সময়ে প্রচলিত কোন কিংবদন্তী হইতে তাঁহার এই কাব্যের কোন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও হরিবংশের মত একাধারে একখানা গীতি কাব্য, কথা-কাব্য ও মহাকাব্য রচনা করার ন্যায্য কবি-যশ তাঁহারই প্রাপ্য বটে।

ভবানন্দ 'ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন বর্ণন,' শীর্ষকে হরিবংশের মত নারদীয় পুরাণে ও 'কৃষ্ণ-শোকে মধুকর পিকের প্রাণ-ত্যাগ' শীর্ষকে কৌষিক-পুরাণেরও দোহাই দিয়াছেন।* অধুনাপ্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপ-পুরাণের মধ্যে 'কৌষিক' পুরাণ নামে কোন পুরাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং ৭৭২৪—৭৯১৭ পঙ্‌ক্তিগুলির বর্ণিত 'মধুকর-নামক কোকিলের কাহিনী তিনি কোথায় পাইলেন জানা যায় নাই। বর্ত্তমানে বঙ্গবাসীর শাস্ত্র-প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক 'বৃহৎ নারদীয় পুরাণ' নামে সানুবাদ যে পুরাণ-খানা প্রকাশিত হইয়াছে উহাতেও শ্রীরাধার নামগন্ধ নাই। কিন্তু উহাতেও ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের একটা সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান আছে। শব্দকল্পদ্রুমে 'নারদীয় পুরাণ' হইতে ঐ পুরাণের বর্ণনীয় বিষয়ের যে বিবরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উপাখ্যান আছে। পূর্ব্বোক্ত 'বৃহৎ নারদীয়' পুরাণের বর্ণনীয় বিষয়ের বা শ্লোক-সংখ্যার সমতা নাই। শব্দকল্পদ্রুমের 'নারদীয় পুরাণ' হইতে বঙ্গবাসীর 'বৃহৎ নারদীয়' পুরাণের শ্লোক-সংখ্যা অনেক কম। এ সম্বন্ধে সম্পাদক তর্করত্ন মহাশয় কোনই আলোচনা করেন নাই। আমাদিগের নিতান্ত সন্দেহ জন্মিয়াছে যে বঙ্গবাসীর 'বৃহৎনারদীয় পুরাণ' অষ্টাদশ মহা-পুরাণের অন্তর্গত 'নারদীয় পুরাণ' নহে। উহার নামের আদিতে 'বৃহৎ' শব্দ-টাই উহার পরবর্ত্তিতার পরিচয় দিতেছে। 'বৃহৎ নারদীয়ে অধিক শ্লোক পাওয়া দূরে থাকুক উহাতে নারদীয়ের নির্দ্দিষ্ট শ্লোকের অপেক্ষাও অনেক কম শ্লোক আছে। ভরসা করি, পণ্ডিত-প্রবর তর্করত্ন মহাশয় বা অন্য কোন বিশেষজ্ঞ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সমস্যার সমাধান করিয়া আমাদিগের সন্দেহ-নিরসন করিবেন।

আমাদিগের এই আলোচনা আপাততঃ অপ্রাসঙ্গিক মনে হইলেও ইহা হইতে আমরা ভবানন্দের সম্বন্ধে একটা মূল্যবান তত্ত্ব জানিতে পারিতেছি। তিনি কেবল শাস্ত্র-বিশ্বাসী ছিলেন না, লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের বিশেষতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচলিত কিংবদন্তীও তিনি পুরাণাদির মতই বিশ্বাস করিতেন; তাই সংস্কৃত হরিবংশের শূন্য-ভিত্তির উপর নিজের ব্রজ-লীলার বিশাল সৌধের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াও একটু ভীত বা সন্দিহান হন নাই এবং সংক্ষিপ্ত হরিবংশের 'বাখান' নাম দিয়াই নিজের গ্রন্থখানা চালাইয়া দিয়াছেন। ভবানন্দ যে নিজে একজন দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহাও বেশ বুঝা গিয়াছে। অভিজ্ঞ পাঠক জানেন যে আমাদিগের সংস্কৃতের পুরাণ ও উপপুরাণগুলি বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ভাগবত, বিষ্ণু-পুরাণ, নারদীয়-পুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত প্রভৃতি বৈষ্ণব-পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব পুরাণে বিষ্ণুই শিব ও ব্রহ্মা অপেক্ষাও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তেমনি শৈব-পুরাণে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব ও শাক্ত-পুরাণে শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। শৈব বা শাক্তগণ

* হরিবংশের ২৬৮০—২৬৮৭ পঙ্‌ক্তি গুলি এবং ৭৮৮৫ পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য। সঃ

বৈষ্ণব-পুরাণের এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। ভবানন্দ কিন্তু বৈষ্ণব পুরাণের মত অনুসারে "ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উৎপত্তি বর্ণন" শীর্ষকে বিষ্ণুকেই শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেব গণ হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন; ইহা দ্বারাই ভবানন্দ নিজে দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন জানা যাইতেছে। বঙ্গ দেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ জাতির মধ্যে দীক্ষিত বৈষ্ণবের বংশ বিরল বটে; সুতরাং ভবানন্দের অজ্ঞাত বংশ বিবরণের খোঁজ করিতে গিয়া আমাদিগকে শুধু দীক্ষিত বৈষ্ণবদিগের প্রাচীন বংশাবলীর খোঁজ করিলেই চলিবে। তবে কোনও বিশেষ কারণে পরবর্ত্তী সময়ে কেহ কেহ পূর্ব্ব পুরুষের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, সে জন্য অনুসন্ধানকালে সতর্ক হইতে হইবে। বৈষ্ণব-বংশের লোক পরে শৈব বা শাক্ত হইয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল; কিন্তু শৈব বা শাক্ত বৈষ্ণব হইয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে বহু পাওয়া যাইবে; সুতরাং বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব বংশ ধরিয়া অনুসন্ধান চালাইলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক থাকিবে না বলিয়াই মনে হয়। যাঁহারা প্রাচীন পুথি সংগ্রহের জন্য পূর্ব্ব বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই এই অনুসন্ধানের কার্যটা ভাল চলিতে পারে। আমরা এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(৬) আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ডাঃ সেন মহাশয় ভবানন্দের রচিত পৌরাণিক উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহার কোন পরিচয় দেন নাই। ভবানন্দের হরিবংশের মধ্যে আমরা তাঁহার দুইটী প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যান পাইয়াছি।* উহার মধ্যে প্রথমটীর সহিত পুরাণের কোনও সম্বন্ধ দেখা যায় না; কিন্তু উহা ভবানন্দের কথা-কাব্য-কুশলতার ও বিদ্রূপ-নিপুণতার সুন্দর দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় উপাখ্যানটী পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। এই তুলসীর উপাখ্যান কোন কোন পুরাণে বর্ণিত থাকিলেও ভবানন্দের রচনায় যথেষ্ট বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। দানব-রাজ শঙ্খ দেবতার নিকট বর পাইয়াছিলেন যে তিনি স্বভাবতঃ যুদ্ধে অজেয় হইবেন, কিন্তু যে ব্যক্তির দ্বারা তাঁহার পত্নীর সতীত্ব নষ্ট হইবে, তৎকর্ত্তৃক তাঁহার বধ অবধারিত বটে। গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্রাক্ষ শঙ্খের অসাধারণ শৌর্য-বীর্য্যে প্রীত হইয়া, যখন তাঁহার বিদুষী ও অনুপম সুন্দরী কন্যা বৃন্দাদেবীকে শঙ্খের সহিত পরিণীতা করার প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তখন শঙ্খ বৃন্দাকে পরিণয় করার পূর্ব্বে তাঁহার চরিত্র-বল পরীক্ষা করার জন্য সুদর্শন ব্রাহ্মণ-যুবকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বৃন্দার অধ্যাপক নিষ্কলের গৃহে যাইয়া তিনিও বৃন্দার সম-শ্রেণীর 'পাঠক' অর্থাৎ পড়ুয়া রূপে অবস্থান করেন। তৎকালে রাজ-কন্যাকেও গুরু-গৃহে গিয়া পাঠাভ্যাস করিতে হইত; সুতরাং সমপাঠিনী বৃন্দার সহিত ছদ্ম-বেশী শঙ্খের আলাপ পরিচয় হইতে কোনও অসুবিধা হয় নাই। অতঃপর কি হইল, আমরা ভবানন্দের অপূর্ব্ব ভাষায়ই সংক্ষেপে উহার পরিচয় দিব—

"দূতের বচন শুনি ভাবে রাজা শঙ্খ।
তত্ত্ব না জানিলে হৈব পশ্চাতে কলঙ্ক॥
শঙ্খে বোলে "যাও চর শীঘ্র-গামী হৈয়া।
কহিও বৃন্দারে আমি করিমু যে বিয়া॥
প্রণাম করিয়া চরে গেলা শীঘ্র-গতি।
পরিণামে চিন্তে তবে শঙ্খ দৈত্য-পতি॥
কি মতে ইহার ভেদ জানিমু নিশ্চয়।
অসতী বা সতী কিছু না জানি নির্ণয়॥

---

* উপাখ্যান দুইটী হরিবংশের পরিশিষ্টের অন্তর্গত করা হইয়াছে। (বিষয় সূচীর শেষে প্রক্ষিপ্তের সূচী দ্রষ্টব্য)। সঃ

এহি ভাবি শঙ্খে ব্রাহ্মণ বেশ ধরি।
একেশ্বর চলি গেলা চিত্রাক্ষের পুরী ॥
নিষ্কলের স্থানে গেলা শাস্ত্র পঢ়িবার।
বৃন্দার ছাত্রেত গিয়া সঙ্গে মিলে তার ॥৮
দেখিয়া বৃন্দার রূপ অতি মনোহর।
মোহিত হইল শঙ্খ ফুটি কাম-শর ॥
মিথ্যা না হইব চরে কৈল যত কথা।
অভিপ্রায়ে জানিলা যে সতী পতিব্রতা ॥
এহি মতে শঙ্খেও পঢ়িল কথ দিন।
বৃন্দার সহিত প্রীত হৈল দৈবাধীন ॥
তবে এক দিন শঙ্খে বুঝিতে সতীত্ব।
হাসিতে হাসিতে বোলে বৃন্দার বিদিত ॥
"শুন শুন সুবদনি কর অবধান।
যদি কৃপা যুক্ত হৈছ মাগোঁ এক দান" ॥
অভিপ্রায়ে বৃন্দা তার মানস বুঝিয়া।
না কহিল কটু-বাক্য প্রীতের লাগিয়া ॥
মুখে মাত্র মিষ্ট কহে অন্তরেত দঢ়।
"আমি অকুমারী—লঙ্ঘিলে দোষ বড় ॥
বিবাহ হইলে তুমি আসিও মোর কাছে।
করিমু উচিত—তোমার মনে যত আছে ॥
দৈবে তুমি দ্বিজ-বর অতুল মহিমা।
অখনে আমার প্রতি মনে কর ক্ষেমা" ॥
শঙ্খে না পারিল সত্য করিবারে ভঙ্গ।
বিবাহ করিতে তান হৈল বড় রঙ্গ ॥
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া করিলা বিদায়।
বৃন্দারে সম্ভাষা করি নিজ পুরে যায় ॥
বৃন্দা বোলে "শুন দ্বিজ বচন আমার।
কোন দেশে বৈস তুমি কহ সমাচার" ॥
দ্বিজে বোলে "তুমি আমার না পূরিলা আশ।
শঙ্খ-অসুরের পুরে আমার নিবাস ॥
অবশ্য বিবাহ শঙ্খে করিব তোমারে।
প্রেম-ভাবে মনে মাত্র রাখিও আমারে" ॥
বৃন্দা বোলে "যাও দ্বিজ আপনার ঘর।
অবিলম্বে বিহা হৌক—দেহ এহি বর" ॥
প্রণাম করিয়া বৃন্দা দিলেক মেলানি।
হরষিতে নিজ-পুরে গেলা দৈত্য মণি ॥

চিত্রাঙ্কেরে সম্বাদ পাঠাইয়া দৈত্য-রাজ।
বিবাহ করিতে গেলা করি দিব্য সাজ ॥
বিভা করি বৃন্দারে আনিল নিজ দেশে।
মদন-মোহিত শঙ্খ বৃন্দার সুবেশে ॥
বৃন্দার সহিতে থাকে নিশি অন্ধকারে।
দিবাতে না দেয় দেখা সত্য বুঝিবারে ॥
এক দিন গেলা শঙ্খ মৃগয়ার ছলে।
সসৈন্যে করিলা সাজ চতুরঙ্গ-দলে ॥
সৈন্য সব পথে রাখি দ্বিজ-রূপ ধরি।
বৃন্দার দ্বারেত গেলা সঙ্গোপন করি ॥
দাসীর প্রমুখে কৈয়া জানাইল বৃন্দারে।
ছাত্রের পাঠক জানি আইলা দেখিবারে ॥
সেহি দ্বিজ দেখি বৃন্দা কৈল নমস্কার।
"কি কার্য্যে আসিছ দ্বিজ—কহ সমাচার" ॥
দ্বিজে বোলে—"বৃন্দা সত্য-বাদী নাম তোর।
সত্য করি কি জিজ্ঞাস আমার গোচর" ॥
দ্বিজের বচনে বৃন্দা চিন্তা-যুক্ত অতি।
কি বলিলে কি হইব—না বুঝে সুগতি ॥
ক্ষেণেক ভাবিয়া বোলে গন্ধর্ব্ব-কুমারী।
"বিধিয়ে নির্ম্মিছে আমা করি পর নারী ॥
দুই-মতে দোষ বড় শুন দ্বিজ-বর।
সতীত্ব করিলে ভঙ্গ পাতক বিস্তর ॥
কথার নিমিত্তে যদি মজিয়ে কলঙ্কে।
মারিব তোমারে—শুনি দুর্দ্ধরিষ শঙ্খে ॥
অপকর্ম্ম অপযশ রহিব সংসারে।
আত্মাতে ব্রহ্ম-বধ ঠেকিব প্রকারে ॥
যাও দ্বিজ—দেও বর কিবা দেও শাপ।
স্বামী বিনে সকল পুরুষ মোর বাপ ॥"
এই বোলি বৃন্দা অন্তঃপুরে গেলা চলি।
অত্যন্ত হরিষ-যুক্ত শঙ্খ মহাবলী ॥"

এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান হইতে আর উদ্ধৃত করার স্থান নাই; শুধু কবি-কল্পনার বলে ভবানন্দ কিরূপ স্বাভাবিক ও সুন্দর কাব্য-সৃষ্টি করিতে পারেন, পাঠক ইহা হইতেই উহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। আমরা প্রাচীন কি অপ্রাচীন, বাঙ্গালা কাব্যে-সাহিত্যে অল্প কথায় ইহা অপেক্ষা কাব্যোচিত ঘটনা সৃষ্টির কি চরিত্র পরিস্ফুট করার উৎকৃষ্টতর উদাহরণ দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। দুঃখের বিষয় যে, ভবানন্দের এই জাতীয় পৌরাণিক আখ্যায়িকা গুলির কোন বিবরণই পাওয়া যাইতেছে না। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার উল্লিখিত ভবানন্দের পৌরাণিক

উপাখ্যান গুলির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিলে ও সেগুলিকে যথাযোগ্য ভাবে প্রকাশিত করার ব্যবস্থা করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের আর একটা স্মরণীয় উপকার করা হইবে। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভবানন্দের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের আপাততঃ আর কিছু বলিবার নাই। এখন তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াই আমরা খালাস হইতে ইচ্ছা করি। সহৃদয় কাব্য-রসিক ব্যতীত সাধারণ পাঠককে ব্যাখ্যা করিয়াও কবিত্ব বুঝাইতে পারা যায় না; আবার কাব্য-রসজ্ঞের নিকট কবিত্বের ব্যাখ্যাও অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীত হয়। বিশেষতঃ কবিত্ব জিনিষটা ব্যাখা করিয়া বুঝাইবার উপযুক্ত জিনিষ নহে। যে কাব্যে কবিত্বের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে, উহা হইতে কবিতার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা বিশেষ। এরূপ স্থলে দৃষ্টান্ত-সংগ্রাহকের কতকটা প্রচলিত প্রবাদের "বাঁশ-বনে ডোম কাণা"'র মত অপ্রতিভ হওয়াই স্বাভাবিক। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অসুবিধা এই যে, সংস্কৃতের সুবিখ্যাত অমরু-শতক, আর্য্যা-সপ্তশতী প্রভৃতি, বাঙ্গালার কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট কবিতা ইত্যাদির মত 'মুক্তক' * কবিতা ব্যতীত কোন এক-খানা কাব্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উহার সাহায্যে সেই কাব্যের পরিচয় লইতে গেলে কবির প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়। ইংরেজীর Sonnet আধুনিক বাঙ্গালার চতুর্দ্দশ-পদী কবিতা বা গীত, প্রাচীন বাঙ্গালার ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীর ছুটা কবিতা, হিন্দীর তুলসীদাস কবীর, বিহারীলাল প্রভৃতির "দোহা" ও "ছন্দ" কিংবা নিদান পক্ষে বৈষ্ণব কবির পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখানো চলে; কিন্তু কালিদাসের রঘুবংশ, মেঘদূত বা শকুন্তলা অথবা শেক্‌স্‌পীয়রের হ্যামলেট ম্যাকবেথ ইত্যাদির দশ পাঁচ ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখানো চলে না। ঐরূপ করিলে উহার সৌন্দর্য্য বেশীর ভাগই নষ্ট হইয়া যায়। এ জন্যই আমাদিগের দেশের প্রাচীন পেশাদার কাব্য সমালোচক বা আলঙ্কারিকেরাও কেহ "Dodd's Beauties from Shakespeare" ইত্যাদির ন্যায় কবিত্বের নমুনা-বহি সঙ্কলিত করিয়া কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিদিগের কবিত্বের পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস পান নাই। আজ কাল এদেশেও বিলাসিতার প্রাবল্য হেতু এক শ্রেণীর পাঠক জন্মিয়াছেন, যাঁহারা কবির কাব্য-কুসুমোদ্যানে পরিভ্রমণের এবং সুন্দর ও সুগন্ধি পুষ্প-চয়নের ক্লেশ স্বীকার না করিয়া, গন্ধ-দ্রব্য-বিক্রেতার বিপণি হইতে সহজ-প্রাপ্য বেলা, চামেলী, ও গোলাবের দুই চারিবিন্দু আতরের গন্ধ লইয়াই কবিত্ব কুসুমের সাধ মিটাইতে চাহেন। এরূপ পল্লবগ্রাহী পাঠকদিগের তৃপ্তি বিধানের উপযোগী অনেক গীত বা বর্ণনা হরিবংশে থাকিলেও আমরা পূর্ব্বোক্ত কারণে, তাঁহাদিগের প্রীতি সাধন করিতে অসমর্থ। যাঁহারা সম্পূর্ণ কাব্য-খানা পাঠ করিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ তাঁহারা অল্পের মধ্যে ভবানন্দের কবিত্বের পরিচয় লইতে হইলে, শুধু হরিবংশের গীতগুলি পড়িবেন; যদি শতাধিক গীত পড়িবার অবসরও তাঁহাদিগের না ঘটে, তাহা হইলে অলঙ্কারের ও ধ্বনির উদাহরণে যে শ্লোক বা গীতাংশ গুলি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি এবং পরিশিষ্টের টীকায় রস ধ্বনি-পূর্ণ যে শ্লোক বা গীতাংশের তাৎপর্য্য ও রস-বিশ্লেষণ প্রদান করিয়াছি, কেবল সেই স্থলগুলি খুঁজিয়া লইয়া পড়িলেই কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে।

ভবানন্দের এই অপরিচিত কাব্য খানার সম্বন্ধে আমরাই প্রথমে আলোচনা করিয়াছি এবং উহার এই প্রথম সংস্করণ বঙ্গীয় পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। ভবানন্দের কাব্যখানার উপরে আমাদিগের একটা ভালবাসা জন্মিয়া গিয়াছে। আমরা স্বভাবতঃ উহার কবিত্বের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সঙ্কুচিত হইলেও সম্পাদকের কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাদিগকে হরিবংশের অনেক স্থান উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে এবং সংস্করণটী সাধারণ পাঠকের পক্ষেও যথাসম্ভব উপযোগী করিবার জন্যে আমাদিগকে পরিশিষ্টের টীকায় অনেক দুরূহ ও ধ্বনিপূর্ণ উৎকৃষ্ট শ্লোকের

---

* যে সকল কাব্য শ্লোকের বা ক্ষুদ্র কবিতার পূর্ব্বের বা পরের শ্লোকের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই,—অর্থাৎ যে কাব্য শ্লোক বা কবিতাগুলি নিজের মধ্যেই সীমা-বদ্ধ ও সম্পূর্ণ, সেগুলিকে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'মুক্তক', হিন্দীতে 'ফুটকর শ্লোক' বলা যয়ে। বাঙ্গালায় বোধ হয় উহাকে 'ছুটা কবিতা' বলা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা ও রস-বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে। এ রূপ স্থলে প্রসঙ্গ প্রাপ্ত কবির কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া পারা যায় না বলিয়াই আমরা অনেক স্থলেই ভবানন্দের কাব্যের উচ্চ-প্রশংসা-সূচক অনেক মন্তব্য ও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এ অবস্থায় হরিবংশের কবিত্বের সমালোচনা আমরা না করিয়া, নিরপেক্ষ কোন যোগ্যতর ব্যক্তি উহার সমালোচনা করিলেই সঙ্গত হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ হরিবংশ কাব্যখানি এ যাবৎ অপ্রকাশিত থাকায় উহার গুণগ্রাহিতারও যথেষ্ট অভাবই লক্ষিত হইতেছে। সহৃদয় কৃতী সমালোচক ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'হরিবংশ' নামের সাদৃশ্যে উহাকে অনুবাদ বলিয়া অগ্রাহ্য না করিয়া, যদি কাব্য খানার কিয়দংশ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এখন উহার অপূর্ব্ব কবিত্ব ও উপাদেয়তা বুঝাইবার জন্য নিশ্চিতই বেগ পাইতে হইত না। ইহার বহু পূর্ব্বেই এই কাব্যখানা প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে উহার যথা-যোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিত। কিন্তু দৈবের প্রতিকূলতায় ভবানন্দের এই অপূর্ব্ব কাব্য-খানা অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছে। আমরা এ জন্য ডাঃ সেন মহাশয়কে অনুযোগ দেই না। তিনি রুগ্ন শরীর লইয়া প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের যথার্থ পরিচয় দেওয়ার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, উহা অদ্ভুত ও অসাধারণ। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করার জন্যও উপযুক্ত লোক যুটে নাই। তিনি তাঁহার গ্রন্থে যে সকল পুথির উল্লেখ করিয়াছেন অমানুষিক শক্তি না থাকিলে সেই সমস্ত পুথি রীতিমত পড়িয়া উহাদের বিবরণ দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। অন্যের সহায়তা লইতে হইলেই এরূপ গোলযোগ অনিবার্য্য। যে সাহায্যকারী হরিবংশ পুথিখানার শ্লোক-সংখ্যা গণিয়া দিয়াছেন, তিনি আর একটু সতর্ক ও অভিজ্ঞ হইলে পুথি-খানার বিশেষত্ব সেন মহাশয়কে জ্ঞাত করাইতে কখনও অসমর্থ হইতেন না এবং তাঁহার গ্রন্থেরও ত্রুটি থাকিয়া যাইত না। আজ-কাল বাংলা সাহিত্যের বি, এ ও এম্-এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুই এক জন ছাড়া বাংলা সাহিত্যে উপাধি-প্রাপ্ত স্নাতক-গণকে সেন মহাশয়ের দৃষ্টান্তের অনুসরণে তাঁহার অনালোচিত বা অসম্পূর্ণ ভাবে আলোচিত বহু উৎকৃষ্ট প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থের বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের স্মরণীয় উপকারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সেবার প্রকৃষ্ট যশোলাভের জন্যও তেমন যত্নবান্ দেখা যাইতেছে না।

আমরা এখন সঙ্ক্ষেপে ভবানন্দের কবিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই ভূমিকার উপসংহার করিব।

(১) আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভবানন্দের 'হরিবংশ' 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন'ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রায় মাঝা মাঝি সময়ের বটে। এ জন্যেই উহাতে মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুন্নত বাস্তবতা নাই; আবার সে জন্যেই উহাতে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদাবলীর অতিরিক্ত আধ্যাত্মিকতাও দেখা যায় না। এই আধ্যাত্মিকতার কথা ছাড়িয়া শুধু কাব্য-রসের হিসাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে মুকুন্দরামের কাব্যের ন্যায় ভবানন্দের কাব্যেও প্রেম, অভিমান, বিদ্রূপ ইত্যাদি মানবীয় রস ও ভাবের যে উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক চিত্র ফুটিয়াছে উহা কোন রূপেই বৈষ্ণব-কবির উৎকৃষ্ট পদাবলীর সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের, অসাধারণ প্রভাবেই ভবানন্দ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবিদিগের নিকট ঋণী না হইলেও তাঁহার কোন কোন গীতের সহিত বৈষ্ণব-কবির পদের চমৎকার সাদৃশ্য দেখা যায়। আমরা এখানে দুইটী বিশিষ্ট উদাহরণ প্রদর্শিত করিব।

শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক বৈষ্ণব-কবি রামানন্দ বসুর 'রসালস' বা 'কুঞ্জ-ভঙ্গ' বিষয়ক একটি পদ, যথা,—

"প্রাণ-নাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিন্দূর॥

যতনে পরাহ মোরে নিজ-আভরণ।
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিম-লোচন ॥
তোমার পীত-বাস আমারে দাও পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলায়া কবরী ॥
তোমার গলের বন-মালা দাও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কৈয় সুধাইলে গোকুলে ॥
বসু রামানন্দে ভণে এমন পিরিতি।
ব্যাঘ্র-হরিণে যেন তোমার বসতি ॥"

(সা° প°, প° ক° ত° ৬৫৯ পদ)

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মেমারী রেল-ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী কুলীন গ্রামে প্রসিদ্ধ বসু-বংশে রামানন্দের জন্ম। ইনি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের প্রসিদ্ধ কবি গুণ-রাজ খান্ ওরফে মালাধর বসুর পৌত্র। ইঁহার উদ্ধৃত পদের সহিত ভবানন্দের একই বিষয়ের নিম্ন লিখিত পদের তুলনা করুন—

"শ্যাম বন্ধু কালা রে রতন।
কেমতে যাইমু ঘরে উদিত তপন ॥
কাকে করে কলরব কুহরে কোকিল।
মনুষ্যে দেখিলে যাইব জাতি কুল-শীল ॥
দিনকর উদিত যামিনী-অবশেষ।
আমারে সাজাইয়া কর তোমার সমবেশ ॥
পরিমল গন্ধ দিয়া অঙ্গ কর কালা।
আমার গলায় দেহ তোমার নব-গুঞ্জার মালা ॥
তোমার অম্বর পীত মোরে দেহ পৈহ্রি।
আমার হাতে দেহ তোমার মোহন মুরারি ॥
কবরী খসাঞা বন্ধু বান্ধিয়া দেহ চূড়া।
দোমুতী গাঁথিয়া দেহ মুকুতার ছড়া ॥
মউরের পুচ্ছ বন্ধু দেও তছু পরে।
ই রূপ দেখিলে লোকে না পুছিব মোরে ॥
তোমার সমান বেশ সাজাইয়া মোরে দেহ।
প্রেম-সখা হেন কৈমু জিজ্ঞাসিলে কেহ ॥
বিলম্ব উচিত নহে —শুন প্রাণ-বন্ধু।
ঘরে চলি যাও বোলে দীন ভবানন্দ ॥"

(৪৯৫৫—৪৯৭২ প°)

উভয় পদের সাদৃশ্য স্পষ্ট, কিন্তু তাই বলিয়া একটী অন্যটীর অনুকরণ বলা যায় কি? এই গীত-টী হরিবংশের সকল পুথিতেই আছে; 'খসাঞা' ও 'তছু' শব্দ-দ্বয় ভবানন্দের হরিবংশে অন্যত্র ও পাওয়া গিয়াছে। ভাবের মধ্যেও এমন কিছুই নাই যাহা সুদূরবর্ত্তী দুই-জন কবির মনে স্বাধীনভাবে উদিত না হইতে পারে। যদি ভাবের মধ্যে অদ্ভুত কিছু থাকে, তাহা হইলে রামানন্দের 'ব্যাঘ্র হরিণে যেন তোমার বসতি' এই বাক্যেই তাহা আছে।

অনুকরণ করিবার সুযোগ ঘটিয়া থাকিলে ভবানন্দের পক্ষে এ কথাটা ছাড়িয়া দেওয়ার কোনই কারণ ছিল না। তাঁহার সোয়া শত গীতের মধ্যে আর কুত্রাপি এত সাদৃশ্য নাই। বৈষ্ণব-কবির ভাব ও ভাষার অনুকরণ করিলে তিনি এত অল্পেই ছাড়িবেন কেন? রামানন্দ বসু তেমন প্রসিদ্ধ কবি নহেন, তাঁহার রচিত পদের সংখ্যা পশ্চিম-বঙ্গেও খুব কম। এই বসু রামানন্দ যে, মহাপ্রভুর সম-সাময়িক সেই বসু রামানন্দ তাহারও কোনই প্রমাণ নাই। তর্ক-স্থলে তাঁহাকে সেই রামানন্দ স্বীকার করিলেও বহু-সংখ্যক প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণব-পদ ভবানন্দের অপরিচিত থাকা সত্ত্বে—এই অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ পদটা তাঁহার নিকট সুপরিচিত হওয়ার কি কারণ আছে? বলা বাহুল্য যে, এই প্রশ্ন গুলির কোনও সঙ্গত উত্তর মিলে না; সুতরাং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "ঐ বুঝি বাঁশী বাজে। বন মাঝে কি মন মাঝে?"—সুপ্রসিদ্ধ গীতের একটা অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ কলির সহিত একজন প্রাচীন বৈষ্ণব কবির—

"সেই বন কতই দূর।
বন-পথ কভু দেখি নাই গো॥ ধ্রু॥
আমি রাজার মেয়ে রাজার ঝি।
বন-পথ কভু দেখেছি!
যে বনে শ্যাম বাজায় বাঁশী।
মনে বোলে দেখে আসি॥
তোরা বলিস বাঁশী বনে বাজে।
বাঁশী বাজে আমার হৃদয় মাঝে॥" (অ° প° র° ১৯১ পৃষ্ঠা)

পদের সাদৃশ্য কি আরও বিস্ময়-জনক নহে। তা বলিয়া কি কেহ বলিতে পারেন যে, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বৈষ্ণব-পদ হইতেই এই ভাব-টা পাইয়াছেন? আমরা আমাদের প্রায় চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় হলপ করিয়া বলিতে পারি যে অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীর' উদ্ধৃত পদ-টা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব পদ; আমরা এ পর্য্যন্ত কোন কীর্ত্তন-গায়কের নিকট এ ভাবের কথা শুনি নাই। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উদ্ধৃত পদ বা উহার সদৃশ কোন পদ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। ইহার পরেও যদি কেহ বলিতে চাহেন যে, ভবানন্দের ঐ পদ রামানন্দের পদের অনুকরণ আমরা তর্ক-স্থলে সে কথা মানিয়া লইয়া শুধু ইহাই বলিব যে, যিনি ব্রজলীলা বিষয়ে সোয়া শত গীত রচনা করিয়া উহার মধ্যে ১২৪ টী গীতের কুত্রাপি কোনও বৈষ্ণব-কবির সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অনুকরণ করার জন্য অপরাধী হন নাই, তিনি যদি একটি পদের আংশিক অনুকরণ করিয়া আদর্শ-পদটী হইতেও সম্পূর্ণ ও সুন্দর একটা রসালসের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন সে জন্য রসজ্ঞের নিকট তাঁহার কবি-যশের কোনও ক্ষতি হইবে না।

এবার শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের একটা আত্ম-নিবেদন বিষয়ের সুপ্রসিদ্ধ পদ দেখুন——

"ওহে নাথ কি দিব তোমারে। ধ্রু।
কি দিব কি দিব বলি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণ-নাথ মোরে দিল বিধি॥
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার।
জ্ঞানদাস কহে ধনি সবে এই সার॥"

পদ-টা পদকল্পতরুর সংগ্রহে নাই। 'পদরত্নাকর' পুথিতে আছে ; রমণী মল্লিকের 'জ্ঞানদাস' গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। ভবানন্দেরও একটা 'আত্ম-নিবেদন' গীত দেখুন—

"তোর লাগি বেড়াই নাথ তোর লাগি বেড়াই।
তুমি বিনে অন্য জানি—তোমার দোহাই ॥ধ্রু
দেখিলে সে রহে প্রাণ না দেখি মরিমু।
তুমি বিনে না লয় মনে কি বুদ্ধি করিমু ॥
তুমি বহি প্রাণ-নাথ নাহি কেহ আর।
তোমাকে তোমায় দিতে কি যাবে আমার ॥
তোর বাণে মন হালে বিরলে কহিছি।
তোমার তোমারে দিয়া তোমার হইছি ॥
সকল তেজিয়া হইলু তোমার অধীন।
রাধা পদে ছায়া মাগে ভবানন্দ দীন ॥"

(৪২৬৬—৪২৭৫ প°)

ভবানন্দের এই গীতের সহিত জ্ঞানদাসের-পদের ভাব-সাদৃশ্য অতি চমৎকার। জ্ঞানদাস যে এই পদের ভাব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৈষ্ণব-কবির নিকট পাইয়াছেন তাহার প্রমাণাভাব। ভবানন্দ জ্ঞানদাসের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলেও সম-সাময়িক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, সুতরাং ভবানন্দের পক্ষেও এই পদের অনুকরণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। জ্ঞানদাসের এই উৎকৃষ্ট পদটা প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃত-সমুদ্রে" বা প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহ-কার ও কীর্ত্তনগায়ক বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরুতে নাই ; কিন্তু পরবর্ত্তী সংগ্রহ পদ-রত্নাকরে আছে। এ অবস্থায় পদ-টা জ্ঞানদাসের না হইয়া পরবর্ত্তী কোন পদ-কর্ত্তার রচিত ও ভুলে জ্ঞানদাসের নামে প্রচারিত হওয়াই অধিক সম্ভব বটে। প্রকৃত তথ্য যাহাই হউক না কেন, ভবানন্দ যে ইহা কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব-কবির নিকট প্রান নাই, ইহাই নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভাবের সাদৃশ্য যেমন স্পষ্ট, ভাবের বৈষম্যও ততোধিক স্পষ্ট। জ্ঞানদাসের পদে আধ্যাত্মিকতার প্রাচুর্য্যে পদ-টা অনেক পরিমাণে হেঁয়ালীর মত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার—'তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার'—বাক্যের সরল ও সহজ অর্থ এই যে, রাধা ও কৃষ্ণ উভয় উভয়কে নিজ নিজ সর্ব্বস্ব স্বেচ্ছায় উপহার দিয়া বসিয়াছেন। ইহার পরে আবার 'তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার' এই বাক্যটা তেমন সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু ভবানন্দের গীতের 'তুমি বহি প্রাণ-নাথ "ইত্যাদি কলির তাৎপর্য্য অতিশয় স্পষ্ট ও সুন্দর। তুমি বিনা যখন আমার প্রাণের অধিকারী অন্য কেহই নাই এ অবস্থায় তোমার প্রাপ্য প্রাণ তোমাকে দিতে আমার কি ক্ষতি আছে ?

ক্ষতি যে নাই, বরং একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া রাধা তাহাই করিয়াছেন, পরবর্ত্তী 'তোমার তোমারে দিয়া তোমার হইছি' এই সকল অপূর্ব্ব বাক্যে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। পরে এরূপ একটা স্বীকার-সূচক দৃঢ় উক্তি না থাকিলে, 'তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার ?' প্রশ্ন-বোধক বক্র-উক্তি দ্বারা দাত্রীর দানে উৎসাহ ও আনন্দ না বুঝাইয়া বরং অনুৎসাহ ও অনিচ্ছাই আশঙ্কিত হইতে পারে ; কেন না, 'তুমি সে আমার' ইত্যাদি পূর্ব্ব-বর্ত্তী চরণের তাৎপর্য্য দ্বারা পরের চরণের বর্ণিত আত্মদানের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট বুঝা যায় না। যাহা হউক, জ্ঞানদাসের ভণিতা-যুক্ত পদে আধ্যাত্মিকতার প্রাচুর্য্য আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি। এ জন্যেই বোধ হয় পদ-টী অধিক দুর্ব্বোধ্য ও পরকীয়া-নায়িকার পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, সেইরূপ বাস্তব-ভাব-সম্পদে কিছু হীন মনে হয়। ভবানন্দের গীতের "তুমি বিনে অন্য জানি তোমার দোহাই' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রীরাধা

বহু-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে স্বাভাবিক সন্দেহ হেতু তাঁহার নিকট নিজের অনন্ত-পরতা জানাইয়া, পরকীয়া নায়িকার পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা ও তন্ময়তা যেরূপ সুন্দর-ভাবে ব্যঞ্জিত করিয়াছেন, জ্ঞানদাসের পদে সেরূপ ভাব-বৈচিত্র্য দেখা যায় না। সুতরাং কবিত্বের হিসাবে আমরা ভবানন্দের গীতকে অনেক শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। তিনি যদি জ্ঞানদাসের নিকটেও মূল ভাব-টা পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি কবিত্বে এখানে জ্ঞানদাসকে অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছেন, ইহা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আমাদিগের কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেহই কাহার নিকট ঋণী নহেন। মূল ভাবটা এতই সুন্দর ও স্বাভাবিক যে প্রেম-লীলার প্রকৃত শক্তি-শালী কবির মনে এ ভাবটা কোন না কোন রূপে উদিত না হইয়া পারে না। মূল অধ্যাত্মিক ভাবটা দুই জনের মনেই স্বাভাবিক রূপে স্ফূরিত হইয়াছে, কিন্তু দুই-জন কবি উহাকে দুই-টী বিভিন্ন রকমে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

(২) দ্বিতীয় কথা, বাঙ্গালার সার্ব্বভৌমিক আদর্শ রাঢ়-দেশের ভাষা বলিয়াই হউক, কিংবা কীর্ত্তন-গায়কদিগের দ্বারা বহুকাল হইতে পরিমার্জ্জিত হইয়াছে বলিয়াই হউক, ভবানন্দের পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রাদেশিক ভাষা হইতে বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা অনেক মার্জ্জিত, মধুর ও সর্ব্বজনপ্রিয় বটে। সুতরাং আধ্যাত্মিকতাব মত ভাষার সৌষ্ঠবও বৈষ্ণব পদাবলীতেই অধিক লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব কবিদিগের প্রবর্ত্তিত 'ব্রজ-বুলী' ভাষার মত সুমধুর ও ললিত-ভাব-প্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত ভাষা সংসারে অল্পই আছে।

(৩) ভবানন্দের কাব্যের গীতগুলি বাস্তব-ভাব-সম্পদে বৈষ্ণব-পদাবলী হইতে হীন নহে; বরং অনেক স্থলেই উহার সমকক্ষ এবং কচিৎ কোনও স্থলে উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়। শুধু এই গীতের জন্যই ভবানন্দ চির স্মরণীয় হওয়ার যোগ্য।

(৪) বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে বৃন্দাবনের শোভা ও ঋতু-বৈচিত্র্যের বর্ণনা অতুলনীয়। ভবানন্দ বা মুকুন্দরাম এ বিষয়ে বৈষ্ণব কবির নিকটেও যাইতে পারেন নাই। কিন্তু ঘটনা-বহুল কথা-কাব্যের রচনায় বৈষ্ণব-কবিরা মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, এমন কি ভবানন্দ হইতেও অনেক কম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এ বিষয়ে পদ-কর্ত্তাগণের অপেক্ষা শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রণেতা গুণ-রাজ খাঁকে আমরা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতে সাধারণ ঘটনা-বর্ণনে বেশ নিপুণতা থাকিলেও, উহাতে কাব্য-কথার অপ্রাচুর্য্য হেতু তুলনায় আনা সঙ্গত মনে করি না। পক্ষান্তরে লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলে ঘটনা-বর্ণনের পারিপাট্য অপেক্ষা গীতি-কাব্যোচিত গুণই অধিক লক্ষিত হয়। জীবন-চরিত-লেখকের কবিত্বের উচ্ছ্বাসে তাঁহার গ্রন্থের ঐতিহাসিকতার যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে; তথাপি মনে হয় যে লোচনদাস তাঁহার তীক্ষ্ণ-কবি-কল্পনার বলে নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দাম্পত্যজীবনের যে অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন উহাই প্রেমিক শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গে প্রকৃত চিত্র বটে। বৃন্দাবন দাস বা কৃষ্ণদাস আধ্যাত্মিকতার প্রাচুর্য্যে গৌরাঙ্গ দেবকে অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত কঠোর করিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ কঠোরতা প্রেমিক ভক্তের প্রাণে বড় বাজে। সেজন্যই মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের ন্যায় অনেক প্রেমিক বৈষ্ণব ভক্ত, লোচন দাসের মত সন্ন্যাসী চৈতন্য অপেক্ষা গৌরাঙ্গ-নাগরের প্রতিই অধিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমাদিগের মতে ইহাও ভুল। গৌরাঙ্গ-নাগর ও সন্ন্যাসী চৈতন্য উভয়ই সমান সত্য বটে। গৌরাঙ্গের গার্হস্থ্য জীবন বিশেষতঃ দাম্পত্য-জীবন এত মধুর না হইলে, তাঁহার সন্ন্যাস কোনরূপেই এত মহৎ হইতে পারিত না।

(৫) বৈষ্ণব কবির পদাবলী গীতি-কাব্যের উৎকৃষ্ট আদর্শ। বৈষ্ণব কবিরা কেহই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ব্রজ-লীলা অবলম্বনে মহাকাব্য রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ সংস্কৃতের স্বাধীন অনুবাদ "রামায়ণ" ও "মহাভারত" ব্যতীত প্রাচীন বাঙ্গালার প্রকৃত মহাকাব্য রচিত হয় নাই—এরূপ বলিলে অসঙ্গত হইবে

না। বেহুলা ও লক্ষীন্দরের করুণ-রসাত্মক কাহিনীতে মহাকাব্যের উপযুক্ত অনেক বিষয় থাকিলেও পদ্ম পুরাণের কবিরা কেহই সেই কাহিনী লইয়া মহাকাব্য গড়িয়া যাইতে পারেন নাই। মুকুন্দরাম নিজে শক্তিশালী প্রথম শ্রেণীর কবি হইলেও তাঁহার দেশ, কাল ও কাব্যের বিষয় মহাকাব্যের অনুপযোগী বলিয়া তাঁহার কাব্য-খানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য হইয়াছে, ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের এই সমীচীন মন্তব্য আমরাও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। ভবানন্দেরও দেশ ও কাল বিশেষ উন্নত ছিল না, কিন্তু তাঁহার কাব্যের বিষয় সমাজের বাস্তবচিত্র নহে; উহা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মহীয়ান্ দেব চরিত্র বটে। প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিরা যে জন্যই হউক, শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-পূর্ণ চরিত্র অপেক্ষা তাঁহার মাধুর্য্য-পূর্ণ ব্রজ-লীলার প্রতি অনুরক্ত বলিয়া যদিও তাঁহারা, কবিবর নবীন চন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের ন্যায় 'উনবিংশতি-শতাব্দীর মহাভারত' গড়িতে পারেন নাই এবং ভবানন্দের কাব্যেও আমরা শ্রীকৃষ্ণের শুধু ব্রজ-লীলারই বিস্তার দেখিতে পাই, কিন্তু তিনি উহাতে যে ভাবে মহাকাব্যোচিত ঘটনার অবতারণা করিয়া উহাকে একখানা অপূর্ব্ব মহাকাব্যে পরিণত করিয়াছেন, তাহাতে কাব্যখানা যে অনেক উচায় উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকমাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। ভবানন্দের লোক চরিত্র-জ্ঞান ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি প্রশংসনীয়; কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে বাস্তব লোকচরিত্র যে পরিমাণ আছে, হরিবংশে উহা না থাকায় তিনি বাস্তব লোক-চরিত্রের বর্ণনায় মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের মত কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই; কিন্তু শ্রীরাধার শাশুড়ী, ননদ ও সখী প্রভৃতির কাল্পনিক চরিত্রচিত্রণে তিনি অপূর্ব্ব দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। যৌবনে স্বৈরিণী, বার্দ্ধক্যে কর্ত্তব্য-হীনা ও বধূ-নির্য্যাতন-কারিণী, ভয়াতুরা ও লুব্ধা শ্রীরাধার শাশুড়ী বুড়ীর যে চিত্র হরিবংশে অঙ্কিত হইয়াছে, উহা প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে অতুলনীয়। পৌরাণিক ব্রজ নাগর শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র নব্য উন্নত-রুচি অনুসারে উপাদেয় করিয়া চিত্রিত করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার; কিন্তু উহাতেও ভবানন্দ অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক সফল হইয়াছেন। তাঁহার চিত্রিত শ্রীকৃষ্ণ কিশোর-বয়স্ক হইলেও সুবিবেচক, প্রেমিক ও তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম অনুসারে কর্ত্তব্য-পরায়ণ বটে। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ত্রি-সীমায়ও আসিতে পারেন না। ভবানন্দের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ চরিত্র শ্রীরাধা। তাঁহার রাধার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারেন, এরূপ রাধা অদ্যাপি বাঙ্গালা-সাহিত্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই, আমরা এই কথা না বলিয়া পারিলাম না।

(৬) গীতি-কাব্য-রচয়িতা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবিদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে, প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে যে, মুকুন্দরাম ও ভবানন্দ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ গণ্য হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মুকুন্দরাম ও ভবানন্দের মধ্যে তুলনায় কে শ্রেষ্ঠ কবি তাহা বলা সহজ নহে। ইহাদিগের কাব্যের বিষয় এরূপ বিভিন্ন যে প্রকৃতপক্ষে উভয়ের কাব্যের তুলনা করাই অসম্ভব মনে হয়। তবে কবিত্ব-শক্তির বিচার করিলে বোধ হয়, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও লোক-চরিত্র-জ্ঞানে মুকুন্দরামকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হইবে। কিন্তু কবিকল্পনায় ও শ্রেষ্ঠ কাব্যোচিত অপূর্ব্ব রস-ভাবের সৃষ্টিতে আমাদিগের বিবেচনায় ভবানন্দের স্থান মুকুন্দরামেরও উপরে দিতে হইবে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব ভাষা ব্যতীত তাঁহার কাব্যের রস ও ভাবের বিশেষ প্রশংসা করেন নাই। আমরাও পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি যে, ভারতচন্দ্র প্রেম, ভক্তি, ও বাৎসল্য, করুণা প্রভৃতি উন্নত মনোবৃত্তির অঙ্কনে তেমন নিপুণ ছিলেন না; কিন্তু বাস্তব ঘটনা ও অনুন্নত লোক-চরিত্রের অঙ্কনে এবং বিদ্রূপ-কুশলতায় প্রাচীন-সাহিত্যে তিনি অতুলনীয়। তাঁহার নিজস্ব বিষয়ের উৎকৃষ্ট বর্ণনায় মার্জ্জিত, মধুর ও উপযুক্ত ভাষার প্রয়োগে আজ পর্য্যন্তও তাঁহাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারেন নাই। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভবানন্দের কাব্য-খানা যাহাতে সহজে আলোচ্য হইতে পারে, সে জন্য আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তি-অনুসারে যত্ন ও চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। উহা দ্বারা এই অপরিচিত কাব্য-খানা সাহিত্য-প্রিয় পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত হওয়ার পক্ষে যদি অল্প-মাত্রও সাহায্য হয়, তাহা হইলেই আমাদিগের শ্রম সফল হইবে।

সম্পাদক

সাঙ্কেতিক অক্ষর

অ॰ প॰ র॰		অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী
অপ॰	...	অপভ্রংশ
আ॰	...	আরবী
.ক	...	আরবী-ফারসী ق অক্ষর
.খ	...	" خ "
.জ	..	" ز "
তৎ পু	...	তৎপুরুষ সমাস
তু॰, তুল॰	...	তুলনীয়
দ্রঃ	...	দ্রষ্টব্য
প॰	...	(ভূমিকায়) পঙ্‌ক্তি
পঃ	...	(শব্দ-সূচীতে) পরিশিষ্ট
প॰ ক॰ ত॰	...	পদকল্পতরু (সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ)
প্রা॰	...	প্রাকৃত
প্রা॰ স॰	...	প্রাকৃত হইতে কল্পিত সংস্কৃত
ফা॰	...	ফারসী
বা॰	...	বাঙ্গালা
বা॰ শ॰ কো॰	...	বাঙ্গালা শব্দ-কোষ
মৈ॰	...	মৈথিলী
ব্‌	...	সংস্কৃত ও হিন্দী-মৈথিলীর 'অন্তঃস্থ-ব' আরবী-ফারসীর و অক্ষর
স॰	...	সংস্কৃত
স্ত্রী॰	...	স্ত্রী-লিঙ্গে
হি॰	...	হিন্দী

হরি-বংশ

—•:—:—•—

[মঙ্গলাচরণ]

প্রণমহুঁ[১] নারায়ণ ব্রহ্ম নৈরাকার।
সত রজ তম তিন নির্লেপ বিস্তার[২] ॥
ব্রহ্মা-মহেশ্বরে যার মায়া নাহি বুঝে।
কপিল লোমশ ব্যাসে যার পদাম্বুজে[৩] ॥ *
নারদ পহ্লাদ আর সনক[৪] শুকদেবে। (৫)
উর্দ্ধ-পদে অনুক্ষণ[৫] যার পদ সেবে ॥
হেন হরি নিরঞ্জন বন্দি[৬] নিজ[৭]-অংশ।
সংক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥

[জন্মেজয়ের হরিবংশ-জিজ্ঞাসা]

ভারত ভূমিতে রাজা নামে জন্মেজয়।
পরীক্ষিৎ-ঔরসে জন্ম সারদা-তনয় ॥ (১০)
শৃঙ্গী[৮] মুনির শাপে রাজা হৈল ভগ্নবৎ[৯]।
ক্রমাগতে শুনিলেক গীতা ভাগবত[১০] ॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র যতেক কাহিনী।
জন্মেজয় স্থানে কহিলেক ব্যাস মুনি ॥
শুনিয়া হরিন রাজা বোলে পুনর্ব্বার। (১৫)
প্রণতি-পূর্ব্বক কবি মাগে পরিহার ॥
"চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র কহিলা মহামুনি। *
বিস্তারিয়া হরিবংশ কহ চাই শুনি[১১] ॥
ই বড় বিস্ময় লাগি[১২] জিজ্ঞাসিয়ে তোমা।
কৃষ্ণ-অঙ্গে লীন কেনে হৈলা তিলোত্তমা ॥ (২০)
রুক্মিণী জাম্ববতী মিত্রবিন্দা ভদ্রা বামা।
নাগ্নজিতী[১৩] লক্ষণা কালিন্দী সত্যভামা ॥
অপরে যতেক আর কৃষ্ণের রমণী।
সমাকে এড়িয়া[১৪] কেনে নৈলা[১৫] গোয়ালিনী[১৬] ॥
এই বড় বিস্ময় মুনি হইল আমার। (২৫)
বিস্তারিয়া কহ হরিবংশ-সমাচার ॥"
নৃপতির ভক্তিয়ে[১৭] সন্তোষ[১৮] তপোধন।
কহিতে লাগিল তবে পূর্ব্ব[১৯] বিবরণ ॥

---

(১) 'প্রণমে' ঘ; 'প্রণমহু' ছ; খ-পুথিতে প্রথম আঠারটী শ্লোক (৩৬ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত অংশ) খণ্ডিত। ২। 'নির্লেপ বিস্তার' স্থলে 'গুণে বিস্তার' গ, 'গুণে প্রতিকার' ছ। (৩) 'পদাম্বুজে' ঘ, 'পদব্রজে' গ, 'পদ ভজে' ছ (৪) 'আর সনক' স্থলে ক-পুথি খণ্ডিত, 'ধ্রুব মুনি' গ, 'সনক' ঘ, 'আর সনক' ছ। (৫) 'উর্দ্ধপদে অনুক্ষণ' স্থলে 'উদ্ধব আদি যোগী সবে' গ, ঘ-পুথি খণ্ডিত। (৬) 'বন্দো' ঘ। (৭) 'বিষ্ণু' ক। (৮) সকল পুথিতেই 'শৃঙ্গ' অশুদ্ধ পাঠ আছে। (৯) 'ভগবত' ক, ঘ-পুথি খণ্ডিত, 'জর্জ্জরিত' গ, 'ভগ্নবত' ছ। (১০) 'ক্রমাগতে শুনিল গীতা ভাগবত নিত' গ; ঘ-পুথি খণ্ডিত
[* চিহ্নিত পঙ্‌ক্তি বা শ্লোকের টীকা আছে, তাহা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।]

(১১) 'বিস্তারিয়া হরিবংশ (ক)হ কিছু শুনি' ঘ; 'বিস্তারিয়া এবে হরিবংশ কহ শুনি।' গ। (১২) 'মুনি' ক, ঘ, 'প্রভু' ছ। (১৩) সকল পুথিতেই অশুদ্ধ 'নগ্নজিত' পাঠ আছে। (১৪) 'তেজিয়া' ক, ঘ, ছ; (১৫) 'অঙ্গে' ক, গ। 'লইয়া ঘ, ছ। (১৬) 'গোপিনী' ছ। (১৭) 'ভক্তিভাবে' ক, ঘ। (১৮) 'ব্যাস' ক, ঘ। (১৯) 'যত' ক, ঘ।

[শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অবতারের প্রয়োজন]

"শুন রাজা জন্মেজয় চন্দ্রবংশ-মুনি।
স্মরণ করিছ ভাল পুরাণ-কাহিনী ॥ (৩০)
সুধা-ধার ইতিহাস[১] ভাগবত-অংশ।
অত্যন্ত গুহ্য[২] পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
এক-চিত্তে শুচি হৈয়া শুন নরেশ্বর।
হরির গুণানুবাক্য[৩] কাব্য মনোহর ॥
ব্রহ্মা আদি দেবে যদি করিল স্তবন। (৩৫)
দানব অসুর দুষ্ট নাশের কারণ ॥
অনুমতি দিলা[৪] হরি—"জন্মিব মর্ত্ত্যেত।
বসুদেব-ঔরসে দৈবকী-উদরেত ॥
সংহারিব দুষ্ট জন শুন দেবগণ।
অবিলম্বে নিজ স্থানে করহ গমন ॥" (৪০)
প্রণমিয়া দেবগণ গেলা নিজ স্থান।
কমলা সারদাতে[৫] জিজ্ঞাসে ভগবান্ ॥
"দেবের কার্য্যের হেতু[৬] যাইমু[৭] মহীত।
কেমতে[৮] যাইবা তুমি[৯] আমার সহিত ॥
যত বিদ্যাধরী মর্ত্ত্যে[১০] জন্মিবা সকল। (৪৫)
গোপ ঘরে জন্মি আমা সেবিবা নিরন্তর[১১] ॥"
লক্ষ্মী সরস্বতী তবে গোবিন্দ-চরণে।
প্রণতিপূর্ব্বক করি কহিলা তখনে ॥
"বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু যাইবা পৃথিবীত।
নিজ-রূপে আমি-দুই যাইমু সহিত ॥" ※ (৫০)
বাণী কমলার বাক্য শুনি নারায়ণ।
কিঞ্চিত হাসিয়া কহে মধুর বচন[১২] ॥

"গর্ভ-বাস করিলে সে হয়[১৩] অবতার।
বিনে গর্ভবাসে জন্ম নাহিক তোমার ॥"
কমলায় বোলে "প্রভু শুন দামোদর। (৫৫)
গর্ভবাস-দুঃখ আমি সহিতে দুষ্কর[১৪] ॥
ভৃগুর ঘরেত আমি জন্মিলু যে দিন।
গর্ভবাস-দুঃখ তাতে পাইলু প্রবীণ[১৫] ॥
সেই দুঃখে তপ করি পূজিলু তোমারে।
গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু ক্ষেমিবা আমারে ॥ (৬০)
ইন্দ্রেত সমর্পি যবে রাখিলা আপনে। ※
ব্রহ্মশাপ[১৬] শাপিল[১৭] দুর্ব্বাসা তপোধনে ॥
পুনর্ব্বার জন্মিলু সমুদ্রে করি বাস[১৮]।
সিন্ধু-মথনে জন্মি আইলু তোমার পাশ ॥
ত্রেতা[১৯] যুগেত প্রভু বধিলা রাবণ। (৬৫)
সূর্য্য-বংশে জন্ম দশরথের নন্দন ॥
যেমতে জন্মিলু আমি শুন তাক কহি।
অযোনি-সম্ভবা কন্যা মাও হৈলা মহী ॥
গর্ভবাস-মহাক্লেশ না সহে কদাচিত।
সঙ্কুচিত করি যাইতে তোমার সহিত[২০] ॥ (৭০)
রাম-রূপে জন্মি তুমি রাবণ বধিলা।
সীতা-রূপ হৈলু মুই তুমি বিহা কৈলা ॥
রাজা হৈবা করি প্রভু কৈলা অধিবাস।
কেকৈর সত্যের লাগি গেলা বন-বাস ॥
তোমার সহিতে আমি প্রবেশিলু বনে। (৭৫)
শূন্য গৃহ পাইয়া হরি নিল দশাননে ॥
সিন্ধু বান্ধি তাকে বধি[২১] উদ্ধারিলা আমা।
আনলে দহিলা আমা[২২] না করিলা ক্ষেমা ॥

---

(১) 'ইতিহাস্ত' ঘ। (২) 'বিমল' ক, ঘ। (৩) 'যথেক গুণ' ক, ঘ। (৪) 'কৈল' ক, ঘ। (৫) 'সারদা কমলাক' ঘ, 'কমলা সারদারে' ক। (৬) 'কার্য্যের হেতু' স্থলে 'স্তুতিএ আমি' ক, ঘ। (৭) 'জন্মিব' ক, ঘ। (৮) 'কোন রূপে' ক, ঘ। (৯) 'তোরা' গ, ঘ, (১০) 'মঞ্চে' ঘ। (১১) 'গোপ' ইত্যাদির স্থলে 'রাজগৃহে জন্মাইয়া করিব সাফল' ক, ঘ। (১২) 'কহে' ইত্যাদির স্থলে 'হরি বুলিলা বচন' ঘ।

(১৩) 'সে হয়' স্থলে 'করিব' ঘ। (১৪) 'গর্ভ-বাস' ইত্যাদি স্থলে 'গর্ভবাস ক্লেশ আমি না পাইছি বর' ঘ। (১৫) "ভৃগুর" ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (১৬) 'ব্রহ্মশাপে' ক, ঘ। (১৭) 'নাশিল' ক, ঘ। (১৮) 'পুনর্ব্বার জন্ম আর নাহি গর্ভবাস' ক, ঘ। (১৯) 'দ্বাপর' গ, 'ত্রিতিয়' ঘ। (২০) 'সঙ্কোচ কহিতে যে প্রভু যাইতে সহিত' ঘ। (২১) 'মারি' ঘ। (২২) 'তমু' ঘ।

সত্যের কারণে আমা[১] রাখিল আনন্দে।
পরিত্রাণ পাইলু আপনার পুণ্য-ফলে ॥ (৮০)
গৃহ-বাসে কত[২] দিন বাঞ্চিলাম[৩] দেশে।
সসত্ত্বে থাকিতে আমা দিলা বন-বাসে ॥
দুই পুত্র প্রসবিলু সেই তপোবনে।
সবংশে বিনাশ হৈলা ছাওয়ালের রণে ॥
বাল্মীক মুনির তরে[৪] পাইলা পরিত্রাণ। (৮৫)
পুত্র সনে আমাকে আনিলা নিজস্থান ॥
পরীক্ষা লইতে[৫] পুনি দিলা[৬] সম্মতি[৭]।
পৃথিবী লভিলা আমা[৮] দেখিয়া দুর্গতি ॥
সেই তুমি নিদারুণ কঠিন-হৃদয়।
তোমার সহিতে যাইতে মোর লাগে ভয় ॥ (৯০)
আপনে চলিয়া যাও সারদাকে লৈয়া।
যথা-তথা থাকি[৯] আমি একাকিনী হৈয়া ॥
এত অপমান আমি সহিতে না পারি।
তোমার সহিতে না যাইমু মধুপুরী ॥"
লক্ষ্মীর বচন শুনি কহে[১০] নারায়ণ। (৯৫)
"তুমি-দুই বিনে আমার নাহিক জীবন[১১]॥
তুমি-দুই বিনে প্রিয়া[১২] কে আছে আমার।
হেন দুষ্ট বাক্য প্রিয়া না বোলিহ আর ॥
তিলেক না দেখি যদি তুমি দুই-জন।
সকল সংসার ব্যর্থ অসার জীবন ॥ (১০০)
হেন বাক্য প্রিয়া যদি কহ আর বার[১৩]।
না যাইমু পৃথিবীত[১৪] না খণ্ডাইমু[১৫] ভার ॥

সীতা-রূপে তুমি[১৬] যে পাইছ অপমান।
সবিশেষ কহি শুন[১৭] হৈয়া সাবধান ॥
সনক মুনির শাপে জয়-বিজয়[১৮]। (১০৫)
দৈত্য-যোনি পাইলেক ভূমি ভারময়[১৯] ॥
হিরণ্য কশিপু[২০] নাম হইল বিখ্যাত।
ঘৃষ্টি-রূপে[২১] প্রথমে কশিপু কৈলু পাত[২২] ॥
তবে হিরণ্য[২৩] হৈল অতুল-মহত্ত্ব[২৪]।
প্রহ্লাদ-তনয় তার আমা-পদে ভক্ত[২৫] ॥ (১১০)
আমাতে একান্ত ভক্ত বৈষ্ণব-চরিত্র।
তার গুণে মুনি সব হইলা পবিত্র ॥
নীতি-ধর্ম্ম যত-ইতি হয় রাজ-কাজ।
শিখাইল পিতা না করয়ে যুবরাজ ॥
কুপিত হইলা রাজা না করিলা দয়া। (১১৫)
মারিতে চাহিল ক্রোধচিত্ত তাকে হৈয়া ॥
মত্ত গজ দিয়া তাকে করিল তাড়ন।
নিস্তার পাইল তাতে আমার কারণ ॥
মারিতে যতন তাকে করিল বিস্তর।
কোন মতে মৃত্যু তার নহে নরেশ্বর ॥ (১২০)
হস্তে পদে বান্ধি তাকে ফালাইল সাগরে।
তথাপি না হৈল মৃত্যু ভক্তি-অনুসারে ॥

---

(১) 'মোকে' ঘ। (২) 'কথ' ক, ঘ। (৩) 'আছিলাম' ঘ। (৪) 'কাজে' ঘ। (৫) 'দিবার' গ। (৬) 'চাই' গ। (৭) 'সম্প্রতি' গ। (৮) 'পৃথিবী' ইত্যাদি স্থলে 'জননী হরিল মোরে' ঘ। (৯) 'যাইব' ঘ। (১০) 'হাসে' ঘ। (১১) 'তুমি' ইত্যাদি স্থলে 'কিঞ্চিৎ হাসিয়া হরি বলিলা বচন' ক, ঘ। (১২) 'তুমি' ইত্যাদি স্থলে 'তুমি সরস্বতী বিনে' ক, খ, ঘ। (১৩) 'হেন দুষ্ট' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় ঘ পুথিতে নাই। (১৪) 'পৃথ্বীত' গ। (১৫) 'খণ্ডিব' ঘ।

(১৬) 'জন্মিয়া' ঘ। (১৭) 'সবিশেষ' ইত্যাদি স্থলে 'বিবেচিয়া কহি প্রিয়া' ক, খ, 'সে সকল শুন প্রিয়া' ঘ। (১৮) 'জন্মজয়' ঘ, চ। (১৯) 'ভূমি' ইত্যাদি স্থলে 'মহা ভারথয়' ঘ, চ, 'ভূমি ভারতয়' ক, খ। (২০) সকলগুলি পুথিতেই এই পাঠ আছে, কিন্তু ইহা পুরাণ-সম্মত নহে; জয় ও বিজয় ভ্রাতৃ-দ্বয় জন্মান্তরে কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে যমজ-রূপে জাত হইয়া যথাক্রমে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ রূপে খ্যাত হইয়াছিল এবং তাহারা যথাক্রমে নৃসিংহ-রূপী ও বরাহ-রূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল—ইহাই পৌরাণিক আখ্যায়িকা। (২১) 'মুষ্টিঘাতে' গ। (২২) 'ঘৃষ্টিরূপে' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির স্থলে "নরসিংহ রূপে তার করিলাম নিপাত" ঘ। (২৩) প্রকৃত পাঠ হইবে 'হিরণ্যকশিপু'। (২৪) 'বিক্রম' ক। (২৫) 'আমা' ইত্যাদি স্থলে 'বৈষ্ণব উত্তম'।

অগ্নি-কুণ্ড করি তাকে দহিল সাক্ষাত।
মরণ না দেখি কোপে জ্বলে নরনাথ॥
তর্জ্জন করিয়া রাজা গেল তার পাশ। (১২৫)
উচ্চস্বরে বোলে "কিবা জপ" মতি নাশ॥
কুল-ধর্ম্ম পরিহরি কুমতি করিয়া।
কিবা জপ' কিবা ভাব' কহ বিস্তারিয়া" ॥
হাসিয়া পহ্লাদে বোলে "শুন দৈত্য-মণি।
শ্রীমধুসূদন বিনে আন নাহি জানি॥ (১৩০)
সর্ব্বভূতময় হরি জীবের জীবন।
তান নাম গুণ আমি জপি অনুক্ষণ॥
কমল দলেত যেন সলিল-বঞ্চন।
তেমত জানহ বাপ জীবন-যৌবন॥
সংসারের সার জান শ্রীমধুসূদন। (১৩৫)
ভব-সিন্ধু পার হৈতে নাহি অন্য জন॥"
তবে হিরণ্য বোলে "শুন পাপ-মতি।
কোন স্থানে বৈসে তোর সেই নিজ-পতি॥"
হাসিয়া পহ্লাদে বোলে জনকের স্থান।
"সর্ব্বত্রেত আছে প্রভু দেব ভগবান॥" (১৪০)
দৈত্যে বোলে "পাষাণ এই অত্যন্ত প্রবীণ।
ইহাতে নি আছে তোর সেই বুদ্ধি হীন॥"
পহ্লাদে বোলয়ে "তান সর্ব্বত্রে বসতি।
পাষাণ-অন্তর্গত আছে সেই লক্ষ্মী-পতি॥"
পুত্রের বচনে রাজা করি বড় দম্ভ[১]। (১৫০)
খড়্গ দিয়া কাটিলেক পাষাণের স্তম্ভ॥
তবে নরসিংহ-রূপ ধরিলু সত্বর।
নখে বিদারিলু সেই দুষ্ট-কলেবর॥

সেই নাদে ব্রাহ্মণীর গর্ভ-পাত হৈল।
ক্রোধ করি দারুণ শাপ দ্বিজ-নাথে দিল॥ (১৬০)
"মোর পুত্র নাশ কৈলে ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি।
আর জন্মে হৈও তুমি আপনা বিস্মৃতি॥"
এই হেতু রাম-রূপে হৈল হীন-জ্ঞান।
না জানিয়া তোমা আমি দিল অপমান॥
হিরণ্য কশিপু হৈলা রাবণ কুম্ভকর্ণ। (১৬৫)
রাম-রূপে মারি আমি কৈল বড় কর্ম্ম॥
সেই দুই হৈলা দন্তবক্র শিশুপাল।
পৃথিবীত জন্মি তাকে মারিমু সকাল॥
তুমি দুই সঙ্গে গেলে মারিমু নিশ্চয়।
তিন জন্মে মুক্ত হৈব জয় বিজয়॥ (১৭০)

[কমলার নিকট শ্রীহরির প্রতিজ্ঞা]

খেদ পরিহরি প্রিয়া চিত্ত কর স্থির।
লীন করি লৈমু তোমা আপন শরীর[২]॥
তিলোত্তমা-রূপে মগ্ন হইবা আমাত
রাধা হেন নাম হৈব ভুবন-বিখ্যাত॥
এক কলা জন্মিবেক বিদর্ভের ঘরে। (১৭৫)
কাম-দেব জন্ম হৈব তাহান উদরে॥"*
কমলায়ে বোলে "প্রভু শুন হৃষীকেশ।
কাম-দেবের জন্ম-কথা কহ সবিশেষ॥

---

(১) পুত্রের বচনে ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয়ের স্থলে ঘ ও চ পুথির পাঠ, যথা—

"পুত্রের বচনে দৈত্য রুষিল তখনে।
কহিতে লাগিল তবে সভা বিদ্যমানে॥
নিজ ধর্ম্ম ছাড়ি যাহাক সেব অনুক্ষণ।
পাষাণের মধ্যে যদি আছে সেই জন।
খর্গাঘাতে কাটো তারে পাষাণের সনে।
দেখো আমা কিবা করে তোর জনার্দ্দনে॥
এহি বলি কোব দিলু দৈত্যের নন্দন।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হৈয়া জন্মিলু তখন॥
নরসিংহ রূপে আমি হইলু ভয়ঙ্কর।
নখ দিয়া বিদারিলু প্রচণ্ড দৈত্যেশ্বর॥"

(২) অতঃপর ক, খ ও ঘ পুথির অতিরিক্ত পাঠ, যথা—

"পঞ্চদশ কলা জন্মিও গোপ-ঘরে।
বৃকভানু-ঔরসে জন্ম বিমলা-উদরে॥"

কি কারণে হৈল[১] মৃত্যু জন্মাইব[২] কেনে।
বিস্তারিয়া কহ প্রভু শুনিয়ে শ্রবণে[৩]॥" (১৮০)

[মহাদেব কর্ত্তৃক মদন-ভস্মীকরণ]

গোবিন্দ বোলয়ে "শুন বচন আমার।
সাবহিতে শুন মদনের সমাচার॥
তারকাক্ষ নামে এক প্রচণ্ড অসুর।
দেবগণ হিংসা করি লৈল[৪] ইন্দ্র-পুর॥
বিরঞ্চি নিকটে গিয়া দেব পুরন্দর। (১৮৫)
তারকাক্ষের দোষ যত করিলা গোচর॥
ব্রহ্মা বোলে "আমি তার চিন্তিছি প্রকার।
হর-গৌরী-পুত্র-হস্তে মৃত্যু হৈব তার॥"
দেব লৈয়া ব্রহ্মা গেলা ক্ষীরোদের কূলে।
চণ্ডিকা-স্তবন কৈলা কমলের দলে॥ (১৯০)
"তুমি জয় ভবানী তুমি ত ব্রহ্মাণী।
প্রকৃতি-স্বরূপা তুমি নমো নারায়ণি।
মহারাত্রি মহাকালী কালিকা ভবানী।
কামাক্ষা চণ্ডিকা দেবি ব্রহ্ম সনাতনী॥
ভৈরবী চামুণ্ডা নিদ্রা-রূপা সুরেশ্বরী। (১৯৫)
শৈলজা বিজয়া লক্ষ্মী নমো শাকম্ভরি॥
সূক্ষ্ম রূপ ছাড়ি দেবী স্থূল রূপ ধরি।
হিমালয়-সুতা হৈয়া বর ত্রিপুরারি।"
দেবগণের স্তবন শুনিয়া ততক্ষণ
অন্তরে থাকিয়া দুর্গা বলিলা বচন॥ (২০০)
"শুন শুন প্রজাপতি না করিহ ভয়।
মনোহিত পূর্ণ আমি করিমু নিশ্চয়॥"
প্রণাম করিয়া দেব গেলা নিজ স্থান।
মেনকা-উদরে দেবী কৈলা অধিষ্ঠান॥
শিশুতা অন্তরে তবে বাড়িল যৌবন। (২০৫)
অনেক করিলা তপ গিরির ভবন॥
অনুক্ষণ ভাবে শিবেত বিহা বসিবার।
যোগ-ভঙ্গ নহে শিবের চিন্তা দেবতার॥
তবে সহস্রাক্ষে বোলে মদনের স্থান।
"ধর্ম্মের তনয় তুমি মহাবলবান॥ (২১০)
জগতে ঘুষিব তোমার ই সব মহত্ত্ব।
বিলম্ব না কর তথা চল মহাসত্ত্ব॥
মহাদেবের যোগ-ভঙ্গ কর গিয়া তুমি।
শীঘ্র করি চল কাম কহিলাম আমি॥"
কাম-দেবে বোলে "ব্রহ্মা শাপিছে আমারে। (২১৫)
হর-চক্ষু দরশনে ভস্ম হইবারে॥"
ঈষত হাসিয়া বোলে সহস্র-লোচন॥
"বিরঞ্চি শাপিছে তোমা কেমন কারণ।"
মদনে বোলয়ে "শুন দেব সুরপতি।
যে কার্য্যে শাপিল আমা বিরিঞ্চি মহামতি॥ (২২০)
রুক্মাঙ্গদ নামে রাজা পৃথিবী ভিতর।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ ধর্ম্মেত তৎপর॥
ধর্ম্মাঙ্গদ নামে পুত্র বড় ধর্ম্ম-জ্ঞানী।
একাদশী ব্রত করে লৈয়া রাজধানী॥
স্ত্রী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ বালক যত যত। (২২৫)
পশু পক্ষী আদি একাদশী ব্রতে রত॥
দুগ্ধের বালকে স্তন না করয়ে পান।
দিবা রাত্রি সর্ব্ব লোকে জপে ভগবান॥
দশমীতে সঞ্জম[৫] তবে করয়ে কৌতুকে।
একাদশী দিনে হরি পূজে সর্ব্ব লোকে॥ (২৩০)

---

(১) 'হৈব' গ। (২) 'জন্ম হৈল' ক, খ। (৩) 'কি কারণে' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি-দ্বয়ের স্থলে ঘ-পুথির পাঠ—

"কি কারণে হইলেক ভস্ম মদন।
বিস্তারিয়া কহ কিছু শুনি বিবরণ॥"

(৪) 'গেলা' গ। 'রৈলা' ক। 'করি লৈল' স্থলে 'করিল' ঘ।

(৫) 'সম্ভোত' ক, গ।

দ্বাদশী দিনে[১] মাত্র পারণা করিয়া।
হরি পূজে সর্ব্ব লোকে হরষিত হৈয়া ॥
যাহার মরণ হয় বৈকুণ্ঠ-লাভ তার।
সেই দেশে নাহি শমনের অধিকার ॥
যম-দূত আসি যদি মৃতা লৈয়া চলে। (২৩৫)
মুদ্গর প্রহারি চর্ম্ম-দড়ি দিয়া গলে ॥
ভয় পাইয়া প্রাণী সবে বোলে নারায়ণ।
সেই ক্ষণে আসি মিলে বিষ্ণু-দূতগণ ॥
চতুর্ভুজ দূতগণ শঙ্খ-চক্র-ধারী।
মৃতা লৈয়া যায় শমনের দূত মারি ॥ (২৪০)
বিষ্ণু-দূতে ছুইলে মৃতার মনোহর কায়।
চতুর্ভুজ রূপ ধরি বৈকুণ্ঠেত যায় ॥
বৈবস্বত-দূতে তবে পাইল অপমান।
কান্দিয়া কহিল গিয়া যম বিদ্যমান ॥
"জম্বু-দ্বীপে উত্তম দেশ অবন্তী নগর। (২৪৫)
তথা রাজ্য করে রুক্মাঙ্গদ নৃপবর ॥
চিত্রগুপ্তের বোলে গেলাম মৃতা আনিবারে।
বিষ্ণু-দূতে কাঢ়ি লেয় মারিয়া আমারে।"
কুপিত শমন রাজা দূতের বচনে।
বিরিঞ্চি নিকটে যায় মহিষ-বাহনে ॥ (২৫০)
চিত্রগুপ্তে কাল-সূত্র দণ্ড সহিতে।
সকল এড়িলা গিয়া ব্রহ্মার বিদিতে ॥ *
"আপনে বিষয় দিছ করি অধিকার।
বিষ্ণু-দূতে কেনে নেয় মৃতা আমার ॥
সহিতে না পারি আমি এত বড় লাজ। (২৫৫)
আর জন নিয়োজ[২] আমার নাহি কাজ ॥"
যমের বিষাদ শুনি ভাবিয়া সঙ্কট।
যম সনে ব্রহ্মা যায় বিষ্ণুর নিকট ॥

ক্ষীরোদ সমুদ্রে গিয়া ব্রহ্মা বৈবস্বত।
উদ্দেশে প্রণাম করি কহে সর্ব্ব-তত্ত্ব ॥ (২৬০)
অন্তর্যামী ভগবান সর্ব্ব তত্ত্ব জানি।
অম্বরে[৩] থাকিয়া ওঙ্কার করি ধ্বনি ॥
কমল-কাননে যেন অলির ঝঙ্কার।
হেন মতে লক্ষ্মীপতি লাগে বোলিবার ॥
"আসিয়াছ প্রজাপতি জানিছি সকল। (২৬৫)
আমার অধিকারে কেনে যমে করে বল ॥
একাদশী দিনে যে না খায় অন্ন পানী।
শমনের দায় নাই সেই সব প্রাণী ॥
আমাকে করিলে ভক্তি শমনের নাহি দায়।
শমন নাশিমু শঙ্খ চক্র গদায় ॥" (২৭০)
শূন্য-ধ্বনি শুনি ব্রহ্মা কম্পিলা অন্তরে।
বৈবস্বত সঙ্গে করি গেলা নিজ ঘরে ॥
সান্তিয়া পাঠাইল যম আপনার পুরে।
মন্ত্রণা করিয়া ব্রহ্মা চিন্তিলা অন্তরে ॥
ধ্যান করি কুশ-হস্তে বৈসে পদ্ম-যোনি। (২৭৫)
নিজ অংশে জন্মে[৪] কন্যা সুন্দরী মোহিনী ॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মী-অবতার।
কামাতুর হৈয়া ব্রহ্মা চাহে লজ্জিবার ॥
লজ্জা-যুক্তা হৈয়া কন্যা যেই দিকে যায়।
কাম-দৃষ্টে প্রজাপতি সেই দিকে চায় ॥ (২৮০)
চারি দিকে প্রজাপতির অষ্ট নয়ন।
পলাইতে নারে বালা যুড়িল কান্দন ॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে। (২৮৫)
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

---

(১) 'আগত' ক, খ, ঘ। (২) 'নিজয়ো' (নিয়োজ ?) গ। 'নিয়োজন' ক, খ, 'নিযুক্ত কর' ঘ। (৩) অন্তরে' ক, খ, ঘ। (৪) 'জন্মাইল' গ।

লাচাড়ী ভাটীয়াল রাগ।

মোহিনী সুন্দরী বাপের চরণ ধরি
সকরুণ-ভাবে কন্যা কান্দে
হরি হরি স্মরি ঘন হৈয়া বিষাদিত-মন
আপনার কর্ম্ম-দোষ নিন্দে ॥ধ্রু॥ (২৯০)
"না শুনিছি কোন কালে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে
বাপে চাহে লঙ্ঘিতে কুমারী।
অমর-সভার মাঝ পাইলু অত্যন্ত লাজ
অপমান সহিতে না পারি॥"
আকুলিত করি[১] কেশ ঘুচাইয়া গায়ের বেশ (২৯৫)
কান্দে কন্যা ভাবিয়া বিষাদ।
"তুমি দেব ধর্ম্মময় বিকর্ম্ম উচিত
পরিহব অনঙ্গ-উন্মাদ নয়
পরাশর-সুত মুনি অবনী করিল[২] ধ্বনি
নারদ-পুরাণ করি ভগ্ন। (৩০০)
বিমল ধর্ম্মের অংশ পুণ্যশ্লোক হরিবংশ
ইতিহাস ক্রমে হৈল মগ্ন॥
সেই পুণ্য-কাহিনী অমৃত সমান জানি
পুণ্য বৃদ্ধি পাপ হয় হীন।
পাইয়া সারদার বর শ্লোক ভাঙ্গি মনোহর (৩০৫)
রচিলেক ভবানন্দ দীন॥

পদবন্ধ।

বাপের চরণ কন্যা পুনর্ব্বার বন্দি।
স্বধর্ম্ম রাখিতে কন্যা কহে কান্দি কান্দি॥
"তুমি প্রজাপতি যদি কর হেন বন্ধ।
ত্রিভুবনে না রৈব বাপ দুহিতা সম্বন্ধ॥" (৩১০)
কান্দিয়া কুমারী কহে কাতর কাহিনী।
কামোন্মাদে প্রজাপতি কিছু নাহি শুনি॥

কোপে মোহিনী কন্যা ব্রহ্মারে দিল শাপ
"আজি হনে[৩] অপূজ্য হইও মোর বাপ॥"
মোহিনীর শাপে ব্রহ্মা হৈলা অপূজন (৩১৫)
কোপে ব্রহ্মা আমারে শাপিলা তৎক্ষণ॥
"তোর বাণে মোর বুদ্ধি জ্ঞান বিনাশি।
হর-চক্ষু দরশনে হৈও ভস্ম-রাশি॥'
এই হেতু দিল শাপ শুন মহাশয়॥
জানিয়া করিবা আজ্ঞা যে উচিত হয়॥" (৩২০)
তাকে শুনি পুরন্দরে লাগে কহিবার।
"যদি ভস্ম হও[৪] পাছে চিন্তিমু প্রকার॥"
লঙ্ঘিতে না পারে দেব-রাজের বচন।
যোগ-ভঙ্গ করিবারে চলিলা মদন॥
পরাশর-সুত ব্যাস জন্ম বিষ্ণু-অংশ। (৩২৫)
সংক্ষেপে রচিত পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥

গীত—রাগ বসন্ত।

ভুবন-মোহন-বেশে চলিলা অনঙ্গ।
মহাদেবের যোগ-নিদ্রা করিবারে ভঙ্গ॥ (৩৩০)
কুসুম বিশিখ চাপ কুসুমে রচিত।
অদ্ভুত-নির্ম্মাণ তূণ কুসুমে ভূষিত॥
কুসুমের মালা গলে আমোদিত গন্ধ।
শতে শতে অলি পান করে মকরন্দ॥
কোকিলার কলরব নাহি তার অন্ত। (৩৩৫)
ময়ূর-চাতক-নাদ প্রকাশে[৫] বসন্ত॥
মকরের ধ্বজ শোভে বিচিত্র বিমানে[৬]।
ত্রৈলোক্য মোহিত হয় কটাক্ষ সন্ধানে॥

(১), 'আউলাইয়া মাথার' ক, খ, ঘ। (২) 'করিয়া' গ।

(৩) 'হৈতে' ক, খ, ঘ। (৪), 'হয়' গ। (৫) 'অকালে' ক, খ, ঘ। (৬) 'মকরের ধ্বজ' ইত্যাদি চরণ-দ্বয় 'ক ও 'খ' পুথিতে নাই; উহার স্থলে ঘ-পুথির পাঠ যথা—'মউরের ধ্বজ শোভে বিমল বিমানে। ত্রৈলোক্য মোহন করে কটাক্ষ-সন্ধানে॥'

মন্দ মলয়া-বায়ু বহে ঘনে ঘন।
অকালেত ঋতু-রাজ পুষ্পিত কানন॥ (৩৪০)
অশোক মালতী যূথী চম্পক পিওলী।
লবঙ্গ কেতকী গন্ধরাজ গন্ধকেলি॥
কুসুম-কুণ্ডল কর্ণে মালা সুশোভিত।
কুসুমে বলয়া তাড় কুসুমে জড়িত॥
কুসুমে নূপুর পায়ে পৈন্ধিল সানন্দে[১]। (৩৪৫)
সাজিল মদন কহে দীন ভবানন্দে॥

পয়ার।

রতি-স্থানে কহে কাম ব্রহ্মার শাপ-ভেদ[২]।
স্বামীর বচন শুনি করয়ে নির্বেদ॥
"শিব বিদ্যমানে প্রভু হৈবা ভয় বাসি।
দরশন-মাত্রে তুমি হৈবা ভস্ম-রাশি॥" (৩৫০)
কামে বোলে "শুন প্রিয়া মোর প্রাণেশ্বরি।
বিধাতা-নির্ব্বন্ধ কিছু[৩] খণ্ডাইতে না পারি॥
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু মৈলে জন্ম পুনি।
এই জানি শোক পরিহর সুবদনি।
মৃত্যু হইলেও দেবে করিবা উপায়[৪]।" (৩৫৫)
এই বোলি তপ-ভঙ্গে কাম চলি যায়॥

শিবের দক্ষিণে থাকি ধর্ম্মের তনয়।
হানিল বিশিখ পঞ্চ শিবের হৃদয়॥
বিষম কামের বাণে যোগ হৈল ভঙ্গ।
ধনু বাণ হাতে দেখে সাক্ষাতে অনঙ্গ॥ (৩৬০)
শিবে কামে পঞ্চ-চক্ষে হৈল দরশন।
বিরিঞ্চির শাপে ভস্ম হইল মদন॥
চর-মুখে শুনি রতি আইল সেই স্থান।
করুণা করিয়া কান্দে শিব বিদ্যমান॥
পরাশর-সুত ব্যাস জন্ম বিষ্ণু-অংশ। (৩৬৫)
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥

[রতির বিলাপ]

লাচাড়ী—ভাটীয়াল রাগ।

আরে[৫] শোক ভাবি কান্দে দক্ষের কুমারী।
ভূমিতে লোটাইয়া কান্দে মদনের প্রিয়া[৬] (৩৭০)
প্রভু দান দেও ত্রিপুরারি॥ ধ্রু॥[৭]
কাম-দেব হেন স্বামী বিসরিতে নারি আমি
উপসন্ন এই ঋতু-কাল।
বিনে দোষে হেন জন ভস্ম কৈলা ত্রিলোচন
ত্রিভুবনে কে বলিবে ভাল॥ (৩৭৫)
লবঙ্গ মালতী-মাল ব্যর্থ হৈল সর্ব্ব-কাল
ব্যর্থ হৈল কোকিলের নাদ।
ব্যর্থ মধুকর-ধ্বনি বিষ হেন কর্ণে শুনি
মলয়া বসন্তের নাহি সাধ॥
পত্নী পতি একত্তর সুখে না বঞ্চিব ঘর (৩৮০)
আজি হনে নাহি রঙ্গ-রস।
কাম-দেব নাথ মোর ভস্ম কৈলা মহেশ্বর
সংসারে রাখিলা অপযশ॥

(১) 'কুসুমে নূপুর' ইত্যাদি শ্লোকের পরিবর্ত্তে ক-পুথির ও ঘ-পুথির পাঠ, যথা—
"কুসুম তোড়ল পদে কুসুম নূপুর।
রুনুঝুনু শব্দ তাথে শুনিতে মধুর॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেহি শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবার কহে দীন ভবানন্দে॥"

(২) 'রতি স্থানে' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ১০৪৫সংখ্যক পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত অংশ ক-পুথিতে নাই; উহার স্থলে আদি ও অন্তে খণ্ডিত ভবানীদাসের ভণিতা-যুক্ত 'দান-খণ্ড' ও 'নৌকাখণ্ড' পালার কতক গুলি পত্র প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে।

(৩) 'কব' (কভু?) গ (৪) 'মৃত্যু হইলেও' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে খ-পুথির ও ঘ-পুথির পাঠ, যথা—
"এথেকে রতিকে দিয়া পাতিয়ান।
চলিলেক কাম-দেব শিব বিদ্যমান॥"

(৫) 'অ' গ-পুথি (৬) 'নারি' ঘ। ''ভূমিতে' ইত্যাদি চরণের স্থলে 'ভূমিতে লোটাইয়া অঙ্গ মনে উঠে তরঙ্গ' খ। (৭) 'প্রভু দান' ইত্যাদি চরণ ঘ পুথিতে নাই।

দ্বিজ-রাজ বিনে নিশি ঘোর অন্ধকার বাসি
চন্দ্র বিনে কুমুদ মুদ্রিত। ৩৮৫
অহ-নিশি-ভাব ভিন্ন রবি বিনে নাহি চিহ্ন
চতুর্দ্দিক নহে প্রকাশিত॥ *
নিজ-পতি বিনে জায়া যেন সলিলের ছায়া
ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিনে নাহি পুণ্য। *
শুন প্রভু ত্রিলোচন কাম বিনে ত্রিভুবন ৩৯০
এবে রস-রঙ্গ হৈল শূন্য॥"
ঘুচাইয়া গায়ের বেশ খসাইয়া মাথার কেশ
সিন্দুর মুছিয়া কান্দে রতি।
"বিধাতার নির্ব্বন্ধ না রহিল সম্বন্ধ
তোমাতে বধ দিমু পশুপতি॥" (৩৯৫)
হেন মতে দক্ষ-সুতা কহিয়া বিরহ-কথা
বিলাপ করয়ে পতি-শোকে।
বস্ত্র ফাড়ে হার ছিঁড়ে ধরণীতে গড়ি পাড়ে
দৃঢ় বজ্রাঘাত হানে বুকে॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস করিলেক প্রকাশ (৪০০)
হরিবংশ পুণ্য শ্লোক-বন্ধে।
সর্ব্ব লোকে বুঝিবারে পয়ার করিয়া তারে
রচিলেক দীন ভবানন্দে॥

পয়ার।

"যুবতি-সময় পতি নাশ কৈলা মোর।[১]
স্ত্রীয়ে পুরুষে আর না করিব ঘর॥ (৪০৫)
পতি পত্নী ভেদ—আর নাহিক সম্বন্ধ।
সৌরভ সহিতে না রহিব মকরন্দ॥
মন্দ মলয়া-বায়ু কোকিল দুরন্ত।
মোর প্রাণ-নাথ বিনে অসার বসন্ত॥
দেবের দেবতা তুমি সর্ব্বভূতময়। (৪১০)
অযোগ্য করহ কর্ম্ম উচিত না হয়॥"
রতির করুণা শুনি দেব শূল-পাণি।
কিঞ্চিৎ হাসি কহে তবে মধু-রস বাণী॥
"সতীর বিবাহে মোর প্রাণ নহে স্থির।
তোমা দরশনে দহে সকল শরীর॥ (৪১৫)
ভাল বর পাইবা যৌবন দেও ডালি।
ভবানীর কনিষ্ঠ তুমি আমার হও শ্যালী॥" *
শিবের বচনে রতি কহে পুনর্ব্বার।
"তপস্বী হইয়া কেনে কহ কদাচার॥
সহজে ভাঙ্গড় তুমি কিবা আছে জ্ঞান। (৪২০)
মনে অহঙ্কার কর আপনি বড় স্যান॥
ললাটে পরিছ চন্দ্র উজ্জ্বল করে অতি[২]।
লজ্জিবারে চাও তুমি পরের[৩] যুবতি॥
ললাটের চন্দ্র গলে ব্যাঘ্র-ছালে তোর।
জিতা বাঘ হৈয়া সেই উঠয়ে সত্বর॥ (৪২৫)
সেই বাঘে খাইতে চায় তোমার বাহন।
সেই বাঘেত পুনি মাগ' আলিঙ্গন॥[৪] *

---

(১) যুবতি-সময়' ইত্যাদির পূর্ব্বে খ ও ঘ পুথিতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শ্লোক আছে যথা :—
"পতিশোকে কান্দে রতি লোটয়া ধরণী।
কৈনে হেন কর্ম্ম কৈলা প্রভু-শূলপাণি॥"

(২) "উজ্জ্বল" ইত্যাদি স্থলে 'অনেক শকতি' গ, ঘ।
(৩) 'সকল' গ।
[৪] 'ললাটের চন্দ্র গলে' ইত্যাদি বাক্যে 'চন্দ্র' শব্দটী চন্দ্রমা ও বীর্য্য —এই উভয় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। রতির উক্তির তাৎপর্য্য ইহাই মনে হয় যে, শিবের ললাটস্থ চন্দ্রই চন্দ্র অর্থাৎ শুক্র-রূপে শিবের পরিধেয় ব্যাঘ্র-চর্ম্মে গলিত হইয়া জীবন্ত ব্যাঘ্রের জন্ম দিল, সেই ব্যাঘ্র শিবের বাহন বৃষকে খাইতে চাহিল এবং শিব পুনরায় সেই ব্যাঘ্রকেই আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন—এ সকল বাক্য যেরূপ সামঞ্জস্যশূন্য, রতির প্রতি শিবের পূর্ব্ববর্ণিত উক্তিও সেইরূপ অসংলগ্ন প্রলাপ বাক্য বটে। 'ললাটের' ইত্যাদি স্থলে ঘ পুথির পাঠ, যথা—
প্রকৃতে অমৃত বাড়ে তবে হয় হাস।
ব্যাঘ্ররূপ হয় তোমার পরিধান বাস॥
সে যে ব্যাঘ্রে খাইতে চাহে তোমার বাহন।
ত্রাস পাইয়া পুনি না খুজিলা আলিঙ্গন॥
ঘ পুথির পাঠ পরবর্ত্তী অন্দাজী সংশোধনের চেষ্টা বলিয়াই মনে হয়।

একাকী পাইয়া মোরে বোল বিপরীত।
মোর স্বামী হৈতে[২] শক্ত নহিবা কদাচিৎ॥"
ইসত হাসিয়া বোলে দেব মহেশ্বর। (৪৩০)
"তুষ্ট হৈলু সুন্দরি মাগিয়া লও বর॥"
পুনরপি রতি বোলে শিব বিদ্যমান।
"যদি তুষ্ট হৈলা মোরে দেও স্বামি-দান॥"
শিবে বোলে "দিমু দান শুনহ যুবতি।
পাইবে দ্বাপর-যুগে তব নিজ পতি॥ (৪৩৫)
ভারাবতারণে যাইবা ত্রিজগত-নাথ।
রুক্মিণী হইবা লক্ষ্মী সেবিতে সাক্ষাত॥
তাহান উদরে জন্ম লভিব মদন।
আপনার নিজস্থানে করহ গমন॥"
শিবের বচনে রতি করি পরিহার। (৪৪০)
হরিস বিষাদে ঘরে চলে আপনার॥
তবে শিবে চণ্ডিকারে কৈলা পরিণয়।
তারকাক্ষ বিনাশিল তাহার তনয়॥
এহি কহিলাম প্রিয়া পূর্ব্বের কাহিনী।
তোমার উদরে কাম জন্মিব আপনি॥" (৪৪৫)
প্রণাম করিয়া লক্ষ্মী বোলিলা বচন।
আজ্ঞা অনুসারে কর্ম্ম করিমু এখন॥"

—

[শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার জন্ম ও বাল্য-লীলা]

তবে প্রভু নারায়ণ শরীর ছাড়িয়া।
দৈবকী-উদরে জন্ম লভিলা আসিয়া॥
গোকুলে আনিয়া বসুদেবে থুইল তানে। (৪৫০)
মহা মহা অসুর মারিলা বৃন্দাবনে॥
তার পাছে লক্ষ্মী হৈলা পঞ্চদশ[১] কলা।
বৃকভানু-ঔরসে জন্মিলা কমলা॥
এক কলা জন্মিলেক সুনন্দা-উদরে॥
ভীষ্মক রাজার ঔরসে[২] বিদর্ভ-নগরে॥ (৪৫৫)
সত্যভামা-রূপে জন্ম সত্রাজিতের ঘরে।[৩]
পূর্ব্ব-রূপে জন্মিলেক বিজয়া-উদরে॥
আনন্দে আছয়ে হরি নন্দের আলয়।
সর্ব্ব লোকে বোলে নন্দ-যশোদা-তনয়॥
বড় বড় কর্ম্ম করে দেবের দুষ্কর। (৪৬০)
হরিষে গোকুলে বৈসে দেব দামোদর॥
বৃকভানু-সুতা রাধা লক্ষ্মী-অবতার।
শিশুতা-অন্তরে হৈল যৌবন বিস্তার॥
শিশু হনে তপ করে পূজে নারায়ণ।
হরির চরণ বিনে অন্য নাহি মন॥ (৪৬৫)
যৌবন দেখিয়া বাপে চিন্তিল হৃদয়।
ব্রজ-আইমন[৪] আনি দিল পরিণয়॥
যশোদার সহোদর পরম রূপবান।
নন্দের গৌরবে তাতে কন্যা দিল দান॥
বাপের অলঙ্ঘ্য বাক্য নারে ত লঙ্ঘিতে। (৪৭০)
কৃষ্ণের চরণ-মাত্র ভাবে এক-চিত্তে॥
রাধার ভক্তিয়ে আর সত্যের কারণ।
কপট করিলা তাতে প্রভু নারায়ণ॥
রাধার বিবাহ গোপে কৈল যেই দিন।
সেই দিন হৈল তার পুরুষত্ব হীন॥ (৪৭৫)
নপুংসক হৈল যদি ব্রজ-আইমন[৫]।
রাধার সত্য রক্ষা পাইল সেই ত কারণ॥
এই মত দুই জন আছে পরস্পরে।
হরির বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে॥

—

[যমুনা-তীরে শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দর্শন ও সম্ভাষণ]

এক দিন রাধা আদি যত গোপীগণ। (৪৮০)
জল আনিবারে গেলা যথা নারায়ণ॥

(১) 'ষোড়শ' গ। (২) 'চন্দ্রে' ঘ।

(৩) 'সত্যভামা-রূপে' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে গ-পুথির পাঠ, যথা— 'সত্যভামা আর কল সত্রাজিতের ঘর।
এমত অষ্ট কলাএ অষ্ট রমণী সুন্দর॥'
খ পুথিতে এই শ্লোক নাই। (৪) ও (৫) 'ব্রজ আইজন, গ;

বসিছে কাহ্নাইয়া আদি যত শিশুগণ।
হেন কালে জল ভরি মিলিলা সখীগণ॥
রাধার যৌবন আর দেখি রূপ বেশ॥
অন্তরে হইলা কাহ্নাই হরিষ বিশেষ॥ (৪৮৫)
সব শিশু ছাড়ি গেলা রাধিকার কাছে।
মধুর কোমল বাক্যে সুন্দরীকে পুছে॥
"শুন সুবদনি রামা আমার বচন।
উত্তর না দেও তুমি কিসের কারণ॥
কাহার কুমারী তুমি কাহার বনিতা। (৪৯০)
কোন দেশে বৈস কহ কেনে আইলা এথা॥
তব রূপ দেখি মোর দহে কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর॥
তোর সম রূপবতী নাহি মহীতলে।
বিধাতা নির্ম্মাইল মোর পূর্ব্বজন্ম-ফলে[১] ॥ (৪৯৫)
দেখি তোর বদন-কমল মনোহর।
আকাশে থাকিয়া তপ করে শশধর॥
পুনি পুনি জন্মে চন্দ্র[২] সমান হইতে।
না পারিয়া সাগরেত গেল দুঃখ-চিতে[৩]॥
কমল-মধুর দেখি মৃদু মৃদু[৪] হাস। (৫০০)
সরোবর মধ্যে পদ্ম হইল* প্রকাশ।
দিন-মণি কৈল তপ হইতে সমান।
নিশিতে মুদ্রিত হৈল পাইয়া অপমান॥
দুই পঙ্‌ক্তি দন্ত তোর মনোহর সাজে[৫]।
সলিলের মধ্যে মুক্তা পলাইল লাজে॥ (৫০৫)
বান্ধুলি-কুসুম জিনি[৬] ওষ্ঠ-অধর।
অরুণ গুঞ্জআ[৭] বিম্বু গেল দিগন্তর॥
শ্রবণে শোভিছে ভাল কনক-কুণ্ডল[৮]।
চন্দ্র-রশ্মি জিনি দীপ্তি করে গণ্ড-স্থল॥
নাসিকা শোভিছে ভাল খগ-পতি-চুঞ্চ[৯]। (৫১০)
অরুণ-কিরণ যেন দেখি তেজ-পুঞ্জ॥
লোচন-নাচনি তোর মনোহর রঙ্গ।
প্রবেশিল বন মাঝে[১০] লজ্জায় কুরঙ্গ॥
ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি যেন কাল-সাপ।
কটাক্ষ-সন্ধানে জিন[১১] কন্দর্পের চাপ[১২] ॥ (৫১৫)
ললাটে চন্দন[১৩] কামসিন্দুরের ফোটা।
শরত-মেঘেত যেন বিদ্যুতের ছাটা॥
চিকুর চামর জিনি নাহি তার মূল[১৪]।
বিনে সুতে গলে দিছ[১৫] মালতীর ফুল॥

---

(১) 'বিধাতা' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির স্থলে 'বিধাতা মিলাইল মোরে' ইত্যাদি খ—পুথি; 'বিধাতা নির্ম্মাইল জানি মোর কর্ম্মফলে' ঘ—পুথি (২) 'জম্মিলেক' ঘ, 'জম্মিলে' গ 'জন্ম হয় ছ; (৩) 'সাগরেত' ইত্যাদি স্থলে 'আপনে পশিল ভূমিতে' ঘ; 'না পারি সহিতে বনে পশিল তরিতে' ছ; (৪) 'মৃদু মৃদু' স্থলে তোর মুখের' খ, গ; * পদ্ম হইল' (ঘ) স্থলে 'যেন কমল' খ, গ, 'হৈল কমল' ছ; (৫) 'দুই পঙ্‌ক্তি' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে "দুই পক্তি (পঙ্‌ক্তি) দরসনে (দশনে ?) মনোহর সাজ। সলিলের মধ্যে মুক্তা বড় পাইল লাজ॥" ঘ

"দশন দাড়িম্ব জিনি পংক্ত দুই সাজে।
শুক্তি আর গজ-মুক্তা পলাইল লাজে॥ গ,

(৬) 'তোর' ঘ; 'রঙ্গ' খ। (৭) 'গঞ্জিয়া' খ; 'গুঞ্জরি ঘ। (৮) 'শ্রবণে' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে
"শ্রবণে শোভিছে ভাল কনক-কুণ্ডল।
চন্দ্র রোহিণী দীপ্তি করে গণ্ডস্থল॥" ধ;
"শ্রবণে শোভিছে ভাল অরুণ বান্ধুলি।
চন্দ্র জিনিয়া শোভা করে গণ্ড-স্থলী॥" গ;
(৯) 'নাসিকা' ইত্যাদি ঘ-পুথির শ্লোকের স্থলে
"নাসিকা জিনিছে ভাল খগপতি চুঞ্চ।
অরুণ কিরণ সম দেখি তেজ-পুঞ্জ॥" ছ;
"নাসিকা শোভিছে ভাল খগ-বহস্থানে।
অরুণ কিরণ কিবা শোভা করে বানে॥" খ;
"খগ-পতি চঞ্চু জিনি নাসিকা-গঠন।
রূপে বেশে জিনে তোমার অরুণ কিরণ॥" গ;
(১০) 'মধ্যে' গ। (১১) 'জিনে' ঘ; 'জিনি' খ। (১২) 'কন্দর্পের চাপ' স্থলে 'কন্দর্প প্রতাপ' ঘ। (১৩) 'দিয়াছ' খ, ঘ। (১৪) 'তুল' খ। (১৫) 'বিনে সুতে' ইত্যাদির স্থলে 'দোসরে গাথিয়া দিছে' ঘ; 'দোসর গাথনি তাতে' খ।

সৌরভে ভ্রমরে মকরন্দ করে পান। (৫২০)
পাটের জাদেত পড়ি ধরিছে যোগান[১] ॥
মুকুতার হার গলায় রাত্রি পাইল ভীত[২]।
সুরেশ্বরী-ধারা দেখি হইল লজ্জিত ॥
ভাল ভুজ-দণ্ড তোর কঙ্কণ-সুসাজে।
পূর্ণিত মৃণাল দেখি[৩] পলাইল লাজে। (৫২৫)
কনক-দাড়িম্ব তোর পীন পয়োধর।
অমৃতের ধারা যেন শোভে[৪] নিরন্তর ॥
হেন মনে লয় তোরে প্রাণ দেওঁ[৫] ডালি।
কে দিছে তোমারে হেন বিমল[৬] কাচুলি ॥
পৈত্রিছ বিচিত্র বেশ তাতে নাহি কোপ। (৫৩০)
কোন জন লিখিছে মোর নিজ দশ রূপ ॥
জলে প্রবেশিয়া বেদ করিলু উদ্ধার।
সেই রূপ কাচুলিতে লেখিছে সুসার ॥
কূর্ম্ম রূপে পৃথিবী ধরিলু পৃষ্ঠিত[৭]।
সেই রূপ দীপ্তিমান তোর কাচুলিত ॥ (৫৩৫)
মেদিনী রাখিলু দন্তে বরাহ হৈয়া রূপ।
কাচুলিত দেখি তোর মনে হৈল কোপ ॥
নরসিংহ-রূপে যে হিরণ্য[৮] কৈলু ক্ষয়।
কাচুলিত ধর' তাকে মনে নাহি ভয় ॥
বামন-রূপে রসাতল-পুরে নিলু বলি। (৫৪০)
সেই রূপে দীপ্তিমান তোমার কাচুলি ॥
ভৃগু-রাম রূপে ক্ষেত্রী করিলু সংহার।
সেই রূপ কাচুলিত সঞ্চিত-কুঠার[৯] ॥
রাম রূপে সিন্ধু বান্ধি বধিলু রাবণ।
শ্যাম রূপ কাচুলিত অধিক শোভন ॥ (৫৪৫)
ভাই বলভদ্রের সদৃশ দেখি রূপ।
এতেক দেখিয়া মোর বাড়িলেক কোপ ॥
বুদ্ধ-অবতারে যোগ করিলু ধেয়ান[১০]।
সেই রূপ কাচুলিত দেখি বর্ত্তমান ॥
কল্কি-রূপে ম্লেচ্ছ যত করিলু নিধন[১১]। ৫৫০
সেই রূপ কাচুলিত করয়ে শোভন ॥
কাচুলির রূপ খানি[১২] না দেখিলে মরি।
দেখিলে জীবন রহে শুনহ সুন্দরি ॥

---

(১) 'পাটের' ইত্যাদি চরণের স্থলে
''বেড়িছে পাটের জাদ ভ্রময়া যে গান ॥" খ;
"বেড়িছে পাটের জাদ ভ্রমর জোগান ॥" ঘ;

(২) 'মুকুতার হার' ইত্যাদি খ ও ছ-পুথির শ্লোকের স্থলে—

"মুক্তা হার গলে শোভে নাসা তিল-ফুল।
সুরেশ্বরী ধারা দেখি লজ্জিতে আন্দোল ॥" গ-পুথি
এই শ্লোক ও পরের শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই।

(৩) 'পূর্ণিত' ইত্যাদি স্থলে 'লজ্জিতে মৃণালদণ্ড' খ-পুথি। (৪) 'বহে' খ; 'খসে' ঘ; (৫) 'দেম' গ; 'দেও' খ; 'দিতে' ঘ (৬) 'বিচিত্র' খ। (৭) 'কূর্ম্ম' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

"কূর্ম্ম রূপে পৃথিবী যে পৃষ্ঠে করি ভার।
সেই রূপ লিখিয়াছে কাঞ্চলি মাঝার ॥" ঘ-পুথি;

(৮) 'হিরণ্যাক্ষ' গ; (৯) 'ভৃগু-রাম' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় লিপি-কারের ভ্রমে ঘ-পুথিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'সেই রূপ' ইত্যাদি চরণের স্থলে খ-পুথির পাঠ—"সেই রূপ কাচুলিতে কে দিছে তোমার।" (১০) 'বাখান' খ, ঘ। (১১) 'কল্কি-রূপে' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

''কল্কি-রূপ দেখি আর ভবিষ্যত-কর্ম্ম।
ম্লেচ্ছ-লোক বিনাশিতে হাতে খর্গ চর্ম্ম ॥" খ ও ঘ-পুথি।

শাস্ত্র অনুসারে দশ-অবতার প্রত্যেক সৃষ্টিতেই হইয়া আসিতেছে; সুতরাং কল্কি অবতারের সম্বন্ধেও 'করিল নিধন'—এই অতীত-কালের ক্রিয়ার প্রয়োগ অসঙ্গত নহে। পরবর্ত্তী লিপি-কারেরা ইহা প্রণিধান না করিয়াই খ ও ঘ-পুথির উদ্ধৃত পাঠের কল্পনা করিয়াছেন, বিবেচনা হয়।

(১২) 'কাঞ্চলি বেষ্টিত স্তন' খ, ঘ।

হৃদয়ে বিমল মণি পূর্ণিত শোভন[১]।
প্রকাশিত দৃষ্টি যেন চন্দ্রের কিরণ ॥ (৫৫৫)
ক্ষীণ মধ্য-দেশ তোর ত্রিবলী-ললিত।
দণ্ডকে মৃগেন্দ্র[২] গেল হইয়া লজ্জিত ॥
কর-চরণের নখ দেখি সুধা-ধারা[৩]।
আকাশ-মণ্ডলে যেন শোভা করে তারা ॥
অগ্নি-বর্ণ পাটাম্বর পৈন্ধিছ রূপসি। (৫৬০)
শিরীষ জিনিয়া তনু কোমল হেন বাসি[৪] ॥
মুষ্টিয়ে ধরিতে পারি ক্ষীণ মাঝা তোর।
কেন-মতে কলসি লৈছ ভয় লাগে মোর[৫] ॥
ছিড়িয়া পড়িব মাঝা মোর মনে লয়।
কোন্ হীনে[৬] তোমারে করিল পরিণয় ॥ (৫৬৫)
মতি হীন[৭] সেই মূঢ় অবোধ কেবল।
তুমি হেন জন[৮] পাঠায় ভরি নিতে[৯] জল ॥
কোকিলার রব জিনি বাক্য সুললিত।
একবার দান দেও বচন-অমৃত ॥”
এতেক মধুর বোলে নন্দের কোঙর। (৫৭০)
শুনিয়া সুন্দরী রাধা না দিলা উত্তর ॥
কাখে কুম্ভ করি আগে চালাইয়া সখী।
বসনে বদন ঢাকি হাসে চন্দ্রমুখী ॥
কটাক্ষ-লাবণ্য লাসে[১০] ফিরি ফিরি চায়।
আকূত বুঝিয়া কৃষ্ণ পাছে পাছে ধায় ॥ (৫৭৫)
সখীগণ যায় আগে রাধা যায় পাছে।
থাপা[১১] দিয়া ধরে কৃষ্ণ রাধিকার কেশে ॥
“এড় এড়” বোলে রাধা মাগে পরিহার।
কেনে বিপরীত কর নন্দের কুমার ॥”
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ। (৫৮০)
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

বসন্ত রাগ[১২]।

“না বোল না বোল কাহ্নাই না হয় উচিত।
ছাওয়াল হইয়া কথা কত বিপরীত ॥ ধ্রু ॥ (৫৮৫)
বাটোয়ারি[১৩] কর কাহ্নাই ঘাটের কূলে বসি।
কেশ হনে এড় হাত ভাঙ্গিব কলসি ॥
বনে থাক ধেনু রাখ কিবা জান আর।
হৃদয়ে না দিও হাত ছিড়া যাইব হার ॥
সব সখী গেল ঘরে রহিলুঁ একেশ্বর। (৫৯০)
শাশুড়ী ননদী আগে কি দিমু উত্তর ॥
মাতুল-বনিতা তোর শুন রে কাহ্নাই।
পথ ছাড়ি দেও মোরে জল লৈয়া যাই ॥”
কানু বোলে “কার্য্য নাহি এ সব সম্বন্ধে।”
দান দিয়া ঘরে যাও বোলে ভবানন্দে ॥ (৫৯৫)

ধানশ্রী রাগ।

“আল[১৪] সখি চন্দ্রমুখি কুরঙ্গ-নয়নি।
মধুকর জিনি স্বর খঞ্জন-গমনি ॥ ধ্রু ॥

---

(১) ‘হৃদয়ে’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
“হৃদয়ের মাঝে যেন আকাশ শোভন।
কুচ প্রকাশিত যেন শুদ্ধ কাঞ্চন ॥” ঘ-পুথি
“হৃদয়ে বিমল মণি করিছে শোভন।
প্রকাশিত কুচ যেন চন্দ্রের বদন ॥” খ-পুথি
(২) ‘জোগেন্দ্র’ গ। (৩) ‘কর-চরণের’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
“কর চরণ তোর দেখিতে সুসার।
তিন লোকে নাহি তোমার উপমা দিবার ॥” গ-পুথি
(৪) “শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল বাসি।” গ-পুথি।
(৫) ‘কেমনে কলসি রাখ তাহার উপর।’ ঘ-পুথি
(৬) ‘মূঢ়ে’ খ, ঘ। (৭) ‘মতি হীন’ খ, ঘ। (৮) ‘যুবতী’, খ, ঘ। (৯) ‘ভরি নিতে’ স্থলে ‘নিতে, খ, ঘ।
(১০) ‘কটাক্ষে লাবণ্য ভাসে’ খ। (১১) ‘লম্ফ’ ঘ। (১২) ‘মাউর বসন্ত’ খ। (১৩) ‘বাটোআরি’ ঘ। (১৪) ‘শুন’ ঘ; ‘অয়ে’ খ। খ-পুথিতে এই গীত ও উহার পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির মধ্যে অনেক ওলট-পালট দেখা যায়। পুথিগুলির মধ্যে এরূপ অনেক আছে।

করে[১] ধরি স্তুতি করি না করিও রোষ।
দান দিয়া ঘরে যাও নাহি কিছু দোষ॥
একে গোপী কামরূপী নবযুবা-কলা[২]। (৬০০)
গুণবতী রসবতী মনোহর বালা[৩]॥
পূর্ণ-ইন্দু কাম-সিন্ধু রহিছে ড়ুবিয়া[৪]।
যাও নারি নিজ পুরী রতি দান দিয়া॥
কাম-বাণে প্রাণ দহে না রহে সম্বন্ধ।"
প্রেম-দান দিয়া যাও[৫] বোলে ভবানন্দ॥ (৬০৫)

পয়ার।

কানুর চরিত্র দেখি রাধা দুঃখী বড়।
মনে মন-কলা খায় মুখে মাত্র দঢ়[৬]॥
দেখিয়া কাহ্নুর রূপ বেশ মনোহর।
কামে বিকলিত[৭] তনু হইল জর্জ্জর॥
কামিনী[৮] মোহন বেশ ধরিলা কাহ্নাই। (৬১০)
অন্তরে বিকল রাধা মুখে বোলে যাই॥
কামে বিকলিত রাধা মন স্থির নহে।
মধুর কোমল ভাষে গোবিন্দেত কহে[৯]।
কমল-কাননে যেন ভ্রমরের নাদ॥
হেন মত মৃদু-স্বরে[১০] করিলা সম্বাদ॥ (৬১৫)
"অহে নন্দ-সুত তুমি না বুঝিছ ভাল।
গৌরব না রাখ তুমি সহজে ছাওয়াল॥
সাক্ষাতে ভাগীনা তুমি অন্তর নাহিক।
পথে বাটআরি কর বোল ধিকাধিক॥
কমল-কলিকা আমি একাকিনী নারী। (৬২০)
পুরুষ ভ্রমর তুমি কি বোলিতে[১১] পারি॥*
যদি মগ্ন আমাতে হইল তোমার মন।
তবে কেনে লাজ দিলা দেখাইয়া সখীগণ[১২]॥
দূতীর সম্বাদে হৈত মন-হিত কাজ।
না যুয়ায়[১৩] হেন কালে দিতে হেন[১৪] লাজ॥ (৬২৫)
এই কথা কহিমু নন্দ-যশোদার ঠাঁঞি।
তার কি উত্তর দিবা শুন রে কাহ্নাই॥
মোর নিজ-পতি জান কেবল দুর্জ্জন।
কহিমু তাহার স্থানে এই বিবরণ।
যদি বা গোহারি যাই কংস বরাবর[১৫]। (৬৩০)
পাইবা তাহার শাস্তি নন্দের কোঙর॥
কেশ হনে এড় হাতে—কেও নাহি দেখে।
জল নিবার আইসে দেখোঁ বৃন্দাবনের লোকে॥
যত বিপরীত তোর দেখিব সকল[১৬]।
কেশ হনে এড় হাত—নিয়া যাই জল॥ (৬৩৫)
বিরোধ না কর মোরে নন্দের কোঙর।
সঙ্গোপে হইব কার্য্য এবে ক্ষেমা কর॥
শিশু সবে দেখে তুমি আমার সহিত।
অন্য জন নহি আমি হই গৌরবিত॥
বিলম্বে হইব কার্য্য নাহি কর দ্বিধা। (৬৪০)
দুই হস্তে কেবা খায় যদি লাগে ক্ষুধা॥
মজিল তোমার মন আমার হৃদয়।
তোমাতে আমার মন মজিল নিশ্চয়॥"

---

(১) 'পদে' খ, ঘ। (২) 'মধুযুঞা কাল' ঘ; 'লাবণ্যতা কাল' খ। (৩) 'গুণবতী' ইত্যাদি স্থলে দান দিয়া ঘরে গিয়া যশ পাইবা ভাল।' ঘ-পুথি; 'দান দিয়া ঘরে যাইবা মৈলে পাইবা ভাল। খ-পুথি। (৪) 'জুড়িয়া' খ, (৫) 'প্রেম' ইত্যাদি স্থলে 'প্রাণ রাখি ঘরে চল' খ-পুথি।

(৬) কানুর চরিত্রে রাধার মনদুঃখ বড়।
মনে কলা খায় মাত্র মুখে কহে দঢ়। গ;

(৭) 'কন্দর্প-বিশিখে' খ, ঘ। (৮) 'যুবতি' ঘ। (৯) 'মৃদু মৃদু স্বরে রাধা কিছু কিছু কহে।' ঘ। (১০) 'তিলোত্তমা' ঘ।

(১১) 'করিতে' ঘ। (১২) 'সখাগণ' ঘ; (১৩) 'বুঝিয়া' ঘ (১৪) 'দিতে দেম' স্থলে 'দিলে মোরে' ঘ। (১৫) এই শ্লোকটী খ ও ঘ-পুথিতে নাই।

(১৬) 'দেখিব সকল' স্থলে 'ক্ষেমিলু সকল' খ।
'যত বিপরীত' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয়ের স্থলে
"কেশ হনে হাত এড় জল লৈয়া যাই।
বিরোধ না কর থাক নন্দের কানাই॥
সঙ্গোপনে হইব কার্য্য কহিলু নিশ্চয়।
(* * * *)॥' ঘ-পুথি"

কোকিলার স্বরে বোলে মৃদু মৃদু হাসি।
"এ রূপ যৌবনে মুই হৈল তোর দাসী॥" (৬৪৫)
কোমল মধুর বাক্য শুনি নারায়ণ।
গলে ধরি রাধিকারে দিলা আলিঙ্গন॥
রক্তগৌর বর্ণ রাধা কালা ভগবান।
চন্দ্রের অমৃত যেন রাহু করে পান॥
কনক[1]-কমল কুচ পরশিলা করে। (৬৫০)
সুমেরু ঢাকিল যেন নব-জলধরে[2]॥
নখ-রেখা শোভিছে স্তনের চারি ভিত[3]।
কনক-পর্ব্বতে যেন গুঞ্জআ ভূষিত[4]।
কানুর চরিত্রে রাধা হইলা লজ্জিত।
"কেনে রে নিলজ্জ কালা কর বিপরীত॥" (৬৫৫)
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥

রাগ নাগুদা।

"চল চল রে নিলজ কালা (৬৬০)
কলসি লাগিল[5] কাখে
তোমারি আমার হাস-পরিহাস[6]
ননদী কিবা[7] দেখে॥ ধ্রু॥
নিহানে আসিতে মোর পড়িয়াছে বাধা।
তবে কেনে আইলু জলে[8] কলঙ্কিনী রাধা॥ (৬৬৫)
কেবা নাইসে যমুনার ঘাট ভরি নিতে জল[9]।
একাকিনী পাইয়া মোরে পথে[10] কর বল॥
শাশুড়ী ননদী মোরে বোলিব[11] পরিবাদ।
বৃন্দাবন ছাড়ি যামু ঘরে নাহি সাদ॥
মায়ে বাপে বোলিবেক রাধা[12] কলঙ্কিনী। (৬৭০)
যোগিনী হইয়া যাইমু গায়ের[13] আগুনি॥
আজি হনে তুমি বন্ধু না বাসিও ভীন।"
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন॥

পয়ার।

রাধার কাকুতি শুনি নন্দের কোঙর।
কেশ কুচ ছাড়ি তবে হইলা গন্তর॥ (৬৭৫)
সম্ভাষা করিয়া রাধা ঘরে চলি যায়[14]।
খঞ্জন-গমনী রাধা ফিরি ফিরি চায়॥
রাধার শরীর যেন রুক্মিলেক ভানু[15]। ※
চরণ না চলে যাইতে পরিহরি কানু[16]।
মন্দ মন্দ গতি যায় রাধিকা সুন্দরী। (৬৮০)
কানুর বিরহ লাগি চায় ফিরি ফিরি॥
এইমতে কত দূর গেলা শশিমুখী।
লেউটি না চায় যদি কানু হৈল দুখী॥
ডাক দিয়া বোলিলেক নন্দের কুমার।
"মোর প্রাণেশ্বরি রাধা চাহ একবার॥ (৬৮৫)

---

(১) 'বিমল' গ (২) 'পূর্ণ শশধরে' গ। 'কনক' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
"কনক কমল কুচ পরশে ভগবান।
প্রকৃতি চপলা তোমার কিছু নাহে জ্ঞান॥" ঘ;
(৩) 'নখ-রেখা ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের স্থলে—
"লোকে দেখিলে হৈব বড় অপমান।
যাবত না দেখে কেহ যাও নিজ স্থান॥' ঘ;
(৪) "কাঞ্চন-পর্ব্বত যেন মালায় শোভিত॥" খ।
(৫) 'রহিল' গ (৬) 'পরিহাস' খ (৭) 'পাছে' খ; 'তারে' ঘ
(৮) 'কি ক্ষেণে 'আসিলু ঘাটে' খ, ঘ।
(৯) 'কেবা না আইসে ঘাটে ভরিবারে জল।' খ, ঘ। (১০) 'মোরে পথে' স্থলে 'তুমি কারে' ঘ। 'একাকিনী' ইত্যাদি কলিগুলি খ-পুথিতে নাই। (১১) 'মোরে বোলিব' স্থলে 'একে বোলে' ঘ (১২) 'বোলিবেক রাধা' স্থলে 'শুনি মোরে বলিব' ঘ। (১৩) 'যাইমু গায়ের' স্থলে 'যাইমু মনের' গ; 'যাইব গাএর' ঘ। (১৪) 'সম্ভাষা' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক—"রাধার স্তনেত ঘাত দিয়া আছে নখে। কঙ্কণে ত গুঞ্জ শোভা করে সেই রেখে॥' ঘ। 'সম্ভাষা করিয়া' ইত্যাদি স্থলে—"গোবিন্দ সম্ভাষি রাধা নিজ গৃহে যায়। খঞ্জন জিনিয়া আঁখি ফিরি ফিরি চায়॥" ঘ। (১৫) রাধার শরীর ইত্যাদি স্থলে—"চরণ না চলে যাইতে পরিহরি কানু। ধরাধর হৈতে যেন ব্যক্ত হৈল ভানু॥" খ, ঘ পুথি।

দেখিয়া তোমার মুখ প্রাণ শান্ত করি[১]।
বারেক ফিরিয়া চায় শুন ল সুন্দরি॥"
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে। (৬৯০)
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥

রাগ বরাড়ী[২]।

"হোর[৩] ল বিনোদিনি
ফিরিয়া চাও ল এক বার।
অমল কমল হেন ষোল-কলা চন্দ্র যেন[৪]
হেন মুখ দেখিয়ে তোমার॥ ধ্রু॥ (৬৯৫)
জিনিয়া খঞ্জন পাখী নয়ান-নাচনি দেখি[৫]
ভুরু-ভঙ্গী কটাক্ষ-সন্ধান।
কনক-দাড়িম্ব যেন পয়োধর শোভে[৬] তেন
ভালে[৭] সে হরিয়া নিলে প্রাণ[৮]॥
কাঁচা কণক জিনি অঙ্গের বরণ খানি[৯] (৭০০)
খঞ্জন-গমন অঙ্গ-ভঙ্গে।
মুখানি সুধার তুল যেন বা বান্ধুলি-ফুল
ঝাঁপ দিছে সৌরভ-তরঙ্গে॥
প্রাণ হরি ঘরে যাও বারেক ফিরিয়া চাও
হেরিতে হেরিতে হৈলু ধন্দ।" (৭০৫)
কাহ্নাই যতেক বোলে না শুনিয়া রাধা চলে
রচিলেক দীন ভবানন্দ॥

—

[শ্রীরাধার প্রেম-বিবশতা ও সান্ত্বনা]

পয়ার।

পুনি জন্মেজয় রাজা পুছে যোড়-হাতে।
"রাধা কাহ্নুর সম্মিলন হৈল কেন মতে॥
সে সকল সমাচার কহ মুনিবর। (৭১০)
তোমার প্রসাদে শুনি[১০] কাব্য মনোহর।
রাজা সম্বোধিয়া মুনি কহিতে লাগিলা।
বসন্ত কালেতে যেন মধুর কোকিলা॥
"শুন রাজা জন্মেজয় চন্দ্রবংশ-মণি।
সাবহিতে শুন আদি পুরাণ-কাহিনী। (৭১৫)
মন্দিরে আইলা যদি রাধিকা যুবতি।
তেজিয়া জলের কুম্ভ[১১] চিন্তা-যুক্ত অতি॥
উঠে বৈসে ঘনে ঘনে হইয়া বিকল।
গৃহ-কর্ম্মে চিত্ত নাহি উন্মত্ত কেবল॥
যেই দিগে দৃষ্টি করে রাধিকা যুবতি[১২]। (৭২০)
শাশুড়ী ননদী আর দেখে নিজ পতি॥
কাহ্নুর বিরহ রাধা[১৩] না পারে সহিতে[১৪]।
বিপাকে ঠেকিলা রাধা বিষম পিরিতে[১৫]॥
কামে বিমোহিত[১৬] তনু হৈল স্তব্ধাকার[১৭]।
কাহ্নু বিনে সর্ব্ব শূন্য হৈল রাধিকার॥ (৭২৫)

---

(১) 'দেখিয়া' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (২) 'মাউর রাগ' খ; 'গান ছন্দ নাগুয়া দা মউর' ঘ (৩) 'হের খ, ঘ; (৪) 'অমল কমল যেন ষোল কলা চন্দ্র হেন' গ, (৫) নয়ন খঞ্জন পক্ষী বয়ান সুন্দর দেখি' গ; সংশোধিত পাঠ—'গমন খঞ্জন ইত্যাদি গ। (৬) 'দেখি' ঘ। (৭) 'এতেকে' ঘ। (৮) 'ভালে সে' ইত্যাদি স্থলে 'না দেখিলে নাহি রহে প্রাণ' খ। (৯) 'কাচা' ইত্যাদি দুইটী কলির স্থলে খ-পুথির পাঠ—

"কাচা কনক জিনি অঙ্গের বরণ খানি
দেখিতে দেখিতে হৈলু ধন্দ।
কাহ্নাই যতেক বোলে না শুনিয়া রাধা চলে
রচিলেক দীন ভবানন্দ॥"

ঘ-পুথিতে 'কাচা' ইত্যাদি কলির স্থলে পাঠ,—

"কাচা কনকের তুল বরণের নাহি মূল
অঞ্জন খঞ্জন অনঅঙ্গে।"

লিপিকারের ভ্রমে কলির শেষাদ্ধ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(১০) 'কহ' গ (১১) 'তেজিয়া' ইত্যাদি স্থলে 'কলসি তেজিয়া হৈল' ঘ (১২) 'যেই দিকে' ইত্যাদি শ্লোক খ, ও ঘ-পুথিতে নাই (১৩) 'ভাব' ঘ (১৪) 'বিসরিতে' ঘ (১৫) 'বিপাকে' ইত্যাদি স্থলে 'কেনে অভাগিনী গেলু জল লয়া যাইতে' ঘ। খ-পুথিতে এই শ্লোক নাই (১৬) 'জর্জ্জরিত' খ, ঘ (১৭) 'ওছাকার' (?) ঘ, চ;

শাশুড়ী ননদী তারে দেখি বিপরীত[১]।
জিজ্ঞাসিতে উত্তর না দেন কদাচিৎ॥
তার নিজ পতি আসি জিজ্ঞাসে বিস্তর[২]।
শুনিয়া যুবতি রাধা না দিলা উত্তর॥
যত্নসেন নামে গোপ তাহার রমণী। (৭৩০)
লোক-মুখে শুনি আইল এসব কাহিনী॥
প্রেম-সখী হয় রাধা তান[৩] দুঃখ দেখি।
রাধার মন্দিরে গেলা সেই চন্দ্রমুখী॥
আসিয়া দেখিল স্তব্ধ ব্যাকুল-আকার[৪]।
ধরিয়া রাধার গলে[৫] লাগে পুছিবার॥ (৭৩৫)
"সন্তাপী হইছ তুমি কেমন কারণ।
কহ কহ প্রাণ-সই কহ বিবরণ॥
কোন জন তোমারে দিয়াছে অপমান[৬]।
কহ সুবদনি রাধা কহ মোর স্থান॥
শাশুড়ী ননদী কিবা বোলিছে কুচ্ছিত। (৭৪০)
সেই অপমানে বুঝি[৭] হইছ দুঃখিত[৮]॥
নিজ পতি মন্দ কিবা বোলিছে কি কাজে।
বুঝিলু মনেত দুঃখী হইছ সেই লাজে॥
নহে যদি গুপ্ত থাকে কহ সেই[৯] কথা।
না করি কপট সই খাও মোর মাথা॥" (৭৪৫)
সখীর বচন শুনি রাধিকা সুন্দরী।
কহিতে লাগিলা কথা তান হাতে ধরি[১০]॥

"শুন মোর প্রাণ-সখি শুনহ উত্তর।
কাম-বাণে চিত্ত মোর হইল জর্জ্জর॥
আজির বিরহের দুঃখ শুন প্রাণ-সই[১১]। (৭৫০)
প্রাণের দোসর তুমি তে কারণে কই[১২]॥"
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥ (৭৫৫)

রাগ বরাড়ী।

"প্রাণ-সই বিরহের কাহিনী শুন মোর[১৩]।
সকল সখীর সঙ্গে যমুনা গেছিলু রঙ্গে
জল ভরি চাল যাই[১৪] ঘর॥ ধ্রু॥
আচম্বিত হেন কালে বসিছে কদম্ব তলে[১৫]
চূড়ায় ময়ুর-পুচ্ছ শোভে।
অম্লান[১৬] কুসুম-মাল সৌরভ শোভিছে ভাল (৭৬০)
ভ্রমরা না ছাড়ে মধু-লোভে॥
সুরঙ্গ অধরে বাঁশী ঈষত মুদ্রিত হাসি
তাতে কোটি চান্দ শোভন[১৭]।
যমুনা আনন্দ-ভরে উৎপল উপহারে
বহু-বেগে ধরিছে উজান[১৮]॥ (৭৬৫)

---

(১) 'শাশুড়ী' ইত্যাদি শ্লোক-স্থলে—
"শাশুড়ী স্বামী আসি জিজ্ঞাসে তখন।
শুনিয়া অবলা নারি না কহে কথন॥" ঘ।
'কদাচিৎ' স্থলে 'কালোচিত' খ; (২) 'তার নিজ পতি' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (৩) 'রাধা তান' স্থলে 'সে রাধার' ঘ। (৪) 'আসি মাত্র রাধিকারে দেখে ধন্দাকার' ঘ। (৫) 'গলে ধরি যত্ন করি' ঘ। (৬) 'কোন জন' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (৭) 'সই' ঘ; 'কিবা' খ (৮) 'কুপিত' খ, ঘ। (৯) 'শুনি' গ (১০) 'তান' ইত্যাদি স্থলে 'মৌন পরিহরি' খ, ঘ।

(১১) 'আজুকার দুঃখ শুন প্রাণের যে সই।' খ; (১২) 'প্রাণের দোসর তুমি তোমার স্থানে কই॥' খ; এই শ্লোক ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (১৩) 'অয়ে পরাণ সই হের কথা শুন আল মোর' খ; 'হেরল প্রাণ সহি বিরহের' ইত্যাদি ঘ-পুথি। (১৪) 'ভরি' ইত্যাদি স্থলে 'ভরিয়া আসি' খ; (১৫) 'বসিছে' ইত্যাদির স্থলে 'মালতীর মালা গলে' গ; (১৬) 'সকল' গ; (১৭) 'তাহে কথ করিছে শোভন' ঘ; (১৮) 'যমুনা আনন্দ-ভার বালক সব সুসার বন্ধুর আগে ধরিছে যে গান।" ঘ।

আমার নিকটে আসি বলিল ঈষত হাসি
"রতি-দান দেও ত সুন্দরি।"
যৌবন না দিলু ডালি পাঞ্জর করিয়া[1] খালি
প্রাণ[2] মোর লৈয়া গেল হরি[3] ॥
যদি বা না দেখি কাহ্নু সহজে ছাড়িমু তনু (৭৭০)
প্রাণ রাখিয়া নাহি কাজ।
আছিল মৃত্যুর লেখা ভাগ্যে সে হইল দেখা
এতেক কহিলু তোমাত কাজ[4] ॥"
এতেক কাতর কথা কহি বৃকভানু-সুতা
ক্ষেণে ক্ষেণে হয় চমকিত। (৭৭৫)
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
শ্লোক ভাঙ্গি রচিলেক গীত ॥

রাগ ধানসী[5]।

"কালা-বন্ধুর ভাবে[6] সদায় আকুল মোর হিয়া।
এ ধন[7] যৌবন দিয়া বন্ধুরে সমুখে থুইয়া
দেখি রূপ নয়ান ভরিয়া ॥ ধ্রু ॥ (৭৮০)
যে বলে সে বলুক লোকে যার মনে যেই দেখে
ননদী বা বলুক অসতী।
গুরু গৌরবিত জনে বলুক যে দেখে জ্ঞানে[8]
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ পতি ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দিয়া যোগিনীর বেশ হৈয়া (৭৮৫)
যথা তথা যাইমু মন-দুখে।
কাহ্নুর বিরহে মোর তনু হৈল জরজর
কি বলিব[9] গোকুলের লোকে ॥

মুই যদি এমন জানু[10] যমুনার তীরে কাহ্নু
তে কেনে[11] ভরিতে যামু জল। (৭৯০)
বিহানে শুনিয়া বাধা গেলু কলঙ্কিনী রাধা
পাইলু তাহার প্রতিফল ॥
শুন মোর প্রাণ-সই তোমাতে মরম[12] কই
মোর রূপ কালার অধীন[13]।"
অনিরত মনে ভাবি রাতুল চরণ সেবি (৭৯৫)
রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥

রাগ নট্ট[14]।

"সজনি সই[15] কেমতে রহিমু আর[16] ঘরে।
বন্ধুর চরণ সখি হৃদয়ে তুলিয়া রাখি
হেন মোর মনে সাধ করে ॥ ধ্রু ॥
যে জন দেখিছে তারে সে কি বিসরিতে পারে (৮০০)
দেখি তার নয়ান-সন্ধান।
হেন মনে করি সাধ শুনিতে বাঁশীর নাদ
সেই ক্ষণে কাড়ি নিব প্রাণ[17] ॥
হেন কে যুবতি আছে গেলে সে কাহ্নুর কাছে
ফিরিয়া আসিতে হৈব আশ। (৮০৫)
অঙ্গের ভঙ্গিমা সখি কামের কামান দেখি
যেন চান্দ শোভিছে আকাশ[18] ॥

(১) 'করিমু' ঘ (২) 'প্রাণী' ঘ। (৩) 'প্রাণ' ইত্যাদি স্থলে 'প্রাণ লম্বা গেল শ্রীহরি' ঘ (৪) 'ভাগ্যে' ইত্যাদি স্থলে 'ভাগ্যে তোর সনে দেখা, এতে সে কৈলু সব কাজ ॥' ঘ; (৫) 'গভার (?) রাগ' খ; 'গান ছন্দ' ঘ (৬) 'ও কালার লাগি' খ; 'ও কালার ভাবে' ঘ; (৭) 'রূপ' ঘ; খ পুথি এখানে একটু খণ্ডিত (৮) 'সনে' ঘ (৯) 'করিব' খ, ঘ।

(১০) 'জানো' ঘ (১১) 'তে কেনে' স্থলে 'তবে কি' খ; 'তবে কেনে' গ; (১২) 'তোমাতে মরম' স্থলে 'মনের মন দুঃখ' ঘ (১৩) 'মোর রূপে' ইত্যাদি স্থলে 'মোর রূপে কালার মজে মন' ঘ-পুথি (১৪) 'নট' ঘ; 'বরাড়ী' খ। (১৫) 'সই জানি যা' খ; 'সৌজনি সহি' ঘ (১৬) 'রহিমু আর' স্থলে 'রহিব বোল' খ; 'রহিতে বোল' ঘ; (১৭) 'হেন মনে' ইত্যাদি স্থলে 'কি মতে চাহিয়া আখি, কুলশীল জাতি রাখি, ঘরে যাইব কাহার পরাণ।" খ, ঘ; (১৮) 'হেন কে যুবতি' ইত্যাদি কলির পরিবর্তে—
"যদি কর মনে সাধ শুনিতে বাঁশীর নাদ
সেই ক্ষণে প্রাণ হরি নিব।
হেন কে রমণী আছে না গেলে তাহার কাছে
জাতি কুল লৈয়া সে এড়িব ॥" খ, ঘ।

মুরলির সান[1] শুনি সমাধি তেজয়ে মুনি
মারুত চলয়ে মন্দ-গতি।
কুলিশ পাষাণ দ্রবে যমনা উজান-বেগে[2] (৮১০)
কুল-বধূ[3] সহজে যুবতি ॥
হেন রূপ বেশ দেখি বিসরিতে নারি[4] সখি
জাতিকুল রহিব[5] কি কাজে।”
ভকতি মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
প্রাণ গেলে কি করিব লাজে॥ (৮১৫)

গৌরী রাগ[6]।

“তুমি সে সুহৃদ মোর আর কেহ নাই[7]।
বিরহ-দুঃখের কথা কহিলু তোর ঠাঞি॥
তবে কেনে কৃপা সই না কর আমারে[8]।
না কর কপট মুই ধরোঁ পদ-মূলে॥
তোর মোর এক প্রাণ তনু দুই খানি। (৮২০)
মোর নিজ পতি সই[9] তোর হেন জানি॥
তবে বা কপট[10] সই কর কি নিমিত্তে।
তোমার অন্তর আমি না পারি বুঝিতে॥
তুমি বিনে হেন কর্ম্ম কে করিব মোর।
মদন শিখে[11] তনু হইল[12] জর্জ্জর॥ (৮২৫)
অবিলম্বে সখি চল না করিও ব্যাজ[13]।
চরণে ধরিয়া কহোঁ[14] না ভাবিও লাজ॥
বিরহ চিন্তিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ।”
রাধার করুণা কহে ভবানন্দ দীন॥

পদ-বন্ধ[15]

রাধার কাকুতি শুনি শ্রীমতী সুন্দরী। (৮৩০)
কহিতে লাগিল রাধিকার হস্তে ধরি॥
“শুন শুন প্রাণ-সখি বচন আমার।
পরিচ্ছেদ কর[16] শোক না করিও আর॥
শুনিতে তোমার দুঃখ প্রাণ পোড়ে মোর।
আনিব নন্দের সুত শোক ক্ষেমা কর[17]॥ (৮৩৫)
আপনে কহিলা যে কানুর রূপ-ভেদ[18]।
সেই মনে আমার মনেত হৈল খেদ॥
সে যে নন্দ-সুত কানু কমল বদন।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ কামিনী-মোহন[19]॥
নহে ত সামান্য জন মন ভুলাইতে। (৮৪০)
বাক্য-বশ নহে সেই[20] আনিব কেমতে॥
গোকুলের লোকে আনে যমুনার জল।
কারে বা নন্দের সুতে করিয়াছে বল॥
যার যার মতে সেই জল নিয়া আসি[21]।
একখানি কথা সেই না কহিছে হাসি[22]॥ (৮৪৫)

---

(১) ‘ধ্বনি’ খ; ‘নাদ’ ঘ; (২) ‘কুলিশ’ ইত্যাদি স্থলে ‘পাষাণ দরবয় যমুনা উজান বয়’ ঘ (৩) ‘কুলবতি’ ঘ। ‘কুলবধূ’ ইত্যাদি চরণের স্থলে ‘কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি’ খ। (৪) বোল খ, ঘ। (৫) ‘রাখিব’ ঘ (৬) ‘পয়ার’ গ; ‘গৌরি’ রাগ’ খ; ‘গান ছন্দ গৌরি রাগ’ ঘ। (৭) ‘তুমি’ ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে খ-ঘ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ—

“চল সখি আনি দেও নন্দের তনয়।
তবে সে বাচিব প্রাণ কহিলু নিশ্চয়॥”

(৮) ‘তবে কেনে’ ইত্যাদি স্থলে—

“তবে কেনে মোরে কৃপা নহ কি কারণ।
না কর কপট মুহি ধরিলু চরণ॥” ঘ।

(৯) ‘সেহি’ ঘ; ‘তোর মোর’ ইত্যাদি শ্লোক খ-পুথিতে নাই। (১০) ‘বিরোধ’ গ (১১) ‘বিরহে’ গ (১২) ‘করিল’ গ।

(১৩) ‘অবিলম্বে’ ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে— “চন্দন-উদকে তপ্ত নহে ত শীতল। তুষ্ট হৈলে পরিশ্রম হইব বিফল॥” খ, ঘ (১৪) ‘বোলু’ খ; (১৫) ‘পদ’ ঘ (১৬) ‘পরিহর খেদ’ খ, ঘ; (১৭) ‘ক্ষেমা কর’ স্থলে ‘পরিহর’ খ, ঘ; (১৮) ‘আপনে কহিলা’ ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

“ইহাতে অধিক আমি জানিছি বিশেষ।
তুমি যত কহিলা কানুর রূপ বেশ॥” ঘ-পুথি
“আপনেহ জান তুমি কানু-রূপ-বেশ।
কহিলে নাকি আমি জানি ইহার বিশেষ॥ খ-পুথি;

(১৯) ‘কন্দর্প মোহন রূপ কামিনী রঞ্জন” ঘ (২০) ‘মোর’ ঘ; ‘যদি’ খ; (২১) ‘যার সেই মনে’ ইত্যাদি গ, ‘যার যার মতে সেহি লৈয়া আইসে পানি’ ঘ; ‘যার যার ঘরে সমাই’ ইত্যাদি খ। (২২) ‘হাসিয়া না কহিছে কভু কথাখানি’ ঘ;

শিশু হনে ধেনু রাখে যমুনার কূলে[১]।
না কহিছে খানিক কথা পরিহাস্য ছলে[২] ॥
যদি আমি সবে তারে করি[৩] পরিহাস।
শুনিয়া নন্দের সুত হয় এক পাশ ॥
হেন জনের সনে প্রেম বাঢ়াইলে দুষ্কর। (৮৫০)
শুন গুণবতি সই ভয় লাগে মোর ॥
যদি বা আমার বাক্যে[৪] আইসে কাহ্নাই।
তোর সম ভাগ্যবতী ত্রিভুবনে নাই ॥"

—

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট সখীর নিষ্ফল দৌত্য]

এত বলি দুই সখী গলাগলি করি।
যমুনার তীরে যায় শ্রীমতী সুন্দরী ॥ (৮৫৫)
অবিলম্বে মিলে গিয়া যমুনার ঘাটে।
বালক সহিতে কাহ্নু দেখে তার তটে[৫] ॥
কহিবার ছিদ্র নাহি চিন্তে মনে মন।
সঙ্ক্ষেপে কহিতে লাগে যত বিবরণ ॥
অন্য জনে শুনিলে যে কার্য্য ব্যর্থ[৬] হয়। (৮৬০)
এতেকে শ্রীমতী কথা সঙ্গোপনে[৭] কয় ॥
"আসিছিল চন্দ্রমুখী যমুনার তীর।
জলধরে গিলিলেক সকল শরীর[৮] ॥
ভয় পাই সেই সখী-সমবায়[৯] করি।
আপনা বাসরে গিয়া আছয়ে সুন্দরী[১০]॥ (৮৬৫)
মোরে পাঠাইল নারী করিয়া যতন।
বিলম্ব হৈয়াছে দেখি[১১], আকুলিত মন ॥
অকালেত সাজ বৃষ্টি বড় চমৎকার[১২]।
বরিষণ নহে যদি কিবা কার্য্য তার ॥"
হেন মতে শ্রীমতী যে সঙ্ক্ষেপ-উত্তরে[১৩] (৮৭০)
কহিল রাধার দুঃখ কাহ্নুর গোচরে ॥
শিশুগণ মধ্যে কাহ্নু না দিল উত্তর।
দুঃখিত হইয়া সখী চলিলেক ঘর[১৪] ॥
কাহ্নুর অন্তর-মর্ম্ম কিছু না জানিয়া।
চলিল শ্রীমতী ঘরে বড় দুঃখী হৈয়া[১৫] ॥ (৮৭৫)
তথাতে রাধিকা দেবী মজিয়া বিরহে।
মদনে অধিক[১৬] তনু অনুক্ষণ দহে ॥
পন্থ নিরক্ষিয়া আছে রাধিকা সুন্দরী[১৭]।
গলা চাপি ধরিলেক দৃঢ়মুষ্টি করি ॥

(১) 'কূল' ঘ (২) 'কভু না কহিছে কাক পরিহাস্য বোল।" (৩) 'যদি নারি লোকে তাক করে পরিহাস।' (৪) ঘ 'যদি তোর ভাগ্য বলে' খ, ঘ। (৫) 'কাহ্নু' ইত্যাদি স্থলে 'কালা খেলে যমুনার তটে' খ, 'কাহ্নু বসিছে তরু তটে' গ। (৬) 'বেক্ত' খ, ঘ (৭) 'সঙ্ক্ষেপেতে' খ, গ (৮) 'জলধরে' ইত্যাদি স্থলে 'চুল ধরি গিলি ছিল সকল শরীর ॥ খ; তরিতে যাছিল (আছিল ?) গিয়া তাহার স্বরির (শরীর ?)।' ঘ (৯) 'ভয় পাইয়া তার সঙ্গে সম্বাদ যে' খ; 'ভয় পাইয়া তার সম্বায়' ঘ। (১০) 'আপনা' ইত্যাদি স্থলে—'মন্দিরে চলিয়া গেল সেহি ত সুন্দরী ॥' ঘ; 'আপনার ঘরে গিয়া রহিছে সুন্দরী ॥' খ

(১১) 'বিলম্ব দেখিয়া হৈছে' খ, ঘ (১২) 'অকালেত' ইত্যাদি, শ্লোক খ ও ঘ পুথিতে নাই। (১৩) 'হেন মতে' ইত্যাদি শ্লোক স্থলে—
"সঙ্ক্ষেপে কহিল আমি সকল বৃত্তান্ত।
ইঙ্গিতে জানিয়া বোলে যে হয় রাধাকান্ত ॥" ঘ।
"সঙ্ক্ষেপে" ইত্যাদি ঘ-পুথিবৎ।
"ইঙ্গিতে জানাইবা যে হয় রাধাকান্ত ॥" খ
(১৪) 'শিশুগণ মধ্যে" ইত্যাদি শ্লোক, খ ও ঘ পুথিতে নাই; উহার পরিবর্তে "সত্যবতী-সুত ব্যাস" ইত্যাদি ভণিতা ও তৎপরে একটা দীর্ঘ গীত ও কতকগুলি শ্লোক আছে; উহা পরিশিষ্টে ১ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল।
(১৫) "চলিল শ্রীমতী" ইত্যাদির স্থলে—
"কহিলা রাধার স্থানে দুঃখিত হইয়া ॥" ঘ।
"সখী পাশে কৈতে যায় দুঃখিত হইয়া ॥" খ।
(১৬) 'মদন বিশিখে' খ; "মদনে অধিক" ইত্যাদি শ্লোক ও পরবর্ত্তী চারিটী শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (১৭) 'পন্থ' ইত্যাদির স্থলে—
"পথ নিরক্ষিয়া রহে রাধিকা যুবতী
হেন কালে মিলিলেক সুন্দরী শ্রীমতী ॥" খ

"সন্তাপিত হৈছ তুমি কেমত কারণ[1]। (৮৮০)
তোমার মুখের বাক্য অমৃত বচন ॥
কহ শুনি প্রাণ-সখি প্রাণ কর দান[2]।
তোমার অপেক্ষা মাত্র রাখিয়াছি প্রাণ[3] ॥"
রাধার বচন শুনি শ্রীমতী সুন্দরী।
কহিতে লাগিল তবে গদগদ করি ॥ (৮৮৫)
"প্রথমে কহিলু তোরে দুর্জ্জন[4] কানাই।
ইহার সহিতে প্রেম কিছু কার্য্য নাই ॥
না শুনিয়া বাক্য মোরে পাঠাইলে তথা।
অপমান পাইলু যত কি কহিমু কথা[5] ॥
বিস্তর প্রকারে মুই কৈলু তোর দুখ। (৮৯০)
উত্তর না দিল শুনি[6] ফিরাইল মুখ ॥
লজ্জা পাইয়া ঘরে আইলু কহোঁ তোর ঠাঁই।
তুমি সে বাড়াইলা প্রেম মোর দায়[7] নাই ॥"

[শ্রীরাধার বিষাদ ও মূর্চ্ছা]

শুনিয়া সখীর মুখে এহি[8] বিবরণ।
ধরণীতে পড়ি রাধা হরিলা চেতন[9] ॥ (৮৯৫)
বিস্তর প্রকারে যত্ন করিয়া শ্রীমতী।
চেতন না[10] হৈলা দেখি চিন্তা-যুক্ত অতি ॥
এক সখী পাঠাইয়া জানাইলা[11] সমারে।
দুঃখী হৈয়া সর্ব্বলোক আইলা দেখিবারে ॥

সুন্দরী রাধার স্বামী ননদী শাশুড়ী[12]। (৯০০)
মহা-গণ্ডগোল[13] করে রাধিকারে বেড়ি ॥
রাধারে মূর্চ্ছিত[14] দেখি বিষাদিত সহি[15]।
হেন কালে আইল রাধার মাতামহী[16] ॥
অনেক কালের বুড়ী বয়সে অধিক[17]।
দেখিল রাধারে আসি সম্বিত নাহিক ॥ (৯০৫)
অনেক প্রকারে বুড়ী জিজ্ঞাসে কারণ।
কোন্ মতে রাধিকার না হয় চেতন[18] ॥
বিস্তর প্রকারে যত্ন করিয়া শ্রীমতী।
রাধিকার দুঃখ দেখি দুঃখিত সে অতি[19] ॥
মহা-গণ্ডগোল হৈল পুরীর ভিতরে। (৯১০)
মূর্চ্ছিত[20] আছয়ে রাধা ভূমির উপরে ॥
শ্রবণে লাগিয়া কহে শ্রীমতী সুন্দরী।
"তোর আইলা প্রাণ-কান্ত দেখ চক্ষু ভরি ॥"
শুনিয়া সখীর বাক্য মধুর-কোমল[21]।
আঁখি মেলি না দেখিয়া কান্দিয়া বিকল[22] ॥ (৯১৫)
দেখিয়া সকল লোক হরষিত-মন।
যার যার[23] নিজ-গৃহে করিলা গমন[24]।
রাধা আদি তিন জন রৈলা সেইখানে।
বড়াই পুছিলা তান নাতিনের স্থানে ॥

(১) "সন্তাপিত" ইত্যাদির স্থলে—
"দেখিয়া সখীর মুখ রাধিকা সুন্দরী।
গ্রীবায়ে ধরিল তবে যোড় হাত করি ॥" খ।
(২) 'প্রাণ কর দান স্থলে 'কহ বিবরণ' খ।
(৩) 'আসিব যে প্রাণনাথ ব্যাজ কতক্ষণ ॥" খ।
অতঃপর খ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা—
"তোমার মুখের বাক্য অমৃত সমান।
কহিয়া সুন্দরি সখি প্রাণ দেহ দান ॥"
(৪) 'কহিলু' ইত্যাদি স্থলে 'বোলিমু আমি দুষ্ট' ঘ। (৫) 'ইহান সহিতে প্রেম না কর সর্ব্বথা ॥' ঘ (৬) 'তাথে' ঘ (৭) 'দোষ' ঘ (৮) 'এ সব' গ (৯) 'হৈলা অচেতন' খ, ঘ (১০) 'অচেতন হৈলা' গ (১১) 'আনাইলা' গ।

(১২) 'সুন্দরী রাধার' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (১৩) 'কলরব' খ (১৪) 'দুঃখিত' গ (১৫) 'বহি' গ (১৬) 'পিতামহী' গ (১৭) 'অতি বয়োধিক' খ, ঘ (১৮) 'অনেক প্রকারে' ইত্যাদি শ্লোক খ ও ঘ-পুথিতে নাই (১৯) 'বিস্তর প্রকারে' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
"বিস্তর প্রকারে তারে করাইয়া যতন।
(   ) না পায় চেতন ॥"
(২০) 'মোহিত' গ (২১) 'বচন কোমল' গ; 'ধ্বনি আচম্বিত' ঘ (২২) 'কান্দিয়া বিকল' স্থলে 'হইল লজ্জিত' ঘ (২৩) 'আপনার' গ; 'যার যেহি' ঘ (২৩) 'নিজ গৃহে' ইত্যাদি স্থলে "স্থানে গেলা সর্ব্বজন ॥" ঘ।

"শুন গুণবতি রাধা বুদ্ধিমতী[১] হও। (৯২০)
কি কার্য্যে আবেশ হৈছ মোর ঠাই কও॥
চিত্তের মানস আমি পূরিমু নিশ্চয়।
আমাতে ভাঙ্গিয়া কহ না কর বিস্ময়[২]॥"
মাতামহীর[৩] বচন শুনিয়া সুবদনী।
কহিতে লাগিল রাধা সকল[৪] কাহিনী॥ (৯২৫)
"শুন তোর মোর দুঃখ প্রাণের বড়াই।
বান্ধব[৫] কারণে মুই[৬] কহি তোমার ঠাই॥"
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে। (৯৩০)
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥

রাগ বরাড়ী।

"বড়াই হোর গ[৭]
শুন তুমি আমার বিরহে[৮]।
গেছিলু যমুনার জলে দেখিলু কদম্ব-তলে
সেই হনে[৯] প্রাণ মোর দহে॥ ধ্রু॥ (৯৩৫)
নব জলধর জিনি অঙ্গের বরণ খানি
বিদ্যুতের ছাটা অভরণ।
মুখানি পূর্ণিমা-ইন্দু ললাটে চন্দন-বিন্দু[১০]
তার মধ্যে আবির শোভন[১১]॥
যুবতী-মোহন চূড়া মালতী-কুসুম বেড়া[১২] (৯৪০)
শিখি-পুচ্ছ তাহার ভূষণ[১৩]
মধুর-মধুর বলি মকরন্দ পিয়ে অলি
ফিরি ফিরি ধরিছে গুঞ্জন[১৪]॥
নীল-কমল[১৫] আঁখি ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি
কটাক্ষে ইসদ মৃদু হাসি। (৯৪৫)
সুলক্ষণ মুখ[১৬]-চান্দ পাতিছে রমণী-ফান্দ
সুন্দর অধরে পূরে বাঁশী[১৭]॥
শুনিয়া বাঁশীর সান যমুনা[১৮] ধরে উজান
মুঞ্জরে দাউর দ্রবে শিলা[১৯]।
পবন স্তম্ভিত হয় রবি-রথ[২০] না চলয় (৯৫০)
আমি নারী সহজে অবলা॥
কুসুমে সকল[২১] সাজ অভিনব যুবরাজ
অমর-নায়ক[২২] জিনে বেশে।
সৌরভ-বিহিত ভাল গলায় বকুল-মাল[২৩]
আসিয়া ধরিলা মোর কেশে (৯৫৫)

(১) 'বুদ্ধিমান গ; 'বদ্ধিমাই' ঘ (২) 'না কর বিস্ময়' স্থলে 'নাহি কর ভয়' খ; 'আমাতে ভাঙ্গিয়া' ইত্যাদি স্থলে—
"কহ কি ভাব্য তোমার আছয়ে হৃদয়।" ঘ।
(৩) 'পিতামহীর' গ (৪) 'মধুর' খ; 'বিরহ' ঘ (৫) 'কালার' খ (৬) 'কারণে মুই' স্থলে 'করিতে আমি' ঘ; (৭) 'আল বড়াই' খ 'বড়াই হের ল' ঘ। (৮) 'শুন মোর দুঃখের বিরহে' খ; 'শুন' ইত্যাদি কলির স্থলে—"বিরহে গিয়াছিলু যমুনার জলে। দেখিয়া কদম্বতলে সর্ব্ব অঙ্গ দহে॥ ধ্রু॥' খ (৯) 'হৈতে' খ (১০) 'ললাটে কলাপ বিন্দু' গ। (১১) 'তার মধ্যে' ইত্যাদি স্থলে 'গলায়ে ত কৌস্তুভ ভূষণ' গ।

(১২) 'যুবতী-মোহন' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের স্থলে—
"যুবতি মালতি-মাল কুসুম শোভিছে ভাল
শিখি-পুচ্ছ তাহেধিক দোলে।" গ
(১৩) 'শিখিপুচ্ছ' ইত্যাদি স্থলে "শিখিপুচ্ছ তাহে বাখান।" ঘ (১৪) 'ফিরি ফিরি ধরয়ে ঢুগলে' ঘ; 'ফিরি ফিরি ধরছে যোগান।"(১৫) 'বিমল' খ; (১৬) 'নখ' খ; (১৭)"সুলক্ষণ" ইত্যাদির স্থলে—
"শুনিয়া বাঁশীর সান যমুনা ধরু উজান
ময়ূরে মাস্তুরে (?) দ্রবে বাসি॥" গ।
(১৮) 'নদী' ঘ (১৯) 'মুঞ্জরে' ইত্যাদি স্থলে—"কদমতলে বসিয়াছে কান॥" খ; (২০) 'শশী' খ; "শুনিয়া বাঁশীর সান ইত্যাদি কলি গ-পুথিতে নাই। (২১) 'সকল কুসুমে' খ, ঘ; (২২) 'অবলা নারীরে' খ; (২৩) 'গুঞ্জআর মাল' খ, গ।

বিস্তর মিনতি করি আইলু আপন পুরী[১]
সেই হনে[২] প্রাণ পোড়ে মোর।
দেখিছি[৩] অবধি হনে বিসরিতে[৪] নারি মনে
হৃদয়ে ভেদিছে পঞ্চ-শর॥
চিন্তহ আমার[৫] কাজ আনি দেহ যুবরাজ (৯৬০)
দুঃখ মোর না সহে পরাণে[৬]।
তোমার চরণে পড়ো না আনিলে প্রাণ ছাড়ো"
রচিলেক ভবানন্দ দীনে[৭]॥

পয়ার।

নাতিনের দুঃখ[৮] দেখি বড়াই প্রমাদী।
"না কর বিবাদ কিছু দিমু কার্য্য সাধি॥ (৯৬৫)
নন্দের তনয় সেই বালক-চরিত[৯]।
নহে তোর প্রেম-যোগ্য হও[১০]গৌরবিত[১১]॥ *
হেন জনের সনে প্রেম বাঢাইলে দুষ্কর।
তোর মনে যেই দেখে সেই কর্ম্ম কর॥
একখানি কথা মোর শুন ল নাতিন। (৯৭০)
গরবিত সনে প্রেম নহে কোন দিন[১২]॥"
রাধা বলে "কৃপা যদি করিলা বড়াই।
অবিলম্বে আনি দেহ নন্দের কাহ্নাই॥
বিলম্ব না কর বড়াই ধরুহুঁ চরণে।
তিলমাত্র ব্যাজ হৈলে মরিমু আপনে[১৩]॥" (৯৭৫)

[বড়াইর দৌত্যের সফলতা]

রাধার বচন শুনি চলিলা বড়াই।
যমুনার তীরে গেলা যথাতে কাহ্নাই॥
বালক সকল গেছে গোঠের[১৪]ভিতর।
তরু-মূলে কাহ্নাইয়া বসিয়াছে[১৫]একেশ্বর॥
গোবিন্দের রূপ দেখি কন্দর্প সমান। (৯৮০)
কানে জর্জ্জরিত বড়াই হৈল জ্ঞান[১৬]॥
ক্ষেণেকে সম্বিত[১৭] পাইয়া গদগদ-ভাবে।
কিঞ্চিত হাসিয়া কহে গোবিন্দের পাশে[১৮]॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥ (৯৮৫)
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥

রাগ সুহি।

"তোর রে[১৯]নন্দের সুত
কি কর ঘাটের কূলে বসি।
বনে থাক ধেনু রাখ আগর[২০]চন্দন মাখ (১০০০)
গোকুল মজাইবা[২১] হেন বাসি॥ ধ্রু॥
বাঁশি টা করিয়া হাতে বসি থাক রাজ-পথে[২২]
কিবা থাক কদম্বের মূলে।
কুলবধূ গোয়ালিনী যে ভরিতে যায় পানি
তোর রূপ দেখি তারা ভুলে॥ (১০০৫)

---

(১) 'আপনা সারি' ঘ; (২) 'হৈতে' খ; ঘ। (৩) 'দেখিয়া' খ; (৪) 'নিবারিতে' খ (৫) 'চিন্তিরা আমার' খ; 'চিন্ত বড়াই মোর' ঘ; (৬)'দুঃখ' ইত্যাদি স্থলে 'তোর মোর মনে নাহি ভীন' খ; 'মোর কর্ম্ম নহে তোর ভীন' ঘ। (৭) 'দীন' খ, ঘ, (৮) 'দুক্ষ' ঘ, (৯) 'চরিত্র' গ, ঘ (১০) 'আরে ত' ঘ; (১১) 'গর্ব্বিত' ঘ; (১২) 'গর্ব্বিতের কার্য্য বেক্ত নহে কোন দিন' ক, গ, ঘ;

(১৩) "বিলম্ব' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
"বিলম্ব না কর বড়াই পড়ো পদ-তলে।
তিলেক বিলম্ব হৈলে ঝাপ দিমু জলে॥" খ, ঘ।

(১৪) 'গোষ্ঠের' ঘ (১৫) 'তরু-মূলে' ইত্যাদির স্থলে 'যমুনার তীরে সবে কানু' খ; (১৬) 'বড়াই' ইত্যাদি স্থলে 'বুড়ী বিরহিত জ্ঞান' খ; 'কম্প হরিলেক জ্ঞান' ঘ। (১৭) 'জম্মিত (?)' গ; 'বিশ্রাম' ঘ (১৮) 'কিঞ্চিত' ইত্যাদি স্থলে—'মনোহিত কহে তবে গোবিন্দের পাশে॥' খ; "কথঞ্চিত কহিল গিয়া তান পাশে॥' ঘ। (১৯) 'তোর রে' গ পুথিতে নাই। (২০) 'অগরু' ক, গ, (২১) মজাইলা' ঘ। (২২) 'বাঁশি টা' ইত্যাদি কলির স্থলে গ-পুথির পাঠ যথা—

"কুলবধূ গোয়ালিনী যে ভরিতে যায় পানি
রূপ দেখি তা সমাই ভুলে।
চূড়াটি বান্ধহ ভালে বকুল-গুঞ্জরা-মালে
ময়ূর-পুচ্ছ শোভা করে ভালে॥"

চূড়াটী টালিয়া ভালে বেড়িয়া বকুল-মালে[১]
ময়ূরের পুচ্ছ তাথে শোভে।
ভ্রমরা ভ্রমরী আনন্দে ফিরি ফিরি
যোগান ধরিছে মধু-লোভে ॥[২]
পাটে রাজা কংসাসুর মথুরা কতেক দূর (১০১০)
মুরারি বাজাও হাসি হাসি।
কংস রাজা শুনে এবে ক্ষেণেকে মারিব তবে[৩]
গোকুল করিবা তুমি দোষী ॥
আমি বয়াধিক নারী তোমার মুখানি হেরি[৪]
দেখি শুনি হৈয়া গেলু ধন্দ। (১০১৫)
আমার বচন ধর নাগরালি পরিহর"
রচিলেক দীন ভবানন্দ ॥

পয়ার।

বড়াই বোলে "শুন কাহ্নু আমার বচন।
মোর নাতিনীরে বল কৈলে[৬] কি কারণ ॥"
কাহ্নু বলে "বড়াই শুন আমার বচন[৭]। (১০২০)
আমি ত না জানি তোর নাতিন কোন জন ॥"
পুনরপি বোলে বড়াই "শুন রে কাহ্নাই
মোর নাতিনের কথা কহো তোর ঠাঞি ॥
রাধিকা যুবতী হয় আমার নাতিন।
জল ভরিবার আইল যমুনা-পুলিন ॥ (১০২৫)
আপন মন্দিরে যাইতে ভরি লৈয়া জল[৮]।
কেন রাজ-পথে পাইয়া তাকে কৈলে বল ॥
সেই হনে[৯] স্তব্ধ নারী তোমার বিরহে[১০]।
তোমার বিচ্ছেদ নারী প্রাণ দিবার কহে[১১] ॥
ক্ষেণেক ধরণী পড়ে ক্ষেণেকে উঠয়[১২]। (১০৩০)
নিরুত্তর হৈয়া বালা ধরণী লুটয় ॥
তার দুঃখ দেখি আইলু তোমার বিদিত[১৩]।
জানিয়া করিহ কার্য্য যে হয় উচিত ॥"
বুড়ির মুখেত শুনি রাধার বিবরণ[১৪]।
হরিষ-অন্তর হৈল নন্দের নন্দন ॥ (১০৩৫)
"যেই হনে মোর দেখা রাধার সহিতে।
না দেখিলে প্রাণ পোড়ে কহিলু নিশ্চিতে ॥
যদি কৃপা-যুক্ত তুমি হৈলা মোর[১৫] প্রতি।
কোথা গেলে পাইমু বোল সেই গুণবতী ॥
এই কথা কহ গিয়া সুন্দরীর স্থানে। (১০৪০)
নিশাতে যাইব আমি না হইব আনে[১৬] ॥"

---

(১) 'চূড়াটি' ইত্যাদি কলি গ-পুথিতে নাই। ইহার স্থলে খ-পুথির পাঠ, যথা—
"চূড়াটি বান্ধিছ ভালে বকুল-গুঞ্জার মালে
বেড়িয়া মউর-পুচ্ছ শোভে।
করিছ যুবতি বশ মনোহর অতি রস
অলি উড়ে মকরন্দ লোভে ॥"
(২) 'ত নহে' খ; 'রনেক' ঘ (৩) 'কংশ রাজা' ইত্যাদি চরণ দুইটীর স্থলে—
"তুমি সে নন্দের সুত রূপে গুণে অদ্ভুত
তোমার নাগরালি ভাল নহে বাসি ;" ঘ ;
"তুমি সে নাগর বড় রসেত মজিলা দড়
নাগরালি ভাল নহে বাসি ॥" খ ;
(৪) 'আমি বয়োধিকা' খ ; "মুঞিত রসিকা ঘ (৫) 'তোমার' ইত্যাদি স্থলে 'চিত্ত কি ধরাইতে পারি' ঘ (৬) 'মোর' ইত্যাদি স্থলে—'মোর নাতিনের প্রাণ হরিলা' ঘ ; (৭) "কাহ্নু বোলে শুন বুড়ি আমার উত্তর। আমি ত না জানি কেবা নাতিন হয় তোর ॥" খ, ঘ,
(৮) 'নিজ ঘরে লৈয়া যায় যমুনার জল।
রাজ-পথে পাইয়া তুমি তাকে কর বল ॥' ঘ ;
(৯) 'হৈতে' খ ; 'হতে' ঘ (১০) 'কারণ' ঘ
(১১) "ক্ষেণে ক্ষেণে ভূমে পড়ি হয় অচেতন" ঘ ;
"ক্ষেণে ধরণীতে পড়ে ক্ষেণে মূর্চ্ছা যায়ে ॥" খ।
(১২) ক্ষেণেকে' ইত্যাদি শ্লোক খ ও ঘ-পুথিতে নাই।
(১৩) 'তার দুঃখ' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই।
(১৪) 'শুনিয়া বড়াইর মুখে মধুর বচন (রাধার বচন ?)।
হরষিত হৈয়া বোলে মধুর বচন ॥" ঘ ;
"শুনিয়া বড়াইর মুখে রাধার বচন।
হরিষ অন্তরে কহে নন্দের নন্দন ॥" খ ;
(১৫) 'তান' গ (১৬) 'নিশাভাগে যাইব তাহান ভুবনে ॥' ঘ ; 'নিশাতে যাইব আমি শুন বিবরণে' ॥ গ।

যতেক মধুর বাক্য[১] কহিলা কাহ্নাই।
চলিলা সানন্দে ঘরে শুনিয়া বড়াই[২] ॥
কহিল সকল কথা রাধিকা গোচর।
"নিশাকালে[৩] আসিবেক নন্দের কোঙর ॥* (১০৪৫)
ধন্য ধন্য রাধা তুমি বড় ভাগ্যবতী।
বিধাতা মিলাইল তোমা কাহ্নু হেন পতি[৪] ॥
ভালমতে সেবা নাতিন করিবা যতনে।
তবে না ছাড়িব তোরে নন্দের নন্দনে[৫] ॥
কত কোটি কাম[৬] জিনি তারে রূপ বেশ। (১০৫০)
পাইলা উত্তম পতি প্রথম বয়েস ॥
আমার বচন নাতিন "শুন সাবহিতে[৭]।
অখিলের পতি স্বামী পাইলা আমা হতে[৮] ॥"
রাধা বলে "শুন বড়াই কহো তোর ঠাঞি।
হেন নিষ্ঠুর[৯] পতি মোর দায়[১০] নাই ॥ (১০৫৫)
ভাল হৌক মন্দ হৌক না বরিব অন্য জন[১১]।
মোর নিজ পতি[১২] সেই মোর প্রাণ-ধন ॥
হেন দুরন্ত জনের কার্য্য[১৩] নাহি মোর।
চল বুড়ি যাও তুমি[১৪] আপনার ঘর ॥
মোর প্রাণ-সখী গেল তান বিদ্যমান। (১০৬০)
না দিল উত্তর তাতে[১৫] মনের গুমান ॥"
হেন শুনি বুঢ়ী কোপে হৈল কম্পমান[১৬]।
রাধারে ভৎসিতে লাগে যত লয় মন ॥
"তোর মাতামহী[১৭] হই শুনলো অবলা।
ভাণ্ডিবারে চাও তুমি পাতিয়া স্ত্রী-কলা ॥ (১০৬৫)
চাতুরী করিলে বেক্ত এবে মদ-গর্ব্বে[১৮]।
ভাগিনার সনে রতি ভুঞ্জিয়াছ পূর্ব্বে ॥
যখনে যমুনা গেলা জল আনিবার[১৯]।
তখনে কাহ্নুর সঙ্গে ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার ॥
অখনে ভাণ্ডিতে মোরে তোর হৈল জ্ঞান। (১০৭০)
তোর মনে মুই হনে তুই বড় স্যান ॥
বড় দুরাচার[২০] তুই বুঝিলু অখনে।
আখির ঠারে পুরুষের হরি নেও প্রাণে[২১] ॥
আমাকে ভাণ্ডিবা তুমি কেমন উপায়।"
হাসি হাসি বন-দৃষ্টে বুঢ়ী তবে চায় ॥ (১০৭৫)

---

(১) '-ভাষে' খ ; 'তানে' গ (২) 'চলিলা' ইত্যাদি স্থলে 'হরিষ হইয়া ঘরে চলিল বড়াই' ঘ।
(৩) 'নিশাভাগে' ঘ ;
* এইচরণ পর্য্যন্ত ক-পুথির পত্রগুলি পাওয়া যায় নাই। (৪) 'কাহ্নু' ইত্যাদি স্থলে 'অনুরূপ পতি' ঘ ;
(৫) 'তবে সে বঞ্চিব তোকে লইয়া আরম্ভণে ॥' ঘ ;
'তবে সে বাসিবেক ভাল লয় মোর মনে ॥' ক ;
'তবে সে বাঞ্ছিব তোরে হেন লয় মনে ॥' খ ;
(৬) 'চান্দ' গ ; (৭) 'সাবধানে' ঘ (৮) 'অখিলের' ইত্যাদি স্থলে—
'যস দিয়া পতি পাইলা আমার নিমিত্তে।' ক, খ ;
'জশ দিবা পাইলা পতি আমার কারণে ॥' ঘ।'
(৯) 'এমত দারুণ' ঘ (১০) 'সাধ' ঘ।
(১১) 'ভাল মন্দ সেহি মোর ব্রজ-আইমন' ঘ ;
'ভাল হৌক মন্দ হৌক পতি আইমন' ক, খ।
(১২) 'প্রাণপতি' গ (১৩) 'এ মত দারুণ পতি দায়' ক, খ, ঘ ; (১৪) 'উঠ বুড়ি চলি যাও' ক, খ, ঘ।

(১৫) 'তারে' খ ; 'সেহি' ঘ ;
(১৬) 'হেন শুনি' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
'জন্মাবধি পুরুষ-সঙ্গম নাহি জানি।
কি কারণে হেন পাপ করিমু অভাগিনী ॥
রাধার নিকটে তবে বোলিল বড়াই।
কেনে ল নিলজ্জি রাধা মুখে লাজ নাই ॥
অখনে মূর্চ্ছিত হৈয়া ধরিলা চরণে।
গর্ব্ব কথা কহ কেনে মোর বিদ্যমানে ॥' খ ;
ক ও খ পুথির পাঠও প্রায় এইরূপ ; সামান্য প্রভেদ আছে।
(১৭) 'পিতামহী' গ ; 'মায়ের মাও' ক, খ, ঘ।
(১৮) 'চাতুরী' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই।
(১৯) 'যখনে যমুনা' ইত্যাদি শ্লোক ও পরবর্ত্তী শ্লোকস্থলে
'যখনে কানুর সঙ্গে করিছ শৃঙ্গার।
অখনে এমত কহ আমা ভাড়িবার ॥' ঘ ;
(২০) 'নষ্ট পাপ' ঘ 'নষ্ট-বুদ্ধি' খ ; 'নষ্টাচার' ক ;
(২১) 'পুরুষের' ইত্যাদি স্থলে 'পুরুষ লৈয়া রতি ভুঞ্জ বনে' ক ; 'পুরুষ লইয়া যাও বনে' ঘ।

রাধা বোলে "অতি-বৃদ্ধ নিজ পতি তোর।
তে কারণে ভিন্ন পুরুষেত বাঞ্ছা কর[১] ॥
বৃদ্ধ-বেশ্যা আপনে সমাকে তেন জান[২]।
ভাই ভাগিনা তুমি কিছু নাহি মান॥"
পুনরপি বোলে বুঢ়ী "শুন ল নাতিন। (১০৮০)
সহজে চঞ্চল তুমি জ্ঞান হৈছে হীন ॥
কাহ্নু হেন স্বামী পাই[৩] কিবা চাও আর।
হেন যোগ্য পতি তেজ কি বুদ্ধি তোমার ॥
আমার বচন ধর শুনল যুবতি[৪]।
হেলা না করিও তুমি কানু হেন পতি ॥" (১০৮৫)
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ বরাড়ী[৫]।

"হের সুভাজন[৬] নাতিন (১০৯০)
শুন তুমি বাঞ্ছিত আমার[৭]।
কপট করিয়া আমা ভাণ্ড বারে বার ॥ধ্রু॥
বয়েসের দোষে তোর যৌবন প্রকাশ[৮]।
হিতেরে কহিতে কথা[৯] কর পরিহাস ॥
তোর হিতের লাগি মুই কহো পুনি পুনি ॥(১০৯৫)
পরিণামে জ্বলিয়া মরিবে অভাগিনী ॥
নন্দের নন্দন কানু রসের সাগর।
যে কথা কহিছে মোতে[১০] অবধান কর ॥
ভাল কহো[১১] মন্দ কহো[১২] তোর সহি শুনে[১৩]।
তা[১৪] হৈতে তোমার পতি কোন[১৫] রূপ গুণে ॥ (১১০০)
সলিলের[১৬] বিম্ব যেন নারীর যৌবন।
যাইতে বিলম্ব নাই না কর যতন ॥
কি ছার যৌবন লৈয়া করহ গরব[১৭]।
কুসুম-বিকাশে যেন না রহে সৌরভ ॥
হাস পরিহাস কর[১৮] রতি-রস[১৯] রঙ্গে। (১১০৫)
মরিতে যৌবন কিবা লৈয়া যাইবা সঙ্গে ॥
পানিতে মিশাইব পানি শুনহ নাতিন।"
কাহ্নু প্রেম-যোগ্য বোলে ভবানন্দ দীন ॥

পয়ার।

হাসিয়া হাসিয়া বুঢ়ী বোলে পুনর্ব্বার।
"হেলা না করিও নাতিন এহি জান সার[২০]॥(১১১০)
যৌবন গৌরব জান যেন জলের রেখা।
মরিলে কেহর সঙ্গে পুনি নাহি দেখা ॥
পাঠাইল সুন্দর কাহ্নু রসের নাগরে।
অবোধ মুগধি রাধা বুঝাইতে[২১] তোরে ॥

(১) 'ভাগিনা পতি তুমি জান সমসর ॥' ঘ (২) "বৃদ্ধ বেশ্যা' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (৩) 'বর পাই' ক, খ; 'না পাইবা' ঘ;

(৪) 'আমার' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
'আমার বচন তুমি শুনহ নাতিন।
হেলা না করিও তুমি কাহ্নু নহে ভীন ॥' গ;

(৫) 'গান ছন্দ সায়র' ক, খ, ঘ; (৬) 'হের ল ভাজন' ক; 'শুন লো ভাজন' গ; 'হের ল বিনোদিনি রাধা' খ; (৭) 'শুন' ইত্যাদি স্থলে 'বঞ্চিতা আমারে' ক; 'তুমি নি বঞ্চিতে বোল - মোরে' খ; 'কেনে ল বঞ্চিত আমারে' ঘ। (৮) 'বিকাশ' ক, খ, ঘ, (৯) 'হিতেরে ইত্যাদি স্থলে 'ভাল কথা কহিলেহ' ক; 'ভাল কথা কহিতে' খ; ঘ।

(১০) 'যে কথা কহু তাতে' গ; 'যে কহিছে আমাতে' ঘ; (১১) 'বোল' ঘ (১২) 'বোল' ঘ (১৩) 'তোর' ইত্যাদি স্থানে 'সেই মাত্র জানে' গ; 'তোর সখী শুনে' খ; (১৪) 'তাহা' ঘ, খ; (১৫) 'কত' ক, খ 'কিবা' গ (১৬) 'জলের' গ (১৭) 'কর তুমি গর্ব্ব' গ; 'করসি গরব' ক, খ; (১৮) 'হাস্য পরিহাস্য করি' ঘ। 'হাস পরিহাস' ইত্যাদি চারিটী পঙক্তির স্থলে ঘ-পুথির পাঠ যথা—

'হাস্য পরিহাস্য করি রতি ভুঞ্জ রঙ্গে।
কানুর পসোর (?) কর বোলে ভবানন্দে ॥'

(১৯) 'এহি' ইত্যাদি স্থলে 'কাহ্নু নাহি সার' খ। 'জানিবা সার' ঘ। (২০) 'বুঝাইতু' ক, গ।

সঞ্চিত করি আছ ভোগ নাহি ধন[১]। (১১১৫)
হেলায়ে করিলে নাশ নফুলি যৌবন[২] ॥
মক্ষিকা পতঙ্গ যেন সঞ্চয়ে[৩] মকরন্দ।
ভাল মতে নাহি জানে কিবা স্বাদ গন্ধ ॥
চতুরে দহিয়া মুখ[৪] লৈয়া যায় মধু।
তেমত যৌবন তোর হৈব[৫] ব্রজ-বধূ ॥ (১১২০)
নিশির সপন জান এই রঙ্গ-রস[৬]।
ফুটিলে কমল-পুষ্প দিন অষ্ট দশ ॥
সহজে অবোধ রাধা জ্ঞান নাহি তোর।
আর এক কথা কহি অবধান কর ॥
জগত-জননী দুর্গা ত্রৈলোক্য-মোহিনী। (১১২৫)
পুত্র দেখি কাম-বাণে মোহিত ভবানী ॥
পুত্রের সহিতে চায় ভুঞ্জিবারে রতি।
তাঞি[৭] হনে[৮] কত গুণে তুমি হও সতী[৯] ॥
পুত্র হনে ভাগিনা না হয় গৌরবিত[১০]।
অক্ষরেক কহিলু নাতিন বুঝ তোর হিত[১১] ॥ (১১৩০)
শুনহ শ্রীমতী আমি তোর ঠাঞি কই।
এমত মুগধি রাধা হয় তোর সই ॥
না জানে আপনা কিছু হানি অপচয়[১২]।
আগে আশা দিয়া কেনে পাছে বোলে নয় ॥"
তখনে শ্রীমতী বোলে "শুন প্রাণ-সই। (১১৩৫)
বান্ধব কারণে তোমাত হিত জানি কই[১৩] ॥
কানু হেন বর তুমি না পাইবা আর।
হেন জন পাইয়া ছাড় কি বুদ্ধি তোমার ॥
কেনে হেন বোল তুমি প্রাণের বড়াই[১৪]। *
আজ্ঞা কর আসিবারে নন্দের কান্হাই ॥" (১১৪০)
সখীর মুখে শুনি হেন রাধিকা সুন্দরী।
"আন গিয়া গোবিন্দেরে বোলে ধীর[১৫] করি ॥
কর লইয়া মথুরাতে গিয়াছে[১৬] আইমন।
আজি না আসিলে কানু[১৭] নাহি প্রয়োজন ॥
চল চল বড়াই বিলম্বে নাহি কাজ। (১১৪৫)
অবিলম্বে আনি দেহ সেই যুবরাজ ॥
আজি যদি নাহি আসে মোর প্রাণেশ্বর।
স্ত্রী-বধ দিমু আমি তোমার উপর ॥"
রাধার বচনে তুষ্ট হইল বড়াই।
সত্বরে চলিয়া গেলা যেখানে কান্হাই ॥ (১১৫০)
কহিল সকল কথা হৈল সমাধান[১৮]।
"নিশি যোগে যাইবা[১৯] মাত্র না করিবা আন ॥
মথুরাতে কর লৈয়া গিয়াছে আইমন।
বিলম্ব উচিত নহে কহিলু কারণ[২০] ॥"

---

(১) 'সঞ্চিত করিলে কিছু ভোগ নহে ধন।' ক, খ; (২) 'সঞ্চিত' করি রাখ কেনে নারীর যৌবন ॥' ক, খ; (৩) 'সঞ্চরে' ক; 'লোভে' গ; (৪) 'চতুরে হরিয়া যেন' গ; (৫) 'তোর হৈব' স্থলে 'বের্থ যাবে' ক, খ; (৬) 'অখন না বুঝ পাছে যাবে রঙ্গরস।" ক, খ; ঘ-পুথিতে 'যৌবন-গরব' ইত্যাদি শ্লোক ও পরবর্ত্তী পাঁচটী শ্লোক নাই; তৎস্থলে নিম্নলিখিত শ্লোক তিনটী আছে, যথা—

> 'সে বিনে কে আছে নাতিন তোমার আর।
> মনে ত ভাবিয়া রাধা দেখ আপনার ॥
> পাঠাইল সুন্দর কানু রসের কারণ।
> অধম মুগধি রাধা বুঝিতে কারণ ॥
> অখন না বুঝ পাছে যাইব রঙ্গরস।
> কত দিন যৌবন রাখিবা করি বশ ॥'

(৭) 'তাঞ' ঘ; 'তান' ক, খ; (৮) 'হতে' ক, খ, ঘ;

(৯) 'হও সতী' স্থলে 'রূপবতি' ক, খ, ঘ।

(১০) 'না হয় গৌরাবত' স্থলে 'নহে বিপরীত' ক;

(১১) 'আমার বচন ধর ('শুন'—ক, খ;) কানু ('বোলি' ক, খ) তোর হিত ॥' ঘ।

---

(১২) 'না জানে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (১৩) 'বন্ধুর কারণে আমি তোর ঠাঞি কই ॥' ক, খ; (১৪) 'কেনে তুমি দুঃখী কর প্রাণের বড়াই ॥' ক, খ, ঘ; (১৫) 'মৃদু' ক। "কর লৈয়া" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "ক্ষুধায় কাতর" ইত্যাদি শ্লোক পর্য্যন্ত বারটী শ্লোক গ-পুথিতে লিপিকরের ভুলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। (১৬) 'গিছে' ক, খ; (১৭) 'কানু' ক, খ, ঘ (১৮) 'হই সাবধান' খ; (১৯) 'যাইবা শর্ব্বরীকালে' ক, খ; (২০) 'কৈলু বিবরণ' ক;

শুনিয়া হরিষ হৈলা নন্দের নন্দন। (১১৫৫)
হেন কালে আইল সকল শশুগণ[১] ॥
তবে তথা হনে চলি আসিলা [২] বড়াই।
কহিল রাধার ঠাঞি[৩] আসিব কাহ্নাই ॥
হরিষ-বদনে রাধা কৈল নমস্কার।
বড়াইকে বিদায় [৪] দিল ঘরে যাইবার ॥ (১১৬০)
শ্রীমতী সুন্দরী তবে[৫] করিল গমন।
রাধিকার সঙ্গে করি প্রেম-আলিঙ্গন ॥

—

[শ্রীরাধার মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের নিশাভিসার]

দিন অবশেষ[৬] হৈল প্রবেশ যামিনী[৭]।
পথ নিরীক্ষণ করে[৮] রাধিকা কামিনী ॥
এথাতে বালক সঙ্গে নন্দের কোঙর। (১১৬৫)
ধেনু বৎস লৈয়া গেল আপনার ঘর ॥
ক্ষুধায়ে আকুল হৈয়া দেব ভগবান।
যশোদার স্তনামৃত করিলেন পান ॥
ক্ষীর লবনী খাইয়া রাম-নারায়ণ[৯]।
নিদ্রায়ে আকুল হৈয়া করিলা শয়ন ॥ (১১৭০)
বিলম্ব দেখিয়া চিন্তে রাধিকা সুন্দরী[১০]।
"অখনেও না আসিলা প্রাণ-নাথ হরি[১১] ॥
ছাড়িমু শরীর আমি রাখিয়া নাহি কাজ।
সহতে না পারি আর এত বড় লাজ[১২] ॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ অংশ। (১১৭৫)
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্য শ্লোক হরিবংশ ॥

(১) 'হেনকালে সনিলা (?) আসি দিল দরশন'। ঘ; চ; (২) 'চলিলা' ঘ; (৩) 'রাধার ঠাঞিকহিল' ঘ; (৪) 'মেলানি' ক, খ; (৫) 'তবে শ্রীমতি নারি' ঘ, চ। (৬) 'দিবা অপরাহ্ণ' ক; (৭) 'রজনি'ঘ (৮) 'করি' ঘ; (৯) 'ক্ষীর দধি লবনী খাইয়া নারায়ণ' ঘ; (১০) 'যুবতী' ক, খ, ঘ (১১) 'মোর প্রাণ-পতি' ক, খ, ঘ। (১২) 'প্রাণে না সহে এত মোর লাজ' ক, খ, গ,।

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ বেলায়রি[১৩]

"তুমি ত বিনোদ কাহ্নু[১৪] আইস মোর ঘরে[১৫]।
না আসিলে প্রাণ দিমু তোমার উপরে[১৬] ॥ধ্রু (১১৮০)
প্রবীণ হইল নিশি না আইল প্রাণ-বন্ধু[১৭]।
ডুবিয়া রহিলু আমি[১৮] মদনের সিন্ধু ॥
শুক্ল-পক্ষ চতুর্থীর[১৯] অস্ত দ্বিজ-রাজ।
না আসিলা প্রাণ-বন্ধু বড় পাইলু[২০] লাজ ॥"
ভাবিতে ভাবিতে রাধা বড় হৈল ধন্দ[২১]। (১১৮৫)
আসিব কাহ্নাই বোলে দীন ভবানন্দ ॥

(১৩, 'গান ছন্দ বিলায়ল' ঘ। (১৪) 'কানু' ক, খ, ঘ (১৫) 'তুমি ত বিনোদ কাহ্নু' ইত্যাদি চরণের স্থলে—'আয়ত বিনদ নাগর কানাইয়া' ক; 'আয়ত রে বিনদ কানাইয়া' খ; 'আওত বিনোদ কানাইয়া' ঘ; (১৬) 'না আসিলে' ইত্যাদি চরণের স্থলে—"নাগরি মোহন চূড়া কুসুমে বানাইয়া' ক, খ, ঘ;

(১৭) 'প্রবীণ' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
'প্রবীণ হইল নিশি তোমা পথ চাইতে।
মহানিশা-ভাগ হৈল আসিবা কেমতে ॥
ডুবিয়া রহিলু মুই মদনের সিন্ধু।
কতক্ষণে আসিবেক প্রাণনাথ বন্ধু ॥' গ;

(১৮) 'রহিল মুই' ক, খ (১৯) 'শুক্ল-পক্ষ' ইত্যাদি শ্লোক দুইটীর স্থলে—

'সিত পক্ষের দিনে বন্ধু আসিয়া কর কাজ।
না আইলে প্রাণনাথ বড় পাইমু লাজ
ভাবিতে বিষাদে রাধা ধন্দ হৈয়া গেলা।
কতক্ষণে আসিবেক নন্দঘোষ-বালা।
দীন ভবানন্দে ভণে শুন অগো মাও।
আইসয়ে গোবিন্দ হোর চক্ষু ভরি চাও।' খ পুথি

'চতুর্থীর' স্থলে 'চতুর্দ্দশীর' ঘ। (২০) 'পাইলুম' গ, ঘ, (২১) হৈয়া গেল ধন্দ' ক, খ।

রাগ বেলআর[১]

"আইস রে সোনার[২] বন্ধু রাখিমু[৩] হিয়ার মাঝে।
প্রাণ হারাইলে পাছে কি করিব লাজে ॥ ধ্রু।
নয়ানে সদায়ে দেখোঁ এই সে মনের সাধ।
কেঁশে বান্ধি রাখি করি কালা[৪] পাটের জাদ ॥(১১৯০)
কাজল করিয়া বন্ধু[৫] নয়ানে পৈহিমু[৬]।
কালা পুতি[৭] করি বন্ধু গলায় গাঁথি দিমু ॥
সহজে হইমু দাসী[৮] না বাসিও ভীন।"
রাধার কাগুতি[৯] কহে ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ।

একাকী মন্দিরে[১০] রাধা করয়ে ক্রন্দন। (১১৯৫)
তথাতে[১১] চেতন[১২] পাইলা শ্রীমধুসূদন ॥
চলিলা শ্রীকৃষ্ণ তবে বড়াইর কথা স্মরি[১৩]।
অবিলম্বে মিলে গিয়া রাধিকার পুরী ॥
শয়ন করিছে যথা রাধা রসবতী।
সেই ঘরে গেলা কৃষ্ণ অন্ধকার রাতি ॥ (১২০০)
হরির শরীর তেজে দীপ্ত করে ঘর[১৪]।
উদিত হইল যেন কোটি শশধর ॥
কুসুম বন্ধনে যেন আমোদিত গন্ধ।
ভ্রমরা গুঞ্জরে পান করি মকরন্দ ॥
মন্দ-মন্দ-গতি চলে শীতল পবন। (১২০৫)
চাতকে সুনাদ করে ময়ূরে পেখন ॥
মলয়া-বসন্ত-বায়ু বহে চতুর্ভিত।
কোকিলে পঞ্চম গায় শুনি সুললিত ॥

[শ্রীরাধার অভিমান ও শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়]

দেখিয়া শুনিয়া[১৫] রাধা না দেয় উত্তর।
বসিলা সুন্দর কাহ্নু শয্যার[১৬] উপর ॥ (১২১০)
রাধিকার অঙ্গে হস্ত দিলা নারায়ণ।
চমকিত হৈয়া বোলে "তুমি কোন জন।
কহ তুমি এই গৃহে আসিছ কেমনে[১৭]।
পরের শয্যাতে বসি আছ কি কারণে[১৮]॥
নিজ পতি ঘরে নাই—বড় ভাগ্য তোর। (১২১৫)
কি নাম তোমার কহ কাহার কোঙর ॥
ভিন্ন-গৃহে প্রবেশিতে ভয় নাহি বাস[১৯]।
নিলজ্জ হইয়া গায়ে হাত দিয়া হাস ॥
জানিলাম অভিপ্রায়ে[২০] নন্দের নন্দন।
এত রাত্রি ভিন্ন-গৃহে কেনে আগমন[২১]॥ (১২২০)
তুমি হও যুবক জন[২২] আমি ত যুবতি।
অন্য জনে দেখে যদি[২৩] হৈব কোন গতি ॥
কিছু ছিদ্র নাহি তোর[২৪] মাতুল-বনিতা।
লাজ ভয় থাকিলে নি আসিয়াছ এথা[২৫] ॥"

(১) 'গান ছন্দ তেয়ারি' ক, খ, ঘ। (২) 'পরাণ' ঘ; (৩) 'রাখো' ক, খ, ঘ; (৪) 'কাঁচা' গ, ঘ; (৫) 'তোমা' ঘ; (৬) 'পরিমু' ক, খ, ঘ (৭) 'পুথি' ক, খ; (৮) 'নিজ দাসী হৈলু তোর' ঘ; (৯) 'কাকুতি' ক, খ, ঘ; (১০) 'শূন্য ঘরে বসি' ঘ; (১১) 'এথাতে' ঘ; 'তখনে' ক, খ;
(১২) চৈতন্য' ঘ; (১৩) 'চলিলা' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয়ের স্থলে ঘ-পুথির পাঠ,—
"বড়াইর কথা স্মরিয়া চলিলেন হরি।
সেহি ঘরে গেলা কৃষ্ণ রাতি আন্ধারি ॥"
(১৪) 'হরির শরীর তেজে' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় ঘ-পুথিতে নাই।

(১৫) 'সুন্দরী' গ, ১৬) 'বিছান' ক, ঘ; 'পালঙ্ক' খ, (১৭) 'কহ তুমি' ইত্যাদি স্থলে—'আমার মন্দিরে তুমি আসিয়াছ কেনে ॥' ঘ; "কহ তুমি মোর গৃহে আসিয়াছ কেনে ॥' ক, খ,; (১৮) "শয্যাতে বসিয়া আছ কমন "কারণে ॥' ঘ; (১৯) ভিন্ন-গৃহে' ইত্যাদি স্থলে—
"গায়ে হাত দেহ মোর লাজ নাহি বাস।
ভিন্ন ঘরে আসি তুমি কিছু কিছু হাস ॥' ঘ;
(২০) 'জানিলাম অভিপ্রায়' গ; 'অনুমানে বুঝিলু তুমি' ঘ; (২১) 'এত রাত্রি নিজ গৃহে কমন কারণ ॥' ঘ; (২২) 'তুমি ত কিশোর হও' ক, খ ॥ 'তুমি শিশু হও কানু' খ; (২৩) 'দেখিলে' ক, খ, ঘ; (২৪) 'কিছু লজ্জা নাহি তোর' খ; 'ছিদ্র নাহি আমি তোমার' ঘ;
(২৫) 'কি কারণে আসিয়াছ কহ তার কথা' ঘ;

রাধার মধুর কথা[১] কামাতুর-ভাষে। * (১২২৫)
শুনিয়া নাগর কাহ্নু খলখলি হাসে[২] ॥
"শুনহ যুবতি ক্রোধ ক্ষেমহ সত্বর[৩]।
আসিছি আজ্ঞায় তোমার অবধান কর ॥
ত্রিভুবন ভরিয়া রহিব যশ-কীর্ত্তি।
যৌবন-গরবে পাইবা আমি হেন ভৃত্তি[৪] ॥ (১২৩০)
এতেক[৫] জানিয়া কৃপা করহ অবলা।
না বঞ্চিও আমারে[৬] পাতিয়া স্ত্রী-কলা ॥ *
যদি অপরাধ থাকে শাস্তি কর মোরে[৭]।
ক্ষেমিতে যুয়ায় তোমার আসিয়াছি ঘরে ॥
মোর মন বুঝি নাকি কর পরিহাস[৮]। (১২৩৫)
কৃপা কর চন্দ্র-মুখি হৈলু তোর দাস ॥"
এহি বোলি সুন্দরীরে মাথে ধরি তোলে[৯]।
মালতীর মালা দিলা রাধিকার গলে ॥
সেই মালা শোভে যেন পুষ্প পারিজাত।
শচী পতি[১০] দিলা যেন শচীর গলাত[১১]॥ (১২৪০)
নব-গুঞ্জার মালা কৃষ্ণ[১২] দিলা তার উপরে[১৩]।
রোহিণীর গলে যেন দিলা শশধরে ॥
সহজে সুন্দরী রাধা লক্ষ্মী-অবতার।
শচী রোহিণী জিনে পৈত্রি পুষ্প-হার[১৪]॥
কানুর শরীর-তেজে সুন্দরী রাধার। (১২৪৫)
দোহার সৌন্দর্য্যে ঘর[১৫] অতি শুভ্রাকার[১৬] ॥
দীপ-গুণে প্রকাশিত তম গেল দূর।
গোবিন্দেতে কহে রাধা বচন মধুর ॥
"অহে যুবরাজ শুন রসের সায়র।
তোমার চরিত্রে বড় ভয় লাগে মোর ॥ (১২৫০)
মোর প্রাণ-সই গেল তোমার গোচর।
আর কি হইব কার্য্য—না পাইল উত্তর ॥
বিষাদ ভরিয়া সে আইল মোর স্থান।
আপন মন্দিরে গেল পাইয়া অপমান ॥
এতেকে বাড়াইতে প্রেম মোর নাহি সাধ। (১২৫৫)
লাভ না হইব লোকে ঘোষিব পরিবাদ ॥
তার ঘরে যাহ আমি হৈতে রূপ যার।
দৈবে অপরাধী আমি বিনে নাহি আর ॥
কাম-কলা-বিলাসে ত যার থাকে মতি।
কেবা ছাড়িয়াছে হেন পাইয়া যুবতি ॥ (১২৬০)
গুরু-পত্নী অহল্যারে লজ্বিল বাসবে[১৭]।
সহস্র-নয়ন হৈল সেহি কার্য্য-ভাবে ॥

(১) 'রাধার বচন যত' ঘ; (২) 'শুনিয়া নন্দের সুতে কিছু কিছু হাসে ॥' ঘ; (৩) 'শুনহ যুবতি' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—"শুন শুন সুবদনি তেজ (হ) কপট। আমি কানু আসিয়াছি তোমার নিকট ॥" ঘ;

'শুন হের সুবদনি খেদ পরিহর।
আসিয়াছি রসবতি আজ্ঞায় তোমার ॥' খ;

(৪) 'ভির্ত্তি' গ; 'পতি' ঘ; (৫) 'ইহাকে' গ ক, খ; (৬) 'কেনে ভাণ্ডিবারে চাহ' ঘ।

(৭) "যদি মনে ক্রোধ থাকে শাস্তি দেও মোরে।" ঘ; (৮) "মোর বুদ্ধি নাহি কিবা করি পরিহাস' ক; 'মোর মন বুঝ নাকি কর পরিহাস' খ; 'মোর মন' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

'এতেক জানিয়া আসিয়াছি তোমার পাশ।
ক্ষেমা কর অপরাধ হই তোর দাস ॥' ঘ;

(৯) 'এহি বোলি' ইত্যাদি শ্লোক হইতে 'কাম-কলা বিলাসে ত' ইত্যাদি শ্লোক পর্য্যন্ত বারটী শ্লোক লিপিকরের ভুলে ঘ-পুথিতে এবং ঐ পুথির আদর্শ অনুসারে চ-পুথিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। (১০) 'সুরপতি' ক; (১১) 'গ্রীবাত' ক;

(১২) 'হরি' গ (১৩) 'পরে' ক ১৪) "শচীর রোহিণী যেন পৈত্রিলেক হার।" গ; (১৫) 'উজ্জ্বল হইল পুরী' খ।

'কানুর শরীর তেজে' ইত্যাদি শ্লোক হইতে 'অত অপমান' ইত্যাদি শ্লোক পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি লিপিকরের ভুলে গ-পুথিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(১৬) 'শোভাকার' খ।

(১৭) 'গুরু পত্নী' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

"কেবা পরিহরে পাইয়া ই হেন যুবতী।
গুরু পত্নী অহল্যা লজ্বিল শচীপতি ॥
সহস্র লোচন হইল কার্য্য-ভারে।
স্ত্রীর মহত্ব জ বপ্পানে দেবন্দরে ॥' ঘ-পুথি

স্ত্রীর মহত্ত্ব[১] জানে দেব ত্রিপুরারি।
মস্তকে ধরিল গঙ্গা অর্দ্ধ-অঙ্গে গৌরী॥
নারী হইয়া তোমা মুই বাঞ্ছিল[২] আপনে। (১২৬৫)
বিলম্ব করিয়া আমা লজ্জা দিলা কেনে॥
তেজিলু আপন পতি নাহি তার কাজ।
তোমার শরণ লৈলু তাতে দেহ[৩] লাজ॥
অত অপমান আর সহন না যায়।
যোগিনী হইমু আমি এহি সে যুয়ায়॥" (১২৭০)
রাধার কোমল বাক্য শুনি যদু-পতি।
কোলে করি মিষ্ট বোলে "শুন গুণবতি[৪]॥
তোমার সই মোর স্থানে গেছিল যখন।
বলভদ্রে[৫] দেখি, কিছু না কৈলু কথন॥
সেহি[৬] অপরাধে দুঃখী হৈছ অতিশয়[৭]। (১২৭৫)
যোগ্য শাস্তি কর প্রিয়া যেই[৮] মনে লয়॥
পতি হনে[৯] অপরাধ পদে পদে[১০] জানি।
তবে নি ছাড়িতে পারে যে হয় রমণী[১১]॥
রামের সহিতে সীতা চৌদ্দ বৎসর।
তপস্বীর বেশে ভ্রমে কানন ভিতর[১২]॥ (১২৮০)
দশকন্ধে হরি[১৩] নিল সিন্ধু করি পার।
রাক্ষসীগণে কত কৈল তিরস্কার[১৪]॥
দশ মাস না করিল অন্ন জল পান[১৫]।
পাপিষ্ঠ রাক্ষসে কত দিল অপমান[১৬]॥
যদি বা উদ্ধার তানে করিলা রাঘবে (১২৮৫)
আনলে ত দহিয়া[১৭] পরীক্ষা দিলা তবে।
পুনরপি দেশে আনি দহিতে চাহিলা[১৮]
তথাপিও মনে কষ্ট কিছু না করিলা॥
সীতার চরিত্র ত্রিভুবনে বোলে ভাল[১৯]।
রাম নমস্করি সীতা গেলেন পাতাল॥ (১২৯০)
তুমিও রূপে গুণে সম ব্যবহার[২০]।
কোন অপমানে লজ্জা হইছে তোমার॥
চন্দ্র-বংশে মহারাজ ঐতির[২১] তনয়।
দুষ্মন্ত নাম তার মহিমা দুর্জ্জয়[২২]॥
মৃগয়া করিতে গেলা মুনির তপোবনে[২৩] (১২৯৫)
দেখিলা সুন্দরী কন্যা পুষ্পের উদ্যানে॥
শকুন্তলা নাম তান[২৪]পরম সুন্দরী।
মুনির আশ্রমে রৈল কন্যা[২৫] বিহা করি॥
প্রেম-ভাবে তিলেক না ছাড়ে নর-পতি।
কত দিনে শকুন্তলা হৈলা গর্ভবতী॥ (১৩০০)
দেশে পাত্র-মিত্রগণে করিয়া মন্ত্রণ[২৬]।
কপট করিয়া আসি নিলেক রাজন॥
কত দিনে কর্ণ[২৭] মুনি আসি তপোবনে।
দুহিতা পাঠাইয়া দিলা দুষ্মন্তের স্থানে॥

---

(১) 'মর্য্যাদা' ক, খ; (২) 'মানিল' ঘ; (৩) 'পাইলু' ঘ; 'এত' খ; (৪) 'কোলে করি বোলে শুন রাধিকা যুবতি॥' ঘ; (৫) 'রামকে' ক,গ; 'শিশুগণে' খ; (৬) 'এই' গ, ক, (৭)'দুঃখ জন্মিছে হৃদয়' ঘ (৮) 'প্রিয়া যেই' স্থলে 'যদি তোর' ঘ,; (৯) 'হইতে' ক, খ, ঘ (১০) 'যদি হয়' খ (১১) 'কামিনী' ঘ। (১২) 'দণ্ডকে ভ্রমিল উপবাসে করি ভর'॥ ক, খ, ঘ। (১৩) 'লঙ্কেশ্বরে হরিয়া' ঘ; (১৪) 'যত দুঃখ পাইল সীতা কহন অপার॥' ঘ;

(১৫) 'কথ কথ রাক্ষসী করিল তাড়ন।
দশমাস অন্ন জল না করিলা ভোজন॥' ঘ;

(১৬) 'রাক্ষসের হাতে পাইল অপমান।
রাম-নাম ভাবি সীতার রহিল পরাণ॥' ঘ;

(১৭) 'অগ্নিতে পুড়িয়া' ঘ।

(১৮) "আর বার দেশে আসি চাহিল দহিতে।
তথাপিও তিরস্কার না ভাবিল চিত্তে॥" ক, খ, ঘ;

(১৯) "স্বামীক প্রণাম করি পশিল পাতাল।
সীতার চরিত্র ভুবনে জানে ভাল॥" ক, খ, ঘ;

(২০) "তুমি পতিব্রতা সীতা সম ব্যবহার।" ক, খ, ঘ,

(২১) 'পুলিন্দ' গ; 'ইনির' ঘ; (২২) "দুষ্মন্ত নাম রাজা গুণে অতিশয়॥" ঘ; "দুষ্মন্ত নাম তার মহী-মান্য হয়।" খ; (২৩) 'মৃগয়া' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (২৪) 'কন্যা' ঘ। (২৫) 'রৈল রাজা' ঘ; (২৬) 'তথা পাত্র সবে' ইত্যাদি ঘ; "দেশে পাত্র মিত্রগণে মন্ত্রণা করিয়া। কপট করিয়া নিলা রাজ্য (রাজ্যে?) হরিয়া॥' গ; "তথা পাত্র মিত্রগণে করিল মন্ত্রণা। রাজাকে লইয়া গেল করি প্রবঞ্চনা॥' গ; (২৭) 'কন্ব" গ, ঘ;

রাজা বোলে "সুবদনি তুমি কোন জন। (১৩০৫)
এথা আসিয়াছ তুমি কেমন কারণ॥"
শকুন্তলা বোলে "প্রভু কি কহ না জানি[১]।
শকুন্তলা নাম মোর তোমার রমণী॥"
অনেক প্রকারে কন্যা করিল কাগুতি।
দুষ্মন্তে ছাড়িল তবে হেন রূপবতী॥ (১৩১০)
মেনকার সনে গেলা কাশ্যপের ঘর। *
কোন-রীতে তাহারে না নিল নরেশ্বর[২]॥
এত অপমান পাইয়া শকুন্তলা সতী।
তথাপি না ছাড়িল[৩] দুষ্মন্ত নিজ-পতি॥
তাহান অধিক কিবা পাইছ অপমান। (১৩১৫)
কহ গুণবতি রাধা মোর বিদ্যমান[৪]॥"
রাধা বোলে "যে কহিলা সব[৫] দৈবাধীন।
কিন্তু ব্রহ্ম-শাপে তার বুদ্ধি হৈল হীন[৬]॥
ব্রহ্ম-শাপে বিসরিলা[৭] তারা দুই জনে[৮]।
বিনা ব্রহ্ম-শাপে তুমি বিসরিলা কেনে[৯]॥" (১৩২০)
কাহ্নু বোলে "দৈবে আমি আছি অপরাধী[১০]।
ক্ষেমিতে যুয়ায় দোষ হৈলাম দাস যদি॥
তোমার কোপ দেখি প্রিয়া[১১] হৈলু নৈরাশ।
কৃপা কর প্রাণেশ্বরি হৈলু তব দাস॥
দশ দণ্ড রাত্রি যায় ঘোর নিশা-কাল[১২]॥ (১৩২৫)
মদনে দহিল তনু তেজ বাক্য-জাল[১৩]॥"

[শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিলাস]

প্রণাম করিয়া রাধা বোলে মৃদুতর[১৪]।
"মনে যেই বাঞ্ছা[১৫] প্রভু সেহি কর্ম্ম কর॥"
যেন মাত্র[১৬] আজ্ঞা দিলা রাধিকা যুবতী।
মন-হিত পূর্ণ করি কানু ভুঞ্জে রতি[১৭]॥ (১৩৩০)
কমল-কুসুমে যেন মধু পিয়ে অলি।
তেন মতে রতি ভুঞ্জে দেব[১৮] বনমালী॥
রক্ত-গৌর বর্ণ রাধা কালা ভগবান।
চন্দ্রের অমৃত যেন রাহু করে পান॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ। (১৩৩৫)
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্য-শ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥

রাগ কেদার বেলাবরি[১৯]

হের রে নিকুঞ্জ-গৃহের মাঝে[২০]।
ভাগ্যবতী রাধা কাহ্নুরে[২১] ভাল সাজে॥ধ্রু (১৩৪০)
সুরপতির[২২] শচী কিবা চন্দ্রের রোহিণী॥
তেমত কাহ্নুরে শোভে[২৩] রাধা গোয়ালিনী॥

---

(১) 'শকুন্তলা বোলে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। 'শকুন্তলা বোলে তুমি কি কহ কাহিনী।' ঘ

(২) 'কালোচিতে তাহাকে আনিল নরেশ্বর।' ক, খ, ঘ।

(৩) 'পুনরপি মানিল ক, খ, ঘ।

(৪) 'আমার বচন প্রিয়া কর অবধান'॥ ঘ

(৫) 'রাধা বোলে সে সব হইল' ঘ; (৬) 'হৈল মতিহীন' ঘ (৭) 'পাসরিলা' ঘ (৮) 'জন' ঘ; (৯) 'পাসর নারায়ণ' ঘ।

(১০) 'কানু বোলেন অপরাধ করিয়াছি আমি।
নিজ দাস হৈলু আমি ক্ষেমা কর তুমি॥' ঘ

(১১) 'তোমারে দুঃখী দেখি মুই' গ।
'তোমার কোপ দেখি প্রিয়া বড় পাইলু ডর।
মদন-বিশিখে তনু হইল জর্জ্জর॥' ঘ

(১২) 'নিশাকালে' ঘ; (১৩) 'তেজ বাক্য ছলে' ঘ; 'ছাড় বোলচাল' খ; (১৪) 'বোলে সুরেশ্বর' খ; 'বোলিল উত্তর' ঘ; (১৫) 'লয়' খ, ঘ, 'দেখে' ক।

(১৬) 'সেহি ক্ষণে' ক, খ, ঘ; (১৭) 'মনহিত পূর্ণ হৈল ভুঞ্জিলা সুরতি।" ঘ; (১৮) 'ভোগ করে' গ।

(১৯) 'গান ছন্দ কেদার' ক, খ; 'বসন্ত রাগ' ঘ, (২০) 'হের নিকুঞ্জ মন্দিরের মাঝে'। ক; 'হের রে নিলজ কালা গৃহ মাঝে।' ঘ; (২১) 'কানু' ঘ; (২২) 'সুরপতি' ক, খ, ঘ; (২৩) 'তেমত' ইত্যাদি স্থলে 'শোভিয়াছে নাগর কানু' ইত্যাদি, ঘ;

শুক সনাতনে আর[১] না দেখে নারদে।
হেন নারায়ণে ধরে রাধিকার পদে ॥
কামে ত মজাইয়া[২] মন নন্দের কোঙর। (১৩৪৫)
দৃঢ়মুষ্টি মর্দ্দিলেক কনক-শিখর[৩] ॥
নখ-রেখা শোভে যেন আকাশের তারা[৪]।
ত্রিকুট-পর্ব্বতে যেন হিঙ্গুলের ধারা[৫] ॥
সহজে অবলা রাধা বল হৈল ক্ষীণ[৬]।
বিশ্রাম উচিত কহে ভবানন্দ দীন ॥ (১৩৫০)

রাগ মল্লার।

"বড় দুঃখে বন্ধু বোলোঁ[৭] মোকে ক্ষেমা কর[৮]।
সহিতে না পারি আমি কাম[৯] পরিহর ॥ ধ্রু।
পদে ধরি স্তুতি করি মাগি পরিহার।
যে করিলা সেহি ভাল ক্ষেমা কর সার ॥
পতি সঙ্গে কাম-রঙ্গে না করিছি রস[১০]। (১৩৫৫)
এক-বারে কাম-শরে মোরে কৈলা বশ[১১] ॥
কিবা কৈলা প্রাণ লৈলা সহিতে না পারি।
তোমার পদে প্রাণ যাউক এই সে মনে করি[১২] ॥
যোগিনী হইয়া মুই লুকাইমু লাজে[১৩]।
জাতি কুল নিজ পতি গেল তোমার কাজে ॥(১৩৬০)
প্রেম-রস না ছাড়িও শুন প্রাণ-বোন্দ[১৪]।"
তেজ রতি লক্ষ্মীপতি বোলে ভবানন্দ ॥

পদ-বন্ধ।

বিস্তর কাগুতি বাধা করে পরিহার।
"সহিতে না পারি প্রভু তোমার শৃঙ্গার[১৫] ॥"
কর-পুটে পুনরপি রাধিকা যুবতি। (১৩৬৫)
চরণে ধরিয়া বোলে[১৬] "পরিহর রতি ॥
এক বারে কেনে প্রভু এমত আবেশ
ছিড়িল গলার হার বিগলিত[১৭] কেশ ॥
ঘরের জঞ্জাল মোর শাশুড়ী ননদী।
কি বোলিমু তারাতে জিজ্ঞাসা করে যদি[১৮] ॥(১৩৭০)
নিজ পতি জিজ্ঞাসিলে কি দিমু উত্তর।
এই লাজে যাইমু আমি দেশ-দেশান্তর[১৯] ॥
মায়ে বাপে বোলিবেক রাধা কলঙ্কিনী[২০]।
যোগিনী হইয়া যামু[২১] গায়ের আগুনি ॥
নখাঘাত[২২] লাগি মোর আছে পয়োধরে। (১৩৭৫)
লোকে জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিমু উত্তরে ॥

---

(১), 'যাহাকে' ঘ; 'যাকে' ক, খ; (২) 'মজলে' ঘ (৩) 'যুগল শিখর' গ; (৪) 'যেন বিদ্যুত আকার' গ (৫) 'ত্রিকুট পর্ব্বতে যেন সুরেশ্বরী ধারা' ক; খ; 'শচীর গলাতে যেন পারিজাত হার' গ; অতঃপর ক, খ ও ঘ পুথিতে এই গীতের আরও কয়েকটী প্রক্ষিপ্ত কলি ও তৎপরে আর একটি প্রক্ষিপ্ত গীত আছে; উহা পরিশিষ্টের ২ সংখ্যক পাঠান্তরে দ্রষ্টব্য। (৬) 'জ্ঞান হৈছে হীন' ঘ; (৭) 'বোলে প্রিয়া (পিয়া ?)' ঘ; 'বোলু নাথ' ক, খ (৮) 'অবধান কর' ক, খ; (৯) 'আমি কাম' স্থলে "দুঃখ প্রেম" ক, খ; (১০) 'না জানি পুরুষ' গ; (১১) 'কামরসে মোকে কৈল নাশ' গ; (১২) 'তোমার দায় প্রাণ যায় এহি দুঃখে মরি' ক, খ; 'গায়ের আগুনি আমি যোগিনী হৈয়া মরি।' ঘ;

(১৩) 'যোগী হইয়া বনে যাইয়া লুকাইমু লাজে।
কুল জাতি নাহি পতি গেল তোর কাজে ॥' ক, খ;
"কুল শীল জাতি গেল মরিলু এই লাজে ॥
নিজ পতি সকলি গেল তোমার কাজে ॥" ঘ;
(১৪) "প্রেম রাথ শুয়া থাক" ইত্যাদি ঘ; "প্রেম রাখ সুখে ('শুতি' খ) থাক' ক। (১৫) 'সহিতে না পারি পূর্ণ ভগবান ভার ॥' ক, খ, ঘ; (১৬) 'পায়ে ধরি (বোলে) প্রভু' ঘ; (১৭) 'মুকুলিত'; ক; গ; (১৮) 'কি বলিব তার ঠাঞি জিজ্ঞাসিল যদি' ঘ; (১৯) 'এহি লাগি অভাগিনী হৈব দেশান্তর ॥' ক, খ, ঘ; (২০) 'বাপে মায়ে জানিলে বোলিব কলঙ্কিনী'। ঘ; (২১) 'যোগিনী হইব আমি' ঘ; (২২) 'দন্তাঘাত' গ; 'কিবা নখাঘাত করিয়াছ পয়োধরে;' ক, খ, ঘ;

কিবা কাজে[1] দিলা মোরে এত অপমান।
বিষ ভক্ষি প্রাণ দিমু তোমা বিদ্যমান[2] ॥"
অমৃতের ধারা শুনি রাধার বচন।
ইঙ্গিত-লীলায় হাসে নন্দের নন্দন[3] ॥ (১৩৮০)
"শুন গুণবতি প্রিয়া আমার উত্তর[4] ।
মোর বরে সকলি কুশল হৈব তোর ॥
চিন্তা না করিও তুমি শুন প্রাণেশ্বরি[5] ।
দেখিয়া তোমার কোপ ভয় বড় করি ॥
তোর পয়োধরে প্রিয়া অপূর্ব্ব আনল[6] । (১৩৮৫)
দূরে থাকি দহে তনু—হৃদয়ে শীতল[7] ॥
কোকিলা পঞ্চম গায় শুনি সুললিত।
ভ্রমরা ঝঙ্কার করে ঘর কুসুমিত[8] ॥
বসন্ত মলয়া-বায়ু নহে[9] অবকাশ।
ময়ূরে পেখম ধরে আমোদিত বাস ॥ (১৩৯০)
ঘোর নিশি অর্দ্ধাঅর্দ্ধি[10] হইল যামিনী।
কেমতে তেজিমু কাম[11] শুনল কামিনি ॥
তথাপি তোমার বাক্য লজ্যিতে দুষ্কর।
তেজিমু মদন-সিন্ধু[12] ক্রোধ ক্ষেমা কর ॥"
এহি বোলি[13] শয্যাতে বসিলা নারায়ণ। (১৩৯৫)
সুন্দরী রাধারে বোলে মধুর বচন ॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্য শ্লোক হরিবংশ ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥ (১৪০০)

রাগ বসন্ত।

"কুসুম-বিকাশ হের দেখ ব্রজ-বধূ[14] ।
ভ্রমরা হইল মত্ত পান করি মধু[15] ॥ ধ্রু।
ঋতুরাজ মলয়া-পবন[16] ঘন বহে।
কুসুম-সৌরভে ঘর আমোদিত রহে[17] ॥
কোকিলে পঞ্চম গায় নাহি অবসাদ। (১৪০৫)
ভ্রমরা ঝঙ্কার করে সুললিত নাদ ॥
প্রথম প্রহর রাত্রি ফুটিল লবঙ্গ।
যৌবন থাকিতে প্রিয়া কর রস-রঙ্গ ॥
ভাল কিবা মন্দ বোলি মনে ভাবি চাও[18] ।
যার থাকে ধন-কৌড়ি[19] খাও আর বিলাও ॥ (১৪১০)
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ফুটিল মালতী।
যৌবন থাকিতে কেলি করহ যুবতি ॥
জোয়ারের জল[20] যেন আইসে আর যায়।
যৌবন যাইতে কেও[21] ফিরিয়া না পায়[22] ॥
তৃতীয় প্রহর নিশি[23] ফুটিলেক চাঁপা[24] । (১৪১৫)
উঠ প্রাণেশ্বরি[25] রাধা ঝাড়ি[26] বান্ধ খোপা ॥

---

(১) 'কি কারণে' ক, খ, ঘ, (২) 'বিষ ভক্ষি' ইত্যাদি চরণ গ-পুথিতে নাই। (৩) 'শুনিয়া কিঞ্চিত হাসি বোলে নারায়ণ ॥' ক, খ; গ-পুথিতে পঙ্‌ক্তিটী নাই। (৪) 'শুন গুণবতি' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
'আমার বরে প্রিয়া যত কলঙ্ক যাইব দূরে।
চন্দ্রমুখ ফিরাও প্রিয়া দেখি এক বারে ॥' ঘ;
(৫) 'প্রিয়া মোর প্রাণেশ্বরি' ক, খ, ঘ; (৬) 'তোমার বয়ান প্রিয়া' ইত্যাদি গ; (৭) "হৃদয় শীতল' গ; 'হৃদয় বিকল' ঘ; (৮) "ঘোর কুসুমিত' ঘ; 'বহল শোভিত' গ; (৯)'নাহি,' ক, খ, ঘ; (১০) 'অন্ধকার' গ; (১১) 'তোমা' ঘ; (১২) 'তেজিব শৃঙ্গার এহি' ঘ; 'তেজিমু মদন বিধু' গ; (১৩) 'এ বলিয়া' গ।

(১৪) 'কুসুম বিকাশ দেহা (?) শুন ব্রজবধূ' গ; 'কুসুম প্রকাশ যেন শুন ব্রজ-বধু' ঘ; (১৫) 'ভ্রমরা হইয়া কাহ্নু পান করে মধু' গ; (১৬) 'সমিপে' গ; (১৭) 'আমোদিত গন্ধ হয়ে' গ; (১৮) 'বিমর্ষিয়া চাও' ক, খ; তুমি বুঝিয়া চাও' ঘ (১৯) 'ধন রত্ন' ক, খ; 'ধন' ঘ। (২০) 'তরঙ্গ' গ; (২১) 'তেন' ক, খ; (২২) 'ফিরিয়া না চায়' ক,খ; 'যৌবন থাকিলে তেন ফিরি ফিরি চায় ॥' ঘ; (২৩) 'রাত্রি' ক, খ, ঘ; (২৪) 'চাম্পা' গ; (২৫) 'গুণবতি' ক, খ, ঘ; (২৬) 'ঝাড়িয়া' ক, খ, ঘ;

ধুলায় মেঘের পানি যেন-মতে শোষে।
তেমন[১] যৌবন প্রিয়া[২] যাইব তোর দোষে ॥
চতুর্থ প্রহর রাত্রি ফুটিল বকুল।
উঠ প্রাণেশ্বরি রাধা মোকে দেও কোল ॥ (১৪২০)
ঘরে যাই প্রাণেশ্বরি নিশি হৈল খীন[৩]।"
কান্হুর সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন ॥

[শ্রীরাধার আত্ম-নিবেদন ও শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা]

পদ-বন্ধ।

রাধা বোলে "প্রাণ-বন্ধু সুন্দর[৪] কান্হাই।
তুমি ছাড়ি প্রাণ-নাথ[৫] আর কেহ নাই ॥
হইলু তোমার দাসী এ রূপ-যৌবনে। (১৪২৫)
লেখিও[৬] আমার নাম দুই-খানি[৭] চরণে ॥
আর এক নিবেদন শুন প্রাণেশ্বর।
ভাবিতে[৮] চিন্তিতে মোর প্রাণে লাগে ডর ॥
এ সকল শুনি যদি স্বামী মোরে তেজে।
গোকুলে বঞ্চিমু[৯] আমি কোন ছার লাজে॥"(১৪৩০)
কান্হু বোলে "শুন প্রিয়া আমার বচন[১০]।
যদি আইমনে তেজে শুনি বিবরণ ॥
অত্যন্ত সন্তোষ আমি হৈমু ইহা লাগি।
তোমারে গলায় বান্ধি হৈমু আমি যোগী ॥
হেন কি[১১] হইব প্রিয়া মোর কর্ম্ম-ফলে। (১৪৩৫)
তোমারে তেজিব আসি[১২]আইমন[১৩] গোয়ালে ॥"
এহি কথা কহিতে[১৪] যামিনী অবসান।
মেলানি মাগয়ে[১৫] হরি রাধিকার স্থান ॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ[১৬]।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্য-শ্লোক হরিবংশ। (১৪৪০)
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

আহির রাগ।

যামিনী হইল[১৭] অবসান।
ধরিয়া রাধার করে বিদায় মাগে কান ॥ ধ্রু।
করবীর মালা কৃষ্ণ হস্তে করি লৈয়া। (১৪৪৫)
বিদায় মাগিতে গেলা রাধার গলে দিয়া[১৮] ॥
করে ত ধরিয়া তানে[১৯] বোলে শ্যাম-রায়।
হাসিয়া সুন্দরি রাধা দিয়ার বিদায় ॥"
কান্হুর চরণে ধরি লৈয়া পদ-ধূলি[২০]।
কহিতে লাগিলা রাধা[২১] করি পুটাঞ্জলি ॥ (১৪৫০)

---

(১) 'তেন মত' ঘ; (২) ক, খ ও ঘ-পুথিতে নাই। (৩) 'হীন' ক, খ, ঘ; (৪) 'নন্দের' ঘ; (৫) 'তুমি প্রাণ-নাথ বিনে' খ; 'তুমি ছাড়ি প্রাণ-বন্ধু' ঘ; 'রাধা বোলে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৬) 'লিখিয়া' ঘ; (৭) 'রাখিও' ঘ; (৮) 'চিন্তিতে' ক, খ, ঘ; (৯) 'রহিব' ক, খ, ঘ; (১০) 'কান্হু বোলে' ইত্যাদি দুইটী শ্লোকের স্থলে—

'কানু বোলে শুন প্রিয়া কর অবধান।
ত্রিভুবনে কেহ নাহি তোমার সমান ॥
যদি গোপে তেজে তোরে আমি হেন জানি।
অত্যন্ত সন্তোষ আমি হইমু তখনি।
তোমারে গলায় বান্ধি হইমু যোগিনী।
হেন নি হইব মোর শুনল কামিনি ॥' ঘ-পুথি

(১১) 'নি' ক, খ; (১২) 'তোরে নি ছাড়িব প্রিয়া' ক, খ; (১৩) 'আইমন' ক, খ; 'হেন কি' ইত্যাদি স্থলে—

'এহি কর্ম্ম ঘটে যদি মোর পুণ্যফলে।
তোমাকে তেজিব নি আইমন গোয়ালে ॥' ঘ;

(১৪) 'এই কথা আলাপে হৈল' গ; (১৫) 'মাগিলা' ঘ;
(১৬) 'সত্যবতী-সুত' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয়ের স্থলে—

'সম্বাদ কহিলা কানু পরম সানন্দে।
লোকে বুঝিবার কহে দীন ভবানন্দে ॥' ঘ;

(১৭) 'যামিনী ভেল' ক, ঘ; 'যামিনী ভেল' ক, ঘ; 'রাধে ল যামিনী' খ, (১৮) 'মধুর বচন বোলে রাধার গলে দিয়া ॥' ক, খ, ঘ; (১৯) 'করে কর ধরি' ঘ; (২০) 'শুনিয়া সুন্দরী রাধা লৈলা পদ-ধূলি।' ক, খ, গ; (২১) 'কুটিল কুন্তলে কহে' গ; 'কোকিলা গঞ্জনে বোলে' ক, খ;

"মোর এক[1] নিবেদন শুন প্রাণ-বোন্দ।"
রাধার কাকুতি[2] কহে দীন ভবানন্দ ॥

রাগ তথা।

"প্রাণ-নাথ বোলিরে তোমারে।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাইবা ঘরে ॥ধ্রু।
আঁখির নিমিখে নিশি পোয়াইল কাহ্নু ॥ (১৪৫৫)
পূবে প্রকাশিত হৈল নিদারুণ ভানু ॥
কেমতে যাইবা বন্ধু আপনার ঘর।
লোকে জিজ্ঞাসিলে তাতে কি দিবা উত্তর ॥
মোর পুরী হনে[3] যাইব দেখিবেক লোকে।
গোকুলে রহিব আমি কোন ছার মুখে ॥ (১৪৬০)
ই ঘরের বসতি মোর আর নাহি সাধ[4]।
সকলে বোলিব রাধা কাহ্নু পরিবাদ ॥
বৃকভানু-সুতা মুই হইলু কুলটা।
ত্রিভুবন যুড়িয়া রহিল মোর খোটা[5] ॥
কহিলু মনের দুঃখ শুন "প্রাণ-বোন্দ।" (১৪৬৫)
রাধার সম্বাদ কহে দীন ভবানন্দ ॥

পয়ার।

রাধার মধুর বাক্য শুনি নারায়ণ।
কিঞ্চিৎ হাসিয়া বোলে মধুর বচন[6] ॥
"শুন গুণবতি রাধা আমার উত্তর।
আমারবিদ্যমানে কোনচিন্তা[7] নাহি তোর। (১৪৭০)
আজি হনে হৈলু আমি তোর আজ্ঞা-কারী।
হাসিয়া মেলানি মোরে দেও[8] প্রাণেশ্বরি ॥"

এত শুনি রাধা বোলে করি পরিহার[9]।
"তুমি বিনে প্রাণনাথ কে আছে আমার ॥
যদি আমা বিসর[10] হইবা বধ-ভাগী। (১৪৭৫)
অবশ্য মরিমু আমি এই শোক[11] লাগি ॥
নিজ গৃহে যাও এবে[12] রহিলে[13] অনুচিত
নিতি নিতি মোর ঘরে আসিবা নিশিত[14] ॥
যে দিন আসিতে নার আমি[15] যেন জানি।
তোমার মন্দিরে আমি যাইমু আপনি ॥ (১৪৮০)
যাও যাও আরে বন্ধু[16] থাকিয়া[17] নাহি কাজ।
মনুষ্যে দেখিলে পাছে হৈব বড়[18] লাজ ॥"
রাধার বচনে প্রেম বাঢ়িল তখন।
গলে ধরি রাধিকারে দিল আলিঙ্গন ॥
উঠিয়া প্রণাম রাধা করিলা সত্বর। (১৪৮৫)
পুনি মালা তুলি দিলা[19] গলার উপর ॥
হরিষে গোবিন্দ যায় আপনার পুরী।
লক্ষিতে না পারে কেহ যায় শীঘ্র করি[20]॥
অবিলম্বে গিয়া মিলে[21] মায়ের নিকট
যশোদা না জানে কিছু কৃষ্ণের কপট ॥ (১৪৯০)
মায়ায়ে বালক-রূপ দেব নারায়ণ[22]।
জননীর স্তন-পান করে ঘনে-ঘন ॥

---

(১) 'নিজ' ক, গ, (২) 'বিরহ' ক, খ; 'সম্বাদ' গ; (৩) 'হৈতে' ক, খ, ঘ; (৪) 'নাহি ঘর বসতি নাহি মোর সাধ।' ঘ; (৫) 'ত্রিজগত ভরি রৈব কলঙ্কের খোটা' ঘ; (৬) 'শ্রীমধুসূদন' গ; 'কমল লোচন' ঘ; (৭) 'আমার প্রসাদে কোন ডর' ঘ; (৮) 'একচিত্তে মেলানি দিয়ার প্রাণেশ্বরি।' ঘ;

(৯) 'প্রণতি করিয়া রাধা বোলে আর বার।' ঘ; (১০) 'যদি দয়া না কর' ঘ; 'যদি বিস্মরণ হও' ক; 'যদি বা পাসর' খ; (১১) 'দুঃখ' ঘ; 'দুঃখ' ক, খ। (১২) 'বন্ধু' ক, খ; 'প্রভু' ঘ; (১৩) 'কৈতে' ক, খ; 'রহিতে' ঘ; (১৪) 'আসিতে উচিত' ঘ; (১৫) 'আগে' ক, খ; ঘ; (১৬) 'চল চল প্রাণ-নাথ' ঘ; (১৭) 'রহিয়া' ক, খ; 'রহিতে' ঘ; (১৮) 'মনুষ্যে দেখিলে হৈব গুরুতর লাজ ॥' ঘ;
'* * * অতি বড় লাজ ॥' ক, খ;
(১৯) 'মালতীর ('মুকুতার'খ) মালা দিলা গলার উপর ॥'ঘ;
(২০) 'যায় মায়া করি' ক, খ; 'করে রস কেলি' ঘ; (২১) 'তুরিতে মিলিল গিয়া' ঘ;
(২২) 'মাও দেখি মায়া পাতিলা ভগবান।
যশোদার স্তনামৃত করিলেন পান ॥' ঘ;

খীর লবনি খাইয়া জনার্দ্দন[১]।
শিশু সঙ্গে ধেনু লৈয়া গেলা বৃন্দাবন[২] ॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ অংশ। (১৪৯৫)
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥
তবে জন্মেজয় রাজা ব্যাস-স্থানে[৩] পুছে।
"কৃষ্ণ আইলে রাধিকায়ে কি করিল পাছে ॥(১৫০০)
পুনি কোন প্রকারে হইল দরশন।
কহ কহ মুনি-বর সেই[৪] বিবরণ ॥"
কহিতে লাগিলা মুনি কাব্য মনোহর।
মধু-মাসে মিষ্ট যেন কোকিলার স্বর ॥
"গোবর্দ্ধন-ধারী যদি আইলা তথা হৈতে[৫]। (১৫০৫)
বিরহিণী হৈয়া রাধা শোকাকুল-চিতে[৬] ॥
কাহ্নুর চরিত্র যত চিন্তে মনে-মন।
শ্রীমতী সুন্দরী গিয়া মিলিলা তখন ॥
সখী দেখি তিলোত্তমা করিল বাচ্ছলি[৭]।
প্রেম-ভাবে দুইজনে কৈল কোলাকুলি[৮] ॥ (১৫১০)
শ্রীমতী বোলয়ে সই "কহ মোর ঠাঞি[৯]।
কত রাত্রি যাইতে আইল নাগর কাহ্নাই[১০] ॥
কেমত সম্ভাষা কৈলা[১১] কেমত হৈল রতি।
কপট ছাড়িয়া[১২] মোরে কহিবা যুবতি[১৩] ॥"
রাধা বোলে "প্রাণ-সই শুন বিবরণ। (১৫১৫)
কাহ্নুর বিরহে চিত্ত দহে অনুক্ষণ[১৪] ॥
দেখিবার সাধ থাকে চল মোর ওলে।
অবশ্য পাইমু লাগ যমুনার কূলে[১৫] ॥"

[সখীর সহিত শ্রীরাধার যমুনা-তীরে গমন ও হাস্য-কৌতুক]

সুহি রাগ।

"হের ল বেদনি সই[১৬]
চল যাই যমুনার ঘাটে। (১৫২০)
শ্যাম-রূপ না দেখিলে প্রাণ[১৭] মোর ফাটে ॥ধ্রু।
কালা বিনে মোর রূপ যৌবন বিফল।
তিল-আধ না দেখিলে ভক্ষিমু গরল[১৮] ॥
বিলম্ব করিয়া সখি নাহি কোন কাজ।
যমুনার কূলে গিয়া দেখিমু যুবরাজ ॥ (১৫২৫)
কুম্ভ লৈয়া চল জল আনিবার ছলে।
দেখি যাইয়া নাগর কাহ্নু কদম্বের তলে[১৯] ॥
তোর মোর এক প্রাণ নাহি কিছু ভীন।"
ঝাটে[২০] চল সখি বোলে ভবানন্দ দীন ॥

পয়ার।

এহি মতে দুই সখী যুক্তি করি সার। (১৫৩০)
কলসী লইয়া চলে জল আনিবার[২১] ॥

---

(১) 'খির দধি লবনি খাইয়া নারায়ণ।' ঘ;

(২) 'করিলা গমন' গ, ঘ; (৩) 'জয়মুনিতে' গ, (৪) 'শুনি' ঘ; (৫) 'এথাতে' গ; (৬) 'রহিলা শোক-চিন্তে' ঘ; (৭) 'সখী দেখি রাধিকা সে করে পুটাঞ্জলি।' ঘ; 'সখী দেখি তিলোত্তমা উঠিলা শীঘ্র করি।' গ; (৮) 'কৈল গলাগলি' ক; 'কোলাকুলি করি' গ; (৯) 'কহ মোতে বার্ত্তা' গ; (১০) 'ত্রিভুবন-কর্ত্তা' গ; (১১) 'সম্ভাষিলা' ঘ; 'কেমন সন্তোষ তোমা করিলা যদুপতি' গ; (১২) 'ভাজিয়া' ক; (১৩) 'কি বলিয়া গেল কাহ্নু কহ ল যুবতি ॥' ঘ;

(১৪) 'সর্ব্বক্ষণ' ঘ; (১৫) অতঃপর ক, গ, ঘ-পুথিতে আবার 'সত্যবতী-সুত' ইত্যাদি ভণিতা আছে। (১৬) 'হের ল' ইত্যাদি গ-পুথিতে নাই। (১৭) 'প্রাণি' গ; (১৮) 'না দেখিলে প্রাণ দিমু ভক্ষিয়া গরল ॥' ঘ; (১৯) 'দেখিবা নন্দের কালা যমুনার কূলে ॥' গ; 'দেখিবা নাগর তরু কদম্বের মূলে।' ক, খ; (২০) 'ঘাটে' গ, ঘ। (২১) অতঃপর ঘ-পুথির প্রক্ষিপ্ত শ্লোক, যথা—

'তা দেখি পাছে যায় ননদী রাধার।
নিয়োজিয়া দিছে বুড়ি সঙ্গে থাকিবার ॥'

সব সখী আগে পাছে রাধিকা যুবতি।
তার পাছে চলি যায় সুন্দরী শ্রীমতী ॥
তার পাছে মহোদা রাধার ননদিনী।
একে একে[১] চলিলেক সব গোয়ালিনী[২] ॥ (১৫৩৫)
মিলিলেক সব সখী[৩] যমুনার কূলে
বসিছে নাগর কাহ্নু কদম্বের মূলে[৪] ॥
শিরে ত বাঁধিছে চূড়া[৫] মালতী-মালায়।
উপরে বরিহা উড়ে মন্দ মন্দ বায় ॥
হাতে ত মধুর বাঁশি দোসর মুরলি[৬]। (১৫৪০)
গলায়ে বকুল-মালে মধু পিয়ে অলি ॥
বাঁশির শুনিয়া সান যত ব্রজ-নারী[৭]।
হেরিয়া রহিল কেহ না ভরিল বারি ॥
চিত্র-লেখী হৈয়া সব চাহে ফিরি ফিরি।
দেখিয়া মোহিত হইলা সকল সুন্দরী[৮] ॥ (১৫৪৫)
চাহিয়া রাধার ভিতে দেব ভগবান।
হাসি হাসি বাঁশি বায় নব-ঘন-শ্যাম[৯] ॥
"রাধা" "রাধা" বোলে বাঁশি এই মাত্র শুনি।
চকিত-নয়নে[১০] চাহে সব গোয়ালিনী[১১] ॥
রাধা-কাহ্নুর প্রেম-ভাব[১২] কেহ নাহি জানে ।(১৫৫০)
দ্রবিলা সকল গোপী[১৩] মুরলীর সানে ॥
শ্রীমতী বলয়ে "সখি শুন সাবধানে।
এহি নিল নন্দের সুত কহ মোর স্থানে[১৪] ॥"

রাগ সিন্ধুড়া।

সজনি সই—
এহি নিলে নন্দের কোঙর। (১৫৫৫)
প্রাণ হরি নিল কানু রাখিল কেবল তনু[১৫]
কি বুদ্ধি করিমু আজ্ঞা কর ॥ ধ্রু।
মুরলীর সান শুনি সমাধি তেজয়ে মুনি
পবন স্থকিত যার সানে।
না চলে রবির বাজী যমুনা স্বভাব তেজি (১৫৬০)
ধন্দ হৈয়া চলিছে উজানে ॥
অচেতন চেতন চেতন মূর্চ্ছিত জন[১৬]
হেন বুঝি দাউর মুঞ্জরে[১৭]।
ই যে মুরলীর রবে কুলিশ[১৮] পাষাণ দ্রবে
যুবতি কেমতে রৈব ঘরে ॥ (১৫৬৫)
চূড়াটি টালিয়া ভালে বেড়িয়া বকুল-মালে[১৯]
বসিয়া আছে নীপ-তরু-তলে।
যে আইসে ভরিতে জল কাহারে না করে বল
আপনে দেখিয়া তারা ভুলে ॥

---

(১) 'ক্রমে ক্রমে' ক, খ; 'ক্রমাগতে' ঘ। (২) 'চলিলেক গোয়াল-রমণী' ঘ; (৩) 'গোপী' ক, খ; (৪) 'তলে' ক, খ; 'বসিয়াছে যদুমণি নীপতরু-মূলে ॥' ঘ; (৫) 'ঝুটা' গ
'শিরে ত বান্ধিছে চূড়া মালতীর মালা।
চন্দনে নিম্মিত ফোটা যেন চন্দ্র-কলা ॥' ঘ;

(৬) 'হাতে ত' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই।

(৭) 'বাঁশির নাদে মোহিত করিল ব্রজ-নারী।
নিরক্ষিয়া রহিছে সবে না ভরিলা বারি ॥' ঘ;
'বাঁশির শুনিয়া সান যত গোপ-রাণী।
হেরিয়া রহিলা কেহ না ভরিলা পানি ॥' গ;

(৮) 'যত ব্রজনারী' গ; (৯) 'হাসিয়া হাসিয়া দেন মুরলীর সান ॥' ক, খ; 'হাসিয়া হাসিয়া বাঁশিতে দিল সান ॥' ঘ; (১০) 'বঙ্কিম নয়নে' গ; 'স্থকিত নয়নে ঘ; (১১) 'সকল রমণী' ঘ;

(১২) 'প্রেম আছে' ক, খ, ঘ; (১৩) 'পুলকিত সখী সব' ঘ; (১৪) 'এহি ত নন্দের কাহ্নু দেখহ নয়ানে ॥' 'গ। ক, খ ও ঘ পুথিতে অতঃপর আবার "সত্যবতী-সুত" ইত্যাদি ভণিতার শ্লোক-দ্বয় আছে গ-পুথিতে পরবর্ত্তী গীতটি নাই। (১৫) 'রাখিয়া গেল শুধ তনু' ঘ; (১৬) 'অচেতনের চেতন মুদ্রিত চৈতন্ত জন' ঘ (১৭) 'স্বভাবে রহিতে নারে স্থিরে' ঘ; (১৮) 'কুটিল' ঘ (১৯) 'বকুল গুঞ্জয়া মালে' ক;

তুমি সই ভাগ্যবতী পাইলা এমত পতি (১৫৭০)
দৈবে তোর মোর নহে ভীন[১]।"
রাধা বোলে "ক্ষেমা কর এহি তোর প্রাণেশ্বর"[২]
রচিলেক ভবানন্দ দীন॥

—

[ননদী ও শাশুড়ী কর্ত্তৃক শ্রীরাধার লাঞ্ছনা]

এহি মতে দুই সই কৌতুক করিতে[৩]।
মহোদা জানিল তারে আকার-ইঙ্গিতে॥ (১৫৭৫)
"ভগিনীর পুত্র কানু সাক্ষাতে সম্বন্ধ।
রাধার চরিত্র দেখি মুই হৈলু ধন্দ॥
কেনে লো রাধিকা তোর হৈল হেন মতি।
ভাগিনার সহিতে চাহ ভুঞ্জিবারে[৪] রতি॥
কেবা হেন কর্ম্ম করে গোকুল-নগরে। (১৫৮০)
সর্ব্ব-নাশ হৈব বধু[৫] তোর কদাচারে॥
তোর পাপে মাও মোর অকালে মরিব।
তোর পাপে সর্ব্ব লোক গোকুল ছাড়িব॥
তোর পাপে ভাই মোর হইছে বিরূপ[৬]।
এই হেতু ব্যাধি হইছে জানিলু স্বরূপ॥ (১৫৮৫)
মোর বিহা নহে তোর পাপের কারণ।
তথাপি পাতকী[৭] রাধা পাপে কর মন॥ *
এই কথা কহিমু গিয়া জননীর স্থানে।
মোর ভাই আইলে শাস্তি পাইবা ভাল-মনে॥
মধুপুরে গেছে ভাই লৈয়া রাজ-কর। (১৫৯০)
কহিতে না পারি রাধা বড় ভাগ্য তোর॥"

এইরূপে মহোদায় করিল তর্জ্জন।
শুনিয়া সুন্দরী রাধা বিষাদিত মন॥
তবে যত ব্রজ-নারী হৈয়া এক-ঠাঞি।
জল ভরি আপনার ঘরে চলি যাঞি॥ (১৫৯৫)
দেখিয়া নন্দের সুতে মুরলি বাজায়[৮]।
চমকিত সব গোপী ফিরি ফিরি চায়॥
চলিতে[৯] না চলে পাও হৈয়া চিত্র-লেখী।
বিরহে মজিয়া রৈল যত চন্দ্র-মুখী[১০]॥
যার যার ঘরে গেলা ভরি লৈয়া[১১] জল। (১৬০০)
মহোদা মায়ের স্থানে কহিল সকল॥
শুনিয়া দারুণ বুঢ়ী কন্যার বচন[১২]।
মস্তকেত[১৩] বজ্র যেন পড়িল তখন॥
সেহি সে বুঢ়ীর[১৪] কিবা কহিমু বাখান।
যার[১৫] ডরে গোকুলের লোক কম্পমান॥ (১৬০৫)
যৌবন-সময়ে বুঢ়ী আছিল চঞ্চল।
মধুপুরের যত দৈত্য তার কর-তল॥
আর যত বাল বৃদ্ধ যুবা কিবা হীন[১৬]।
সকলে সমতা বুঢ়ী রতিতে প্রবীণ[১৭]॥

---

(১) 'তোর মোর কিছু নহে ভীন' খ, ঘ।
(২) 'এহি নিজ পতি তোর' ক;
(৩) 'সবিশেষ' ক; 'লাগিলা কহিতে' গ; 'কাহিনী কহিতে' ঘ; (৪) 'করিবারে' ঘ; (৫) 'হৈল বাসি' ঘ; (৬) 'কুরূপ' ঘ; (৭) 'সুগন্ধি' ক, ঘ; 'দুর্ম্মতি' খ;

(৮) 'দেখিয়া' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
'দেখিয়া সুন্দর কানু মুরলি বাজায়।
চমকিত গোপী সবে ফিরি ফিরি চায়॥' ক, খ,
'দেখিয়া রসিলা কানু মুরলি বাজাইয়া।
চমকিত সব গোপী চাহেত ফিরিয়া॥' গ;

* * * *

যাইতে না চলে পাও ফিরি ফিরি চায়॥ খ;
(৯) 'হাটিতে' খ; 'যাইতে' ঘ; (১০) 'কামে বিমোহিত হইয়া রহে চন্দ্রমুখী॥' গ; (১১) 'লৈয়া সবে জল' ঘ (১২) 'উত্তর' ক, খ, ঘ; (১৩) 'মস্তকে ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল শিখর।' ঘ;
(১৪) 'দারুণ বুঢ়ীর' গ; (১৫) 'তার' ঘ; (১৬) 'যুবা বৃদ্ধ তার শিশু কিবা হীন।' ঘ; 'বাল বৃদ্ধ জ্ঞান নাহি যুবা কিবা হীন।' ক, খ;
(১৭) 'সকলে সমতা-ভাব রতির প্রবীণ॥' ক, খ;
'সমাতে আছিল বুঢ়ী রতি প্রবীণ॥' গ;
'সকল সমতা বুঢ়ী বড়ই প্রবীণ'॥ ঘ;

দুহিতার বাক্য শুনি রাধিকারে আনি। (১৬১০)
তর্জ্জিয়া কহিতে লাগে[1] যতেক কাহিনী ॥
"আজি কেনে দেখি বধু হেন রীত তোর[2]।
রক্তিমার বর্ণ কেনে হৈছে কলেবর[3] ॥
স্তনের উপরে নখ-রেখা শোভা করে[4]।
কে করিল এমত কর্ম্ম[5] পুত্র নাহি ঘরে ॥ (১৬১৫)
মৃগমদ চন্দনের গন্ধ আমোদিত বহে[6]।
নন্দ-সুতে দিছে কিবা[7] মোর মনে লহে ॥
অন্তর নাহিক তোর সাক্ষাতে ভাগিনা।
তার সঙ্গে প্রেম কর নাহি বাস ঘৃণা[8] ॥"
ভয় পাইয়া রাধা বোলে দুই কর যোড়ি[9]। (১৬২০)
"গুরু-জনে মন্দ বোল কি করিতে পারি ॥
ছাওয়ালের কথায়ে আমারে কর রোষ।
কি বলিমু তোমারে আমার কর্ম্ম-দোষ ॥"
যতেক কাতর রাধা বোলে[10] মৃদু ভাষে।
মাথা কাঁপাইয়া যে দারুণ বুঢ়ী হাসে ॥ (১৬২৫)
হাসিয়া হাসিয়া বোলে কাঁপাইয়া মাথা।
"আমারে ভাণ্ডিতে[11] বধু রচিয়াছ কথা ॥"
সত্যবতী-সুত-ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্য-শ্লোক হরিবংশ ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে। (১৬৩০)
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ বরাড়ী।

"অভাজন পুত্র-বধু মোতে নানা ছান্দ[12]।
নখ-রেখা শোভে যেন দ্বিতীয়ার চান্দ[13]। ধ্রু।
কোথা পাইলে বধু ল[14]চন্দন কস্তুরি।
মালতীর মালা কোথা পাইলে[15] সুন্দরি ॥ (১৬৩৫)
নব-গুঞ্জয়ার মালা কেবা দিছে তোরে।
স্বরূপে কহিবা বধু না ভাণ্ডিবা মোরে[16] ॥
ধর্ম্মের সম্বন্ধে তুমি মোর পুত্র-বধূ।
যশোদা ঝিয়ের[17] পুত্র[18] নাতি হয় যদু ॥
দৈবের ঘটনে নাতি-বধূ হৈতে সাধা[19]। (১৬৪০)
গলায় কলসী বান্ধি মর গিয়া রাধা[20] ॥
ভাগিনার সনে রতি আর ভুঞ্জে কেবা[21]।
স্বামীর অধিক করি কর তার সেবা ॥
এ সব চরিত্র ভাল যে হয় চতুর।
নিজ পতি পরিহরি ভিন্ন সে মধুর ॥ (১৬৪৫)
সবে এক পুত্র মোর বধূ তার ভাল।
আমারে রাখিছে বিধি ঘরের জঞ্জাল ॥
তোমারে দেখিতে মোর লাগিলেক ধন্দ[22]।"
বুঢ়ীর সম্বাদ বোলে দীন ভবানন্দ ॥

---

(১) 'কহিতে লাগিল বুড়ী' ঘ; 'ভর্ৎসিয়া কহিতে লাগে' ক, খ; (২) 'এমত রূপ তোর' ক, খ; (৩) 'রক্ত পুষ্ট হইছে কেনে সর্ব্ব কলেবর' ক, খ; 'রক্ত স্কট (স্ফুট?) কেনে তোর হইছে কলেবর' ঘ; (৪) 'নখাঘাত কে করিছে স্তনের উপরে।' ঘ; (৫) 'হেন কর্ম্ম কে করিছে মোর' ইত্যাদি; (৬) 'মৃগমদ চন্দনে আমোদিত গন্ধ বহে' গ; '* * আমোদ-গন্ধ কহে।' ক, খ; (৭) 'দিছে মালা' ক, খ; 'দিয়া আছে' ঘ; (৮) 'তার সঙ্গে রতি রসে হারাইবা আপনা ॥' গ, (৯) 'হাত যোড় করি' ক, খ; 'এসিত হইয়া বোলে রাধিকা সুন্দরী।' ঘ; (১০) 'কাতর হইয়া রাধা বোলে' ক, খ; 'কাতর হইয়া (রাধা) কহে মৃদু ভাষে'। গ; (১১) 'বঞ্চিতে' খ।

(১২) 'হের লো বধূ ভাজন মোতে পাতিছ নানা ছান্দ' গ; 'তুই মোর ভাজন পুত্রের বধূ লঁ আম্মারে ভাণ্ড নানা ছান্দে।' ঘ, ; (১৩) 'নখরেখা স্তনে শোভে পূর্ণিমার চান্দ ॥' গ; (১৪) 'কোথাতে পাইয়াছ বধূ' গ; (১৫) 'পাইছ' গ; (১৬) 'কপট করিয়া বধূ চাহ ভাণ্ডিবারে' ঘ; (১৭) 'কন্যার' ঘ; '(১৮) 'ঘরে' ক; 'ঘরের' খ; 'সুত' ঘ (১৯) 'দৈবের ঘটনে হৈলা নাতির বধূ আধা।' গ; 'দৈবে হইলা নাতির বধূ রাধা।' ঘ; (২০) ভাগিনার সনে রতি ভুঞ্জিলেক রাধা।' গ; 'গলে কুম্ভ বান্ধি জলে নাম রাধা ॥' ঘ; (২১) 'ভাগিনার সনে' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয়ের স্থলে—'স্বামী হনে ভিন্ন পুরুষ তোর মধুর। এই সে বয়েসে বধূ হইলা চাতুর ॥' গ; (২২) 'দেখিতে মুঞি এবে হৈল ধন্দ।' ঘ;

পদ-বন্ধ।

নানা মতে রাধিকারে ভৎসিল[১] বিস্তর। (১৬৬০)
কুপিত হইয়া চলে বৃহভানুর ঘর ॥
সকল কহিল যাইয়া[২] বিমলার স্থান।
বিমলা আইলা তবে পাইয়া[৩] অপমান ॥
আসিয়া রাধারে ভৎসে যত লয় মনে।
"কলঙ্কিনী হৈয়া রাধা জীহ কি কারণে[৪] ॥ (১৬৬৫)
খাধার রাখিলে রাধা গোকুল-নগরে।
জানিয়া ইহার নীতি বুঝাইলু তোরে[৫] ॥
ঝী বহু নাহি কারও[৬] গোকুল সমাজে।
কোন জনে পাইছে রাধা এত বড় লাজে ॥
গোকুলের লোকে আনে যমুনার জল[৭]। (১৬৭০)
ইচ্ছা না থাকিলে কেবা কারে করে বল ॥
হেন কর্ম্ম কর রাধা কত ধন পাইয়া[৮]।
মরিতে ঘুয়ায় রাধা গরল খাইয়া ॥
এহি মতে দুহিতারে ভৎসিল বিমলা।
লজ্জায় উত্তর কিছু না দিলা অবলা ॥ (১৬৭৫)
মাথা হেট করি রাধা[৯] কান্দে অপমানে।
ই সকল বার্ত্তা কিছু বড়াই না জানে ॥
গোকুলের যত নারী শুনিয়া ইহারে।
পরস্পরে কথা কহে আপনার ঘরে ॥
কেহ বোলে রাধিকা যে বড় ভাগ্যবতী। (১৬৮০)
নন্দের কোঙর কাহ্নু হৈলা যার পতি[১০] ॥
আমি সব অভাগিনী কুচ্ছিত দেখিয়া[১১]।
না কহিল খানিক কথা ইসত হাসিয়া ॥
একত্র হইয়া তবে যত গোপীগণ।
বড়াইর নিকটে গিয়া কহে বিবরণ ॥ (১৬৮৫)

—

[বড়াই কর্তৃক শ্রীরাধার লাঞ্ছনার প্রতিকার]

রাধার দুঃখের কথা শুনিয়া তখন।
কি করিব কি হইব চিন্তে মনে-মন[১২] ॥
শ্রীমতীরে লৈয়া গেলা যশোদার স্থান[১৩]।
কহিলা সকল কথা রোহিণী-বিদ্যমান ॥
শুনিয়া যশোদা আর রোহিণী সুন্দরী। (১৬৯০)
বড়াইর সহিতে আইলা রাধিকার পুরী ॥
মায়ের চরণ বন্দি বসিলা যশোদা।
উঠিয়া প্রণাম তানে করিলেক রাধা ॥
এই মতে বসিলেক যত গোপীগণ।
বড়াই প্রসঙ্গ কৈল সেহি বরণন[১৪] ॥ (১৬৯৫)
"শুনিছ যশোদা তোমার মায়ের চরিত[১৫]।
বয়েস অধিকে হয় জ্ঞান-বিবর্জ্জিত ॥
তোমার তনয় হরি দুগ্ধের[১৬] ছাওয়াল।
রাধার সহিতে যোগ্য পরিবাদ তার ॥

---

(১) 'ভৎসিল' ঘ; (২) 'ক' গ; (৩) 'শুনি ভচ্ছিত সেই' ক, গ,; (৪) 'কলঙ্কিনী হৈলা তুমি কেমন কারণে ॥' গ;

(৫) 'এহি কার্য্যে নিত্য নিত্য বুঝাইল তোরে ॥' ঘ;
'জানিয়া ইহারে নিত্য কে বুঝাইতে পারে ॥' ক;
'জানিয়া পাসর নিত্য বুঝাইমু তোরে ॥' খ;

(৬) 'খাকার রাখিলে রাধা' গ; 'ধিৎকার নাহিক তোর' খ; (৭) 'যমুনার জল আনে গোকুলের লোকে। কলঙ্কিনী হইলা তুমি এহি ছার মুখে ॥' ঘ; (৮) "হেন কর্ম্ম" ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (৯) 'হেট মাথা হইল মাত্র' ঘ; (১০) 'নন্দের নন্দন হইল যার নিজ পতি' ॥ ঘ;

(১১) 'আমি সব ভাগ্য হীন কুচ্ছিত দেখিয়া।
এক খানি কথা কানু না কৈল হাসিয়া ॥' ঘ;

(১২) 'রাধার দুঃখের কথা শুনিয়া বড়াই।
বিবেচিয়া কহিল কথা যশোদার ঠাঞি ॥' গ;

(১৩) "শ্রীমতীরে লৈয়া" ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয়ের স্থলে—
'এহা শুনি মনে কষ্ট করিয়া তখনে।
যশোদা চলিয়া গেলা মাও বিদ্যমানে ॥' গ;

(১৪) 'বড়াই কহিতে লাগে যত বিবরণ' গ;

(১৫) 'শুনিছ নি যশোদা তোর জননীর নিত' ঘ;
' * * * * চরিত' খ;
' * * * * রীত' ক;

(১৬) 'নন্দের' গ;

সম্বন্ধে মাতুল-পত্নী আরে শিশুজন[১]। (১৭০০)
পরিবাদ-যোগ্য ভাল তোমার নন্দন[২] ॥
তোর মায়ে বোলে রাধা-কাহ্নু-পরিবাদ।
গোকুল ছাড়িমু এবে[৩] রহিতে নাহি সাধ ॥"
শুনিয়া যশোদা দেবী এ সব কথন।
মায়েরে ভৎসিতে লাগে যত লয় মন ॥ (১৭০৫)
"দুখের বালক সবে এক পুত্র মোর।
তার দায়[৪] রক্ষা পায়[৫] গোকুল-নগর ॥
কত কত[৬] বিঘ্নে পুত্রে করিছে নিস্তার।
দৈত্য দানব কত করিছে সংহার[৭] ॥
ডাকিয়া খাওয়াইতে ভাত নারি কোন ছলে[৮]। (১৭১০)
সকলে থাকয়ে[৯] খির লবনির বলে ॥
রাজস্ব[১০] লবনি খাইতে নাহি তার ভয়।
তারে পরিবাদ বোল ই বড় বিস্ময়[১১] ॥
শমনে না নেয় তোমা[১২] কন্দলের ডরে।
তার কিছু ভয় নাই মারিব তোমারে ॥ (১৭১৫)
দৈবে তুমি বৃদ্ধ[১৩] মরণের ভয় নাই।
অনাথ করিবা সবে[১৪] এক-খানি ভাই ॥
যদি এ সকল শুনে পুত্র দামোদরে।
মাতুল সম্বন্ধ পুনি[১৫] না রাখিব তারে ॥
তোর দোষে মোর ভাই মরিব নিশ্চয়। (১৭২০)
হেন জনার সনে বাদ উচিত না হয় ॥
তুমি যদি মর মাও ঘর হৈব শূন্য।
তবে কেবা জানিব[১৬] রাধার পাপ-পুণ্য ॥
রাধা হেন পুত্র-বধূ বড় ভাগ্যে[১৭] পাই।
সহজে অবোধ মাও কিছু জ্ঞান নাই ॥ (১৭২৫)
বৃদ্ধ হইলে জ্ঞান লুপ্ত[১৮] হয় হেন জানি।
এতেকে রাধারে মন্দ বোলহ জননি[১৯]।
তোমার হিতের লাগি কহিলু বুঝাই[২০] ॥
কাহ্নুর সহিতে বাদ কিছু কার্য্য নাই ॥
যদি শুনে এই কথা না হইব[২১] ভাল। (১৭৩০)
মারিব[২২] তোমারে হৈব আমার জঞ্জাল ॥"
গলে ধরি রাধিকারে আশ্বাসিয়া বোলে[২৩]।
"সম্প্রীতে থাকিও রাধা[২৪] শাশুড়ীর ওলে।"
যশোদা রোহিণী তবে গেলা নিজ ঘরে।
মায়ের সঙ্গে বিমলা যে চলিলা সত্বরে ॥ (১৭৩৫)
আপনার ঘরে গেলা বিমলা সুন্দরী।
বড়াই চলিয়া যায় যথা আছে হরি ॥
কহিল সকল কথা কানুর বিদিত[২৫]।
শুনিয়া নন্দের সুত হইলা কুপিত ॥
"যদি বা বুঢ়ীর মুখ দহিতে না পারি। (১৭৪০)
তবে গদাধর[২৬] নাম আকারণে ধরি[২৭] ॥
চলি যাও বুঢ়ি তুমি আপনার স্থান[২৮]
কালি আসি শুনিবা বুঢ়ীর অপমান[২৯] ॥
হরিষ হইয়া ঘরে চলিল বড়াই।
বৃন্দাবনে ধেনু রাখে নন্দের কাহ্নাই ॥ (১৭৪৫)

---

(১) 'আরে গুরুজন' ঘ; (২) 'পরিবাদ যোগ্য নহে নন্দের নন্দন' ॥ গ; (৩) 'এতেকে গোকুল ছাড়' ক, খ, ঘ, (৪) 'হেতু' গ; (৫) 'দেখ' ঘ; (৬) 'বড় বড়' ঘ, (৭) 'কত দৈত্য মারিয়া করিছে প্রতিকার' ঘ; (৮) 'কালে' গ; (৯) 'সবে মাত্র থাকে' ঘ; (১০) 'রাজ্যস' গ; 'রাজস্ব' ঘ; (১১) 'দেখিয়ে সংশয়' গ; (১২) 'ওমা' গ; 'মাও' ঘ; (১৩) 'বৃদ্ধ তুহ্মি তোহ্মার' ঘ; (১৪) 'মাও' গ; (১৫) 'পুত্রে' ঘ; (১৬) 'তবে কি জানিব মা' গ।

(১৭) 'পুণ্যে' ঘ; (১৮) 'সুপ্ত' গ; 'নষ্ট' ঘ; 'হীন' ক; (১৯) 'রাধারে বোলহ মন্দ বিনে তত্ত্ব জানি ॥' ক, খ, গ; (২০) 'তোমার হিতের তরে কৈলু বুঝাইয়া। কানুর সহিতে বাদ কিসের লাগিয়া ॥' ক, খ, ঘ, (২১) 'নাহি তোমার' গ; (২২) 'মারিলে' ঘ; (২৩) 'প্রশংসিয়া রাধিকারে গলে ধরি বোলে।" ক, খ; "তার পাছে রাধিকারে বুঝাইয়া বোলে।' গ; (২৪) 'প্রীতে থাকিও মাও' গ; (২৫) 'রাধার চরিত্র' গ; (২৬) 'ভগবান' খ, গ, ঘ; (২৭) 'বৃথা আমি ধরি' ক, 'ব্যর্থ কার্য্যে ধরি' খ 'কেনে আমি ধরি' ঘ; (২৮) 'স্থানে' গ; (২৯) 'রাধার দুঃখে। দুঃখী হইয়া রহে ভগবানে ॥' গ;

খেলা রঙ্গ বিহারে ত বেলা অবসান[১] ।
ধেনু লৈয়া শিশু সঙ্গে চলে ভগবান ॥
গোধূলি-সময়ে হরি মিলে নিজ ঘরে[২] ।
ধেনু বৎস বান্ধিলেক দেব দামোদরে[৩] ॥
যশোদার কোলে গিয়া দেব ভগবান[৪] । (১৭৫০)
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া স্তন করে পান ॥
খীর লবনি খাইয়া হাসি নানা ছলে[৫]।
শয়ন করিলা পাছে জননীর কোলে ॥
এথাতে দারুণ বুঢ়ী বড়ই দুর্জ্জন।
সুন্দরী রাধারে বোলে কর্কশ-বচন[৬] ॥ (১৭৫৫)
যে করিলা সেহি ভাল ক্ষেমহ অখন।
আমার শয্যাতে আসি করহ শয়ন ॥
বিষাদ ভাবিয়া রাধা নিদারুণ বোলে[৭] ।
কান্দিয়া শয়ন কৈলা শাশুড়ির ওলে[৮] ॥
দক্ষিণে দারুণ বুঢ়ী বামে ত মহোদা। (১৭৬০)
মধ্যেত শয়ন কৈলা কলঙ্কিনী রাধা ॥
এহি মতে শয়ন করিলা তিন জনে।
তথাতে চৈতন্য পাইলা দেব নারায়ণে ॥

—

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার ননদী ও শাশুড়ীর শাস্তি বিধান]

প্রতিজ্ঞা স্মরিয়া হরি চলিলা সত্বর।
অবিলম্বে মিলে গিয়া রাধিকার ঘর ॥ (১৭৬৫)
শূন্য ঘর দেখিয়া চিন্তিত[৯] হৈল হরি।
জানিলা বুঢ়ীর কাছে[১০] রাধিকা সুন্দরী ॥
সেহি ঘরে প্রবেশিলা নন্দের নন্দন।
দেখিলা শয়ন করি আছে তিন জন ॥
শয্যাতে বসিলা হরি ত্রিদশের নাথ। (১৭৭০)
চৈতন্য করাইতে রাধার গায়ে দিলা হাত[১১] ॥
হরির পরশনে রাধা পাইলা[১২] চেতন।
মৃদু মৃদু স্বরে বোলে কোমল[১৩] বচন ॥
"এমত সাহস প্রভু কৈলা কি কারণ।
তোমার অপেক্ষায় মোর রহিছে জীবন[১৪] ॥ (১৭৭৫)
অখনে হইব মৃত্যু জানিবা আপনে।
সহিবারে বোল আর কত অপমানে ॥"
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সংক্ষেপে রচিল পুণ্য-শ্লোক হরিবংশ ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে। (১৭৮০)
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ তুড়ি।

"বন্ধুর ভাবে জাতি-কুল হারাইলু সকল[১৫] ।
শাশুড়ী ননদী গঞ্জে জীবন বিফল ॥ ধ্রু।
এত অপমানে মোর বিফল জীবন।
সহজে কলঙ্কী মুই হইলু অখন ॥ (১৭৮৫)
হইয়াছি কুলটা জীবনের নাহি সাধ।
অকীর্ত্তি হইলু মুই তোমা পরিবাদ ॥

---

(১) 'খেলা রঙ্গে দিনমণি অবসান হইল ॥
ধেনু লৈয়া শিশু সঙ্গে গৃহেতে চলিল ॥' গ ;
(২) 'দিবা অবসানে হরি আইলা নিজ ঘরে।' গ
(৩) 'রাম দামোদরে' ঘ।
(৪) 'যশোদার কোলে গিয়া রাম দামোদর।
মায়ের স্তনামৃত পান করিলা সত্বর ॥' গ ;
'ক্ষুধায়ে আকুল হরি পান করে স্তন।
যশোদার কোলে যাইয়া করিল শয়ন ॥' ঘ ;
(৫) 'সর দধি লবনী খাইলা তার পাছে।
শয়ন করিল যাইয়া যশোদার কাছে ॥' ঘ ;
(৬) 'তর্জ্জন বচন' ঘ ; (৭) 'দারুণ বচনে' গ ;
(৮) 'মহোদার সনে' গ ;

(৯) 'বিস্মিত' গ ; (১০) 'ঘরে' গ ;
(১১) 'চৈতন্য পাইতে রাধার গ্রীবে দিলা হাত ॥' গ ;
'চৈতন্য হইল রাধার গায়ে দিলা হাত ॥' ঘ ; (১২) 'হইলা' ঘ ; (১৩) 'মধুর' ঘ।
(১৪) 'তোমার অপেক্ষায়' ইত্যাদি তিনটি চরণের স্থলে—'নিবেদন করি শুন দেব নারায়ণ ॥' গ ; (১৫) 'বন্ধুর ভাবে' ইত্যাদি গীতের পরিবর্ত্তে খ ও ঘ পুথিতে ত্রিপদী-ছন্দের আর একটা গীত আছে, উহা পরিশিষ্টের ৩ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল। ক-পুথিতে লিপিকরের ভ্রমে এই গীত ও কতকগুলি শ্লোক পড়িয়া গিয়াছে।

তোমা পরিবাদ বোলি আমা দেক্রি খোটা।
অভাগিনী রাধা মুই হইলু কুলটা॥
জনম অবধি মুই বিরহ-তাপিনী। (১৭৯০)
সংসারে জানিল মুই হৈলু কলঙ্কিনী॥
অবশ্য মরিব মুই গরল খাইয়া।
যোগিনী হইমু আমি তোমার লাগিয়া॥
নিজ পতি আসি যদি এই কথা শুনে।
কি বলিয়া প্রবোধিমু অভাগিনী তানে॥ (১৭৯৫)
সহিতে না পারি প্রভু এতেক জঞ্জাল।
সৃজিল বিধাতা আমার পাপিষ্ঠ কপাল॥
তোমার সহিতে মোর প্রেম হৈল লাভ।
কুক্ষেণে বাঢ়াইলু মুই তোমা সনে ভাব॥
শাশুড়ী ননদী দৈবে হইলেক বৈরী। (১৮০০)
তুমি যবে বিসরিবা তবে আমি মরি॥
মোর মাথা খাও যদি ঘরে নাহি যাও।"
ভণে ভবানন্দ দীনে ভজ রাঙ্গা পাও॥

পয়ার।

রাধার মধুর বাণী[1] শুনি নারায়ণ।
কোলে করি প্রেম-ভাবে দিল আলিঙ্গন॥ (১৮০৫)
"কেনে প্রাণেশ্বরি রাধা ভাব[2] অপমান।
আমার কারণে[3] পাইবা উত্তম সম্মান[4]॥
প্রেম দান দিয়া প্রিয়া কাম শান্ত কর[5]।
শোক শান্ত কর প্রিয়া খেদ পরিহর॥"
এ বোলিয়া প্রেম-ভাবে[6] নন্দের কোঙর। (১৮১০)
দৃঢ়-মুষ্টি মর্দ্দিলেক কনক-শিখর॥

ক্রমে ক্রমে রতি ভুঞ্জে দেব বনমালী।
পদ্মের[7] উপরে যেন মধু পিয়ে অলি॥
রতি ভুঞ্জি হরষিত নন্দের নন্দন[8]।
রাধিকার প্রতি বোলে মধুর বচন॥ (১৮১৫)
"শুন সুবদনি রাধা[9] কর অবধান।
দারুণ বুঢ়ীরে কিছু দিমু অপমান॥"
রাধা বোলে "কর প্রভু যেহি লয় মনে।
জানিয়া করহ[10] কর্ম্ম মোরে পুছ[11] কেনে॥
মোর এক নিবেদন শুন প্রাণেশ্বর। (১৮২০)
মহোদা ননদী মোর কেবল বর্ব্বর॥
তোমা রূপ[12] নিরক্ষিতে যমুনার ঘাটে[13]।
দেখিয়া কহিল আসি শাশুড়ী নিকটে[14]॥
তার লাগি হৈল প্রভু এতেক প্রমাদ।
সকলে জানিল তোমার সনে পরিবাদ[15]॥ (১৮২৫)
ননদীর জ্ঞান হোক কর কৃপা খানি।
সুরতি ভুঞ্জিলে জ্ঞান হইব তখনি[16]॥
পরম সুন্দরী রামা—নব-যুবা-কাল।
তাহার সম্ভোগে মোর ঘুচিব জঞ্জাল[17]॥"
রাধার বচনে কৃষ্ণ বিচার না করি। (১৮৩০)
রতি-রস পাইয়া ভুঞ্জে মহোদা সুন্দরী[18]॥
ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া হৈল সচকিত[19]।
নন্দের নন্দন জানি হইল লজ্জিত॥

---

(১) 'বাক্য' ঘ; 'রাধার মধুর বাণী' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (২) 'পাও' গ; (৩) 'প্রসাদে' গ, ঘ; (৪) 'অতুল' সম্মান' খ; 'সর্ব্বত্র কল্যাণ' ঘ।
(৫) 'রতি দান দিয়া প্রিয়া মোরে তুষ্ট কর।
শোক অপমান যত মোরে ক্ষমা কর॥' ঘ;
"রতি দান দিয়া মোরে তুষ্ট কর আগে।'
তবে সে দুঃখের কথা কহিবারে লাগে॥' খ;
(৬) 'নর্ম্মভাবে' ঘ; 'তুষিলেক' ক, খ;

(৭) 'কুসুম' গ; (৮) 'রতি রস রঙ্গে হরি তুষিলেক মন। সুবদনী রাধা বলে মধুর বচন॥,' গ; (৯) 'রাই' গ; (১০) 'করিবা' ঘ; (১১) 'বোল' ঘ; (১২) 'পদ' গ; (১৩) 'তীরে' গ; (১৪) 'গোচরে' গ; (১৫) 'সকল গোকুল মধ্যে মোর পরিবাদ' গ; (১৬) 'সুরতি সংযোগে জ্ঞান হইব আপনি॥' ক, খ;
'যুবতি সম্ভোগে কিবা জ্ঞান হয় জানি॥' গ;
(১৭) 'রতি ভুঞ্জি দূর কর আমার জঞ্জাল॥' ঘ;
'বশ কর দূর হোক আমার জঞ্জাল॥' খ;
(১৮) 'যুবক কুমারী' গ; 'নব যুবা নারী,' ঘ;
(১৯) 'চিন্তিত' খ;

উত্তর না দেয় লাজে রৈল মৌন করি।
হাসিয়া হাসিয়া[১] বোলে রাধিকা সুন্দরী॥ (১৮৩৫)
"কেনে লো মহোদা তোর এমন[২] চরিত।
অযুক্ত করিলে কর্ম্ম অতি বিপরীত[৩]॥
ভগিনীর পুত্র কাহ্নু সর্ব্ব লোকে জানি।
তান সঙ্গে সঙ্গমে মজিলা[৪] ননদিনি॥
এই কথা কহিমু কালি সভার বিদিত। (১৮৪০)
মহোদা ভুঞ্জিল রতি কাহ্নুর সহিত॥
একে তুমি অকুমারী গর্ব্বিত কাহ্নাই।
ইহ লোকে ননদিনি তোর বিন্তা নাই॥
দুই কুল খাইলে তোর কুবুদ্ধির কাজে।
কেমতে গোকুলে তুমি বঞ্চিবে ই লাজে[৫]॥ (১৮৪৫)
কহিমু সকল তোর ভাই আইসে যদি[৬]।
তবে কি উত্তর দিবা কহ লো ননদি॥"
লজ্জা পাইয়া[৭] কিছু তবে না কহে মহোদা।
তার পাছে[৮] কাহ্নুরে ভৎসিতে লাগে রাধা॥
"অহে নব-যুবরাজ[৯] ভাল তোর ধর্ম্ম। (১৮৫০)
গোপ-জাতি হৈয়া কেবা করে হেন কর্ম্ম॥
অকুমারী লজ্জিলা যে আরে ত গর্ব্বিত[১০]
ত্রিভুবনে হেন কেবা করে বিপরীত॥
গুরু-জন লজ্জিলা যে দুরন্ত-অনঙ্গে[১১]।
এথা না রাখিও এনে লৈয়া যাও সঙ্গে॥ (১৮৫৫)
শাশুড়ী নিদ্রাতে আছে এহি কালে যাও।
জাগিলে উচিত ফল পাছে কিবা[১২]পাও॥
ঘরে চলি যাও কাহ্নু না করিও ব্যাজ[১৩]।
শাশুড়ী দেখিলে আইজ[১৪] পাইবা বড় লাজ॥"
কাহ্নু বোলে "সুবদনি ক্ষেমা কর মোরে[১৫]। (১৮৬০)
কহিয়া লজ্জিত কেনে কর অবলারে[১৬]॥
হাসে রসে থাক ননদীর সঙ্গে তুমি[১৭]।
আপনা মন্দিরে এবে চলি যাই আমি॥"
পদ্ম-হস্ত মহোদার অঙ্গে দিলা পুনি[১৮]।
অকুমারী হৈল রামা পূর্ব্ব-ক্রম যোনি॥ (১৮৬৫)
প্রেম-আলিঙ্গনে সম্ভাষিয়া[১৯] দুই জন।
নিজালয়ে চলি যান নন্দের নন্দন॥
প্রতিজ্ঞা করিছে হরি বড়াইর স্থান[২০]।
যাইতে বুঢ়ীরে কিছু দিব অপমান॥
এত চিন্তি[২১]বড় করি[২২]কহে নারায়ণ। (১৮৭০)
শুনিয়া দারুণ বুঢ়ী পাইল[২৩]চেতন॥
সঙ্কেত পাইয়া[২৪] বুঢ়ী চিন্তিল হৃদয়[২৫]।
"জানিলাম আসিয়াছে নন্দের তনয়॥

---

(১) 'ইসত হাসিয়া' খ, গ;
(২) 'কপট' ঘ; (৩) 'অনুগত কর্ম্ম কৈলা নহে ত উচিত॥' ঘ;
(৪) 'সঙ্গম করিলে' গ, ঘ; (৫) 'গোকুলে দাঁড়াইবা তুমি কোন ছার লাজে॥' ঘ;
(৬) 'কহিমু সবাতে তোর ই সব কাহিনী।
তবে কি উত্তর দিবা শুন ননদিনি॥' গ;
(৭) 'লজ্জিত হইয়া' ঘ; (৮) 'পুনরপি' ঘ;
(৯) 'যুবরাজ কাহ্নু' গ;
(১০) 'অকুমারী লজ্জিলা যে একে গৌরবিত।
হেন সব কর্ম্ম কেবা করিছে পৃথিবীত॥' গ;
(১১) 'গর্ব্বিত লজ্জিলে জান দোষ লাগে অঙ্গে।' গ;
(১২) 'জানি,' ঘ; 'নাকি, ক, খ; (১৩) 'বিলম্বে নাহি কাজ' ঘ; (১৪) 'তোমা' গ; (১৫) 'ক্ষেমা কর হাসি।' গ; (১৬) 'বারে বারে কর তুমি উপালম্ভ বাসি॥' গ; 'কাহ্নু বোলে' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
'হাসিয়া হাসিয়া রাধা বোলে বারে বার।
কাহ্নু বোলে সুবদনী ক্ষেমা কর সার॥' ঘ;
(১৭) সম্প্রীতে গোঙাইও ননদীর সঙ্গে তুমি।' ঘ;
(১৮) 'পদ্ম হস্ত মহোদার অঙ্গে দিল চক্র-পাণি।
অকুমারী হৈল বালা অক্ষত হৈল যোনি॥' গ,
(১৯) 'সম্ভোষিলা' গ;
(২০) 'বড়াইর সহিতে' গ; 'কিছু' ইত্যাদি স্থলে 'কিছু অপমান দিতে' গ; (২১) 'এই বোল' গ; (২২) 'শব্দ করি' গ; (২৩) 'হইল' গ; (২৪) 'বুঝিয়া' গ; (২৫) 'উপায়' গ;

বিষম প্রেমের জ্বালা না পারে সহিতে[১]।'
আসিছে যুবতি-চোরা বধূরে লজ্জিবতে ॥ (১৮৭৫)
ধরিমু নির্লজ্জ কালা[২] শাস্তি দিমু তারে।
আর যেন অপকর্ম্ম[৩] না করে তস্করে ॥''
আথে-ব্যেথে[৪] দারুণ বুঢ়ী উঠিল তখনে[৫]।
ধরিবার যায় কাহ্নু না যায় ধরণে[৬] ॥
তমোময় ঘর থানি[৭] নহে প্রকাশিত। (১৮৮০)
অগ্নি জ্বালিবারে বুঢ়ী চলিল তুরিত ॥
তুষের ধূঞায়ে বুঢ়ীর[৮] উপজিল কাস।
আনল না জ্বলে দেখি[৯] হইল হতাশ[১০] ॥
স্থচি-মুখী[১১]বুঢ়ী যায় জ্বালিতে আনল।
ধুঞা পাইয়া পড়ে তার[১২] নয়নের জল ॥ (১৮৮৫)
কাসিতে কাসিতে বুঢ়ীর মুখে পড়ে ছালি।
দেখিয়া নাগর কাহ্নু হাসে খলখলি ॥
মহোদারে বুঢ়ী তবে ডাকে ঘনে-ঘন।
"বধু বধু" করিয়া ডাকিল কত-ক্ষণ[১৩] ॥
সমবায়ে হৈছে কর্ম্ম কে দিব উত্তর। (১৮৯০)
ডাকিতে ডাকিতে বুঢ়ী হইল কাতর[১৪] ॥
ডাকিতে[১৫]উত্তর না দেয় তারা দুই জনে।
পুনরপি অগ্নি জ্বালে কোপ করি মনে ॥
তাহা[১৬]দেখি যদুপতি[১৭] হরষিত-মন।
বুঢ়ীর নিকটে গিয়া বসিলা তখন ॥ (১৮৯৫)
চুলে ধরি মুখ দিলা আনলের[১৮]মাঝে।
মুখ চুল পোড়া গেল বুঢ়ীয়ে পাইল লাজে[১৯]॥
লড় দিল যদুপতি বুঢ়ীরে ছাড়িয়া।
অন্তর হইল বুঢ়ী মুখ পোড়া গিয়া ॥
আপন ঘরেত গেলা দেব নারায়ণ। (১৯০০)
মায়ের নিকটে গিয়া করিলা শয়ন ॥
পূর্ব্ব-মতে যশোদার স্তন করে পান।
কান্দিতে লাগিলা বুঢ়ী পাইয়া অপমান ॥
ঘায়ের বিষে[২০] দুষ্ট বুঢ়ী হইল বিকল।
মন্দ বোলে রাধারে চক্ষুর পড়ে জল ॥ (১৯০৫)
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোক বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

কামোদ রাগ।

"আল বউ কেনে মজাইলে জাতি কুল[২১]। (১৯১০)
কাহ্নুরে শিখাইয়া মোর পুড়িলে মুখ চুল ॥ ধ্রু।
পাপ কর গরব-শোগি তার ভোগ আমি ভুগি[২২]
কি বলিমু লোকের গোচর।
পুত্র যদি ঘরে থাকে তবে নি তোমারে রাখে[২৩]
মারিয়া করিত দেশান্তর[২৪] ॥ (১৯১৫)

---

(১) 'দারুণ প্রেমের ভার না পারে সহিবারে
(২) ধরিব দারুণ চোর শাস্তি দিব তারে ॥' ঘ; (৩) 'এমত বিকর্ম্ম যেন' ক, খ, ঘ; (৪) 'এ বলিয়া' ঘ; (৫) 'তখন' ঘ; (৬) 'ধরিবারে চাহে বুঢ়ী না পায় দরশন ॥' ঘ; (৭) 'অন্ধকার সেই ঘর' গ; (৮) 'বিষম তুষের ধুমা' গ; (৯) 'উজ্জ্বলিত নহে বহ্নি' গ; 'প্রজ্জ্বলিত' ইত্যাদি ক, খ; (১০) 'হুতাশ' গ; (১১) 'চক্ষু মুঞ্জি' ঘ; (১২) 'ধুমা লাগি পড়ে বুঢ়ীর' গ; (১৩) 'অনুক্ষণ' ঘ; 'ততক্ষণ' গ; (১৪) 'ফাফর' খ; 'সমবায়ে' ইত্যাদি শ্লোকটি ঘ-পুথিতে নাই।
(১৫) 'জাগিয়া' ঘ; (১৬), এয়ে' গ; (১৭) 'যদুমণি' ঘ; (১৮) 'আগুনির' ঘ; (১৯) কেশ মুখ পুড়ি বুঢ়ী উপাজিল লাজে ॥' ঘ; (২০) 'বিষে মজি'. গ, (২১) 'লো মজাইলে জাতি কুল।' গ; "আল বউ" ইত্যাদি কলি দুইটীর স্থলে ক, খ ও ঘ-পুথির পাঠ যথা—
'আল বউ কেনে মজাইলে জাতি কুল।
পাপ কর গরব-শোগি তার ভোগ আমি ভুগি
পোড়া গেল মুখ আর চুল ॥ ধ্রু ॥
ভাবিতে পাঞ্জর শোষে মুখ পোড়ে তোর দোষে
কি বলিমু' ইত্যাদি ইত্যাদি।
(২২) 'আমি মরি তার লাগি' গ; (২৩) 'তে নাকি তোমারে রাখে' গ; (২৪) 'মারিয়া খেদাইত দিগান্তর ॥' ক খ; "মারিয়া খেদাইত দেশান্তর ॥" ঘ।

অবশ্য আসিব ঘরে বিরূপ[১] দেখিলে মোরে
জিজ্ঞাসা করিব তোর স্থান।
তারে[২] কি কহিবা কথা কহ বৃকভানু-সুতা
কেমনে পাইবা[৩] পরিত্রাণ॥
তোরে বা কহিমু কী শয্যাতে থাকিতে ঝী (১৯২০)
না পারিলু ধরিতে তস্কর।
পাপিষ্ঠ অনল বাদী জ্বলন্ত হইত[৪] যদি
তবে নিঃসারিয়া যায় চোর[৫]॥"
মহোদা বোলয়ে "মাও অন্তরে ভাবিয়া[৬] চাও
এ সকল হয়ে দৈবাধীন[৭]। (১৯২৫)
বাক্য স্মর যশোদার শোক না ভাবিও আর[৮]"
রচিলেক ভবানন্দ দীন॥

পদ-বন্ধ

মায়ের নিকটে বোলে সুন্দরী মহোদা।
"কেনে বিসরিলা[৯] যত কহিল যশোদা॥
নন্দের নন্দন কাহ্নু বড়ই দুর্ব্বার। (১৯৩০)
তার সনে বাদ করি কি কার্য্য তোমার॥
ভাগ্যে সে তোমার প্রাণ রৈল তার হাতে[১০]॥
কেশ গেলে কেশ হৈব চিন্ত কি নিমিত্তে॥
ঘাও শুকাইব মাও চিন্তা নাহি তার।
মৃত্যু হইলে জীবন না হৈব পুনর্ব্বার॥ (১৯৩৫)
আমার বচন মাও শুন সাবধানে[১১]।
রাধারে না বল মন্দ ই সব কারণে[১২]॥
অযোগ্য করিছে কর্ম্ম[১৩] নন্দের কুমার[১৪]।
লোকে শুনিলে[১৫] অপযশ না কর প্রচার[১৬]॥
অব্যক্ত-রূপে কার্য্য[১৭] যদি হয় ভাল। (১৯৪০)
প্রকাশ[১৮] না কর মাও না পাত[১৯] জঞ্জাল॥
মারিব তোমারে কাহ্নু এহি কথা শুনি।
অনাথ হইব মাও মুই অভাগিনী॥
আমার বচন মাও হেলা না করিও[২০]।
কাহ্নুর সনে বাদ এড়ি[২১]কথ দিন জিও॥" (১৯৪৫)
মহোদার বাক্য শুনি হিত সমুচিত[২২]।
ঘরে ত রহিল বুঢ়ী হইয়া লজ্জিত[২৩]॥
এহিরূপে হৈল যদি নিশি অবসান[২৪]।
চৈতন্য পাইয়া উঠে দেব ভগবান॥
খীর লবনি খাইয়া নন্দের কাহ্নাই। (১৯৫০)
ধেনু দোহি দুগ্ধ দিলা জননীর ঠাঁঞি॥
সকল বালক সঙ্গে লইয়া বৎস-ধেনু[২৫]।
বৃন্দাবন-বিহারে[২৬] চলিলা রাম-কাহ্নু॥
কাহ্নাই বলাই[২৭] আর যত শিশুগণে।
শিঙ্গা বাজাইয়া গেলা সেহি বৃন্দাবনে॥ (১৯৫৫)
তথাতে চৈতন্য পাইলা রাধিকা সুন্দরী।
মহোদার সঙ্গে প্রীতে[২৮]গৃহ-কর্ম্ম করি॥

---

(১) 'এ রূপ' গ; (২) 'তাতে' গ; (৩) 'হইব' গ; (৪) 'প্রজ্জ্বলিত হবে' ঘ; (৫) তবে কেনে এতেক হবে মোর' ক, খ, ঘ; (৬) 'ভাবিয়া চিন্তিয়া' ক, খ, ঘ; (৭) 'এ পুনি সব দৈবাধীন' গ; (৮) 'বাক্য শুনি মহোদার খেদ না করিল আর' গ; (৯) 'পাসরিলা' ক, খ, ঘ; (১০)'ভাগ্যে সে' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের স্থলে—
'ভাগ্যে সে রহিল প্রাণ হাতে ত তাহার।
কেশ মুখ পাইবা মাও চিন্তা নাহি তার॥
মৃত্যু হৈলে জীবন না হৈব পুনর্ব্বার।
ঘাও শুখাইব মাও কিবা চিন্তা তার॥' গ-পুথি

(১১) 'সাবহিতে' ক, খ, ঘ; (১২) 'আমার নিমিত্তে' ক, খ, ঘ; (১৩) 'যদি বা অযোগ্য করে' খ; (১৪) নন্দের নন্দন ঘ; (১৫) 'লোক মুখে' ক, খ, ঘ; (১৬) 'না কর ক্রন্দন' ঘ; (১৭) 'গোপ্য-ব্যবহারে কার্য্য' গ; (১৮) 'বিকাশ' ক, ঘ;। (১৯) 'না কর' ক, খ;
(২০) 'আহ্মারেক কথা শুন না করিও হেলা।
শ্রীকৃষ্ণ সনে বাদ না পড়িব ভালা॥' গ;
(২১)'ছাড়ি' ক, খ; (২২)'সমোদিত' (?) গ, (২৩)'নিঃশঙ্ক রহিল বুঢ়ী মনে পাইয়া ভীত॥' ক, খ, ঘ; (২৪) 'এহি কথা কহিতে হৈল যামিনী অবসান।' ঘ; (২৫) 'গো-ধেনু' ক, খ, গ; (২৬) 'বৃন্দাবনে বিহারে' ক, খ, ঘ; (২৭) 'দ্বাদশ গোপাল' ক, খ, গ, (২৮) 'তবে' গ;

জননীর স্থানে তবে কহিলা মহোদা।
"আপনে জানিছ তুমি কলঙ্কিনী রাধা॥
যে ঘরে আপনে থাক তানে[1] না রাখিও। (১৯৬০)
ইহার শয়ন ঘর ভিন্ন করি দিও॥
তবে সে রহিব মাও তোমার জীবন।
নন্দের নন্দন কাহ্নু কেবল[2] দুর্জ্জন॥
যাবত শুখায় ঘাও জন্মে পোড়া কেশ।
না দিও লোকেরে দেখা কৈলু উপদেশ[3]॥ (১৯৬৫)
শয়ন করিয়া মাও থাকহ নির্জ্জনে।
অসুস্থ হইছ কবি কহিমু লোক-স্থানে॥"
মহোদার বাক্য শুনি হিতের বচন[4]।
বিষাদ ভাবিয়া বুঢ়ী করিল শয়ন॥
বসনে ঢাকিয়া মুখ দুষ্ট বুঢ়ী শুতে[5]। (১৯৭০)
শূল জ্বরে একত্রে ধরিল যেন মতে॥

—

[মথুরার হাটের পথে শ্রীকৃষ্ণের দান-লীলা]

রাধা বোলে "ননদিনি শুন সাবহিতে।
মথুরার হাট আজি কহিলু তোমাতে॥
গোকুলের লোক যাইব লৈয়া দুগ্ধ দধি।
কে যাবা মথুরার হাটে কহল[6] ননদি॥" (১৯৭৫)

মহোদা বোলয়ে "রাধা তুমি যাও হাটে।
আমি বসি থাকি এথা মায়ের নিকটে॥"
ননদীর বাক্যে রাধা হরষিত-মতি[7]।
দধির পসার লৈয়া চলে শীঘ্র-গতি॥

ভৈরব রাগ[8]।

শিরে ত[9] পসার লৈয়া হাটে চলে রাধা। (১৯৮০)
হেন কালে আসিয়া শ্রীমতী দিল বাধা॥ ধ্রু।
"হাটে যাইবা দেখি সহি মাথায় পসার[10]।
কোন ঘাটে হইবা যমুনা নদী পার॥
খেও-নাও পাইবা[11] গেলে পঞ্চমীর ঘাটে।
পরম হরিষে যাইবা[12] মথুরার হাটে॥ (১৯৮৫)
সেহি ঘাটে খেওা দেয় রসিক কাহ্নাই।
শুন সুবদনি চল[13] তুমি আমি যাই॥
তোর মোর এক প্রাণ তনু মাত্র ভীন।"
শ্রীমতী-সম্বাদ বোলে ভবানন্দ দীন॥

পদ-বন্ধ।

রাধা বোলে "শুন সহি আমার বচন[14]। (১৯৯০)
পঞ্চমীর ঘাটে মোর নাহি প্রয়োজন[15]॥
কাহ্নু বাটোয়ারে খেওা দেয় সেহি ঘাটে।
মোর সাধ নাহি সই যাইবার[16] হাটে॥
তোমারে আমারে পাইলে না করিব পার[17]।
লোকেরে দেখাইয়া সেই দিব লজ্জা-ভার[18]॥"(১৯৯৫)

(১) 'এনে' ঘ; (২) 'বড়ই' ঘ; (৩) "যাবত শুখায়" ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে
'আর উপদেশ মাও কহি তোমা স্থানে।
যাবত শুখায় ঘাও থাকহ নির্জ্জনে॥
আর উপদেশ মাও শুনহ বিশেষ।
না দিও লোকে ত দেখা কহিলু উপদেশ॥' গ-পুথি,
'আর উপদেশ মাও শুন সাবধানে।
নিভৃতে শয়ন করি থাকিবা আপনে॥
যাবত শুখাইব ঘাও চর্ম্ম পোড়া কেশ।
না দিও লোকেরে দেখা কহিলু উপদেশ॥' ঘ-পুথি;
(৪) 'হিত বচন'; গ;
(৫) 'সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকি দুষ্ট বুঢ়ী তথা।
শূল জ্বর একত্র হৈল পাইল বড় ব্যথা॥' গ;
(৬) 'শুন ল' গ, ঘ;
(৭) 'চল রসবতি ব্যাজ না করিও আর।
শীঘ্র-গতি লৈয়া চল দধির পসার॥' গ;
(৮) 'সুহি রাগ গ; (৯) 'মাথায়ে' গ;
(১০) হাটের সাজে মাথায় করিয়া পসার।' গ;
(১১) 'খেওয়া পাইবায়' গ; (১২) 'যাইমু' গ;
(১৩) 'চল রসবতি সই' খ, গ; (১৪) 'বচন আমার' গ;
(১৫) 'নাহি প্রয়োজন' স্থলে 'ইচ্ছা নাহি আর' গ;
(১৬) 'না যাইব' খ, ঘ;
(১৭) 'তোমারে আমারে পাইলে পার না করিব।' ঘ;
(১৮) 'লোকের সাক্ষাতে বহু অপমান দিব॥' ঘ,

হাসিয়া শ্রীমতী বোলে মধুর বচনে।
"খেওা পাইলে পার না করিব কি কারণে[1] ॥
বিলম্ব না কর সই চল সেই ঘাটে।
নদী পার হৈয়া যাইমু মথুরার হাটে ॥"
এহি মতে দুই সহি যুক্তি করি সার। (২০০০)
পঞ্চমীর ঘাটে গেলা মাথায় পসার ॥
খেওা দেয় নারায়ণ[2] পার হয় লোকে।
মথুরার হাটে যায় পরম কৌতুকে ॥
হেনই সময় রাধা[3] খঞ্জন-গমনে।
শ্রীমতীর সঙ্গে গিয়া মিলিলা তখনে ॥ (২০০৫)
সুন্দরী রাধারে দেখি নন্দের কোঙর[4]।
ইসত হাসিয়া নৌকা আনিলা সত্বর ॥
মধুর-বচনে কহে "শুন লো সুন্দরি।
যদি হাটে যাইবা নায় উঠ শীঘ্র করি[5] ॥
এক জন বিনে নায় না আঁটে দুই জন। (২০১০)
দুই বার পরিশ্রম পাইমু কি কারণ[6] ॥
এক জন পার হৈয়া হাট গিয়া রাখ।
আমার দানের লাগি আর[7] জন থাক ॥
দুগ্ধ দধি বেচি আন আমার খেওা-কৌড়ি।
তবে ঘরে যাইতে দোহাকে দিমু ছাড়ি ॥ (২০১৫)
খেওা দিয়া হাটে যদি না যাও সুন্দরি[8]।
রতি দান দিয়া মোরে ঘরে যাও ফিরি ॥
পার হৈলে দিবা খেওা না হৈলে সুরতি।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন লো যুবতি ॥"

কাহ্নুর চরিত্র দেখি রাধিকা সুন্দরী। (২০২০)
শ্রীমতীরে কহে কথা লজ্জা পরিহরি ॥
"শুন সুবদনি সই আমার বচন।
হেট-মাথা হইয়া রহিছ কি কারণ[9] ॥
তোরে দেখি আকুল[10] হইছে যদুমণি।
তুমি তান মন-রক্ষা কর সুবদনি[11] ॥ (২০২৫)
আমি হাটে যাই তুমি থাক এইখানে[12]।
আমি হাট করি আইলে[13] তবে দিমু দানে ॥"
শ্রীমতী বোলয়ে "সখি[14] রহিতে না পারি।
তুমি হাটে যাও আমি ঘরে যাই ফিরি ॥
ভাই সুদাম[15] এথা দেয়র অর্জ্জুন[16]। (২০৩০)
দেখিলে বলিব মন্দ পরম দারুণ[17] ॥
অখনে এথাতে আমি না পারি রহিতে[18]।
আপনার ঘরে যাই বলিলু তোমাতে ॥
মোর মন মজিয়াছে কালার হৃদয়[19]।
নিশি-ভাগে মনোরথ পূরিমু নিশ্চয়[20] ॥" (২০৩৫)
রাধা বোলে "শুন সখি প্রাণের দোসর।
তোর মনে যেই লয় সেই কর্ম্ম কর ॥"
রাধার বচনে ঘরে চলিল শ্রীমতী।
একাকী রহিলা মাত্র রাধিকা যুবতী ॥

---

(১) 'কেনে' ঘ; (২) 'কানাই' ঘ; 'খেওা দেয়' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৩) 'হেন কালে তিলোত্তমা' ঘ; (৪) 'রাধারে দেখিয়া তবে নন্দের কানাঞি।
হাসিয়া হাসিয়া তবে নৌকা বাহিলাঞি ॥' ঘ;
(৫) 'হাটে যাইবায় যদি উঠ পার করি ॥' গ "
(৬) 'দুই জন পার না করিমু কদাচন।' গ;
(৭) 'এক' ক, খ, ঘ; (৮) 'খেওা দিয়া' ইত্যাদি শ্লোক দুইটীর স্থলে—
'আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন রসবতি।
কহিলু তোমাতে আমি করিয়া পীরিতি ॥' গ-পুথি;

(৯) 'হেট মাথা করি এবে বসিছ কেমন ॥' গ; (১০) 'বিকল' ক, খ, ঘ; (১১) তুমি হ তাহান মন রাখ সুবদনি।' গ, (১২) 'স্থানে' ঘ (১৩) 'হাট হৈতে আসিলে' ঘ; (১৪) 'পুনরপি বোলে আমি' গ; (১৫) 'বসুদাম' ক, খ; (১৬) 'আর দেওর দুর্জ্জন' গ; (১৭) 'এই ত কারণ' গ; (১৮) 'এথেকে সুন্দরি এথা না যুয়ায় রৈতে।' ঘ; (১৯) 'মোর মন লাগিয়াছে' ইত্যাদি ক, খ; 'কালার রূপে মজিয়াছে তোমার হৃদয়' গ। (২০) 'ঘরে গেলে তোমা গিয়া মিলিমু নিশ্চয় ॥' গ;
'কানু-চিতে নিশি-যোগে পূরিমু নিশ্চয় ॥' ক'
'কানু-চিত্ত দুখী হৈলে মরিমু নিশ্চয় ॥' খ;

হাসিয়া হাসিয়া বোলে দেব ভগবান। (২০৪০)
"লজ্জা ছাড়ি চন্দ্র-মুখি দেও প্রেম দান[১] ॥
কি লৈছ পসারে করি দেহ দেখিবার[২]।
এমত সময় রাধা না পাইমু[৩] আর॥"
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ। (২০৪৫)
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বলে দীন ভবানন্দে॥

রাগ ধামাইল[৪]।

"তোর পসার নামাও দেখি ল[৫] চিকণ গোয়ালিনি।
দান দিয়া ঘরে যাও কুরঙ্গ নয়নি[৬] ॥ ধ্রু।"
"কেনে বা না কর পার উচিত খেওা লৈয়া[৭]। (২০৫০)
পার করি দেও হাটে যাই ত চলিয়া॥
তুমি ত চিকণ কানাই[৮] তোমার ভাঙ্গা নাও।
কোথা থুইমু লাখের[৯] পসার কোথা থুইমু গাও॥"
"আগা চাপি থোও পসার গুড়া[১০] চাপি বৈস।
ফুট ফুট ফালাও পানি[১১] লজ্জা কেনে বাস॥"(২০৫৫)
"বৃন্দাবনে[১২] থাক কাহ্নু কাঠের[১৩] কিবা দুখ।
ভাঙ্গা নায়ে খেওা দিয়া পাও কিবা সুখ॥"
"ভাঙ্গা নাও নহে মোর গামারীর[১৪] সার।
আছুক মানুষ হস্তী ঘোড়া করি পার[১৫] ॥
খেওানি খেওানি করি ডাক কি কারণ। (২০৬০)
পার হৈবা যদি তুমি[১৬] খেওার কৌড়ি গণ॥
নিষম আমার এই পঞ্চনীর থানা।
সব সখী হৈব পার রাধার যাইতে মানা॥
তুমি কি না জান রাধা যমুনার ঘাটী।
তবে কেনে করিছ বেশ করি পরিপাটি[১৭]॥ (২০৬৫)
ছিড়িমু গলার হার ঘুচামু পেখন[১৮]।
ঘরে যাও দান দিয়া নওল যৌবন[১৯]॥"
"দুই ভাণ্ড দধি কাহ্নু এক ভাণ্ড ঘী।
উচিত লইবা দান আর চাও কী॥"
"ভাণ্ড প্রতি[২০] লৈমু রাধা এ পঞ্চ কাহন। (২০৭০)
সুরতি-শৃঙ্গার[২১] লৈমু দাঁড়িয়ার মাগন॥
হাট বাট মথুরা-পুরী[২২] সকল দিলু তোরে।
নিতি নিতি[২৩] যাও হাটে দান দিয়া মোরে[২৪]॥"
"ঘাটের[২৫] দাঁড়িয়া কেবা[২৬] হাটের অধিকারী।
ছাওয়াল-ভাগিনা নহে[২৭] পরাণের বৈরী॥" (২০৭৫)
"হাটে যদি যাবা নায়ে উঠ গোয়ালিনি[২৮]।
কাণ্ডার[২৯] ধরিব আমি তুমি ফালাও পানি॥"
পসার রাখিয়া নায়ে বসিলা যুবতি।
লাজে না ফালায় পানি হাসে যদুপতি॥

---

(১) 'হাসিয়া হাসিয়া' ইত্যাদির পূর্ব্বে—
'রাহুর মুখে ত যেন পূর্ণ শশধর।
সেহি মত রৈলা রাধা কানুর গোচর॥' ঘ;
'রাধিকার মুখ যেন' ইত্যাদি ইত্যাদি ক, খ, 'নায়ে উঠ সুবদনি দেও রতি দান॥' ঘ;
* * দিয়া মোর দান॥' ক, খ;
(২) 'কিবা লেহ পসারে ত চাহি দেখিবার।' (৩) 'হইব' ঘ;
(৪) 'রাগ গান্ধার' ঘ; 'বরাড়ী' ক, খ; (৫) 'তোর পসার নাএ ওল (অথবা 'তুল')' গ; (৬) 'শুন সুবদনি' গ; 'কেনে বা' ইত্যাদির পূর্ব্বে ক, খ ও ঘ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ, যথা—
'খেওানি খেওানি রাধা ডাকে ঘনে ঘন।
খেওা লৈয়া কর পার নন্দের নন্দন॥'
(৭) 'বেলা হৈল অতিশয় হাট গেল বৈয়া।
কেনে পার না কর উচিত খেওা লৈয়া॥' ক, খ, ঘ
(৮) 'নাগর কালা' গ; (৯) 'লক্ষের' গ; (১০) 'গুড়া' ক, খ, ঘ; (১১) 'জল' ঘ, (১২) 'কাঠের দেশে' গ;
(১৩) 'কাঠের' গ;
(১৪) 'কামারির' গ; 'সনারুর' খ; (১৫) 'আছুক মনুষ্যের কাজ হস্তী করি পার॥' গ;' (১৬) 'কত সখী হৈবা পার' ক, খ, ঘ; (১৭) 'তবে কেনে করিছ বেশ গলায় দিয়া কাঠি (কাঁঠি?)' ক, খ, ঘ; (১৮) 'পেখনি' ঘ; (১৯) 'নবীন যৌবনি' ঘ; 'নফুলি যৌবন' গ।
(২০) 'মাতে' (মাথে?) গ; (২১) 'সুবতি শৃঙ্গার' গ;
(২২) 'মথুরার' খ, গ; (২৩) 'নিত্য নিত্য' ক, খ, ঘ;
(২৪) 'খেওা দেয় (দেও?) কারে' গ; (২৫) 'হাটের' গ, ঘ;
(২৬) 'নহে' ক, খ; (২৭) হৈল' গ; (২৮) 'সুবদনি' গ;
(২৯) 'কাণ্ডার' ঘ;

তিন[1] খানি পাটের নাও খেওয়া দিলা কাহ্নু[2]।(২০৮০)
প্রচণ্ড হইল বাও অস্ত যায় ভানু[3] ॥
খনে খনে হালে[4] খনে হয় কাইত।
ছাওয়াল ভাগিনা নহে হাওরের[5] ডাকাইত[6] ॥
"বিহানে মেলিলা নাও বিকালে নহে ওর।
যমুনাকে দিমু দান এ কাম-সিন্দুর ॥ (২০৮৫)
বাতাসেরে দিমু দান সাতছড়ি হার।
ছাওয়াল-ভাগিনা চাহে সুরতি-শৃঙ্গার ॥"
ঝলকে ঝলকে নায়ে ঘন উঠে জল[7]।
চমকি চমকি রাধা তরাসে বিকল ॥
হাসিয়া বোলয়ে কাহ্নু "সব দৈবাধীন।" (২০৯০)
রাধার সম্বাদ[8] বোলে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ-নাগুদা ভাটীয়াল[9]।

রে চিকণ কালা—
কেনে পার না কর আমারে[10]।
যার ঠাঞি যে ধন[11] থাকে সে নাকি কপট রাখে
বিনে যত্নে[12] কেবা দেয় কারে[13] ॥ধ্রু। (২০৯৫)
সেই ত না চাহে যারে সেই কবে পায় তারে[14]
না পাইলে কেবা প্রাণ লয় কার।
প্রাণ লৈলে কিবা পাইবা আর বধ ভাগী হৈবা
পদে ধরোঁ ক্ষেমা কর সার ॥
যে চাও সে ধন পাইবা নাও-খানি চাপাইয়া বাইবা[15]
(২১০০)
নদী দেখি বড় ভয় বাসি।
নাও-খানি চাপাইয়া ঘাটে মোর ওলে শাইস হাটে
মনোরথ পূরিমু সন্তাষি ॥
ঝাটে পার কর নদী নষ্ট হৈল খীর দধি
মথুরার হাট যায়[16] বৈয়া। (২১০৫)
কিবা কহ[17] হাসি হাসি লাজ দিবা হেন বাসি[18]
খেওয়া দেও ভাঙ্গা নাও লৈয়া ॥
সে কর্ম্ম করিতে নার তার কেনে নাম ধর
এবে অস্ত যায় দেখ ভানু[19]।
একে ভাঙ্গা কেরোয়াল আরে তুমি ছাওয়াল[20](২১১০)
উজাইয়া কেমনে যাইবা কাহ্নু ॥
ঝাটে করি কর পার তবে দিমু গলার হার[21]
আর দিমু হাতের কঙ্কণ।
কূলে ত চাপাইয়া[22] নাও দধি দুগ্ধ কিছু খাও
পাছে দিমু যত চাহ[23] ধন ॥ (২১১৫)
মুই হৈলু তোর দাসী[24] নৌকা বাও ছাড়ি হাসি[25]
প্রাণ রাখ শুন প্রাণ বোন্দ[26]।"
রাধার বচন শুনি হাসি বোলে যদুমণি
রচিলেক দীন ভবানন্দ ॥

---

(১) 'দুই' গ; (২) 'কানাই দিল খেওয়া' ঘ; (৩) 'হাড়িয়া কোণে সাজিল মেঘ ঘোর কৈল দেওয়া' ॥' ঘ; 'অল্প আছে ভানু' ক, খ; (৪) 'খনে হয় টল মল' ক, খ, ঘ, (৫) 'বড়ই' গ; (৬) 'মেলিলু' গ; 'বাইলে' ঘ; 'বাতাসেরে দিমু' ইত্যাদি শ্লোকটী গ-পুথিতে নাই।
(৭) 'চমকে সুন্দরী রাধা তরাসে বিকল।
ঘনে ঘনে নৌকাতে ভাসিয়া উঠে জল ॥' গ,
(৮) 'রাধা কাহ্নুর প্রেম' গ।
(৯) 'মালব রাগ' ক, খ; 'রাগ গান্ধার' ঘ; (১০) 'কেনে পার না কর আমারে, চিকন কানাই, কেনে পার না কর আমারে।' ক, খ, ঘ; (১১) 'যেবা' ক, গ, ঘ; (১২) 'চাইলে' ক, খ, ঘ; (১৩) 'কে দিব তোমারে' ক, ঘ; (১৪) 'সেই ত' ইত্যাদি 'কলির স্থলে—
'গুমানে না চাও যবে ('যারে' ক, খ,) সহজে পাইবা তবে ('তারে' ক, খ), কেবা না দেয় ('কেবা জানে' ক, খ) কিবা ধন চাইবা। নাও খানি চাপাইয়া ঘাটে, মোর সনে আইস হাটে, যত চাও সেহি খানে পাইবা ॥' ক,খ,ঘ,
(১৫) 'যে চাও' ইত্যাদি কলি ক, গ ও ঘ-পুথিতে নাই। (১৬) 'গেল' ক, খ, ঘ, (১৭) 'বাও' গ, 'বাহ' ক, (১৮) 'পার কর হেন বাসি' ঘ; (১৯) 'দিন শেষ অল্প আছে ভানু' ক, খ, ঘ, (২০) 'মাতয়াল' খ, ঘ; (২১) 'বিলম্ব না কর আর' গ; (২২) এই গীতের সর্ব্বত্র গ-পুথিতে 'চাপাইয়া' স্থলে 'ছাপাইয়া' পাঠ আছে। (২৩) 'চাও যেহি' ঘ; (২৪) 'হৈল তোর নিজ দাসী' খ, ঘ, (২৫) নদী দেখি ভয় বাসি' খ, ঘ; (২৬) 'গাও কাঁপে শুন প্রাণ বোন্দ।' খ, ঘ;

রাগ গান্ধার।

"ভয় তেজ কুরঙ্গ-নয়নি[১]। (২১২০)
রতি-দান দিয়া প্রাণ রাখহ কামিনি[২] ॥ ধ্রু।
চাহি যেহি দিবা সেহি[৩] কৈলা অঙ্গীকার।[৪]
পার করি[৫] প্রাণেশ্বরি দেহ ত শৃঙ্গার ॥
দেহ রতি গুণবতি[৬] না করিহ ব্যাজ।
যদি হাটে যাইবা ঝাটে পরিহরি লাজ[৭] ॥ (২১২৫)
একে গোপী[৮] কাম-রূপী পাইছি একাকিনী।
রতি দিয়া হাটে গিয়া কর বিকি-কিনি ॥"
এত শুনি সুবদনি বিলাপিয়া কান্দে।
মতি-হীন দীন-হীন[৯] কহে ভবানন্দে ॥

পঠমঞ্জরি রাগ

"কি ক্ষেনে আইলু ঘাটে কুক্ষেনে বহিয়া বাটে[১১]
(২১৩০)
দারুণ শ্রীমতী সইব বোলে।
পঞ্চমীর ঘাটে আসি প্রাণ দিমু হেন বাসি
কি বিধি লিখিল মোর ভালে[১২] ॥ ধ্রু।
নষ্ট হৈল খীর দধি পার না করহ যদি[১৩]
আজুকার হাট গেল বৈয়া। (২১৩৫)
পায়ে ধরি বলোঁ তোরে পার করি দেহ মোরে
অখনেও পাইমু হাট গিয়া[১৪] ॥
সহজে তোমার দাসী মানস[১৫] পূরিমু আসি
এবে দধি বেচি নিয়া হাটে[১৬]।
যাইতে দিমু খেওা-কৌড়ি তবে মোরে দিও ছাড়ি
(২১৩০)
না দিলে রাখিও তোমার ঘাটে ॥"
রাধার বচন শুনি হাসি বোলে যদুমণি
"ছলে মোরে না বঞ্চিও আর।"
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
রতি-দান দিলে সে নিস্তার ॥ (২১৪৫)

রাগ বরাড়ী

"সই হের লো—
শুন তুমি আমার উত্তর[১৭]।
হিতেরে সে বোলু মুই ভিন্ন নহি তোর[১৮] ॥ ধ্রু ॥
এ রূপ যৌবন বিধি[১৯] করিছে নির্ম্মাণ[২০]।
সকল বিফল হৈল নাহি তোর জ্ঞান ॥ (২১৫০)
গায়ের গরবে এবে না শুনিলা তুমি[২১]।
পরিণামে ঝুরিয়া মরিবা অভাগিনি ॥
বরিষার জল নারীর[২২] যৌবন সমান।
যাইতে বিলম্ব নাহি কিসের গুমান ॥

---

(১) 'ভয় পরিহর প্রিয়া কুরঙ্গ-নয়নি'। ক, খ, ঘ;
(২) 'রতি দিয়া প্রাণ রাখ কমল বয়নি।' ক, খ ঘ;
(৩) 'যেই চাও সেই পাইবা' গ; 'যে চাহি সেহি দিবা' ঘ; (৪) 'কৈলু' গ; (৫) 'করিমু' গ; (৬) 'রতি দান দেও প্রিয়া' গ; (৭) 'চল ঝাটে হাটে গিয়া কর নিজ কাজ' গ; 'রাজ ঘাটে যাইবা হাটে পরিহর লাজ' ঘ; (৮) 'একে গোপী' ইত্যাদি কলি গ-পুথিতে নাই। (৯) 'ভকতি (মতি) হীন' গ; (১০) 'বরাড়ী' ক, খ, ঘ; (১১) 'কি ক্ষেনে' ইত্যাদি কলির স্থলে—
'কানাই মুঞি কি খেনে আইলু ঘাটে।
দিন শেষ হৈল নায় তিমিরারি অস্ত যায়
না গেলাম মথুরার হাটে ॥ ধ্রু।
দারুণ সখীর বোলে আসিলু পঞ্চমী কূলে
মধুপুরী যাইতে পার হৈয়া।' ক, খ, ঘ,
(১২) 'ললাটে বিধি লেখিল আমারে' গ; (১৩) 'পার না হইলু নদী' ক, খ, ঘ;

(১৪) 'অখনেও গেলে হাট পাই' ক, খ, ঘ, (১৫) মনরথ' গ; (১৬) 'যখন ঘরেত আমি যাই' ক, খ, ঘ-পুথিতে 'সহজে' ইত্যাদি অর্দ্ধ-কলি নাই। অতঃপর ক, খ, ও ঘ পুথির পাঠ—'যে দধি খাইবা লহ, অবশিষ্ট মোরে দেহ, পার কর বেচি নিয়া হাটে।'
(১৭) 'সই হের ল শুন শুন আমার উত্তর' ক, খ, ঘ;
(১৮) 'হিতৈষী বিনে ভিন্ন জন নহো তোর ॥' ক, খ;
'হিতেরে সে বলি নহি ভিন্ন জন তোর ॥' ঘ;
(১৯) 'কেবা' গ; (২০) 'ই রূপ যৌবন বিধির সৃজন।' ঘ,
(২১) 'না শুন গায়ের গর্ব্বে কহি পুনি পুনি।' ক, খ, ঘ;
(২২) 'আর' ক, খ; 'বেন' গ; 'বেন তেন নারীর' ঘ;

মকরন্দ বিনে অলি না খায় কমল। (২১৫৫)
ভাবিয়া বুঝহ[১] রাধা কহিলু সকল ॥
বহ্নি আর হবি[২] যদি এক খানে থাকে।
অবশ্য উনায়[৩] হবি কহিলু তোমাকে ॥
কেমনে না দিয়া রতি যাইতে চাহ ঘর।
বড়ই দারুণ রাধা ভয় লাগে মোর[৪] ॥ (২১৬০)
তোর রূপ দেখি রাধা মোর লাগে ধন্দ।
ভ্রমরা বিকল যেন দেখি মকরন্দ ॥
তে কেনে যুবতি[৫] রাধা মোরে বাস ভীন।"
কাহ্নুর সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ।

হাসি হাসি কাহ্নু তবে[৬] বোলে বারম্বার[৭]। (২১৬৫)
"কৃপা কর সুবদনি দেহ তু[৮] শৃঙ্গার ॥"
রাধা বোলে "শুন প্রভু মোর নিবেদন।
কত বা[৯] লঙ্ঘিমু আমি তোমার বচন ॥
রতি ভুঞ্জিবারে যদি বাঞ্ছা হৈল তোর[১০]।
পুলিনে[১১] চাপাইয়া নাও রতি ভোগ কর ॥ (২১৭০)
তুমি বিনে প্রাণ-নাথ[১২] কে আছে আমার।
আমি বিনে প্রভু তোমার কেবা প্রিয়া আর[১৩] ॥
সহজে হইলু দাসী না বাসিও ভীন।
এ রূপ যৌবন মোর তোমার অধীন ॥"
রাধার মধুর বাক্য শুনি[১৪] নারায়ণ। (২১৭৫)
গলে ধরি রাধিকারে দিলা আলিঙ্গন ॥
সেই ভরে নৌকা-খানি টলবল[১৫] করে।
ত্রাস পাইয়া রাধিকা কৃষ্ণের গলে ধরে ॥
রাধা বোলে "মোর বাক্য শুন যদুপতি।
কূলে ত চাপাইয়া নাও সুখে[১৬] ভুঞ্জ রতি ॥ (২১৮০)
প্রাণ মোর স্থির নহে বড় ভয় বাসি।
হেলায়ে না কর নাশ মুই হেন দাসী ॥"
রাধার বচনে কাহ্নু হাসিয়া বিকল।
যমুনারে বোলে "তুমি খানি দেও স্থল ॥"
কৃষ্ণের আজ্ঞায় তবে যমুনা আপনে। (২১৮৫)
চর দিয়া স্থল হৈলা[১৭] বিচিত্র-নির্ম্মাণে[১৮] ॥
রম্য স্থল হৈল নানা আমোদিত গন্ধ।
সুন্দরী রাধিকা তারে দেখি হৈলা ধন্দ ॥
চারি দিগে জল-পূর্ণ মধ্যে দিব্য স্থল[১৯]।
সঙ্কোচিত হৈলা রাধা দেখি এ সকল[২০] ॥ (২১৯০)
তবে প্রভু নারায়ণ অতি বড় রঙ্গে।
নৌকা হনে নামিলেন রাধিকার সঙ্গে ॥
কেলি-কলা কুতুহলে ভুঞ্জিলেন রতি।
পাইলা পরম সুখ রাধিকা যুবতি ॥
মধু পিয়ে অলি যেন কমলের বনে। (২১৯৫)
হরষিতে রতি ভুঞ্জে দেব নারায়ণে ॥
শৃঙ্গার করিয়া হরি সন্তোষিত-মন[২১]।
রাধার ললাটে[২২] দিলা সহস্র চুম্বন ॥
নখ-রেখা শোভিছে স্তনের চারি ভিত।
কাঞ্চন-পর্ব্বত যেন গুঞ্জয়া-শোভিত ॥ (২২০০)
রসে মজি যদুপতি অতি কুতুহলে।
মালতীর মালা দিলা রাধিকার গলে ॥

---

(১) 'বিমর্ষিয়া দেখ' ক, খ, ঘ; (২) 'ঘৃত' ঘ; (৩) 'ওনায়' ঘ; (৪) 'মুই হৈলু' ক, খ, গ; (৫) 'এথেকে যুবতি' ক, খ; 'তেহোঁ গুণবতি' ঘ; (৬) 'হাসিয়া হাসিয়া কানু' ক, খ' ঘ; (৭) 'বারে বার' ক, খ, ঘ; (৮) 'দিয়ার' ক, খ; (৯) 'কথেক' ঘ; (১০) 'মনে থাকে তোর' ঘ; (১১) 'কূলে ত' ঘ; (১২) 'প্রাণ-বন্ধু' ঘ; (১৩) 'আমি হইতে প্রিয় তোর কেবা আছে আর।' ঘ; (১৪) 'বাক্যে হাসি' গ;

(১৫) 'ডুবু ডুবু' ক, খ, ঘ; (১৬) 'নৌকা তুমি' ঘ; (১৭) 'স্থল দিলা' ঘ; (১৮) 'কানু বিদ্যমানে' ঘ; (১৯) 'স্থান' ক, খ, ঘ; (২০) 'ভঙ্গ হৈল রাধিকার সকল ('মনের' ক, খ) গুমান।' ক, খ, ঘ; (২১) 'শৃঙ্গার' ইত্যাদি চারিটি শ্লোক গ-পুথিতে লিপিকরের ভুলে পড়িয়া গিয়াছে।

সেহি মালা শোভে যেন পুষ্প-পরিজাত।
শচী-পতি দিলা যেন শচীর গলাত ॥
নব-গুঞ্জার মালা হরি দিলা তছু পরে। (২২০৫)
রোহিণীর গলে যেন দিলা শশধরে ॥
সহজে সুন্দরী রাধা লক্ষ্মী-অবতার।
শচী রোহিণী যেন পরিছে পুষ্প-হার[১] ॥
মালতীর মালা শোভে গুঞ্জায় দোসর[২]।
মুখ-পদ্ম[৩] শোভে যেন পূর্ণ শশধর ॥ (২২১০)
হেন মুখ চুম্বন করিলা ভগবান।
চন্দ্রের অমৃত যেন রাহু করে পান ॥
ললাটের সিন্দুর তান[৪] লাগিলা অধরে।
কুসুম-বান্ধুলি যেন-মত[৫] শোভা করে ॥
হাসিয়া গোবিন্দ বোলে "শুন রসবতি। (২২১৫)
তুমি বিনে ত্রিভুবনে কেবা আছে সতী ॥
দানে অকাতর তুমি বুঝিলু নিশ্চয়।
কিন্তু এক-মত দেখি লাগে মোর ভয় ॥
শুন সুবদনি মোর মন-হিত কথা।
পঞ্চমীর ঘাটে খেওা না দিমু সর্ব্বথা ॥ (২২২০)
পরিশ্রম করি যদি পূর্ণ নহে মন[৭]।
হেন ছার কর্ম্ম তবে করে কোন জন[৮] ॥
শতে শতে সখী পার করি এই ঘাটে।
খেওা লৈয়া পার করি চলি যায় হাটে ॥
কেহ না করিছে মোরে মনো-হিত দান। (২২২৫)
এথেকে না দিমু খেওা কৈলু তোমা স্থান ॥
অন্তরে আছিল মোর[৯] পার করি তোরে।
মনোহিত[১০] পূর্ণ করি দান দিবে মোরে ॥
যত রত্ন সমুদ্রেত সব তোমার ঠাঞি।
মথন করিলে কেনে তাহাকে না পাই ॥ (২২৩০)
ভাল দানী[১১] সমুদ্র যে জানে সর্ব্ব-লোকে।
অকাতর হৈয়া দান করিছে সমাকে[১২] ॥
বিষ্ণুরে দিয়াছে দান কৌস্তুভ কমলা।
ইন্দ্রে পাইলা গজ-অশ্ব[১৩] পারিজাত-মালা ॥
মহাদেবে পাইলা চন্দ্র গরল দোসর। (২২৩৫)
নানা দেবে নানা ধন[১৪] পাইলা বিস্তর ॥
তোমার মথনে আমি কিছু নাহি পাই।
বড় নিদারুণ তুমি দান-শক্তি[১৫] নাই ॥
সমুদ্রেতে যত ধন সকলি তোমাত।
অত্যন্ত[১৬] কুটিল তুমি দেখিলু[১৭] সাক্ষাতে ॥ (২২৪০)
চরিত্রে লক্ষ্মীর সম[১৮] মুখে শশধর।
সুগন্ধে ত জিন[১৯] পারিজাত-তরুবর।
উচ্চৈঃশ্রবা চঞ্চলে[২০] জিনিলে সুবদনি।
জ্যোতিয়ে জিনহ ভাল[২১] কৌস্তুভ-মণি ॥
হাসিয়া সম্মতি কর কেবল পীযূষ[২২]। (২২৪৫)
কপটে গরল জিন এই মাত্র দোষ ॥
মদন-বিশিখে যদি কর পরিত্রাণ।
ধন্বন্তরি জিনিবা যে[২৩] কতেক বাখান ॥

---

(১) 'শচী-গলে শোভে যেন পারিজাত-হার ॥' গ; (২) 'গুঞ্জয়া দোসর' গ, (৩) 'অন্ধকারে' গ; 'হেন মুখ' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৪) 'বিন্দু' ঘ; (৫) 'কুসুম বান্ধুলি ফুলে যেন' ঘ; (৬) 'হাসি বলে গুণবতি শুনহ বচন। তুমি বিনে আছে কেবা এ তিন ভুবন ॥' গ;
(৭) 'পরিশ্রম কর্ম্ম করি পূর্ণ নহে মন।' গ;
(৮) 'তবে' ইত্যাদির স্থলে 'করিব কি কারণ ॥' ক, খ, ঘ;

(৯) 'অত্যন্ত ভরোসা ছিল' ইত্যাদি ক, খ; 'সতন্তর করি পার করিল তোমারে।' খ; (১০) 'মনোরথ' ঘ; (১১) 'ধনী' ঘ; (১২) 'সবাকে' ক; 'সমাইকে' খ; (১৩) 'বাজী' ক, খ, ঘ; (১৪) 'বস্তু' ঘ; (১৫) 'দাত(ন) শক্তি' ঘ; 'দাতব্য শক্তি গ; (১৬) 'অন্তরে' ঘ; (১৭) 'জানিলু' ক, ঘ। (১৮) 'লক্ষ্মীর প্রায়' ক, খ, ঘ; (১৯) 'পরিমলে বুঝি' ক, খ; 'অনুমানে দেখি' ঘ; (২০) 'চঞ্চলা' গ; 'চঞ্চল' ঘ; (২১) 'ভানু' গ; (২২) 'হাসিয়া সম্মতি দেও রহুক যশ' ঘ; 'হাসিয়া সুমতি করি দেহ সুধারস' গ; 'কপটে' ইত্যাদি স্থলে—'কপট না কর প্রিয়া বড় হি দোষ ॥' ঘ; (২৩) 'ধন্বন্তরি জিনি বৈদ্য' গ;

ক্রোধ কার চাহ যদি কটাক্ষ-সন্ধানে।
প্রাণ কাড়ি নিবা[১] হেন লয় মোর মনে ॥ (২২৫০)
অথর্ব্ববেদ শাস্ত্র-উক্ত অঙ্গিরা কহিছে।
রম্য সরোবর স্ত্রীর সর্ব্ব-অঙ্গে[২] আছে ॥
দুই ভুজ মৃণাল যে অতি সুকোমল।
লীলা-লাবণ্য জল-স্রোত আর জল[৩] ॥
লোচন-নাচনি যেন সাক্ষাতে সফর। (২২৫৫)
বহু-মলা জিনি নারীর কেশ শোভাকর[৪] ॥
তীর্থ-শিলা ঘাট তার[৫] কি কৈমু বাখান।
অলক্ষিতে বিধাতায় করিছে নির্ম্মাণ ॥
এত দ্রব্যের অধিকারী তুমি হেন জানি।
কাতর হইয়া দান না কর কামিনি[৬] ॥ (২২৬০)
আর এক অপরূপ দ্রব্য আছে[৭] তোর।
হৃদয়ে রাখিছ দুই কনক-শিখর ॥
সে যে পর্ব্বতের গুণ না যায় বাখান।
থাকিতে এমন বস্তু না করিলা দান ॥
এতেকে এ ঘাটে খেওয়া না দিমু যে আর[৮]। (২২৬৫)
অদাতা পাপিষ্ঠ লোক না করিমু পার ॥"
রসে মজি নারায়ণ[৯] যতেক কহিলা।
শুনি রসবতী রাধা প্রত্যুত্তর দিলা[১০] ॥
"অহে প্রভু যদুনাথ অবধান কর।
খেওয়া দিয়া কৌড়ি লও এই কর্ম্ম তোর ॥ (২২৭০)
যত বস্তু যার ঠাঁঞি নির্ম্মিছে বিধাতা।
সে কেনে তোমারে দিব এ বা কোন কথা ॥
খেওয়া দিয়া কৌড়ি লও[১১] তুষ্ট রতি দানে।
হেন-মত ভাবা তোমার রূপের গুমানে[১২] ॥
প্রতিজ্ঞা করিলু মুই শুন মোর কথা। (২২৭৫)
পঞ্চমীর ঘাটে পার না হৈমু[১৩] সর্ব্বথা ॥
তোমার নৌকাতে পাও না তুলিমু আর।
আজি হনে এই জান[১৪] প্রতিজ্ঞা আমার ॥"

[দান-লীলার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গঙ্গা যমুনার উৎপত্তি-বর্ণনা]

পুনরপি বোলে রাধা করিয়া প্রণতি।
"এক নিবেদন মোর শুন প্রাণ পতি ॥ (২২৮০)
যমুনা দুর্গম বড়[১৫] পক্ষী না সঞ্চরে।
আজ্ঞা-মাত্র যমুনায়[১৬] চর দিল তোরে ॥
এ বড় বিস্ময় প্রভু কহ সমাচার[১৭]।
যমুনায়ে আজ্ঞা কেনে পালিলা তোমার ॥
কপট করিয়া যদি মোরে ভাঁড় ছলে। (২২৮৫)
তোমার সাক্ষাতে আমি ঝাঁপ দিমু জলে ॥"
রাধার বচন শুনি দেব নারায়ণ।
কহিতে লাগিলা তবে যত বিবরণ ॥
"শুন প্রাণেশ্বরি যেই পুছিলা রহস্য[১৮]।
যেমনে যমুনা হৈল মোর আজ্ঞা-বশ্য[১৯] ॥ (২২৯০)
নারদের চিত্তে[২০] হৈল অহঙ্কার-জাল।
পবিত্র আলাপি রাগ গীত গাই ভাল ॥

---

(১) 'পাবক জিনিবা' ক, খ; 'সম জিনিবা' ঘ; (২) 'রম্য সরোবরে স্ত্রীর সর্ব্ব রত্ন আছে'॥ গ; 'রম্য সরোবর স্ত্রীর সর্ব্ব ধন আছে'॥ ঘ; (৩) 'নদীস্রোত গঙ্গা-জল' গ; (৪) 'কন্দর্প জিনিয়া অতি রূপ শোভাকর॥' গ; 'চামর জিনিয়া যেন কেশ শোভাকর॥' ঘ; (৫) 'তোর' গ; (৬) 'কর সুবদনি' ঘ; (৭) 'আর এক প্রধান দ্রব্য শোভিয়াছে' গ; (৮) 'এথেকে পঞ্চমীর ঘাটে খেওয়া নাহি আর।' ক, খ, ঘ; (৯) 'রসেত মজিয়া কানু' ক, খ; 'রসে মজি গোবিন্দ যে' গ; (১০) 'শুনিয়া সুন্দরী রাধা উত্তর না দিল॥' ঘ;

(১১) 'পাবা' ঘ; 'লইবা' খ; (১২) 'হেন কি মানস তোর' ইত্যাদি ক, খ; 'এ কোন পৌরুষ তোমার শুন নারায়ণে॥' গ; (১৩) 'পার না হৈমু' স্থলে 'মুঞি নাসিব' ঘ; 'আর নাসিমু' ক, খ; (১৪) 'আজি হৈতে হৈল এতি' ক, খ, ঘ; (১৫) 'অলঙ্ঘ্য নদী' খ, ঘ; 'দুর্লঙ্ঘ্য নদী' ক; (১৬) 'আজ্ঞায় স্থল দিয়া' ঘ; (১৭) 'জন্মিছে আমার' ক, খ; (১৮) 'সে পুছিলা কাব্য-রস' ক, খ, ঘ; (১৯) 'বাক্য-বশ' ক, খ, ঘ; (২০) 'নারদ-চরিত্রে' গ;

বীণা বাজাইয়া গেলা কৈলাস-শিখরে।
শিবের সাক্ষাতে গিয়া গায় মুনি-বরে ॥
নারদে বোলয়ে "শুন দেব ত্রিলোচন। (২২৯৫)
মোর সনে রাগ ধরে নাহি কোন[১] জন ॥"
শিবে বোলে চল যাই বিষ্ণুর পুরীত।
তাহান সাক্ষাতে গিয়া গাও ভাল গীত ॥
আমিও যাইমু মুনি তোমার সহিতে[২]।"
ই বোলিয়া দুই জন চলিলা তুরিতে[৩] ॥ (২৩০০)
চলিলা নারদ শিব বিষ্ণুর পুরীতে[৪]
কত গুলি মূর্ত্তি লাগ পাইলা পথেতে[৫] ॥
কাহার হস্ত পদ নাহি নাহিক[৬] শ্রবণ।
নাসিকা নাহিক[৭] কাহার নাহিক নয়ন[৮] ॥
নারদেরে দেখি তারা হইলা কুপিত। (২৩০৫)
ক্রোধ করি মারিতে বেড়িলা চারি-ভিত[৯] ॥
"ঘরে ঘরে ফির তুমি কন্দল বাঝাইতে।
আমি-সবের এহি ফল তোমার নিমিত্তে ॥
গতি না জানিয়া গীত গাহ কি কারণ।
আমি সবের হাতে আজি তোমার মরণ ॥"(২৩১০)
নারদে পাইলা ভয় দেখি ভূত-নাথে।
হাসিয়া কহিলা রাগ-লোকের সাক্ষাতে।
"শুন শুন রাগ-লোক পরিহর কোপ।
চিন্তা না করিও হৈবা পূর্ব্ব-অনুরূপ ॥"
এই বোলি মহাদেবে আরম্ভিল গান[১০]। (২৩১৫)
হইল সকল রাগ পূর্ব্বের সমান[১১] ॥
হাসিয়া[১২] হাসিয়া বোলে দেব শূল-পাণি।
"ভাল গীত গাইলা[১৩] নারদ মহামুনি ॥"

বিস্মিত-হইলা মুনি চিন্তা-যুক্ত মন।
তথা হনে দুই জন করিলা গমন ॥ (২৩২০)
হরষিত সদাশিব নারদ সহিতে।
অবিলম্বে মিলে গিয়া বৈকুণ্ঠ-পুরীতে ॥
দ্বারেতে বিরিঞ্চি আদি যতেক অমর।
তার পাছে শতে শতে দেখে[১৪] মহেশ্বর ॥
লক্ষে লক্ষে নারদ সনক সনাতন[১৫] (২৩২৫)
আছ্র্যা[১৬] দিয়া বসিয়াছে বিনতা-নন্দন ॥
দেখিয়া নারদ মুনি[১৬] ভয় পাইলা মনে।
শিবে নিবেদন কৈলা গরুড়ের স্থানে ॥
"আমি আসিয়াছি কহ প্রভুর গোচরে।
আজ্ঞা হৈলে পদাম্বুজ[১৭] পারি দেখিবারে॥" (২৩৩০)
গরুড়ে বোলে "আমি যাইতে না পারি।
লক্ষ্মী সরস্বতীকে লৈয়া ক্রীড়া করে হরি ॥"
পক্ষীর[১৮] বচন শুনি দেব মহেশ্বর।
হাসিয়া শিঙ্গাতে ফুঁক দিলা দিগম্বর[১৯] ॥
ডিমিডিমি[২০] নাদ করে পরম প্রমোদে[২১]। (২৩৩৫)
তাকে দেখি বীণা-বাদ্য করিলা নারদে ॥
অন্তর্যামী ভগবান সকল জানিয়া।
"আইসহ নারদ শিব" বোলে ডাক দিয়া[২২] ॥
প্রভুর মধুর বাক্য[২৩] শুনি আচম্বিত।
শত সহস্র[২৪] শিবে বেড়িলা চারি-ভিত[২৫] ॥ (২৩৪০)
নারদ-হেন লক্ষে লক্ষে বীণা হস্তে করি।
বেড়িলেক শিবেরে বিস্মিত ত্রিপুরারি ॥

---

(১) 'হেন' খ। (২) 'সংহতি' ক, খ ঘ; (৩) 'বিলম্ব না কর মুনি চল শীঘ্রগতি॥' ক, খ, ঘ; (৪) 'সহিতে' ক, খ; 'চলিলেক সদাশিব নারদ সংহতি।' ঘ; (৫) 'কথ গুনা মূর্ত্তি লাগ পাইলা সেহি ভিতি' ঘ; (৬) 'কাহার' ক, ঘ; (৭) 'সহিত' ঘ; (৮) 'দর্শন' খ; (৯) 'চতুর্ভিত' গ; (১০) 'আবন্তে গায়ন' গ; (১১) 'পূর্ব্ব-অনুক্রম' গ; (১২) 'ঋষিকে' ক, গ; (১৩) 'গাও রে' ঘ;

(১৪) 'তার পাছে দেখে শতে সহস্র' ঘ;
(১৫) 'নারদ দেখে শুক সনাতন' গ;
(১৬) 'আচ্ছা' (?) ঘ; 'আছ' (?) গ; (১৬) 'শিব' গ;
(১৭) 'পাদপদ্ম' গ।
(১৮) 'গরুড়' ঘ; (১৯) 'দিলেন সত্বর' ঘ; (২০) 'ডম্বরু' গ; 'ডিমিডিমি' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোক ক-পুথিতে লিপিকরের ভুলে পড়িয়া গিয়াছে। (২১) 'প্রমাদে' গ, ঘ; 'প্রবন্ধে' খ; (২২) 'বলিলা ডাকিয়া' গ; (২৩) 'শতে' গ; (২৪) 'চতুর্ভিত' গ;

ভয় পাইয়া সদাশিব যুড়ি দুই কর।
পঞ্চাননে স্তুতি করে হেরিয়া অম্বর[1] ॥
"নমো নিরঞ্জন [2] প্রভু ব্রহ্ম সনাতন।
স্থাবর জঙ্গম মহী [3] নমো নারায়ণ ॥
নমো নৈরাকার [4] প্রভু নমো তেজময়। (২৩৪৫)
নমো জ্যোতির্ম্ময় [5] হরি নির্লেপ-আশ্রয় ॥
সত্ব রজ তম—প্রভু তিন-গুণ-ধারী।
সাম যজু ঋক অথর্ব্বেদ-অধিকারী [6] ॥
শতে শতে [7] শিব নাশ হয় লোম-কূপে।
আমি তোমার স্তবন করিমু কোন রূপে [8] ॥ (২৩৫০)
বদনে না সরে বাক্য পুট [9] করি ভুজ।
কৃপায়ে বিভূতি নাশ[10] দেখি পদাম্বুজ ॥"
শিবের স্তবনে হরি মায়া কৈলা নাশ।
চলিলা নারদ শিব পাইয়া অবকাশ[11] ॥
তাম্র-কোঠাতে[12] হরি নারে দেখিবার। (২৩৫৫)
অন্তরে[13] থাকিয়া প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥
ভাল হৈল আপনে আসিছ শূল-পাণি।
পবিত্র[14] আলাপি রাগ কিছু গাও শুনি[15] ॥
আচম্বিত শুনিয়া প্রভুর অঙ্গীকার।
আলাপিলা[16] শিবে রাগ মেঘ-মল্লার ॥ (২৩৬০)

গাহিতে গাহিতে শিব[17] হৈলা ঘর্ম্মাপ্লিত[18]।
তাম্র-কোঠাতে[19] হরি দ্রবে আচম্বিত ॥
শিবের ভক্তিয়ে আর মধুর গায়নে[20]।
জল-রূপ হৈলা তবে প্রভু নারায়ণে ॥
পূরিল তাম্র-কোঠা[21] নাহি পরিমাণ। (২৩৬৫)
ভবার্ণবে তরিতে[22] দ্রবিলা ভগবান ॥
তবে শিবে না পাইয়া প্রভুর উত্তর।
ভয় পাইয়া[23] সঙ্গীত তেজিলা মহেশ্বর ॥
জানিলা প্রভুর মনে ভাল নহে গীত।
এতেকে সম্বিত না দেন হইয়া কুপিত ॥ (২৩৭০)
ভয় পাইয়া মহাদেব অবিলম্বে উঠি।
তাম্র-কোঠার[24] যোড় পাট চাহে ছুটি[25] ॥
আচম্বিত দেখে শিব[26] সলিলের বিন্দু।
পরিমাণ নাহি জল ঘন বহে কম্বু[27] ॥
ভয়াতুর[28] সদাশিব কাঁপিল অন্তর। (২৩৭৫)
মূর্চ্ছিত[29] হইয়া পড়ে পাইয়া চিন্তা-জ্বর ॥
দেখিয়া নারদ মুনি প্রসন্ন-বদন।
"বুঝিলু শিবেরে দুঃখী হৈছে নারায়ণ ॥
শিবের গায়নে প্রভু হইছে কুপিত।
সন্তোষ হইতে প্রভু আমি গামু গীত ॥" (২৩৮০)

---

(১) 'অন্তর' খ, ঘ; (২) 'নারায়ণ' গ; (৩) 'তুমি' খ; 'প্রভু' ক; (৪) 'সত্ব রজ তম' ক; (৫) 'অদ্বিতীয়' খ; (৬) 'সমাক জিনিঞা অথর্ব্বেদ অধিকারী' ঘ; (৭) 'সহস্রে 'ঘ; (৮) 'স্তবন করিমু আমি কোন স্বরূপে।' গ; (৯) যোড়ি' গ; (১০) 'কৃপার সাগর নাথ' ঘ; (১১) 'আশ্বাস' ঘ; (১২) 'তম্বুর-কটাতে' ঘ; 'তমোক্ক-কটাতে' ক; 'ডমরু-কটাতে' গ; 'তাম্র-কোঠা' শব্দের বিস্তৃত পাঠ-বিচার ভূমিকায় ছ-পুথির বিবরণে দ্রষ্টব্য। 'তাম্র-কোঠাতে' ইত্যাদি শ্লোক ছ-পুথিতে নাই। (১৩) 'অম্বরে' ক; (১৪) 'বিচিত্র' ঘ; (১৫) 'গাও দেখি শুনি' খ; (১৬) 'আরম্ভিলা' ঘ।

(১৭) 'হরি' ঘ; (১৮) 'হইল মোহিত' খ; 'ঘর্ম্মাপ্লিত' ঘ; (১৯) (২১) (২৪) সর্ব্বত্রই-- 'ডমরু-কটা' গ; 'তম্বুর-কটা' ঘ; 'তমোক-খট্টা' ক; অম্বর-কটা' খ; 'তাম-কোঠা' ছ; (২০) 'শিবের ভক্তিয়ে' ইত্যাদির স্থলে

'মহাদেবের ভক্তি দেখি মধু-রস গান।
দ্রবিলা তম্বুর-কটাতে নাহি পরিমাণ ॥' খ;

(২২) 'জলাম্বব (জলার্ণব?) যেন' গ; (২৩) 'ভয়-ক্রমে' ক, খ; 'ভয়ে ক্রেমে' ঘ, (২৫) 'ভয় পাইয়া মহাদেব অবিলম্বে চলিল। তম্বুরকটার কপাট খসাঞা চাহিল ॥' ঘ; (২৬) 'হরি' ক, খ, ঘ; (২৭) 'পরিমাণ নাহি বহে ঘনে ঘনে বিন্দু ॥' গ; (২৮) 'ভয়াম্বিত' গ; (২৯) 'অচেতন' ক, খ;

হরিষ-অন্তরে[১] মুনি আরম্ভে গায়ন[২]।
পূর্ব্ব-অনুরূপ তবে হৈলা নারায়ণ[৩] ॥
সে যে পাদ-পদ্ম হৈতে[৪] জন্মিলা জাহ্নবী।
পরম সুন্দরী বামা যেন লক্ষ্মী-দেবী ॥
হেন কালে দৃষ্টি হৈল শিবের উপর। (২৩৮৫)
মূর্চ্ছিত প'ড়িছে শিব দেখিলা গদাধর[৫] ॥
পদ্ম-হস্ত দিলা হরি শিবের হৃদয়[৬]।
প্রণাম করিয়া উঠে হর মহাশয়[৭] ॥
তুষ্ট হৈয়া সেই কন্যা শিবকে কৈলা দান।
প্রণাম করিয়া শিব গেলা নিজ স্থান ॥ (২৩৯০)
ইহা দেখি বিস্মিত[৮] নারদ তপোধন।
আপনার স্থানে গেলা হরষিত-মন[৯] ॥

[ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গার আনয়ন বর্ণন]

সত্য-যুগে গঙ্গা হৈলা হরের বনিতা।
ত্রেতা-যুগে[১০] মর্ত্ত্যে আইলা শুন তার কথা ॥
সূর্য্য-বংশে নৃপতি সগর মহাশয়। (২৩৯৫)
ঔরসে জন্মিল ষাটি[১১] সহস্র তনয় ॥
বিক্রমে শমন জিনে রূপে পঞ্চ-শর।
ঐশ্বর্য্যে বাসব জিনে ধর্ম্মেত তৎপর ॥
অশ্বমেধ হেতু ঘোড়া বরিল[১২] রাজন[১৩]।
রক্ষক করিয়া দিল যত[১৪] পুত্রগণ ॥ (২৪০০)
পূর্ব্ব-ক্রম আছে তার শুন বিবরণ[১৫]।
আপনার ইচ্ছা-প্রায় অশ্বের গমন[১৬] ॥
নানা দেশে ভ্রমিলেক[১৭] সেহি অশ্ব-বর।
কেহ না বান্ধিল[১৮] ঘোড়া ভ্রমে নিরন্তর ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ঘোড়া হ্রদ দেখি ভাল[১৯]। (২৪০৫)
সেই হ্রদে প্রবেশিলা সপ্ত পাতাল[২০] ॥
রসাতলে গেল অশ্ব ভোগবতী-পুরে[২১]।
কপিলে পাইয়া ঘোড়া বান্ধিল তাহারে[২২] ॥
সাগরের পুত্র সবে ঘোড়া বিচারিয়া।
আচম্বিত হ্রদ দেখি প্রবেশিল গিয়া ॥ (২৪১০)
অশ্ব-পদ-চিহ্ন দেখি গেলা সেই পথে।
তপস্যা করয়ে মুনি দেখিলা সাক্ষাতে ॥
সমাধি করিয়া মুনি আছে যোগ-ধ্যানে।
ঘোড়া বিচারিয়া গেলা তান বিদ্যমানে ॥
মদে মত্ত কুমার সকল হীন-জ্ঞান। (২৪১৫)
ঘোড়া চাহিল গিয়া[২৩] কপিলের স্থান ॥
সমাধিত আছে মুনি নাহি আছে[২৪] জ্ঞান।
সকল কুমারে বেড়িল সেই স্থান ॥
না পাই উত্তর কিছু সাগর কুমার।
ক্রোধ করি মুনিরে লাগিল কহিবার ॥ (২৪২০)

(১) 'বদনে' ক, খ, ঘ, ; (২) 'নারদ আরম্ভিল গান' ক, খ, ঘ ; (৩) 'পূর্ব্বে-অনুক্রম-রূপ হৈলা ভগবান ॥' ঘ ; (৪) 'হৃদয়-সলিলে তান' গ ; 'হৃদয়ের সলিলেত' খ ; 'পূর্ব্বে-অনুক্রম হৈলা প্রভু ভগবান ॥' ক, খ ; (৫) 'মূর্চ্ছিত হইছে দেখি দুঃখী গদাধর ॥' ক, খ ; 'মূর্চ্ছিত হইছে দেখিলা গদাধর ॥' ঘ ; (৬) 'উপর' খ ; (৭) 'বৈসে দেব মহেশ্বর ॥' ঘ ;

(৮) 'দেখিয়া বিস্মিত হৈলা' ক, খ, ঘ ; (৯) 'গেলা' ইত্যাদির স্থলে 'তবে করিলা গমন ॥' ক, খ, ঘ ; (১০) 'তার পাছে, খ, ঘ ; (১১) 'ষাইট,' ক, খ, ঘ ; (১২) 'এড়িল' খ ; 'করিল ঘ ; (১৩) 'সাজন' ঘ ; (১৪) 'সব' গ ;

(১৫) 'পূর্ব্বাপর ক্রমে আছে শুন বিবরণ' ক, খ, 'শাস্ত্র-ক্রমে ভ্রমায় ঘোড়া যথা ইচ্ছা মন।' গ ; (১৬) 'আপন ইচ্ছায় প্রায়' ইত্যাদি ক, খ ; 'চারি ভিতে বেঢ়িয়া রাখয়ে ভ্রাতৃগণ ॥' গ ; (১৭) 'গিয়াছিল' ক, খ, ঘ ; (১৮) 'দেখিল' ঘ ; (১৯) 'তলে' গ ; (২০) 'পাতালে' গ ; (২১) 'রসাতলে' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় খ-পুথিতে নাই। 'ভূপতি-পুরে' ঘ ; 'ভবিঞ্চ পুরে' ক ; (২২) 'যজ্ঞ হেতু বান্ধিলেক পাইয়া তাহারে ॥' ক, খ ; 'পুণ্য হেতু পাঞা লাগ বান্ধিল তাহারে ॥' ঘ ; (২৩) 'ঘোড়া বিচারিয়া পাইল' ক, খ ; 'ঘোড়া পাইয়া হরিষ হইল' গ ; (২৪) 'সমাধিত' ইত্যাদি শ্লোক দুইটী কেবল খ-পুথিতে আছে।

"ঘোড়া চুরি করিয়াছ[১] ভণ্ডতাম করি।
এই বেটা ঘোড়া-চোর বান্ধি লও[২] ধরি ॥"
শুনিয়া কটাক্ষ করি চাহে মহা-ঋষি।
ষাটি সহস্র ভাই[৩] হৈলা ভস্ম-রাশি ॥
শত-ভাগে রহিলেক ভস্ম-চয় হৈয়া। (২৪২৫)
ছয় শত বীরের ভস্ম একত্র করিয়া ॥
এক-স্থানে[৪] ভস্ম হৈল ছয় শত কুমার।
এহি মতে ভস্ম হৈল ষাইট হাজার ॥
নারদেত শুনি তবে সগর রাজন[৫]।
ঘোড়া আনি যজ্ঞ-পূর্ণ দিলেক তখন ॥ (২৪৩০)
নারদের উপদেশ গঙ্গা আনিবার।
তপস্যা করিয়া রাজা হইলা সংহার ॥
তার পুত্র পৌত্র যত সেই তপোবনে।
নারিল আনিতে গঙ্গা তেজিল জীবনে ॥
তার পরে ভৃগু-রাম নারায়ণ-অংশ[৬]। (২৪৩৫)
নাশিল সকল ক্ষেত্রী আর সূর্য্যবংশ ॥
দিলীপের দুই স্ত্রীয়ে জানি সব তত্ত্ব[৭]।
দুই জনের সংযোগে জন্মিলা ভগীরথ ॥
শৈশব-অন্তরে হৈল যৌবন প্রবেশ[৮]।
ভুজ-বলে করতল কৈলা তিন[৯] দেশ ॥
পুত্রের বিক্রম দেখি হরিষ জননী। (২৪৪০)
কহিতে লাগিল আদি পুরাণ-কাহিনী ॥
রসাতলে তোমার পুরুষ যত জন।
সাহস করিয়া নেও বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
জননীর বচন শুনিয়া ভগীরথ।
বিরিঞ্চি পূজিলা গিয়া হেমন্ত-পর্ব্বত[১০] ॥ (২৪৪৫)

(১) 'করি তুমি' ঘ; (২) 'লৈয়া যাব' ঘ; (৩) 'কুমার' ঘ; (৪) 'এখানে (একখানে?)' ঘ; (৫) 'নারদেত শুনি' ইত্যাদি তিনটী শ্লোক কেবল গ পুথিতে আছে।
(৬) 'তার পরে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই।
(৭) 'দুই স্ত্রীর ভগে ভগে করিতে শৃঙ্গার।
জন্মিল সন্ততি ভগীরথ নাম তার ॥' ক, খ, ঘ;
(৮) 'প্রকাশ' গ; (৯) 'নিজ' ঘ; (১০) 'সেমন্ত' ক, 'স্যামান্ত' গ;

শীত-কালে সলিলেত করি পদ্মাসন।
নিযুতাব্দ[১১] করিলেক ব্রহ্মা-আরাধন ॥
নিদাঘে আনল মধ্যে সিদ্ধাসন[১২] করি।
নিযুতাব্দ তপ কৈল[১৩] প্রজাপতি স্মরি ॥
ঊর্দ্ধ-পাদ লক্ষ-অব্দ করিল স্তবন। (২৪৫০)
পরিণামে বিস্তর করিলা যোগাসন ॥
শরীর উপরে হৈল বল্মীক-শিখর।
কলেবর ভেদি বৃক্ষে[১৪] করিল জর্জ্জর ॥
হইল অসংখ্য বৃক্ষ ছিদ্র নাহি অঙ্গ[১৫]।
সমাধি করিয়া আছে যোগ নহে ভঙ্গ ॥ (২৪৫৫)
বিষম তপস্যা তার দেখি চমৎকার।
ভয় পাইয়া ব্রহ্মা গেলা নিকটে তাহার ॥
মস্তকে ধরিয়া ব্রহ্মা[১৬] তুলিলা আপনে।
কর-পুট করি বোলে মধুর-বচনে ॥
"উঠ উঠে আরে বাপ[১৭] সূর্য্য-বংশ-মুনি। (২৪৬০)
এমত অশক্য তপ নাহি দেখি শুনি ॥[১৮]
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম কোন জনে করে।
মনুষ্যের শক্তি[১৯] কিবা দেবেও না পারে ॥
কোন[২০] বর চাহ বাপ[২১] মোর ঠাঞি কহ।
চিত্তের মানস যেহি সেহি বর লেহ[২২] ॥" (২৪৬৫)
চৈতন্য[২৩] পাইয়া রাজা ব্রহ্মাকে দেখিয়া।
প্রণাম করিয়া কহে চরণে পড়িয়া[২৪] ॥

(১১) 'এহি মতে' ঘ; (১২) 'পদ্মাসন' ঘ; (১৩) 'কৈল স্তব' গ। (১৪) 'তার' ক, খ; 'তনু' ঘ; (১৫) 'বল্মীক শিখরে তার ভেদ নাহি অঙ্গ।' গ; 'হইল অসংখ্য বৃক্ষ ('তরু' খ) ভেদ ('ছিদ্র' খ) নাহি অঙ্গ।' ক, খ, (১৬) 'মাথে ধরি অজপতি' ঘ; (১৭) 'বাপু' ঘ, 'রাজা' গ; (১৮) 'এমত তপস্যা আর কভু নাহি শুনি ॥' ঘ; 'এমত অশক্য তপ কোথা নাহি শুনি ॥' গ; (১৯) 'কর্ম্ম' ঘ; (২০) 'কিবা' ঘ; (২১) 'বাপু' ঘ; (২২) 'মনের অভীষ্ট পূরি বর মাগি লেহ ॥' গ; (২৩) 'চেতনা' গ; (২৪) 'ধরিয়া' গ;

"শুন[১] প্রভু চতুর্ম্মুখ শুন[২] নিবেদন।
জানিয়া আমাতে কেনে পুছ বিবরণ ॥
অন্তর্যামী হৈয়া প্রভু মোরে পুছ কেনে। (২৪৭০)
কহিমু সকল কথা তোমার চরণে ॥
কপিল-মুনির শাপে পুরুষ সকল।
ভস্ম-চয় হৈয়া[৩] সব রৈল রসাতল ॥
কোন মতে মুক্ত হৈয়া বৈকুণ্ঠেত যায়।
আপনে কহিয়া দেও যে হয়[৪] উপায় ॥ (২৪৭৫)
ব্রহ্মা বোলে—"আমি তার চিন্তিছি প্রকার[৫]।
যে-মতে হইব মুক্ত শুন সমাচার ॥
শিবের সঙ্গীত রসে মজি জগন্নাথ।
জল-রূপ হৈয়া আছে তাম্র-কোঠাত[৬] ॥
তাহাতে[৭] জন্মিল কন্যা গঙ্গা নাম তার[৮]। (২৪৮০)
তানে আনি পিতৃ-লোক করহ উদ্ধার[৯]॥
যদি না শিবেরে হরি[১০] করিয়াছে দান।
তাম্র-কোঠাতে[১১]তেঁহ আছে[১২]অধিষ্ঠান ॥"
ব্রহ্মার বচন শুনি রাজা ভগীরথে।
পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল যোড়-হাথে ॥ (২৪৮৫)
"তাম্র-কোঠার[১৩]কথা স্বপ্নেও না[১৪] জানি।
কেমতে যাইমু তথা কহ[১৫] পদ্ম-যোনি ॥"
ব্রহ্মা বোলে "শুন রাজা আমার বচন।
মোর রথে যাও তুমি করি আরোহণ ॥"
প্রজাপতির হংসযুক্ত[১৬] বিমল বিমান। (২৪৯০)
অলক্ষিতে লৈয়া গেল কোঠা[১৭] সন্নিধান ॥

কোঠার[১৮] নিকট যদি গেলা নরেশ্বর।
কর-পুট করি স্তুতি করিলা বিস্তর ॥
"তোমার চরণে দেবি কোটী নমস্কার[১৯]।
মোর পিতৃ-গণ[২০] মাও করহ উদ্ধার[২১] ॥" (২৪৯৫)
রাজার স্তুতিয়ে দেবী সদয় হইয়া।
অঙ্গীকার করিলেন কোঠাতে[২২] থাকিয়া ॥
"আসিয়াছ ভগীরথ সব আমি জানি।
বিশেষে করিছে আজ্ঞা দেব পদ্ম-যোনি ॥
অবশ্য যাইমু আমি মর্ত্ত্য-ভুবন। (২৫০০)
উদ্ধার করিমু রাজা[২৩] তোর পিতৃ-গণ ॥
কিন্তু এক-খানি কথা শুন সাবধানে।
জটা পাতি লউক আসি দেব পঞ্চাননে[২৪]" ॥
গঙ্গার বচন শুনি রাজা ভগীরথে[২৫]।
স্তবন করিতে যায় শিবের সাক্ষাতে[২৬] ॥ (২৫০৫)
কৈলাস-শিখরে চলি গেলা শীঘ্র-গতি।
শিবের চরণে গিয়া করিল প্রণতি[২৭] ॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে। (২৫১০)
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

লাচাড়ী[২৮]।

যোড় করি দুই ভুজ ধেয়াইয়া পদাম্বুজ
ভগীরথে করয়ে স্তবন।
"নমো জয় মহেশ্বর নমো জয় দিগম্বর
নমো জয় দেব[২৯]ত্রিলোচন ॥ ধ্রু ॥ (২৫১৫)

---

(১) 'অয়ে' গ; (২) 'করো' ঘ; (৩) 'ভস্ম হৈয়া তারা' গ; (৪) 'তাহার' ক, খ; 'তার' ঘ; (৫) 'চিন্তি প্রতিকার' খ। (৬) (১১) (১৩) সর্ব্বত্র 'ডমরু-কটা' গ; 'তমোরু-খট্টা'; ক; 'অম্বর-কটা' খ; 'তম্বুর কটা' ঘ; 'তাম্র-কোঠা' ছ। (৭) 'সেই জলে' গ; (৮) তান' গ; (৯) 'পিতৃ-লোক' ইত্যাদি স্থলে 'নিস্তার করহ পিতৃগণ' গ; (১০) 'প্রভু' গ; (১২) 'তান আছে' ঘ; (১৪) 'বার্ত্তা জন্মে নাহি' ঘ; (১৫) 'শুন' ঘ; (১৬) 'বল' ঘ; (১৭) 'খট্টা' ক; 'কোঠা' ছ;

(১৮) 'খট্টার' ক; 'কোঠার' ছ; (১৯) 'অনেক করিলা স্তব মাগি পরিহার' গ; (২০) 'লোক' গ; (২১) 'নিস্তার' গ; (২২) 'খট্টাতে' ক; (২৩) 'করিয়া দিমু' ঘ; (২৪) 'জটা পাতি লৈলে সিদ্ধি দেব ত্রিলোচনে'; গ; (২৫) 'শিবেক স্তবিলা গিয়া কৈলাস-পর্ব্বতে।' ঘ; (২৬) 'ভগীরথ' গ; 'কৈলাস-শিখরে' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (২৭) 'প্রণত' গ; (২৮) 'লাচাড়ী। দীর্ঘ ছন্দ রাগ বরাড়ী।' ক, খ, ঘ; (২৯) 'নমো দেব' গ;

নমো জয় বিশ্বেশ্বর নমো জয় ফণিধর[১]
নমো জয় দেব ত্রিপুরারি।
নমো জয় বাণেশ্বর নমো জয় দেব হর[২]
নমো নমো দেব চন্দ্র ধারি[৩] ॥
নমো জয় পশু-পতি নমো জয় দেব-গতি[৪] (২৫২০)
নমো জয় বিভূতি-ভূষণ।
নমো জয় বিশালাক্ষ নমো জয় বিরূপাক্ষ
নমো নমো দেব পঞ্চানন ॥
নমো জয় শঙ্কর নমো জয় সর্বেশ্বর
নমো জয় রুদ্র সনাতন। (২৫২৫)
নমো জয় মহাদেব নমো জয় সুর-সেব
নমো নমো জয় শুক্লানন[৫] ॥
নমো জয় শূল-পাণি নমো জয় মালা-ফণী
নমো জয় অনাদি-নিধন।
নমো জয় অস্থি-ধারী নমো জয় অঙ্গীকারী[৬] (২৫৩০)
নমো নমো জয় ত্রিলোচন[৭] ॥
সহজে করুণা-সিন্ধু ললাটে কলাপ ইন্দু[৮]
তুমি বিনে কেবা আছে আর।
সৃজন-সংহার-কর্ম্ম সকলি তোমার ধর্ম্ম[৯]
পিতৃ-লোক করহ উদ্ধার ॥ (২৫৩৫)
তাম্র-কোঠাতে গিয়া জটা পাতি গঙ্গা লৈয়া
ব্যক্ত কর এ তিন ভুবন[১০]।
পিতৃ-গণ হৈব মুক্ত তুমি হৈলে কৃপা-যুক্ত
এতেকে করি হে[১১] নিবেদন ॥ *"

রাজার স্তবন শুনি হাসি বোলে শূল-পাণি (২৫৪০)
"চল যাই তাম্র-কোঠাত
গঙ্গা করে যত গর্ব্ব বিনাশ করিমু সর্ব্ব
বান্ধিয়া যে রাখিমু জটাত ॥
হস্তেত ত্রিশূল করি চালিলেক ত্রিপুরারি
মিলিল তাম্র-কোঠা যথা। (২৫৪৫)
গঙ্গা বোলে "ত্রিলোচন আসিয়াছ কি কারণ
কহ শুনি বিবরণ-কথা[১২] ॥"
লোচন[১৩] করিয়া রাঙ্গা শিবে বোলে শুন গঙ্গা
আসিয়াছি আমি যে কারণ।
গোবিন্দে কহিছে মোরে বিবাহ করিতে তোরে (২৫৫০)
কেনে বিসরিলা[১৪] বিবরণ ॥
দান করিয়াছে হরি সহজে আমার নারী
না যুয়ায় এথা রহিবার।
যৌবন-উদ্বেগ তোর চল তুমি নিজ ঘর[১৫]
তুমি বিনে কে আছে আমার ॥ (২৫৫৫)
তোকে পাইলু সত্য-যুগে অল্প সে করিছি ভোগে
ত্রেতা-যুগ হৈল অবসান।
তুমি বড় দুরাচার কর বাসি কদাচার[১৬]
এই হেতু রহ এতি স্থান ॥
ঘরে নিলে যত্ন করি, পুনি পুনি আইস ফিরি (২৫৬০)
প্রকৃতি-চপল হেন বাসি।
কিবা সুদর্শনি-ধরে দিয়াও না দিছে[১৭] মোরে
আপনে করিলা নিজ-দাসী ॥

(১) 'নমো জয় বিশ্বেশ্বর' ইত্যাদি কলিটি গ-পুথিতে * চিহ্নিত কলির পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। (২) 'হরি-হর' গ; (৩) 'অৰ্দ্ধ-চন্দ্র-ধারি' খ, 'দেব চক্রধারি' ঘ; (৪) 'জীবগতি' ক, খ, গ; (৫) 'নমো জয়' ইত্যাদির স্থলে 'জয় অনাদিনিধন' ক, খ; 'নমো জয় শুক্রাসন' খ, ঘ; (৬) 'অহঙ্কারী' ক, খ; 'অলঙ্কারী' গ; (৭) 'পঞ্চবর্দন' ঘ; (৮) 'চন্দন বিন্দু' ঘ; (৯) 'সৃজ পাল সংহার কর্ম্ম, তুমি ত পরম ব্রহ্ম' গ; 'সৃজন সংহার ব্রর্ম্ম (ধর্ম্ম?) 'সকল তোমার কর্ম্ম' ঘ; (১০) 'ব্যক্ত হৌক সকল ভুবন' গ; (১১) 'কহিলু' গ;

(১২) 'সে সকল কথা' ক, খ; 'মনোহিত কথা' গ; (১৩) 'ত্রিলোচন' গ; (১৪) 'পাসরিলা' খ, গ, ঘ; (১৫) 'যৌবন-উদ্বেগ' ইত্যাদি ছয়টি চরণের স্থলে—
'তুমি বড় দুরাচার কর বাসি কদাচার
এথেকে রহিছ একেশ্বর ॥' ঘ;
(১৬) 'তুমি বড় কদাচার, কর বাসি পরদার' ক, খ, ঘ; (১৭) 'দিল' ক, খ, ঘ;

ঘরে নিলে এহি বার ছাড়িয়া না দিমু আর
জটে বেড়ি[১] রাখিমু তোমারে। (২৫৬৫)
বিলম্বে নাহিক কাজ যবে না পাইছ লাজ[২]
কত কাল ভাণ্ডিবা[৩] আমারে॥"
ক্রোধে চক্ষু দেখি রাঙ্গা ভয় পাইয়া বোলে গঙ্গা
"শুন প্রভু মোর নিবেদন।
তাম্র-কোঠার জল স্রবি[৪] পড়ে সেহি স্থল (২৫৭০)
কুণ্ড হৈয়া লাগে সেইক্ষণ[৫]॥
নাশ হৈব ত্রিভুবন শুন প্রভু ত্রিলোচন
রহিয়াছি এই সে নিমিত্ত।
জটা পাতি লহ মাথে সকল কহিলু তত্ত্বে
জানিয়া করিবা যে উচিত॥ (২৫৭৫)
গঙ্গার আকূত[৬] জানি হরষিত শূল-পাণি
জটা পতি দিলা[৭] সেই-ক্ষণ।
তাম্র-কোঠার নদী শিরেত বহিল যদি
জটে বন্ধী কৈলা ত্রিলোচন[৮]॥
গঙ্গার বিলম্ব দেখি ভগীরথ মনে দুখী (২৫৮০)
"কেনে মাও ব্যাজ কর আর।"
গঙ্গা বোলে "ভগীরথ স্রবিবার নাহি পথ
শিব হনে[৯] করহ উদ্ধার॥"
গঙ্গার বচন[১০] শুনি সূর্য্যবংশ-নৃপমণি
শিবেরে স্তবন করে পুনি। (২৫৮৫)
মহাদেব তুষ্ট হৈয়া এক জটা খসাইয়া
গঙ্গা এড়িল শূল-পাণি[১১]॥

চণ্ড[১২] শঙ্খ-নাদ করি সূর্য্যবংশ-অধিকারী
চলিল শিবের পদ সেবি।
আগে যায় ভগীরথ বিচারি পাতাল-পথ[১৩] (২৫৯০)
সেই দৃষ্টে যান গঙ্গা-দেবী॥
তাম্র-কোঠা হঁতে[১৪] বহিলা শিবের মাথে
সেই খানে[১৫] বোলি মন্দাকিনী।
ব্রহ্মা-পুরী আসি মিলে পূরিল গঙ্গার জলে
অলকনন্দা সেখানে[১৬] বাখানি॥ (২৫৯৫)
মিলিল ইন্দ্রের পুরী সম্পূর্ণ হইল বারি
সেহি স্থান বোলি সুর-নদী।
বিঘ্ন হৈল আচম্বিত গঙ্গা হৈল[১৭] চমকিত
সম্মুখে পাষাণে[১৮] ঠেকে যদি॥
ভগীরথে দেখে ফিরি না চলে গঙ্গার বারি (২৬০০)
স্তুবিতে লাগিলা[১৯] পুনর্ব্বার।
আজ্ঞা কৈলা গঙ্গা দেবী "গজ আন ইন্দ্রে সেবি
তবে সে আমার প্রতিকার॥"
গঙ্গার আদেশ পাইয়া ইন্দ্রের নিকটে গিয়া
স্তবন করয়ে নরেশ্বর। (২৬০৫)
"নমো নমো সুর-মণি নমো নমো বজ্র-পাণি
নমো নমো দেব পুরন্দর॥
নমো পারিজাত-ধারী নমো নমো বৃত্র-অরি[২০]
নমো নমো সহস্র-লোচন।
নমো গতি-মেঘ-বাত[২১] নমো হয়-গজ-নাথ[২২] (২৬১০)
নমো নমো কশ্যপ-নন্দন॥

---

(১) 'বান্ধি' ক, খ; (২) 'যদি বা না পাইবা লাজ' ক, খ; 'যবে তুমি ভাব লাজ' গ; (৩) 'বঞ্চিবা' ক, খ, ঘ; (৪) 'দ্রবি' ক, খ, ঘ; (৫) 'ততক্ষণ' ঘ; (৬) 'আদেশ' ক, খ, ঘ; (৭) 'লহে' ক; 'লৈল' খ, (৮) 'জটা বান্ধি করিল গমন' ঘ; (৯) 'হৈতে' ক, খ, ঘ; (১০) 'উত্তর' ঘ; (১১) 'গঙ্গা হৈলা ত্রিপথ-গামিনী' ক, খ, গ;

(১২) 'প্রচণ্ড' ঘ; (১৩) 'বিচার করিয়া পথ' গ; 'বিচারি পর্ব্বত-পথ' ঘ; (১৪) 'হৈতে' ক, খ, ঘ; (১৫) 'স্থান' ক, খ, ঘ; (১৬) 'তথায়ে' ক, খ, ঘ; (১৭) 'দেবী' ক, খ, ঘ; (১৮) 'পাষাণ' ক, খ, ঘ; (১৯) 'স্তুতি করিতে লাগে' ঘ; (২০) 'ত্রিপুরারি' ঘ; (২১) 'পতি মেঘ-নাথ' ঘ; (২২) 'নমো সুর-নাথ' ঘ;

নমোহুঁ কিন্নর-গতি নমো অপসর-পতি [১]
নমো নমো দেব শচী-কান্ত।"
যোড় করি দুই পানি বোলে সূর্য্যবংশ-মুনি[২]
"শুন প্রভু আমার বৃত্তান্ত॥ (২৬১৫)
পিতৃ-লোক উদ্ধারিতে তাম্র-কোঠা হতে
গঙ্গা পাইলু[৩] হর আরাধিয়া
রহিল তোমার পুরে স্রোত চলিবার নারে
রহিলেক[৪] শিলাতে ঠেকিয়া॥
পাঠাইছে গঙ্গা-দেবী তে কারণে[৫] তোমা সেবি(২৬২০)
ঐরাবতে কর অনুমতি।
শিলা যদি শুণ্ডে তোলে তবে গঙ্গা-দেবী চলে
নিবেদন শুন সুর-পতি [৬]॥"
বোলিল কাশ্যপাত্মজ "মোর বশ নহে গজ [৭]
আপনে স্বতন্ত্র ঐরাবত। (২৬২৫)
যেমত স্তুবিলা মোরে দ্বিগুণ স্তুবিবা [৮] তারে
গজ লৈয়া যাহ[৯] ভগীরথ॥"
ইন্দ্রের বচন শুনি সূর্য্যবংশ-নৃপ-মণি[১০]
গজেন্দ্রে সেবয়ে স্তুতি করি।
"নমো নমো গজেশ্বর নমো নমো করি-বর (২৬৩০)
নমোহুঁ কুঞ্জর-অধিকারী॥
নমো শ্বেতবর্ণ-অঙ্গ নমো নমো মাতঙ্গ
নমো শচী-পতির বাহন।
বিক্রম করি আপনে পাষাণ তুলিবা[১১] টানে
তবে গঙ্গা করিব গমন॥" (২৬৩৫)
গজে বোলে "নরেশ্বর শুন মোর উত্তর
আইস গিয়া গঙ্গাতে পুছিয়া[১২]।
সাবধানে কৈও[১৩] তুমি তবে সে যাইমু আমি
যদি বৈসে মোর ঠাঞি বিহা॥"
শুনিয়া বিবশ[১৪] হৈয়া গঙ্গার নিকটে গিয়া (২৬৪০)
ভয়ে কিছু না কহে রাজন।
অভিপ্রায়-কার্য্য[১৫] করি অন্তর্যামী সুরেশ্বরী
জিজ্ঞাসিল মধুর বচন॥
ভগীরথে বোলে "আই কহিতে সঙ্কোচ পাই
না কহিলে মোর নহে হিত[১৬]। (২৬৪৫)
তুমি তারে[১৭] বর যবে ঐরাবত আইসে তবে
জানিয়া করিবা[১৮] যে উচিত॥"
শুনি অতি কুতূহলে গঙ্গা-দেবী হাসি[১৯]বলে
"শুন শুন রাজা ভগীরথ।
অবিলম্বে আন গিয়া যোগ্য-স্থানে হৈব বিহা। (২৬৫০)
ত্বরিতে আইসুক ঐরাবত[২০]॥"
গঙ্গার বচন শুনি চলে সূর্য্যবংশ-মুনি
গজ-স্থানে কহিল সকল।
সুবেশ করিয়া অঙ্গ মদে মত্ত মাতঙ্গ
আসিয়া মিলিল মহাবল॥ (২৬৫৫)

---

(১) 'নমোহু দেবের গতি' গ; 'নমো অপৎসর-পতি' ঘ; (২) 'যোড় করি' ইত্যাদি চরণ দুইটি ঘ-পুথিতে নাই। (৩) 'নেই' ক, খ, ঘ; (৪) 'বিলম্ব হৈল' ক, খ, ঘ; (৫) 'এথেকে' ক, খ, ঘ; (৬) 'শুন মহামতি' গ; (৭) 'বলিলেক ইন্দ্ররাজ, মোর বশ নহে কাজ' ঘ; (৮) 'ভজিবা' গ; (৯) 'চল' ক, খ, ঘ; (১০) 'সূর্য্যবংশ-শিরোমণি' ক, খ, গ; 'ইন্দ্রের বচন' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

'শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী সূর্য্যবংশ-নৃপ-মণি
তথা হইতে করিলা গমন।
বিস্মিত হইয়া মন করিলেক নিবেদন
যোড়-হস্ত সজল-নয়ন॥' ঘ-পুথি;

(১১) 'তুলিয়া' গ, ঘ; (১২) 'আসিও গঙ্গাতে জিজ্ঞাসিয়া' ক, খ, ঘ; (১৩) 'কৈবা' গ; (১৪) 'ব্যাকুল' গ; (১৫) 'কর্ম্ম' গ; (১৬) 'কহিবারে না হয় উচিত' ঘ; (১৭) 'গজ' গ; (১৮) 'কহিলা' গ; (১৯) 'তারে' ঘ; (২০) 'অবিলম্বে' ইত্যাদি চরণ দুইটার স্থলে—

'বিলম্ব না কর রৈয়া গজ-স্থানে কহ গিয়া
যোগ্য স্বামী হৈব ঐরাবত॥' খ;
'অবিলম্বে আন গিয়া আসিয়া করিকা (করুক?) বিহা
যোগ্য স্বামী পাইলা (লু?) ঐরাবত॥' ঘ;
ক-পুথিতে 'শুনি অতি' ইত্যাদি শ্লোক নাই।

সলিলের মধ্যে পড়ি শুণ্ডে পাষাণ বেড়ি[১]
দিঢ়[২] করি মারে যদি টান[৩]।
কাহাতে কুমারী এক আচম্বিতে জন্মিলেক
রূপে বেশে গঙ্গার সমান ॥
গঙ্গা বোলে "সত্য কও কাহার কুমারী হও (২৬৬০)
কেনে তুমি আছিলা পাষাণে
গঙ্গার মধুর বাণী কুমারী কহিল শুনি
"শুন মাও হৈয়া সাবধানে ॥
বাপ মাও নাহি মোর জন্ম তোমার গোচর
তুমি মোর জনক-জননী[৪]। (২৬৬৫)
কিরূপে রহিমু আমি অঙ্গীকার কর তুমি
নদী হৈতে চিত্তে[৫] অনুমানি ॥"
শুনি গঙ্গা হরষিত কহিলেক সমুচিত
"তোর মনে হেন লয়[৬] যদি।
সিদ্ধ[৭] তোর মনস্কাম যমুনা রাখিলু নাম (২৬৭০)
চিত্রকূট-মুখে বহ নদী ॥"
গঙ্গার আদেশ পাইয়া চিত্রকূট গিরি দিয়া[৮]
গঙ্গার দুহিতা বহে[৯] যদি।
অতি-চণ্ড স্রোত চলে পর্ব্বত-পাষাণ টলে
যমুনা বহিতে লাগে[১০] নদী ॥ (২৬৭৫)
শুনিলা কহিলু[১১] কথা যমুনা গঙ্গার সুতা
বাক্য কেন লঙ্ঘিব আমার।
দ্রবিল অখিল-নাথ[১২] গঙ্গার উদ্ভব তাথ
কহিলু পুরাণ-সমাচার ॥"

সত্যবতী-সুত মুণি অবনী করিল ধনি (২৬৮০)
নারদী-পুরাণ করি ভগ্ন।
বিমল ধর্ম্মের অংশ পুণ্যশ্লোক হরিবংশ
ইতিহাস ক্রমে হৈল মগ্ন ॥
সেহি পুণ্য-কাহিনী অমৃত-সমান শুনি
পুণ্য বাঢ়ে পাপ হয় ক্ষীণ[১৩]। (২৬৮৫)
পাইয়া সারদা-বর শ্লোক ভাঙ্গি মনোহর
রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ।

"এহি মতে যমুনার জন্ম হৈল তথা[১৪]।
কহিলাম সুবদনি পূর্ব্বাপর কথা ॥
যমুনা আমার বাক্য নারে লঙ্ঘিবার (২৬৯০)
হরি-কায়-জল হনে[১৫] জনম গঙ্গার ॥"
পুলকিত হৈয়া বোলে রাধা সুবদনী।
"কহ কহ সবিশেষ প্রভু যদু-মণি ॥
হরি-কায়-জল হনে[১৬] জনম গঙ্গার[১৭]।
কেমতে বাক্যের বশ হইলা তোমার ॥ (২৬৯৫)
ই বড় বিস্ময় প্রভু মোর মনে লয়।
হরির সহিত কিবা তোমার প্রণয় ॥
সে সকল সমাচার কহ প্রাণেশ্বর।
শুনিবার শ্রদ্ধা বড় কাব্য মনোহর ॥"
রাধার আকূত জানি[১৮] প্রভু নারায়ণ[১৯]। (২৭০০)
কহিতে লাগিলা আদি পুরাণ কথন[২০] ॥

---

(১) 'জড়ি' ঘ; (২) 'দড়' ক, খ, ঘ; (৩) 'দিল এক টান' ক, খ, ঘ; (৪) 'তুমি মাও আমার জননী' গ; (৫) 'মনে' গ; (৬) 'হৈল' ক, খ, গ; (৭) 'সুতা' ক; 'হউক' ঘ; (৮) 'গিয়া' গ; (৯) 'হৈল' খ; 'রৈল' গ; (১০) 'চলে' ক, 'আছে' খ; 'যমুনা বহিয়া গেল নদী' ঘ; (১১) 'শুন প্রিয়া কহি' ক, খ, ঘ; (১২) 'লক্ষ্মীর নাথ' ঘ; (১৩) 'হীন' গ; 'সেহি পুণ্য-কাহিনী' ইত্যাদি শ্লোকটী ক ও খ-পুথিতে নাই। (১৪) 'এথা' গ; (১৫) 'হরি-পাদোদক হৈতে' ঘ; (১৬) 'হরির দ্রব-জল হৈতে' ঘ; (১৭) 'হরি-কায়-জল হনে ('হৈতে' ক, খ) জন্ম সুরেশ্বরী। তোমার বাক্যে হৈল বশ তাহার কুমারী ॥' ক, খ, (১৮) 'দেখি' গ; (১৯) 'যদু-মনি' ঘ; (২০) 'কাহিনী' গ; ঘ;

[ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উৎপত্তি বর্ণন]

"আমি ব্রহ্ম সনাতন কহিলু নিশ্চিত[১]।
ভার খণ্ডাইতে আসিয়াছি[২] পৃথিবীতে[৩] ॥
ত্রিভুবনে যত সব[৪] করিছি নির্ম্মাণ।
সর্ব্ব-ভূতাশ্রয়[৫] আমি পূর্ণ ভগবান ॥ (২৭০৫)
আমি জল আমি স্থল আমি সে অম্বর।
সকল ব্যাপিয়া প্রিথ্যা[৬] অধিষ্ঠান মোর ॥
আমি স্থূল আমি সূক্ষ্ম আমি নৈরাকার।
উত্তম অধম হীন অংশ আমার[৭] ॥
অনন্ত[৮] ব্রহ্মাণ্ড ভাসে মোর লোম-কূপে (২৭১০)
অন্তে কত মুক্তি হয় জ্যোতির্ম্ময়-রূপে[৯] ॥
সত্ব রজ তম আমি[১০] তিন গুণধর।
সাম যজু ঋক আর অথর্ব্ববেদ-পর[১১] ॥
আমি সে সমুদ্র[১২] রূপ আমি সে পর্ব্বত।
আমি সে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব-তত্ব ॥ (২৭১৫)
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড খণ্ড-রূপ খিল[১৩]।
সকল বিনাশি হৈয়া তরঙ্গ-সলিল ॥
প্রলয়-কালে ত বিশ্ব[১৪] একার্ণব হৈলে।
বট-পত্র-স্থিতে ভাসি[১৫] কল্পান্তের কালে ॥
দুই চরণের দুই বৃদ্ধ-অঙ্গুষ্ঠে। (২৭২০)
শিশু রূপে ধরি তাক চুষি দিঢ়-মুষ্ঠে[১৬] ॥
তাতে দৈবে[১৭] এক কণা অমৃত হয় পাত।
মহামায়া-রূপে দেবী উদ্ভব তাহাত ॥
স্বতন্ত্রা রমণী সে সঙ্কোচ নাহি তার।
আমার সহিত চাহে ভুঞ্জিতে শৃঙ্গার ॥ (২৭২৫)
ঘোরতর লঙ্ঘিতে না পারে মোর কায়া[১৮]।
সৃষ্টির কারণে আমি পাছে কৈলু মায়া[১৯] ॥
যেহি বট পত্র-স্থিতে আমার শয়ন।
মহামায়া-পবশনে মজিল তখন[২০] ॥
তবে অম্বরে আমি পশিলু অলক্ষিতে। (২৭৩০)
অনাদি কুমার[২১] জন্মে সেহি পত্র হৈতে ॥
অনাদিরে দেখি দুর্গা না করি বিচার।
কেলি-কলা-কুতূহলে ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার ॥
সলিল-তরঙ্গে[২২] কুতূহলে রতি ভুঞ্জি।
সেইক্ষণে পঞ্চ-শির জন্মিল বিরিঞ্চি ॥ (২৭৩৫)
সংহতি জন্মিল তান সাক্ষাতে নলিনী।
এথেক যে বোলিয়ে ব্রহ্মাকে পদ্ম-যোনি ॥
সেহি পত্র-লক্ষ্যে মাত্র রৈল প্রজাপতি।
চতুর্ভুজে স্তবে ব্রহ্মা দেয়াইয়া জ্যোতি ॥

---

(১) 'নিশ্চয়' গ; (২) 'জন্মিয়াছি' গ; (৩) 'মর্ত্ত্যে' গ; (৪) 'প্রাণী' ক, খ; 'আমি' গ; (৫) 'সর্ব্বভূতময়' খ, 'সর্ব্বত্রে আশ্রয়' গ, (৬) 'সমস্ত ব্যপিত আছে' ঘ; (৭) 'উত্তম অধম আমি সর্ব্ব-অবতার' ক, খ; 'উত্তম মধ্যম নাহি অংশ-অবতার' ঘ; (৮) 'কোটি কোটি' গ, ঘ; (৯) 'শঙ্খচক্র গদা পদ্ম' ইতাদি ক, 'আমি রুদ্ররূপ হৈয়া' ইত্যাদি খ; 'অন্তর্যামী হৈয়া আমি' ইত্যাদি গ; (১০) 'প্রভু' ঘ; (১১) 'আপ্ত পর নাহি সকল সমোসর ॥' খ, 'সত্ব' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (১২) 'সাগর' ঘ; (১৩) 'অখণ্ডরূপ খিল' গ; (১৪) 'জলে' গ; (১৫) 'বট-পত্রে স্থিতি আমি' ঘ;

(১৬) 'শিশু-রূপে পদাঙ্গুষ্ঠে ধরি দিঢ়-মুষ্টি। এতি মতে জল-খণ্ডে ভৈল সব সৃষ্টি ॥' গ; (১৭) 'দৈবযোগে' ক, খ, গ, (১৮) 'মোর কায়া' স্থলে 'মহামায়া' খ, (১৯) 'দয়া' গ; 'সৃষ্টির বিষয় জানি' ইত্যাদি ক, খ, ঘ, *'ঘোরতর' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে খ-পুথিতে নিম্নলিখিত প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে-

'দেবী বোলে কেবা হৈছে আমার অন্তর।
আপনে স্থিতি মোর জ্যোতির উপর ॥'

(২০) 'মহামায়া দরশনে' ইত্যাদি গ; 'মহামায়া পরশনে মজি গেল মন' ঘ, (২১) 'কোঙর' ক, খ, ঘ, (২২) 'সলিলের মধ্যে' খ; 'সলিল-তরঙ্গে' ইত্যাদি শ্লোক গ পুথিতে নাই।

অনাদিরে না দেখিয়া চিন্তে মনে-মন[১]। (২৭৪০)
"কেমতে জন্মিল মুই পিতা কোন জন ॥
তাকে শুনি অনাদি বোলয়ে বারে-বার[২]।
"আমি বিনে পূর্ণ-ব্রহ্ম কেবা আছে আর ॥"
অনাদির আদ্যতা দেখিয়া[৩] জ্যোতির্ম্ময়।
অম্বরে[৪] থাকিয়া তারে তর্জ্জিয়া বোলয় ॥ (২৭৪৫)
"অয়ে মূঢ় ব্যর্থ কেনে করসি প্রলাপ[৫]।
অখনে সৃজিল তোরে মুই তোর বাপ[৬] ॥
মোর আগে অপকর্ম্ম কৈলা[৭] পাপাশয়।
পাইবা উচিত ফল[৮] হৈবা ভস্ম-চয় ॥"
আজ্ঞা-মাত্র ভস্ম-চয় হৈলা সেহি-ক্ষণ। (২৭৫০)
এবেকে আমারে বোলে অনাদি-নিধন ॥
অনাদির ভস্ম-চয় দেখি অকস্মাত।
মহামায়া চলি গেল ব্রহ্মার সাক্ষাত ॥
"দৈবে মোর পতি নাশ হৈল এহিক্ষণ।
স্বতন্ত্র রমণী আমি করহ গ্রহণ ॥" (২৭৫৫)
ব্রহ্মা বোলে "একে দুঃখ নাহি মোর বাপ।
বিশেষে দ্বিগুণ মাও তুমি দেও তাপ ॥
জননী হইয়া কেনে কহ মোর স্থান[৯]।"
এহি বোলি পুনরপি আরম্ভিলা ধ্যান ॥
কোপ-দৃষ্টে তান দিগে চাহিলা ভবানী। (২৭৬০)
আচম্বিতে ভস্ম-চয় হৈলা পদ্ম-যোনি ॥
কুপিয়া[১০] দেবীর অঙ্গ হৈল ঘর্ম্মান্বিত।
সেহি ক্ষণে মহাবিষ্ণু জন্মে আচম্বিত ॥

তবে মহামায়া তানে কহিল তখন[১১]।
স্বতন্ত্রা রমণী আমি করহ গ্রহণ ॥ (২৭৬৫)
বিষ্ণু বোলে "কেনে মাও কর অনাচার[১২]।
জন্মিছি তোমার অঙ্গে সন্ততি তোমার ॥"
চণ্ড-কোপে মহামায়া চাইলা তান ভিতে।
ভস্ম-চয় হৈলা বিষ্ণু নলিনীর পাতে ॥
অতি কোপে তান ললাটেত হৈল[১৩] ঘর্ম্ম। (২৭৭০)
পঞ্চ-মুখ ত্রি-লোচন রুদ্র হৈলা[১৪] জন্ম ॥
শিরেত পিঙ্গল জটা পৃষ্ঠেত লম্বিত।
ত্রিশূল ডমরু[১৫] করে বিভূতি-ভূষিত ॥
তুষ্ট হৈয়া মহামায়া কহিলা তখন।
"স্বতন্ত্রা রমণী আমি করহ গ্রহণ ॥" (২৭৭৫)
হাসিয়া শঙ্করে বোলে "শুন মোর কথা।
পরিণয় তোমারে[১৬] আমি করিমু সর্ব্বথা ॥
আমি বিনে স্থূল সূক্ষ্ম রূপ[১৭] কেহ নাই।
না হইলে[১৮] তোমারে সপিমু[১৯] কার ঠাঞি ॥"
এমত শঙ্করে কহি হৈল রূঢ়-রূপ[২০]। (২৭৮০)
অম্বরে[৩] থকিয়া শুনি মোর হৈল কোপ ॥
মোর কোপে ভস্ম-রাশি[২১] হৈল দিগম্বর।
রুদ্র-নাশ কৈলু করি নাম হৈল মোর[২২] ॥
তবে মহামায়া দেবী পাইয়া চিন্তা-জ্বর।
অম্বর হেরিয়া স্তুতি করিলা বিস্তর ॥ (২৭৮৫)

---

(১) 'অনাদিরে' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে ঘ-পুথির প্রক্ষিপ্ত পাঠ—'জ্যোতির অন্তর প্রভু ধ্যান করি মন।' (২) 'অনাদির হরিষ অপার' ক, খ, ঘ; (৩) 'আজ্ঞ্যত। শুনিয়া' ক,গ, 'বচন শুনিয়া' ঘ; (৪) 'অন্তর' ঘ; (৫) 'অয়ে মূঢ় কি কারণে গর্ব্ব কর তুমি।' ঘ; (৬) 'এহি ক্ষণে সৃজিয়াছো তোর বাপ আমি।' ঘ; (৭) 'গর্ব্ব করিলা' খ, ঘ; 'সগর্ব্ব করিলে' ক; (৮) 'শাস্তি' ক, খ; (৯) 'মা হইয়া অনুচিত তুমি বোল কেন' ঘ; (১০) 'কোপে' ঘ;

(১১) 'কথন' ঘ; (১২) 'কদাচার' ক, খ, ঘ; (১৩) 'তান' ইত্যাদি স্থলে 'বহে তান ললাটেত ঘর্ম্ম।' ক, খ, ঘ; (১৪) 'হইলেক' ঘ; (৩) 'ডম্বরু' ঘ; 'লগুড়' ক, গ; (১৫) 'পাণিগ্রহণ আমি' ঘ; (১৬) 'আর' ক, খ, ঘ; (১৭) 'নহিলে' ক, খ; 'নহে' ঘ; (১৮) 'সমর্পিমু' ক, খ; 'সমর্পিব' ঘ; (১৯) 'কহি' ইত্যাদি স্থলে 'কহে হৈয়া বড় রূপ' ক 'কহেন বড় রূপ' ঘ; 'যদি হৈল রূঢ় রূপ' খ; (২০) 'অন্তরে' গ, ঘ; (২১) 'ভস্মচয়' ক, খ, ঘ (২২) 'বিনাশ হইল শিব অতি কোপে মোরে ॥' গ

মায়ায়ে মোহিত যদি করিলা আমারে।
হিত উপদেশ কৈলু থাকিয়া অম্বরে ॥
চিন্তা না করিহ দেবি স্থির কর মন।
মোর বরে সর্ব্ব-সিদ্ধি হৈব এহি ক্ষণ ॥
নয়নের জল দিয়া ভস্ম অভ্যুক্ষিলে[১] । (২৭৯০)
পঞ্চানন শিব[২] জন্মিব সেহি কালে ॥
সত্ত্ব রজ তম—তিন গুণ হৈব তাথ[৩] ।
তম-গুণে হর হৈব তোমার নিজ নাথ[৪] ॥
অখনে[৫] অন্তর হৈয়া রহিবা উদকে[৬] ।
মায়ায়ে মোহিত তুমি করিবা সমাকে[৭] ॥ (২৭৯৫)
দক্ষের কুমারী-রূপে হৈয়া অধিষ্ঠান।
হইব তোমার বিহা দিগম্বর স্থান ॥
এহি রূপে সত্য তুমি না করিবা ভঙ্গ।
অতি প্রেমে দিগম্বরে দিব অর্দ্ধ-অঙ্গ ॥
মোর বাক্যে হরষিত হৈলা মহামায়া। (২৮০০)
অভ্যুক্ষে[৮] ব্রহ্মার ভস্ম চক্ষু-ধারা দিয়া ॥
মহাবিষ্ণুর ভস্ম আর ভস্ম শঙ্করের।
একত্র হইল তেজ[৯] বিরিঞ্চি-ভস্মের ॥
সত্ত্ব রজ তম যদি একত্র হইল।
সেহি ক্ষণে পঞ্চ-শির বিরিঞ্চি জন্মিল[১০] ॥ (২৮০৫)
মৃত্যু হৈয়া মোর বরে জন্মে[১১] আর বার।
ব্রহ্মোত উৎপত্তি কাজে ব্রহ্মা নাম তার ॥
তবে মহামায়া দেবী হইলা অন্তর
কমলের দলে ব্রহ্মা বৈসে একেশ্বর ॥
কল্পান্তেত তমোময় হৈল একার্ণব[১২]। (২৮১০)
বিস্মিত হইয়া বিধি[১৩] পাইলা পরাভব ॥
তবে পদ্ম-যোনি বৈসে নলিন-সমীপে।
প্রজ্জ্বলিত[১৪] করিলেক[১৫] জ্ঞানের প্রদীপে ॥
নলিনী দেখিয়া ব্রহ্মা প্রসন্ন-বদন।
অন্ত[১৬] করিবারে চাহে না পায়[১৭] তখন ॥ (২৮১৫)
অনেক অনন্ত যুগ চাহিলা প্রচুর।
অন্ত করিবারে নারে নলিনী-অঙ্কুর ॥
তবে পদ্ম-যোনি হৈলা মহাকম্পমান।
অম্বর হেরিয়া পুনি আরম্ভিলা ধ্যান ॥
তবে মহামায়া তাকে করিলা মোহিত। (২৮২০)
কণা-এক শুক্র-পাত[১৮] হৈল আচম্বিত ॥
সেহি শুক্র পড়িলেক কমলের দলে।
নির্ম্মাণ হইল এক ডিম্ব[১৯] সেহি কালে ॥
অপর্য্যাপ্ত বাড়ে পরিমাণ নাহি তার[২০]।
পূরিল কমল-দল স্থল নাহি আর ॥ (২৮২৫)
অম্বরে থাকিয়া আমি কহিলু তখন।
"অহে ব্রহ্মা ভ্রূকুটী করিছ কি কারণ[২১] ॥
ডিম্ব বিদারিয়া সৃষ্টি করহ নির্ম্মাণ।"
তাক শুনি বিরিঞ্চি তেজিল যোগ-ধ্যান ॥

(১) 'উথলিলে' ক, আক্ষেপিলে' খ; 'মুস্তম্ভিলে' ঘ; (২) 'বিরিঞ্চি' ক, খ; (৩) 'সত্ত্ব রজ তম তিন হৈব তাহা হৈতে।' ঘ; (৪) 'নাথে' ঘ; (৫) 'তখনে' গ; (৬) 'রহিয়াত দেখ' ঘ; (৭) 'সমাক' ঘ, (৮) 'প্রক্ষালে' ক, খ; 'সমুখে' ঘ; (৯) 'ভস্ম' ঘ; (১০) 'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তখনে জন্মিল।' গ; (১১) 'জিয়ে' গ;

(১২) 'কল্পান্তেত' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই,—উহার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত শ্লোক আছে—
'চতুর্ম্মুখে ধ্যায় আমা হেরিয়া অম্বর।
না পাইল প্রজাপতি আমার উত্তর ॥'
(১৩) 'ব্রহ্মা' ক, খ; (১৪) 'প্রজ্বলিত গ; (১৫) 'ক তাথে' ক, খ, ঘ; (১৬) 'কষ্ট' ঘ; (১৭) 'পারে' ঘ; (১৮) 'এক শুক্র-পাত তাতে' গ; (১৯) 'বিমল হংসের ডিম্ব হৈল' ক, খ, ঘ; (২০) 'অনেক বাড়িল' ইত্যাদি গ; 'অপর্য্যাপ্ত বাড়ে অন্ত নহিক তাহার।' ঘ; (২১) 'কি কারণ' স্থলে 'নিষ্কারণ' ক; 'অহে ব্রহ্মা ভ্রূকুটী না কর অকারণ' ঘ; 'ব্রহ্মাণ্ড সৃজন তুমি না কর কি কারণ' গ;

চক্ষু মেলি প্রজাপতি ডিম্ব-গোটা দেখে। (২৮৩০)
দুই খণ্ড[1] করি তাকে বিদারিল নখে ॥
উর্দ্ধের চোকলে[2] নির্ম্মে[3] সর্গ সপ্ত খান।
অধের[4] চোকলে সপ্ত পাতাল নির্ম্মাণ।
মধ্যের কুসুমে[5] মহী সপ্ত দ্বীপ করি।
পুনরপি ধ্যান যোড়ে মৌন-ব্রত করি[6] ॥ (২৮৩৫)
ব্রহ্মার ললাট ফাটি নিকলিল রুদ্র[7]।
মহাতেজোময় রূপ জন্মিল অদ্ভুত ॥
কোটি প্রভাকর জিনি তেজ-পুঞ্জ-শালী[8]।
ব্রহ্মার[9] কপালে জন্ম শঙ্কর কপালী ॥
ত্রি-নয়ন পঞ্চ-মুখ[10] জটা-ভার[11] মাথে। (২৮৪০)
বিভূতি-ভূষণ অঙ্গ শূল করি হাতে ॥
শুদ্ধ-স্ফটিক-বর্ণ বেশ দিগম্বর।
নির্গত[12] হইল শিব মহা ভয়ঙ্কর ॥
উদ্ভব আপনা অঙ্গে—কৈলা হীন জ্ঞান[13]।
অবজ্ঞায় বিরঞ্চি না কৈলা অভ্যুত্থান[14] ॥ (২৮৪০ক)
ভ্রুকুটি-কুটিল শিব লোহিত-লোচন[15]।
প্রচণ্ড ভৈরব চক্ষে জন্মিল তখন ॥
অর্দ্ধ-কালা অর্দ্ধ-রাঙ্গা ভয়ঙ্কর তুণ্ড[16]।
নখাঘাতে বিদারে ব্রহ্মার এক মুণ্ড ॥

সত্ত্ব রজ তম—তিন গুণ হৈয়া তত্ত্ব(ত ?)[17] ।(২৮৪৫)
ব্রহ্মার হৃদয় হনে হইল নির্গত ॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কর[18]।
জন্মিয়া রুদ্রকে স্তুতি করিল বিস্তর ॥
"স্বরূপ আপনা-রূপ তমোগুণ ধর।
অল্প অপরাধে কেনে ব্রহ্ম-বধ কর ॥" (২৮৫০)
লজ্জা-যুক্ত হৈলা শিব[19] আমার বচনে।
ভৈরবকে নিষেধ করিলা ত্রিলোচনে ॥
চতুর্ম্মুখ হৈলা ব্রহ্মা এক মুখ হীন।
ব্রহ্ম-হত্যা পাপ তাতে[20] জন্মিল প্রবীণ ॥
শঙ্করে করিল আজ্ঞা তান বিদ্যমান। (২৮৫৫)
ভৈরবের সঙ্গে তুমি ভ্রম[21] নানা স্থান ॥
"গো-বধ ব্রহ্ম-বধ সুরা-পান করে।
মাতৃ-গমন[22] কিবা গুর্ব্বঙ্গনা[23] হরে ॥
যত লোকে যত পাপ করে যত ঠাঞি।
নিজিবায় তাহাকে তোমার শঙ্কা নাই[24] ॥" (২৮৬০)
এহি বোলি ভৈরবেরে দিলেক বিদায়।
ভৈরবের সঙ্গে[25] ব্রহ্ম-হত্যা চলি যায় ॥
সেহি কমলের দলে রহিল সকল[26]।
সংসার ব্যাপিল জলে নাহি কিছু স্থল ॥
তবে আমি আর মায়া করিলু তখন। (২৮৬৫)
শ্বাসে বাসুকি সৃজি করিলু শয়ন ॥

---

(১) 'খান' গ; (২) 'অর্দ্ধে' গ; (৩) 'জন্মে' ঘ; (৪) 'অর্দ্ধেক' ঘ; (৫) 'কুসুমে' ঘ; (৬) "পুনরপি মধ্যে রহিল মায়া পরিহরি' ঘ; 'পুনরপি ধ্যাইল মমত্ব পরিহরি' ক; অতঃপর ক, খ ও ঘ পুথিতে কতকগুলি অতিরিক্ত শ্লোক আছে; উহা পরিশিষ্টের ৪ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল। (৭) 'ব্রহ্মার' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—'তিন-গুণময় আমি অন্তরেত মুদ্র (?)। ব্রহ্মার ললাটে ('ললাট ফুটি' ক, খ) বাহির হৈল রুদ্র ॥' ক, খ, ঘ; (৮) 'তেজশালী' ঘ; (৯) 'রুদ্রের' ঘ; (১০) 'পঞ্চানন' ঘ; (১১) 'জটাধারী' ঘ; (১২) 'নির্ম্মিত' গ; (১৩) 'আপনার উৎপত্তির না হইল জ্ঞান।' ঘ; (১৪) 'অবজ্ঞায় বিরিঞ্চিক না করিল বস্ত-জ্ঞান' ঘ; 'অভ্যুত্থান' স্থলে 'অধিষ্ঠান' গ; (১৫) 'রুদ্রের ভ্রকুটি হৈল লোচন লোহিত। প্রচণ্ড ভৈরব চক্ষে জন্মে আচম্বিত ॥'ক, খ,ঘ; (১৬) 'মূর্ত্তি' ঘ; 'নখাঘাতে' ইত্যাদি স্থলে—' সত্ত্ব রজ তম গুণ আছয় আমাতি। ঘ;

(১৭) 'হৈয়া তত্ত্ব' স্থলে 'আছে মোত' ক; 'এহি মত' খ; (১৮) 'ধর' ক, খ;। (১৯) 'লজ্জিত হইলা রুদ্র' ঘ; (২০) 'তার' ঘ; (২১) 'এহি রূপ ধরি তুমি ফির' ঘ; (২২) 'অগম্যা গমন' ক; (২৩)'গুরু-পত্নী' খ; 'দির্ব্বাঙ্গনা' ঘ; (২৪) 'কিন্তু কাশীবাসীরে তোমার দায় নাই।' খ; 'ইহা না রহিব তোমার সংখা কিছু নাই।' ঘ; 'কিন্তু কাশীবাসী তুমি কিছু জ্ঞান নাই।' ক; (২৫) 'পাছে' ক, খ, ঘ; (২৬) 'সেহি' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই।

কেবল আমার মায়া সহজে বাসুকি[১]।
সঙ্কোচিত হৈলা ব্রহ্মা এহি[২] সব দেখি ॥
নিদ্রা-রূপে মহামায়া আচ্ছাদিলা মোত[৩]।
আরম্ভিল যোগ-নিদ্রা জানি সর্ব্ব তত্ত্ব ॥ (২৮৭০)
অনেক অনন্ত যুগ ভাসি আমি জলে।
মধু কৈটভ জন্মে মোর কর্ণ-মলে ॥
হইল প্রচণ্ড-কায় অতুল-বিক্রম।
ব্রহ্মারে বধিতে সেই[৪] করিল উদ্যম ॥
অসুরের ভয় ব্রহ্মা পাইয়া সেই কালে। (২৮৭৫)
লুকাইয়া[৫] রহিল আসি সো (স্ব) নাভি-কমলে[৬]।
অসুরের ভয় পাইয়া চতুর-আনন[৭]।
নিদ্রা-রূপা দেবীরে যে করিলা স্তবন[৮] ॥
"ব্রহ্মাণী ভবানী নিদ্রা তুমি স্বাহা স্বধা।
ত্রিধা-মাত্রা ত্রিধা-কায়া স্বদা (সুধা ?) রূপ মেধা[৯] ॥ (২৮৮০)
অর্দ্ধ-মাত্রা যোনি-মুদ্রা সাবিত্রী রুদ্রাণী।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-পরিঘ-ধারিণী[১০] ॥
সৌম্য সৌম্য-রূপ তং (ত্বং) উগ্র-রূপ ধরি।
সবের পরম তত্ত্ব তুমি মহেশ্বরী[১১] ॥
আপনে সৃজিয়া বিশ্ব[১২] পালন তোমার। (২৮৮৫)
অন্ত-কালে তম-গুণে[১৩] করহ[১৪] সংহার ॥
মহিমা তোমার তত্ত্ব চরিত্র[১৫] বুঝিয়া।
বাখানিতে শক্তি কার আছে বিশেষিয়া[১৬] ॥
নমো শান্তি-পুষ্টি-কান্তি-রূপা ক্ষমা ধৃতি[১৭]।
এক-অক্ষরে ব্রহ্ম তোমার প্রকৃতি ॥ (২৮৯০)
আলোকা মহাবিদ্যা ইসট্ট (?) হুঙ্কার[১৮]।
নমো শব্দে বারম্বার[১৯] করো নমস্কার ॥
চন্দ্র বিদ্যুত জিনি নির্ম্মল যে হাস[২০]।
হরির নেত্রেত মাও করিছ নিবাস ॥
জগত-ঈশ্বর শীঘ্র করাহ চেতন। (২৮৯৫)
প্রবোধ জন্মাও রিপু করুকা নিধন ॥
তামসীতে[২১] বিরিঞ্চির স্তবন প্রচুর।
আমার চেতনা হেতু বধিতে অসুর ॥
বদন নাসিকা বাহু হৃদয় নয়ন।
বক্ষ-স্থল হনে দেবী দিলা দরশন ॥ (২৯০০)

---

(১) 'কেবল' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (২) 'সচকিত ব্রহ্মা রুদ্র মুনি' ক, খ; (৩) 'আমাতে নির্গত' গ; 'গাহসাদিল মত' ঘ; (৪) 'খাইতে দড়' ক, খ, ঘ; (৫) 'পলাইয়া' গ; (৬) 'রহিল মোর নাভি কমলে' ক, খ; (৭) 'চারি আনন' ক, ঘ; 'সব দেবগণ' গ; (৮) 'স্মরণ' খ;

(৯) 'ত্রেধা মাত্রাত্মিকা জয়া সুদারুণ মেধা ॥' ক, খ;
'শান্তি পুষ্টি ক্ষান্তি দেবী মহারাত্রি মেধা ॥' ঘ ॥
(১০) 'শব্দাত্মিকা বষট্কা (বষট্কার ?) ব্রহ্ম-সনাতনী ॥' ক, খ; 'শব্দার্থিক সঙ্কার নমো নারায়ণী' ঘ;
অতঃপর ক, খ, ঘ পুথির অতিরিক্ত পাঠ, যথা—
'চারি বেদ সার তুমি ব্রহ্ম সনাতনী।
বিরিঞ্চি হরি হর তিনের জননী ॥' ঘ;
'তুষ্ট যে বিষম মায়া চারি বেদে জানে।
অজ শঙ্কর হরি জানে এই তিনে ॥' খ;
'তুহাঁর বিষয় মাত্র চারি বেদের।
অজ শঙ্কর হরি জননী তিনের ॥' ক,
অতঃপর অতিরিক্ত শ্লোক, যথা—
'শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পরিঘ ধারিণী।
শঙ্খিনী চাপিনী মাও ভুষণ্ডী শূলিনী ॥' ক, খ, ঘ;

(১০) 'কৃষ্ণ ('শ্যামা' খ) তুমি সময়েত উগ্ররূপ ধরি।' ক, খ;
'শুভ্র তুমি সময়েত তনু রূপ ধরি।' ঘ;
(১১) 'পর হৈতে পর তুমি পরম ঈশ্বরী' ক, খ,
'পাবক পরম পদ পরম ঈশ্বরী ॥' ঘ,
(১২) 'তুমি সৃজহ সৃষ্টে' ঘ; (১৩) 'তমগুণ আশ্রাইয়া' খ; 'অন্তকালে রোম-রূপে' ক, খ; (১৪) 'করিবা' ক, খ, গ; (১৫) 'তোমার চরিত্র মাও মহিমা' ঘ; (১৬) 'কহিবারে শক্তি কাহার বুঝাইয়া' গ; (১৭) 'নমো' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (১৮) 'শ্রী (শ্রী) লজ্জা মহাবিদ্যা ইসদ হাস যার' ঘ; (১৯) 'পঞ্চবার নমো শব্দে' ঘ; (২০) 'চন্দ্র বিম্ব সহস্র নির্ম্মল অল্প হাস।' ক, খ; 'চন্দ্র বিন্দু গ্রহণ করিয়া অল্প হাস।' (২১) 'ভবানীতে' গ;

ব্যক্ত জন্ম উপসন্ন[১] সাক্ষাতে ব্রহ্মার।
তাহ্রি ঘুচাইলা নিদ্রা চেতন আমার ॥
একার্ণব শয্যা পরিহরি মায়া-সর্প।
চক্ষু মেলি দেখিলু অসুরে করে দর্প ॥
লোচন লোহিত-বর্ণ অতি পরাক্রম[২]। (২৯০৫)
ব্রহ্মাকে মারিতে দঢ় করিছে উদ্যম ॥
তাহার মানস[৩] জানি[৪] মোর হৈল ক্রোধ[৫]।
পঞ্চ-সহস্র বৎসর[৬] করিলু বাহু-যুদ্ধ ॥
তবে মহামায়া তানে করিলা মোহিত[৭]।
"বর মাগি লও" বোলে[৮] আমার বিদিত ॥ (২৯১০)
আমি বোলি "তুমি দুই তুষ্ট হৈলা যদি[৯]।
এহি বর দেও আমি তোমা যেন বধি ॥"
তবে সে বিস্মিত[১০] দুই কহিল[১১] আমারে।
সম্প্রীত পাইলু[১২] বড় তোমার সমরে ॥
সত্য করি মৃত্যু হৈল আমার দুইর[১৩]।" (২৯১৫)
বুদ্ধি এক সৃজি কহে মন করি স্থির ॥
"সলিলে সংসার ছিল নাহি পৃথিবীর[১৪]।
আমরা দুইর মৃত্যু ইহার বাহির ॥
যেখানে ত দাঁড়াইতে না থাকয়ে জল[১৫]।
সেইখানে বধিবা যেন নহি আমি তল ॥" (২৯২০)
"করিমু এমত আমি"—কহিলু তখনে[১৬]।
সে দুইর দুই শির রাখি আপন জঘনে[১৭] ॥
সুদর্শন-চক্রে শির ছেদিলু তাহার।
প্রবেশিল তেজ-বীর্য্য শরীরে আমার।
সেহি কালে প্রজাপতি দেবীরে স্তবিলা। (২৯২৫)
তুষ্ট হৈয়া মহামায়া তাকে বর দিলা ॥
"মোর বরে প্রজাপতি হৈও লোক-নাথ।
স্মরণ করিতে মাত্র[১৮] হইমু সাক্ষাত ॥"
এহি বোলি ভবানী ব্রহ্মারের দিলা বর[১৯]।
অলক্ষিতে মহামায়া পশিলা অম্বর ॥ (২৯৩০)
ব্রহ্মারে করিলু আজ্ঞা "সৃষ্টি কর তুমি[২০]।"
অলক্ষিতে অম্বরেত প্রবেশিলু আমি ॥
মীন-রূপে জল ভেদি[২১] উদ্ধারিলু বেদ।
মেদিনী হইল[২২] মধু-কৈটভের মেদ ॥
তবে ব্রহ্মা পরিণামে সৃজে ত্রিভুবন। (২৯৩৫)
ক্রমাগতে[২৩] আরম্ভিল সৃষ্টির পত্তন ॥
আমার প্রভাবে[২৪] গেল অনন্ত সলিল।
সুমেরু সৃজিল ব্রহ্মা—অখিলের খিল ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে[২৫] এক-এক[২৬] করিয়া।
মধ্যে সুমেরু-গিরি রাখিল[২৭] খিল দিয়া ॥ (২৯৪০)

---

(১) 'উপস্থিত' ক, খ; 'ব্যক্ত জন্ম' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (২) 'লোচন' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (৩) 'বিক্রম' ঘ; (৪) 'দেখি' ঘ; (৫) সকল পুথিতেই হীন-মিলন-দুষ্ট 'মোর হৈল ক্রোধ' পাঠ আছে; প্রকৃত পাঠ বোধ হয় 'মুঞি হৈলু ক্রুদ্ধ' ছিল। (৬) 'পঞ্চ শত বৎসর' ক, খ; 'পঞ্চ সহস্র অব্দ' ঘ; (৭) 'অতি বল মহামত্ত মায়াতে মোহিত।' ক, খ, ঘ; (৮) 'বর মাগ করি বোলে' ক, খ, ঘ; (৯) 'আমি বোলি তুমি মোরে সদয় হৈলা যদি' ক, খ; 'আমি বোলিল তুমি বর দিবা যদি।' গ; (১০) 'বঞ্চিত' ক; 'অসুরে' খ; (১১) 'করিল' ঘ; 'তবে সে' ইত্যাদি শ্লোক ও উহার পরবর্ত্তী তিনটী শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (১২) 'সন্তোষ হইছি' ক, খ; (১৩) 'শ্লাঘ্য তুমি মৃত্যুরূপ আমি দুইর প্রতি। একখানি বাক্য মোর কর অনুমতি ॥' ক, খ;
(১৪) 'আমি দুই জনেরে বধিও সেহি স্থানে।
যেহি খানে অতিকা (?) হৈয়া না থাকয়ে জনে ॥' ক, খ;

(১৫) 'যেখানে ত' ইত্যাদি শ্লোক ক ও খ-পুথিতে নাই। (১৬) 'করিছে অঙ্গীকার বর না দিবে কি কর্ম্মে' গ; 'করিমু এমত' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (১৭) 'সে দুইর দুই শির রাখিয়া যতনে ॥' ক, খ; (১৮) 'স্মরণ করিলে আমি' ঘ; (১৯) 'এহি বোলি' ইত্যাদি শ্লোক খ ও ঘ-পুথিতে নাই। (২০) 'এহি বোলি অম্বরে প্রবেশ কৈলু আমি। মায়া করি চৌদ্দ ভুবন কৈলু আমি ॥' ঘ; (২১) 'ভক্ষি' ক, খ, গ; (২২) 'কথ দিন বহি হৈল' ঘ; (২৩) 'যোগ বলে' খ; (২৪) 'প্রসাদে' ক; (২৫) 'রসাতল' ক, খ; (২৬) 'একত্র' গ; (২৭) 'মধ্য খণ্ডে সুমেরু এড়িল' ক, খ, ঘ;

তবে আমি কূর্ম্ম-রূপে পারিষদে লৈয়া।
পৃষ্ঠেত রাখিলু ক্ষিতি ভার সহিয়া[১] ॥
তার পাছে[২] ধ্যান করি চিন্তে[৩] পদ্ম-যোনি।
জন্মিলা মানস-পুত্র[৪] দশ মহামুনি ॥
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ। (২৯৪৫)
বশিষ্ঠ-নারদ-ক্রতু-ভৃগু-দক্ষ-দেহ[৫] ॥
তপ-শেষ সমর্পণ করিতে পদ্ম-যোনি[৬]।
তাহাতে জন্মিল কন্যা কুশীলা কামিনী ॥
কমণ্ডুলের জল-বিন্দু পড়িল ভূমিত।
জলেশ্বরী[৭] সুন্দরী তাথে জন্মে আচম্বিত ॥ (২৯৫০)
মরীচিত সমর্পণ কৈল পদ্ম-যোনি।
মরীচির পুত্র হৈল কশ্যপ মহামুনি ॥
কুশীলারে বিহা কৈল দক্ষ মুনিবরে।
জন্মিলেক ষাইট[৮] কন্যা তাহান উদরে ॥
মহামায়া-অধিষ্ঠান সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সতী। (২৯৫৫)
বিবাহ করিলা তানে দেব পশুপতি ॥
এয়োদশ[৯] কন্যা কৈলা কশ্যপেত দান।
তার মধ্যে পঞ্চ কন্যা সমাতে[১০] প্রধান ॥
দিতি অদিতি পদ্মা[১১] কদ্রু বিনতা।
দেবাসুর-নাগ-পক্ষী-অপ্সরার মাতা ॥ (২৯৬০)
অদিতির সুত ইন্দ্র-আদি দিবাকর।
দৈত্য-দানব জন্মে দিতির উদর[১২] ॥

কদ্রুর তনয় অনন্তাদি বিষধর[১৩]।
অরুণ গরুড় জন্মে বিনতার ঘর ॥
পদ্মার[১৪] গর্ভেত জন্মে অপসর-গণ। (২৯৬৫)
এহি মতে হইলেক সৃষ্টির পত্তন ॥
জীব-জন্তু যত-ইতি সৃজিলা প্রজাপতি[১৫]।
বিবিধ বিলাস-ভোগ[১৬] করিলা উৎপত্তি ॥
ঘর্ম্ম হনে জন্ম[১৭] হৈল কাম তান সুত।
অখিল মোহিত করে সে বড় অদ্ভুত ॥ (২৯৭০)
দক্ষের দুহিতা রতি পরম সুন্দরী।
বিবাহ করিলা তানে শুক্র-অধিকারী ॥
রম্ভারে গ্রহণ[১৮] আমি করিলু আপনে।
শচীরে করিলা বিহা সহস্র-লোচনে ॥
ব্রাহ্মণ উদ্ভব হৈল ব্রহ্মার বদনে। (২৯৭৫)
বাহু হনে[১৯] ক্ষেত্রী জন্মে বৈশ্য উরু হনে[২০] ॥
শূদ্রের জন্ম হৈল চরণে ব্রহ্মার।
বর্ণ-ভেদ বেদ-ক্রমে এ চারি প্রকার[২১] ॥
ভৃগুর[২২] ঔরসে জন্ম হইল তোমার।
রাখিলু ইন্দ্রের পুরে বনিতা আমার ॥ (২৯৮০)
তবে আর মায়া আমি করিলু তখন।
দুগ্ধের সাগর সৃজি[২৩] করিলু শয়ন ॥
সেহি সাগরে ত সারদার জন্ম হয়।
পরম সুন্দরী রামা কৈলু পরিণয় ॥
দুর্ব্বাসার শাপে যদি তুমি হৈলা নাশ। (২৯৮৫)
সমুদ্র-মথনে জন্মি আইলা মোর পাশ ॥

---

(১) 'ভার সহিয়া' স্থলে 'নানা মূর্ত্তি হৈয়া' ক, খ; 'নানারূপ' ঘ; (২) 'ততক্ষণে' গ; 'চাহে' ঘ; (৪) 'কাইক-পুত্র' ঘ; (৫) 'মরীচি' ইত্যাদি শ্লোক ক, গ-পুথিতে নাই; 'মরীচি অঙ্গিরা অহ্যুক পৌলস্ত্য। পরাশর এহি ক্রেমে সভে দক্ষ দেহ ॥' ঘ; (৬) 'তার পাছে তপস্যা তেজিল পদ্মযোনি।' ঘ; (৭) 'জলেত' খ; 'জনসি' (?) ক; 'জলে সে' ঘ; (৮) 'সহস্র' ক, খ, গ; (৯) 'এমত দশ' ঘ; (১০) 'বিশেষে' ক, খ; 'অধিক' ঘ; (১১) 'সুক্ষা' গ; (১২) 'দিতির পুত্র অসুর কদ্রুতে ফণধর ॥' গ;

(১৩) 'কদ্রুর তনয়' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই (১৪) 'ধূম্মার' গ; (১৫) 'তামসিক গন্ধ স্বাদ সৃজে প্রজাপতি।' ক, খ, ঘ; (১৬) 'নানা ভোগ-বস্তু যত' ঘ; (১৭) 'বর্ম্ম' ক, খ, গ; (১৮) 'বিবাহ' ক, খ, ঘ; (১৯) 'হৈতে' ক, খ; 'বাহুতে' গ; (২০) 'স্থানে' ক, খ; (২১) 'চারি বেদ-ক্রমে জন্ম ই চারি আচার ॥' ঘ; (২২) 'ত্রিগুণ' গ; (২৩) 'তবে আমি মায়া করি আছিলু তখন।' ক, খ, ঘ; (২৪) 'করি' ক, খ, ঘ;

যে কারণে নাশ হৈলা[১] জন্ম যে কারণ।
সাবধানে[২] শুন প্রিয়া সেহি বিবরণ[৩] ॥
সপ্ত সহস্র বিদ্যাধরী[৪] কশ্যপ কুমারী।
পদ্মার[৫] উদরে জন্ম পরম সুন্দরী ॥ (২৯৯০)
ষোল শত অপসর[৬] মিলি এক ঠাঞি।
নৃত্য কার ইন্দ্র পুরে সুললিত গাঞি ॥
নৃত্য-ভরে[৭] চন্দ্রকলা নাচিলেক যবে।
পারিজাত-মাল্য তাকে দিলেন বাসবে ॥
বিদায় হইয়া গৃহে গেলা চন্দ্রকলা। (২৯৯৫)
দুর্ব্বাসা মুনিরে দেখি দিলা সেহি মালা ॥
দৈব-যোগে পুরন্দর গেলা সেহি পথে।
দুর্ব্বাসায় সেহি মালা দিলা তান হাতে ॥
পুরন্দরে মাল্য-গোটা দেখি পর্য্যাষিত[৮]।
ঐরাবতের শিরে থুইলা করিয়া ইঙ্গিত ॥ (৩০০০)
উৎবিছ[৯] পাইয়া [১০] হস্তী দৈবে পশু-জ্ঞান।
শুণ্ডে বেড়ি মাল্য-গোটা কৈল খান খান ॥
পুনি আসি দুর্ব্বাসার দেখি হৈল তাপ[১১]।
"লক্ষ্মী নাশ হোক" বলি[১২] ইন্দ্রের দিল শাপ ॥ (৩০০৫)
দুর্ব্বাসার শাপে তান লক্ষ্মী হৈল নাশ।
দেবগণ সঙ্গে ব্রহ্মা গেলা মোর পাশ ॥
অনেক স্তবন আমা কৈলা দেবগণ।
অন্তর্যামী হৈয়া আমি কহিলু[১৩] তখন ॥

যে কার্য্যে আসিছ আমি জানি বিবরণ। (৩০১০)
মানস পূরিব কর সমুদ্র-মথন ॥
আমার আজ্ঞায়[১৪] দেবে হৈয়া সাবধান।
সাগর মথিতে তবে করিলা সন্ধান[১৫] ॥
ক্ষীরোদের মধ্যে যদি দিল মহৌষধি[১৬]।
দুগ্ধ-ভাব দূর হৈয়া তবে হৈল দধি[১৭] ॥ (৩০১৫)
মন্দার-পর্ব্বত হৈল মথনের লড়ি।
বাসুকি-অনন্ত[১৮] হৈল ছান্দনের দড়ি ॥
দেবে দৈত্যে মিলিয়া টানিতে লাগে[১৯] চোটে।
মথিতে সাগর হনে নানা রত্ন উঠে ॥
ঐরাবত-হস্তী[২০] উঠে উচ্চৈঃশ্রবা-হয়। (৩০২০)
সুরভি উঠিল ইন্দ্র সানন্দ[২১]-হৃদয় ॥
ষোল-কলা সম্পূর্ণ উঠিল[২৩] শশধর।
এক-কলা ললাটে ধবিলা মহেশ্বর ॥
ত্রিদশে ত শশধরে করি অনুনয়[২৪]।
দক্ষের সাতাইশ কন্যা কৈল পরিণয় ॥ (৩০২৫)
উঠিল অদ্ভুত শঙ্খ চক্রের[২৫] সহিতে।
লক্ষিতে নারিলা[২৬] কেহ রৈলা[২৭] মোর হাতে ॥
কৌস্তুভ সহিতে তুমি উঠিলা তখন।
নিজ-রূপে তোমারে আমি করিলু গ্রহণ ॥
অমৃতের কমণ্ডলু দক্ষিণ-হস্তে করি। (৩০৩০)
উঠিল সমুদ্র হৈতে ওঝা ধন্বন্তরি[২৮] ॥

---

(১) 'মৃত্যু হৈল' গ; (২) 'সাবহিতে' গ; (৩) 'যে কারণে' ইত্যাদি শ্লোকের পরে ক, খ ও ঘ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ—'নব শত অপসর দক্ষের কুমারী। ইন্দ্রের নিকটে দিল করি বিদ্যাধরী ॥' (৪) 'সুন্ধার' গ; (৬) 'ষোল সহস্র সুন্দরী' গ; (৭) 'ষোল তালে' গ; (৮) 'পুরন্দরে মালা দেখি হৈলা হরষিত' গ; (৯) 'কউদ্বিগ্ন' গ; 'উন্মত্ত' খ; (১০) 'লাগি' ক; 'হৈল' খ; (১১) 'মুনি পুনি আসিতে দেখিয়া হৈল কোপ।' গ; (১২) 'লক্ষ্মীনাশ হইবা রে' ঘ; (১৩) 'জানিলু' গ; 'রহিল' ঘ; (১৪) 'ইঙ্গিতে' গ; মন্ত্রনায়' ঘ; (১৫) 'হৈলা অধিষ্ঠান' গ; (১৬) 'যদি দিলাম ঔষধি' ক, খ; 'যদি দিলেক ঔষধি' গ; (১৭) 'দুগ্ধের সমুদ্র তবে হৈয়া গেল দধি ॥' গ; (১৮) 'পন্নগ' ক, খ; 'পর্ব্বত' ঘ; (২০) 'মথয়ে বড়' গ; (২১) 'পারিজাত-তরু' ক, খ, ঘ; (২২) 'হরিষ' ক, খ, ঘ; (২৩) 'ষোল-কলা উঠিলেক পূর্ণ' গ; (২৪) 'করিল আলয়' ক, খ; 'করিল আলয়' ঘ; (২৫) 'চন্দ্রে'র ঘ; (২৬) 'না পাইল' ঘ; (২৭) আইলা' গ; (২৮) 'অমৃতের' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই।

এহি মতে নানা রত্ন উঠিল সকল[১] ।
অত্যন্ত মথিতে উঠে গরল-আনল ॥”
সেহি বিষ গলায়ে ধরিলা মহেশ্বর[২] ।
দেবগণে চলি গেলা যার যেই ঘর ॥ (৩০৩৫)

[শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রকাশ]

“এহি কহিলাম প্রিয়া পূর্ব্ব-সমাচার ।
জন্মান্তরে ছিলা তুমি রমণী আমার ॥
আমি নারায়ণ তুমি সাক্ষাতে কমলা[৩] ।
সে সকল সবিশেষ না জান অবলা ॥
রাম-রূপে দশানন করিলু সংহার । (৩০৪০)
সীতা-রূপে তুমি হৈলা বনিতা আমার ॥
তুমি বিনে ক্ষণেক যে রহিতে না পারি[৪] ।
আমি সে তোমার নাথ তুমি মোর নারী ॥
ত্রিভুবনে যত প্রাণী সর্ব্ব চরাচর ।
আমার বিভূতি সব—আমি যোগেশ্বর ॥ (৩০৪৫)
বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবে করিল স্তবন[৫] ।
পৃথিবীতে জন্ম রিপু-নাশের কারণ ॥
দৈবকীর ঘরে জন্ম কহিলু স্বরূপ ।
বসুদেব বাপ মোর—নহে কোন গোপ ॥ (৩০৫০)
যশোদাও মাও নহে শুন কহি আমি ।
আইমন মাতুল নহে—তুমি নহ মামী ॥
ব্রহ্ম-সনাতন আমি পূর্ণ-অবতার ।
বৈকুণ্ঠে যাইমু আমি খণ্ডাইয়া ভার ॥
লীন করি তোমারে লইমু নিজ-অঙ্গে । (৩০৫৫)
আমি যথা যাই তুমি তথা যাইবা সঙ্গে ॥
তুমি বিনে যাইয়া না হৈব কোন কর্ম্ম ।
শক্তি-যুক্ত না হইলে নহে শিব ব্রহ্ম ॥”
প্রভুর মুখেত শুনি এ সব বচন[৬] ।
পুনরপি রাধিকা করিল নিবেদন ॥ (৩০৬০)
“বিস্ময় জন্মিল শুনি তোমার কথন[৭] ।
আপনে কহিলা যত নহে অকারণ ॥
তথাপি সন্দেহ বড় আছে মোর চিত্তে ।
ক্ষেমিবা সকল দোষ পুছো এ নিমিত্তে ॥
তবে সে সন্দেহ দূর হয় মোর মনে । (৩০৬৫)
যদি নিজ-রূপ তোমার দেখি এ নয়নে ॥”
প্রেমবতী রাধার মধুর শুনি কথা ।
ধরিলা আপন-মূর্ত্তি অখিল-রক্ষিতা ॥
দূর্ব্বাদল-শ্যাম তনু কৌস্তুভ-ভূষণ ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কিরীট-শোভন ॥ (৩০৭০)
আজানু-লম্বিত মালা—মুকুতা প্রবাল ।
কস্তুরী-তিলক অতি শোভিয়াছে ভাল ॥
মকর-কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল ।
কামের কামান ভুরু নয়ান কমল ॥

---

(১) ‘এই রূপে নানা দ্রব্য উঠিল মথনে ।
অত্যন্ত মথনে বিষ জন্মিল তখনে ॥’ গ ;

(২) ‘সেহি বিষ’ ইত্যাদি শ্লোক ক, খ, ঘ—পুথিতে নাই। (৩) ‘আমি নারায়ণ’ ইত্যাদি ছুইটী শ্লোক গ—পুথিতে নাই। (৪) ‘তুমি বিনে’ ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় গ—পুথিতে নাই। (৫) ‘বিরিঞ্চি’ ইত্যাদি ছয়টী শ্লোক খ, গ, ঘ—পুথিতে নাই।

(৬) ‘তিলোত্তমা বোলে প্রভু শুন নিবেদন ।
বিস্ময় জন্মিল শুনি তোমার কথন ॥’ খ, গ, ঘ ;

(৭) ‘বিস্ময় জন্মিল’ ইত্যাদি উনিশটি শ্লোক খ, গ ও ঘ-পুথিতে নাই ; উহার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোক আছে, যথা,—

“রাধার বচনে কৃষ্ণ হেলা চরদিত ।
ধরিলেক নিজ-মূর্ত্তি রাধার বিদিত ॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কর ।
হৃদয়ে কৌস্তুভ গলে বন-মালা-ধর ॥”

দক্ষিণে কমলা (‘রাধিকা’ খ, গ) বাম পাশেত ভারতী। আরোহণ করিয়া দেখাইলা খগপতি॥ (‘বিশ্ব-রূপ রাধিকারে দেখাইলা শ্রীপতি’ গ) ভক্তিয়ে সুন্দরী (‘দেখি ভাগ্যবতী’ ঘ) রাধা প্রণাম করিল। মনের বিস্ময় যত সব দূরে গেল।’ (‘ক্ষণেকে আপন মূর্ত্তি হরি সম্বরিল’ ॥ খ, ঘ .)

চরণ-কমলে শোভে কনক-নূপুর। (৩০৭৫)
দেখিতে নয়নে পাপ সব যায় দূর ॥
সংহতি সহস্র-ফণা অনন্ত-ভুজঙ্গ।
আরোহণ করিয়াছে গরুড় বিহঙ্গ ॥
চারিদিগে বৈষ্ণব সনক সনাতন।
কর-যোড়ে দাঁড়াইছে পারিষদগণ ॥ (৩০৮০)
দক্ষিণেত রাধা-লক্ষ্মী বামে সরস্বতী।
হাসিতে লাগিল মধুর-স্বরে অতি ॥
হাসিতে ইঙ্গিত হয় সুরঙ্গ অধর।
ত্রিভুবন দেখে রাধা প্রভুর উদর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সমুদ্র প্রভৃতি। (৩০৮৫)
স্থাবর-জঙ্গম-আদি লোক যত-ইতি ॥
ত্রিদশ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস অসুর।
কিন্নর দানব নাগ দেখিলা প্রচুর ॥
নন্দ যশোদা-আদি ব্রজ-কুল অঙ্গে।
সেহি ধেনু সেহি বৎস সেহি শিশু সঙ্গে ॥ (৩০৯০)
দেখিয়া সুন্দরী রাধা হৈল চমকিত।
দণ্ডবত হৈয়া রাধা পড়িলা ভূমিত ॥
প্রণতি-পূর্ব্বকে কহে করি পরিহার।
জীবন যৌবন ধন্য মানে আপনার ॥
শরীর পবিত্র হৈল—পবিত্র লোচন। (৩০৯৫)
মনের তিমির যত হৈল বিমোচন ॥
তবে প্রভু নিজ-রূপ করিল সংহার।
দেখিয়া প্রণাম রাধা করে বারম্বার ॥

[মর্ত্ত্যে গঙ্গার প্রচার-বর্ণনা]

পূর্ব্ব-রূপ হৈলা যদি প্রভু নারায়ণ।
পুনরপি রাধিকায়ে কৈলা নিবেদন ॥ (৩১০০)
"কহ প্রভু বিবরণ চাহি শুনিবার।
কেমতে আসিলা গঙ্গা পৃথিবী মাঝার ॥"
রাধার মধুর বাক্য শুনি নারায়ণ।
কহিতে লাগিলা প্রভু যত বিবরণ ॥

"পযোণ তুলিয়া যদি দিল ঐরাবতে। (৩১০৫)
শঙ্খ-ধ্বনি করি যায় রাজা ভগীরথে ॥
চণ্ড-স্রোতে[১] ঐরাবত নিল ভাসাইয়া।
পর্ব্বত প্রমাণ পেট[২] হৈল জল খাইয়া ॥
ঘূর্ণায় তল করে স্রোতে তুলি দেয়[৩]।
এহি মতে ঐরাবত ভাসাইয়া নেয় ॥ (৩১১০)
ভয় পাইয়া গজ-রাজে[৪] করে পরিহার।
"যত অপরাধ মাও ক্ষেমহ আমার ॥"
গঙ্গা বোলে "কেন হেন কহ বিপরীত।
স্নান করি বিহা কর—সেহি সে উচিত ॥" *
গজে বোলে "মাও তুমি হেন বোল কেনে[৪]। (৩১১৫)
পশু হৈয়া তোমারে বা জানিমু কেমনে ॥
নিবেদন কৈলু মাও তোমা বিদ্যমান।
পশুর যোনিতে জন্ম দৈবে নাহি জ্ঞান ॥
জননী-উদরে যেই শিশু জন্ম লয়[৫]।
চরণের ঘাত[৬] লাগে জননী-হৃদয় ॥ (৩১২০)
জননী শাপয়ে যদি সেহি অপরাধে।
না জন্মিব তবে শিশু[৭] ত্রিভুবন মধ্যে ॥"

---

(১) 'মহাবেগে' গ; (২) 'সমান' ঘ;
(৩) 'ক্ষেণে ভাসে ক্ষেণে ডুবে ক্ষেণে ভাসি যায়।
এহি মতে ঐরাবতে স্থির নাহি পায় ॥' গ;
'ঘূর্ণায়' শব্দটীর স্থলে ক-পুথিতে 'গোওনায়ে' খ-পুথিতে 'গোঞনাএ' ও ঘ-পুথিতে 'গোরর্ণায়' পাঠ আছে; পূর্ব্ব-বঙ্গের ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে সাধারণতঃ 'উকার' স্থলে 'ওকার' এবং 'ও-কার' স্থলে 'উ-কার' উচ্চারিত ও লিখিত হয়। ক, খ, গ, ঘ পুথিগুলিতে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে।
(৪) 'মাও হেন কহ কি কারণ'। গ; 'কেমন গ;
(৫) 'জননী-উদরে' শিশু অবশ ('অবশ্য' ক, ঘ;) জন্ময়'। ক, খ, ঘ; (৬) 'ঘাও' গ, ঘ; (৭) 'নহিব কেহর জন্ম" ক, খ, ঘ, 'না হইব তার জন্ম' ঘ;

গজের স্তুতিয়ে[1] গঙ্গা সদয় হইয়া।
স্রোত-পাকে ঐরাবত দিলেক তুলিয়া॥
মিলে গঙ্গা বৈবস্বত-পুরী-সঞ্চারিণী। (৩১২৫)
সেই খানে গঙ্গার নাম নদী বৈতরিণী॥
তথা হনে গঙ্গা গেলা ভোগবতী-পুরে।
ভোগবতী-নাম গঙ্গা বাখানি তাহারে॥
মর্ত্ত্যে আসি গঙ্গা নানা স্থানে তবে চায়।
ভগীরথ রাজা আগে শঙ্খ বাইয়া যায়॥ (৩১৩০)
জহ্নু-মুনি তপ করে সেই খানে রৈয়া।
স্নান পুষ্প দুর্ব্বা দেবী নিল ভাসাইয়া॥
দেখিয়া কুপিত হৈলা জহ্নু তপোধন।
গণ্ডূষ করিয়া গঙ্গা করিল ভক্ষণ॥
ফিরিয়া যে ভগীরথ গঙ্গা না দেখিয়া। (৩১৩৫)
মুনির নিকট গেলা বিষাদিত হৈয়া॥
"কপিলের শাপে মোর পুরুষ সকল।
ভস্ম-চয় হৈয়া তারা আছে রসাতল॥
সেহি হেতু ব্রহ্মা হর ইন্দ্র গজ সেবি।
মুক্তির কারণে লৈয়া যাই গঙ্গা-দেবী॥ (৩১৪০)
কোথা গেলা গঙ্গা-দেবী না দেখি এখন।
অনুমানে বুঝি তুমি করিছ ভক্ষণ॥
কৃপা কর মুনিবর গঙ্গা দেহ মোরে।
নহে প্রাণ-বধ দিমু তোমার উপরে॥"
রাজার স্তুতিয়ে মুনি হইলা সদয়। (৩১৪৫)
সমাধি তেজিয়া তবে চিন্তিল হৃদয়॥
"বদনে ছাড়িয়া[2] যদি দেই গঙ্গা-জল।
উচ্ছিষ্ট হইলে পরশিলে নাহি ফল॥
গুহ্য[3]-দ্বারে ছাড়ি[4] দিতে মনে নাহি আইসে[5]।
জানু বিদারিয়া দিমু এহি যুক্তি ভাসে[6]॥ (৩১৫০)
এহি[7] ভাবি জানু চিড়ি গঙ্গা দিল মুনি।
জাহ্নবী নাম গঙ্গা এতেকে[8] বাখানি॥
তবে চণ্ডস্রোতে গঙ্গা তথা হনে চলে।
পৃথিবী ভ্রমিয়া সমুদ্রেত[9][10] গিয়া মিলে॥
সাগর-সঙ্গম নাম বোলি সেহি খানে। (৩১৫৫)
সহস্র জন্মের পাপ হরে দরশনে[11]॥
পরশনে কত পুণ্য কৈতে কে পারয়[12]।
স্নানে কোটি-জন্মের পাপ না রহে নিশ্চয়॥
ভক্ষণে সকল পাপ অবশ্য বিনাশ[13]।
অনেক অনন্ত যুগ বৈকুণ্ঠে নিবাস॥ (৩১৬০)
সাগর-সঙ্গম-কূলে মৃত্যু হয় যার।
গর্ভ-বাস জন্ম তার নহে পুনর্ব্বার॥
সাগর সহিতে গঙ্গা হৈলা এক-সম।
এতেকে বাখানি গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম॥
এক হৃদে[14] গেলা গঙ্গা পাতাল-ভুবন। (৩১৬৫)
ভগীরথে দেখাইল ভস্ম-পিতৃ-গণ॥
শত-ভাগে রহিয়াছে ভস্ম-চয় হৈয়া।
শত-মুখী হৈয়া গঙ্গা লৈলা পাখালিয়া॥
মুক্ত হৈল সগর-পুত্র[15] যাইট হাজার।
বিমান চড়িয়া সব[16] গেল স্বর্গ-দ্বার[17]॥ (৩১৭০)

---

(১) 'স্তবনে' গ; ক; 'গজের স্তুতিয়ে' ইত্যাদি শ্লোকের পরে ক, খ, ঘ-পুথির পাঠ—
'শীতে কাতর গজ হৈল কম্পমান।
চলিতে না পারে পেট পর্ব্বত প্রমাণ॥'
(২) 'এড়িয়া' ক, খ, ঘ; (৩) 'অধ' ক; 'অন্ত' খ, ঘ; (৪) 'এড়ি' ক, খ, ঘ; (৫) 'মনে না প্রকাশে' ক, খ, ঘ; (৬) 'আসে' ক, খ, ঘ; (৭) 'মনে' গ; (৮) 'দিয়া' ক, খ; 'ক্রমে' গ; (৯) 'তথাতে' গ, ঘ; (১০) 'যেথানে ভস্ম হইছে তথা' ক, খ, ঘ; (১১) 'জন্মে জন্মে পাপ নাশ তাহা দরশনে।' ঘ; (১২) 'পরশনে সহস্র জন্মের পাপ ক্ষয়।' ঘ; (১৩) 'জল-পান করিলে অনন্ত পাপ-নাশ।' ঘ; (১৪) 'এক ধারা' ঘ; (১৫) 'মুক্ত হইল কুমার' ঘ; (১৬) 'বিমল বিমানে চড়ি' ক, খ; 'বিমল বিমানে গেল' ঘ; (১৭) 'স্বর্গ দুয়ার' ঘ;

গঙ্গার প্রসঙ্গ যত[১] অদ্ভুত-বাখান।
ভগীরথ হনে সমাইর[২] হৈল পরিত্রাণ॥
তবে চণ্ড-স্রোতে গঙ্গা তথা হনে চলে।
শত-মুখে শত-ভাগে নানা স্থানে মিলে[৩]॥
বিস্তার[৪] করিল ভগীরথ নৃপমণি। (৩১৭৫)
এই হেতু[৫] ভাগীরথী গঙ্গাকে বাখানি॥
তবে ভগীরথে বোলে করি নমস্কার।
"কি কর্ম্ম করিমু মাও কর অঙ্গীকার॥
তোমার কৃপায় মুক্ত হৈল পিতৃ-গণ।
অসংখ্য[৬] প্রণাম মোর তোমার চরণ॥" (৩১৮০)
গঙ্গা বোলে "ভগীরথ কার্য্য হৈল তোর।
অবিলম্বে চলি যাও আপনার ঘর॥"
দণ্ডবৎ করি ঘরে গেলা ভগীরথ।
চণ্ড-স্রোতে যাত্রি গঙ্গা দক্ষিণের পথ॥
চন্দ্র-পর্ব্বতে দিয়া যাত্রি সুরেশ্বরী। (৩১৮৫)
সেইখানে চন্দ্র-ভাগা নাম গঙ্গা-বারি[৭]॥
কিরাত-দেশে ত যাত্রি চণ্ড-স্রোত হৈয়া।
সেহি খানে গঙ্গা-দেবী নাম করতোয়া।
গোকর্ণ দেশে ত দিয়া যাত্রি[৮] সুরেশ্বরী।
সেহি খানে গঙ্গা-দেবীর নাম গোদাবরী॥ (৩১৯০)
সত্যপুর সত্যশৃঙ্গে[৯] মিলে[১০] ভাগীরথী।
তথাতে বাখানি গঙ্গা নাম সত্যবতী[১১]॥
তার এক প্রবাহ সরযু-সম গণি[১২]।
গণ্ডকী দেশে ত মিলে গণ্ডকী বাখানি॥
কাবের দেশেত গঙ্গা বিখ্যাত কাবেরী। (৩১৯৫)
শ্বেত-গঙ্গা কৌষিকী[১৩] বিখ্যাত সুরেশ্বরী॥
অমুরি[১৪] দেশেত গঙ্গা আত্রাই[১৫] নাম তান।
যথা তথা[১৬] পুণ্য তেন করিছে বাখান॥
এহি মতে নানা দেশে বিখ্যাতি গঙ্গার[১৭]।
লোক নিস্তারিতে হৈল কারুণ্য বিস্তার[১৮]॥ (৩২০০)
শত-যোজনের পথ গঙ্গা যদি থাকে[১৯]।
স্মরিতে পাতক-নাশ দৈবেও না রাখে॥
নারদে প্রহ্লাদে শুকে কহিছে বাখানি।
কলিতে কি হৈব প্রভা[২০] আমিও না জানি॥
কহিলাম কথা সেই জিজ্ঞাসিলা কার্য্য। (৩২০৫)
"এহি মতে জাহ্নবী বিখ্যাত সর্ব্ব-রাজ্য॥
সকল বিভূতি মধ্যে[২১] গঙ্গা[২২] মাত্রে সার।
ত্রিভুবনে যত জীব[২৩] বিভূতি আমার[২৩]॥
ব্রহ্মা-আদি দেব-গণে[২৪] করিল স্তবন।
কংস-আদি দুষ্ট-দৈত্য বিনাশ কারণ॥ (৩২১০)
ভার খণ্ডাইয়া পুনি যাইমু নিজ-স্থল।
পৃথিবীতে জন্ম বিনাশিতে সে সকল॥

---

(১) 'গঙ্গার কারুণ্য অতি' ক; 'গঙ্গার কারণ স্তব' খ, 'গঙ্গার' কারৈণ্য-জল' (কারণ-জল?) ঘ; (২) 'ভগীরথের শ্রমে সেহি' ক, খ, ঘ; (৩) 'বিমগ্ন হইল পুন শতমুখী-জলে।' ক, খ; 'নির্ম্মল হইল পুরি শতমুখ জলে।' ঘ; অতঃপর ক, খ ও ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা—

'পুনি এক প্রভা তবে হইল জাহ্নবী।
দক্ষিণবাহিনী ক্রমে চলে ('যাত্রি' ঘ) গঙ্গা-দেবী॥'

৪) 'নিস্তার' ঘ; (৫) 'এথেকে' ক, খ, ঘ; (৬) 'অনন্ত' ক, খ; 'কোটি কোটি' গ; (৭) 'সেইখানে নাম গঙ্গা চন্দ্রভাগা করি।' ঘ; 'সেইখানে চন্দ্রভাগা অতি রম্য বারি।' ক; (৮) 'গিয়া মিলে' ক, খ, ঘ;

(৯) 'সত্যপুর নগরে ঘ; (১০) 'গেলেন' ঘ; (১১) 'সরস্বতী' ক, খ, ঘ; (১২) 'সরভ নাম জানি' ক; 'তার এক' ইত্যাদি শ্লোকটী খ ও গ-পুথিতে নাই। (১৩) 'সরস্বতী' গ; (১৪) 'অম্বরি' খ, ঘ; (১৫) 'অভয়া' খ; 'আত্রাহি' গ; (১৬) 'তথা তথা' গ; (১৭) 'গণ্ডকে গণ্ডকী নাম বিখ্যাত গঙ্গার।' গ; (১৮) 'কারুণ্য-আকার' ঘ; (১৯) 'শত যোজনের' ইত্যাদি শ্লোক ক ও ঘ-পুথিতে নাই। (২০) 'কলিতে গঙ্গার প্রভাব' গ; 'কলিতে' ইত্যাদি শোক ব-পুথিতে নাই। (২১) 'মোর' ক, খ, ঘ, (২২) 'এহি' ঘ; (২৩) 'জীবী' গ; (২৪) 'অংশ-অবতার' ক, ঘ; (২৫) 'ব্রহ্মা লৈয়া ইন্দ্রে আসি' ('যদি' ক, খ) ঘ;

তুমিও যাইবা সঙ্গে শুনহ সুন্দরি।
তিলেক রহিতে নারি তোমা পরিহরি॥"
প্রণাম করিয়া রাধা বন্দিল চরণ।(৩২১৫)
প্রেম-ভাবে গোবিন্দে দিলেক আলিঙ্গন॥

[দান-লীলা-অন্তে শ্রীরাধার গৃহে আগমন]

তবে গুণবতী রাধা কর-যোড়ে কয়[১]।
"মোর নিবেদন প্রভু শুন দয়াময়॥
আপনে হি জানহ স্বতন্ত্রা নহি আমি।
কৈয়া কি বুঝামু আপনে অন্তর্যামী॥ (৩২২০)
দধি-দুগ্ধ লৈয়া আইলু হাট করিবার।
দধি-দুগ্ধ খাইলা মোর লুটিয়া পসার॥
শুনি কি বোলিব মোর শাশুড়ী ননদী।
কেমত উপায় হৈব কড়ি চায় যদি॥"
রাধার মধুর বাক্য শুনি নারায়ণ। (৩২২৫)
লক্ষ্মী-বশ হৈলা প্রেম-রক্ষার কারণ॥
অঙ্কুরে বন্ধুতা প্রেম-অনুবন্ধে যত্ন।
সেই স্থানে অধিষ্ঠান হৈল পঞ্চ-রত্ন॥
পঞ্চ-রত্ন দিলা হরি পসারে রাধার।
তুরিতে[২] তুলিয়া দিলা গৃহে যাইবার॥ (৩২৩০)
কূলেত উঠিলা যদি রাধা ভগবান।
যমুনার সলিলে ব্যাপিল সেই স্থান॥
চলিল সুন্দরী বন্দি কৃষ্ণের চরণ।
ধরণী না সহে ভার—খঞ্জন-গমন॥
পথ নিরক্ষিয়া আছে সুন্দরী যশোদা[৩]। (৩২৩৫)
দিন-অবসান-কালে মিলে গিয়া রাধা॥
দেখিয়া রাধার মুখ যশোদা সুন্দরী।
হরষিত হৈয়া ঘরে নিল গলে ধরি[৪]॥
পসার নামাইয়া[৫] দেখে পঞ্চ-রত্ন তাতে[৬]।
আনন্দ হৈয়া যশোদা সে জিজ্ঞাসে রাধারে[৭]॥ (৩২৪০)
বিশেষিয়া সবিশেষ কহিলেক রাধা।
ধন্য ধন্য করি তানে বাখানে[৮] যশোদা॥
এহি মতে অস্তগত হৈলা দিবাকর[৯]।
গৃহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম সবে করে নিজ ঘর॥
শিশু সঙ্গে রাম কৃষ্ণ লৈয়া বৎস-ধেনু। (৩২৪৫)
নিজ-গৃহে যান বাজাইয়া শিঙ্গা-বেণু॥
গো গৃহে গো-ধেনু বান্ধি রাম-ভগবান।
যশোদা-রোহিণী-স্তন্যামৃত করে পান॥
মিষ্ট পায়স-অন্ন করিয়া ভোজন।
মায়ের নিকটে গিয়া করিল শয়ন॥ (৩২৫০)

[শ্রীরাধার আক্ষেপ ও শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা]

ক্ষণেক নিদ্রাতে থাকি মায়ের সহিত।
রাধিকার পুরে কৃষ্ণ চলিলা তুরিত॥
পুরী মধ্যে প্রবেশিলা প্রভু দয়াময়।
বাহিরে থাকি শুনে বুড়ী এক কথা কয়॥
বুড়ী বোলে "যশোদা শুনহ মোর কথা।" (৩২৫৫)
বধূর শয়ন নাই আমি থাকি যথা॥

---

(১) 'তবে গুণবতী' ইত্যাদি ছয়টী শ্লোক খ, গ ও ঘ-পুথিতে নাই; উহার স্থলে উক্ত পুথিগুলির পাঠান্তর পরিশিষ্টের ৫ সংখ্যক পাঠান্তরে দ্রষ্টব্য। (২) 'পুলিনে' ক, খ, 'কূলেত' ঘ। (৩) 'পথ নিরক্ষিয়া' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় ক, -পুথিতে নাই; তৎপরিবর্ত্তে পাঠ যথা—
'বিলম্ব দেখিয়া চিন্তে শাশুড়ী রাধার,
হেনকালে গেল রাধা ঘরে আপনার॥'

(৪) 'হাদয়ে অন্তরঙ্গি নিল রাধার গলে ধরি।' গ, (৫) 'প্রসার ওলাইয়া' ঘ; (৬) 'ওলে' ঘ; (৭) 'রাধারে' ঘ, (৮) 'গোবিন্দ-প্রভাবে এই' গ, (৯) 'প্রশংসে' গ, (১০) 'এই মতে অস্তগত' ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া 'শ্রীরাধার আক্ষেপ' শীর্ষক সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ ও বংশী হরণ লীলার অধিকাংশ খ, গ ও ঘ-পুথিতে নাই; বংশী হরণ লীলার একটী সংক্ষিপ্ত রূপান্তর উক্ত পুথিগুলিতে আছে উহা পরিশিষ্টে ৬ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইবে।

শরীরে না সহে মোর এত বড় দুখ।
পুত্র-বধূর প্রসাদে যে পোড়া গেল মুখ॥
নন্দের নন্দন কানু অদ্য যদি আইসে।
তবেই আমার প্রাণ লৈব অনায়াসে॥" (৩২৬০)
যশোদা বোলয়ে "ভাল বুঝিয়াছ মাও।
প্রাণে বর্ত্তিবার তুমি যদিস্যাৎ চাও॥
তবেত রাধার সঙ্গে না করিহ বাদ।
রাধাকে বিরস কৈলে ঠেকিব প্রমাদ॥
নন্দের নন্দন কানু দুষ্ট অতি বড়। (৩২৬৫)
প্রাণে মারিবেক তোমা আমি জানি দড়॥
তোমার মরণে হৈব আমার মরণ।
ভাইয়েও ছাড়িব প্রাণ শুন বিবরণ।
খেদ পরিহর মাও ভাব পরিণাম।
মিথ্যা দুর্ব্বাসনা ছাড় জপ রাম-নাম॥" (৩২৭০)
বুড়ী বোলে—"যশোদা না কৈও আর মোরে।
বধূর শয়ন হৌক ভিন্ন এক ঘরে॥"
তাক শুনি রাধিকা হরিষ হৈলা মন।
নিকুঞ্জ-মন্দিরে গিয়া করিলা শয়ন॥
এ সকল শুনি প্রভু হরষিত হৈলা। (৩২৭৫)
রাধার বুঝিতে মন সঙ্গোপনে রৈলা॥
প্রভুর বিলম্ব দেখি রাধিকা ফাঁফর।
ঘর হনে বাহির হয় বাহির হনে ঘর॥
এহি মতে হৈল দুই প্রহর যামিনী।
মহা উদ্বেগিত হৈল রাধিকা কামিনী॥ (৩২৮০)
প্রেমবতী রাধিকারে দেখি আকুলতা।
দরশন দিলা প্রভু ত্রৈলোক্য-রক্ষিতা॥
প্রভুকে দেখিয়া রাধা হরিষ প্রচুর।
স্ত্রী-কলা মতে কিছু বোলয়ে মধুর॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ। (৩২৮৫)
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥

সুহি রাগ।

"আরে পরাণের বন্ধু
এত রাত্রে কেনে রাধার বাড়ী। (৩২৯০)
এ দুই প্রহর নিশি জাগি গোঙাইলু বসি
নিহরে ভিগিল মোর শাড়ী॥ ধ্রু।
ঘর হনে বাইরে গিয়া পথ-খানি নিরখিয়া
কান্দিয়া আকুল নানা ছলে।
কৈয়া পাঠাইতে চাই এমত বেথিত নাই (৩২৯৫)
কাঞ্চুলি তিতিল আঁখি-জলে॥
দিবসে গো-ধেনু রাখ নিশি কার ঘরে থাক
এখনে বা কোথা গিয়া রৈবা।
রাধারে কলঙ্কী কৈলা এবে কার বন্ধু হৈলা
মরম ভাঙ্গিয়া সব কৈবা॥ (৩৩০০)
দেখাইয়া মৃগের পদ গুপতে করিলা বধ
গো-মাংস ভক্ষণ যেন করে।
নামের লাগিয়া জানি আছে রাধা অভাগিনী
শিরের সিন্দুর নিল পরে॥ *
বনে থাকে কুরঙ্গিন না ধারে কাহার ঋণ (৩৩০৫)
মাংস দিয়া জগতের বৈরী।
সেহি মোর জাতি-নাশ হারাইলু বসতি-বাস
আপনে যৌবন দিয়া মরি॥ *
নিঠুর পুরুষ-জাতি যাহ যথা ছিলা রাতি
যাবত রজনী না পোহায়।" (৩৩১০)
কহে ভবানন্দ দীন রাধা সে হইল ভীন
এমত নিঠুর না যুয়ায়॥

রাগ সিন্ধুড়া।

"কেনে বোল রাধা তুমি—কেনে বোল রাধা।
দারুণ চান্দের লাগি নিশি গেল আধা॥ ধ্রু।
যখনে আসিতে আমি হৈলু অবসর। (৩৩১৫)
তখনে দারুণ চান্দে করিল পসর॥

আন্ধলেও দেখে পথ—হেন চান্দের ছটা।
আঙ্গিনাতে থাকি লোকে দেখে রাজ-ঘাটা ॥
সকল নগরে জানাজানি হৈল একে।
পরিণামে দোষ বড় যদি কেহ দেখে ॥ (৩৩২০)
তোর হনে প্রেমবতী—এত গুণ কার।
তোমা বিনে অন্য জানি দোহাই তোমার" ॥
অনুধ্যানে কহে তবে ভবানন্দ দীন।
অখিল-নায়ক হৈছে রাধার অধীন ॥

শ্রীরাগ।

"আবে পরাণ-বন্ধু (৩৩২৫)
অবলা রাধারে কর ক্ষেমা। ৼ
এখনে এমত বোল আঁখির আড় হৈলে ভোল
কে বুঝিব তোমার মহিমা ॥ ধ্রু।
নিশি-দিন পায়ে ধরি জানাজানি হৈব করি
পিরিতির অঙ্কুর যখনে। (৩৩৩০)
নিষেধিতে প্রাণ দিছ ডুবাইয়া নাও সিচঁ
গোপতে বা কি হৈব এখনে ॥
নদী হইলে পার কি কাজ নৌকার আর
তাথে পাইলা অমূল্য রতন।
যে পাইছ কাঁচা-সোনা যদি হয় তার দুনা (৩৩৩৫)
রজতের কি আর যতন ॥
গোপত বেকত হৈলা আমাকে কলঙ্কী কৈলা
তখনে আছিল কোন শঙ্কা।
সাধিলা আপন-কাজ এবে সে হইল লাজ
কথা কহিবার আছে লঙ্কা। (৩৩৪০)
আন্ধিয়ারী নিশা-ভাগ হাতে হাতে ফিরে বাঘ
কুশ-কণ্টক পথে পঙ্ক।
হাতে নাই শর-ধনু ননীর কোমল তনু
অভাগিনী রাধার কলঙ্ক" ॥
ভকতি-মুকুতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন (৩৩৭৫)
বলিহারি রাধার বন্ধানে।

বিরিঞ্চি না দেখে যারে সে আইসে আঁখির ঠারে
আইসে বায় কটাক্ষ-সন্ধানে ॥

রাগ তথা।

"পরম সুনাগর তুমি।
সকলি জানিয়া ৼ ৼ ৼ (৩৩৫০)
তবে আর কি বোলিমু আমি ॥ ধ্রু।
মোর যত দুখ তুমি যদি জান
তে নাকি এমত কর।
প্রেম বাঢ়াইয়া জানাইয়া শুনাইয়া
কোন দোষে পরিহর ॥ (৩৩৫৫)
ধারা-বরিষণে রবির কিরণে
পঙ্কীয়ে না ছাড়ে বাস।
পরিণাম নাহি গণি তুয়া ভীন নাহি জানি
দারুণ মনের দুরাশা ॥
বোলিয়া কহিয়া কে তোমাকে জানাইবরে (৩৩৬০)
আরতিল দোষে সে কহি।
ধেয়ানে পরাণে জী সে আর ভাবিব কী
যার আর নাহি তুমি বহি ॥
যে জনে শরণ ভজে সে নাকি তাহারে ত্যজে
ভীত জনের সুজন হৃদয়"। (৩৩৬৫)
কহে ভবানন্দ দীন তনু হনে নহে ভীন
তেঁহ কিছু মনে নাহি লয় ॥

রাগ তথা।

"কর অবধান বন্ধু—কর অবধান।
জগতের নাথ তুমি জগত কল্যাণ ॥ ধ্রু।
অঙ্কুরে বাঢ়াইলা প্রেম কথেক পালনে। (৩৩৭০)
কলিকা পল্লব তার ধরিল যতনে ॥
ফুল নাহি ধরে তরু কেমন কারণে।
কি দোষে দহিল তনু আনল-পবনে ॥

শাখা-পত্র-হীন তরু দাউর কেবল।
মঞ্জরিত না হৈলে কেমনে ধরে ফল ॥ (৩৩৭৫)
পরিণামে বুঝি তরু ছেদিতে যুয়ায়"।
কহে দীন ভবানন্দে তুমি সে উপায় ॥

পুনশ্চ সিন্ধুড়া।

"কি বোলিমু আরে নাথ—কি বোলিমু আর।
পরিণাম ভাবিতে না ছাড় লোকাচার ॥ ধ্রু।
নিশ্বাস ছাড়িতে অবসর নাহি ঘরে। * (৩৩৮০)
সুখে তোমা সম্ভাষি শাশুড়ি যদি মরে ॥
দুই-কুলে গোয়াল-জাতি কে বা কি না বোলে।
তেহুঁ মোর প্রাণ পোড়ে তোমা না দেখিলে ॥
ঘর কৈলু বাহির—বাহির কৈলু ঘর।
পর কৈলু আপনা—আপনা কৈলু পর ॥ (৩৩৮৫)
রাতি কৈলু দিবস—দিবস কৈলু রাতি।
অঙ্কুরে ভাঙ্গিল জানি যোগের পিরিতি ॥
যে ভিন্ন না জানি তারে ভজিলে কি ভয়।"
ভবানন্দ বোলে ইহা দড়াইলে হয় ॥

পদ-বন্ধ

এই মত শোক-বাণী শুনিয়া রাধার। (৩৩৯০)
নম্র-ভাবে কহে প্রভু পূর্ণব্রহ্ম সার ॥
"তুমি সে আমার প্রিয়ে আমি সে তোমার।
কহিছি সঙ্কেত ভাঙ্গি কেনে বোল আর ॥
যে বোল জঞ্জাল আছে তোমার শাশুড়ী।
এক-দিনের অপরাধে মুখ গেল পুড়ি ॥ (৩৩৯৫)
আর যদি ধিকাধিক বোলে তোমার প্রতি।
তবে তার প্রাণ লৈমু শুন রসবতি ॥"
এতি বোলি প্রেম-আলিঙ্গন দিয়া সুখে।
ভুঞ্জিলা সম্পূর্ণ রস পরম-কৌতুকে ॥
রসেত ভাসিয়া তবে রাধিকা-সুন্দরী। (৩৪০০)
পুনরপি নিবেদিলা কর-যোড় করি ॥
"ওহে প্রাণ-নাথ শুন দয়া কৈলা যদি।
অকুমারী শিশু-মতি সহোদা ননদী ॥
তাহাকে লঙ্ঘিল প্রভু না হইছে ভাল।
কেন-মতে পরিণয় হইব তাহার ॥ (৩৪০৫)
পাপিষ্ঠ গোয়াল-জাতি ইহাবে শুনিলে।
সেই ক্ষণে বক্তিবেক ছিদ্র-দান পাইলে ॥
বিসদৃশ কর্ম্ম হৈছে—যত না যুয়ায়।
বুঝিয়া চিন্তহ প্রভু ইহার উপায় ॥"
গোবিন্দ বোলয়ে "প্রিয়া কেনে চিন্তা কর। (৩৪১০)
শ্রীদাম তোমার ভাই পরম-সুন্দর ॥
তার ঠাঞি সহোদারে বিভা দিমু বলে।
কি করিতে পারে তোর সকল গোয়ালে ॥
কণ্টক দমন হৈব হেন হৈব যদি।
তুমি যদি হৈলা এবে সহোদার ননদী ॥" (৩৪১৫)
শুনিয়া সন্তোষ হৈলা চন্দ্রমুখী রাধা।
আপনার ভ্রাতৃ-বধূ হইব সহোদা ॥
এতি মতে নানা রঙ্গে বঞ্চিলা যামিনী।
রসিক সুজন পরম কৌতুকে রজনী ॥
শর্ব্বরী হইল গত দেখি রসবতী। (৩৪২০)
পরিহার করি বোলে—"শুন প্রাণ-পতি ॥
এখনে উচিত নহে এথা রহিবার।
লোকে যদি দেখে হৈব অধিক খাখার ॥"
তবে অখিলের নাথ হাসিয়া হাসিয়া।
বিদায় মাগিল নিজ-প্রিয়া সম্ভাষিয়া ॥ (৩৪২৫)
পদ-ধূলি লৈয়া রাধা যোড় করি হাত।
"জন্মে জন্মে আমা না ছাড়িও প্রাণ-নাথ ॥"
এহি মতে শর্ব্বরী হইল অবসান।
জননী নিকটে গেলা দেব-ভগবান ॥
যশোদার স্তনামৃত পান করি সুখে। (৩৪৩০)
নিদ্রা পরিহরি জল দিলা চক্ষু-মুখে ॥
তবে প্রাতঃ ক্রিয়া যেন-মতে নির্ব্বাহিল।
আপনে ধরিয়া ভাণ্ড গো-ধেনু দুহিল ॥

ক্ষীর দধি লবনী খাইয়া রাম কাহ্নু।
বৃন্দাবনে চলিলা লইয়া বৎস-ধেনু॥ (৩৪৩৫)
শিঙ্গা-বেণু বাজাইয়া শিশুগণ সঙ্গে।
নাচিতে গাহিতে গেলা অতি বড় রঙ্গে॥

[শ্রীরাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বংশী হরণ]

গৃহ-কর্ম্ম উঠিয়া প্রভাতে কৈল রাধা।
আসিল নিকটে তবে ননদী মহোদা॥
মহোদারে বোলে রাধা বচন কোমল। (৩৪৪০)
তুমি আমি চল যাই আনিবারে জল॥
এহি মতে দুই-জনে এক-যুক্তি হৈয়া
কালিন্দীর ঘাটে গেলা কাখে কুম্ভ লৈয়া॥
ধরণী না সহে ভার—খঞ্জনের গতি।
হেন কালে আসি মিলে সুন্দরী শ্রীমতী॥ (৩৪৪৫)
দুই-সইয়ে করিলেক প্রেম-সম্ভাষণ।
অন্যে-অন্যে কহিলা নিশির বিবরণ॥
কালিন্দীর ঘাটে তবে যায় তিন জন।
কদম্বের তলে কৃষ্ণ করিছে শয়ন॥
শীতল-সমীরে কৃষ্ণ বস্ত্র আচ্ছাদিয়া। (৩৪৫০)
মায়া করি নিদ্রা যায় বুকে বাঁশী থুইয়া॥
দেখিয়া সুন্দরী রাধা পরিহাস্য করি।
কাড়িয়া লইল তবে কাহ্নুর মুরলি॥
সকল কিশোর গোঠে কাহ্নু একেশ্বর।
যামিনীর জাগরণে নিদ্রায় কাতর॥ (৩৪৫৫)
মুরলী লইয়া রাধা শীঘ্র-গতি রঙ্গে।
হরিনে জলেরে যান দুই সখী সঙ্গে॥
নিদ্রা পরিহরি উঠে নন্দের নন্দন।
মুরলী নিয়াছে রাধা জানিলা তখন॥

হেন কালে ঘাটে আইলা রাধার বড়াই (৩৪৬০)
তাকে দেখি হাসি বোলে সুন্দর কাহ্নাই॥
"শুনহ বড়াই তোর নাতিনের রীত।
আমার বাঁশী চুরি করে ভাল সে পিরীত॥
নিন্দের আলসে আছিলাম তরু-মূলে।
বাঁশী চুরি করি নিছে দেখিছে সকলে॥" (৩৪৬৫)
গোবিন্দে বোলয়ে—রাধা চুরি কৈল বাঁশী।
শুনিয়া প্রমাদী বড়াই বোলে হাসি হাসি॥
"বাঁশীটী রাখিতে নার—ভাল সুপুরুষ।
অন্য-জনে শুনিলে হইব বড় দোষ॥
নিন্দের আলসে তুমি হারাইলা মুরলি। (৩৪৭০)
চোরে নিতে কেমতে রাখিবা নিজ নারী॥
না কহ এমত কথা—এমত কলঙ্ক।
স্ত্রী হনে হীন হৈলা হাতে দেহ শঙ্খ॥
পুনরপি চাহ যদি ই কথা কহিতে।
ন্যায় আসি কর তুমি রাধার সহিতে॥ (৩৪৭৫)
মোর নাতিনেরে দেহ মিথ্যা-পরিবাদ।
সাক্ষী না জানাইলে তবে ফলিব প্রমাদ॥
একে কুল-বধূ আরে গরবিত-জন।
বিশেষ তাহার পতি অতি দুরজন॥
শুনিলে কংসের ঠাঞি করিব গোহারি। (৩৪৮০)
যেবা দুস্ট কংস-রাজ ফেলিবেক মারি॥
সত্য সত্য অহে কাহ্নু কর অবধান।
ভাঙ্গিলা রাধার ঘর তুমি নিলা প্রাণ॥
পরিবাদ কথা না কহিও হৈয়া দড়।
যার লাগি মিথ্যা কহ—বস্তু কত বড়॥" (৩৪৮৫)
বড়াইর বচন শুনি গোবিন্দে হাসিলা।
"তস্কর করিতে সাধু আপনে আসিলা॥
ভাল তুমি বয়োধিকা বুদ্ধি তোমার ভাল।
আমি কি কহিমু তোমার ছাওয়ালের ছাওয়াল॥
দ্রব্য গেল কহিলাম তোমার গোচর। (৩৪৯০)
যেমত গোহারি দিলা—তেমত উত্তর॥

* খ, গ ও ঘ-পুথিতে বংশী-হরণ-লীলার যে সংক্ষিপ্ত রূপান্তর পাওয়া যায় তাহা পরিশিষ্টে ৭—৯ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল।

পূর্ব্ব-ইতিহাস কহি শুন সাবধানে।
তুমিহ কহিবা ইহা রাধা বিদ্যমানে ॥
রাজ-পুত্র মন্ত্রি-পুত্র পাত্রের নন্দন।
কতোয়াল-সুত আর—এহি চারিজন ॥ (৩৪৯৫)
একত্রে ভ্রময়ে ভেদ নাহিক খানিক।
তাথে চুরি হৈল রাজ-পুত্রের মাণিক ॥
ইষ্ট হৈয়া কতোয়াল-পুত্রে কৈল চুরি।
লাজে রাজ-কুমারে না কহে নাম ধরি ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা আর এক দেশ। (৩৫০০)
রাজায় রাখিল যত্ন করিয়া বিশেষ ॥
যার যেহি অনুরূপ কর্ম্মে নিয়োজিল।
রাজপুত্র দেখি রাজা বড় তুষ্ট হৈল ॥
বিহা দিতে চাহে রাজা আপন-দুহিতা।
রাজার কুমারে কহে মন-হিত কথা ॥ (৩৫০৫)
"আমার প্রতিজ্ঞা শুন রাজা মহাশয়।
যদি আজ্ঞা করিলা করিতে পরিণয় ॥
মনের দ্বৈধ যেহি খণ্ডাইব আমার।
সেহি সে রমণী বিনে কেহ নহে আর ॥
তার ঠাঞি কহিমু আমার মন-হিত। (৩৫১০)
যদি হয় দ্বিধা দূর—যে বোল উচিত ॥"
শুনিয়া নৃপতি তবে গেলা অভ্যন্তর।
কহিল সকল কথা কন্যার গোচর ॥
শুনি রাজ-কুমারী বাপের ঠাঞি কহে।
"কহিব কুমারে কথা যত মনে লহে ॥"* (৩৫১৫)
কানয়াত টানাইয়া মধ্যে রৈলা রাজ-সুতা।
রাজার কুমার ডাকি আনিলেক তথা ॥
রাজ-কন্যা বোলে—"শুন রাজার কুমার।
কহ কিবা দ্বৈধ চিত্তে জন্মিছে তোমার ॥"
বাহিরে থাকিয়া কহে রাজার কুমার। † (৩৫২০)
* * * * *

"অভেদ চারিজন—ভেদ নাহিক খানিক।
তাতে চুরি হৈল কেনে আমার মাণিক ॥
তস্কর না চিনি যেন দ্রব্য না হারাই। *
অহে রাজ-সুতা আমি এহি-মাত্র চাই ॥"
মৃদু কোকিলের স্বরে বোলে রাজ-সুতা। (৩৫২৫)
"যে তিন তোমার সঙ্গী ডাকি আন এথা।" ॥
কুমারীর অঙ্গীকার শুনিয়া তখন।
অবিলম্বে আনাইল সেহি তিন জন ॥
সে চারি কুমার যদি হৈলা এক-খানে।
তবে রাজ-সুতা কহে মধুর-বচনে ॥ (৩৫৩০)
"একত্রে বসিছ চারি বিজ্ঞ সু-কুমার।
সাক্ষাতে কহিতে কিছু আছে তোমরার ॥
কহি এক ইতিহাস শুন মহাশয়।
মর্য্যাদা কাহার বড়—কহিবা নিশ্চয় ॥
পূর্ব্বে এক রাজ-সুতা পরম-সুন্দরী। (৩৫৩৫)
বিবাহ-দিবসে গেল পূজিবাবে গৌরী ॥
স্নান করি তিত-বস্ত্র করে পরিত্যাগ।
এক রাজ-কুমারে পাইল তার লাগ ॥
কুমারীর কটাক্ষে সে রাজ-পুত্র ভোলে।
মদনে মোহিত হৈয়া সুকোমল বোলে ॥ (৩৫৪০)
"আজি মোর সম্পূর্ণ মানস যদি নহে।
তবে আর কণ্ঠে নাকি মোর প্রাণ রহে ॥"
মৃদু মধু-স্বরে বোলে সেহি রাজ-সুতা।
"শুনহ পুরুষ-সিংহ ছাড় তরলতা ॥
বিবাহ-দিবস শুভ—আসিয়াছে বর। (৩৫৪৫)
পবিত্রে পূজিতে চাহি ভবানী শঙ্কর ॥
ইহাতে পাষণ্ড না পতিহ সু-কুমার।
সর্ব্বথা মানস পূর্ণ করিমু তোমার ॥"
তবে রাজ-পুত্রে বোলে শুন শশি-মুখি।
"তুমি ঘরে যাহ আমি এহি খানে থাকি ॥ (৩৫৫০)
কিন্তু মোর তনু দহে দারুণ অনঙ্গ।
করিবা এমত যেন সত্য নহে ভঙ্গ ॥"

† অতঃপর পুথিতে কয়েক-টী পঙ্‌ক্তি পড়িয়া গিয়াছে।

সত্য করি কুমারী চলিল নিজ-ঘর।
বিধি-মতে শুভ-ক্ষণে হৈল স্বয়ম্বর ॥
শাস্ত্র-কর্ম্ম লোকাচার নির্ব্বহি তখনে। (৩৫৫৫)
বর সাক্ষাতে যাইতে সত্য হৈল মনে ॥
ঘোর অন্ধকার দুই-প্রহর যামিনী।
একাকী চলিল তবে সঙ্কেতে কামিনী ॥
হংস-গামিনী ধনী খঞ্জন-রঞ্জিত।
যার রূপে শচী রম্ভা উর্ব্বশী গঞ্জিত ॥ (৩৫৬০)
নগর ভ্রমিয়া যায় রাত্রি-নিশা-ভাগে।
আচম্বিতে পথে লাগ পাইল এক বাঘে ॥
ভয়ঙ্কর শার্দ্দূল বিষম তার ডাক।
ধরিয়া ভক্ষিতে চাহে রাজার কন্যাক ॥
প্রাণে মারিবার চাহে ভয়ঙ্কর মূঢ়ে। (৩৫৬৫)
মহাভয়ে রাজ কন্যা কহে যোড়-করে ॥
"প্রাণে যে মরিব আমি তার নাহি তাপ।
সত্য-ভঙ্গ সম আর নাহি মহাপাপ ॥
এক-দণ্ড আমারে মর্য্যাদা কর বাঘ।
এহি পথে আসিতে পাইবা পুনি লাগ ॥ (৩৫৭০)
যার ঠাঞি বিহা হৈছে তাহাকে ত্যাগিয়া।
তথাপিহ যাই আমি সত্যের লাগিয়া ॥
সত্য-রক্ষা হৌক মোর—না খাইও এখন।
ফিরিয়া আসিতে তুমি করিও ভক্ষণ ॥"
বাঘেহ মানিল কথা শুনি এহি মত। (৩৫৭৫)
"বিনে আমা বোলাইয়া যাইতে নাহি পথ ॥
সহজে আমার ভক্ষ্য পুনি পাইমু লাগ।"
এহি বোলি পথ ছাড়ি দূরে গেল বাঘ ॥
চলিল যুবতী ধনি কুমার-মানসে।
আচম্বিতে লাগ পাইল দারুণ রাক্ষসে ॥ (৩৫৮০)
একে মহা নিশা-ভাগ রাক্ষস বিষম।
রাজ-কন্যা বধিবারে করিল উদ্যম ॥
দেখি মাত্র কুমারী পাইল মহাভয়।
পুটাঞ্জলি করি রামা রাক্ষসেরে কয় ॥

"যে করিছে পরিণয় ছাড়ি তার সঙ্গ। (৩৫৮৫)
অন্যের সেবাতে যাই—ভয় সত্য-ভঙ্গ ॥
সম্ভাষিয়া এহি পথে করিমু গমন।
তখনে ভক্ষিহ মোরে ছাড়হ এখন ॥"
রাক্ষসে ভাবিল মনে আর পথ নাই।
ইহার হৌক আশা পূর্ণ—পরে ইহায় খাই ॥ (৩৫৯০)
পথ ছাড়ি দিল কন্যা গেল কথো-দূর।
আস্ত-বেস্ত করিয়া আইসে দুস্ট-চোর ॥
কুমারীর রূপ আর দেখি অভরণ।
তার হৈল [১] * * আকুল বদন ॥
রাজ-কুমারীর হস্তে চাহে ধরিবার। (৩৫৯৫)
কর-যোড় করি রামা করে পরিহার ॥
"শুন শুন নিবেদন ছাড় তরলতা।
যার সত্যে বন্দী হৈছি—যাই তার তথা ॥
যে জনে বিবাহ কৈল তাহাকে ত্যাগিয়া।
অসম সাহস কৈলু সত্যের লাগিয়া ॥ (৩৬০০)
তারে সম্ভাষিয়া আমি আসিমু যখনে।
তোমার অধীন—যে করিবা লহে মনে ॥
তোমার চরণে মুই কৈলু পুনি পুনি।
রাক্ষস বাঘেহ ছাড়ি দিল সত্য শুনি ॥"
চোর বোলে অবশ্য যাইব এহি পথে। (৩৬০৫)
তবে ইহার সত্য-ভঙ্গ করি কি নিমিত্তে ॥
এহি ভাবি তস্করে বিদায় দিল যবে।
কথো দূর গিয়া সে কুমার পায় তবে ॥
বিরহে কুমার ধন্দ কাম-জ্বরে শোষে।
মহামায়া জপে যেন আগমী-পুরুষে ॥ (৩৬১০)
অতিশয় সুমধুর মৃদু মৃদু হাস।
কথঞ্চিৎ জিজ্ঞাসিল সুকুমার ভাষ ॥
"কত চাহি চন্দ্র-মুখি শুনি বিবরণ।
কি হেতু বিলম্ব এত কহিবা কারণ ॥

(১) পুথিতে ইহার পরের শব্দটা অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে।

মুহূর্ত্তেক ব্যাজে মৃত্যু হৈত তোমা লাগি। (৩৬১৫)
সত্য সত্য হৈলা হয় তুমি বধ-ভাগী॥
দেখি মাত্র মুখ-চন্দ্র মাঞ্জিল মুকুর।
দহিত বৃক্ষেত যেন জন্মিল অঙ্কুর॥
সকল মানিল মাত্র তোমার কারণ।
এখন জীবন ধন্য—সাফল্য মরণ॥" (৩৬২০)
রাজ-কুমারের কথা শুনি সুবদনী।
মৃদু-মধু-স্বরে বোলে কোকিলার বাণী॥
"বিবাহ-উৎসব সব কহিছি তোমাতে।
বিষম কণ্টক পথে ব্যাজ ই-নিমিত্তে॥
ব্যাঘ্র রাক্ষস আর দারুণ তস্কর। (৩৬২৫)
এ তিন রিপুর ঠাঞি ত্রাণ নাহি মোর॥
সত্য-ভঙ্গ-পাতকে আসিল সত্য করি।
ফিরিয়া যাইতে আর ভাঁড়িতে না পারি॥"
কুমারীর মুখে শুনি এমত বচন।
প্রশংসা করিয়া বোলে রাজার নন্দন॥ (৩৬৩০)
"ধন্য ধন্য রাজ-সুতা কি বোলিমু আর।
তোমার সাহসে বড় বিস্ময় আমার।
তেজি আপনার কান্ত বিবাহ-দিবসে।
সত্যের কারণে আইস অসম-সাহসে॥
মোর প্রয়োজন নাহি শুন গুণবতি। (৩৬৩৫)
অবিলম্বে ভেট গিয়া আপনার পতি॥
অতিশয় দৃঢ় দেখি প্রতিজ্ঞা তোমার।"
এহি বোলি পুরে চলে রাজার কুমার॥
তবে রাজকুমারী যে হরষিত-মনে।
চোরের নিকটে গেল খঞ্জন-গমনে॥ (৩৬৪০)
রাজ পথে বসি আছে সেই দুষ্ট-চোর।
রাজ-কুমারী কহে বচন মধুর॥
"যার অন্বেষণে গেলু সে করিল ক্ষেমা।
এখনে আসিছি আমি সম্ভাষিতে তোমা॥
রাজ-কুমারে ক্ষেমা করিলেক মনে। (৩৬৪৫)
ভেটিতে আসিছি আমি এবে তোমা স্থানে॥
রাজ-পুত্রে বিসদৃশ না করিল শুনি।
অন্তরে ভাবিয়া চোরে বোলিলেক পুনি॥
"যত এহি দেশ সব আমার অধীন।
এক-জনা পরিচ্ছেদ দিলু আজি দিন॥ (৩৬৫০)
যাহ চন্দ্র-মুখি আর না করিহ ব্যাজ।
আপনার পতি সঙ্গে হোক শুভ কাজ॥"
হরষিত হৈয়া তবে চলে শশি-মুখী।
পথে ঠেকিল যথা রাক্ষসের চৌকি॥
রাজ-কন্যা রাক্ষসেরে লাগিল কহিতে। (৩৬৫৫)
রাজ-পুত্রে তস্করে যে কৈল বিধি-মতে॥
শুনিয়া রাক্ষসে বোলে বচন মধুর।
"যখনে মর্য্যাদা কৈল মূঢ় দুষ্ট-চোর॥
কত আশে ভরসে হইল স্বয়ম্বর।
সম্পূর্ণ নহিছে আশা—খাইলে পাপ মোর॥ (৩৬৬০)
ব্যাজ না করিহ ঘরে যাও সত্যবতি।
আশা পরিপূর্ণ হোক ভেট নিজ-পতি॥"
বিদায় হইয়া রামা রাক্ষস-বচনে।
ব্যাঘ্রের নিকটে গেলা খঞ্জন-গমনে॥
কহিল সকল গিয়া শার্দ্দূলের তথা। (৩৬৬৫)
রাজ-পুত্র চোর আর রাক্ষসের কথা॥
"ধর্ম্ম দেখি সেহি তিনে মোরে কৈল ক্ষেমা।
সহজে তোমার ভক্ষ্য—কি বোলিমু তোমা॥"
বাঘেহ মানিল শুনি বচন মধুর।
পথ ছাড়ি দিল যাইতে আপনার পুর॥ (৩৬৭০)
হরষিত রাজ-কন্যা নিজ ঘরে আসি।
পরম-আনন্দে রৈল পতিরে সম্ভাষি॥
তুমি চারি-জন আছ বৃহস্পতি-সম।
আমাতে কহিবা কার মর্য্যাদা উত্তম॥"
রাজপুত্র-আদি তিনে রহিলা নীরবে। (৩৬৭৫)
কতোয়াল-পুত্রে কুমারীত কহে তবে॥
"জিজ্ঞাসিলা রাজ-সুতা শুন কহি তত্ত্বে।
চোরের মর্য্যাদা বড়—লহে মোর চিত্তে॥

বাপ ভাই পুত্র বন্ধু—যার দ্রব্য দেখে।
ছিদ্র পাইলে করে চুরি—কিছুই না রাখে ॥(৩৬৮০)
একে স্ত্রী-রত্ন আরে রত্ন-অভরণ।
হেন নিধি ছাড়ে চোরে—বলি ই-কারণ ॥
নিশ্চয় কহিলু আমি—সন্দেহ নাহিক।
বিধি বক্র হৈলে যায় গাঁঠির মাণিক ॥
মহানিধি পাইয়া ছাড়ে একে ত তস্কর। (৩৬৮৫)
একেকে হি সেহি চোর মর্য্যাদা-সাগর ॥"
কিছু না বোলিল কন্যা নীরব রহিল।
জানিল মাণিক্য-রত্ন এহি সে হরিল ॥ ※
বিদায় করিল তবে এহি চারি-জন।
কেহ মাত্র না জানিল এহি বিবরণ ॥ (৩৬৯০)
দিন গত হৈল তবে আইল যামিনী।
আপনার সখী ডাকি আনিল কামিনী ॥
"নিভৃতে কহিবা ধনি বচন-প্রসাদ।
কতোয়াল-কুমারেত আমার সংবাদ ॥
উত্তম মাণিক যদি মোরে দেয় আনি। (৩৬৯৫)
তবে তাকে আমি নিজ-পতি করি মানি ॥"
রাজ-কুমারীর বাক্যে চলে সুবদনী।
কতোয়াল-সুতে ত কহে এ সব কাহিনী ॥
সখীর মুখেত কতোয়াল-সুতে শুনি।
সে পঞ্চ মাণিক্য লৈয়া আসিল আপনি ॥ (৩৭০০)
রাজার কুমারী দিলা কর্পূর তাম্বুল।
বিনয় করিয়া তবে বোলে মিষ্ট-বোল।
"লুকাচুরি কর্ম্ম আমি কেমতে করিমু।"
বাপেত জানাইয়া পরে তোমারে বরিমু ॥
এহি মতে আশ্বাসিয়া করিলা বিদায়। (৩৭০৫)
সখীরে পাঠাইয়া রাজ-কুমারে আনায় ॥
আর পঞ্চ মাণিক্য তখনে দিলা আনি।
ফিরাইল রাজ-পুত্রে আপনা নহে জানি ॥ ※
সে মাণিক্য দিয়া বোলে এ নাকি তোমার।
আপনা মাণিক্য পাইয়া হরিষ কুমার ॥ (৩৭১০)

বিদায় করিয়া গেলা আনন্দিত হৈয়া।
সেহি সুকুমারী পরিণামে কৈলা বিয়া ॥
তেমত আমার কর্ম্ম করিবা বড়াই।
তস্কর না চিনি যেন দ্রব্য না হারাই ॥
বড়াই বোলে—"তুমি যদি এমত বোলিলা। (৩৭১৫)
তবে কেনে নাম ধরি রাধাকে কহিলা ॥
যখনে করিলা নাম—ন্যায় আসি কর।
সাক্ষী না জানাইলে কিবা আপনেহি হার ॥"
এহি মতে দুই জনে কহে নানা কথা।
কালিন্দীর ঘাটে যায় রাধা আছে যথা ॥ (৩৭২০)
রাধারে দেখিয়া বোলে নন্দের নন্দন।
হাসিয়া হাসিয়া বোলে বাঁশার কারণ ॥

সুহি রাগ।

"কেনে গেলা নীপ-তরু-মূলে
রাই—কেনে গেলা নীপ-তরু-মূলে[১]।
তুমি গুণবতী নারী মুররি করিলা চুরি (৩৭২৫)
ভাল নাম রাখিলা গোকুলে ॥ ধ্রু।
মুররির কিবা দোষ তাকে কেনে কর[২] রোষ
কহ রাধা শুনি বিবরণ।
মুররি হরিয়া মোর কি লাভ হইল তোর
চুরি কর কেমন কারণ ॥ (৩৭৩০)
শুন রাধা সুবদনি মুরবি দিয়ার[৩] আনি
অখনে রাখিতে না যুয়ায়।
যখনে করিলা চুরি লাগ পাইলে কেশে ধরি
লাজ দিলে কি হৈত উপায় ॥

(১) 'কেনে আইলু কদম্বের তলে' গ; 'কেনে গেলা ইত্যাদি গীতের যে রূপান্তর ক-পুঁথিতে আছে, উহা পরিশিষ্টের ৮ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদত্ত হইল। (২) 'আলুপে করিছ' ঘ; (৩) 'মুররিকা দেহ' গ।

বড়ই সাহসী তুঞিঁ[১] অবশে[২] জানিলু মুঞিঁ[৩]
(৩৭৩৫)
এত জনের মধ্যে কৈলা চুরি।
নিদ্রা দেখি অচেতন বুঝিলা আমার মন[৪]
তবে কেনে না দেও মুরারি॥"
কাহ্নুর বচন শুনি হাসি বোলে সুবদনী[৫]
"মুরারি হারাইলা[৬] কোন খানে।" (৩৭৪০)
ভকতি-মুকতি-হীন[৭] কহে ভবানন্দ দীন
মিছা বাদ বোল কি কারণে[৮]॥

শ্রীরাগ।

নায়র বন্ধু—কি আর বোলিমু তোরে[৯]।
কেবা কৈল চুরি তোমার মুরারি[১০] (৩৭৪৫)
মিছা বাদ বোল মোরে[১১]॥ ধ্রু।
ৰিভোল আছিলা জানিলু রে কালা[১২]
নিশি-জাগরণে বাসি[১৩]।
হাতের মুরারি কে বা কৈল চুরি
মোরে চোর বোল আসি॥ (৩৭৫০)
মদে মত্ত[১৪] রসে নিন্দের আলসে
তুমি হারাইলা[১৫] মুরারি।
এ[১৬] বড় বিস্ময় মোর মনে[১৭] লয়
কেমনে রাখিবা[১৮] নারী॥

আমি[১৯] কুলবতী পরের যুবতী[২০] (৩৭৫৫)
মোরে তুমি বোল[২১] চোর।
এহি ভাগ্য[২২] তোর পতি[২৩] নাই ঘর
মথুরা-নগর দূর[২৪]॥
এথা হনে চল কারে চোর বোল[২৫]।
ভাল তুমি মোর বোন্ধ[২৬]।" (৩৭৬০)
সুহৃদের ধর্ম্ম কর ভাল কর্ম্ম[২৭]
বোলে[২৮] দীন ভবানন্দ॥

ধানশী রাগ।

"আরে আরে বন্ধু ভাল নহে তোমার রীত[২৯]।
পরিবাদ বোল মোকে ই কোন উচিত॥ ধ্রু॥
মুরারি আনিতে যদি মোর লাগ পাইতা। (৩৭৬৫)
দেখিলেহ প্রেম-ভরে না যুয়ায় কৈতা[৩০]॥
সোনা নহে রূপা নহে বাঁশের মুরারি।
তার লাগি[৩১] মিছা[৩২] বোল এহি দুঃখে মরি॥
ননদী বড়াই সইয়ে[৩৩] শুনে পরিবাদ।
ছাড়িমু গোকুল আর[৩৪] রহিতে নাহি সাধ॥(৩৭৭০)
আন-জনে[৩৫] কহে যদি খণ্ডাইতে না পারি।
হারাইছ বাঁশের—দিমু সোনার মুরারি॥

(১) 'তুমি' গ; (২) 'স্বরূপে' ঘ; (৩) 'আমি' গ; (৪) 'তখনে করিলে কাজ, অখনে সে বাস লাজ' ঘ; (৫) 'যত্নমণি' গ; (৬) 'হারিলা' গ; (৭) 'ভকতি-মতিহীন' ক, খ, গ; (৮) 'বোল' গ, ঘ। (৯) 'নাইওর বন্ধু' ইত্যাদি গ; 'কিবা কৈমু তোরে নাগর কিবা কৈমু তোরে।' ঘ; 'কি আর বোলিমু তোরে রে নাগর কি আর বোলিমু তোরে।' ক, খ; (১০) 'কেবা করিছে চুরি' ইত্যাদি গ; (১১) 'মিছা বাদ বোল আসিয়া আমারে।' গ; 'ই বড় বিস্ময় লাগে মোরে॥' ঘ; (১২) 'ওরে নিলজ কালা' গ; (১৩) 'হেন বাসি' গ; 'নিশি জাগ হেন বাসি' ঘ; (১৪) 'মত্ত হৈয়া' গ; (১৫) 'আপনে হারিলা' গ; (১৬) 'এই' গ; (১৭) 'মনে হেন' গ; (১৮) 'রাখিবা নিজ' গ;

(১৯) 'আমি নারী' গ; (২০) 'আর পরের' গ; (২১) 'আসি বোল' গ; (২২) 'বড় ভাগ্য গ; (২৩) 'নিজ পতি' গ; (২৪) 'কতদূর' গ; (২৫) 'এথা হনে চল এবে, ক্ষেমিলু মুই গৌরবে' গ; (২৬) 'কেনে কহ বিপরীত ছন্দ' গ; (২৭) 'না কর সুহৃদ কর্ম্ম, ভাল নহে তোমার ধর্ম্ম' গ; (২৮) 'রচিলেক' গ; (২৯) 'আরে আরে আরে বন্ধু তোমার ভাল রীত।' ক; 'আরে আরে তোমার ভাল রীত।' খ; 'হের রে বন্ধু তোমার ভাল রীত।' ঘ; 'ওএ বন্ধু ভাল নহে তোমার রীত।' গ; (৩০) 'প্রেম-ভাবে নাহি কিছু কৈতা॥' ক; 'প্রেম-ভাবে লাজে না কহিতা' খ; 'প্রেম-ভাবে না যুয়ায় কৈতা' গ; 'প্রেমভর্ণায়ুয়ার কৈতা, গ; (৩১) 'তার হেতু' গ; 'তবে নাকি' ক; (৩২) 'মিথ্যা' ঘ; 'বাদ' গ; 'মন্দ' খ; (৩৩) 'সহী' ঘ; 'শ্রীমতী' গ; (৩৪) 'পুরী' গ; (৩৫) 'অন্ত জনে' গ।

নহেত পরীক্ষা লৈবা[১] —জলে নামি[২] বন্ধ।"
এহি সে উচিত[৩] বোলে দীন ভবানন্দ ॥

পদ-বন্ধ।

রাধার বচন শুনি বোলিল বড়াই। (৩৭৭৫)
"কেনে রে[৪] উত্তর না দেও রসিক কাহ্নাই ॥
মিথ্যা বাদ নাতিনেরে বোল বিনে দেখি।
প্রমাণ করিয়া নেও জানাইয়া[৫] সাখী ॥
আর এক বিচার[৬] কাহ্নু শুন সাবধানে।
জলে নামি পরীক্ষা না হয় লও[৭] দুই-জনে ॥ (৩৭৮০)
তুমি যদি আগে উঠ—পাছে উঠে রাধা।
তবে তার দাস হৈবা[৮] নাহি কিছু বাধা[৯] ॥
যদি জল হনে রাধা আগে উঠে ভাসি।
সোনার মুররী দিব আর হৈব দাসী ॥
সাক্ষী যদি নাহি কাহ্নু এহি সে উচিত। (৩৭৮৫)
দুই জনে লুড় এড়[১০] আমার বিদিত ॥"
বুড়ীব বচন শুনি রসের নাগর।
ধড়ার[১১] আঞ্চল ছিড়ি[১২] লুড়ে কৈল ভর ॥
হাসিয়া হাসিয়া বোলে সুন্দর কাহ্নাই।
"পক্ষাপক্ষ কর তুমি[১৩] রাধার বড়াই ॥ (৩৭৯০)
মহোদা ননদী যে শ্রীমতী রাধার সখী[১৪]।
তুমি তান মাতামহী মোর পক্ষ কী ॥"

হাসিয়া বড়াই বোলে রাধার সদনে[১৫]।
পক্ষাপক্ষ বুঝি হৈল[১৬] গোবিন্দের মনে[১৭] ॥
রাধা[১৮] বোলে "কথা কহিবার নাহি[১৯] লক্ষ্য। (৩৭৯৫)
শ্রীমতী মহোদা দুই-জনা তান পক্ষ[২০] ॥"
এ বোলি সুন্দরী রাধা আঞ্চল চিড়িয়া।
করিল লুড়েত ভর হাসিয়া হাসিয়া ॥
দুই লুড় বড়াই রাখিলা[২১] সেহি কালে।
পরীক্ষা লইতে রাধা-কাহ্নু লামে জলে ॥ (৩৮০০)
একে-বারে জলে ডুব দিলা দুই-জন।
সলিলে করিলা মায়া প্রভু নারায়ণ ॥
যমুনাতে স্থল চাইয়া[২২] রাধিকার সঙ্গে।
হরিষে শৃঙ্গার ভুঞ্জে মনোরথ-রঙ্গে[২৩] ॥
কেলি-কলা-কুতূহলে ভুঞ্জিলা সুরতি। (৩৮০৫)
ব্যাজ দেখি চিন্তে বড়াই মোহদা শ্রীমতী ॥
জল হনে রাধিকা উঠিলা কত[২৪]-ক্ষণে।
তার পাছে[২৫] উঠে কাহ্নু হরিষ বদনে ॥
বিস্মিত বড়াই আর শ্রীমতী মহোদা।
নিঃশব্দে রহিলা মাত্র সুবদনী রাধা ॥ (৩৮১০)
কাহ্নু বোলে—"শুন রাধা আমার বচন[২৬]।
অখনে মুরলি মোর না দেও কি কারণ[২৭] ॥"
হরিবংশ-শ্লোক ভাঙ্গিয়া পদ-বন্ধে[২৮]।
লোকে বুঝিবার বোলে দীন ভবানন্দে ॥

---

(১) 'লইব ঘ; 'লই' ক, খ; (২) 'নাম' ক, খ; (৩) 'রাধার সম্বাদ' গ; (৪) 'বা' গ; (৫) 'বোলাইয়া' খ; (৬) 'মত' ক, খ; 'কথা' ঘ; (৭) 'না হয় লও' স্থলে 'লহ' ঘ; 'লইবা' ক, খ; (৮) 'তবে ভাল দায় হৈব' গ; (৯) 'দ্বিধা' ঘ; (১০) 'লুড় রাখ'; ক, খ; 'নাম জলে' গ; (১১) 'রাধার' ঘ; (১২) 'ধরি' ঘ; (১৩) 'কর তুমি' স্থলে 'না করিহ' ক, খ; 'না করিবা' ঘ; (১৪) 'শ্রীমতী রাধার সই—মহোদা ননদী।
তুমি মাতামহী তার মোর পক্ষ নদী ॥' ক; এই শ্লোকের 'নদী' স্থলে 'বাদী' খ; 'নাদি' ঘ।

(১৫) 'রাধিকার স্থান' ঘ; (১৬) 'কৈল' ক, খ; 'হে' ঘ; (১৭) 'মন' ঘ; (১৮) 'কৃষ্ণে' ঘ; (১৯) 'চান' ক; 'চাহি' খ; (২০) 'শ্রীমতী মহোদা বড়াই সব তান পক্ষ ॥' গ; 'শ্রীমতী মহোদা জান রাধিকা সপক্ষ ॥' ঘ; (২১) 'দুই জনের লুড় বড়াই তোলে' গ; (২২) 'মাগি' গ; (২৩) 'ভুঞ্জিল শৃঙ্গারসুখ' ইত্যাদি গ; 'সুরতি শৃঙ্গার ভুঞ্জে ব্যাপিয়া অনঙ্গে' ক; 'হরিষে শৃঙ্গার ভুঞ্জে দোস (?) মনঙ্গে' (দুঃসহ অনঙ্গে ?) ঘ; (২৪) 'তত' ক, খ, গ; (২৫) 'পরিণামে' ক, গ; (২৬) 'উত্তর' ঘ; (২৭) 'অখনে মুরলি তুমি দেহত আমার' ঘ; (২৮) 'হরিবংশ' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে ক, খ ও ঘ-পুথিতে 'সত্যবতী-সুত' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ও প্রায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত ভণিতা আছে

রাগ সিন্ধুড়া[১]।

"আল রাধা মুররি আনিয়া দেও মোর[২]। (৩৮১৫)
আছিলু শিশুর মাঝে তাথে গেলা কোন লাজে
বড়ই সাহস বাসি তোর॥ ধ্রু।
দুই প্রহর কালে শীতল কদম্ব-তলে[৩]
নিদ্রা যাই করেত মুররি।
কোন পাকে[৪] তথা গিয়া নিদ্রা-উলি[৫] লাগাইয়া (৩৮২০)
মুররি করিলা মোর চুরি॥
গরবে করিয়া হেলা পরীক্ষা লইতে[৬] গেলা
আপনে উঠিলা তাতে ভাসি।
অখনে সে ফল পাইবা সোনার মুররি দিবা
রঙ্গে সে[৭] হইবা মোর দাসী॥
তোমার বড়াই জানে তোর প্রেম-সখী শুনে (৩৮২৫)
সাক্ষী তোর[৮] ননদী মহোদা।
তখনে[৯] করিছ কাজ অখনে সে বাস লাজ[১০]
মুররি না দেও কেনে রাধা॥"
কাহ্নুর বচন শুনি তিলোত্তমা সুবদনী
মুররি আনিয়া দিলা হাসি। (৩৮৩০)
ভকতি-মুকতি[১১]-হীন কহে ভবানন্দ দীন
দৈবে রাধা হৈছে[১২] তোর দাসী॥

পদ-বন্ধ।

বড়াই বোলে "রাধা তুমি করিলা প্রমাদ।
ভাগ্যে সে নাগর কাহ্নু ক্ষেমে অপরাধ॥
বিকর্ম্ম[১৩] করিছ যত কহন না যায়। (৩৮৩৫)
প্রেম না থাকিলে নাতিন[১৪] কি হৈত উপায়॥
কুল-বধূ-কুমহিমা কৈলা এহি রূপে[১৫]।
বড় ভাগ্যে বিহা কৈল আইমন গোপে॥
যদি আর জন হয় তোর নিজ-পতি।
তবে নাকি ব্রজ-কুলে তোমার বসতি॥" (৩৮৪০)
মহোদা বোলয়ে "যদি ভাই ঘরে থাকে।
ই কথা শুনিলে নি রাধার প্রাণ রাখে॥"
শ্রীমতী বোলয়ে "জানি তার যত গুণ।
পুরুষের মধ্যে না গণিল পুনঃপুন॥"

[শ্রীদামের সহিত মহোদার পরিণয়]

এহি মতে পঞ্চ-জনে কহে নানা কথা। (৩৮৪৫)
বালক সকলে দেখে কাহ্নু নাই তথা[১৬]।
বলভদ্রে বোলে সব শিশু সম্বোধিয়া।
"কোথায় গোবিন্দ গেল চাহ বিচারিয়া॥
বালক চঞ্চল[১৭] কোথা গেল একেশ্বর।
হরিয়া নিলেক কিবা দুষ্ট কংস-চর॥ (৩৮৫০)
জননীয়ে সমর্পণা করিছে আমাত।
সব শিশু আছে তাথি নাহি অকস্মাত[১৮]॥
সুবল চলিয়া যাও পঞ্চমীর ঘাটে।
গুণবন্তের[১৯] ঘাটে মহাবল যাও ঝাটে॥

---

(১) 'রাগ নাগুদা মাউর' খ, ঘ; 'আস্বারি' (আসোয়ারি) ক; (২) 'হের না ল বিনোদিনি' ক; 'হের ল নিলজি রাধা' খ, ঘ; ক-পুথিতে এই গীতের যে রূপান্তর আছে, উহা পরিশিষ্টের ৯ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল। (৩) 'দুই প্রহর' ইত্যাদি চরণ-দ্বয় ঘ-পুথিতে বাদ পড়িয়াছে। (৪) 'কাজে' গ; (৫) 'নিদ্রাওলি' ঘ; (৬) 'করিতে' গ; (৭) 'হেলার' গ; (৮) 'সাক্ষাত' গ; (৯) 'অখনে' গ; (১০) 'যার না পাইবা লাজ' গ; (১১) 'মতি' ক, গ; (১২) 'হইব' ঘ;

(১৩) বিক্রম', গ; (১৪) 'রাধা' গ, ঘ; (১৫) 'কুল-বধ-কুমহিমা' ইত্যাদি চারিটী শ্লোক কেবল ক-পুথিতে আছে। (১৬) 'বালক সকলে চৈতন্য পাইল এথা ('তথ') গ)॥' ঘ, গ, ঘ; (১৭) 'বাল গোপাল' গ; 'বাল চঞ্চল' ঘ; (১৮) 'সব শিশু দেখি তানে না দেখি এথাত'। গ; (১৯) 'গুণমন্ত' ঘ;

সারদার ঘাটে শীঘ্র চলহ লবঙ্গে[১]। (৩৮৫৫)
সিদ্ধেশ্বরীর ঘাটে সুবাহু যাও রঙ্গে॥
বিলম্ব না কর যাও অনসূয়ার ঘাটে[২]।
ভাবিনীর ঘাটে সুদাম চল ঝাটে॥
দুর্ল্লভ্যের ঘাটে চল শস(র)ভ সত্বর।
সাবিত্রীর ঘাটে যাও অর্জ্জুন কোঙর॥ (৩৮৬০)
মাতঙ্গীর ঘাটে চলি যাও বসুদাম।
কালিন্দীর ঘাটে যাও আপনে শ্রীদাম॥
বিপিন নগর যত বিচারিহ তুমি[৩]।
ভাণ্ডীরাদি[৪] দ্বাদশ বন বিচারিব আমি॥"
এহি মতে শিশুগণ পাঠাইয়া বনে[৫]। (৩৮৬৫)
শ্রীদামে পাইল লাগ কালিন্দী পুলিনে[৬]॥
শ্রীদামের মুখ দেখি গোবিন্দে হাসিলা[৭]।
"ভগিনী দেখিতে নাকি আপনে আসিলা॥"
শুনি হেট-মুণ্ডে রৈল রাধা চন্দ্রমুখী।
লজ্জায় কাতর হৈল জ্যেষ্ঠ ভাই দেখি॥ (৩৮৭০)
পরিহাস্য করি বোলে সুন্দরী মহোদা।
"কেনে আইলা শ্রীদাম লজ্জিত হৈল রাধা॥"
আশ পাইয়া বোলে তবে নব-ঘন-শ্যাম।
"তোমাকে করিতে বিহা আসিছে শ্রীদাম॥"
হাসিয়া হাসিয়া বোলে বড়াই প্রমাদী। (৩৮৭৫)
"যেন বর তেন কন্যা মিলাইল বিধি॥"
শ্রীদামে বোলয়ে "কিবা বোল তুমি সবে।
বাপ মায়ে কি বোলিব বিহা করি যবে॥"

---

(১) 'হুশ্রাঙ্গের ('রসঙ্গের' ক;) ঘাটে অর্জ্জুন চলহ সত্বর।
সাবিত্রী পুলিনে গিয়া চলহ কেশর॥' ঘ;
(২) 'বিলম্ব' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় ক, খ ও ঘ পুথিতে নাই।
(৩) 'বিপীর গকুলে সব শিশু যাও তুমি।' গ;
(৪) 'ভাণ্ডীর' গ; (৫) 'বলে' গ; (৬) 'শ্রীদামে পাইল গিয়া কালিন্দীর কূলে॥' গ; 'শ্রীদামে পাইল লাগ বিপিন পুলিনে॥' ঘ; (৭) 'শ্রীদামের মুখ দেখি' ইত্যাদি ২৩টী শ্লোকের পরিবর্ত্তে খ, গ ও ঘ পুথিতে যে রূপান্তর আছে, উহা পরিশিষ্টের ১০ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল।

বড়াই বোলিল "নাতি কি কহিমু আর।
বিহা না করিলে হৈব তোমার খাখার॥ (৩৮৮০)
নির্ম্মল কুলেত নাতি রাখিলা কলঙ্ক।
নপুংসক হৈলা যদি হাতে দেও শঙ্খ॥
এক নপুংসকে তোর ভগ্নী বিহা দিলা।
বিহা না করিলা তুমি নপুংসক হৈলা॥"
তখনে সুন্দরী রাধা পরিহরি লাজ। (৩৮৮৫)
কহিলা ভাইর ঠাঞি সমুচিত কাজ॥
"আমার বচন শুন—কর অঙ্গীকার।
গোবিন্দে দিবেন বিহা কি দোষ তোমার॥
দারুণ শাশুড়ী মোকে বোলয়ে নিঠুর।
মহোদাকে বিহা কর—সব হৈব দূর॥" (৩৮৯০)
গোবিন্দে বোলয়ে ভাই শুনহ শ্রীদাম।
"অবিলম্বে কর বিহা অতি শুভ কাম॥"
বড়াই বোলয়ে "শুন মহোদা সুন্দরি।
শ্রীদামকে বর' শীঘ্র নমস্কার করি॥"
মহোদা বোলয়ে "কিবা বোল পুনি পুনি। (৩৮৯৫)
হাস্য-পরিহাস্যে বিহা কোথা নাহি শুনি॥
মায়ের অনুমতি—ঘরে আসিবেক ভাই।
তবে বিহা হবে মোর দশা যার ঠাঞি॥"
শ্রীমতী বোলয়ে "তুমি কি পাত জঞ্জাল।
শ্রীদাম বিহনে বর না পাইবা ভাল॥" (৩৯০০)
মহোদা বোলয়ে "সব আমি ইহা জানি।
লুকাইয়া হৈব বিহা এহি দুঃখ মানি॥"
শুনিয়া নাগর কানু বোলে তার পাছে।
"বিবাহ-প্রকার অষ্ট শাস্ত্র-উক্ত আছে॥
ব্রাহ্ম আর্ষ দৈব প্রাজাপত্য আদি। (৩৯০৫)
রাক্ষস পৈশাচ আসুর গান্ধর্ব্ব অবধি॥
গান্ধর্ব্ব-বিবাহ জান বোল ইহার নাম।
শাস্ত্র-উক্ত সেহি বিহা করহ শ্রীদাম॥"
ইহাকে শুনিয়া রাধা হরিষ-অন্তর।
সুগন্ধি-কুসুম-হার গাঁথে মনোহর॥ (৩৯১০)

প্রদক্ষিণ মাহাদা করিল সপ্ত-বার।
পুষ্প-মালা গলে দিয়া কৈল নমস্কার॥
শ্রীদামেহ মালা তবে দিলা মহোদারে।
সহজে সুন্দরী রামা ভাল শোভা করে॥*

* * * *

হরষিত হৈয়া তবে[১] চলে নারী-গণ[২]। (৩৯১৫)
যথা তথা শিশু-গণে না পাইয়া লাগ।
কহিতে লাগিল আসি বলাইর আগ॥
শ্রীদাম সহিতে তবে দেব নারায়ণ।
সেহি কালে তথা গিয়া দিলা দরশন॥
দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ[৩] তুষ্ট বলরাম। (৩৯২০)
সকল বালকে মিলি করিলা প্রণাম॥
হাসিয়া গোবিন্দে বোলে "শুন হলধর।
শ্রীদামেত হৈল মহোদার স্বয়ম্বর॥
এহি হেতু ব্যাজ মোর হৈল এত-ক্ষণ।
কহিলু তোমার ঠাঞি যত বিবরণ॥" (৩৯২৫)
হরিষ বালক সব বলভদ্র সঙ্গে।
বৃন্দাবন-বিহারে চলিলা নানা রঙ্গে॥
এথা চারি জন আইলা আপনার ঘর।
বড়াই কহিতে লাগে মহোদা-গোচর॥
"শ্রীদামের ঘরে আইস[৪] আমার সহিতে। (৩৯৩০)
মায়ের নিকটে আর[৫] যাও কি নিমিত্তে।"
বুঢ়ীর বচনে বোলে মহোদা সুন্দরী।
"মাও-ভাইর আজ্ঞা বিনে যাইতে না পারি॥
ধরা-বান্ধা বিহা মোর তার কোন কাজ।
ভগিনীর পুত্রে মোরে দিল এত লাজ॥" (৩৯৩৫)
মহোদার বাক্য শুনি বড়াই শ্রীমতী।
যার যার নিজ-গৃহে[৬] গেল শীঘ্র-গতি॥
মহোদারে সঙ্গে লৈয়া রাধিকা সুন্দরী[৭]।
আপনার গৃহে তবে চলে শীঘ্র করি॥
মহোদারে সঙ্গে লৈয়া রাধা গেলা ঘর। (৩৯৪০)
মহোদা চলিয়া গেলা মায়ের গোচর॥
জিজ্ঞাসে দারুণ বুঢ়ী কন্যার সদন।
"বিলম্ব করিলা আজি কিসের কারণ॥"
লজ্জায়ে মহোদা কিছু না কহে কাহিনী।
কিঞ্চিত হাসিয়া কহে রাধা সুবদনী॥ (৩৯৪৫)
"আজুকার বিবরণ শুন ঠাকুরাণি।
কালিন্দীর ঘাটে গেলাম আনিবারে[৮] পানি॥
শ্রীদামেরে সঙ্গে করি নন্দের নন্দন।
আচম্বিতে সেহি ঘাটে দিল দরশন॥
গৌরব না রাখে তাতে[৯] দুরন্ত[১০] কানাই। (৩৯৫০)
মহোদারে বিহা দিলা শ্রীদামের ঠাঞি॥
এতেকে হইল ব্যাজ কহিলু কারণ[১১]।
শুনিয়া দারুণ বুঢ়ী মানিল মরণ॥
বিরস-বদনে বোলে কাঁপাইয়া মাথা।
"আমাকে ভাঁড়িতে বধূ রচিয়াছ কথা॥ (৩৯৫৫)
তোরে কি বোলিব—মোর বিধি হৈছে বক্র।
আমি কি না জানি এ সকল তোর চক্র॥

---

* ইহার পরে কেবল ক-পুথিতে শ্রীরাধার বংশীর প্রতি আক্ষেপ ও বিরহোৎকণ্ঠা বিষয়ক কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত পয়ার ও গীত আছে, তাহা পরিশিষ্টের ১১ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল।

(১) 'ঘরে' গ; (২) 'সখীগণ' ঘ; (৩) 'রূপ' গ; (৪) 'গৃহে চল' গ; (৫) 'জননীর তথা আর' ঘ; 'মায়ের নিকটে তুমি' গ;

(৬) 'নিজালয়' ঘ; (৭) 'রাধিকা কামিনী' গ; (৮) 'ভরিবারে' গ; (৯) 'তথা' ঘ; (১০) 'নন্দের' গ; (১১) "এতেকে ইত্যাদি শ্লোক, গীত ও উহার পরবর্ত্তী পয়ারের পরিবর্ত্তে খ, গ ও ঘ-পুথির সংক্ষিপ্ত পাঠ, যথা—

এই হেতু ব্যাজ হৈল কহিলু সকল।
বিবাহ অন্তরে তবে আনিলাম জল॥"
রাধার বচন শুনি বুঢ়ীর হৈল কোপ।
"কেনে হেন নন্দ-সুতে করিল বিরূপ॥
পাটেত নৃপতি কংস মথুরা-নগর।
বিসদৃশ কার্য্য করে না বাসয়ে ডর॥"
এই মতে দুষ্ট বুঢ়ী ভাবিয়া চিন্তিয়া।
পূর্ব্ব অনুরূপে বুঢ়ী শয়ন করে গিয়া॥

ভাইরে করাইলা বিহা করিয়া প্রবন্ধ।
না জানি না বুঝি আমি তোর মনের অন্ত ॥
তুমি হেন পুত্র-বধূ অভাগ্যে সে যোড়ে। (৩৯৬০)
তুমি কম্ম বিকর্ম্ম আমার মুখ পোড়ে ॥
সে দুঃখ মনেত ভাবি রৈলু ক্ষেমা দিয়া।
মোকে না জানায়্যা মোর ঝিকে দিলা বিহা ॥
কানুর সঙ্গে গোপতে এ সব কথা কৈয়া।
জল আনিবারে গেলা মহোদারে লৈয়া ॥ (৩৯৬৫)
তোমার ভাইকে ডাকি করিলা মন্ত্রণা।
মিথ্যা কৈয়া কেনে দেহ আমাকে যন্ত্রণা ॥”

গান-ছন্দ নাগুদা কাফি।

বুঢ়ী বোলে “পুত্র-বধূ বুঝিলু বেভার।
মিথ্যা কথা সিঁচা পানি রহে কত-বার ॥
ব্রজ-কুলে শিরোমণি বৃখভানুর ঝী। (৩৯৭০)
তোমার এমত হৈল—জীবার সে জী ॥
অবসতি আপনে—পরের ঘর ভাঙ্গ।
গলায়ে কলসী বান্ধি মর গিয়া গাঙ্গ ॥
না ভাবিলা পরিণাম না হইব শুভ।
এ রূপ-যৌবন-লীলা দেবে করে লোভ ॥ (৩৯৭৫)
মুনির মানস হরে কটাক্ষে তোমার।
তোর অনুরূপ নাকি নন্দের কুমার ॥
ভাল মন্দ না বুঝ আপনে শিশু-মতি।
না জান আপনা পর কারে বোলে পতি ॥
আপনে কলঙ্কী—কলঙ্কী তারে কৈলা। (৩৯৮০)
মোর পুত্র ঘরে আইলে দূঢ় তুমি মৈলা ॥
ঝী বহু নাহি কার গোকুল-সমাজে।
তোমার বিকর্ম্মে বধূ আমি মরি লাজে ॥”
রাধা বোলে—“এ সকল দৈবের অধীন।”
উচিত ( ) বোলে ভবানন্দ দীন ॥ (৩৯৮৫)

রাগ তথা।

“মরে না গ দারুণ বুঢ়ী নিতি বাঝায় কৈল।
কত-দিনে গরব-শোগী যাবে ঘরের শৈল ॥
ভাল-মন্দ হয় যার গোকুল-নগরে।
শুনিতে দারুণ বুঢ়ী ফিরে ঘরে ঘরে ॥
দেশের নিছনি যায় বুঢ়ী যদি মরে। (৩৯৯০)
যমেহ না লেয় বুঢ়ী কোন্দলের ডরে ॥
মুখ পোড়া গেল তেহু মুখে আইসে রাও।
উভা হইতে কাঁপে বুঢ়ীর চারি হাত-পাও ॥
হাস্য-পরিহাস্যে বুঢ়ী কোন্দাল বাঝায়।
বুঢ়ী জীতে কামিনীর কণ্টক না যায় ॥ (৩৯৯৫)
মুঞি জানি মরিব বুঢ়ী মুখ পোড়া গিয়া।
মৈলেহ না মরে বুঢ়ী এখন আছে জিয়া ॥
পাইলে খানিক কথা বাঢ়াইয়া কয়।
বুঢ়ী জীতে এ দেশে বসতি ভাল নয় ॥”
কহে দীন ভবানন্দে বুঢ়ীর অশুভ। (৪০০০)
হইব তোমার বশ কোন অনুরূপ ॥

পদ-বন্ধ।

এহি মতে আক্ষেপ করিলা যদি রাধা।
মধুর-বচনে বোলে সুন্দরী মহোদা ॥
“পূর্ব্বাপর তোমাতে কহিছি নিবেদন।
না লৈবা মায়ের দোষ আমার কারণ ॥ (৪০০৫)
আমার কপালে যে আছিল মন্দ-ভাল।
ভাই আইলে দূর হৈব সকল জঞ্জাল ॥”

[শ্রীমতীর ও শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস*]

এহি মতে দুই-জন আছে আঙ্গিনাতে।
গোষ্ঠ-ক্রীড়া করি কৃষ্ণ আইসে সেহি পথে ॥

* খ, গ ও ঘ-পুথিতে ‘শ্রীরাধার আক্ষেপ’ ইত্যাদি লীলা-গুলির পূর্ব্বেই এই লীলাটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত পুথিগুলিতে ‘গঙ্গার মর্ত্ত্যে প্রচার-কথন’ পরিচ্ছেদের শেষে ইহার সূত্র-পাত করা হইয়াছে; [৫ সংখ্যক পাঠান্তর দ্রষ্টব্য]

গোধূলি-সময় কৃষ্ণ ধেনু বৎস সঙ্গে। (৪০১০)
শিশু সব পাছে করি আগে ধায় রঙ্গে ॥
হেন কালে দেখি তবে রাধা রসবতী।
ছিদ্র পাইয়া কহে বিবরণ যত-ইতি ॥
শাশুড়ী বোলিছে যত কহিল সকল।
শুনি রসময় কাহ্নু হাসিয়া বিকল ॥ (৪০১৫)
পুনরপি বোলে রাধা কানুর বিদিত।
"আজি মোর ঘরে না আসিহ কদাচিৎ ॥
অবশ্য যাইবা তুমি শ্রীমতীর ঘরে।
আসিবার কালে মাত্র বোলাইও মোরে ॥"
এহি বোলি মেলানি মাগিলা রসবতী। (৪০২০)
শুনি সে নাগর কাহ্নু হরষিত-মতি ॥
গো-গৃহে বান্ধিলা নিয়া সকল গোধন।
যশোদার স্তন্য-পান করে নারায়ণ ॥
সর দধি লবনী খায় ঘনাবর্ত্ত ক্ষীর।
খাইয়া শয়ন কৈলা শীতল মন্দির ॥ (৪০২৫)
তিলার্দ্ধেক নিদ্রা গিয়া জননীর কাছে।
শ্রীমতীর অন্তঃপুরে গেলা তার পাছে ॥
মধুপুরে যদুসেন গিছে কর লৈয়া।
মন্দিরে শ্রীমতী আছে একাকিনী হৈয়া ॥
তাহাতে নাগর কাহ্নু করে নাগরালি[১]। (৪০৩০)
পুষ্পিত কাননে যেন মধু পীয়ে অলি ॥
সহজেহি রসবতী সুন্দরী শ্রীমতী।
রসজ্ঞের সঙ্গে যেন বশ হৈল অতি ॥
বিরলে বিহার দুইয়ে কৈলা নানা মতে।
কিছু রাত্র থাকিতে আইলা তথা হৈতে ॥ (৪০৩৫)
রাধার শয়ন-ঘরে গেলা যদু-পতি।
প্রকাশিত হৈল ঘর জাগে রসবতী ॥
পরিমল-গন্ধ পাইয়া বোলে চন্দ্র-মুখী।
"শ্রীমতীর প্রাণনাথ এথা আইলা নাকি ॥"
রাধা যদি এমত কহিলা মৃদু-ভাষে। (৪০৪০)
গায়ে হাত দিয়া কাহ্নু খলখলি হাসে ॥
আঁচল ঘুচাইয়া চাহে গায়ে হাত দিতে।
তবে চন্দ্র-মুখী বোলে হাসিতে হাসিতে ॥

রাগ আহীর[২]।

"শ্যাম নাগর—
স্বরূপে কহ কথা শুনি।[৩] (৪০৪৫)
কাহার মন্দিরে আজি গোঙাইলা[৪] রজনী ॥ ধ্রু।
আউলাঞা[৫] মোহন-চূড়া[৬] পড়িয়াছে উরে।
নিকটে না আইস[৭] বন্ধু না ছুইও মোরে ॥

---

(১) "তাহাতে" ইত্যাদি সাতটী শ্লোকের পরিবর্ত্তে খ, গ, ঘ-পুথির পাঠ, যথা—

"মনে ভাবি গোপীনাথ চলিলা সত্বর।
অবিলম্বে মিলে গিয়া শ্রীমতীর ঘর ॥
কেলি-কলা-কুতুহলে নিশি অবসান।
কিঞ্চিত থাকিতে নিশি চলে ভগবান ॥
(আসিলা শ্রীকৃষ্ণ তবে রাধিকার ঘর।
নিকুঞ্জ-মন্দিরে আছে রাধা একেশ্বর ॥
মনে মনে চিন্তে রাধা বাজ্ঞ দেখি তান।
শ্রীমতীর ঘরে কিম্বা রৈলা ভগবান ॥ ঘ-পুথি)
চক্ষু মেলি সুন্দরী দেখিল হেন কালে।
কাহ্নুর শরীর তেজে ঘর খানি জ্বলে ॥
('ঘর দীপ্তি করে" গ-পুথি)
পরিমল-গন্ধ পাইয়া চিন্তিল যুবতি।
জানিলাম আসিয়াছে শ্রীমতির পতি ॥
হাসিয়া সুন্দরী রাধা বোলে বার-বার।
"এথা কেনে আসিয়াছ কি কার্য্য তোমার ॥"
নিজ-পতি নাহি ঘরে আছি একেশ্বর।
উচিত যাইতে তুমি শ্রীমতীর ঘর ॥
যামিনী হইল শেষ উদয় হৈল ভানু।
ঘরেত চলিয়া যাও নিদারুণ-কানু ॥'
('না রহিও কানু 'গ) ॥

(২) 'সুহি রাগ' ক; (৩) 'বন্ধু শ্যাম নাগর রসের সাগর কহ কহ শুনি' খ, ঘ; (৪) 'বঞ্চিলা' ক, খ; 'পোহাইলা' গ; (৫) 'খসিয়া' ক; (৬) 'বিনদ চূড়া' ক; 'মাথার চূড়া' খ; (৭) 'বইস' ঘ।

কহ কহ প্রাণ-বন্ধু পরিহরি লাজ।
সহজে বেকত হৈল[১] রমণী[২]-সমাজ ॥ (৪০৫০)
সকল তোমার বশ যত গোয়ালিনী
দারুণ শাশুড়ী বোলে রাধা কলঙ্কিনী[৩] ॥
ভাবিতে প্যাঞ্জর শোষে তনু হয় ক্ষীণ।
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ আহীর।

"বন্ধু কানাই — (৪০৫৫)
কহ নিশি কোথাতে আছিলা[৪]।
রতির আবেশ[৫] লাগি কোথা হে আছিলা জাগি[৬]
তিল-আধ ত না ঘুমাইলা[৭] ॥ ধ্রু।
নীল কমল[৮] আঁখি আলসে মুদ্রিত[৯] দেখি
কালা হৈছে[১০] অরুণ অধর। (৪০৬০)
কেমন সুগন্ধি[১১] রামা বিনে সিনানে[১২] তোমা
পাঠাইয়া দিছে মোর ঘর ॥
তুমি সে পরশ-মণি কেমন রমণী ধনি
কত পুণ্যে পাইয়াছিল লাগ।
পরাণ-বন্ধুয়া বলি হৃদয় উপরে তুলি[১৩] (৪০৬৫)
অঙ্গে দিছে কঙ্কণের দাগ ॥

মালতীর মালা ছিঁড়া খসিছে মোহন[১৪] চূড়া
কেনে থাক এমত[১৫] বিভোল।
যুবতী নারীর সঙ্গে যে ঘরে আছিলা রঙ্গে
তাথে বা[১৬] পড়িছে কত ফুল ॥ (৪০৭০)
বিলম্ব না কর চল নিশি অবসান হৈল[১৭]
রহিলে নাহিক[১৮] কিছু কাজ।"
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
মিছা-কাজে[১৯] কেনে দেও লাজ ॥

পদ-বন্ধ।

রাধার বচনে কাহ্নু করে পরিহার[২০]। (৪০৭৫)
বিস্তর[২১] করয়ে যত্ন ভুঞ্জিতে শৃঙ্গার ॥
"জানিলু সুন্দরি তোর জ্ঞান হৈছে লোপ।
আগে করিয়াছ[২২] আজ্ঞা পাছে কর কোপ ॥
তোর সম কপটী রমণী নাই কেহ[২৩]।
প্রথমে ঘটাইয়া কার্য্য পাছে লজ্জা দেহ[২৪] ॥ (৪০৮০)
মহোদার সঙ্গে তুমি ঘটাইয়া সুরতি।
পরিণামে নানা-মতে ভৎসিলা যুবতি ॥
তবে শ্রীমতীর সঙ্গে আপনে ঘটাইয়া।
ভাণ্ডহ অখনে আমা[২৫] কুপিত হইয়া ॥
পুনর্ব্বার কহ যদি আমার গোচর। (৪০৮৫)
প্রাণ-বধ দিমু প্রিয়া তোমার উপর ॥
কৃপা কর প্রাণেশ্বরি চরণেত লাগোঁ।
সুরতি-শৃঙ্গার[২৬] দেহ— এই বর মাগোঁ ॥"

---

(১) 'হৈব' খ; 'কৈলা' ঘ; (২) 'গোকুল' ঘ; (৩) 'দারুণ শাশুড়ীর বোলে মোরে কৈলা কলঙ্কিনী "ঘ; 'দারুণ শাশুড়ী মোরে বোলে কলঙ্কিনী' ॥ ক, খ;
(৪) 'কহ নিশি কোথায় আছিলা রে পরাণ-বন্ধু
কহ নিশি কোথায় আছিলা।' ক;
(৫) 'আলস' খ, ঘ; (৬) 'যে ঘরে আছিলা জাগি' ক; (৭) 'তিল-আধ কেনে না ঘুমাইলা ক, খ; 'রতির আবেশ' ইত্যাদি দুইটী চরণের স্থলে—
'রতি-রস-আলাপনে কোথাতে জাগিলা ॥' গ;
(৮) 'ইন্দীবর' ক; (৯) 'অরুণ' ক, খ; 'অঞ্চল লোহিত' ঘ; (১০) 'কালা হৈছে' স্থলে 'হইয়াছে' ঘ; (১১) 'কুমতি' ক, খ, ঘ; (১২) 'স্নানে' ক; গ, ঘ; (১৩) 'হিয়ার মাঝারে তুলি' খ; 'হৃদয়ে তুলিয়া ধরি' ঘ;

(১৪) 'বিনদ' ঘ; (১৫) 'সে দরে' গ; (১৬) 'তাহাতে' ঘ; (১৭) 'ভেল' ক, খ, ঘ; (১৮) 'রহিয়াছে নাহি' ক, খ; (১৯) 'মিথ্যা ভাবে' ক, খ, ঘ; (২০) 'রাধার বচন' ইত্যাদি পয়ার ও গীতের পরিবর্ত্তে ক-পুথির পাঠান্তর পরিশিষ্টের ১২ সংখ্যক পাঠ-ভেদে দ্রষ্টব্য। (২১) 'অনেক গ; (২২) 'আপনে করিয়া' গ; (২৩) 'আর' গ; (২৪) 'আপনে ঘটাইয়া কার্য্য দেও লজ্জা-ভার ॥' গ; (২৫) 'নানা মতে ভর্ৎসিলা যে' ঘ; (২৬) 'হাসিয়া মেলানি' গ।

গোবিন্দের বাক্য শুনি রাধিকা সুন্দরী।
প্রণাম করিয়া বোলে চরণেত ধরি ॥ (৪০৯০)
"যদি মন হৈল তোমার কৌতুক করিতে।
মনোরথ পূর্ণ করি যাও এথা হৈতে ॥"
সত্যবতী-সুত-ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সংক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে। (৪০৯৫)
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

আহীর রাগ।

প্রভাত-সময় রতি ভুঞ্জয়ে কৌতুকে।
কামেত মজাইয়া মন হরষিতে চুম্বন[১]
ভেদ নাহি অঙ্গে আর মুখে ॥
রাধিকা কমল-কলি কাহ্নু হেন[২] মত্ত অলি (৪১০০)
আঁখি-যুগ অরুণ-সমান।
পৃষ্ঠে পদ্ম এক সাথ[৩] পূর্ণ মকরন্দ তাথ
মধুকরে মধু করে-পান ॥
রসিক নাগর যদু মত্ত হৈয়া পীয়ে মধু
অস্ত-গিরি যায় হিম-করে[৪]। (৪১০৫)
যুবতী সন্তোষ হৈয়া ভুজ-লতা গলে দিয়া
প্রেমে রাখে[৫] হৃদয়-উপরে ॥
দোহাঁর মদন-রঙ্গে ছিদ্র নাহি দুহুঁ-অঙ্গে[৬]
নায়ক নায়িকা কাম-বশ।
পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শৃঙ্গারে বিভোল তান[৭] (৪১১০)
আবেশে গলিত হৈল রস ॥
রমণ তেজিতে[৮] কাহ্নু পূরবে[৯] উদিত ভানু
রাধা বোলে রৈছ[১০] কোন মুখে।
ভকতি-মুকতি[১১]-হীন কহে ভবানন্দ দীন
কি বলিব যদি দেখে লোকে ॥ (৪১১৫)

পদ-বন্ধ[১২]।

কাহ্নু বোলে সুবদনি পরিহর রোষ।
দান দিয়া কটু বোল—এই বড়[১৩] দোষ ॥
পূর্ব্বে এক রাজা ছিল চন্দ্রসেন নাম[১৪]।
দানে অকাতর রাজা গুণে অনুপাম ॥
সুবর্ণের যত মণি-মাণিক্য দোসর। (৪১২০)
করিল অনেক দান হৈয়া অকাতর ॥
একখানি দোন তার আছিল প্রধান।
মধুর-বচনে রাজা না করিল দান ॥
মৃত্যু হৈলে গন্ধর্ব্ব-লোকেত হৈল গতি।
গন্ধমাদনে হৈল গন্ধর্ব্বের পতি ॥ (৪১২৫)
দানের কারণে হইল সুবর্ণের কায় ॥
মুখ খানা হৈল তার শূকরের প্রায় ॥
স্বরূপ কহিতে প্রিয়া না করিও রোষ।
দান দিয়া কটু বোল—এই মাত্র দোষ ॥
হাসিয়া হাসিয়া তবে বোলে যদু-মণি[১৫]। (৪১৩০)
ঘরে যাইতে অঙ্গীকার কর সুবদনি ॥"

(১) 'কামে মজিল রস, চুম্বনে করিঞা বশ' ঘ; (২) 'তাতে' গ; (৩) 'দৃষ্টে পদ্ময়াপাত্ত'(?)ঘ; (৪) 'অস্তগিরি যাইসে দিনকরে' ঘ; 'হেমকর গিরি আচ্ছাদিলা' গ; (৫) 'বহিলেক' গ; (৬) 'মোহন মদন রঙ্গে, মিশামিশি শ্যাম অঙ্গে, ভোগ করয়ে প্রেম-রস।' গ; (৭) 'অঙ্গ পূরিলা তান' গ; (৮) 'শৃঙ্গার করিলা' ঘ; (৯) 'পূবে' গ; 'আকাশে' ঘ; (১০) 'বৈস' ঘ; (১১) 'মতি' গ; (১২) এই পয়ারের পূর্ব্বে খ, গ ও ঘ-পুথিতে আরও একটি গীত আছে; উহার পাঠ কিছু বিকৃত এবং গীতটি প্রক্ষিপ্তের লক্ষণাক্রান্ত। পরিশিষ্টের ১৩ সংখ্যক পাঠান্তরে উক্ত গীতের সংশোধিত পাঠ প্রদর্শিত হইল। (১৩) 'মাত্র' ঘ; (১৪)'পূর্ব্বে এক' ইত্যাদি ছয়টী শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। ক, খ-পুথির পাঠের অর্থ প্রায় এইরূপ—তাবার কিছু প্রভেদ আছে।

(১৫) 'রাধাকে সম্ভাষি তবে নিজ গৃহে গেলা।
বিধি-ব্যবহিত মতে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা ॥' ক;

প্রণাম করিয়া রাধা বন্দিল চরণ ॥
মায়া[1] করি ঘরে যায় দেব নারায়ণ ॥
লক্ষিতে না পারে কেহ প্রভুর কপটে[2]।
অবিলম্বে মিলে গিয়া মায়ের নিকটে ॥ (৪১৩৫)
মায়েকে বালক-রূপ দেখায়্যা ভগবান।
যশোদার স্তন্যামৃত করিলেক পান ॥
প্রভাতে চৈতন্য পাইয়া নন্দের কাহ্নাই[3]।
ধেনু দুহি দুগ্ধ আনি দিল মায়ের ঠাঞি ॥
সকল বালক সঙ্গে লইয়া গো-ধেনু। (৪১৪০)
লবনী খাইয়া বনে চলে রাম-কানু ॥
নাচিতে গাহিতে সব হরষিত-মনে[4]।
শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া আইসে বৃন্দাবনে ॥

[ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে শ্রীরাধার আক্ষেপ।]

প্রাতঃকালে রাধা আর মহোদা সুন্দরী[5]।
সম্পাটিলা গৃহ-কর্ম্ম অতি শীঘ্র করি ॥ (৪১৪৫)
দুই-জনে বিরলে কহন্তি নানা কথা।
হেন কালে শ্রীমতী আসিয়া মিলে তথা ॥
তবে তিন-জনে করে প্রেম-সম্ভাষণ।
অন্যে-অন্যে কহন্তি নিশির বিবরণ ॥
শ্রীমতী বোলয়ে "সই তোমার কারণ। (৪১৫০)
ভেটিলু নাগর কাহ্নু সাফল্য জীবন ॥"
রাধা বোলে "প্রাণ-সই মোকে করি হেলা।
অনাথী করিয়া নাথ তুমি লৈয়া গেলা ॥"
এহি মতে হাস্য-পরিহাস্য করি ছলে।
কাঁধে কুম্ভ করি যায় যমুনার জলে। (৪১৫৫)
হেন কালে কাহ্নু তারে রাজ-পথে পায়্যা।
তরু-মূলে লৈয়া যায় আঁচলে ধরিয়া ॥
লণ্ড-ভণ্ড হৈল যত অভরণ বেশ।
ছিড়িল গলার হার আকুলিত কেশ ॥
রসে মজি রসবতী রস-সুভাষিত। (৪১৬০)
"পরিহর" করি বোলে "ইকি বিপরীত" ॥

গান-ছন্দ।

'আরে মোর কালা রে—
না ছুইও না ছুইও রাধার অঙ্গ।
একে ত অবলা আমি গঞ্জাবরা-খান তুমি
পরশিয়া না কর কলঙ্ক ॥ ধ্রু। (৪১৬৫)
কালা গোরায় নাহি সাজে ভজিমু কেমন কাজে
আরে তুমি ললিত ত্রিভঙ্গ।
বনে থাক ধেনু রাখ গায়ে ত আগর মাখ
যুবতী পাইয়া এত রঙ্গ ॥
আমি গরবিত একে, যদি আসি কেহ দেখে (৪১৭০)
তোমার আমার মান-ভঙ্গ ॥
সকল নাগরী-লোকে চুণ কালি দিব মুখে
না যুয়ায় তুমি আমি সঙ্গ ॥
শাশুড়ী পরাণের বৈরী এ কথা শুনিব করি
সদা মোর মনের আতঙ্ক।"
দীন ভবানন্দে কয় মদে যদি মত্ত হয় (৪১৭৫)
অঙ্কুশ না মানয়ে মাতঙ্গ ॥

পদ-বন্ধ।

এহি মতে রাধা যদি কহিলা বচন[6]।
শুনি খলখলি হাসে নন্দের নন্দন ॥

(১) 'মেলা' গ; (২) 'লক্ষিতে' ইত্যাদি শ্লোক ক, খ ও গ পুথিতে নাই। (৩) 'প্রভাতে' ইত্যাদি শ্লোক ক, খ ও গ পুথিতে নাই। (৪) 'নাচিতে' ইত্যাদি শ্লোক ক, খ ও গ পুথিতে নাই। (৫) এই লীলাটী গ ও ঘ-পুথিতে নাই; ক পুথি হইতে সকলিত হইল। গ ও ঘ-পুথিতে শ্রীমতীর সহিত বিলাসের পরেই বংশী-হরণ লীলা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(৬) 'এহি মতে' ইত্যাদি ছয়টী শ্লোক খ-পুথিতে নাই; এই পরিচ্ছেদের মাত্র 'হের রে কল্প-তরু' ইত্যাদি পরবর্ত্তী গীতটী খ-পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। পরিশিষ্টের ২১ সংখ্যক পাঠান্তরে উক্ত ঘ-পুথির একটা প্রক্ষিপ্ত

বিবিধ বিধানে রতি মন্মথ-তরঙ্গে।
তরু-লতা-অভেদ হইল অঙ্গে-অঙ্গে ॥ (৪১৮০)
রস পীয়া মত্ত হৈয়া তবে কৈলা মায়া।
কদম্ব-ডালে ত কাহ্নু রৈলা লুকাইয়া ॥
দেখিতে না দেখে রূপ রাধা আকুলিত।
তরু-ডালে থাকি বাঁশী বায় সুললিত ॥
"রাধা" "রাধা" বোলি ডাকে মুরলী-সন্ধানে ।(৪১৮৫)
রূপ নাহি দেখে রাধা—ধন্দ বাঁশীর সানে ॥
নাম ধরি ডাকে বাঁশী রূপ নাহি দেখি।
কদম্ব-তরুকে কিছু বোলে চন্দ্র-মুখী ॥

নাগুদা খোলতা মালসী।

"হের রে কদম্ব তরু—
তুমি নি পাইছ শ্যাম-রায়। (৪১৯০)
তোমার ডালে ত থাকি[১] মোর নাম ধরি ডাকি[২]
নিরবধি বাঁশীটী বাজায়[৩] ॥ ধ্রু।
বসাইয়া আপন-ডালে আপন-ফুলের মালে
রেণুয়ে ভরিয়া তনুখানি।
নবীন পল্লব সনে তোমার কলিকা-খানে[৪] (৪১৯৫)
অবলা কি হইব মানিনী[৫] ॥*
পরিহরি খগ-বর তোমাতে মুরলী-ধর
পদ-ধূলি লাগে তোমার গায়।
যখন বৈসয়ে মূলে শীতল ছায়ায় ভুলে[৬]
ভাগ্য তোর কহনে না যায়[৭] ॥ (৪২০০)
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা হৈয়া অধরে মুরলি থুইয়া[৮]
সদায়ে হেলান দিয়া থাকে।"
কহে ভবানন্দ দীন "রাধা সে হইল ভীন
কৃপা বড় করিল তোমাকে ॥"

পুনশ্চ রাগ সায়র।

"এমত না জানি রে বন্ধু—এমত না জানি। (৪২০৫)
দেখিতে না দেখি যেন মৃগ ব্যাধ-খানি ॥ ধ্রু।
মোর নাম ধরি বাঁশী নিরবধি ডাকে।
তবে কি না দেহ দেখা—যদি মনে থাকে ॥
না জানি কি হৈত হয়—যদি হৈতা গোরা।
কালা হৈয়া প্রাণ নৈল কাঁচা-ননী-চোরা ॥ (৪২১০)
বাঁশী নয় বাঁশী নয়—মন-মোহনিয়া।
পাষাণ দরবে যার সুনাদ শুনিয়া ॥"
নখ-মণি-নিছনি দাস ভবানন্দ দীন।
জীবন যৌবন হৈল কালার অধীন ॥

রাগ নাগুদা কাফি।

"মুই না পাইলু যোড়া। (৪২১৫)
ঘরে বাইরে সুখ নাহি—কালার ভাবে পোড়া ॥ধ্রু।
এত পোড়ায় পুড়িব যারে তার কিবা সুখ।
বান্ধা-নারী কি জানে প্রসূতা-নারীর দুখ ॥
বাহিরে ভিতরে তনু হইল জর্জ্জর।
মনের আগুনি কি হয় না জানি—কলঙ্ক হইল
মোর ॥ (৪২২০)
ঘরে পোড়ে গুরু-জনে বাইরে পোড়ে কালা।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে দারুণ প্রেমের জ্বালা ॥

---

* পালায় এই গীতের যে রূপান্তর ('কদম্ব-তরু হে' ইত্যাদি) পাওয়া গিয়াছে, উহা খ-পুথির পাঠের প্রায় অনুরূপ বটে। (১) 'বসি' খ; (২) 'রাধা রাধা বোলে বাঁশী' খ; (৩) 'তোর ভাগ্য কহন না যায় ॥' খ; (৪) 'হেন জনের সখা আছে, আসিতে সে জনের কাছে' ঘ; (৫) 'আমি তারে কি কৈব মানিনী' খ; (৬) 'যখন বৈসাও ডালে, তপন বাদিয়ে তোলে' খ; (৭) 'নিরবধি বাঁশীটী বাজায়' খ।

(৮) 'ত্রিভঙ্গ' ইত্যাদি কলিটীর স্থলে—
'পত্রের সহিতে ফুলে মকর-কুণ্ডল দোলে
মধুকরে মধুপান করে।
কহে ভবানন্দ দীন রাধারে না বাস ভীন
ভাল সে এমত কৃপা তোরে ॥' খ;

জল ভরিতে আইলু পরশ-মাণিক পাইলু
করমের দোষে না লুকায়।”
কহে ভবানন্দ দীন জল বিচারিতে মীন (৪২২৫)
তবে যেন সাগর শুখায়॥

ভাটিয়াল বসন্ত রাগ।

“সঙ্গে মোর কেহ নাহি সকলি দেখি পর।
মায়া ছাড়ি দেহ দেখা চলি যামু ঘর॥ ধ্রু।
যমুনা-নিকুঞ্জ-ঘাটে সুশীতল পানি।
কেহ আইসে কেহ যায় ভাটী আর উজানি॥(৪২৩০)
রাতুল-চরণে মুই পরাণ দিলু ডালি।
শুয়া না থাকিলে যেন পিঞ্জর হয় খালি॥
জীবন-যৌবন মোর জলের যে রেখা।
পড়িয়া রহিব তনু না পাইলে দেখা॥
ই শরীর মিছা—আমি সহজে অধীন।” (৪২৩৫)
“আপনাত দেখ” বোলে ভবানন্দ দীন॥

রাগ মোহন কামোদ।

“নায়র বন্ধু—তুমি নি রে জান
আমি বিষম সঙ্কটে ঘর করি।
কে জানি আসিয়া দেখে এই দুঃখে মরি॥ ধ্রু।
আগুনের উপরে আগুন তাথে আমি থাকি (৪২৪০)
তনু ছাড়ি প্রাণ যাবে—না দেখিব আঁখি॥
কেশের শাঁকু ক্ষুরের ধারে আমার বসতি।
আমি বিনে নারী-কুলে কে আছে অসতী॥
দারুণ শাশুড়ী মোকে আঁখে আঁখে রাখে।
কাতর হরিণ যেন বাঘের কাছে থাকে॥ (৪২৪৫)
সকলে ভরসা মোর রাতুল চরণ।”
কহে দীন ভবানন্দে—না দেখি মরণ॥

রাগ তথা।

“মোর কেহ নাহি বন্ধু—মোর নাহি কেহ।
সঙ্কেতে বাজাহ বাঁশী দেখা সে না দেহ॥ ধ্রু।

গলায়ে গাঁথিয়া দিমু যদি লাগ পাম। (৪২৫০)
দেশে দেশে ভিক্ষা মাগি নাম-গুণ গাম॥
ঝুরিতে ঝুরিতে মুই হইমু যোগিনী।
অবলা-রাধার বন্ধু কে দিল ভাঙ্গিনি॥
উত্তমের বন্ধু তুমি উত্তমেহি জানে।
দীন-বন্ধুর নাম-খানি বেদে সে বাখানে॥ (৪২৫৫)
অত্যন্ত ভরসা ছিল দীন-বন্ধুর নামে।
তরে কেনে লজ্জা বাস ডাকিতে অধমে॥
বিরহে আকুলী প্রেম-সরবর (সরবস ?) তনু।
চঞ্চল চপল মূঢ় দুরাশায়ে মনু॥
বিচ্ছেদে সে আকুলী ঠেকিলু পরিণামে। (৪২৬০)
মৃণাল ভেদিল যেন কমলের দামে॥
কেনাই অঙ্কুশে—মোর নহে নিবারণ।
দরশন-দান মাগোঁ এই সে কারণ॥
অদাতার ধন কিছু নহে ত সঞ্চিত।”
কহে দীন ভবানন্দে মুই বড় বঞ্চিত॥ (৪২৬৫)

রাগ নাওদা কাফি।

“তোর লাগি বেড়াই নাথ তোর লাগি বেড়াই।
তুমি বিনে অন্য জানি—তোমার দোহাই॥ ধ্রু।
দেখিলে সে রহে প্রাণ না দেখি মরিমু।
তুমি বিনে না লয় মনে কি বুদ্ধি করিমু॥
তুমি বহি প্রাণ-নাথ নাহি কেহ আর। (৪২৭০)
তোমাকে তোমার দিতে কি যাবে আমার॥
তোর বাণে মন হালে বিরলে কহিছি।
তোমার তোমারে দিয়া তোমার হইছি॥
সকল তেজিয়া হৈলু তোমার অধীন।”
রাঙ্গা-পদে ছায়া মাগে ভবানন্দ দীন॥ (৪২৭৫)

বিভাষ রাগ।

“আমি আর বোলিব বা কারে।
পিরিতি-কালিয়া-নাগে দংশিল আমারে॥ ধ্রু।

ঘরের বাহির নহি—কুলীনের ঝী।
কে জানি আসিয়া দেখে করিমু বা কী॥
দেখিতে না পাইলে আমি ঝুরিয়া যে মরি।(৪২৮০)
যার লাগি এত করোঁ সেহ প্রাণের বৈরী॥
সমীর না বহে ঘনে—তরু কেনে হালে।
কে মারে কদম্ব মেলি থাকি তরু-ডালে॥”
ভকতি-মুকতি-হীন ভবানন্দে বোলে।
“না দেখিলে শ্যাম-রূপ কি করিব ফুলে॥” (৪২৮৫)

গামট্ট রাগ।

“তোমা বিনে আন নাহি জানি—
রে গুণের নিধি
তোমা বিনে আন নাহি জানি।
দরশন দিয়া রাখ রাধার পরাণী॥ ধ্রু।
কে আছে বেথিত জন কার কাছে যাব। (৪২৯০)
কে দিব কানুরে দান কোথা গেলে পাব॥
হিয়ার মাঝে শ্যামের শেল ফুটিছে মরমে।
শুখানে ডুবিব তোর মনের ভরমে॥
নিকড়িয়া কদম্ব-ফুল কত ফেলি মার।
হোর দেখ চাঁপা-ফুল তাকে দিতে নার॥”*(৪২৯৫)
কহে ত অধম হীন ভবানন্দ দীনে।
“সম্বাদে না জুড়ায় গাও দরশন বিনে॥”

পদ-বন্ধ।

এহি মতে রাধা যদি কহিলা সকল।
শুনি অখিলের পতি হাসিয়া বিকল॥
সুরঙ্গ অধরে ঈষত হৈল হাস। (৪৩০০)
নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র যেন হইল প্রকাশ॥
সে হাস্যে উন্মত হৈল নিকুঞ্জ সকল।
অতিশয় প্রসুজ্জ্বল যমুনার জল॥
প্রসুজ্জ্বল তরু লতা কুসুমাদি যত।
খলখলি হাসে কৃষ্ণ প্রেম-রসে মত্ত॥ (৪৩০৫)

দেখিয়া রাধার মুখ দয়ার ঠাকুর।
হাসিয়া হাসিয়া বোলে বচন মধুর॥
“আগে নিন্দা কৈলা মোরে রাখোয়াল বোলি।
তবে কেনে হৈলা এবে এমত আকুলী॥
হীন জানি পরিত্যাগ করিলা যদাপি। (৪৩১০)
না যুয়ায় আকাঙ্ক্ষা করিতে পুনরপি॥
তুমি গোরা আমি কালা—সর্ব্বথা না শোভে।
কামিনী-সমাজে কুমহিমা রবে লোভে॥
তোমার পতির যোগ্য গোরা যাঁর গাও।
মোর জ্যেষ্ঠ বলরাম—তান তথা যাও॥” (৪৩১৫)
রাধা বোলে “কি বোলিলা—বুঝ পরিণাম।
কেবল পিতার যোগ্য দেখি বলরাম॥
হীন গোয়াল জাতির নহে হেন ধর্ম্ম।
মহত্তর সকলের এহি মত কর্ম্ম॥
হীন-জাতি আমি—হেন কহা অনুচিত। (৪৩২০)
বৃদ্ধ-মুখে শুনিয়াছি কহিতে কুৎসিত॥
কনিষ্ঠের বনিতা লজ্জিল ব্যাস-দেবে।
তান তিন পুত্র দেখ ত্রিভুবনে সেবে॥*
মধ্যম পাণ্ডুর স্ত্রী কুন্তী রূপবতী।
লজ্জিলেক ছয় জনে—তেহু তিনি সতী॥* (৪৩২৫)
অকুমারী-সময়ে লজ্জিলা দিবাকর।
শুনিছি জন্মিল তাতে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
তবে বিহা কৈল পাণ্ডু ই বড় অদ্ভুত।
মৃগ-শাপে তাহান ঔরসে নহে সুত॥
তবে কুন্তী যম ডাকি আনে মন্ত্র-সূত্রে। (৪৩৩০)
প্রথমে লজ্জিল বাপে শেনে লজ্জে পুত্রে॥
শমনের ঔরসে জন্মিল যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্ম হেন বোলে লোকে পবিত্র-শরীর॥
বায়ু পুরন্দরেহ লজ্জিলা ক্রমে ক্রমে।
শুনিয়াছি ভীমার্জ্জুন তাহা হনে জন্মে॥ (৪৩৩৫)
বাপ পুত্র খুড়া ভাই ছোট-ভাইয়ে লজ্জে।
সকল গোষ্ঠীর রতি এক-জনার সঙ্গে॥

শুনিয়াছি কুন্তী যদু-বংশের ঝিয়াড়ী।
তোমা সনে কি সম্বন্ধ বোলিতে না পারি ॥
আপনার অনুসারে কহ হেন কথা। (৪৩৪০)
গোয়াল-জাতির ধর্ম্ম নহে ত সর্ব্বথা ॥
মহত্তরের দোষ হৈলে কেহ নাহি কয়।
মাস-পক্ষ-বিলম্বে সকলি দূর হয় ॥
আমি জানি বলরাম বাপ বৃখভানু।
জনম অবধি হনে পিতৃ হেন মানু ॥ (৪৩৪৫)
একে তোমা হনে পাইলু শত-গুণ লাজ।
দাঁড়াইতে ঠাঞি নাই গোকুল-সমাজ ॥
ভাল-মন্দ কহিলাম মনের সন্তাপে।
কেহ নাকি দেখে আসি—গাও মোর কাঁপে ॥
তরুর বাসনা ছাঁড় পরিহর কোপ। (৪৩৫০)
নয়ান সাফল্য হৌক দেখি শ্যাম-রূপ ॥"
রাধার প্রপঞ্চ-কথা শুনি যদু-পতি।
নিজ বংশ-নিন্দায় যে লজ্জাতুর অতি ॥
তরু-ডাল হঁতে নামি রহিলা তখনে।
বাঁশী হাতে দাঁড়াইলা কদম্ব-হেলনে ॥ (৪৩৫৫)
প্রদক্ষিণ করি রাধা প্রণতি-বন্ধানে।
শ্রীমতীরে দেখাইল অঙ্গুলি-সন্ধানে ॥

রাগ সুহি বেলয়ার।

"দেখ নব-জলধর-অঙ্গ—
দেখ নব-জলধর-অঙ্গ।
হেলন কল্প-তরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥ ধ্রু। (৪৩৬০)
চূড়ার উপরে শোভে ময়ূর-শিখণ্ড।
ঝলমল কুণ্ডল জগমগ গণ্ড ॥
মোহন তিলক ভালে ভাউ-বিভঙ্গ।
কোটি কুসুম-শর হেন তরঙ্গ ॥
অধরে মধুর বাঁশী সঙ্কেতে সুবেশে। (৪৩৬৫)
ঈষদ হাসিতে যেন অমিয়া বরষে ॥

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা পদ-কমল প্রবীণ।"
নখ-মণি-নিছনি ভবানন্দ দীন ॥

নাগুনা রাগ।

"আল বড়ি নাগর কানু
আল বড়ি নাগর কানু। (৪৩৭০)
কালার বরণ নিছিয়া ফেলাইলু
কত ফুল-শর-তনু ॥ ধ্রু।
চূড়ার উপরে ময়ূরে পেখন ধরে
সৌরভে আকুল হৈয়া।
ভ্রমর লাখে-লাখে পড়িয়াছে ঝাঁকে-ঝাঁকে (৪৩৭৫)
কোকিল কুসুম-মত্ত হৈয়া ॥
লবঙ্গ-কুসুম যূথী চম্পক মালতী
শ্রীকণ্ঠে শোভে কদম-হার।
রতনে জড়িত কস্তুরি-শোভিত
মাণিক্য খেচনি তার ॥ (৪৩৮০)
কপালে চন্দন-ইন্দু তছু পরে ফাগ-বিন্দু
রাহু গরাসে চন্দ্র ভানু।"
ভবের পাতকে ভোগী কহে ভবানন্দ রোগী
ঔষধ তাহার কালা কানু ॥

সুহি রাগ।

"তরু-মূলে আল সই কি রূপ নাগর কানু। (৪৩৮৫)
* * * *
চূড়ায়ে কুসুম-গুচ্ছ উপরে মউর-পুচ্ছ
বেড়িয়াছে নব-গুঞ্জ মালে।
লজ্জিত অরুণ ইন্দু কস্তুরি-কুঙ্কুম-বিন্দু
চন্দন আবির শোভে ভালে ॥
অধরে মোহন বাঁশী ঈষদ ভঙ্গিমা হাসি (৪৩৯০)
কটাক্ষে বরিখে কত মধু।
ভুরুর ভঙ্গিমা-ঠানে মরমে পরাণে হানে
দৈবে ঐ না রবে কুল-বধূ ॥

দেখিয়া লাবণ্য-লীলা দরবয়ে দারু শিলা
যতি সতী মাগে রস-দান। (৪৩৯৫)
যমুনা আনন্দ-ভরে ভেটিতে উজান ধরে
কেমনে মানিনীর রবে মান॥
হৃদয় উপরে রাখি নয়ান ভরিয়া দেখি
ইহা লাগি যে হয় হবে পাছে।"
কহে ভবানন্দ দীন "তনু হনে নহে ভীন (৪৪০০)
ভাবিলে আপনাত ঐ আছে॥"

বরাড়ী রাগ।

"খানিক রহ রূপ দেখি রে কানাই
খানিক রহ রূপ দেখি।
এত রূপে গুণ-নিধি তোমা নিরমিল বিধি
বিরলে বসিয়া চাইয়া থাকি॥ধ্রু। (৪৪০৫)
ইন্দু ভালে অদভুত তাহে অদিতির সুত
দুই দিনমণি-সুত-মূলে।
অরুণ-আধের আধ তাহে মুররির নাদ
যাহারে শুনিয়া মন ভুলে॥ *
সম্পূর্ণ সুধার-সিন্ধু মুখানি পূর্ণির ইন্দু (৪৪১০)
কি জানি বরিষে রস কত।
রাম সিন্ধুয়ে পূরি সিন্ধু-সুত পরিহরি
কর-পদে সিন্ধু-সুত এত॥ *
কতেক রসের লোভ ইথে বড় অনুরূপ
খগেন্দ্র ডাকে রসেন্দ্রের সানে॥* (৪৪১৫)
কুন্তীর কিশোর-ছিদ্রে পশিয়া আমার হৃদ্রে
পরাণ ধরিয়া মোর টানে॥
কলাপীর বন্ধু কেশ চূড়া কাম-কলা-বেশ
গোকর্ণ-ঐরির পাখ শোভে।"
ভবানন্দে বোলে "হরি উ রূপ হেরিতে মরি
(৪৪২০)
আপনে ভজিল যার লোভে॥"

পদ-বন্ধ।

এতেক বোলিলা যদি রাধা রসবতী।
হাসিয়া আঁচলে ধরে অখিলের পতি॥
সম্পূর্ণ মানস হৈল দোঁহার সন্তোষ।
শ্রীমতী বোলয়ে "সই ব্যাজ বড় দোষ॥(৪৪২৫)
এ ঘাটে ভরিতে জল কেহ আইসে যদি।
আমি সবের খোঁটা রবে জনম অবধি॥"
শ্রীমতীর বচন শুনিয়া সুবদনী।
কর-যোড় করি তবে মাগিল মেলানি॥

[শ্রীরাধার বিরহোৎকণ্ঠা *]

পদ-বন্ধ।

প্রেম-সম্ভাষণ করি করিলা বিদায়। (৪৪৩০)
স্নান করি জল ভরি তিন-জনে যায়॥
আশ্রম নিকটে গিয়া মিলে তিন-জন।
ঘরে ত যাইতে রাধা না চলে চরণ॥
রম্ভার মঞ্জরী কিবা চিত্রের পুতলী।
বিরহে সুন্দরী রাধা হইলা আকুলী॥ (৪৪৩৫)
কি করিলে কি হইব বুঝিতে না পারে।
ননদী সখীর ঠাঞি বোলে ধীরে ধীরে॥

শ্রীরাগ।

"মুই বড়ি আকুলী গো সই—
মুই বড়ি আকুলী।
প্রেম-জ্বালা(য়) জল হৈল ছিদ্রের কাঁচুলী॥ধ্রু॥*
(৪৪৪০)
তরঙ্গ-কুসুম শর অধর কাম-ধনু।
সরমে অবল কৈল অবলার তনু॥
পরণ-বসন খসে—কেমতে পরিমু।
কলসী না রহে কাঁখে বোল কি করিমু॥

* এই পালাটী খ, গ ও ঘ-পুথিতে নাই; ক-পুথি হইতে সঙ্কলিত হইল।

কি রূপ দেখিলু কেলি-কদম্বের মূলে। (৪৪৪৫)
সেই হনে আকুল চিত্ত—পাও নাহি চলে ॥
বিরহে বিচ্ছেদে রাধা জীবতে হি মরা।"
কহে দীন ভবানন্দে—"ডুবিল প্রেমের ভরা ॥"

রাগ নাওদা কাফি।

"আরে মুই—
জানিলে না যাইতু যমুনার জলে। (৪৪৫০)
যুবতীর সত্য-চোরা ঐ নীপ-মূলে ॥ ধ্রু।
মুই জানোঁ রাহু হেন—কিম্বা মেঘ-মালা।
নিরক্ষিয়া চাহিলু—নাগর চিকণ-কালা ॥
নদী-কূল-তরু ঘন আন্ধার দেখোঁ ঘাটা।
কালা-মুখে ঈষদ-হাসি যেন চান্দের ছটা ॥ (৪৪৫৫)
কি জানি করিত হয়—যদি হৈত গোরা।
কালা হৈয়া প্রাণ নিল কাঁচা-ননী-চোরা ॥"
কহে দীন ভবানন্দে—"কালা সে মাণিক।
হেন রূপ দেখিয়া না ভুলে তার ধিক্ ॥"

পদ-বন্ধ।

এহি মতে ব্যস্ত রাধা হইয়া আকুলী। (৪৪৬০)
শ্রীমতী মহোদা সান্তে ধৈর্য্য হও বোলি ॥
"কেনে সুধামুখী রাধা এমত হইলা।
পরিণাম না দেখিয়া রাজ-পথে রৈলা ॥
যাহার সহিতে যার প্রেম-ভাব থাকে।
লোকাচার ছাড়িয়া সদায়ে নাকি দেখে ॥ (৪৪৬৫)
তুমি কুল-বধূ হও—কুলীনের স্ত্রী।
স্বামী ঘরে আসিলে উত্তর দিবা কী ॥
শিশু হৈতে বাখান করিল লোকে তোমা।
সে মহত্ব রক্ষা হৌক—চিত্তে দেহ ক্ষেমা ॥
সঙ্গ-দোষে অমহিমা এহি ভয় করি। (১৪৭০)
হেন কর্ম্ম কর যেন কলঙ্কে না মরি ॥
গোপতে করহ কর্ম্ম—না করোঁ নিষেধ।
নিশা-কালে পুনরপি হৈবা অবিচ্ছেদ ॥
এতেক ভাবিয়া ধনি চল যাই ঘরে।
ক্ষুধা হৈলে দুই-হস্তে ভোজন কেবা করে ॥" (৪৪৭৫)
ননদী সখীর মুখে শুনি এ সকল।
পুনরপি বোলে ধনি বচন কোমল ॥

গান-ছন্দ।

"কি আল সই—
কানু সে আমার প্রাণ-ধন।
তোমরা যে দুই সখী ঘরে যাও কুল রাখি (৪৪৮০)
বিকাইলু উ রাঙ্গা-চরণ ॥ ধ্রু।
যে হৌক সে হৌক পাছে যে করিমু মনে আছে
যায় যাইব জাতি-কুল।
মিছা পরিজন-আশ ছাড়িমু বসতি-বাস
শ্যাম-রসে হৈয়াছি বিভোল ॥ (৪৪৮৫)
যে লহে যাহার চিতে বাদ-পরিবাদ দিতে
মুখে ত ধরিমু কি ধরাণ।
পতিয়ে ছাড়িব করি সেহি ভয়ে আমি মরি
কানু আমার পরাণের পরাণ ॥
আশ-পড়শী-গণ গুরু গরবিত-জন (৪৪৯০)
মোর দোষে কারে না ধরিব।
যার দোষে পায় যারে আনে কি ঢাকিতে পারে
প্রাণ গেলে লাজে কি করিব ॥
সহজে কলঙ্কী হৈছোঁ গাঁথারের ডালি লৈছোঁ
তোমরা না হৈও তার ভাগী।" (৪৪৯৫)
কহে ভবানন্দ দীন "খাইছি কানুর ঋণ
শুধিবারে চাহি ভিক্ষা মাগি ॥"

পদ-বন্ধ।

এমত বোলিলা যদি চন্দ্র-মুখী রাধা।
শুনি নিশবদ হৈলা শ্রীমতী মহোদা ॥

পরিণাম ভাবি রাধা ধৈর্য্য হৈলা খানি। (৪৫০০)
হংস গমনে যায় সুর্শালা-কামিনী॥
ধীরে ধীরে তিন-জন ঘরে যায় চলি।
হাটিতে না পারে রাধা—চিত্রের পুত্তলী॥
রসের আবেশে রসবতী সে অলসা।
অবলা অবলী হৈলা না বাসে ভরসা॥ (৪৫০৫)

[যশোদার নিকট শ্রীরাধার কৃত্রিম অভিযোগ *]

পদ-বন্ধ।

হেন কালে যশোদা কাঁখেত কুম্ভ করি।
কালিন্দীর ঘাটে যায় ভরিবারে বারি॥
পথে লাগ পাত্তিয়া রাধা পাতিয়া স্ত্রী-কলা।
যশোদার ঠাঞি কহে হইয়া দুর্ব্বলা॥

গান-ছন্দ নাগুদা।

"হের ল যশোদা— (৪৫১০)
শুনিছ নি তোমার ছাওয়ালের বাণী।
কেবা আর এমত বোলে গরবিত জানি॥ ধ্রু।
জল ভরিবারে গেলু যমুনার জলে।
তরু-মূলে থাকি মোরে ধরি নিল বলে॥
আর পরমাঁদ কৈল কৈমু কার ঠাঞি। (৪৫১৫)
হের দেখ গলার হার ছিঁড়িছে কানাই॥
তোমার গৌরবে মুই না বোলিলু দড়।
ছাওয়াল হইয়া হৈল বাটোয়ার বড়॥
দেখিছে কে শুনিছে কে এমত পাগল।
হের দেখ ছিঁড়িয়াছে শাড়ীর আঁচল॥ (৪৫২০)
বল করি নামাইল কাঁখের কলসী।
ভাঙ্গিলে কলঙ্ক হৈত—যে পাড়া-পড়শী॥

* খ, গ ও ঘ-পুথিতে নাই; ক-পুথি হইতে সঙ্কলিত হইল।

কবরী খসাইয়া মোর আউলাইল চিকুর।
হের দেখ মুছিয়াছে শিথের সিন্দুর॥
মিনতি করিয়া কৈলু মুই তোর মামী। (৪৫২৫)
না চিনে না জানে—কি কহিলে হৈব আমি॥
যে দেখে যে শোনে বোলে দোষ যশোদার।"
কহে দীন ভবানন্দে চাতুরী রাধার॥

রাগ তথা।

যশোদা বোলয়ে "রাধা তুঞি বড়ি ভাজন।
আপনার দোষ ঢাকি দোষ অন্য জন॥ (৪৫৩০)
ননীর কোমল তনু দুলালিয়া বাছা।
সে তোমা এমত কৈল—ইহ কথা মিছা॥
নিন্দের আলসে ভাত না খায় জাগিয়া।
মিথ্যা পরিবাদ বোল কিসের লাগিয়া॥
লাস-লাবণ্যে বেড়াও রূপের আগল। (৪৫৩৫)
ঘরে না সুহায় পুত্র তোর লাগি পাগল॥
চাতুরী করহ আরো মিথ্যা কথা কৈয়া।
মায়ের নাইয়র বন্ধু তুঞি গেলে লৈয়া॥
মোর ভাই তোর পতি মধুপুরে গিছে।
আসিলে দেখিবা কৈয়া কানু যে করিছে। (৪৫৪০)
যে জানে করিব যার যত থাকে বল।
যাহ ল নিলজি রাধা এত কর ছল॥"
রসের সায়র কহে দীন ভবানন্দ।
রসে মজি যশোদার রাধার চারু দন্দ॥

পদ-বন্ধ।

গোপতের কথা যদি হৈল জানাজানি। (৪৫৪৫)
লাজে আকুলিত হৈল রাধা সুবদনী॥
এহি মতে দুই-জনে কথা কৈয়া ছলে।
কাঁখে কুম্ভ করি তবে নিজ ঘরে চলে॥
যশোদার চরণ বন্দিয়া চন্দ্র-মুখী।
খঞ্জন-গমনে যায় পরম-কৌতুকী॥ (৪৫৫০)

[আয়ানের গৃহে প্রত্যাগমন ও কৃষ্ণানুগত্য]

পদ-বন্ধ।

জন্মেজয় রাজা বোলে "শুন তপোধন[১]।
মধুপুর হনে কবে আইল আইমন ॥
বাপারে বা কি বোলিল ই সকল শুনি।
সে সকল বিবরণ কহ মহামুনি ॥"
মুনি বোলে "শুন রাজা পরীক্ষিত-সুত। (৪৫৫৫)
জিজ্ঞাসিলী কাব্য-রস বিশেষ অদ্ভুত ॥
নন্দ-আদি গোপ গেছে মথুরা-নগর।
রাজার নিকটে নিয়া ভেটাইলা কর ॥
বসিয়াছে কংস রাজা সভার ভিতর।
হেন কালে আইলা নারদ মুনিবর ॥ (৪৫৬০)
দণ্ড-কমণ্ডুল হাতে জটা-ভার মাথে।
নাচিতে গাহিতে আইলা বীণা করি হাতে ॥
নারদ মুনিকে দেখি উগ্রসেন-সুত।
পাদার্ঘ্য আসন আনি করিল প্রস্তুত ॥
চরণ বন্দিয়া বৈসাইল দিব্যাসনে। (৪৫৬৫)
তবে মুনি কহিলা রাজার বিদ্যমানে ॥
"তোমারে মারিতে হৈল দেবতার চক্র।
ক্ষীরোদ-সাগরে গেলা আগে করি শক্র ॥
স্তবিলা সকল দেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ।
সমর্থিতে চক্র-পাণি তোমার নিধন ॥ (৪৫৭০)
নন্দ-ঘোষ-ঘরে আছে সেহি নারায়ণ।
তোমারে মারিব সেহি কহিলু কথন ॥
মঞ্চ করি নির্জ্জনে থাকিহ কংস-রায়।
দিন-কথ জীবা যদি এহি সে উপায় ॥
যার ঘরে পূর্ণ-ব্রহ্ম তার কর লহ। (৪৫৭৫)
জানিলাম কংস-রাজা তুমি জীবার নহ ॥
চল চল নরপতি না রহ বাহিরে।"
এই বোলি মুনি-বর চলিলা সত্বরে ॥
নন্দ-গোপ আদি করি আছিলেক তথা।
নারদের মুখেত শুনিলা এহি কথা ॥ (৪৫৮০)
তবে রাজা চলি গেলা পুরীর ভিতর।
বিদায় করিয়া নন্দ আইলা নিজ-ঘর ॥
সন্ধ্যা-কালে গোকুলে আসিলা গোপ সব।
ধেনু বৎস লৈয়া গৃহে আইলা মাধব ॥
বন্দিলা বাপের পদ রাম নারায়ণ। (৪৫৮৫)
কোলে করি গোবিন্দেরে দিলেক চুম্বন ॥
আইমন গোয়ালে গেল আপনার ঘর।
আইল দারুণ বুঢ়ী পুত্রের গোচর ॥
আগুনে পুড়িছে মুখ হইছে বিকট।
মাথা কাঁপাইয়া গেল পুত্রের নিকট ॥ (৪৫৯০)
আইমনে লৈল মায়ের চরণের ধূলি।
উচ্চ-স্বরে কান্দে বুঢ়ী "পুত্র" "পুত্র" বোলি ॥
"কি বোলিমু আরে পুত্র—মুখে নাইসে বাও।
আমি কিছু নহি তোর—রাধা তোর মাও ॥
ব্যর্থ-কার্য্যে বিহা কৈলা বৃখভানুর ঝী। (৪৫৯৫)
নাতি-বধূ হৈল রাধা—তুমি তার কী ॥
পুরীর ভিতরে পুত্র কেনে আইস আর।
ভাগিনার বধূ না যুয়ায় দেখিবার ॥"
কান্দিয়া পুত্রের আগে বোলে দুষ্ট বুঢ়ী।
"তোমার বধূর দোষে মোর মুখ পুড়ি ॥ (৪৬০০)
তুমি জান বধূ জানে—তার দুঃখ নাই।
মোর ঝী বিহা দিল তার ভাইয়ের ঠাঞি ॥
কানুরে সহায় করি হেন কর্ম্ম কৈল।
আমি না জানিতে মহোদারে বিহা দিল ॥
পুত্র হৈয়া মোরে যদি না দেও সম্মান। (৪৬০৫)
তবে তোমার বধূ লৈয়া যাহ অন্য-স্থান ॥"

---

(১) 'জন্মেজয়' ইত্যাদি শ্লোক-ত্রয় খ, গ ও ঘ-পুথিতে নাই; ঐ সকল পুথিতে শ্রীদামের সহিত মহোদার পরিণয়-শীর্ষক পালার শেষ-ভাগেই এই পালা সন্নিবেশিত, করা হইয়াছে; পরবর্ত্তী 'দণ্ড-কমণ্ডুল' ইত্যাদি শ্লোকগুলির স্থলেও ঐ পুথিগুলিতে সংক্ষিপ্ত রূপান্তর আছে; উহা পরিশিষ্টের ১৪ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল।

এহি মতে তুষ্ট বুঢ়ী কহিল বিস্তর।
আইমনে শুনিয়া দিলেক প্রত্যুত্তর ॥
"বৃদ্ধ হইলে মাও জ্ঞান হয় হীন।
কৃষ্ণ সনে বাদ কর—অশুভের চীন ॥ (৪৬১০)
অন্তঃপুরে গেলা রাজা ভাঙ্গিয়া দেওয়ান[১]।
নারদে কহিল আসি মনুষ্য নহে কান ॥
যার ভয়ে কংস থাকে মঞ্চের উপরে।
বিরাজেত না বসিল[২] যে জনের ডরে ॥
সাক্ষাতে শুনিছি[৩] মাও মহিমা[৪] তাহার। (৪৬১৫)
বড় বড়[৫] দৈত্য যত করিল সংহার ॥
হেন জনের সঙ্গে বাদ কৈলা কি কারণ।
ভাগ্যে সে রহিছে মাও তোমার জীবন ॥
শ্রীদামেত মহোদার হৈল পরিণয়।
বড় কর্ম্ম করিয়াছে নন্দের তনয় ॥ (৪৬২০)
আমি যাকে অনেক যত্নে করিতে না পাই[৬]।
সেহি কর্ম্ম করিয়াছে নন্দের কানাই ॥
যতেক বিরূপ মাও কহিলা রাধার।
সে সকল ছিদ্র জানি[৭] কি কার্য্য তোমার ॥
রাধার ভাগ্যের সীমা কহিতে না পারি। (৪৬২৫)
সহজে না হয় রাধা মোর যোগ্য নারী ॥
যাহার মহিমা-সীমা অন্যে না জানিছে[৮]।
সেহি নারায়ণ রাধিকার বশ হৈছে ॥
সহজে অজ্ঞান মাও কি বোলিমু আর।
তুমি কি জানিবা মাও মহিমা রাধার ॥" (৪৬৩০)
কৃষ্ণের মহিমা যদি কহিল আইমনে।
শুনিয়া উত্তর বুঢ়ী না দিল তখনে ॥
তবে আইমনে গৃহে আনি শ্রীদামেরে।
তার স্থানে সমর্পণা কৈল মহোদারে ॥ (৪৬৩৫)
পঞ্চ-রত্ন-ব্যবহার কৈল সেহি ক্ষণ।
ভোজন করিতে রাধা করিল রন্ধন[৯] ॥
আনন্দে ভোজন করি আইমনের সঙ্গে।
হাস্য-পরিহাস্য দোঁহে করে নানা রঙ্গে ॥
শ্রীদামে শয়ন কৈলা মহোদারে লৈয়া। (৪৬৪০)
হরিষে সুরতি ভুঞ্জে কৌতুক করিয়া ॥
আইমন শুইল শয্যা করি এক-খানে[১০]
রাধিকা শয়ন কৈল আপনার মনে ॥
হেন কালে তথাতে আসিলা নারায়ণ[১১]।
রাধার সাক্ষাতে আসি দিলা দরশন ॥ (৪৬৪৫)
রোষে মজি রাধা তবে কহিতে লাগিলা।
"স্বামী ঘরে আছে মোর—তে কেনে আসিলা ॥
যদি মোর পতি জানে এহি ব্যবহার।
গোকুল-নগরে মোর রহিব খাঁখার ॥
ক্ষেমা কর মোরে নাথ দেখ পরিণাম। (৪৬৫০)
আজি যদি রহ—হবে বিসদৃশ কাম ॥"

(১) 'অন্তঃপুরে' ইত্যাদি গ-পুথির শ্লোকের স্থলে—
'নারদের মুখে শুনি কৃষ্ণের বাখান।
অভ্যন্তরে গেল কংস ভাঙ্গিয়া দেওয়ান ॥' ক;
'ভাঙ্গিয়া দেওয়ান' স্থলে 'ভয়ে কম্পমান' ক, খ, ঘ; (২) 'বিজারথে নাহি থাকে' ক; 'বিজারতে নাহি থাকে' ঘ; 'নিজ ঘরে নাহি থাকে' গ; নিজ রথে নাহি থাকে' খ; 'বিরাজেত না বসিল' ছ-পুথি। (৩) 'দেখিছি' ক, গ; (৪) 'বিক্রম' ক, গ; (৫) 'মুখ্য মুখ্য' ক; (৭) 'লৈয়া' ক, খ; (৮) 'যাহার মহিমা' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় কেবল ক-পুথিতে আছে।

(৯) 'ভুঞ্জিতে রন্ধন হৈল অন্ন-ব্যঞ্জন ॥' গ;
'ভুঞ্জিতে বিনয়-স্নেহে করিলা রন্ধন ॥' ঘ;
(১০) 'আইমন রাধিকা দুই শুইলা এক-স্থানে।
সাত-পাঁচ করয়ে সুন্দরী রাধার মনে ॥ খ, গ, ঘ;
(১১) 'হেন কালে' ইত্যাদি শ্লোক, পরবর্ত্তী গীত ও পয়ারের পরিবর্ত্তে খ, গ ও ঘ-পুথিতে যে সংক্ষিপ্ত রূপান্তর আছে, উহা পরিশিষ্টের ১৫ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল। ক-পুথির পাঠই এখানে অধিক স্বাভাবিক ও উপাদেয়।

পরিহার করি বোলেঁ। মোকে কর ক্ষেমা।
আজি রাত্রি গেলে কালি না দেখিবা আমা॥"

নাগুদা তুড়ি।

"আঁমারে খাইতে বন্ধু তুমি আসিলা রে
ঘর মোর সতন্তর নহে। (৪৬৫৫)
ভাবিয়া দেখহ মনে আমি অভাগী বিনে
এত জ্বালা কার প্রাণে সহে॥ ধ্রু।
দিবসে তোমারে বন্ধু গোপতে রাখিতে নারেঁ।
কাজল-বরণ খানি ভালা।
নিশিতে তোমারে বন্ধু কেমতে রাখিমু রে (৪৬৬০)
আন্ধিয়ারী হৈলে হয় আলা॥
ননদী আছিল বৈরী তাহারে আপন করি
রসের সায়রে রৈলু ভাসি।
দারুণ শাশুড়ীর দুখ পোড়াইলু চুল-মুখ
হইয়া তোমার নিজ দাসী॥ (৪৬৬৫)
যখনে আসিল পতি অখনে কি হৈব গতি
শাশুড়ী সকল কৈছে আগে।
রৈয়া যায় অল্প নিশি ঘরয়াল চৈল বাসি
সোয়ামী ঘরের মাঝে জাগে॥
পতি মোর আইল ঘরে নাহি জানি কিবা করে
(৪৬৭০)
আপনা রাখিতে যদি পার।"
না দেখিছি ভাল-মন্দ কহে দীন ভবানন্দ
এথা রৈয়া বিলম্ব না কর॥

পদ-বন্ধ।

রাধার মুখেত শুনি কাতর-বচন।
মায়া করি পুছে হরি শ্রীমধু-সূদন॥ (৪৬৭৫)
"আপনে জানিহ দঢ় এহি সমাচার।
আইমনে লৈব প্রাণ তোমার আমার॥

তবে আর এথা আমি রৈতে না যুয়ায়।
তুমি এথা রহ—মোরে দিয়ার বিদায়॥"
এহি মত পরিহাস্য করি নারায়ণ। (৪৬৮০)
খানিক আদেখা হৈলা বুঝিবারে মন॥
আইমনে নাহি জানে এ সব বিশেষ।
অতি বড় যত্ন আসিবারে হৃষীকেশ॥
ব্যাজ দেখি দুঃখী বড় হৈল আইমন।
মায়েকে ভৎসিলা গিয়া সজল-নয়ন॥ (৪৬৮৫)
"বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি দেব-শিরোমণি।
নারদে যাহার গুণ কহিলা বাখানি॥
শুনিয়া নৃপতি কংস কৃষ্ণের বাখান।
অন্তঃপুরে গেল কংস ভয়ে কম্পমান॥
হেন কৃষ্ণ নিন্দা কর—অশুভ তোমার। (৪৬৯০)
মনুষ্য হেন জান নাকি নন্দের কুমার॥
যেমত বিকর্ম্ম মাও করিলা আগে-পাছে।
স্ত্রী-জ্ঞানে তোমার যে প্রাণ রাখিয়াছে॥
রাধার মহিমা আমি কি কহিতে পারি।
লক্ষ্মী-অবতার রাধা—নহে মোর নারী॥ (৪৬৯৫)
শান্তনুর সাম্বিত আছিলা গঙ্গা-দেবী।
তবে নাকি তার স্ত্রী হইলা জাহ্নবী॥
যার পদাম্বু-জ গঙ্গা রাধা তার জায়া।
কেবল রক্ষক আমি—সব মিছা মায়া॥"
আইমন-গোপে যদি কৈল এহি কথা। (৪৭০০)
ভয়ে কম্পমান বুঢ়ী হেট কৈল মাথা॥
তবে আইমন গিয়া রাধার সহিত।
পরিহার-কথা কহে হৈয়া আকুলিত॥
"শুন চন্দ্র-মুখি রাধা মোর নিবেদন।
কত রাত্রি গতে আসিব নারায়ণ॥" (৪৭০৫)
রাধা বোলে—"আমাকে মারিতে তোমার ইচ্ছা।
তোমার মায়ে যত কহে সব কথা মিছা॥
আমি কেবা কানু কেবা—আসিব কি কারণ।
সাক্ষাতে ভাগিনা জান নন্দের নন্দন॥

না জানিয়া কহ কেনে শুনি পর-মুখে। (৪৭১০)
গরল ভক্ষিয়া মুই মরিমু এই দুখে ॥
মিথ্যা-পরিবাদ যদি বোলিবার পার।
ইহা হনে ভাল—যদি প্রাণে মোকে মার ॥"
পুনরপি কর-যোড়ে কহিল আইমন।
"কেনে চন্দ্র-মুখি হৈছ বিরস-বদন ॥ (৪৭১৫)
কপট-প্রপঞ্চে যদি কহি তোমার পাশ।
দিব্য করোঁ—ধর্ম্মে মোকে করৌক বিনাশ ॥
আপনা না জান তুমি—বোল ই লাগিয়া।
লক্ষ্মী-অবতার তুমি আদ্যা মহামায়া ॥
স্মরণ করিয়া দেখ কিবা আগে পাছে। (৪৭২০)
সর্ব্বথা তোমাকে মোর ভাল জ্ঞান আছে ॥
কৃপা কর—সুখে থাকি তোমার প্রসাদে।
আমারে বধিবা নাকি মায়ের অপরাধে ॥
সহজেহি বৃদ্ধা মাও—জ্ঞান হৈছে লোপ।
তান প্রতি শশি-মুখি না করিহ কোপ ॥ (৪৭২৫)
যদি বা আপনে কৃষ্ণ নাইসে কদাচিৎ।
তবে তথা যাইবা—যে তোমার বেথিত ॥
আজি যদি তোমা সঙ্গে নহে সম্মিলন।
নিশ্চয় আমার প্রাণ লৈব নারায়ণ ॥
মোর প্রাণ লৈলে যদি সন্তোষ তোমার। (৪৭৩০)
তবে দৈবে না ভেটিবা নন্দের কুমার ॥"
ছিদ্র পাইয়া বোলে রাধা—"শুন আইমন।
প্রতি-দিন আইসে এথা নন্দের নন্দন ॥
আজি না আসিব বাসি—তোমা দেখি ঘরে।
না জানি ই-রূপে কালি কোন কর্ম্ম করে ॥ (৪৭৩৫)
এই সে মনেতে দুঃখ ভাবি অনুক্ষণ[১]।
বিনে অপরাধে লৈব তোমার জীবন ॥
স্ত্রী-বধ না করে সে যে ধর্ম্ম-শাস্ত্র জানে।
তোমার মায়ের প্রাণ রহে সে কারণে ॥
তোমারে মারিতে তান কিছু নাহি দোষ। (৪৭৪০)
সে পুনি তোমারে জানে কেবল পুরুষ ॥
আজি অবসান হৈল অনেক শর্ব্বরী।
যে হৌক সে হৌক—আমি যাইতে না পারি ॥"
আইমনে বোলে "রাধা করি পরিহার[২]।
কেমতে রহিব প্রাণ—বোল প্রতিকার ॥ (৪৭৪৫)
তুমি যাও যথা আছে নন্দের নন্দন[৩]।
বিশেষিয়া কহ গিয়া মোর নিবেদন ॥
আমার চরিত্র তুমি জান পূর্ব্বাপর।
বেক্ত করি কহ গিয়া গোবিন্দ গোচর ॥
হেলায়ে আমারে যদি বিনাশ যুবতি। (৪৭৫০)
মনুষ্যে বোলিব তুমি বধ কৈলা পতি ॥
যাও যাও যুবতি রহিয়া নাহি কাজ।
বিলম্বে কুপিত কিবা হয় যুবরাজ ॥"
রাধা বোলে—"আজি আমি যাইতে দুষ্কর।
একে-বারে[৪] কেনে হৈলা এমত কাতর ॥ (৪৭৫৫)
গগনে উদিত দেখ পূর্ণ নিশাপতি[৫]।
ভিন্ন জনে দেখে যদি হৈব কোন গতি[৫] ॥"
আইমনে বোলে "রাধা ইঙ্গিত তোমার।
হেলায়ে[৬] লইতে প্রাণ চিন্তিছ[৭] আমার ॥
কৃপা কর সুবদনি—না রহিও এথা। (৪৭৬০)
অবিলম্বে চলি যাও গোবিন্দের তথা ॥
যদি বা করিলা কৃপা—না করিও ব্যাজ।
আমারে বধিলে তোমার হৈব কোন কাজ ॥"

(১) 'এই সে' ইত্যাদ শ্লোক ক, খ-পুথিতে নাই ;

(২) 'ভয় পাইয়া আইক্ষণে করে পরিহার।
আগু-বাড়ি দেই যদি কর অঙ্গীকার ॥' ক

(৩) 'তুমি যাও' ইত্যাদি ৯টী শ্লোক ক-পুথিতে নাই।

(৪) 'অকস্মাত' গ; (২) 'নিশাকর' ঘ, (৫) 'যদি বড়ই দুষ্কর' ঘ ; (৬) 'নিশ্চয়' ঘ ; (৭) 'চিন্তিলা' গ ;

আইমনের বাক্য শুনি রাম্না রসবতী[1]।
গোবিন্দ ভেটিতে তবে চলে শীঘ্র-গতি ॥ (৪৭৬৫)
এ সকল দেখি শুনি দয়ার ঠাকুর[2]।
বুঝিতে রাধার মন হৈলা অগোচর ॥

[আয়ান কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধাকে প্রেরণ]

ধীরে ধীরে যায় রাধা মৃদু হংসী-লীলা।
যার গুণ-রাশিয়ে দ্রবয়ে দারু শিলা ॥
দেখিতে না পারে কৃষ্ণ আছে সন্নিকট। (৪৬৭০)
আলসে অবলা বোলে—"কি হৈল সঙ্কট ॥
কেনে বা অধম ক্ষেণে করিলা গমন।
হেলায়ে হারাইলু নিধি কি হৈব এখন ॥
আসিছিল প্রাণ-নাথ না রৈল খানিক।
কার ঘরে গেল মোর পরশ-মাণিক ॥" (৪৭৭৫)

শ্রীরাগ।

"আরে মোর প্রাণ-বন্ধু কালা রে রতন।
পাইয়া অমূল্য নিধি না কৈলু যতন ॥ ধ্রু।
যে জন চাতুর হয় বৈসাইয়া কয়ে ডুনা।
হেলায়ে হারাইলু মুই নব-রতন সোণা ॥*
আঁচলে বান্ধিতে পড়ে গাঁঠির মাণিক। (৪৭৮০)
অবলার প্রাণ-নাথ না রৈল খানিক ॥
বিরলে রহিতে কৈলু গোপতের পতি।
যৌবন-গরবে ফিরে নিশা-ভাগ রাতি ॥"
কহে মতি-হীন দীন ভবানন্দ দাসে।
তিমিরে না দেখি রূপ আপনার পাশে ॥* (৪৭৮৫)

কর্ণাট রাগ।

"কি ক্ষেণে হইল দেখা শ্যাম-বন্ধুর সনে।
না দেখি পরাণে জীব কি ধবাণে
সাত-পাঁচ করে মনে ॥ ধ্রু ॥
ই ঘরে বসতি আর নিজ পতি
সকল যে তেয়াগিয়া। (৪৭৯০)
অলপ-বয়সে যোগিনী হইমু
তুমি বন্ধুব লাগিয়া ॥
কি জানি কি হৈল গুপতে না রৈল
এখানে আছিল কানু।
আঁখির পলমে হারাইলু ভরমে (৪৭৯৫)
মুই নাকি এমত জানু ॥
ভরসে আছিল আসিয়া না পাইল
নৈরাশা হইল বড়।
গরল-শোগী বোলি কেবা দিল গালি
মরমে লাগিল দড় ॥ (৪৮০০)
কালায়ে গোয়ায়ে প্রেম না যুয়ায়ে
কাজল-বরণ হীন।"
দিয়া দরশন বোলে নারায়ণ
কহে ভবানন্দ দীন ॥

নাগুদা তুড়ি

"আমারে বোল কালা বিনোদিনি (৪৮০৫)
আমারে বোল কালা।
* * * *
কালা কালা করি বোল বিনোদিনি
তাতে কি বোলিতে পারি।
তোমার আমার আইস বিনোদিনি
রূপ যে বদল করি ॥ (৪৮১০)

(১) 'পুনরপি আইমনে করে পরিহার।
হাসিয়া সুন্দরী রাধা দিলা আগুসার ॥' ক;

(২) 'এ সকল' ইত্যাদি শ্লোক ও গীতগুলি খ, গ ও ঘ পুথিতে নাই; সে গুলির স্থলে যে পাঠ আছে, উহা পরিশিষ্টের ১৬ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল। ক-পুথির পাঠই অধিক উপাদেয়।

* এখানে দুই-টী চরণ পাওয়া যায় নাই।

কাজল-বরণ আমাকে দেখিয়া
তুমি যদি মোকে নিন্দ।
তবে কেনে তুমি কালিয়া কাজল
ভুরুর উপরে পিন্ধ ॥
কালা কালা বোলি হের বিনোদিনি (৪৮১৫)
নিরবধি গালি দেস।
আমার অধিক বরণ কাজল
তোমার মাথার কেশ ॥
কালা বিনে গোরা উজল না হয়
কালা সে আঁখির জ্যোতি। (৪৮২০)
কালারে নিন্দিয়া গলায়ে পিন্ধহ
কাজল-বরণ পুতি ॥
কালা বিনে নাকি জীবা বিনোদিনি
ভরমে না বোল জানি।"
ভবানন্দ দীন কালার অধীন (৪৮২৫)
যৌবন—জোয়ারের পানি ॥

পদ-বন্ধ।

এহি মতে কালা-চান্দে কহিল তখন।
শুনি রসবতী রাধা লজ্জিত-বদন ॥
কর-যোড়ে কহে তবে চরণ ভজিয়া।
"বোলিলু গায়ের দুঃখে বিরহে মজিয়া ॥ (৪৮৩০)
ক্ষেণেকে না দেখি যদি রাতুল চরণ।
যুগ-পরিবর্ত্ত মানোঁ জিওতে মরণ ॥
সকলে তোমার পদে ভরসা আমার।
না দেখিলে মনে লহে সকল অসার ॥
সংসার-বাসনা মুই সকল তেজিয়া (৪৮৩৫)
চিত্ত-বিত্ত দড়াইল বিরলে ভজিয়া ॥
তুমি বিনে আর যদি থাকে কথঞ্চিত।
তবে সত্য হৈমু নাথ তোমার বঞ্চিত ॥"
রাধার বচনে কৃষ্ণ হাসিয়া হাসিয়া।
মধুর-বচনে বোলে রহিয়া রহিয়া ॥ (৪৮৪০)

"শুন চন্দ্র-মুখি রাধা বিস্ময় মোর চিত্তে।
স্বামী পরিহরি তুমি আসিলা কেমতে ॥"
রাধা বোলে "তোমার মহিমা সেহি জানে।
যত্ন করি স্বামী মোকে পাঠাইছে আপনে ॥"
গোবিন্দে বোলয়ে "প্রিয়া সে যদি পাঠাইল ॥(৪৮৪৫)
তবে এত বিলম্ব কিসের লাগি হৈল ॥"
কর-যোড়ে বোলে রাধা "শুন প্রাণ-নাথ।
যে লাগি বিলম্ব হৈল কহিয়ে তোমাত ॥"

নাগুদা কাফি।

"কেনে পুছ মোরে বন্ধু—কেনে পুছ মোরে[১]।
গমনে বিরোধ[২] মোরে কৈল শশধরে ॥ (৪৮৫০)
সেহি যে দারুণ বিধু—ক্ষেমা নাহি খানি[৩]।
ভালে সে উচিত ফল দিছে দক্ষ-মুনি ॥
কলঙ্কী হইছে তেহুঁ[৪] মনে নাহি লাজ।
কোন জনে উহাকে বাখানে[৫] দ্বিজ-রাজ ॥
ধরিবারে চাইলু চান্দ—দীঘল নহে বাহু[৬]। (৪৮৫৫)
গিলিয়া উগালে চান্দ দারুণ তেহুঁ রাহু ॥
দারুণ চান্দের তেজে মুই হৈলু ধন্দ[৭]।"
রাধার সম্বাদ কহে দীন ভবানন্দ ॥

---

(১) 'বন্ধু রে বন্ধু কি আর পুছসি মোরে।' ঘ; (২) 'নিরোধ' ঘ; (৩) 'সেহি যে' ইত্যাদি দুইটি শ্লোক ক-পুথিতে নাই; উহার স্থলে নিম্ন-লিখিত পাঠ আছে, যথা—

'শাশুড়ী কহিল যত ঘোষে ত না লাগে।
ভয়ে তোমার এথা পাঠাইল নিশা-ভাগে ॥
ঘোষের বোলে মুই পাইল অবসর।
তাহাতে দারুণ চান্দ করিল পসর ॥'

ঘ-পুথিতে 'সেহি যে' ইতাদি শ্লোকের পরে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শ্লোক আছে—

'তবে কেনে ললাটে ধরিছে শূল-পাণি।
মরিয়া মরিয়া চান্দ জিয়ে পুনি পুনি ॥'

(৪) 'তব' গ; (৪) 'বোলয়ে' ঘ; (৬) 'ধরিবারে' ইত্যাদি শ্লোক কেবল ক-পুথিতে আছে।

(৭) 'কহে দীন ভবানন্দে মরম না জানি।
এহি চান্দ ললাটে ধরিছে শূলপাণি ॥' ক;

পদ-বন্ধ।

গোবিন্দে বোলয়ে "প্রিয়া কেনে কর রোষ[১]।
যোগ্য শাস্তি পাইব চান্দে—করিয়াছে দোষ॥"
(৪৮৬০)

এ বোলিয়া কোলেত করিয়া রাধিকারে।
চরণে চাপিয়া প্রভু[২] লাগে বোলিবারে॥
"কেমতে হাটিয়া আইলা মোর বিদ্যমানে[৩]।
কোমল চরণে দুঃখ পাইছ আপনে॥
শিরীষ জিনিয়া তনু সুকোমল তোর[৪]। (৪৮৬৫)
কেমনে হাটিয়া তুমি আইলা এত দূর॥
ভাগ্যে সে শীতল রশ্মি[৫] ধরে নিশাপতি।
এহেকে সে প্রাণ রক্ষা পাইল রসবতী[৬]॥
যদ্যপি উদয় হইত কশ্যপ-তনয়।
উনাইয়া কোমল[৭] তনু হৈত জলময়[৮]॥ (৪৮৭০)
তোমার শোকে সাগরে দিলু হয় ঝাঁপ[৯]।
পশ্চাতে মরিল হয় মোর মাও বাপ॥
হইত[১০] তোমার লাগি তিনের সংহার।
এমত[১১] সাহস প্রিয়া না করিহ আর॥"

শুনি প্রেমবতী রাধা ভাবে মনে-মন। (৪৮৭৫)
ছাড়িব গোবিন্দ মোরে জানিলু লক্ষণ[১২]॥
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে ধরি[১৩] পদ-তলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল রাধার নয়ানের জলে॥
সত্যবতী-সুত-ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥ (৪৮৮০)
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥

রাগ তুড়ি।

"আরে সোনার বন্ধু কি বোলিমু তোরে[১৪]।
প্রেম বাঢ়াইয়া বিনে দোষ পাইয়া
তে কেনে[১৫] ছাড়িলা মোরে[১৬]॥ ধ্রু। (৪৮৮৫)
সহজে অভাগী[১৭] মিছা[১৮] ভাব লাগি
দু-খানি কুল খাইলু[১৯]।
প্রেমেত ভাসিয়া জাতি কুল দিয়া[২০]
ভাবিতে ভাবিতে মৈলু॥
কুল শীল জাতি তেজি নিজ-পতি[২১] (৪৮৯০)
না দেখিলে প্রাণ ফাটে।
যেন শঙ্খ-কারে করাতের ধারে
আসিতে যাইতে কাটে॥

(১) 'গোবিন্দে বোলয়ে প্রিয়া' ইত্যাদি পয়ার ও তৎপরবর্ত্তী গীতগুলির স্থলে ক-পুথিতে যে পয়ার ও মৃগবতী-কন্যার প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যান আছে, উহা পরিশিষ্টের ১৭ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল; ঐ উপাখ্যানের অন্তর্গত 'বর্ব্বর-ব্যাখ্যান' ভবানন্দের বিদ্রূপাত্মক রচনার সুন্দর উদাহরণ; কিন্তু মৃগবতীর পালাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক ও প্রক্ষিপ্ত।
(২) 'গাএত লাগাইয়া কাহ্নু' গ।
(৩) 'কেমতে হাটিয়া যাইবা মোর প্রাণেশ্বরি।
কোমল চরণে দুঃখ পাইবা ল সুন্দরি॥' গ;
(৪) 'কেশরী জিনিয়া মাঝা তনু সুকোমল।
মুই পাপিষ্ঠের কাজে আইলা একেশ্বর॥' গ;
(৫) 'রস' ঘ; (৬) 'পাইছে যুবতী' ঘ; গ; (৭) 'সকল' ঘ; (৮) 'ভস্মচয়' ঘ; (৯) 'তোমার দুঃখে আমি সাগরে দিমু ঝাঁপ। পশ্চাতে মরিবা আমার মাও বাপ॥' গ; (১০) 'হইব' গ; (১১) 'অসম' গ।

(১২) 'জানিলু ছাড়িব মোরে নন্দের নন্দন॥' গ; (১৩) 'কাহ্নুর' গ; (১৪) 'প্রাণ-বন্ধু কালাচান্দ কি আর বলিমু তোরে।' গ; (১৫) 'অকারণে' ঘ, (১৬) 'আমারে' ঘ; (১৭) 'নারী অভাগী' ঘ; (১৮) 'মিথ্যা' ঘ; (১৯) 'দুই কুল খাইলু' গ; 'দু-খানি কুল মুই খাইলু' ঘ; (২০) 'দুই কুল খাইয়া' গ;
(২১) 'কুল শীল জাতি তেজি নিজ পতি
তোমা দেখিলে না পাই স্বাস্তে।
অনুক্ষণ ঝুরি তোমা না দেখিলে মরি
তুমি নিদয়া হইলে তাতে॥' গ;

তেজি[১] ধর্ম্ম-কাজ পরিহরি লাজ
প্রেম বাড়াইলু তখনে। (৪৮৯৫)
অন্তর-আনন্দে মোর হিয়া জ্বলে[২]
মিছা হৈল তোর মনে[৩] ॥
পুরুষ ভ্রমর জানিলু[৪] অন্তর
ঝুরিয়া[৫] হইলু ধন্দ।"
ভাবিতে মূর্চ্ছিত হৈল আচম্বিত[৬] (৪৯০০)
কহে দীন ভবানন্দ ॥

পদ-বন্ধ।

রাধারে মূর্চ্ছিত দেখি নন্দের নন্দন।
কোলে করি প্রেম-ভাবে দিলা আলিঙ্গন ॥
মধুর-অধরে যদি চুম্বন করিলা।
সম্বিত পাইয়া রাধা লোচন মেলিলা ॥ (৪৯০৫)
পুনরপি প্রেম-ভাবে রাধা রসবতী।
মুকুন্দ-পদারবিন্দে করয়ে প্রণতি ॥
কোমল-মধুর রাধা কোকিলের স্বরে।
গোবিন্দ চরণে বোলে যোড়[৭] করি করে ॥
"অহে প্রভু নারায়ণ[৮] শুন[৯] নিবেদন। (৪৯১০)
যত[১০] পরিশ্রম পাও আমার কারণ ॥
কত যত্নে প্রেম তুমি বাড়াইলা তখন[১১]।
অপরাধ বিনে মোরে ছাড় কি কারণ ॥"
হরিবংশ-শ্লোক ভাঙ্গিয়া পদ-বন্ধে[১২]।
লোকে বুঝিবার বোলে দীন ভবানন্দে ॥ (৪৯১৫)

রাগ তুড়ি।

"সোনার বন্ধু আরে নাগর কালা[১৩]।
এত দড়াইয়া প্রেম বাড়াইয়া
অবে কেনে[১৪] বিসরিলা ॥ ধ্রু।
পিরিতি যখনে বাড়াইলা আপনে
ভরসা আছিল বড়। (৪৯২০)
তোমার কপট বুঝিতে[১৫] সঙ্কট
হৃদয় কুলিশ-দঢ় ॥
আমি হনে[১৬] নারী কেমন সুন্দরী
দেখিয়া ভুলিছ তারে।
তার[১৭] ঘরে যাইতে লাগ পাইলু পথে (৪৯২৫)
কপটে বঞ্চহ মোরে[১৮] ॥
এ রূপ-যৌবনে তেজি পতি-জনে
তোমাকে ভেটিলু[১৯] আমি।
মকরন্দ থাকে মক্ষিকা বা ডাকে[২০]
হেন মত জানি তুমি[২১] ॥ (৪৯৩০)
তোমার অন্তর[২২] বুঝিতে দুষ্কর[২৩]
ভাবিতে পাঞ্জর খীন।
মনে কৈলু স্থির ছাড়িমু শরীর"
কহে ভবানন্দ দীন ॥
এহি মতে রাধা যত বোলিল বচন। (৪৯৩৫)
শুনিয়া মধুর স্বরে বোলে নারায়ণ ॥
"কেনে প্রাণেশ্বরি মোকে হইছ কুপিত।
অযুক্ত বিরূপ মোরে বোল কি নিমিত্ত ॥
তোমার হিতের লাগি কহিলু সকল।

---

(১) 'কুল' গ; (২) 'অন্তর-আনন্দে যে, মজিব সহজে, মিথ্যা হইল তোমার মনে ॥' ঘ; (৩) 'মিছা সকল তোর মনে' গ; (৪) 'না জানি' গ; (৫) 'ঝুরিতে ঝুরিতে হৈলু ধন্দ' গ; (৬) 'হইয়া নির্জ্জিত' গ; (৭) 'যুত' গ। (৮) 'প্রাণেশ্বর' গ; (৯) 'করোঁ' গ; (১০) 'এত' গ; (১১) 'কত যত্নে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (১২) 'হরিবংশ' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে ঘ-পুথিতে 'সত্যবতী-সুত ব্যাস' ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভণিতার শ্লোক-দ্বয় আছে। (১৩) 'সোনার বন্ধু কালা বন্ধু নাগর কালা।' গ; (১৪) 'তে কেনে' ঘ; 'তবে কেনে তাকে' গ; (১৫) 'বুঝন' গ; (১৬) 'আমা হতে' ঘ; (১৭) 'সে নারীর' গ; (১৮) 'ভাণ্ডহ আমারে' গ; (১৯) ভেট দিল' গ; (২০) 'মক্ষিকা যে রাখে' ঘ; (২১) 'হেন মত মোর স্বামী' ঘ; (২১) 'যে অন্ত' গ; (২২) 'দুরন্ত' গ।

তথাপি করহ রোষ[১] —মোর কর্ম্ম-ফল। (৪৯৪০)
শুন সুবদনি মুই চরণেত লাগোঁ।
হাসিয়া সম্বাদ[২] দেও—এই বর মাগোঁ॥
তবে যদি এই কথা কহ পুনর্ব্বার।
তেজিমু শরীর প্রিয়া সাক্ষাতে তোমার॥"
গোবিন্দের শুনি রাধা কোমল বচন। (৪৯৪৫)
প্রেম-ভাবে পুনরপি দিলা আলিঙ্গন[৪]॥
রাধার আবেশ জানি অখিলের পতি।
অভিমত প্রেম-ভাবে[৫] ভুঞ্জিলা সুরতি॥
কেলি-কলা-কুতূহলে দেব[৫] ভগবান।
রমণ করিতে হৈল নিশি অবসান॥ (৪৯৫০)
গোকুলের গোপ যত জাগিল তখন[৬]।
গোবিন্দেত বোলে রাধা কোমল বচন[৭]॥
রাধা বোলে "শুন প্রভু নিবেদন মোর[৮]।
কেমতে যাইমু আমি আপনার ঘর[৯]॥"

রাগ আহির।

"শ্যাম বন্ধু কালা রে রতন[১০]। (৪৯৫৫)
কেমতে যাইমু[১১] ঘরে উদিত তপন[১২]॥ধ্রু।
কাকে করে কলরব কুহরে[১৩] কোকিল।
মনুষ্যে দেখিলে যাইব জাতি-কুল-শীল॥
দিনকর উদিত যামিনী অবশেষ।
আমারে সাজাইয়া কর[১৩]তোমার সম[১৪]বেশ॥(৪৯৬০)
পরিমল[১৫]-গন্ধ দিয়া অঙ্গ কর কালা।
আমার গলায় দেহ তোমার নব-গুঞ্জার মালা[১৬]॥
তোমার অম্বর পীত মোরে দেহ পৈরি[১৭]।
আমার হাতে দেহ তোমার মোহন মুরলি॥[১৮]
কবরী খসাঞা বন্ধু বান্ধিয়া দেহ চূড়া। (৪৯৬৫)
দোসুতী গাঁথিয়া দেহ মুকুতার ছড়া[১৯]॥
ময়ূরের[২০]পুচ্ছ বন্ধু দেও তছু পরে।
ই রূপ দেখিলে লোকে না পুছিব মোরে॥
তোমার সমান বেশ সাজাইয়া[২১] মোরে দেহ।
প্রেম-সখা হেন কৈমু[২২] জিজ্ঞাসিলে কেহ॥ (৪৯৭০)
বিলম্ব উচিত নহে—শুন প্রাণ-বন্ধু।"
ঘরে চলি যাও বোলে দীন ভবানন্দ॥

পদ-বন্ধ।

রাধার বচন শুনি শ্রীমধুসূদন।
কিঞ্চিত হাসিয়া কহে মধুর বচন॥
"কেনে প্রাণেশ্বরি রাধা হও সঙ্কুচিত। (৪৯৭৫)
মোর বরে ঘরে যাইবা না করিহ ভীত[২৩]॥"
এহি বোলি নারায়ণ প্রকাশিলা মায়া[২৪]।
দণ্ডবত কৈলা রাধা হরষিত হৈয়া॥
প্রেম-সম্ভাষণ করি চলি গেলা ঘর।
কহিলা সকল কথা আইমন গোচর॥ (৪৯৮০)
অপরে বালক-রূপে নন্দের নন্দন[২৫]।
মায়ের নিকটে গিয়া করিলা শয়ন॥
প্রভাতে চৈতন্য পাঞা গোকুলের লোকে।
যার যেহি কর্ম্ম করে পরম-কৌতুকে॥

(১) 'তথাপিহ বোল মন্দ' ঘ; (২) 'সম্বিত্য' ঘ; (৩) 'বন্দিলা চরণ' গ; (৪) 'উভয় প্রেমের ভাবে' ঘ; (৫) 'রাধা' ঘ; (৬) 'সকল' গ; (৭) 'বচন কোমল' গ; (৮) 'বচন আমার' গ; (৯) 'কেমতে যাইবা তুমি ঘরে আপনার।' গ; (১০) 'নাগর' গ; (১১) 'যাইবা' ক, খ, ঘ; 'যাইবায়' গ; সম্পূর্ণ গীত-টীর তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে প্রকৃত পাঠ যে, 'যাইমু' বা 'যাইবাম'—তাহাতে সন্দেহ থাকে না। (১২) 'ভাস্কর' গ; (১৩) 'চিহরে' ক; 'চিঞাএ' গ; (১৩) 'দেহ' ক, 'দেও' গ; (১৪) 'নিজ' ঘ;

(১৫) 'পরিমলে' গ; 'মলয়জ' ঘ; (১৬) 'তোমার মোহন মালা' গ; (১৭) 'পরি' ক, খ, ঘ; (১৮) 'আমার হস্তেত দেও তোমার মুরলি॥' গ; (১৯) 'দোসরীয়া দেহ রে মুকুতার ঝরা॥' ঘ; 'দোসুতী গাথিয়া দেহ মুকুতার বেড়া' ক, খ; (২০) 'বরিহার' ক (২১) 'বানাইয়া' ঘ; (২২) 'কৈমু' ক, খ; (২৩) 'নাহি কিছু ভীত' গ; (২৪) 'এই বলি কৈলা কত তামসিক মায়া' ক, খ, গ; (২৫) 'প্রভু নারায়ণ' ঘ;

মহোদারে ঘরে লৈয়া আসিলা শ্রীদাম। (৪৯৮৫)
করিলা যেমত আছে কুল-ধর্ম্ম-কাম ॥
তবে নিদ্রা পরিহরি রাম-নারায়ণ।
পান করিল গিয়া যশোদার স্তন ॥
ক্ষীর লবনী খাঞা লৈয়া বৎস-ধেনু[১]।
বৃন্দাবন-বিহারে চলিলা রাম-কাহ্নু ॥ (৪৯৯০)

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রজ-গোপীগণের বস্ত্র-হরণ]

জন্মেজয় নরপতি[২] জিজ্ঞাসিলা পুনি।
"মধুর-কোমল কথা[৩] কহ মহামুনি ॥
গোকুলের যুবতী[৪] যত—গোপের বনিতা।
কেনে রত নৈল কৃষ্ণ কহ শুনি কথা[৫] ॥
তিন-জন প্রেম-ভাবে করিলা মোচন[৬]। (৪৯৯৫)
কি দোষে তেজিলা আর যত[৭] গোপী-গণ ॥"
মুনি বোলে শুন রাজা পূর্ব্ব-বিবরণ[৮]।
বয়োধিকা যত জন করিলা মোচন[৯] ॥
যুবতী রমণী যত একত্র পাইয়া।
শৃঙ্গার ভুঞ্জিলা কৃষ্ণ হরষিত হৈয়া ॥ (৫০০০)
যেমতে একত্র পাইলা সব গোপী-গণ।
মন দিয়া শুন রাজা সেহি বিবরণ ॥
এক-দিন গোকুলের যত ব্রজ-নারী।
পূজিবার বাঞ্ছা হৈল[১০] গিরির কুমারী ॥
শরতের শুক্ল[১১] পক্ষে অষ্টমী পাইয়া। (৫০০৫)
যমুনা-পুলিনে গেলা হরষিত হৈয়া ॥
নানা উপহার লৈয়া যত গোয়ালিনী।
ভক্তি-পুরস্কারে পূজে হেমন্ত-নন্দিনী ॥
গৌরী পূজি নারী সব হরষিত-মন।
জল-ক্রীড়া করে তারা হৈয়া বিবসন ॥ (৫০১০)
বস্ত্র-অলঙ্কার সব পুলিনে থুইয়া।
শরীর মার্জ্জন করে হরষিত হৈয়া ॥
যার যেহি পরিহাস[১২] থাকে যার সঙ্গে।
অন্যে-অন্যে জল পেলা-পেলি[১৩] করে রঙ্গে ॥
নিশির বিহার[১৪] যত কহয়ে যুবতী। (৫০১৫)
কেহ বোলে—"কেবল বর্ব্বর মোর পতি।
রসিক রমণ যার তার বড় সুখ[১৫]।
দিন-কৃত পাপ নাশে দেখি তার মুখ ॥
খণ্ড-তপ-ফলে পাইলু অতি মূঢ় পতি[১৬]।
হাস্য-মাধুরি রঙ্গ[১৭] না জানে সুরতি ॥ (৫০২০)
বিধির নির্ব্বন্ধে রাখিতে নারি কোপ[১৮]।
মূঢ় পতি যে নারীর তার কেনে রূপ[১৯] ॥
গোকুলেত এক-জন পুরুষ-রতন।
সর্ব্ব-বিদ্যা-বিশারদ[২০] কামিনী-রঞ্জন[২১] ॥
রমণীর মধ্যে এক নারী ভাগ্যবতী। (৫০২৫)
পাইছে পুণ্যের[২২] ফলে কাহ্নু হেন[২৩] পতি ॥

---

(১) 'লৈয়া গেলা ধেনু' খ, গ; (২) 'কর পুটে' গ; (৩) 'মধুর বিমল কাব্য' খ, ঘ; (৪) 'গোপী' ঘ; 'কেনে রত না হইলা' ইত্যাদি খ; (৫) 'কেনে তাতে না হৈলা রত কহ শুনি কথা' গ; কেনে তাথে রত হইলা কহ তার কথা' ঘ; (৬) 'আলিঙ্গন' গ; (৭) 'সব' গ; (৮) 'সমাচার' গ; (৯) 'বয়োধিকা কারণ যে হইল নিস্তার' ॥ ক;
'বহুল কারণে সব না কৈলু প্রচার,' গ;
'রাধিকার কারণ যে হইল নিস্তার ॥' খ;
(১০) 'কৈল' ক, খ; 'তবে' ঘ; (১১) 'কৃষ্ণ' গ;

(১২) 'পরিহাস্য' ক, খ ঘ; (১৩) 'সীচাসিছি' ঘ; (১৪)'বৃত্তান্ত' ক, খ; 'বিরহে' ঘ; (১৫) 'রসিক নাগর যার এহি বড় সুখ' ঘ; 'রসিকে রমণ করে' ইত্যাদি খ; (১৬) 'খণ্ড তপ কৈলা যেই পাইল মূর্খ পতি' গ; 'জন্ম তপস্তার ফলে' ইত্যাদি ঘ; (১৭) 'রস' ঘ; (১৮) 'বিধিরে বান্ধিয়া রাখোঁ তবে যায় কোপ।' ক, খ; 'বিধিরে বাঁন্ধিয়া রাখো তবে যায় দুপ।' গ; 'বিধির নীবন্ধে রাখিতে নারি কোপ' ঘ; (১৯) 'মূর্খ যার ঘরে তার কেনে সুখ ॥' গ; 'মুড় পতি সরির যে তায় কেনে রূপ।' ঘ; (২০) 'রূপে গুণে বিশারদ' গ; 'সর্ব্বগুণে বিশারদ' ক, খ; (২১) 'মোহন' গ; (২২) 'তপের' ঘ; (২৩) 'অনুরূপ' ঘ.

যদি আমি সবে করি অনেক যতন।
আঁখিতে দেখিতে নারি সেই সে রতন[১] ॥"
এই মতে গোপী[২] সবে করিতে বাখান।
ইঙ্গিত জানিয়া চিন্তে দেব ভগবান[৩] ॥ (৫০৩০)
অন্তর্যামী জানিলা যে রমণীর মন[৪]।
গোঠে ত বালক রাখি করিলা গমন[৫] ॥
পুলিনে দেখিলা আসি বস্ত্র-অলঙ্কার।
জলে মজ্জি[৬] গোপী সবে করন্তি[৭] বিহার ॥
বস্ত্র-অলঙ্কার লৈয়া[৮] হরষিত হৈয়া। (৫০৩৫)
কদম্ব গাছে ত হরি রৈলা লুকাইয়া[৯] ॥
কত-ক্ষণে নারী-গণ[১০] দৃষ্টি হৈল তাত।
বস্ত্র-অলঙ্কার কূলে নাহি অকস্মাত ॥
দেখিয়া হইল ধন্দ যত গোপীগণ।
কদম্ব-হিলনে[১১] দেখে নন্দের নন্দন ॥ (৫০৪০)
লজ্জায়ে বিকল[১২] গোপী বিরস-বদন।
কি করিলে কি হইব চিন্তে মনে-মন ॥
হাসিয়া মুরারি পূরে[১৩] দেব ভগবান।
রমণী মোহিতে দিলা মুররিত সান ॥
শুনিতে মধুর ধ্বনি সহজে শীতল। (৫০৪৫)
নব-যুবা[১৪] নারী সব হইলা বিকল ॥
চকিত[১৫]-নয়ানে চাহে যতেক সুন্দরী।
হাসিয়া মুররি-ধরে বাজায় মুররি ॥
"রাধা" "রাধা" বোলে শুনি মুররির রবে।
"বস্ত্র-অলঙ্কার পাইবা কূলে উঠ[১৬] যবে ॥" (৫০৫০)
তাহা[১৭] শুনি চঞ্চল হইলা গোপী-গণ।
গোবিন্দের মুখ চাহে চকিত[১৮]-নয়ন ॥
তার মধ্যে বয়োধিকা ছিলা[১৯] কত-জন।
কৃষ্ণেরে বলিলা তারা কর্কশ বচন ॥
"অহে[২০] নন্দ-সুত তুমি বালক চপল। (৫০৫৫)
দোষ গুণ নাহি বুঝ অবোধ[২১] কেবল ॥
আমি সব কুলবতী আর[২২]গরবিত ॥
পরিহাস-যোগ্য তোর নহোঁ কদাচিত[২৩]॥
তবে ধর্ম্ম-পথ লঙ্ঘ বালক-স্বভাবে।
ক্ষেমিলু সকল দোষ নন্দের গৌরবে[২৪]॥ (৫০৬০)
যশোদায়ে অপযশ দিব কাজে[২৫] সহি।
না হৈলে তোমাকে নাকি এত-ক্ষণ চাহি[২৬] ॥
আশা পাইয়া লাজ তুমি দেও নিত্য-নিত্য।
শিশু হৈয়া হেন কেবা করে বিপরীত ॥
ধার্ম্মিক নৃপতি কংস মথুরা-নগর। (৫০৬৫)
শুনে যদি এই কথা—প্রাণ লৈব তোর ॥
নন্দ-যশোদার লাগি কেহ নাহি কহে[২৭]।
না হৈলে[২৮] এমত কর্ম্ম[২৯] কোন জনে সহে[৩০] ॥

(১) 'আঁখি তুলি নাহি চাহে সেই যে রতন ॥' গ; 'দেখিতে না পারি চক্ষে' ইত্যাদি ক; (২) 'নারী' ক, খ; 'সখী' গ; (৩) 'ইঙ্গিত জানিয়া তথা আইলা ভগবান ॥ গ; 'আকুত জানিয়া রাধা চিন্তে ভগবান।' ক; (৪) 'ইঙ্গিত (তে) জানিয়া হরি রমণীর চিত্ত' গ; 'ইঙ্গিতে জানিলা হরি রমণীর মন।' ক, খ; (৫) 'রাখি আইলা আচম্বিত' গ; (৬) 'নামি' ক, খ, ঘ; (৭) 'করএ' গ; (৮) 'পাইয়া' ঘ; (৯) 'কদম্বের ডালে রৈল নিভৃতে ('নিশ্চিন্তে' ক) বসিয়া' ক, খ; 'তরুমূলে রহে কৃষ্ণ নিভৃতে বসিয়া' ঘ; (১০) 'তখনে যুবতি সব' ক, খ, ঘ; (১১) 'কদম্ব ডালেত' গ; (১২) 'ব্যাকুল' গ; 'মূর্চ্ছিত' ঘ; (১৩) 'হাসিয়া হাসিয়া বোলে' ক, খ; 'হাসিয়া মধুর-স্বরে' ঘ; (১৪) 'নব-বয়া' ক, খ।

(১৫) 'স্বকিত' ঘ; (১৬) 'আইস' ঘ; (১৭) 'ডাক' গ; (১৮) 'স্বকিত' ঘ; (১৯) 'আছে' ঘ; (২০) 'ওয়ে' গ; 'অয়ে' ক, ঘ; (২১) 'ছাওয়াল' ক, খ; (২২) 'একে' ঘ; (২৩) 'না হৈ কদাচিত' গ; 'না হয় উচিত' ঘ; (২৪) ক্ষেমিব সকল দোষ বস্ত্র দেহ সবে ॥' ঘ; (২৫) লাগি' ক, খ; (২৬) 'এত কথা কহি' ক, খ, ঘ; (২৭) 'কেও নাহি ভয়' গ; 'নন্দ যশোদার ঠাঞি কেহ নাহি কহে।' ঘ; (২৮) 'নহিলে' ক, খ; 'না হইলে' ঘ; (২৯) 'কথা' ক, খ; 'এমত কর্ম্ম' স্থলে 'কি এত ভয়' ঘ; (৩০) 'কার অঙ্গে সহে' ঘ; 'কোন জনে সয়' গ;

রাধারে কলঙ্কী করি জীত[১] কোন লাজে।
আইমনে ক্ষেমিল[২] ভগিনী-পুত্র[৩] কাজে ॥ (৫০৭০)
ধরিয়া রাধার নাম বাজাও মুরলি।
কি কাজে করিলা বস্ত্র-অলঙ্কার চুরি ॥
তস্করের যত ফল শুনিছ শ্রবণে[৪]।
ক্ষেমিলু সকল দেহ বস্ত্র-অভরণে[৫] ॥
সম্ভ্রম করিয়া[৬] যদি না দেহ পিরিতে। (৫০৭৫)
গোহারি[৭] করিমু গিয়া কংসের বিদিতে ॥
তাহার সাক্ষাতে গেলে বস্ত্র রত্ন দিবা।
তস্করের যত শাস্তি তথা গেলে পাইবা[৮] ॥
তোমারে বিচারিতে পাঠাইছে কত চর[৯]।
পাইলে মাত্র সেহি ক্ষণে প্রাণ লৈব তোর ॥(৫০৮০)
আপনা বিনাশ কেনে কর রে ছাওয়াল।
দ্রব্য[১০] দিয়া ঘরে যাও—এহি যুক্তি ভাল ॥
তস্কর না চিনি—যেন[১১] বস্ত্র রত্ন পাই।*
প্রাণ লৈয়া ঘরে যাও শুন রে কাহ্নাই ॥”
এহি মতে কৈলা যদি বয়োধিক নারী। (৫০৮৫)
কিঞ্চিৎ হাসিয়া কহে গোবর্দ্ধন-ধারী ॥
“শুনহ আমার[১২] বাক্য যত গোপী-গণ।
এত ভয় আমারে দেখাও কি কারণ ॥
ক্ষেমা যদি কর তোর পতির দিব্য লাগে[৫]।
বিবসনে কেমতে যাইবা তার আগে ॥ (৫০৯০)
কংসে কি করিতে পারে—কিবা তার ডর।
কত দৈত্য মারিয়াছি তার অনুচর ॥
এই ভয়ে দিব নাকি[৬] বস্ত্র-অলঙ্কার[৭]।
কংসেরে মারিতে কে করিব প্রতিকার[৮] ॥
এত কথা কৈলা কেনে[৯] শঙ্কা নাহি করি। (৫০৯৫)
স্ত্রী-বুদ্ধি জানিয়া ক্ষেমিলু[১০] গোপ-নারি ॥”
এই বোলি মোহিত করিলা নারায়ণ।
প্রণতি-পূর্ব্বকে কহে যত গোপীগণ ॥
“অহে কৃষ্ণ প্রাণ-নাথ শুন সবার কথা[১২]।
দাসী করি রাখ যত গোপের বনিতা[১৩] ॥ (৫১০০)
যদি কৃপা-যুক্ত হৈলা[১৪]—কোপ পরিহর।
নিবেদন করোঁ সবে অবধান কর ॥ *
আমি সব কুল-বধূ থাকি অন্তঃপুর।
শিরের বসন কভু না করিছি দূর ॥
পাপ ক্ষেণে[১৫] বিধাতা স্বজিলা নারী-গণ। (৫১০৫)
পরের অধীন জান[১৬] জীবন যৌবন ॥
ক্ষুধা হৈলে সন্তোষে[১৭] ভোজন করি যদি।
নানা ছলে[১৮] গালি পাড়ে[১৯] শাশুড়ী ননদী ॥

---

(১) ‘জিয়’ গ; ‘জাও’ ঘ; (২) ‘ক্ষেমিম দোষ’ ঘ; (৩) ‘ভগিনীর পুত্র’ গ; ‘ভগ্নীপুত্র’ ঘ; (৪) ‘চোরের উচিত ফল পাইবারে চাহ।’ ঘ; ‘তস্করের ফল এহি বিদারি শ্রবণে।’ ক, খ; (৫) ‘ক্ষেমিব সকল দোষ বস্ত্র অভরণ (রত্ন?) দেহ’ ঘ; (৬) ‘সম্ভ্রম রাখিয়া’ ক, খ; ‘বস্ত্র পরিতে’ ঘ; (৭) ‘গোচর’ ঘ; (৮) ‘তস্করের যোগ্য তুমি শাস্তি মাত্র পাইবা’ ক; ‘চোরের উচিত ফল শাস্তি তুমি পাইবা ॥’ ঘ; (৯) ‘তোমাকে চাহিতে (‘বিচারি’ খ) তার ফিরে কত চর।’ ক, খ; ‘তোমাকে বিচারিতে ফিরে কংসের চর।’ ঘ; (১০) ‘বস্ত্র’ খ, ঘ; (১১) ‘চোর না চিনি যবে’ঘ; (১২)‘শুন শুন মোর’ খ,ঘ; (১৩) ‘ক্ষেমা যদি’ ইত্যাদি শ্লোক ক, খ-পুথিতে নাই। (১৪) ‘জ্ঞান’ গ; (১৫) ‘অভরণ’ খ; (১৬) ‘রক্ষণ’ খ; (১৭) ‘যত কিছু কহ তুমি’ খ; ‘তভু কথা কৈছ কিছু’ ক; ‘যত কহিলা তার ঘ; (১৮) ‘স্ত্রী-বুদ্ধি সকল কহিলা’ ঘ; (১৯) ‘অয়ে’ ঘ; ‘ওএ’ গ; (২০) ‘শুন নিবেদন’ ঘ; (১২) ‘গোপনারীগণ’ ঘ; (২২) ‘এক নিবেদন করি’ ক, খ, গ; (২৩) ‘কুলে’ গ; ‘( ) লে’ ঘ; ‘ফলে’ খ; (২৪) ‘আমার’ গ; (২৫) ‘ক্ষুধাযুক্ত হইলে’ ক, খ, ঘ; (২৬) ‘মতে’ গ; (২৭) ‘দেখি’ গ; ‘দিব’ ক, খ;

নৃত্য-গীত দেখিবার যদি লয় মনে[১]।
কলঙ্কী করিয়া তবে বোলে গুরু-জনে ॥ (৫১১০)
উত্তম পুরুষ যদি দেখি চক্ষু ভরি[২]।
শুনি-মাত্র নিজ-পতি তেজে কোপ করি ॥
কায়-মনে[৩] পতি-সেবা করি অনুক্ষণ।
তাহার অধিক করি সেবি গুরু-জন ॥
সবার অধিক করি ননদী সম্ভাষি। ৺ (৫১১৫)
প্রাণ-পণে পালন করিয়ে দাস-দাসী ॥
তথাপিও তারা সবে না বোলয়ে ভাল।
সহজেই কুল-বধূ অভাগ্য-কপাল[৪] ॥
পতির সন্তোষ হেতু অলঙ্কার পৈরি[৫]।
সৌভাগ্য-বিহিত আর যত কর্ম্ম করি[৬] ॥ (৫১২০)
পুরুষ সকলে যদি পরদার করে।
তথাপিও তাহারে বাখানে সর্ব্ব-নরে ॥
নারীয়ে পুরুষ যদি নিরক্ষয়ে রঙ্গে[৭]।
জন্মাবধি লজ্জা পায় সেহি ত কলঙ্কে ॥
পতি[৮] সঙ্গে করি যদি আলাপ প্রচুর। (৫১২৫)
পতি অসন্তোষ[৯] —দেখি রমণী চতুর ॥ ৺
এক খানি কথা যদি পুছে তিন বার।
তবে মৃদু-মৃদু-স্বরে[১০] উত্তর দেই তার ॥
অর্দ্ধেক শরীর পতি—বেদ-শাস্ত্রে কহে[১১]।
মনের মানস না প্রকাশি তার ভয়ে[১২] ॥৺ (৫১৩০)
বিধাতা-নির্ব্বন্ধ—নারী দৈবে হীন জন[১৩]।
পরের অধীন জান জীবন যৌবন[১৪] ॥
আমি সব কুল-বধূ[১৫] পরাধীন নারী।
না দিহ অশক্য লজ্জা মুকুন্দ মুরারি ॥"
কামিনী সবার শুনি কাতর-বচন। (৫১৩৫)
কিঞ্চিত হাসিয়া বোলে নন্দের নন্দন ॥
"শুন শুন গোপ-নারি হিত-সমুচিত[১৬]।
অতিশয় স্তুতি শুনি হৈয়াছি লজ্জিত[১৭] ॥
তীরে উঠি আপনার বস্ত্র রত্ন লেহ।
যদি মনে লয় কিছু[১৮] ব্যবহার দেহ ॥" (৫১৪০)
গোবিন্দের মুখে শুনি মধুর-রস বাণী।
অন্যে-অন্যে মুখ চাইয়া হাসয়ে গোপিনী ॥
কণ্ঠ-সম[১৯] জলে থাকি[২০] গোপী সব হাসে।
কুমুদের বন্ধু যেন[২১] উদিত আকাশে ॥
পুনরপি গোপী-গণে যোড় করি কর। (৫১৪৫)
প্রণতি-পূর্ব্বকে কহে গোবিন্দ-গোচর ॥

---

(১) 'নৃত্য-গীত' ইত্যাদি-শ্লোকের পূর্ব্বে ক, খ ও ঘ-পুথিতে এই শ্লোকগুলি আছে, যথা—
'জল পান করি যদি তৃষ্ণা-যুক্ত হৈলে।
অভিমান বাড়ে তাথে মনুষ্যে দেখিলে ॥
চঞ্চল-নয়নে যদি হাসি কোন ছলে।
('তাম্বুল খাই যদি হাসি কোন ছলে' ক, খ ;)
তবে গুরুজনে মন্দ নানা মতে বোলে ॥
নারীয়ে নারীয়ে গোপ্য কথা কহি যদি।
শুনিলে তর্জ্জন করে শাশুড়ী ননদি ॥'

(২) 'উত্তম পুরুষ' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই ; গ-পুথিতে 'কায়-মনে' ইত্যাদি শ্লোকের পরে পুনরায় উক্ত শ্লোকের আর একটী রূপান্তর দৃষ্ট হয়, যথা—
'সুন্দর পুরুষে যদি দেখি আঁখি ভরি।
শাশুড়ী ননদী বাদ বোলে কোপ করি ॥'

(৩) 'নানা মতে' গ ; (৪) 'সহজে দারুণ কুলবধূর কপাল' ঘ ; (৫) 'পরি' ক, খ, ঘ ; (৬) 'সৌভাগ্য অধিক আর যত কর্ম্ম করি' ঘ ; 'সৌভাগ্যবিহিত আর যত বেশ করি' ক, খ ; (৭) 'নারীয়ে পুরুষ যদি নিরক্ষণ করে। জনম অবধি তার কলঙ্ক না ছাড়ে ॥' গ ; 'যদি সুচক্ষে নিরক্ষে' ঘ ;

(৮) 'স্বামী' খ, গ, ঘ ; (৯) 'সন্তোষ' গ ; (১০) 'মৃদু মৃদু ভাষে' ঘ ; (১১) 'কহে' খ, গ, ঘ ; (১২) 'মনের মানস কার্য্য প্রকাশিত নহে' খ ; 'মনের মানস তাকে কিছু বাসি ভয়' গ, 'চিত্তের মানস না প্রকাশি তার ভয়।' ক ;
(১৩) 'বিধির নির্ব্বন্ধ জানি দৈবে হীন জন।' খ ;
'বিধাতা নির্ব্বন্ধ জানি দৈবে স্বজন ॥' গ ;
(১৪) 'পরাধীন অঙ্গ জান' ইত্যাদি ক ; 'বিধাতা দারুণ দেখি রাখিছে জীবন' খ ; (১৫) 'কুলবতী' ঘ ; (১৬) 'হিত সমোদিত' ক, খ ; 'হিত সমোচিত' ঘ ; 'হিত বচন' গ ; (১৭) 'লজ্জিত হইলু শুনি বিনয় কথন ॥' গ, (১৮) 'এহি মতে মনে লয়' ঘ ; (১৯) 'কটি সম' ঘ ; (২০) 'জলে নামি' খ, গ ; 'জল করি' ঘ ; (২১) 'অসংখ্য কুমুদ ইন্দু' ক ; 'কুমুদের গণ যেন' খ ;

"অহে কৃষ্ণ প্রাণ-নাথ শুন নিবেদন।
নিজ-দাসী করি রাখ যত গোপী-গণ॥
তোমার মধুর বাক্যে অতি ভয় লাগে।
বিবসনে কেমনে[১] আসিমু তোমার[২] আগে॥ (৫১৫০)
শীতে কম্পে প্রাণ যায়[৩] নারি[৪] সহিবার।
জলে ফেলাইয়া[৫] দেও বস্ত্র-অলঙ্কার॥
গোপীর বচন শুনি গোবিন্দে বোলয়।
"সলিলেত দ্রব্য দিতে উচিত না হয়[৬]॥
চণ্ড-স্রোত যমুনার[৭] বহে অনুক্ষণ। (৫১৫৫)
রাখিবারে না পারিবা বস্ত্র-অভরণ॥"
পুনরপি গোপী সবে বোলে কর-পুটি।
"এক খানি বস্ত্র দেহ জল হৈতে উঠি॥"
হাসিয়া গোবিন্দে বোলে "না করিও রোষ।
কার বস্ত্র কারে দিমু[৮]—পরিণামে দোষ॥ (৫১৬০)
বিনে তত্ত্ব জানি বস্ত্র দিবার না পারি।"
হাসিয়া মুররি-ধরে বাজায় মুরারি॥
"রাধা" "রাধা" যদু-পতি ডাকে ঘনে-ঘন।
"কূলে ত উঠিয়া নেও বস্ত্র-অভরণ॥"
মুররির রব শুনি মধু-রস-ধ্বনি[৯]। (৫১৬৫)
চিত্র-রেখা[১০] প্রায় রহে[১১] সকল রমণী[১২]॥
লীলাবতী নাম গোপী মুখ্য সমা হঁতে[১৩]।
হাসিয়া হাসিয়া বোলে রাধার সাক্ষাতে[১৪]॥

"শুন সুবদনি[১৫] রাধা আমার বচন।
তুমি সে আনিতে পার বস্ত্র-অভরণ॥ (৫১৭০)
তোমার সঙ্কোচ নাহি সাক্ষাতে[১৬] যাইতে।
নাম ধরি ডাকে তোমা[১৭]—না যুয়ায়[১৮] রৈতে॥"
লীলাবতীর বচন শুনিয়া সুবদনী।
কোকিলার স্বরে কহে মধু-রস-বাণী॥
"বয়োবিকা কত নারী আছ এহি স্থান। (৫১৭৫)
তোমরা জনেক গিয়া বস্ত্র-রত্ন আন॥
তুমি সবের ননদী রহিছে নিজ ঘরে[১৯]।
ননদী নাহিক যার—আনহ সত্বরে[২০]॥
ননদীর ডরে নাহি যাও গোবিন্দের কাছে[২১]।
সেহি কাল-ননদী আমার সঙ্গে আছে[২২]॥ (৫১৮০)
আমি যদি আনি গিয়া বস্ত্র-অভরণ।
কহিব শাশুড়ীর ঠাঞি[২৩] এহি বিবরণ॥
না পারি আনিতে আমি বস্ত্র-অলঙ্কার।
সেহি যাও আনিতে ননদী[২৪] নাহি যার॥"
রাধার নিষ্ঠুর বাক্য[২৫] শুনিয়া গোপিনী[২৬]।(৫১৮৫)
পুনরপি কহে তবে কালোচিত বাণী[২৭]॥
"মিথ্যা-কাজে মনস্তাপ কেনে দেও[২৮] রাধা।
সহজে তোমার ভাইর বনিতা মহোদা॥

(১) 'কেমতে' ক, খ, ঘ; (২) 'তোর' খ, গ; (৩) 'শীতে কম্পমান তনু' খ, ঘ; (৪) 'না পারি' ঘ; (৫) 'পালাইয়া' গ; (৬) 'দিতে মনে নাহি লয়' ঘ; (৭) 'যমুনাত' ঘ; (৮) 'দিলে' ক, খ, গ; (৯) 'মধুরসবাণী' গ; 'মধুময় বাণী' ক, খ; (১০) 'চিত্র লেখী' ক; 'চিত্র রেখি' খ; (১১) রৈল গ; 'হৈল' খ; (১২)'সব গোয়ালিনী' গ; 'সকল গোপিনী' ক, খ; (১৩) 'সমা হৈতে' ঘ; 'মুখ্য' ইত্যাদি স্থলে 'কহে সমাহিত' খ; 'মুখ্য সমা হঁতে' ক; (১৪) 'বিদিত' খ;

(১৫) 'গুণবতি' ক; (১৬) 'তান কাছে' ক; 'তার কাছে' খ, গ; (১৭) 'বাঁশী' ক, খ; (১৮) 'পারিবা' ঘ; (১৯)'ঘর' ক, খ, ঘ; (২০) 'শুনিলে বোলিব মন্দ এহি বাস ('বাসি ঘ') ডর' ক, খ, ঘ; (২১) 'ই লাগি না যাও বাসি গোবিন্দের নাছে।' ক; 'এত জানি যাও' ইত্যাদি ঘ; (২২) 'আজি ননদী আছয়ে মোর কাছে' ঘ; (২৩) 'শশুড়ি স্থানে' ঘ; (২৪) 'ননদী সহিতে' ঘ; (২৫) 'রাধার বচন তবে' ঘ; (২৬) 'শুনি ব্রজরাণী' ঘ; 'শুনি ব্রজ-নারী' গ; (২৭) 'তবে সঙ্কুচিত করি' গ; (২৮) 'পাও' খ, গ;

আর এক উপকার পরিণামে হৈব[1]।
ভাগনীর পুত্রের কথা মহোদা না কৈব ॥ (৫১৯০)
পরিহরি[2] লাজ রাধা মনে[3] কর সার।
আপনি হি আন গিয়া বস্ত্র-অলঙ্কার ॥
শীতে কম্পে প্রাণ যায়[4]—কেন কর লাজ।
বস্ত্র রত্ন আন গিয়া—না করিহ ব্যাজ[5] ॥”
গোপী সকলের শুনি কাতর বচন। (৫১৯৫)
শীতে কম্পে তিলোত্তমা চিন্তে মনে মন ॥
শ্রীমতী বোলয়ে “সই চিন্ত কি কারণ।
প্রতিকার কর আনি বস্ত্র-আভরণ ॥”
অন্তরে দগধে রাধা—ঠেকিছে বিপাকে।
“বিষম সঙ্কটে আমি যাইমু কি মুখে[6] ॥” (৫২০০)
সাত-পাঁচ ভাবি' রাধা দৃঢ় কৈল মন।
কাহ্নুরে ভৎসিতে লাগে লজ্জার কারণ[7] ॥

রাগ সোম[8]।

“আরে বন্ধু কি বোলিমু তোরে[9]।
এত রমণীর মাঝে লাজ দেও মোরে[10] ॥ ধ্রু।
কুক্ষণে বাঢ়াইলু ভাব—আপনা খাইলু। (৫২০৫)
কুল শীল জাতি দিয়া কলঙ্কী হইলু[11] ॥
কেনে বা করিলা অলঙ্কার[12] চুরি।
মুরলী বাজাও কেন মোর নাম ধরি ॥
শীতে কম্পে প্রাণ যায়—না যায় সহন।
বিলম্ব না কর দেও বস্ত্র অভরণ ॥ (৫২১০)
পুলিনে রাখিয়া বস্ত্র চলি[13] যাও বন্ধু।”
রাধার সম্বাদ বোলে দীন ভবানন্দ ॥

পদ-বন্ধ।

রাধার আক্ষেপ শুনি নন্দের নন্দন।
হাসিয়া হাসিয়া কহে মধুর বচন ॥
“কেন মোর[14] প্রাণেশ্বরি হইছ কুপিত। (৫২১৫)
হেন বিপরীত কথা[15] কহ কি নিমিত্ত ॥
পথে ত পাইলে দ্রব্য—কেবা দেয় কারে।
বিবসনে যাউক[16] সবে যার যাব[17] ঘরে ॥
তোমার বসন রত্ন তুমি নেও চিনি।
তে কেনে[18] কুপিত হৈছ কুরঙ্গ-নয়নি ॥ (৫২২০)
নহে বা গোপিনী[19] লৈয়া আইস এহি ক্ষণ[20]।
চিনিয়া চিনিয়া নেও বস্ত্র-অভরণ[21] ॥
উর্দ্ধ-পদে[22] তপ কর[22] গোপিনী সকলে।
তথাপি[23] না পাইবা বস্ত্র—যদি রহ জলে।”
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা শুনি যত গোপীগণ। (৫২২৫)
কি করিলে কি হইব—স্থির নহে মন ॥

---

(১) ‘আর এক উপদেশ শুন কহি রাধা।
ভগিনী-পুত্রের কথা না কৈব মহোদা ॥’ ক, খ;
‘আর এক উপদেশ পরিণামে হৈব। ঘ;
(২) ‘পরিহর’ ক, খ, গ; (৩) ‘ক্ষেমা’ ক, খ, গ; (৪) ‘শীতে কম্পমান তনু’ ঘ; ‘শীতে কম্পে’ ইত্যাদি শ্লোক দুইটী গ-পুথিতে নাই। ক-পুথিতে এই শ্লোক-দ্বয়ের পরে আরও একটী শ্লোক আছে, যথা
‘মহোদা বলয়ে রাধা না ভাবিহ আর।
তুমি বিনে কে আনিব বস্ত্র-অলঙ্কার ॥’
(৫) ‘উচিত সে কাজ’ খ; ‘গোপিনী সমাজ’ ক; (৬) ‘কি লক্ষে’ ক; ‘কি পাকে’ খ; ‘বিষম সঙ্কটে যাইমু কহিমু কাহ্নুকে’ ॥ গ; (৭) ‘লজ্জার কারণ’ স্থলে ‘যত লয় মন’ ক, গ; (৮) ‘পীঞ্জর’ ঘ; ‘গ্যামট’ ক; ‘ভৈরব’ খ; (৯) ‘কি বোলিব তোরে বন্ধু—কি বোলিব তোরে’ খ; ‘বন্ধু রে কতেক বোলিমু তোরে।’ গ; (১০) ‘এত গোপীর মাঝে লাজ কেনে দিলা মোরে।’ ক, খ; ‘গোপের রমণী মাঝে’ ইত্যাদি ঘ; (১১) ‘কুল শীল হারাইয়া কলঙ্কী হইলু ॥’ ক, গ, ঘ; (১২) ‘অভরণ’ ঘ; (১৩) ‘দূরে’ খ; (১৪) ‘মোকে’ ক, ঘ, (১৫) ‘না কহিছ হেন কথা’ ক, খ; ‘না শুনিছি হেন কথা’ গ; (১৬) ‘যাউকা’ ক; (১৭) ‘যার যেই’ গ; ‘আপনার’ ক; (১৮) ‘কি লাগি’ ক, খ; ‘কেনে বা’ ঘ; (১৯) ‘নহে গোপী সব’ গ; ‘কিবা গোপীগণ’ ক; (২০) ‘এহি স্থান’ ঘ; (২১) ‘চিনিয়া নেউক যার বস্ত্র যেহি খান।’ ঘ; (২২) ‘উর্দ্ধমুখে স্তব কর’ খ; (২৪) ‘তথাচ’ ঘ।

লীলাবতী বোলে—"শুন সকল যুবতি[১]।
বিলম্বের কার্য্য নাহি চল শীঘ্র-গতি[২] ॥
বয়োধিকা যত জন রাখিয়া সম্মুখে।
চলিলা যুবতী-গণ পরম-কৌতুকে ॥ (৫২৩০)
জল হনে উঠিলেক যত ব্রজ-দারা।
গগন-মণ্ডলে যেন শোভা করে তারা ॥
এক হাতে যোনি[৩] ঢাকি আর হাতে স্তন।
এহি মতে লজ্জা তেজি উঠে গোপী-গণ[৪] ॥
ধরণী না সহে ভার—খঞ্জনের গতি। (৫২৩৫)
বিবসন হৈয়া চলে সকল যুবতী ॥
চকিত[৫]-নয়ানে গোপী চারিদিগে চায়।
ইন্দ্র সম্ভাষিতে যেন বিদ্যাধরী যায় ॥
একান্ত ভজনা করে—গোবিন্দ জানিয়া[৬]।
কহিতে লাগিলা প্রভু গোপী সম্ভাষিয়া ॥ (৫২৪০)
"শুনহ গোপিনী[৭] গণ আমার বচন।
সমুচিত কহি আমি হিতের কারণ ॥
ফল বাঞ্ছি তুমি সবে পূজ শৈল-সুতা।
সকল বিফল হৈল—শুন তার[৮] কথা ॥
যমুনা যে মুখ্য তীর্থ—তারে নাহি জ্ঞান[৯]। (৫২৪৫)
বিবসন হৈয়া সবে তাতে কর স্নান ॥
কামনা করিয়া ব্রত কর ল সুন্দরি।
সকল বিফল হৈল—শুন ব্রজ-নারি ॥
এক-খানি উপদেশ শুন আমা হঁতে[১০]।
খণ্ড-ব্রত-পাপ-নাশ হৈব যেন-মতে ॥ (৫২৫০)
কর-যোড়ে নমস্কার কর গোপীগণ।
তবে পরিধান কর বস্ত্র-অভরণ ॥
তবে সে খণ্ডিব পাপ—শুন তত্ত্ব সার[১১]।
আর-মতে গোপী সব নাহি প্রতিকার[১২]।"
গোবিন্দের বাক্য শুনি সকল যুবতী[১৩]। (৫২৫৫)
মায়ায়ে মোহিত হৈয়া স্থির নহে মতি[১৪]॥
হস্ত যোড় করি সবে প্রণাম করিল।
সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়া কৃষ্ণ হরষিত হৈল ॥
হাসিয়া হাসিয়া কাহ্নু বোলে বারম্বার।
"নিশি-যোগে মানস পূরিমু তোমরার[১৫] ॥ (৫২৬০)
এহি নীপ-মূলে ত আসিও গোপী-গণ।
এহি খানে হৈব সবার মানস পূরণ ॥"
এহি বোলি বস্ত্র রত্ন দিলা যদু-মণি।
চিনিয়া পৈন্ধিল বস্ত্র যথেক রমণী[১৬] ॥
বস্ত্র রত্ন পাইয়া গোপী সানন্দিত-মন। (৫২৬৫)
দণ্ডবত হৈয়া পড়ে[১৭] গোবিন্দ-চরণ ॥
কাহ্নু বোলে "শুন রাধা আমার বচন[১৮]।
নারী সব লৈয়া যাও আপনা সদন[১৯] ॥
নিশি-যোগে এথাতে আসিও গোপীগণ।
এহি খানে পাইবা আমার দরশন ॥ (৫২৭০)
বিলম্ব না কর ঘরে যাও সুবদনি।
একত্রে আসিবা[২০] মাত্র সকল গোপিনী ॥"
গোবিন্দের বাক্য শুনি সকল যুবতী।
প্রণাম করিয়া ঘরে চলে শীঘ্র-গতি[২১] ॥

---

(১) 'যত গোপীগণ' গ ; (২) 'এইক্ষণ' গ ; (৩) 'ভগাঙ্গ' ঘ ; (৪) 'এহি মতে লজ্জা ছাড়ি করিলা গমন' গ ; (৫) 'স্থকিত' ঘ ; (৬) 'একান্ত কৌতুক সবে করে গোবিন্দ দেখিয়া' গ ; 'একান্ত' ইত্যাদি শ্লোকটী ক-পুথিতে পড়িয়া গিয়াছে। (৭) 'শুন শুন গোপী' ঘ ; (৮) 'কহিল শুন' গ ; 'শুন মোর' খ ; (৯) 'তাকে নাহি জান' গ ; (১০) 'শুনহ আমাতে' গ ; 'আমা হৈতে' খ, ঘ ; 'কহি তত্ত্বে' ক ; (১১) 'শুনহ সত্বরে' গ ; (১২) 'না দেখি নিস্তারে' গ ; (১৩) 'গোপিনী' গ ; (১৪) 'প্রাণী' গ ; (১৫) 'পূরিব সবার' ঘ ; (১৬) 'পৈন্ধিল যত কমল কামিনী' গ ; 'পরিল সব কমল বদনী' ক, খ ; (১৭) 'হৈলা সবে' ঘ ; (১৮) 'উত্তর' গ ; (১৯) 'যার যেই ঘর' গ ; (২০) 'আসিও' গ ; (২১) 'চলিলা আপন ঘরে খঞ্জনের গতি' ঘ।

চলিতে না চলে পদ—'চিত্র-লেখা[১] প্রায়। (৫২৭৫)
রাধারে করিয়া আগে গোপী সব যায় ॥
যার যার[২] ঘরে সব[৩] করিল গমন।
মন্ত্রণা করিল তবে যত গোপী-গণ ॥
"কিনে লক্ষ্যে যাইতে না দিব নিজ-পতি।
কহ কহ গোপী সব[৪] —হৈব কোন গতি ॥" (৫২৮০)
বস্তুবতী নাম গোপী[৫] মন্ত্রণা-চতুর।
কহিতে লাগিলা তবে বচন মধুর ॥
"কোন কার্য্যে[৬] তুমি সবে মনে পাও ব্যথা।
নিজ পতি ভাঁড়িব যে[৭] কত বড় কথা ॥
এই কথা কহিও সবে যার যার ঘরে। (৫২৮৫)
নিশি-যোগে ভবানীয়ে দিবা[৮] পুত্র-বরে ॥"
শুনিয়া সকল গোপী হরষিত-মন।
মন্ত্রণা করিয়া গৃহে করিলা গমন ॥
যেমন মন্ত্রণা কৈল সকল গোপিনী।
পতি-শাশুড়ীত আসি কহিল কাহিনী[৯] ॥ (৫২৯০)
তারা সবে প্রশংসিল ধন্য ধন্য করি।
শুনি হরষিতা হৈল সকল সুন্দরী[১০] ॥
এহি-মতে দিন শেষ—প্রবেশ যামিনী।
গৃহ-কর্ম্ম সমাপিলা[১১] সকল কামিনী ॥

[ছলে শ্রীকৃষ্ণের রজনীতে গোষ্ঠে অবস্থান]

তখনে বালক সবে ধেনু বৎস লৈয়া। (৫২৯৫)
শিঙ্গা পূরে জনে-জনে হরষিত হৈয়া ॥
হেনই সময় তবে কৃষ্ণের কপটে।
মুখ্য ধেনু ধবলী না দেখি[১২] সেহি গোঠে ॥
গাভী না দেখিয়া বলাই চিন্তে মনে মন।
গোবিন্দে বোলয়ে "তুমি চিন্ত কি কারণ ॥ (৫৩০০)
শিশু সঙ্গে ধেনু লৈয়া ঘরে যাও তুমি।
ধবলীরে বিচারিয়া লৈয়া আসি আমি ॥"
বলভদ্রে বোলে "তুমি শিশু—একেশ্বর।
কেমতে চাহিবা গাভী বনের ভিতর ॥
কথেক পাষণ্ড আছে তোর প্রাণের বৈরী। (৫৩০৫)
বিষম সঙ্কটে তোমা ছাড়ি যাইতে নারি[১৩]॥
তবে যদি বনে রহ গাভী বিচারিতে।
আমিও রহিমু ভাই তোমার সহিতে ॥"
কানু বোলে—"শুন ভাই আমার বচন।
অনুচিত বোল কেনে স্নেহের কারণ ॥ (৫৩১০)
দৈব-যোগে দণ্ডকেতে[১৪] হারাইছি গাই।
তাবে বিচারিতে কি রহিমু[১৫] দুই ভাই ॥
আর যত গাভী সব যাইব একাকিনী।
এতেকে এই ধেনু লৈয়া ঘরে যাও আপনি[১৬] ॥
সমুচিত কৈতে ভাই না বাসিহ বিমর্ষ[১৭]। (৫৩১৫)
সহায় করিয়া বা করিছি কোন কর্ম্ম ॥
স্তন্য[১৮] পীতে পুতনাকে করিলু নিধন[১৯]।
বল তাতে সহায় আছিল কোন জন[২০] ॥
ব্যোমকেশী তৃণাবর্ত্ত ধেনুক অঘাসুর।
প্রলম্ব-অরিষ্ট-আদি আর শঙ্খচূড় ॥ (৫৩২০)

(১) 'চিত্রলেখী' ক ; 'চিত্র-বেখি' খ, ঘ ; (২) 'তার'ক, গ, 'যেই' খ ; (৩) 'নিজগৃহে' গ, ঘ ; (৪) 'কহত সকল গোপী' ক ; 'কহত সকল সখি' খ ; 'নহেবা সকল গোপীর' গ ; (৫) 'সখী' খ ; (৬) 'কাজে' ক, 'অর্থে' খ ; 'হেতু' ঘ ; (৭)'বঞ্চিবা' ক ; 'বঞ্চিবেক' খ ; 'বঞ্চিবার গ ; (৮) 'ভবানী দিবেন' ক, ঘ ; 'ভবানী দিবেক' খ ; (৯) 'আপনি' গ ; (১০) 'অতি বড় ('অতিশয়' ঘ ;) 'সন্তোষিত হৈলা সব নারী ॥' গ, ঘ ; (১১) 'সম্পাটিলা' ক, খ ; (১২) 'নাহিক' ক, খ ; 'নাহি' ঘ, (১৩) 'তোমা রাখিতে না পারি' ক, খ ; 'বনে পাঠাইতে না পারি' খ ; (১৪) 'বন মধ্যে' ক ; 'বনে ত' ঘ ; (১৫) 'বিচারিতে নাকি রৈব' খ ; 'বিচারিতে নি থাকিমু' গ ; (১৬) 'এতেকে এই ধেনু' ইত্যাদি চরণের স্থলে—'এহি দুঃখে ('ক্ষণে' খ ; 'কালে' ঘ) ঘরে গেলে মারিব জননী ॥ এতেকে ('অতএব' ঘ) গো-ধেনু ('গাভী' ঘ) লৈয়া ঘরে যাও তুমি। ধবলীরে বিচারিয়া লৈয়া আসি আমি ॥" ক, খ, ঘ ; (১৭) 'না হইও মর্ম্ম' ক, ঘ ; 'না বাসিও মর্ম্ম' গ ; 'না হইও বিমর্ষ' খ ; (১৮) 'স্তন' গ ; (১৯) 'সংহার' ক, খ, ঘ ; (২০) 'কে আমার' ক, খ, ঘ।

ইন্দ্র সনে বাদ হৈল গোবর্দ্ধন লৈয়া।
তাথে বোল কেবা ছিল সহায় হইয়া ॥
করিছি অশক্য কর্ম্ম যত না যুয়ায়।
কহ তাতে কে আছিল আমার সহায় ॥
তোমার সাক্ষাতে[১] ব্রহ্মা হরিল গো-ধন। (৫৩২৫)
সকল বালক ধেনু সৃজিলু তখন ॥
মায়ায়ে মোহিত তবে হৈয়া পদ্ম-যোনি।
সম্ভ্রমে বালক সঙ্গে ধেনু দিলা আনি ॥
সৃজিল বালক-ধেনু হরিলু তখন[২]।
কহ তাতে সহায় আছিল কোন জন ॥ (৫৩৩০)
সহায় হইতে চাহ—ই বা কোন কাজ[৩]।
ধেনু লৈয়া ঘরে যাও না করিহ ব্যাজ[৪] ॥
ধবলীর উদ্দেশে বনেত আমি যাই[৫]।
আমার শপথ যদি বনে থাক ভাই[৬] ॥
জনক-জননী-পদে কৈও নমস্কার। (৫৩৩৫)
ধবলীরে লৈয়া আসি কিবা চিন্তা তার[৭] ॥"
বলাই জানিলা দঢ় কাহ্নু রৈবা বন।
ধেনু লৈয়া শিশু সঙ্গে চলিলা কখন ॥
সেই তরু-তলে বসি রৈলা দামোদর।
পথ নিরীক্ষণ করি আছেন একেশ্বর ॥ (৫৩৪০)

[শ্রীকৃষ্ণের সহিত রজনীতে ব্রজ-গোপীদিগের বিলাস]

গোবিন্দের মায়ায়ে মোহিত গোপী-গণ।
অন্যে-অন্যে পরস্পরে চিন্তে মনে-মন ॥
সুন্দরী গোপিনী এক নামে উগ্রতারা[৮]।
নাম ধরি ডাকি আনে[৯] যত ব্রজ-দারা ॥
রাধারে এড়িয়া[১০] আর যথেক যুবতি। (৫৩৪৫)
একত্র হইয়া সবে করয়ে যুগতি ॥
রত্নবতী বোলে সব গোপিনী বিদিত[১১]।
"রাধা গেলে আমি-সব পুষ্প পর্য্যুষিত[১২] ॥
রাধারে এড়িয়া চল আমি সব যাই।
তবে বা করেন কৃপা নাগর[১৩] কাহ্নাই ॥" (৫৩৫০)
শুনি সন্তোষিত হৈলা সকল যুবতী।
মহোদা বিরস আর সুন্দরী শ্রীমতী ॥
যুক্তি করি দুই-জনে কহিবার লাগে।
"পাছে আসি আমি-দুই[১৪] তোমরা যাও আগে ॥"
হাসিয়া হাসিয়া তবে বোলে রত্নবতী। (৫৩৫৫)
"ভাল যুক্তি করিয়াছ মহোদা শ্রীমতী ॥
তুমি দুই-জন আইস রাধিকার ওলে[১৫]।
আমি-সব চলি যাই সেই নীপ-মূলে[১৬] ॥
যদি গোবিন্দের লাগ পাই তথা যাইয়া।
তুমি-তিন জনাইব[১৭] সখী পাঠাইয়া ॥ (৫৩৬০)
শ্রীমতী বোলয়ে "আগে তুমি সব যাও।
বার্ত্তা যেন জানি—যদি তথাতে না পাও[১৮] ॥"

---

(১) 'সহিত' ক, খ; (২) 'সৃজিত বালক ধেনু করিল যখন' ক; 'সৃজিল বালক ধেনু হরিবে যখন' খ; 'সৃজিল বালক সংহরিলু তখন' ঘ; (৩) 'কত বড় কাজ' ক, খ; 'সহায় হইতা এই কত বড় কাজ' গ; (৪) 'ঘরে যাইবা ইবা কোন কাজ।' ক, খ; 'ঘরে যাও শুন বৃজরাজ' ঘ; (৫) 'ধবলীরে বিচারিতে বনে যাই আমি।' ঘ; (৬) 'আমার শপথ যদি সঙ্গে আইস তুমি॥' ঘ; (৭) 'কি ব্যাজ আমার' ক, খ, 'ব্যাজ নাহি আর' ঘ; (৮) 'ভদ্রতারা' ঘ; 'উগ্রতারা' খ; (৯) 'ডাকিলেক' ঘ; ডাকে সেই' গ; (১০) 'ছাড়িয়া' গ; (১১) 'বোলে শুন আমার বচন' ক; (১২) 'আমি সবের নাহি প্রয়োজন' ক; 'পুষ্প নির্গন্ধিত' খ; (১৩) 'রসিক' ক, খ, গ; (১৪) 'পরিণামে আসিমু দুই' গ; (১৫) 'সনে' ঘ; (১৬) 'সেহি বৃন্দাবনে' ঘ; (১৭) 'তোমরারে নেওয়াইব' ক, খ; 'যদি গোবিন্দের লাগ' ইত্যাদি প্রয়োজনীয় শ্লোকটী গ-পুথিতে নাই; কিন্তু 'শ্রীমতী বোলয়ে' ইত্যাদি শ্লোকের পরে উহাতে এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে, যথা—

'যদি গোবিন্দের লাগ তথা গিয়া পাও।
আমরা যাইতে এক সখীরে পাঠাও॥'

(১৮) 'যদি তথা গিয়া পাও' ক; 'যদি তথা লাগ পাও' খ;

সমবায় করি তবে রমণী সকলে।
গোবিন্দ ভেটিতে তবে অবিলম্বে চলে[১] ॥
সমুচ্চয় হৈয়া যদি গোপী সব চলে।
শ্রীমতী কহিল গিয়া রাধিকার ওলে ॥ (৫৩৬৫)
শুনি রসবতী রাধা লাগে বোলিবার।
"দেখি আইস কাহ্নু করে কোন[২] ব্যবহার ॥"
শ্রীমতী মহোদা তবে রাধার বচনে।
অবিলম্বে মিলে গিয়া সেহি বৃন্দাবনে ॥
হেন কালে গোপী সব গোবিন্দের পদে। (৫৩৭০)
দণ্ডবত হৈয়া তারা রৈল নিশবদে ॥
রাধারে না দেখি কৃষ্ণ পরম-চিন্তিত।
সম্ভাষা না করে কিছু—হইয়া কুপিত ॥
কেহ কিছু না কহিল—রৈল মৌন করি।
হরিণ মহোদা আর শ্রীমতী সুন্দরী ॥ (৫৩৭৫)
মন্ত্রণা করিয়া তারা চলিল স্বরূপ[৩]।
"কহিমু যেমতে জন্মে রাধিকার কোপ[৪] ॥"
অবিলম্বে মিলে গিয়া রাধার সদন[৫]।
রাধা বোলে "প্রাণ-সখি কহ বিবরণ ॥"
শ্রীমতী মহোদা বোলে রাধার গোচর। (৫৩৮০)
"যেমত দেখিছি সই কহন দুষ্কর ॥
গোপী সব লৈয়া কৃষ্ণ করে নিজ-কাজ[৬]।
তথা হতে আইলু সই পাইয়া বড় লাজ[৭] ॥
আজি সে[৮] দেখিলু সেই কাহ্নুর ব্যবহার।
এরূপ সম্ভাষা কভু না দেখিছি আর[৯] ॥" (৫৩৮৫)
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
সেহি শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ ধানশী[১০]।

"আজি তোমার বন্ধুরে দেখিনু ভাল-রীতে[১১]।
(৫৩৯০)
অনেক সখীর সঙ্গে কাম-কলা-রস-রঙ্গে
নীপ-মূলে বিহার করিতে[১২] ॥ ধ্রু।
কেহ গাঁথি দিছে ফুল কেহ দিছে তারে কোল
কেহ কেহ যাঁতে[১৩] পদ-অঙ্গ।
কেহ ছিটায়ে চন্দন কেহ দিছে আলিঙ্গন (৫৩৯৫)
রসে মজি কাহ্নু[১৪] করে রঙ্গ[১৫] ॥
যেমত দেখিছি কই আপনেও আইস সই
দেখিবার যদি থাকে মন।"
সখীর মুখেত শুনি চলে রাধা সুবদনী
মিলে গিয়া সেহি বৃন্দাবন ॥ (৫৪০০)
রাধার অঙ্গের তেজে প্রকাশিত বন মাঝে
কাহ্নু বোলে—"শুন গোপী-গণ[১৬]।
আপনে সদয় হৈয়া ননদী সখীরে লৈয়া
ভাগ্যে সে আইলা বৃন্দাবন ॥"
রাধা রসবতী তবে ভক্তিয়ে নম্রতা-ভাবে[১৭]
(৫৪০৫)
প্রণমিল গোবিন্দ-চরণ।
"আইস প্রিয়া" কাহ্নু বোলে সম্ভ্রমে[১৮] লইয়া কোলে
প্রেম-ভাবে দিলা আলিঙ্গন ॥

---

(১) 'গোবিন্দ ভেটিতে সব নারীগণ চলে।' গ; (২) 'কিরূপ' ঘ; (৩) 'হাসিয়া' গ; (৪) 'রাধাতে কহিমু যেন আইসরে কুপিয়া' গ; (৫) 'রাধা বোলে কহ সখি সব বিবরণ। 'গোপী সব গেলে কাহ্নু সম্ভাষে কেমন ॥' গ; (৬) 'গোপী সব' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৭) 'না যুয়ায় জিতে সই পাইয়া হেন লাজ।' ক; (৮) 'যেমন' গ; (৯) 'এত সখী সঙ্গে তানে ('কভু' খ) না দেখিছি আর।' ক, খ, ঘ; (১০) 'রাগ খাম্ভার' (জ?) ক; 'মুলতান' খ, গ; (১১) 'সজনি সই আজু তোর বন্ধুরে' ইত্যাদি ক, ঘ; (১২) 'নীপ-মূলে করে নানা রঙ্গ' ঘ; (১৩) 'চাপে' খ; মার্জ্জে' ঘ; (১৪) 'কেহ' ক, খ; (১৫) 'অঙ্গ ভঙ্গ' ঘ; (১৬) 'রাধার গমন' ক, খ, গ; (১৭) 'ভকতি-নম্র-ভাবে' ক; 'ভকতি-বিনম্র-ভাবে' খ; 'বহু-ভক্তি নম্র ভাবে' ঘ; (১৮) 'সাদরে' গ; 'ভক্তিয়ে ঘ।

একান্ত প্রেমের রস রাধা কাহ্নু দেখি বশ
সকল যুবতী হৈল ধন্দ। (৫৪১০)
মন্ত্রণার যত ফল ব্যর্থ হৈল সে সকল
রচিলেক দীন ভবানন্দ ॥

পয়ার[১]।

তবে কাম-রসে কাহ্নু[২] রাধিকার সঙ্গে।
ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার-রস[৩] মনরথ-রঙ্গে[৪] ॥
ক্ষেণেকে হাসিয়া বোলে "শুন ল কামিনি।(৫৪১৫)
তিলেক[৫] বিচ্ছেদে যুগ-পরিবর্ত্ত মানি ॥"
রাধা বোলে "শুন প্রভু মোর নিবেদন।
করিলা অশক্য ক্রীড়া লৈয়া গোপী-গণ ॥
আমাকে[৬] স্মরণ কিছু না করিলা তাত।
তা সবারে তেজি রতি ভুঞ্জিছ আমাত ॥ (৫৪২০)
ভাগ্যে সে ননদী সখী কৈল গিয়া কথা।
নিৰ্ল্লজ্জ হইয়া তেহুঁ আসিয়াছোঁ এথা[৭] ॥"
কাহ্নু বোলে—"প্রিয়া কেনে বোল বিপরীত।
বিনে জানি দোষ দেহ—ই কোন উচিত ॥
তোমার বিচ্ছেদে এথা আইল গোপী-গণ। (৫৪২৫)
এহি কোপে আমি না করিলু সম্ভাষণ ॥"
শ্রীমতী বোলয়ে "সই কেনে বোল তানে।
ছলে মিথ্যা আমি-তুই কৈলু তোমা-স্থানে ॥"
হরষিত হৈয়া রাধা বোলে গোবিন্দেত[৮]।
"অনন্ত প্রণতি প্রভু তোমার পদেত[৯] ॥ (৫৪৩০)
অথনে সন্তোষ হৈয়া করোঁ নিবেদন।
ক্রমে ক্রমে গোপী সব কর সম্ভাষণ ॥"
রাধার কোমল বাক্যে কাহ্নু হরষিত।
সুরতি ভুঞ্জয়ে[১০] সব গোপীর সহিত ॥
মহোদার সঙ্গে আগে পশ্চাতে শ্রীমতী। (৫৪৩৫)
তবে ক্রমে ক্রমে[১১] আর সকল যুবতী ॥
সকল গোপিনী তবে করি সম্ভাষণ[১২]।
ক্ষেণেক বিশ্রাম করে প্রভু নারায়ণ[১৩] ॥
সুন্দরী রাধার সঙ্গে বসি এক-স্থানে।
সুললিত গাহে তবে[১৪] মুরারির সানে। (৫৪৪০)
আলিঙ্গনে রাধার মুখ চাহি মৃদু হাসি[১৫]।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা করি বায় মধুর বাঁশী[১৬] ॥
পুনরপি কামোন্তাবে প্রভু যদুপতি।
প্রথমে রাধার সঙ্গে ভুঞ্জিলা সুরতি ॥
তবে ক্রমাগতে আর যত গোপী সঙ্গে। (৫৪৪৫)
ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার-রস মনোরথ-রঙ্গে[১৭]
মৃদু-মৃদু হাসি বোলে রাধিকা-কামিনী।
"শ্রমযুক্ত হইছ—বিশ্রাম কর খানি ॥
এক-বারে এত শ্রম কর প্রাণ-বন্ধ।
তোমার সাহস দেখি মুই হৈলু ধন্দ ॥" (৫৪৫০)
তবে রাধা রসবতী পুছে জনে জনে।
"কেমত সন্তোষ পাইলা কাহ্নুর রমণে ॥
মোর বন্ধু ভালা কিবা ভালা তোর পতি।
অকপটে কহ শুনি সকল যুবতি ॥"
রাধার বচন শুনি বোলিলা শ্রীমতী। (৫৪৫৫)
"তুমি জান কত জন মোর নিজ-পতি ॥

---

(১) 'পদবন্ধ' ক, খ, ঘ; (২) 'মজ্জি' ক, খ; (৩) 'স্নথ' গ; 'কানু' ক, খ; (৪) 'মন্মথ-তরঙ্গে' ক; 'মনোহর রঙ্গে' গ; 'নানা ইতি রঙ্গে ঘ; (৫) 'তোমার' ক, খ, ঘ; (৬) 'আমি হেন' গ; 'আমার' ঘ; (৭) 'নির্ল্লজ্জ হইয়া পাছে আসিলু তোমার এথা।' গ; (৮) 'গোবিন্দেরে' ঘ; (৯) 'চরণেত' ক; 'পদোপরে' ঘ; (১০) 'শৃঙ্গার করিলা' গ; (১১) 'ক্রমাগতে' ক, খ; 'ক্রমাগতি' ঘ; (১২) 'সমাধান' ঘ, (১৩) 'ভগবান' ঘ; (১৪) 'গীত গান' ক; 'বায় তবে' গ; 'গাহাঁন করেন' ঘ; (১৫) 'আলিঙ্গনে রাধার মুখ মৃদু মৃদু হাসি' ঘ; 'আড়ে আড়ে রাধা তবে মৃদু মৃদু হাসি।' ক, 'দেখিয়া রাধার মুখ মৃদু মৃদু হাসি।' খ; (১৬) 'মোহন বাঁশী' খ, ঘ; (১৭) 'মন্মথ-তরঙ্গে' ক, গ, ঘ।

"এহি প্রাণেশ্বর বিনে নাহি অন্য-জন।
কালার অধীন মোর জীবন-যৌবন ॥"
তবে মৃদুস্বরে বোলে সুন্দরী মহোদা[১]।
"নির্লজ্জ-কারণে মোরে জিজ্ঞাসিলা রাধা[২] ॥ (৫৪৬০)
নিজ-পতির মুখ আমি[৩] স্বপ্নেহ না জানি।
কি লাজে[৪] জিজ্ঞাস রাধা এমত কাহিনী ॥"
লীলাবতী বোলে তবে রাধিকার ঠাঞি।
"এমত সন্তোষ জন্মাবধি নাহি পাই ॥"
রত্নবতী বোলে "শুন রাধিকা-কামিনি। (৫৪৬৫)
নিজ-পতি এত সুখ দিতে ত না জানি ॥"
উগ্রতারা বোলে "রাধা শুন সাবধানে।
সহজে রমণ-মর্ম্ম পতিয়ে না জানে[৫] ॥"
হাসিয়া হাসিয়া তবে বোলে চন্দ্রকলা।
"শত-গুণে কালা-চান্দ পতি হনে ভালা ॥" (৫৪৭০)
প্রিয়ম্বদা বোলে "রাধা কি কহিমু আর।
পতি সঙ্গে না করিছি এমত বিহার ॥"
তারাবতী বোলে "রাধা না পারি কহিতে।
পাইছি যেমত প্রীত কাহ্নুর সহিতে ॥"
মৃদু-মৃদু-স্বরে বোলে সুশীলা যুবতী। (৫৪৭৫)
"সহজে কেবল বর্ব্বর মোর পতি ॥"
ক্ষণেক অন্তরে বোলে সুন্দরী সারদা।
"সকল জানিয়া কেনে জিজ্ঞাসিলা রাধা ॥"
কামেশ্বরী শশিরেখা সুরেখা কমলা[৬]।
চন্দ্রবতী চন্দ্রমালি আর চন্দ্রকলা ॥ (৫৪৮০)
সাবিত্রী সুগন্ধা সুমিত্রা লজ্জাবতী।
বিধুমুখী সুধামুখী চর্চ্চিকা-যুবতী ॥
কনকা কমলরেখা ভৈরবী সুমালা।
শচী রম্ভা দময়ন্তী আর পুষ্পবালা ॥
অঞ্জনা খঞ্জনা আর চণ্ডিকা-যুবতী। (৫৪৮৫)
বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুপ্রিয়া মহামায়া রতি ॥
কুমুদা যোজনগন্ধা সুগন্ধা ভবানী।
সুখবতী কলাবতী বৃন্দা হেমা রাণী ॥
অপর্ণা অপরাজিতা বিনতা চন্দ্রমুখী।
সুধামাত্রা ক্ষমাধাত্রী আর চিত্ররেখী ॥ (৫৪৯০)
যমুনা কামাক্ষা প্রভাবতী চিত্রাঙ্গদা।
হরিপ্রিয়া ভানুমতী জয়া অনুরাধা ॥
নেত্রবতী কুরঙ্গাক্ষী আর ধন্যমানী।
অলকা বিজয়া শ্যামা রোহিণী মোহিনী ॥
ঐরাবতী পুনর্ণবা পূর্ণিমা সুন্দরী। (৫৪৯৫)
অর্কজয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌরী মন্দোদরী ॥
সীতা তারা পদ্মাবতী উর্ম্মিলা রূপসী!
মনোরমা কমলাক্ষী যামিনী উর্ব্বশী ॥
দ্রৌপদী সুভদ্রা আর প্রচণ্ডা সুন্দরী।
কাত্যায়নী উগ্রচলা আর ক্ষেমঙ্করী ॥ (৫৫০০)
গঙ্গা প্রিয়া গন্ধপ্রিয়া আর রূপেশ্বরী।
অহল্যা চন্দ্রিকা আর কলিকা-সুন্দরী ॥
মালিনী নলিনী নন্দা আর সিদ্ধেশ্বরী।
ভাগীরথী শশি-কলা আর সুরেশ্বরী ॥
আত্রেয়ী বিমলা হংসী নিদ্রা ইন্দ্রাবতী। (৫৫০৫)
নর্ম্মদা গণ্ডকী রতি তারকা-যুবতী।
সন্ধ্যা বাণী স্বর্ণকলা আর সুলোচনী।
সুকেশী সুবৃত্তি আর যত গোয়ালিনী ॥

---

(১) 'তবে মৃদুস্বরে বোলে—কহ ত মহোদা।' গ; (২) 'নির্লজ্জ করিলে মোরে জিজ্ঞাসিয়া রাধা॥' গ; (৩) 'সুখ কিবা' খ; (৪) 'কি কাজে' গ।

(৫) 'সেই যে মূর্খ পতি মোর রমণ না জানে॥' গ;
'সহজ রমণ সুখ পতিয়ে না জানে॥' ঘ;

(৬) পুথি-গুলিতে গোপীদিগের নামের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, উহাতে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়; গ-পুথির তালিকার সহিতই পার্থক্য অধিক বটে। প্রাচীনতম বলিয়া গ-পুথির পাঠই মূলে গৃহীত এবং অন্যান্য পুথির পাঠ পরিশিষ্টের ১৮ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল।

একে-বারে কহে তারা রাধার গোচর।
"আমি-সবের নিজ-পতি কেবল বর্ব্বর ॥ (৫৫১০)
রস-মাধুরী-রঙ্গ না জানে সুরতি।
উপমা বন্ধুর[১] সঙ্গে না দিও যুবতি ॥
রসের সায়র কালা বিদগ্ধ-পণ্ডিত।
বাখানিতে না পারি যত পাইছি পিরিত ॥
রমণী মোহিল মুররির সানে কালা। (৫৫১৫)
তুমি কি না জান তারে—মন্দ কিবা ভালা[২] ॥"
এহি মত আলাপিতে সকল যুবতী[৩]।
শুনিয়া হরিষ-যুক্ত দেব যদু-পতি ॥
মদন-উদ্বেগে পুনি[৪] নন্দের নন্দন।
শৃঙ্গার-তরঙ্গে সন্তোষিলা[৫] গোপী-গণ ॥ (৫৫২০)
বিংশতি অধিক শত নব-যুবা[৬]-নারী।
সংক্ষেপে কহিল[৭] তিলোত্তমা আদি করি ॥
একত্র পাইয়া লাগ বৈকুণ্ঠ-নায়কে।
মনোরথ পূর্ণ করি তুষিলা[৮] সমাকে ॥
তিন শত ষষ্ঠী বার পরিশ্রম তান। (৫৫২৫)
তাহা দেখি গোপী সব ত্রাসে কম্পমান ॥
কেহোর যৌবন পূর্ণ—কেহো বয়-আধা[৯]।
কিশোর কেবল তাতে রাধিকা মহোদা ॥
কেহোর শ্রীফল কেহোর দাড়িম্ব বদরী।
পীনোন্নত স্তন ধরে[১০] সকল সুন্দরী ॥ (৫৫৩০)
সুন্দরী যুবতী সব—কি দিমু উপমা।
সবা হতে অধিক কৃষ্ণের প্রিয় তিলোত্তমা[১১] ॥

এই মত বিহার করিতে গোপী লৈয়া।
উদিত কুমুদ-বন্ধু প্রকাশিত হৈয়া ॥
দুই প্রহর নিশি গেল শৃঙ্গারের রসে। (৫৫৩৫)
হেনই সময় ইন্দু উদিত আকাশে ॥
তখনে করিলা মায়া কেহই না জানে।
হাসিয়া হাসিয়া বোলে রাধিকার স্থানে ॥
"শুন সুবদনি রাধা আমার বচন।
মন্দিরেতে চল তুমি লৈয়া সখী-গণ[১২] ॥" (৫৫৪০)
রাধা বলে—"আছে দেখ প্রবীণ শর্ব্বরী।
নারী জাতি ই কালে যাইতে শঙ্কা করি[১৩] ॥
তোমার চরণ দেখি থাকি[১৪] কথ-ক্ষণ।
নিশি অবসান হৈলে করিমু গমন ॥"
রাধার মধুর বাক্যে কাহ্নু হরষিত। (৫৫৪৫)
যুবতি-মোহন বাঁশী বায় সুললিত ॥
মুররির সানে গীত শুনি রসময়[১৫]।
সকল যুবতি-গণ ধন্দ হৈয়া রয় ॥
ধরিয়া রাধার নাম কাহ্নু গাহে গীত।
দেখি শুনি গোপী-গণ হৈল বিরহিত[১৬] ॥ (৫৫৫০)

"রাধা বিনে কালাচান্দের মনে নাহি আর[১৭]।
আমি-সবের রূপ-গুণ সকল অসার[১৮] ॥"

কামোন্মাদে এহি মতে কহে গোপী-গণে
গোবিন্দেরে বোলে রাধা কর্কশ-বচনে ॥

(১) 'কাহ্নুর' গ; 'কান্নুর উপমা কেনে দেহ গুণবতি ॥' ক; (২) 'রমণতরঙ্গে সব গোপী সন্তোষিলা ॥' ঘ; (৩) 'এহি মত' ইত্যাদি শ্লোক ও পরবর্ত্তী শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (৪) 'তবে' ক, খ; (৫) 'সম্বোধিলা' ক; 'সন্তর্পিলা' খ; (৬) 'নবযুগ্রা' ঘ; (৭) 'তুষিলা' ক; (৮) 'রঞ্জিলা' ক; 'লজ্জিলা' খ, ঘ; (৯) 'কেণ্ডর বয়েস আধা' গ; 'কেহো বয়োধিকা' ঘ; (১০) 'পীক(ন)বুর (যোড় ?) স্তন' গ; মনোহর পূর্ণ' ঘ; (১১) 'তথাপি হ কৃষ্ণের আবেশ ('মনে লাগে' খ) তিলোত্তমা' ক, খ; (১২) 'ঘরে চলি যাও তুমি লৈয়া সখীগণ' ক, খ;
'মন্দিরে ত লৈয়া যাও যত গোপীগণ' গ;
(১৩) 'নারী-জাতি চলি যাইতে সঙ্কোচ বড় করি।' গ; (১৪) 'আছি' ক, খ, (১৫) 'গীত গায় অতিশয়' ঘ; 'গীত শুনি মধুময়' ক, খ; (১৬) 'হরষিত' গ; (১৭) 'আন' ক, খ, ঘ; (১৮) 'রূপ গুণ কিসের বাখান ॥' ক, খ, ঘ।

[শ্রীরাধার আক্ষেপ-অনুরাগ]

রাগ পঠমঞ্জরী[1]।

"খোয়ারীর বন্ধু[2] —কেনে ডাক মোর নাম ধরি।
(৫৫৫৫)
আনে ত[3] বাঢ়াও[4] ভাব তাতে কি[5] আমার লাভ
কিবা লাজে বাজাও মুররি ॥ ধ্রু।
যার সনে[6] প্রেম থাকে সে নাকি সদাই ডাকে
ডাকিলে বা হয় কোন কাজ।
বাঁশী বাজাও এহি কাম আর জান মোর নাম
(৫৫৬০)
নিলজ-মুখেত নাহি লাজ ॥
সুরঙ্গ-অধরে বাঁশী ত্রিভঙ্গে বাজাও হাসি
শুনি যদি[7] পুলকিত হৈয়া।
মুররির সানে তোর প্রাণ হরি নেয়[8] মোর
কেবল শরীর-খানি[9] থুইয়া ॥ (৫৫৬৫)
আপনার কুল-ধর্ম্ম পরিহরি গৃহ-কর্ম্ম[10]
বাঝিলু[11] বিষম প্রেম-ফান্দে।
নিজ-পতি তেজি আসি হইলু তোমার দাসী[12]
তার ফল দেও[13] কালাচান্দে ॥
বুঝিলু তোমার মন পাইয়া যুবতি-গণ (৫৫৭০)
অখনে আমারে বাস ভীন।
তোমার বাঁশীর রবে বত্তিশ পাঞ্জর[14] দ্রবে
রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥

রাগ মোহন[15]।

"আরে খোনার বন্ধু—
সহজে খোয়ারী রাধার কুক্ষণের ভাব[16]। (৫৫৭৫)
যখনে তোমার সঙ্গে পিরিতি বাঢ়াইলু রঙ্গে
বোল মোর কিবা হৈল লাভ ॥ ধ্রু।
কলঙ্কী করিলা মোরে রহিতে না পারি ঘরে
নিরবধি ডাক নাম ধরি।
মুই হৈলু[17] তোর দাসী তবে কেনে ডাকে[18] বাঁশী
(৫৫৮০)
এই দুঃখে ঝুরিয়া সে[19] মরি ॥
অন্তরে জ্বলে আগুনি[20] যেন কুমারের পনি"[21]
বাহিরে থাকে পঙ্কের লেপন[22]।
ভাল-মন্দ নাহি জানি তোমার পিরিতি-খানি
অখনে সে বুঝিলু মন্ত্রণ[23] ॥ (৫৫৮৫)
জানিলু তোমার মন শুনাইয়া গর্ব্বিত-জন
নিরবধি তোর বাঁশী ডাকে।
অখনে জানিলু দঢ় নিদয়া নিঠুর বড়
মনে ভাব থাকে বা না থাকে ॥

---

(১) 'পিঞ্জরি' ক, খ; 'পিঞ্জর' ঘ; (২) 'অভাগী রাধার বন্ধু' ক; 'হের রে পরাণ বন্ধু' ঘ; (৩) 'অন্তে ত' ঘ; (৪) 'বাঢ়াইয়া' গ; 'বাড়াইয়া' ক, খ; (৫) 'এহি সে' ঘ; (৬) 'সঙ্গে' ক, খ, ঘ; (৭) 'যেই শুনে' গ; শুনে যদি' ক; (৮) 'নিল' ক, খ, ঘ; 'নেঞি' গ; (৯) 'মাত্র' গ; (১০) 'নিজকর্ম্ম' খ, গ; (১১) 'বন্দী হৈছি' খ; (১২) 'হইলু তোমার দাসী, তার ফল দিলা বাসি, মোহন-চিকণ-কালাচান্দে।' খ; (১৩) 'দিলা' ক, ঘ; (১৪) 'সকল শরীর' ঘ; (১৫) 'মোহন পীঞ্জর' ক, 'বরাড়ী' খ; 'বেলওার' ঘ; (১৬) 'প্রাণবন্ধু সহজে' ইত্যাদি গ; 'অহে সোনার বন্ধু কি খেনে বাড়াইলু ভাব।' ঘ; (১৭) 'জানো' ক, গ; (১৮) 'ডাক' ক; 'বাও' গ; (১৯) 'ঝুরি আমি' গ; (২০) 'ভিতরেত আগুনি' ক; 'অন্তরেত আগুনি' খ; (২১) অগ্নি দিয়া পনির মাঝে যেন কুমারের সাজে' গ; (২২) 'দিয়া থাকে বাহিরে ('উপরে' খ) লেপন' ক, খ, ঘ; 'বাহিরে দিয়া পঙ্কের লেপন' গ; (২৩) 'অখনে সে জানিলু এমন' ক; 'অখনে জানিলু তোমার মন' খ; 'অখনে সে জানিছি মন্ত্রণ' ঘ।

যখনে পিরিতি কৈলা কথেক[১] ভরসা দিলা (৫৫৯০)
মায়ায়ে বান্ধিয়া[২] প্রেম-ফান্দে[৩]।
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
"হাথে দিলা গগনের চান্দে[৪] ॥"

রাগ কেদার।

"গোবিন্দ হে———ভালে সে কপট তোর প্রেম।
তখন করেত ধরি বিনয় পিরিতি[৫] করি (৫৫৯৫)
অখনে সে তুমি হৈছ ক্ষেম ॥ ধ্রু।
পুরুবে কহিলা বন্ধু[৬] দিবা গগনের ইন্দু[৭]
আর দিবা চাহি যত ধন।
সাধিয়া আপন-কাজ নানা-মতে দেও[৮] লাজ
নাম ধরি ডাক কি কারণ[৮] ॥ (৫৬০০)
পরের অধীন[১০]আমি কেবল-দুর্জ্জন স্বামী
শাশুড়ীরে ভাল-মতে জান।:
তথাপি করিলু্ কাজ তেজি কুল-ভয় লাজ[১১]
উপকার অখনে না মান[১২] ॥

পুরুষ ভ্রমর-জাতি সহজে চঞ্চল-মতি[১৩] (৫৬০৫)
প্রেম-ভাবে কভু নহে বশ[১৪]।
আমি সে কমল বন্ধ নাহি আর মকরন্দ[১৫]
পরিহর না পাইয়া রস ॥
নবীন যুবতি-গণ পাইয়াছ অনেক জন
তবে-সে[১৬] আমারে বাস ভীন। (৫৬১০)
পিরিতি পাতল[১৭] তোর হেন মনে লয় মোর
রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥

রাগ ভুপালি[১৮]।

"শ্যাম বন্ধু—আরে বন্ধু মুই তোমা কত নিবেদিমু[১৯]।
তোমার বাঁশীর সানে যোগিনী হইমু ॥
বিষম পিরিতি তোর কলঙ্কে সে মাখোঁ[২০]। (৫৬১৫)
গায়ের আগুনি যথা তথা গিয়া থাকোঁ ॥

---

(১) 'অনেক' খ ; (২) 'পাতিয়া' ক, খ, গ ; (৩) 'ফান্দ' ক, খ, গ; (৪) 'অবে লাজ দেও কালাচান্দ' গ; খ-পুথিতে অন্তিম-কলির পাঠ—

"যখন পিরিতি কৈলা অনেক ভরসা দিলা
হাতে দিলা গগনের চান্দ।
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
আমাতে পাতিয়া নানা ফান্দ ॥'

(৫) 'প্রণতি' ক ; 'তখনে বিনতি করি, কহিলা করেত ধরি, অখনে তোমার হৈছে ক্ষেম ॥' খ ; (৬) 'বন্ধ' গ ; (৭) 'চান্দ' গ ; (৮) 'দিলা' ক, ঘ ; (৯) 'উপকার অখনে না মান' খ ; (১০) 'রমণী' ক, ঘ ; 'পরের' ইত্যাদি কলিটী খ-পুথিতে নাই। (১১) 'পরিহরি কুল-লাজ' ঘ ; (১২) 'না জানি ইহার বি(ব)রণ' ঘ ;

(১৩) 'একান্ত ('সহজে' খ) কঠিন মতি' ক, খ ; 'কেবল কুটিল-মতি' ঘ ; (১৪) 'হাস' ঘ ; (১৫) 'তুমি প্রভু ('তাতে' গ) মকরন্দ' খ, গ ; 'আমি সে' ইত্যাদি চরণদ্বয় ঘ-পুথিতে নাই। (১৬) 'এথেকে' ক, 'তার লাগি মোরে ভীন বাস।' ঘ ; অতঃপর ঘ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ—"এথেকে জানিলু্ দড়, নিদয়া নিষ্ঠুর বড়, তে কারণে মুই হৈলু্ ভীন।' (১৭) 'পাতল' গ ; (১৮) 'ভুপাল" ঘ, (১৯) 'শ্যাম বন্ধু রে বন্ধু কত নিসেদিমু' ক, খ ; 'বন্ধু রে তোরে মুই কত নিসেদিমু' খ ;

(২০) "বিষম পিরিতি তোর কুন্তলের সাকু (?)।
"গায়ের আগুনি যথা তথা গিয়া থাকু ॥" ক ;
"বিষম পিরিতি বন্ধু তোমা সমাইর সঙ্গে।
গায়ের অগ্নি এড়িয়া ঝাঁপ দিমু গাঙ্গে ॥" খ ;
"বিষম পিরিতি তোর সুজনের সঙ্গে।
আদেখা আগুনি তোমার জলে সব অঙ্গে ॥" গ ;

বিহানের কথা-খানি[১] বিআলে[২] না রয়।
জানিলে বা প্রেম কেনে[৩] বাড়াইলু[৪] হয় ॥
গুরু-গর্ব্বিতে শুনে[৫] মোর নাম কর।
তবে রসবতীর পতি—কেনে নাম ধর[৬] ॥ (৫৬২০)
ঝুরিতে পাঞ্জর শোষে—তনু হৈল খীন।"
রাধার সম্বাদ বোলে ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ।

এহি মতে বিরহ ভাবিয়া সুবদনী।
কর-যোড় করি কহে নম্রতা[৭]-কাহিনী ॥
"অহে প্রভু প্রাণেশ্বর শুন নিবেদন। (৫৬২৫)
কত বা কহিমু দুঃখ তোমার চরণ ॥
তথাপি সকল কহি—ভাল বোল যদি[৮]।
মোর নামে মুরলি বাজাও নিরবধি ॥
কর-যোড়ে প্রাণ-নাথ করোঁ পরিহার।
মোর নাম ধরি বাঁশী না বাজাইও আর ॥ (৫৬৩০)
রাধার মধুর বাক্য শুনিয়া শ্রী-পতি।
কিঞ্চিত হাসিয়া বোলে—শুন গুণবতি ॥"

রাগ কেদার।

"রাধা ল রাধা—
বোলহ যে দেখে তোর চিতে[৯]।
আমার করম-দোষ তুমি যে করিছ রোষ (৫৬৩৫)
অখন আর না জুয়ায় জীতে[১০] ॥ধ্রু।

তুমি বিনে আমার প্রিয়[১১] কেবা আছে আর
কায়ে-মনে অন্য নাহি[১২] জানি।
সেই তুমি প্রাণ মোর বিরস দেখিয়া তোর
ধন্দ[১৩] হৈছে আমার পরাণী ॥ (৫৬৪০)
বিনে লৈয়া তোর নাম না করিয়ে কোন[১৪] কাম
এতেকে সে ডাকি নিরবধি।
কেনে বা কমল-মুখি আমারে হৈয়াচ দুখী[১৫]
না ডাকিমু[১৬] মানা[১৭] কর যদি ॥
তুমি প্রাণেশ্বরী মোর কি করিমু আজ্ঞা কর (৫৬৪৫)
প্রাণ দিতে পারি তোর কাজে।
যে বাঁশী তোমারে ডাকে তারে যদি দুঃখ থাকে
ফেলাইতে পারি[১৮] জল মাঝে ॥
চান্দ-মুখে বোল হাসি নহেত ভাঙ্গিমু বাঁশী
তোমা হনে বস্তু বড় নহে[১৯] ॥ (৫৬৫০)
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
সমুচিত সুন্দরীত কহে[২০] ॥

পয়ার।

হস্ত যোড় করি কানু কহে পুনর্ব্বার।
"কৃপা কর সুবদনি করোঁ পরিহার ॥
অন্যে যে[২১] আমার প্রেম বোলহ কামিনি[২১]।(৫৬৫৫)
তুমি বিনে প্রাণেশ্বরি অন্য[২২] নাহি জানি ॥
তোমার দাসীর যোগ্য নহে গোপী-গণ।
সমতায়[২৩] প্রেম-যোগ্য হয়[২৪] কোন জন ॥

---

(১) 'বিহানে কহিলে কথা, ক, ঘ; (২) 'বিকালে' ক, খ, ঘ; (৩)'এমন জানিলে কেনে' গ; 'জানিলে প্রেম' ইত্যাদি খ; (৪) 'বাড়াইল' ক, খ; (৫) 'জানে' খ, ঘ; (৬) 'গোপীনাথ নাম তুমি কোন গুণে ধর' খ; (৭) 'নর্ম্মদা' (নম্রতা ?) ঘ; 'বিনয়' গ; (৮) 'তথাপি 'সকল দুঃখ' ইত্যাদি গ; 'তথাপি সাফল্য বন্ধু' ইত্যাদি ক; "তথাপি সকল মন্দ' খ; (৯) 'কানু বোলে প্রাণেশ্বরি কিবা তোর চিত্তে।' গ; (১০) 'চিত্তে' খ; রৈতে গ, 'কৈতে' ঘ; (১১) 'সুহৃদ' গ; ক, খ-পুথিতে শব্দটী নাই। (১২) 'আমি ত না' গ; (১৩) 'ছন্ন' ক; ' চঞ্চল' গ; (১৪) 'অন্ত' ঘ; (১৫) 'সিদ্ধি নহে কোন কাম বিনে লৈলে তোমার নাম' গ; (১৬) 'না লইমু' গ; (১৭) 'ক্রোধ' গ; (১৮) ভাসাইয়া দেও' গ; (১৯) 'নয়' ঘ; 'সমুচিত সুন্দরি ব (বি) নয়' ঘ; (২০) 'অন্ত এ' ঘ; (২১) 'আমার অভেদ প্রেম জানেসি কামিনি।' গ; 'সার-মত্তে মোর মন না বুঝ কামিনি' প; (২২) 'আমি' ক, খ, গ; (২৩) 'সব তোর' প; 'সম-ভাবে' গ; 'সমোদয়' (সমতায় ?) ঘ; (২৪) 'হবে' ক, ঘ; 'হৈব' প;

যখনে আছিলা তুমি ঘরে আপনার।
আইলা সকল গোপী মোরে ভেটিবার ॥ (৫৬৬০)
আছিলু তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
উত্তর না দিলু তাথে দেখি গোপী-গণ[১] ॥
গোবিন্দের বাক্যে রাধা হইলা লজ্জিত।
প্রণতি-পূর্ব্বকে বোলে হাসি কথঞ্চিত[২] ॥
"প্রাণ-বন্ধু হে— (৫৬৬৫)
দয়া কর ক্ষেম অপরাধ[৩]।
তোমার চরণে ধরোঁ কাকুতি মিনতি করোঁ
ঘুচাও বিষম পরিবাদ ॥ ধ্রু।
আমার যতেক দুখ শুনিলে বিদরে বুক[৪]
কহিতে কহন না যায় মুখে। (৫৬৭০)
বিধি সে করিল হীন অবশ্য যাইব দিন
দিন যাইব—দুঃখে কিবা সুখে ॥
মোর মনে হেন সাধ শুনিতে বাঁশীর নাদ
পান করিবারে এহি মধু।
দারুণ লোকের ডরে শুনিতে না শুনি[৫] তারে (৫৬৭৫)
দৈবে করিছে কুল-বধূ ॥
শাশুড়ী পরাণ-বৈরী নয়ানে দেখিতে নারি[৬]
তোমার রাতুল পদ-খানি।
এই যে বাঁশীর সান শুনিলে সে রহে প্রাণ
না শুনিলে মরি—হেন জানি ॥ (৫৬৮০)
অখনে না বাসি ডর দঢ় কৈলু অন্তর[৭]
কর বন্ধু যেহি মনে লয়।"
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
গুরু-জনের নাহি কিছু ভয়[৮] ॥

পদ-বন্ধ।

এহি মতে তিলোত্তমা গোবিন্দ-গোচর। (৫৬৮৫)
ভক্তি-নম্র-ভাবে[৯] কহে যোড় করি কর[১০] ॥
"তুমি বিনে প্রাণেশ্বর কে আছে আমার।
তোমার চরণ ছাড়ি গতি নাহি আর ॥
গর্ব্বে সে বোলিলু[১১] মন্দ তোমার সাক্ষাত।
সে সকল অপরাধ ক্ষেম প্রাণ-নাথ ॥ (৫৬৯০)
একান্ত ভক্তিয়ে রাধা নম্রতায় কয়[১২]।
শুনিয়া বৈকুণ্ঠ-নাথ হৈলা কৃপাময় ॥

[ব্রজগোপীগণের বিরহ]

জন্মেজয় নরপতি জিজ্ঞাসিলা পুনি।
"অপরে কেমত হৈল[১৩] কহ মহামুনি ॥
মুনি বলে "শুন রাজা কাব্য মনোহর। (৫৬৯৫)
গোবিন্দে করিল আজ্ঞা রাধার গোচর ॥
"শুন গুণবতি প্রিয়া আমার বচন।
মন্দিরে চলহ তুমি লৈয়া সখী-গণ ॥

---

(১) 'জানু-যুগে শির দিয়া ভাবি মনে-মন' গ; (২) 'হাসিয়া কিঞ্চিত' ঘ; 'গোবিন্দের বাক্যে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৩) 'আরে বন্ধু ('পরাণ-বন্ধু' ক) দয়া কর 'ইত্যাদি ক, খ; 'বন্ধু আরে বন্ধু দয়া কর' ইত্যাদি গ; (৪) গ-পুথিতে 'আমার যতেক দুখ' ইত্যাদি চরণ দুইটী কলির শেষার্দ্ধে লিখিত হইয়াছে। 'দিন যাইব' ইত্যাদি স্থলে 'পরিণামে দুখে' ইত্যাদি ক, খ; 'না রহিব কিবা দুখে সুখে' ঘ; (৫) 'পারি' ক, খ, ঘ; (৬) 'শাশুড়ী বড় দুর্জ্জন, দস্যু-ভাব অনুক্ষণ, না চাই ডরে তোমা পদ-খানি' গ; (৭) 'স্বামী কি করিব মোর' ক, গ, ঘ; 'আইমন (আয়ান) শ্রীকৃষ্ণের অনুগত হওয়ার পরে শ্রীরাধার মুখে স্বামীর সম্বন্ধে এই মন্তব্য সঙ্গত বোধ হয় না; সুতরাং অগত্যা প্রাচীনতর গ, ঘ ও ক-পুথির পাঠের পরিবর্ত্তে খ-পুথির পাঠই মূলে গৃহীত হইল। (৮) 'তোমারে নাহিক মোর ভয় (?)' গ; 'নাহি করি ('আর' খ) ভয়' ক, খ; (৯) 'ভক্তি-নম্রতায় কহে কোকিলার স্বর' ক, খ; (১০) 'ভক্তি করি কহে যেন কোকিলার স্বর' গ; (১১) 'বোলিয়ে' ঘ; (১২) 'একান্ত ভক্তিভাবে রাধিকার কয়' গ; একান্ত ভক্তি(য়ে) রাধা নম্রভাবে কয়' ঘ; (১৩) 'হৈলা বিরহিত' ক, খ।

নিশি অল্প আছে—রৈয়া কিছু কার্য্য নাই।"
আমিও গো-ধন লইয়া ঘরে চলি যাই॥" (৫৭০০)
গোবিন্দের বাক্য শুনি চলে গোপী-গণ।
দণ্ডবত হৈয়া সবে বন্দিল চরণ॥
কথ-দূরে গেলা যদি সব গোপী-গণ।
পুন মুরলির সান দিলা নারায়ণ॥
শুনিয়া গোপিনী সব হইলা মোহিত[১]; (৫৭০৫)
ঘরে যাইতে চরণ না চলে কদাচিত॥
মধুর কোমল শুনি[২] মুরলির রবে।
চকিত নয়নে ফিরি চাহে[৩] গোপী সবে॥
না দেখে কাহ্নুর পদ শুনে মাত্র ধ্বনি[৪]।
চিত্র-লেখী প্রায় হৈল[৫] সকল গোপিনী॥ (৫৭১০)

ভাটিয়াল রাগ[৬]।

"কালা হের রে রসময় নিধি[৭]।
মিলাইয়া হরি মোরে নিল কোন বিধি।"
কোন[৮] সখী বোলে "ঘরে যাইতে নাহি[৯] সাধ। ধ্রু।
শুনিতে রহিমু বাঁশীর সুললিত নাদ[১০]॥
মুরলি বাজায় কাহ্নু নীপ-তরু-মূলে[১১]। (৫৭১৫)
কেমনে যাইমু ঘরে চরণ না চলে॥"
কোন সখী বোলে "মুই তেজিলু ভয় লাজ।
ঘরে চলি যাইতে মোর নাহি কিছু কাজ॥
ই[১২] যে সুললিত শুনি মুরলির ধ্বনি।
না যাইমু মন্দিরে মুই[১৩] হৈলু কলঙ্কিনী॥" (৫৭২০)
কেহো কেহো বোলে "মুই তেজিমু নিজ-স্বামী।
ভেটিমু যৌবন—কালার দাসী হৈলু আমি॥
কালা বিনে আমি[১৪] আর কিছুই[১৫] না জানি।
আঁখি ভরি দেখি গিয়া[১৬] রাঙ্গা-পদ[১৭]-খানি॥
চল সখি দেখিবার যার মনে থাকে। (৫৭২৫)
মুরলি-সন্ধানে কাহ্নু নাম ধরি ডাকে॥"
দেখিয়া শুনিয়া রাধা[১৮] বড় হৈল ধন্দ।
যুবতি-বিরহে বোলে দীন ভবানন্দ॥

পদ-বন্ধ।

সকল যুবতি যদি হৈল বিরহিত।
পরিণাম ভাবি রাধা বোলে সমুচিত॥ (৫৭৩০)
"শুনহ সকল সখি হৈয়া সাবধান।
জানিলাম[১৯] তুমি-সব কেবল[২০] অজ্ঞান॥
লজ্জা পরিহরি গুরু-শঙ্কা নাহি কর।
কুল-বধূ হেন নাম তবে কেনে ধর[২১]॥
নির্লজ্জ হইলা—আর কিবা আছে কথা। (৫৭৩৫)
বেশ্যা হৈয়া কেনে না ভ্রমহ[২২] যথা-তথা॥
আমার অধিক নাহি সবে জান সন্ধি[২৩]।
সহজেই বেরু[২৪] হৈছি—প্রেম-জালে বন্ধী॥
যদি কেহো জানে তুমি-সবের এই রীত।
সেহি ক্ষণে নিজ-পতি ছাড়িব নিশ্চিত॥ (৫৭৪০)

(১) 'হৈলা বিরহিত' ক, খ; (২) 'ধ্বনি' ক, গ; (৩) 'তারে চাহিঞা' গ; (৪) 'না দেখি প্রভুর পদ না শুনি সে ধ্বনি' গ; (৫) 'বিরহিণী হৈয়া কান্দে' ক; 'বিরহিত হৈয়া চলে' ঘ। (৬) 'শ্রীরাগ' ক, খ, গ; (৭) 'রূপ-কলা নিধি, মিলাইয়া (হরিল' ক,) দারুণ বিধি, হাত ('গাঠি' ক) হনে হারাইলু মাণিক। চরণ না চলে যাইতে, পরাণ রবে কি মতে, না পারিলু চাহিতে ('দেখিতে' ক) খানিক॥' ক, গ; ক-পুথিতে সম্পূর্ণ গীত-টী দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে দেওয়া আছে, উহা পরিশিষ্টের ১৯ সংখ্যক পাঠান্তরে দ্রষ্টব্য। একটি গীতেই ত্রিপদী ও পয়ারের প্রয়োগ হরিবংশ আর দেখা যায় না; এজন্য গ ও ঘ পুথির পাঠই প্রামাণিক। (৮) 'কে ও' গ; (৯) 'ঘরের নাহিক সাধ' গ; (১০) 'শুনিয়া সুললিত বাঁশীর নাদ' গ; (১১) 'কদম্বের তলে' গ (১২) 'এই' গ; (১৩) 'আমরা' গ; (১৪) 'অখন' ঘ; (১৫) 'কে ওরে' গ; (১৬) "দেখিনু" গ; (১৭) 'কালার রূপ খানি' গ; (১৮) 'গোপী' গ; (১৯) 'জানিলাঙ' ঘ; (২০) 'বড়ই' গ; (২১) 'তবে কুলবধু করি কেনে নাম ধর॥' গ, (২২) 'বেশ্যা হৈয়া তুমি-সব ভ্রম' ক, খ, ঘ; (২৩) 'আমার নাগর কাহ্নু জানে সব সন্ধি।' গ; 'আমার অধিক কিবা সবে জানে সন্ধি।' ক, (২৪) 'দাসী' গ;

চল চল সখী-সব রৈয়া নাহি কাজ।
নিশি অবসান হৈলে পরিণামে লাজ ॥"
রাধার নিষ্ঠুর বাক্য শুনি গোপী-গণ।
বিরহিণী হৈয়া ঘরে করিল গমন ॥
চিত্রের পুত্তলী কিম্বা রম্ভার মঞ্জরী। (৫৭৪৫)
তেন-মত গৃহে[১] গেলা যত ব্রজ-নারী ॥
যার যেই মন্দিরে ত গেল গোপী-গণ।
অন্যে-অন্যে করিয়া যে প্রেম-সম্ভাষণ ॥
অনেক[২] প্রেমের ভাবে অঙ্গ পুলকিত।
নিঃশব্দে রহিলা গোপী হৈয়া বিরহিত ॥ (৫৭৫০)

[শ্রীকৃষ্ণের গৃহে আগমন ও অপরাহ্নে নগর-ভ্রমণ]

তবে জন্মেজয় রাজা যোড়-হাতে[৩] পুছে।
"গোপী গেলে গোবিন্দে কি কৈলা তার পাছে ॥
সেহি সব বিবরণ কহ মুনি-বর[৪]।
শুনিবার বাঞ্ছা বড় কাব্য মনোহর ॥"
মুনি বোলে "শুন রাজা হৈয়া সাবহিত। (৫৭৫৫)
ভক্তি-পুরস্কারে শুন কৃষ্ণের চরিত ॥
যুবতী সকল যদি করিল গমন।
গাভী লৈয়া ঘরে চলে ব্রহ্ম-সনাতন ॥
নিশি-অবসান-কালে গেলা নিজ ঘর।
কৃষ্ণেরে দেখিয়া সবে হরিষ-অন্তর ॥ (৫৭৬০)
কোলে করি নন্দে দিলা সহস্র চুম্বন।
পুত্র বোলি যশোদায় মুখে দিলা স্তন ॥
তার পাছে রোহিণী নিছিয়া[৫] লৈল কোলে।
স্তন দিয়া জিজ্ঞাসা করিল মিষ্ট-বোলে[৬] ॥
"কোন বনে পুত্র তুমি গেছিলা[৭] একেশ্বর। (৫৭৬৫)
উপবাস কৈলা বাপ বনের ভিতর ॥
কেমতে বনেত বাপু বিচারিলা গাই।
একেশ্বর এড়ি আইল দারুণ বলাই ॥"
মায়ের বচন শুনি সুকোমল ভাষ।
মায়ায়ে কান্দিয়া বোলে জননীর পাশ ॥ (৫৭৭০)
"আজি-রাত্রির দুঃখ মাও শুন দিয়া মন।
ধবলী আছিল গিয়া যথা গোবর্দ্ধন ॥
তাকে বিচারিতে আমি রৈলু[৮] একেশ্বর।
দণ্ডকে ভ্রমিলু নিশি ই চারি প্রহর ॥
কুশের কণ্টক যত ফুটিয়াছি পায়। (৫৭৭৫)
পরাণ দগধে—দুঃখ[৯] কত সৈব গায় ॥
তখন পাইলু গাভী চান্দের উদয়ে।
নিশাকালে না আসিলু[১০] পরাণের ভয়ে ॥
কহিল সকল মাও দুঃখের কাহিনী।
আজি গোঠে না যাইমু না বোল জননি[১১] ॥" (৫৭৮০)
যশোদা রোহিণী আর নন্দ ঘোষে শুনি[১২]।
তিন-জনের অশ্রু-পাত হয় পুনি-পুনি[১৩] ॥
সর লবনি দিলা খাইবারে কানু।
গগন-মণ্ডলে হৈল প্রকাশিত ভানু ॥
নন্দ বোলে "বলরাম শুন সাবহিতে। (৫৭৮৫)
ধেনু লৈয়া যাও তুমি বালক সহিতে ॥
আজি না যাইব গোঠে শিশু দামোদর।
নিশি-কালে দুঃখ সেই পাইছে বিস্তর[১৪] ॥"
এহি বোলি বলাইরে গোঠে পাঠাইল[১৫]।
যশোদার কোলে তবে গোবিন্দ রহিল[১৬] ॥ (৫৭৯০)

(১) 'তেমত হইয়া' গ; (২) 'অধিক' ক; খ-পুথিতে 'অনেক' ইত্যাদি শ্লোক নাই। (৩) 'জৈমুনিতে' গ; (৪) 'সেহি সব' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৫) 'আসিয়া' ক, খ, ঘ; (৬) 'স্তন দিয়া মিষ্ট বাক্যে জিজ্ঞাসে সত্বরে ॥' গ; (৭) 'কোন কোন বনে পুত্র আসি(ছি)লা একেশ্বর' গ; (৮) 'বনে' ঘ; 'গেলু' গ; (৯) 'পরাণ দগধে বিষে' ক, খ; 'প্রাণ বিদরে বিষে' ঘ; (১০) 'সকালে নাসিলু মুই' গ; (১১) 'কহিলু আপুনি' গ; 'আমি গোঠে যাইবার না বোল জননি ॥' ক, খ। (১২) 'শুনে' ক, খ, ঘ; (১৩) 'সকরুণে' ক, খ, ঘ; (১৪) 'একেশ্বর' ঘ; (১৫) 'এহি বোলি গোঠে পাঠাইয়া বলরাম।' ঘ; (১৬) 'যশোদার কোলে তবে গোবিন্দের বিশ্রাম ॥ ঘ;

নিদ্রায়ে আকুল হৈয়া করিলা শয়ন[১]।
পরম-সন্তোষে নিদ্রা যায় নারায়ণ ॥
এহি-মতে দিবা হৈল তৃতীয়[২] প্রহর।
অস্তাচল নিকটে চলিলা দিবাকর[৩] ॥
চৈতন্য[৪] পাইয়া হরি[৫] উঠিলা তখন। (৫৭৯৫)
আচম্বিতে নগর ভ্রমিতে হৈল মন[৬] ॥
স্নান করি পৈন্ধিলেন[৭] পীত-অম্বর[৮]।
কটিতে কিঙ্কিণী পৈন্ধে ঘাঘর দোসর[৯] ॥
রাতুল-চরণে নপুর করে[১০] রুনু ঝুনু।
সৌরভ-বিহিত পদে[১১] কুসুমের রেণু ॥ (৫৮০০)
আগর চন্দন-গন্ধ কুঙ্কুম[১২] দোসর।
বিরাজিত করিলেন সব কলেবর ॥
ললাটে চন্দন—তাথে আবিরের বিন্দু।
একত্রে উদিত যেন দিনকর-ইন্দু ॥
গ্রীবায়ে মালতীর মালা দোসর বকুল। (৫৮০৫)
মকরন্দ-সহিতে তাতে[১৩] আর কত ফুল ॥
চূড়াটী বান্ধিল দিয়া[১৪] চাঁপা-নাগেশ্বর।
ক্রৌঞ্চ-বাহন-পাখা তাহার উপর[১৫] ॥
কুন্তীর নন্দন-তলে দোলে ছায়া-নাথ[১৬]।
পত্র সনে কদম্বের পুষ্প পরে তাথ ॥ (৫৮১০)
কোটি সিন্ধু-সুত জিনি[১৭] উজ্জ্বল বদন[১৮]।
কোটি দিবাকর জিনি কৌস্তুভ-ভূষণ[১৯] ॥
হস্তেত বলয়া আছে[২০] অঙ্গুলে অঙ্গুরি[২১]।
অমিঞা বরিখে মুখে হাস্যের মাধুরি[২২] ॥
কর-চরণের নখ দেখি মনোহর। (৫৮১৫)
হেন মনে লয় যে[২৩] বিংশতি শশধর ॥
মনের সন্তোষে আর কত বেশ করি[২৪]।
হস্তেত লইলা তবে মোহন মুরারি ॥
মায়ের চরণ বন্দি করিলা গমন।
নিষেধ না করে মায়ে[২৫] মায়ার কারণ ॥ (৫৮২০)
নগর ভ্রমিতে[২৬] যাঞা বাজাইলা মুরলি।
শুনি চমকিত হৈল যত ব্রজ নারী[২৭] ॥

অতঃপর ক, খ ও ঘ-পুথিতে নিম্নলিখিত প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি আছে—

'এহি কহিলাম রাজা যত সমাচার ('জিজ্ঞাসিলা সার'খ)।
পূর্ণ-রূপে গোপী-নাথ করেন বিহার ॥
পুনি জন্মেজয় রাজা করে নিবেদন।
পরিণামে কিবা হৈল কহ তপোধন ॥
ঋষি বোলে এহি মতে দেব নারায়ণ।
নিদ্রায়ে আকুল হৈয়া করিলা শয়ন ॥'

(১) 'নিদ্রায়ে আকুল' ইত্যাদি শ্লোক ক, খ ও ঘ-পুথিতে নাই। (২) 'দ্বিতীয়' ঘ; (৩) 'অস্তগিরি সন্নিতে মিলিলা দিবাকর' ক; 'অস্ত হইবারে চাহে দেব দিবাকর' খ; 'শরতকালেও হৈল প্রচণ্ড দিবাকর' ঘ; (৪) 'চেতনা' গ; (৫) 'তবে' গ; (৬) 'নগর ভ্রমিতে তান হইলেক মন।' গ; (৭) 'পত্রিলেন' ঘ; 'পিন্ধিলেক' ক, খ; (৮) 'নেত অম্বর' ক; 'দিব্য পীতাম্বর' খ; 'পীত পীতাম্বর' গ; (৯) 'কিঙ্কিনী হার গৃবার উপর ॥' গ; (১০) 'বাজে' খ; 'দিলা' গ; (১১) 'পরে' ক; 'পায়ে' খ; 'পৈন্ধে' গ; (১২) 'কুসুম' গ, ঘ; (১৩) 'সে' গ; ক-খ পুথিতে শব্দটী নাই।

(১৪) 'চূড়ার উপরে দিলা' গ; (১৫) 'ক্রৌঞ্চ-বাহন শোভে তাহার উপর।' গ; 'ক্রৌঞ্চের বাহন-পাখ শিরের উপর।' ঘ;

(১৬) 'শ্রবণে কুণ্ডল দিলা অরুণ আকার।
কদম্বের ফুল শোভে শ্রবণে তাহার ॥' গ,
'শ্রবণে কুণ্ডল দিয়া অরুণ-আকার।
পত্র সনে কদম্ব সমীপে পরে তার ॥' ক, খ;
('পত্র সনে কদম ফুল উপরে তাহার ॥' খ)

(১৭) 'কোটি ইন্দু জিনিয়া' খ, ঘ; (১৮) 'বরণ' গ; (১৯) 'কৌস্তুভ মণি-রাজ হৃদয় শোভন ॥' গ; 'কৌস্তুভ-বিরাজিত হৃদয়-ভূষণ' ক; 'কৌস্তুভ মণি যার হৃদয়ে শোভন' খ, (২০) 'দিলা' ক, খ, গ; (২১) 'কটাক্ষ করি (যে' ক, খ,) হাসি' ক, খ, ঘ; (২২) 'অমিয়ার ধারা যেন ('তাতে' গ) খসে হেন বাসি ॥' ক, খ, গ; (২৩) 'যেন' ক, খ, ঘ;

(২৪) 'হাতে ত লইয়া তবে মোহন মুরারি।
সাজিয়া হইল বাহার দেব বনমালী ॥' ঘ;

(৫২) তাতে' ঘ; 'মায়ের চরণ' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় ক, খ-পুথিতে নাই। (২৬) 'নগরের দিগে' গ, (২৭) 'সকল সুন্দরী' গ;

রাধিকা মহোদা আর শ্রীমতী সুন্দরী[১]।
এহি তিন জন বিনে যত গোপ নারী ॥
একত্র হইয়া সব নারী সমুদিত। (৫৮২৫)
গোবিন্দের রূপ বেশে হইলা মোহিত ॥

কল্যাণ রাগ।

"এহি দেখ এহি দেখ নব-ঘন-শ্যাম[২]।
তেজি কুল-ভয় লাজ চল ভেটি যুবরাজ
কেনে এত ভাব পরিণাম ॥ ধ্রু।
মিলিয়া যুবতী-গণ গিয়া থাকি[৩] বৃন্দাবন (৫৮৩০)
তভু[৪] যারে না দেখি নয়ানে।
হেন আজি[৫] শুভ-দিন পাইলু তাহার চীন
যুববাজ আসিল আপনে ॥
যাইব রাধার ঘর হেন মনে লয় মোর
মুরলি-সন্ধানে রাধা ডাকে। (৫৮৩৫)
বিলম্বের কায্য নাই চল গ সকলে যাই[৬]
ভজিবারে যার মনে থাকে[৭] ॥
এহি মুরলির রবে যদি রাধা আইসে তবে
আমি-সব না পুছে কাহ্নাই।
ব্যাজ না করিও আর চল যাই ভেটিবার (৫৮৪০)
সবে মিলি কাহ্নুর কাছে যাই ॥"

লীলাবতীর কথা শুনি চিন্তে[৮] সব সুবদনী
কি করিলে কি হৈব অন্তর[৯]।
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
কাহ্নু যায় রাধিকার ঘর[১০] ॥ (৫৮৪৫)

[শ্রীরাধার দৈবাধীন মনস্তাপ]

পদ-বন্ধ।

এহি মতে গোপী সব হৈলা[১১] বিরহিত।
গোবিন্দ চলিয়া গেল[১২] রাধার পুরীত ॥
নাচিতে গাহিতে যায় বাজাইয়া মুরলি[১৩]।
গোকুলের গোপী-সবের প্রাণ নিল হরি ॥
চিন্তিত[১৪] যুবতী-গণ মরণ সদৃশ[১৫]। (৫৮৫০)
কি করিলে কি হইব করে বিমরিশ[১৬] ॥
ভাবিয়া বিষাদ গোপী-সব রহিলাঞি।
বাজাইয়া মুরলি কৃষ্ণ রাধার গৃহে যাঞি ॥
বাড়ীর নিকটে যাইয়া বাজাঞি মুরলি।
নির্জ্জনে রন্ধন করে রাধিকা সুন্দরী ॥ (৫৮৫৫)
দারুণ শাশুড়ী ঘরে—তাতে ভাত রান্ধে[১৭]।
বাহির হৈতে নারে রাধা—ধুমার ছলে কান্দে ॥

---

(১) 'রাধিকা সুন্দরী আর মহোদা শ্রীমতী।
এই তিন জন বিনে সকল যুবতী ॥' ঘ ;
(২) 'এহি দেখ সখি নব' ইত্যাদি ঘ ; (৩) 'চল যাই' ঘ ; (৪) 'তেহু' ঘ ; (৫) 'হইল' ক, ঘ ; (৬) 'সকল রাই' ক, গ ; (৭) 'কালাচান্দ ভেটিবারে যদি লয় মনে ॥' ক ; ঘ-পুথিতে 'বিলম্বের' ইত্যাদি ছয়টী চরণের স্থলে—
"এহি মুরলির রবে যদি রাধা না আইসে যবে
তবে মোরা ঠেকিব বিপাকে ॥
বিকল হইয়া চিত প্রাণ সবে পুলকিত
ঘরে রহিতে সাধ নাঞি।
ব্যাজ না কর আর চল শ্যাম ভেটিবার
সবে মিলি কানাইর সঙ্গে যাই ॥"

(৮) 'চলে' ঘ ; (৯) 'কি হইব ভাবয়ে অন্তর' ক, ঘ ; (১০) 'গুপ্ত-পথে যাও রাধার ঘর' গ ; 'রাজ-পথে যান কানু রাধিকার ঘর।' ক ; খ-পুথিতে এই গীতটী নাই। (১১) 'হৈয়া' গ ; (১২) 'যান' ক ; 'এহি মতে' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
'এই মতে গোপীগণ হইল ব্যাকুলি।
মোহন বাঁশির রবে প্রাণি নিল হরি ॥' গ ;
(১৩) 'নাচিতে গাহিতে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (১৪) 'চিন্তি' ক ; 'চিন্তিত' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় খ-পুথিতে নাই। (১৫) 'সাদৃশে' ক ; (১৬) 'বিমরিসে' ক ; (১৭) 'দারুণ' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই।

রাগ ধরাড়ী[১]।

"বন্ধুর ভাবে ঝুরিতে ঝুরিতে মৈলু[২]।
জানিতু তখনে আসিব আপনে
তে কেনে রন্ধনে আইলু॥ ধ্রু।(৫৮৬০)
কুলের কামিনী দৈবে পরাধিনী[৩]
যেন পিঞ্জরের শুয়া।
পরাণ-বন্ধু মোর আপনে আইলা ঘর
দিতে নারি পাণ-গুয়া॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর যাহার কিঙ্কর (৫৮৬৫)
বাণী কমলা[৪] দাসী।
আমি গোপ-নারী তিয়া[৫] ধরাইতে নারি
শুনিয়া হেন-জনার[৬] বাঁশী॥
এ তিন ভুবন[৭] যাহার সৃজন[৮]
সুরা সুর মুনি যার দাস। (৫৮৭০)
নিদারুণ বুঢ়ী আমার[৯] শাশুড়ী
তারে সে না করে নাশ॥
আপনে বৈরী রাখে তে কেনে আমারে ডাকে
নিলজ-মুখে বায়[১০] বাঁশী।"
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন (৫৮৭৫)
কি ফলে[১১] হেন জনের দাসী॥

পদ বন্ধ।

মুনি বোলে "শুন রাজা সারদা-নন্দন।
বিরহ ভাবিয়া রাধা করয়ে ক্রন্দন॥
তখনে শুনিয়া বুঢ়ী মুরলির সান[১২]। (৫৮৮০)
আসিল কাহ্নাই মনে[১৩] করে অনুমান॥
"মিথ্যা করি বোলে বধ আমার পুত্রেরে[১৪]।"
কহিল সকল যাইয়া[১৫] আইমন গোচরে[১৬]॥
আইমনে বোলে "যাও শুন মোর কথা।
এখনে না যাও তুমি রাধা আছে যথা॥
অন্তরে থাকিয়া আমি জানি ব্যবহারে[১৭]। (৫৮৮৫)
সত্য কিবা মিথ্যা কহ— জানিব তোমারে[১৮]॥"
গোবিন্দের কপটে বুঢ়ীর জ্ঞান[১৯] হরে।
পুত্রের নিষেধ মানি রহিল অন্তরে[২০]॥
হেন কালে তথা আইলা রাধার বড়াই।
হাসিয়া হাসিয়া কহে নাতিনের ঠাঁই॥ (৫৮৯০)
"কেনে ল নাতিন[২১] তোর এতেক গুমান।
শ্রবণে না শুন নাকি মুরলির সান॥
তোমার মন্দিরে কাহ্নু আসিল[২২] আপনে।
বিনে সম্ভাষিয়া কেনে গিয়াছ রন্ধনে॥
কুপিত হইয়া যদি নেউটিয়া যায়। (৫৮৯৫)
কহ ত সুন্দরি রাধা কি হৈব[২৩] উপায়॥"
বড়াইর বচন শুনি রাধিকা সুন্দরী।
কহিতে লাগিলা তবে মৃদু-মৃদু[২৪] করি॥

---

(১) 'গান ছন্দ মিনতি রাগ' ক; 'রাগ বিলোল (ব)' ঘ;
(২) 'বড়াই ল কে বোলে কালিয়া ভাল।
বন্ধুর বরণ ভাবিতে ভাবিতে
সোনার বরণ হৈল কালা॥ ধ্রু।' ঘ;
(৩) 'বিচারি না পাই যারে সে বন্ধু আসিছে ঘরে
দেখিতে না পারে। চান্দ-মুখ।
কুলের কামিনী দৈবে পরাধিনী
যেন পিঞ্জরের মুখ (শুক)॥' ঘ;
(৪) 'কমলা যার' ক, গ, ঘ, (৫) চিন্ত' ক, খ, ঘ; (৬) 'এই কালার' গ; (৭) 'ভুবনে' ঘ; (৮) 'কারণে' ঘ; (৯) 'দারুণ' ঘ; (১০) 'বাইয়া' গ; 'বাঞ্জ' ঘ; (১১) 'কি ফল' ক, 'বিফল' খ, 'কি গুণে' গ;

(১২) 'বুঢ়ী কৈল অনুমান' ; (১৩) 'ঘরে' খ; 'হাসে কাহ্নাই মোর বধের কারণ' গ; (১৪) 'মিথ্যা করি বোলে নিত্য পুত্র-বধ মোরে।' খ; 'মিথ্যা করি বোলে মোর পুত্র বর্ব্বর।' ক; 'শুনি বুঢ়ী বোলে মোর পুত্র বর্ব্বর।' গ; (১৫) 'কথা' গ; (১৬) 'গোচর' ক, গ (১৭) 'জানিব ইহারে' খ; 'জানি ব্যবহার' ক, খ, গ; (১৮) 'বুঝিব তোমার' ক, খ; 'সত্য কিবা' ইত্যাদ তিন-টী চরণ গ-পুথিতে নাই। (১৯) 'মন' ঘ; (২০) 'অন্তর' গ; (২১) 'রাধিকা' ক, খ, গ; (২২) 'আসিছে' গ, ঘ; (২৩) 'হৌক' গ, ঘ; (২৪) 'অতি ধীর' গ।

"মুই যদি জানিমু[1] কানু[2] আসিব আপনে।
তবে কেনে অভাগিনী যাইমু[3] রন্ধনে॥" (৫৯ ০)

রাগ করুণ ভাটিয়াল।

"বন্ধুর ভাবে ঝুরিতে ঝুরিতে মুই মৈলু[4] ।
না জানি অভাগী কেনে রন্ধনে আইলু॥ ধ্রু।
ভাগ্যে সে পরশ মণি আইল মোর ঘরে।
না ভেটিলু[5] কালা-চান্দ শাশুড়ীর ডরে[6]॥
মোর দুঃখের দুঃখী তোরে জানিছোঁ সদায়।(৫৯০৫)
প্রাণ[7] মোর স্থির নহে কি হৈব[8] উপায়॥
মুররির সানে হরি নিল প্রাণ-খানি[9]।
যমুনার কূলে যাইমু ভরিবারে পানি॥
বোল গিয়া প্রাণ-বড়াই তথা যাউকা বন্ধ[10]।"
রাধার সম্বাদ কহে দীন ভবানন্দ॥ (৫৯১)

[বড়াইর দৌত্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার
যমুনা-তীরে মিলন।]

রাধার বিরহে বড়াই চলিল তুরিত।
হাসিয়া হাসিয়া বোলে কাহ্নুর বিদিত॥
"অহে নব-যুবরাজ শুনহ বচন।
বিনে সম্বাদে[11] তুমি আইলা কি কারণ॥
রন্ধনে গিয়াছে নাতিন—নহে[12] অবসর। (৫৯১৫)
দারুণ শাশুড়ী তার আছে সেহি ঘর[13]॥
কেমতে আসিব তাথে তোমার নিকটে।
কার্য্য-অনুরোধে[14] যাও যমুনার ঘাটে॥"
বড়াইর বচন কাহ্নু শুনি[15] মিষ্ট-বোলে[16]।
চলিলা নন্দের সুত যমুনার কূলে[17]॥ (৫৯২০)
আইমনে জানে তান সব[18] ব্যবহার।
অতি-ক্রোধে মায়েরে[19] লাগে ভৎসিবার॥
"মাতুলের ঘরে নাকি ভাগিনা না আইসে।
এমত ব্যবহার দেখিছ[20] কোন দেশে॥
তোমার আমার লাগ না পাইয়া হরি। (৫৯২৫)
আপনার ঘরে নাকি[21] গেলা কোপ করি॥
সম্ভাষা না পাইয়া গেল ভাগিনা কাহ্নাই।
কহিব সকল নন্দ-যশোদার[22] ঠাঞি॥
ভগিনী ভগিনীর পতি শুনি কি বোলিব।
তোমার কারণে মাও অপকীর্ত্তি হৈব[23]॥" (৫৯৩০)
পুত্রের বচনে বুঢ়ী হইল লজ্জিত।
ঘরে প্রবেশিল তবে পুত্রের সহিত॥
বড়াইরে সাক্ষাতে[24] দেখি আইমন-গোপে।
প্রণতি-পূর্ব্বকে বন্দে ভক্তি-স্বরূপে[25]।

(১) 'জানিত' ক, খ; 'জানি' গ; (২) 'বন্ধু' ক, গ; (৩) 'আসিতু' গ; 'আসিত' ক, খ;
(৪) 'মোরে কেনে বোল বড়াই তুমি কিনা জান।
শুনিলে বাঁশীর গান বিফল ('কি ফল' ক)
জীবন॥' ক, খ;
'বড়াই মোরে কেনে বোল
জীবনের নাহি আর ফল॥ ধ্রু।
কানু আইল এথা দেখিতে নারিলু তাকে
'ভজিতে না পাইলু রাঙ্গা চরণ-যুগল॥' ঘ;
(৫) 'ভজিলু' গ; 'ভজিলাম' ঘ; (৬) 'মোর দুঃখ তুমি বড়াই জানিছ সদায়।' ক, খ; (৭) 'মোর দুঃখের দুঃখ তুমি জানিছ সদায়' ঘ; (৮) 'হৌক' গ, ঘ; (৯) 'জল আনিবারে যাইমু যমুনার কূলে। বোল বড়াই যাউক কানু কদম্বের তলে॥' ঘ; (১০) 'এহি ছলে ভজিব রাঙ্গা চরণারবিন্দে। এহি সে যুগতি—বোলে দীন ভবানন্দে॥' ঘ;

(১১) 'জানাইয়া' ক; 'বিনে তত্ত্ব না জানিয়া আইস কি কারণ॥' খ; 'বিনে সম্বাদে (দে) আইজ আসিছ কি কারণ॥' ঘ; (১২) 'নাহি' ঘ; (১৩) 'তার আছএ দুষ্কর' গ; (১৪) 'অনুরূপে' গ; (১৫) 'বচন শুনি রাধার' ঘ; (১৬) 'বোল' গ; (১৭) 'কূল' গ; (১৮) 'আইমনে জানিয়া মায়ের' ক; 'আইমন জানিয়া তবে সব' খ; 'আইমনে জানিল তবে সর্ব্ব ব্যবহার' ঘ; (১৯) 'আপনার মায়েক' ঘ; (২০) 'নাহিক' ক, খ; 'না দেখিছি' গ; (২১) 'কিবা', ঘ; (২২) 'সকল যাইয়া যশোদার' ঘ; (২৩) 'অকীর্ত্তি রহিব' খ; 'অপকীর্ত্ত রহিব (রৈব)' ঘ; (২৪) 'সমুখে' গ; (২৫) 'ভক্তি-অনুরূপে' খ।

শাশুড়ীত কহে রাধা মধু-রস-বাণী। (৫৯৩৫)
"রন্ধনেত আইস আমি যাইয়া আনি পানি[১] ॥"
তাক শুনি আইমনে বোলে বড়াইরে[২]।
"আপনে আইস গিয়া রাধিকার ওলে[৩] ॥
সেহিখানে থাকে যদি ভাগিনা কাহ্নাই। (৫৯৪০)
যত্ন করি তাকে তুমি আনিবা বড়াই ॥"
হরিষে চলিলা বড়াই রাধিকার ওলে[৪]।
শীঘ্র-গতি মিলে গিয়া যমুনার কূলে[৫] ॥
রাধারে দেখিয়া কাহ্নু করিলেক মায়া। (৫৯৪৫)
কদম্ব-ডালের আড়ে[৬] রৈলা লুকাইয়া ॥
রাধিকা সুন্দরী তবে হইলা বিকল।
ধারা-বরিষণে পড়ে নয়ানের জল[৭] ॥
"শুন শুন প্রাণের বড়াই নিবেদন মোর। (৫৯৫০)
কি বুদ্ধি করিমু মুই অঙ্গীকার[৮] কর ॥

রাগ নাগুদা।[৯]

"বড়াই—কালা কি করিল মোরে[১০]।
শুনিয়া বাঁশীর সান আকুল হইল প্রাণ
রহিতে না পারি আর ঘরে ॥ ধ্রু।
বাজাইয়া মুরলি মোর নাম ধরি (৫৯৫৫)
নিরবধি মোরে ডাকে বন্ধু[১১]।
না পাইয়া উত্তর কোথা গেল প্রাণেশ্বর[১২]
ভাসাইয়া গেল বিবেক-সিন্ধু[১৩] ॥
মোরে দয়ার কাজে ডাকয়ে যুবরাজে[১৪]
অভাগিনী তারে নাহি বুঝি[১৫]। (৫৯৬০)
বুঝিতে অন্তর দহে নিরন্তর[১৬]।
এহি কাজে তাকে মুই খুঁজি[১৭] ॥
বুকে ত হানিয়া শেল[১৮] মোর বন্ধু কোথা গেল[১৯]
আর কেন না শুনি মুরলি[২০]।
মনের গুমানে মুই না শুনিলু কাণে[২১]। (৫৯৬৫)
অবে আমি ঝুরিয়া সে মরি[২২] ॥

---

(১) 'আমি জল গিয়া আনি' ক, গ;
(২) 'আপনে আইস গিয়া বড়াইর ওলে।
বিলম্ব না কর তুমি চলহ সত্বরে ॥' গ;
(৩) 'যত্ন করি আনিবা যদি দেখ গোবিন্দেরে ॥' খ; অতঃপর ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা—
'একেশ্বর রাধিকা যাবেক রাজ-পথে।
আপনে আইস যাইয়া রাধার সহিতে ॥'
(৪) 'সনে' ঘ; (৫) 'যমুনা-পুলিনে' ঘ; (৬) 'কদম্ব-ডালে ত কৃষ্ণ' ক, খ, গ; (৭) 'রাধা-বরিষণে' খ; 'শ্রাবণের বৃষ্টি-প্রায় পড়ে চক্ষুর জল।' ক; 'রাধার শরীরে পড়ে' ইত্যাদি গ; 'রাধার চিন্তায়ে পড়ে' ইত্যাদি ঘ; লিপি-করের ভ্রমে 'ধারার বর্ষণে' পাঠের 'ধারার' শব্দ-টী 'রাধার' রূপে পরিণত হইলে 'রাধার বর্ষণে' পাঠ অর্থশূন্য বলিয়া পরে উহা 'রাধার শরীরে' বা 'রাধার চিন্তায়' পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; সেরূপ পাঠে ও অর্থের বৈচিত্র না থাকায় পরে উহা সম্পূর্ণ স্বাধীন 'শ্রাবণের বৃষ্টি' ইত্যাদি পাঠেও পরিবর্ত্তিত হওয়া বিচিত্র নহে। (৮) 'অবধান' গ;

(৯) 'নাগুদা কামোদ' ঘ; 'সারঙ্গ' খ, 'নাগুদা শ্যামোয়ক(?)' ক; (১০) 'প্রাণবন্ধু কি বন্ধু (বুদ্ধি) করিমু বোল মোরে।' গ; (১১) 'কাহ্নু' গ;
(১২) 'দয়া আছয়ে কাজে ডাকয়ে যুবরাজে
অভাগিনী তাকে নাহি শুনু ॥' শা;
(১৩) 'কাম-সিন্ধু' গ। (১৪) 'দয়া আছে কাজে' ইত্যাদি ক, খ; (১৫) 'তাগ নাহি বুঝো' ঘ; (১৬) 'বুঝিতে অন্তর, তনু দহে মোর' ক, খ; (১৭) 'খুজো' ঘ; 'অপনে তারে নাকি খুঁজি ॥' ক, খ; 'বুঝিতে অন্তর' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—'ঝুরিতে (বুঝিতে?) অন্তর দহে নিরন্তর
সদায় আকুল মোর হিয়া।
সময় করিয়া এথাতে পাঠাইয়া
কি দোষে গেলেন ছাড়িয়া ॥' গ;
(১৮) 'স্বর' বা 'সুর' ('শূল'?) গ; (১৯) 'বন্ধু কোথা গেল মোর' গ; (২০) 'এহি কাজে বাজায় মুরলি' ঘ; (২১) 'না শুনিলু শ্রবণে' ঘ; (২২) 'তে কেনে ঝুরিয়া মরি।' ঘ।

কি মোর কপাল এতেক জঞ্জাল
ভাবিতে ভাবিতে হৈলু ধন্দ।
শ্যাম-বন্ধু[১] বিনে আর নাহি লয় মনে"
রচিলেক[২] দীন ভবানন্দ ॥ (৫৯৭০)

পদ-বন্ধ।

রাধার বিরহ বড়াই শুনিয়া শ্রবণে[৩]।
হাসিয়া হাসিয়া কহে মধুর-বচনে[৪] ॥
"শুন ল নাতিন—কেনে হইছ বিকল।
শীঘ্র করি ঘরে যাও ভরি লৈয়া জল ॥
আপনে যাইব কাহ্নু তোমার মন্দিরে। (৫৯৭৫)
কোন কার্য্যে এত দুঃখ দেহ ত শরীরে[৫] ॥
বড়াইর বচন শুনি রাধিকা-সুন্দরী।
জল ভরিবারে ঘাটে নামে[৬] শীঘ্র করি ॥
হেন কালে যদু-পতি হাসিয়া হাসিয়া।
মুরলি বাজায় তরু-ডালে ত[৭] বসিয়া ॥ (৫৯৮০)
ডাক দিয়া বোলে—"শুন রধিকা-কামিনি।
শুনিয়া আমার বাক্য তবে ভর পানি ॥"
ডাক শুনি পাও তবে না চলে রাধার।
বড়াই বোলে—"ধৈর্য্য হও[৮] বুঝি ব্যবহার ॥"
ইসত হাসিয়া তবে বোলে যদু-পতি[৯]। (৫৯৮৫)
"ফিরাও বদন—হের শুন ল যুবতি[১০] ॥
তিলেক অপেক্ষা করি কথা শুন মোর।
তবে জলে ভরি লৈয়া যাও নিজ ঘর ॥"

রাগ বরাড়ী।

"আল রাই—মোর কথা[১১] শুন রৈয়া আগে।
আমার মাথা-টী খাও খানি[১২] কথা শুনি যাও(৫৯৯০)
শুনি যাইতে কত ধন লাগে ॥ ধ্রু।
নিজ-দাস হৈলু তোর যত দোষ ক্ষেম-মোর
যদি মোরে দয়া থাকে মনে।
সুকোমল পদাম্বুজে না ধরি কঠিন ভুজে[১৩]
ভয় বাসি—কি বোল অখনে[১৪] ॥ (৫৯৯৫)
যদি বা করিছি দোষ আপনে[১৫] করিছ রোষ
আমার উপরে দুঃখ থাকে।
শুন প্রিয়া রসবতি আমি সে তোমার পতি
শাস্তি করিতে কেবা রাখে ॥
কামনা পুরিয়া মোর জল ভরি যাহ ঘর (৬০০০)
মনের আক্ষেপ[১৬] পরিহর।
জলে না লামাইও পাও[১৭] বারেক শুনিয়া যাও[১৮]
মোর দিগে অবধান কর ॥
লুকাইয়া এত-ক্ষণ বুঝিলু তোমার মন ॥
সহজেই ভাব নাহি[১৯] ভীন।" (৬০০৫)
না মানি কাহ্নুর বাধা কলসী ভরিল রাধা
রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥

(১) 'প্রাণ-বন্ধু' ঘ; (২) 'বোলিলেক' গ; (৩) 'রাধার বিরহ দেখি বড়াই চতুর।' ঘ; (৪) 'বচন মধুর' ঘ; (৫) 'কোন কার্য্যে দুঃখ ভাবি বিনাশ শরীরে ॥' গ; (৬) 'ঘরে গেল' (?) ঘ; (৭) তরু-তলে ত' গ; 'তরু-মূলে ত' খ; (৮) 'ধন্দ হইছ' ঘ; (৯) 'আপনে ইসদ হাসি বোলে যদুপতি।' ঘ; (১০) 'পুনরপি বোলি কথা শুনল যুবতি।' ক, খ; 'পুনরপি বোলে ডাকি শুনহ যুবতি ॥' গ;

(১১) 'রৈয়া মোর রস শুন আগে। আল যুবতি—রৈয়া মোর রস শুন আগে।' ক; এই গীত-টী খ-পুথিতে নাই (১২) 'এক' ক, ঘ; (১৩) 'না ধরিল মূঢ় ভুজে' ক, ঘ-পুথিতে 'সুকোমল' ইত্যাদি চরণের স্থলে ভুলে 'শুন প্রিয়া' ইত্যাদি পরবর্ত্তী চরণ পুনরায় লিখিত হইয়াছে; (১৪) 'তবে বাশী কি বোলে অপনে' ॥ ঘ; (১৫) তবে সে' গ; (১৬) 'কর্কশ' গ; (১৭) 'জলে লামাইয়া পাও' ক, 'জলে ত লামাও পাও' ঘ; (১৮) 'বারেক ফিরিয়া চাও' ক, ঘ; (১৯) 'সহজে ভাব নহে' ক; 'সহজে হৈবা নহে' গ।

পদ-বন্ধ,।

কলসী ভরিলা যদি রাধা রসবতী।
বৃক্ষ হনে লামিয়া চলিল যদু-পতি ॥
হাসিয়া হাসিয়া কহে বড়াইর নিকট। (৬০১০)
"বুঝিতে না পারি তোর নাতিনের কপট ॥
যত[১] মনস্তাপ পাইছে দেখিছ আপনে।
ডাকিতে উত্তর মোরে[২] না দেয় অখনে[৩] ॥"
হাসিয়া বড়াই কহে বচন মধুর।
"অখনে জানিলু কাহ্নু—তুমি অচতুর[৪] ॥ (৬০১৫)
তোর জ্ঞান নাহি কাহ্নু—মুই কহোঁ শুন।
পুরুষ হনে নারীর কাম অষ্ট-গুণ ॥
তথাপি হ[৫] ব্যক্ত নহে—মনে মাত্র রাখে।
যত্ন করি কার্য্য কর[৬] —যদি মনে থাকে ॥
দৈত্য বিনাশিতে শক্তি নাশ হৈছে তোর[৭]।
দৈবে সে আছয়ে শক্তি রাধার সমসর ॥ (৬০২০)
বুঢীর বচন শুনি রসময় অতি।
যুবতী-রাধার কেশে ধরে যদু-পতি ॥
ভয় পাইয়া ভূমি-তলে বসিলা রূপসী।
ভূমিত পড়িয়া-মাত্র[৮] ভাঙ্গিল কলসী ॥ (৬০২৫)
স্তব্ধ হৈয়া রসবতী[৯] —না করে[১০] উত্তর।
হরিষে রমন করে নন্দের কোঙর ॥
কাম-রসে মজি হরি হরষিত মনে।
ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার-রস রাধিকার সনে ॥
উঠিলা বৈকুণ্ঠ-নাথ কাম পরিহরি। (৬০৩০)
লজ্জিত হইলা তবে রাধিকা-সুন্দরী ॥

সাত-পাঁচ ভাবে রাধা লজ্জার কারণ।
বড়াইরে ভৎসিতে লাগে—যত লয় মন ॥
"মোরে লজ্জা দিল[১১] কাহ্নু[১২] কুবুদ্ধিয়ে তোর।
কলসী ভাঙ্গিল[১৩] কোন লাজে যাইমু ঘর ॥ (৬০৩৫)
কাহ্নুর মদন-উল্লাস আছে যদি[১৪]।
পরদার করিবার বাঞ্ছা নিরবধি ॥
ভাল রাখী তোমারে[১৫] দিয়াছে আইমনে।
রসিক হইয়া কার্য্য[১৬] ঘটাইলা আপনে ॥
অযুক্ত করিলা কর্ম্ম—যত না যুয়ায়[১৭]। (৬০৪০)
কলসী ভাঙ্গিল বড়াই[১৮] কি হৌক উপায় ॥
কি কথা কহিমু গিয়া[১৯] শাশুড়ীর ঠাঞি।
কেমতে ভাঙ্গিল কুম্ভ—জিজ্ঞাসিলে তাঞি ॥
কোথায়ে নিলজ কাহ্নু লুকাইয়া ছিল।
আঁখির পলকে পাছে কোথা হনে আইল ॥ (৬০৪৫)
পাইয়া তোমার মন্ত্র[২০] মোরে দিল লাজ।
কি বুদ্ধি করিমু বড়াই—ফলাইলে আকাজ[২১] ॥
কেবল[২২] কুক্ষণে মুই আইলু ঘাটের কূলে।
অবোধ আইমনে ভাল তোরে দিল ওলে[২৩] ॥
তুমি সে ঘটাইলা মোর এতেক[২৪] প্রমাদ। (৬০৫০)
ছাড়িমু গোকুল-পুরী—রৈতে নাহি সাধ ॥
নহে বা গরল ভক্ষি তেজিমু পরাণ[২৫]।
না সহে শরীরে মোর এত অপমান ॥

(১) 'কত' ক, খ, গ ; (২) 'না দেয়' ক ; 'এবে' খ ; 'আর' ঘ ; (৩) 'মনের গুমানে' ক ; 'না দেয় কি কারণে' খ ; (৪) 'তুমিয়নিঠুর' (তুমি ও নিঠুর ?) ঘ ; (৫) 'তথাচ' ঘ, (৬) 'যত্নে ঘটাও কার্য্য' গ ;
(৭) 'বাক্য লজ্জিল তোর না শুনি উত্তর।
হেন বুঝি নাহি শক্তি রাধার সর্ব্বোর (সমোসর ?)' ॥গ ;
(৮) 'পড়িয়া তাতে' গ ; (৯) 'সুবদনী' ক, খ, গ ; (১০) 'দিল' গ ; 'কহে' খ ;

(১১) 'দিলে' ক, খ, গ ; (১২) 'আজি' ক, খ ; 'বড়াই' গ, (১৩) 'ভাঙ্গিলা' গ, (১৪) 'মদন-উদ্বেগ তোর বৃদ্ধ হৈছে যদি।' ক ; খ-পুথিতে এই শ্লোক নাই ; 'মদন-উদ্বেগে ক্রোধমন হৈছে যদি।' গ ; (১৫) 'বুঢ়ীরে' গ ; 'ভাল রাখিতে তোক্ষারে' ঘ ; (১৬) 'তুই' গ ; (১৭) 'নিল্লজ্জের প্রায়' গ ; (১৮) 'তার' ঘ ; (১৯) 'এ সব কহিমু যাইয়া' ঘ ; (২০) 'মন' ঘ ; (২১) 'কি হৈল আকাজ' ক ; 'একি হৈল কাজ' খ ; (২২) 'কেমন' ক, খ, ঘ ; (২৩) 'অবোধ আইক্ষনে সঙ্গে তোরে দিল ভালে' গ ; (২৪) 'এই সে' গ ; (২৫) 'ছাড়িমু জীবন' গ ;

মুই যদি জানিমু[১] হৈব[২] এত আথান্তর[৩]।
তবে নাকি এত বিড়ম্বন হয় মোর। (৬০৫৫)
নগরিয়া-বেশ্যা তুঞি[৪] নষ্টা[৫] পাপী[৬] বড়।
আসিয়া তোমার সঙ্গে লাজ পাইলু দঢ়[৭] ॥
যত লাজ পাইলু মুই তার অধিক নাই[৮]।
কলসী ভাঙ্গিল কাঁখের কি হৌক বড়াই ॥ (৬০৬০)
তারে শুনি বড়াই বোলে হাসিয়া হাসিয়া[৯]
"কলসী লইবা কাহ্নুর বাঁশী বান্ধা দিয়া ॥"
বড়াইর বচন শুনি রাধিকা-সুন্দরী।
কোকিলার স্বরে কহে গদগদ করি ॥

বরাড়ী রাগ।

"কেনে কুক্ষেণে মুই আইলু ঘাটের কূলে[১০] (৬০৬৫)
কেবল-বর্ব্বর পতি[১১] সহজে মূঢ়-মতি[১২]
ভাল রাখী দিল মোর ওলে ॥ ধ্রু।
মুই যদি এমত জানোঁ তে নাকি বড়াইরে আনোঁ
যেহি ঘাটে তুমি হেন ঘাটী।
ঘুচাইলা গায়ের বেশ খসাইলা মাথার কেশ (৬০৭০)
ছিঁড়িলা গলার মোর কাঁঠী[১৩] ॥

পাইয়া অবলা নারী পথে কর বাটোয়ারি
নিরবধি ঘাটে থাক বসি।
ভাল হৈল যুবরাজ সাধিলা আপন কাজ[১৪]
কেনে মোর ভাঙ্গিলা কলসী ॥ (৬০৭৫)
মুই হৈলু লণ্ড-ভণ্ড কুম্ভ হৈল খণ্ড-খণ্ড
মোর হাতে রহিলেক কান্ধা[১৫]।
জল ভরি যাই ঘর কলসী দিয়ার মোর
নহে মুররি দেও বান্ধা[১৬] ॥ (৬০৮০)
বড়াইর রসে মজি লজ্জা দিলা বিনা বুঝি[১৭]
পরিণাম না দেখ নাগর।"
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
দৈবে কালা রসের সাগর ॥

পয়ার।

রাধার আক্ষেপ শুনি নন্দের নন্দন।
হাসিয়া হাসিয়া কহে মধুর বচন ॥ (৬০৮৫)
"শুন রসবতি প্রিয়া আমার উত্তর।
অন্তরে পাইছি ভয় কোপ দেখি তোর ॥
কলসীর দায়ে[১৮] তুমি হইছ লজ্জিত।
আমি ভাঙ্গিলাম—কৈও তোর শাশুড়ীত ॥
ইহা শুনি তোমা যদি দেয় অপমান। (৬০৯০)
তবে মোর হাতে বুঢ়ী হারাইবে পরাণ ॥
কলসীর দায়ে রাধা বাঁশী নেও যদি।
মোর হাতে থাকি বাঁশী ডাকে নিরবধি ॥
তুমি[১৯] হাতে নিলে জানি দেয় কোন লাজ।
পরামিশ[২০] বিনে না করিও[২১] কোন কাজ ॥ (৬০৯৫)

---

(১) 'জানিতু' ক, খ; 'জানিব ঘ; (২) 'হৈত' ক, খ, গ; (৩) 'অথান্তর' ক, খ; 'অভ্যান্তর' ঘ; (৪) 'তুঞি' ঘ; (৫) 'নষ্ট' ক, গ, (৬) 'পাপ' ক, খ, ঘ; (৭) 'আসিয়া আমার সঙ্গে লজ্জা দিলে দড়' ক, গ; (৮) 'যত লজ্জা পাইল অধিক নাহি তার। কাথের কলসি ভাঙ্গি রাখিলু থাঁকার; ঘ॥' (৯) 'তবে ত কুটুনী বুড়ী বলিল হাসিয়া।' ঘ; (১০) 'কুক্ষেণে আসিলু ঘাটের কূলে। রে কানাই—কুক্ষেণে আসিলু ঘাটের কূলে।' ক; 'আরে কানাই কুক্ষেণে আসিলু ঘাটে ভরিবারে বারি॥ ধ্রু।' ঘ; (১১) 'বর্ব্বর মোর' গ; (১২) 'দুর্ম্মতি' গ; (১৩) 'ছিড়িলেকরসেরকাঠি' ('ছিড়িলেক উরসের কাঁঠী' ?) গ;

(১৪) 'কংস-রাজা দুর্জ্জন তাকে ভয় নাহি মন
কিবা বাঁশী বাও হাসি হাসি॥" গ;
(১৫) 'বঞ্চিতে কথার লক্ষ্য নাঞি।' ঘ; (১৬) 'নহে বাঁশী রাখ মোর ঠাঞি॥' ঘ, (১৭) 'বড়াইর মন বুঝি,মদনের রসে মজি' ক, খ; 'বড়াইর মন বুঝি মর রসের সাগর' ঘ। (১৮) 'লাগি' ক; 'দায়' গ; (১৯) 'তোমার' গ; (২০) 'পরামরিস' ঘ; 'পরামর্শ' ক, খ; (২১) 'করিবা' ক, খ; 'করি' ঘ।

চলি যাও রসবতি আপনার ঘর।
বড়াই সহিতে আছে—কোন চিন্তা তোর[1] ॥”

[আয়ানের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের নিমন্ত্রণ ও রাত্রি-যাপন]

পয়ার

বড়াই বোলিল তবে গোবিন্দের স্থানে[2]।
“তোমা লৈয়া যাইতে মোরে পাঠাইছে আইমনে[3] ॥”
তাকে শুনি যদু-পতি হরষিত-মন। (৬১০০)
মুরলি বাজাইয়া শ্যাম চলে সেহি-ক্ষণ ॥
বড়াইর সহিতে তবে আগে চলে[4] হরি।
পরিণামে[5] যাঞি ঘরে রাধিকা সুন্দরী ॥
মাতুল দেখিয়া কৃষ্ণে নমস্কার কৈলা[6]। (৬১০৫)
দেখি আইমন গোপ[7] হরষিত হৈলা[8] ॥
বড়াই বোলয়ে “শুন নাতিন-জামাঞি।
অকপটে কথা আমি কহি তোর ঠাঞি ॥
সম্ভাষা না পাইয়া কাহ্নু তোর ঘরে আসি।
ভাঙ্গিয়া ফালাইল রাধার কাঁখের[9] কলসী ॥ (৬১১০)
“কালার নিছনি যাউক”—বোলে আইমনে[10]।
“অল্প-দায়ের কথা বড়াই কহ কি কারণে[11] ॥
ভাগিনা আইল ঘরে—এই হৈল ভাল।
কি কারণে পাত তুমি এতেক জঞ্জাল ॥
গোবিন্দে কলসী যদি ভাঙ্গি থাকে দঢ়। (৬১১৫)
ভাগিনা হনে মোর কলসী নহে বড়[12] ॥”
বুঢ়ীর নিকটে গিয়া প্রমাদী বড়াই।
এহি সব বিবরণ কৈল তান ঠাঞি ॥
শুনিয়া দারুণ বুঢ়ী বোলে হাসি হাসি।
“নাতির নিছন যাউক জলের কলসী ॥ (৬১২০)
মোর প্রাণ-বধূ[13] এড়ি আসিছ কোন খানে[14]।
অবিলম্বে আন তানে[15]—যাউক[16] রন্ধনে ॥
তাহান গুণের বড়াই[17] নাহিক উপমা।”
এহি কথা কহিতে আইলা তিলোত্তমা ॥
সঙ্কুচিতে রাধা তবে[18] প্রবেশিলা ঘর। (৬১২৫)
বুঢ়ীয়ে বোলিল “মাও কোন চিন্তা তোর ॥
নাতিয়ে ভাঙ্গিছে মোর মাটীর কলসী।
তার লাগি[19] দুঃখ কেনে ভাবহ[20] রূপসি।
চিন্তা না করিও তুমি—কহিলুঁ তোমাত।
রন্ধনেত যাও—নাতিয়ে খাউক ভাত ॥” (৬১৩০)
শাশুড়ীর বাক্যে তবে (রাধা ?) হরষিত হৈলা।[21]
রন্ধনেত গিয়া তবে রন্ধন করিলা ॥
গোবিন্দ সহিতে তবে বসিলা আইমন।
হরষিতে দুই-জন করয়ে[22] ভোজন ॥
সুবর্ণের পাত্রে[23] রাধা অন্ন দিলা তাথ[24]। (৬১৩৫)
পরম-সানন্দে ভোজন করে[25] গোপীনাথ[26] ॥

---

(১) 'নাহি কোন ডর' ঘ ; (২) গোবিন্দ গোচরে' ঘ ; (৩) 'আইমনে বলিছে তুমিও যাইবারে' ঘ , 'তাকে শুনি' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৪) 'আইলেন' ঘ ; (৫) 'পশ্চাতে' ঘ ; (৬) 'কৈল নমস্কার' ক ; (৭) 'আইমন গোপে তবে' গ ; (৮) 'আইমন গোপ হৈল হরিষ অপার' ক ; (৯) 'তোমার জলের' ক, খ, গ ; অতঃপর ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক, যথা—

'শুনিয়া এ সব কথা বড়াইর বদনে।
হাসিয়া আইমনে তবে বোলিল বচনে ॥'

(১০) 'গেল' ঘ ; (১১) 'অল্প দ্রব্য হেতু তুমি কহ কি কারণে ॥' ক ; 'অল্প দ্রব্য লাগি কথা বাড়াও কি কারণে ॥' খ ;

(১২) 'ভাগিনা হনে কলসি বা বস্তু কত বড় ॥' ক ;
'ভাগিনা হতে কোন বস্তু কলসী হয় বড় ॥' খ ;
(১৩) 'পুত্র-বধূ' ক ; (১৪) 'ঘরে আইল শুভ-ক্ষণে' ঘ ; (১৫) 'ঘরে' ঘ ; (১৬) 'যাউক' ঘ , (১৭) 'যত' গ ; (১৮) 'সঙ্কুচিত-মনে রাধা' ক, খ, ঘ , (১৯) 'কাজে' গ ; (২০) 'ভাব লো' ক, গ ; (২১) 'শাশুড়ীর বাক্যে রাধা হরিষ স্বরূপ। ডাকিতে সুন্দরী ('পাক-শালে গিয়া' ক ;) রাধা করিলেক সুপ ॥' ক, ঘ ; খ-পুথিতে এই শ্লোক নাই। (২২) 'হরষিত বসিলেক করিতে' গ ; 'হরষিত হৈয়া তবে' ক ; (২৩) 'থালে' গ ; (২৪) 'অন্ন দেঞি হাতে' গ ; 'অন্ন দেন হাতে' ক, খ , (২৫) 'অন্ন ভুঞ্জে' ক, গ ; 'অন্ন খায়' খ ; (২৬) 'জগন্নাথে' ক, খ, গ ;

অবসর হৈলা যদি করিয়া ভোজন[১]।
আমচন করি কৈলা তাম্বুল ভক্ষণ[২] ॥
ব্রহ্ম-সনাতন কৃষ্ণ পূর্ণ[৩] ভগবান।
শ্রী-রূপে রাধিকা[৪] আছেন[৫] বিদ্যমান ॥ (৬১৪০)
একত্র হইলা যদি লক্ষ্মী আর হরি।
রত্নময় হৈল তবে আইমনের পুরী ॥
আপনার পুরী দেখি রত্নে বিভূষিত।
মাও সঙ্গে আইমন হইলা মোহিত ॥
অস্তগত[৬] ছায়া-কান্ত[৭] হৈল সন্ধ্যা-কাল। (৬১৪৫)
নিজালয়ে যাইতে চলে[৮] দীন-দয়াল ॥
মাতামহী মাতুলে ত মাগয়ে মেলানি।
"আজ্ঞা কর ঘরে যাই হইবে রজনী[৯] ॥
পথ-ক্রমে হৈব বাসি[১০] প্রবীণ শর্ব্বরী।
জননী বোলিব মন্দ—এহি শঙ্কা করি ॥ (৬১৫০)
বুঢ়ী বোলে "শুন নাতি আমার বচন।
আজি রাত্রি এই-খানে করহ শয়ন ॥
তোর মুখ দেখি থাকি এ চারি প্রহর।
প্রভাতে যাইও নাতি আপনার ঘর ॥"
আইমনে বোলে তবে[১১]"ভাগিনা[১২]গোবিন্দ।(৬১৫৫)
আমার মন্দিরে আজি তুমি[১৩]যাও নিন্দ ॥"
বুঝিয়া রাধার মন শ্রীমধু-সূদন[১৪]।
কহিতে লাগিলা তবে মধুর বচন ॥

"শুনহ মাতুল আর[১৫] শুন মাতামহি[১৬]।
জননী জানেন যদি—তবে আমি রহি[১৭] ॥" (৬১৬০)
তাকে শুনি হরষিতে বোলিলা বড়াই।
"আমি গিয়া কৈমু নন্দ-যশোদার ঠাঞি ॥"
আইমনে বোলে "বড়াই শুনহ উত্তর।
ভগিনীত কহিও কাহ্নু রৈল মোর ঘর ॥"
হরিষ-অন্তরে তবে বড়াই চলিল। (৬১৬৫)
যশোদা নিকটে গিয়া কহিতে লাগিল ॥
"তোমার মায়ের ঘরে রহিল কাহ্নাই।
চিন্তা না করিহ তুমি—কৈলু তোমার ঠাঞি ॥"
এহি বোলি বড়াই চলিল নিজ ঘরে।
ক্ষেণেকে যশোদা দেবী ভাবিল অন্তরে। (৬১৭০)
"দুগ্ধের বালক পুত্র মোর ভগবান।
কেমনে রহিব স্তন না করিয়া পান ॥"
এই ভাবি[১৮] যশোদা তবে চলিলা তুরিত।
শীঘ্র-গতি মিলে গিয়া মায়ের পুরীত[১৯] ॥
যশোদা দেখিয়া তবে[২০] সচকিত-মন[২১] (৬১৭৫)
পাতিল বিষম মায়া প্রভু নারায়ণ ॥
জননীর কোলে বসি স্তন করে পান।
যশোদারে বলে "মাও যাও নিজ স্থান ॥
মাতুল বোলয়ে আজি রহিবারে আমি।
প্রবীণ না হৈতে নিশি ঘরে যাও তুমি ॥"(৬১৮০)
গোবিন্দকে সমর্পিয়া জননীর ঠাঞি[২২]।
আপনার মন্দিরে যশোদা চলি যাঞি[২৩] ॥

---

(১) 'অবসর' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
'ভোজনের অন্তে কৃষ্ণ কৈল আঁচমন।
তাম্বুলে শুনিয়া মুখ বসিলা নারায়ণ ॥' ঘ;
(২) 'চর্ব্বন' খ; (৩) 'প্রভু' ঘ; (৪) 'লক্ষ্মী দেবী' গ; (৫) 'সেবে' গ; (৬) 'অস্তাঙ্গত' গ, ঘ; 'অস্ত গেল' খ; (৭) 'দিবাকর' খ; (৮) 'বলে' গ; 'চান' ক; 'চাহে' খ; 'মাতামহী' স্থলে 'মাতামসি' গ; (৯) 'ঘরে যাইয়া দেখিয়ে জননী' ঘ; (১০) 'জানি' গ; 'দেখি' ঘ; (১১) 'বাপু' গ; (১২) 'দয়ালু' গ; (১৩) 'শুতিয়া' ঘ; (১৪) 'বুঝিয়া' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে ক ও ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক, যথা—
'শাশুড়ী স্বামীর বাক্য শুনিয়া তখন।
সাত-পাঁচ করে সুন্দরী রাধার মন ॥
মোর ভাগ্যে যদি আইজ রহেন দামোদর।
আজুকার যামিনী প্রসন্ন (ন্ন) হবে মোর!'
(১৫) 'মোর' গ, ঘ; (১৬) 'মাতামসি' গ; (১৭) 'আছি' গ; (১৮) 'বোলি' ক, খ, ঘ; (১৯ 'আইমনের পুরীত' ঘ; 'মায়ের বিদিত' গ; (২০) 'সব' ক, গ, ঘ; (২১) 'ভয়াকুল-মন' গ; (২২) 'গোবিন্দকে' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা—'শুনিয়া যশোদা তবে গোবিন্দ-বচন। আপনার ঘরেত যাইতে করিল গমন ॥'
(২৩) 'চলিলাঞি' ঘ।

পদ্ম-যোনি ধ্যানে নাহি[১] পায় যার সন্ধি।
মোহ পায় ব্রজ-লোকে দৈবে অল্প-বুদ্ধি ॥
মুনির বচন শুনি অমৃতের ধার। (৬০৮৫)
প্রণতি-পূর্ব্বকে রাজা পুছে[২] পুনর্ব্বার ॥
"শুন শুন[৩] মুনিবর করোঁ নিবেদন।
বিস্ময় জন্মিল শুনি তোমার বচন ॥
প্রথমে আপনে গোসাঞি কৈছ মোর ঠাঞি[৪]।
মোহিবারে মহামায়া বিনে[৫] কেহ নাই[৬] ॥ (৬১৯০)
তাঞি[৭] সে মোহিত করঞি এ তিন ভুবন।
মায়ায়ে পীড়িত[৮] লোক তাহান কারণ ॥
মুনি বোলে "কহিছ সত্য না পারি খণ্ডিতে।
মহামায়া বিনে কেহ না পারে মোহিতে ॥
ইহার কারণ কহি শুনহ হরিলে[৯]। (৬১৯৫)
মহামায়া মোহিত করে বিষ্ণুর আদেশে[১০] ॥
তান আজ্ঞা বিনে মোহিবার নারে গৌরী[১১]।
বিস্তারিয়া কহি শুন অবধান করি ॥
আমার ব্রাহ্মণী জান অরণী[১২]-নাম ধরে।
শুক-দেব জন্ম লৈল তাহান উদরে ॥ (৬২০০)
অষ্টাদশ বরিস করিলা গর্ভ-বাস।
যন্ত্রণা পাইয়া ব্রাহ্মণীর হৈল ত্রাস ॥
ব্রাহ্মণীর দুঃখ দেখি মুই পাইলু[১৩] ভীত।
বিনয়-পূর্ব্বকে জিজ্ঞাসিলু সমুচিত ॥

"আপনে না জন্ম কেনে—কহ সবিশেষ[১৪]। (৬২০৫)
কোন হেতু তোমার মায়েক দেহ ক্লেশ[১৫]॥"
এমত বিনয় করি কহিলাম তাত।
উদরে থাকিয়া শিশু[১৬] কহে অকস্মাত ॥
"জনক-জননি শুন নিবেদন মোর।
জন্মিতে আমার আছে অত্যন্ত দুষ্কর ॥ (৬২১০)
মহামায়া-রূপে দেবী মোহিছে[১৭] সংসার।
না জন্মিমু তান দৃষ্টে—প্রতিজ্ঞা আমার ॥
গো-শৃঙ্গেত সর্ষপ[১৮] যত-ক্ষণ রয়।
অন্তর হইলে দুর্গা—মোর জন্ম হয় ॥"
তাকে শুনি বড় চিন্তা পাই মনে-মন[১৯]। (৬২১৫)
পুরাণেত শুনিয়াছি ব্রহ্ম সনাতন ॥
উদ্দেশে স্তবিলু গিয়া ক্ষীরোদ-পুলিনে।
অম্বরেত ধ্বনি[২০] হৈল মোর শুভ-দিনে[২১]॥
"মনস্কাম সিদ্ধি হৈব[২২] চল নিজ-ঘর।"
দুর্গাকে আদেশ কৈলা ত্রিদশ-ঈশ্বর। (৬২২০)
"গো-শৃঙ্গেত সরিসা থাকয়ে যত-ক্ষণে।
তত-ক্ষণ অন্তর হও[২৩]—আমার বচনে ॥"
হরির আদেশে দুর্গা হইলা অন্তর
জন্মিলেক শুক-দেব আমার কোঙর ॥
মহামায়া মোহিতে নারিলা তান মন। (৬২২৫)
তপস্যা করিতে পুত্র চলিলা তখন ॥

---

(১) 'ধ্যানে নাহি' স্থলে 'কুশাসনে' ঘ; 'ঈশানে না' ক; শ্লোক-টী খ-পুথিতে নাই। (২) 'বোলে' গ; 'জিজ্ঞাসে' ঘ; (৩) 'অয়ে প্রভু' ক, খ, ঘ; (৪) 'স্থানে' ঘ; (৫) 'পরে' গ; (৬) 'নাহি জানে' ঘ; (৭) 'পরে' গ; (৮) 'মোহিত' গ; (৯) 'শুন সবিশেষ' ক; 'ইহার কারণ-কথা শুন নরেশ্বর' ঘ; (১০) 'বিষ্ণুর উপদেশ' ক; 'মোহিবারে মহাবিষ্ণুর আদরে আদেশ' খ; 'মোহিবার (মহা) মায়া বিষ্ণুর আদর' ঘ; (১১) 'বিনে তেহঁ মোহিতে না পারি' ক; (১২) 'চর্য্যা' ক, খ; 'সত্যবতী' গ; সকল পুথির পাঠই অশুদ্ধ; বিষ্ণু পুরাণাদির মতে শুক-দেবের মাতার নাম—'অরণী'। (১৩) 'মুঞি হৈলু ভীত' ক, খ; 'মোর হইল ভীত' ঘ।

(১৪) 'না কহ বিশেষ' ঘ, (১৫) 'কোন হেতু ব্রাহ্মণীকে দেহ এত ক্লেশ' ক, খ, গ; (১৬) 'তবে' ক; 'শুকে' খ; (১৭) 'মোহিত' ক, গ; 'মোহিলা' ঘ, (১৮) 'সর্ষ' গ; 'সর্ষ' ঘ; 'গো-শৃঙ্গে সরিসা-গোটা' ক, খ; (১৯) 'তাক শুনি পরিচিন্তি চাহিলু ('চাহি' ক, খ;) তত-ক্ষণ' ('কতোক্ষণ' ক, খ;) ক, খ, ঘ; (২০) 'আজ্ঞা' ক, খ, ঘ; (২১) 'শুভ-ক্ষণে' গ; (২২) 'হৈল' ক, খ, গ; 'দুর্গাকে আদেশ' ইত্যাদি তিন-টী চরণ গ-পুথিতে পড়িয়া গিয়াছে। (২৩) 'তাবত অন্তর হৈবা' ক, খ।

নাড়ীয়ে উত্তরী করি তপস্যাতে যায়।
কান্দিয়া জননী যায়[১] —ফিরিয়া না চায় ॥
স্নেহ মায়া কিছু নাহি লোকাচার-ভয়[২]।
নির্ম্মল-অংশ শুক-দেব তেজময় ॥ (৬২৩০)
তবে দুর্গা মহামায়া মোহিবার তরে[৩]।
পাছে পাছে চলি যাঞি ডাকি উচ্চ-স্বরে[৪] ॥
মোহ করিবারে মহামায়া[৫] ডাকি যায়।
কারুণ্য-শরীর শুকে[৬] ফিরিয়া না চায় ॥
নানা মূর্ত্তি ধরি দুর্গা চলিলা তখন। (৬২৩৫)
কোন-মতে মোহিতে না পারে তান মন ॥
অপরে ভবানী দেবী হইলা ষোড়শী।
নব-যৌবনী—সঙ্গে[৭] পরম-রূপসী ॥
রূপ ধরি মহামায়া[৮] হৈলা বিবসন।
শুক-দেবের সমুখে দণ্ডাইলা সেহি-ক্ষণ ॥ (৬২৪০)
বিষ্ণু স্মরি শুকে বোলে দেবী বিদ্যমান।
"হেন মনে লয় এই স্তন করি পান ॥
এই বেশে মোর আগে[৯] কেনে আইলা[১০] মাও।
শিবের নিকটে দেবী[১১] এই বেশে যাও ॥
সহজে ভাঙ্গড় তাঞি[১২]—স্থির নহে চিত[১৩] (৬২৪৫)
দেখিয়া তোমার রূপ হইব মোহিত ॥

শত-সহস্র অব্দ যদি আগে থাক মোর[১৪]
হরির কৃপায়ে তেঁহ মায়ের সমসর[১৫] ॥"
এহি বোলি বিষ্ণু স্মরি—জপে ব্রহ্ম-তন্ত্র[১৬]।
চারি-বেদ কণ্ঠাগ্রত হয় বীজ-মন্ত্র[১৭] ॥ (৬২৫০)
জ্যোতির্ম্ময় উদ্দেশিয়া আরম্ভিলা ধ্যান।
লজ্জিত হইয়া দুর্গা গেলা নিজ-স্থান ॥
এহি গুহ্য-বিবরণ শুন নরেশ্বর।
হরির অধীন জ্ঞান যত পূর্ব্বাপর ॥
মহামায়া আদেশিত যেই জনের হয়[১৮]। (৬২৫৫)
মোহিব গোয়াল-সব এ কোন বিস্ময়[১৯] ॥"
প্রণমিয়া কহে রাজা মুনির চরণে[২০]।
"মনের বিস্ময় মোর ঘুচিল অখনে[২১] ॥
কেন-মতে গোপী-নাথে বঞ্চিলা রজনী।
সে সকল বিবরণ কহ মহামুনি ॥" (৬২৬০)
মুনি বোলে "ঘরে যদি গেলেন যশোদা।
পরম-সন্তোষ হৈলা সুবদনী রাধা ॥
তবে ঘোর নিশি হৈল[২২] দেখিয়া তখন।
গোবিন্দের নিকটে বোলিল[২৩]আইমন।
"নির্জ্জন-মন্দির আছে যথা[২৪]থাকি আমি। (৬২৬৫)
সেই ঘরে শয়ন বাপু[২৫]কর গিয়া তুমি ॥"

---

(১) 'জননীয়ে বোলে যত' ক, খ; 'জননীয়ে কান্দে তবে' ঘ;
(২) 'মহান দেহ নাহি কিছু লোক চর্চ্চা-ভয়।
ব্রাহ্মণী ফিরিল—দেখি নির্ভয় তনয় ॥' ক;
'মায়া তেজি ততক্ষণে লোক-চশ্চায় (চর্চ্চায়)।'
ব্রাহ্মণী ফিরিল—দেখি নির্দ্দয়া হৃদয় ॥' ঘ;
(৩) 'তবে দুর্গা দেবী চাহে মো (হ) করিবারে' ঘ; (৪) 'পাছে পাছে ডাকি যাঞি বড় উচ্চ-স্বরে' গ; (৫) 'মায়া করি মহামায়া পাছে' ঘ; (৬) 'শুকের' ঘ; (৭) 'নব-বয়া-রূপে হৈল' ক; 'নব-যুবা রঙ্গ দেবী' খ; 'নব-যুবা-রূপে তেজ' গ; (৮) 'অত্যন্ত- সুন্দর-রূপে' গ; (৯) 'কাছে' ঘ, (১০) 'রৈছ' ক, খ, ঘ; (১১)'তুমি'ক, খ; 'মাও' ঘ; (১২) 'তিনি' ক; 'সে' খ; 'শিব' ঘ; (১৩) 'জ্ঞান-বিবর্জ্জিত' ক, খ, গ;

(১৪) 'শত-সহস্র অব্দ আগে জন্ম তোর।' ক; 'শত সহস্র নারী যদি আগে থাকে মোর' খ; 'শত সহস্র অব্দ যদি আঘে(গে) থা(ক) মোর' গ; (১৫) 'মাও-সমসর' ঘ; 'মাতৃ-সমসর' ক, খ; 'মায়ের সর্ষর (?)' গ; (১৬) 'বিষ্ণু জপি স্মরি ব্রহ্ম-তন্ত্র' ক; খ; 'জপি ব্রহ্ম-মন্ত্র' গ; (১৭) 'চারি বেদময় কণ্ঠগত নিজ মন্ত্র' ক; 'চারি বেদ কণ্ঠাগ্রত বিজ ম (য়) সব তন্ত্র' গ; (১৮) 'মহামায়া-আদেশিত যত-ইতি হয়' ক, খ; 'মহামায়া আদিসিব সকলের আশ্রা হয়' ঘ; (১৯) 'সংশয়' ঘ; (২০) 'চরণ' ঘ; (২১) 'মুঞি বুঝিলু এখন' ঘ;(২২) 'নিশি-যোগ' ঘ; (২৩) 'নিকটেত গেলেন' ঘ; (২৪) 'তথা' ঘ; 'নিকুঞ্জ-মন্দিরে যথা থাকিতাম আমি' গ; গ-পুথিতে 'নিকুঞ্জ-মন্দিরে' ইত্যাদি চরণ-টী 'সেই ঘরে' ইত্যাদি চরণের পরে আছে। (২৫)'আজি' ক, খ; শব্দ-টী ঘ-পুথিতে নাই।

নিভৃতে[১] কহিল বুঢ়ী রাধিকার গোচর।
"কেমতে ছাওয়াল কাহ্নু রহিব একেশ্বর॥
পুত্রে না জানে করি[২] আপনে থাকিও[৩]।
ক্ষুধা হৈলে সর দধি খাইবারে দিও[৪]॥" (৬২৭০)
রাধা বোলে "শাশুড়ী গ কৈতে না যুয়ায়[৫]।
স্বামী যদি জানে তবে কি হবে উপায়[৬]॥"
বুঢ়ী বোলে "তার লাগি কোন চিন্তা তোর[৭]।
ভাণ্ডিমু তাহারে আমি—না করিবা ডর[৮]॥"
আইমনের মন্দিরে শুইলা ভগবান। (৬২৭৫)
আইমন রাধিকা শুইলা এক-স্থান॥
আইমনে বোলে "রাধা শুনহ উত্তর।
কাহ্নাইর নিকটে তুমি চলহ সত্বর॥"
শাশুড়ী বোলিছে[৯] আর বোলে[১০] নিজ-পতি।
কাহ্নুর সাক্ষাতে গেলা রাধিকা-যুবতী॥ (৬২৮০)
প্রদক্ষিণ করি রাধা বন্দিলা চরণ।
বাম-পাশে সুবদনী করিলা শয়ন॥
তাকে দেখি[১১] যদু-পতি[১২] পরম-কৌতুক।
প্রেম-আলিঙ্গনে চুম্বে[১৩] রাধিকার মুখ॥

মদন-উল্লাসে[১৪] তবে দেব যদু-পতি। (৬২৮৫)
ভুঞ্জয়ে শৃঙ্গার-রস হরষিত-মতি[১৫]॥
রতি ভুঞ্জি বিশ্রাম করিলা গোপী-নাথে।
তখনে সুন্দরী রাধা বোলে যোড়-হাতে॥
"ওহে প্রভু প্রাণ-নাথ শুন নিবেদন।
জন্মে জন্মে সেবি যেন তোমার চরণ॥ (৬২৯০)
পূর্ব্ব-জন্মের ফলে মুই হৈলু তোমার দাসী[১৬]।
আজি ভয় দূর কৈলা তুমি এথা আসি॥
আপনে শাশুড়ী মোরে বেগ্রতা[১৭] করিয়া।
তোমার নিকটে মোরে দিল পাঠাইয়া॥
মোহিলা বুঢ়ীর মন বড়ই সঙ্কট। (৬২৯৫)
বুঝিতে না পাবি প্রভু তোমার কপট॥"
মধুর বচন প্রভু শুনিয়া রাধার।
প্রেম-ভাবে আলিঙ্গন দিলা পুনর্ব্বার॥
সুন্দরী রাধিকা তবে[১৮] চরণেত ধরি[১৯]।
সুকোমল-ভাবে কহে মৃদু-মৃদু করি[২০]॥ (৬৩০০)
"অহে প্রভু প্রাণেশ্বর কত কৈমু আর।
এ রূপ-যৌবনে দাসী হইলু তোমার॥
তুমি বিনে প্রাণ-নাথ আর কেহ নাই।
সদাই নিরখি পদ—এহি মাত্র চাই[২১]॥
দেখিলে সে রহে প্রাণ—না দেখিলে মরি॥ (৬৩০৫)
অনুক্ষণ থাকি এই রাঙ্গা-পদ ধরি॥
ক্ষণেকে না দেখি যদি রাঙ্গা-পদ-খানি।
শত যুগ-পরিবর্ত্ত তখনেই জানি॥"
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সংক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥ (৬৩১০)

---

(১) 'নিবিড়ে' গ; 'নির্জ্জনে' খ; 'ধীরে ধীরে' ঘ; 'নিভৃতে' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা—'নিকুঞ্জ-মন্দিরে যদি আসিলা নারায়ণ।
রাধারে বোলেন বুঢ়ী মধুর বচন॥'
(২) 'মতে' খ; (৩) 'আপনে থাকিবা' খ; 'তথাতে থাকিবা' ক; 'আপনে তথা যাইও' ঘ; (৪) 'দিবা' ক, গ; (৫) 'কৈতে' ইত্যাদি স্থলে—'হেন বোল কেনে' গ; (৬) 'জানে মোর কি হৌক তখনে' গ; (৭) 'কোন' ইত্যাদি স্থলে 'কিছু চিন্তা নাহি তোর' গ; (৮) 'পুত্র বর্ব্বর' গ; 'কেবল বর্ব্বর' ক, খ; (৯) 'শাশুড়ীর আজ্ঞা ('বল' ক) পাইছে' ক, গ; (১০) 'বোলিল' খ; (১১) 'তা দেখিয়া' গ; (১২) 'যুবরাজ' ক, খ, গ; (১৩) 'প্রেম-চুম্বন দিলা' ক; 'প্রেম-আলিঙ্গন কৈলা' গ;

(১৪) 'উদ্বেগে' ক, গ, ঘ, (১৫) 'হইয়া উর্দ্ধ (স্ম) তি' ঘ; (১৬) 'পূর্ব্ব-জন্মের' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (১৭) 'মিনতি' ঘ; (১৮) 'তান' গ; (১৯) 'চরণে ধরিয়া' গ, (২০) 'মন্দ মন্দ করিয়া' গ; (২১) 'ও রাঙ্গা-চরণ সেবি এতি বর চাই' ঘ।

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ নাগুদ[১]

"রাঙ্গা-পদে কত নিবেদিমু।
পিরিতি পাতল[২] হৈলে সহজে মরিমু ॥ ধ্রু।
রাতুল চরণে ধরোঁ[৩] পরিহার করোঁ[৪]। (৬৩১৫)
প্রেমখানি বিসরিলে[৫] ঝুরিয়া সে মরোঁ[৬] ॥
আপনে জানহ মোর পাপ-পুণ্য যত।
মোর প্রাণ-নাথ তুমি—তোমার এমন কত ॥*
মুখে প্রভু যে [৭]-সে বোল—রাখিও[৮] অন্তরে।
আর জন পাইয়া[৯] তুমি না ছাড়িহ মোরে ॥ (৬৩২০)
মোর মনে গোপী-নাথ তুমি নহে ভীন।"
রাধার সংবাদ কহে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ আসয়ারি[১০]।

"কেনে[১১] পরিহর বন্ধু আমি-হেন[১২] দাসী।
সম্ভাষা করিতে লাজ-ভয় আমি[১৩] বাসি ॥
শাশুড়ী ননদী মোর আর পতি-জন। (৬৩২৫)
আপনে মোহিত কৈলা তা-সমার[১৪] মন ॥
সে সকল বাদী নহে[১৫]—ই সে মোর ভাল[১৬]।
এবে সে জানিলু মোর ঘুচিল জঞ্জাল ॥

তুমি বিনে প্রাণ-নাথ কে আছে আমার।
রাতুল চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥ (৬৩৩০)
এ রূপ-যৌবন মোর তোমার অধীন।"
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ নট্ট বেলআর[১৭]।

"হের রে গোপী-নাথ না ছাড়িও মোরে।
নয়ান ভাবিয়া দেখোঁ গলায়ে গাঁথিয়া রাখোঁ।
হেন মোর মনে সাধ করে ॥ ধ্রু। (৬৩৩৫)
মোর মনে যে আছিল আজি যে সাফল হৈল[১৮]
জঞ্জাল করিলা মোর দূর।
দেখা না দেও প্রাণেশ্বর পরাণ ঝুরয়ে মোর
তবে জানি নিদয়া নিঠুর ॥
করোঁ মুই পরিহার কত বা কহিমু আর (৬৩৪০)
নিদয়া নিঠুর না হৈও[১৯]।
বোলিমু চরণে যখন যে থাকে মনে[২০]।
মরম ভাঙ্গিয়া মোরে কৈও ॥"
কেশ দুই ভাগ করি রাধিকা-সুন্দরী
চরণেত ধরিয়া[২১] কান্দে। (৬৩৪৫)
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
শুনিয়া বোলে কালাচান্দে ॥

---

(১) 'শ্রীরাগ' ক; 'ভাটীয়াল' খ; এই গীত-টী ঘ-পুথিতে নাই। (২) বিছেদ' গ; (৩) 'ধরি' ক, খ; 'রাধা' গ; (৪) 'করে' গ; 'শোক পরিহরি' খ; (৫) 'বাড়াইয়া' ক; (৬) 'মরি' ক, খ; 'মরে' গ, (৭) 'সেই' গ; (৮) 'না রাখ' ক; (৯) 'অপযশ পাইবা' ক; (১০) 'কর্ণাট' ক; ঘ; খ-পুথিতে 'রাগ' ইত্যাদি স্থলে 'পদ-বন্ধ'। (১১) 'কেনে রে' ঘ; (১২) 'হেন' ঘ; (১৩) 'নাহি' ক, খ; (১৪) 'তা-সমাইর' ক, খ; 'তারা-সবের' গ; (১৫) 'হনে' খ; 'শাশুড়ী নাহিক বাদী' গ; (১৬) 'এই হৈল ভাল' গ; 'হৈল ('হৈছে' খ) মোর ভাল' ক, খ;

(১৭) 'কোচ বেলয়ার' ক, ঘ, 'ভাটীয়াল' খ; (১৮) 'মোর মনে' ইত্যাদি কলি ক, খ ও গ পুথিতে নাই, —উহার পরিবর্ত্তে পাঁচ-টী বিচিত্র প্রক্ষিপ্ত কলি আছে; উক্ত কলিগুলিতেও আবার বিচিত্র পাঠ-ভেদ দেখা যায়; পরিশিষ্টের ২০ সংখ্যক পাঠান্তরে পাঠ-ভেদ সহ প্রক্ষিপ্ত কলি-গুলি প্রদর্শিত হইল। এখানে মূলের ধৃত ঘ-পুথির পাঠই প্রামাণিক ও সঙ্গত। (১৯) নিদয়া নিঠুর না হইও' গ; 'নিঠুর মোরে নহিয়' ঘ; (২০) 'সহজে হইছ ক্ষেম, ভাঙ্গি বায় সব ('ভাঙ্গিবা এ সব' ক;) প্রেম' ক, গ, 'সহজে হইয়া ক্ষেম, যদি বা ভাঙ্গয়ে প্রেম' খ; 'মরম' ইত্যাদি স্থলে 'মোর প্রতি ভাঙ্গি কথা কৈও ॥' খ; (২১) 'রাতুল-চরণে ধরি' ক, খ।

পদ-বন্ধ।

কাহ্নু বোলে "শুন প্রিয়া বচন আমার[1]।
শোক দুঃখ ক্ষেমা কর—করোঁ পরিহার[2] ॥
তুমি বিনে আর কেবা মোর[3] প্রাণেশ্বরী। (৬৩৫০)
অসম্ভব কথা আর না কহ সুন্দরি ॥
যদি আমা হনে জান অল্প সেবা হয়।
শাস্তি কর প্রাণেশ্বরি—যেহি মনে লয় ॥
আর এক কথা প্রিয়া শুন দিয়া মন।
সাক্ষাত হইমু তুমি স্মর যেই ক্ষণ ॥" (৬৩৫৫)
এহি বোলি ধরিলেক রাধিকার হাথে[4]।
হরিষে শৃঙ্গার ভুঞ্জে প্রভু গোপীনাথে[5] ॥
নানা-রসে বঞ্চে চারি প্রহর শর্ব্বরী।
রজনী-প্রভাতে বোলে[6] রাধিকা-সুন্দরী ॥
"উচিত নহেত আমি রহিতে অখন[7]। (৬৩৬০)
সে ঘরেত যাউঁ—যথা আছে গুরু-জন[8] ॥"
তাক শুনি হরিষে বলিলা যদু-পতি[9]।
"রহিতে উচিত নহে—যাও রসবতি ॥"
রাধিকা রহিল[10] গিয়া শাশুড়ীর কাছে।
উঠিলা গোবিন্দ তবে কতক্ষণ পাছে ॥ (৬৩৬৫)
মনেত ভাবিলা তবে নাগর কাহ্নাই।
এথা থাকি কার্য্য নাই—বুঢ়ীর আগে যাই[11] ॥
প্রেম-খানি বাঢ়াইবার আছে[3] বড় যত্ন।
সেহি-খানে আধিষ্ঠান হৈল[12] পঞ্চ-রত্ন ॥
পরম হরিষে হরি[13] বুঢ়ীর কাছে যাঞি। (৬৩৭০)
পঞ্চ-রত্ন আনি দিলা মাতামহীর[14] ঠাঞি ॥
হেমময় পুরী-খান পঞ্চ-রত্ন পাইল।
মোহিত হইয়া বুঢ়ী হরষিত হৈল ॥
হরি বোলে "মাতামহী[15] শুনহ বচন।
আজ্ঞা কর নিজ-গৃহে[16] করিয়ে গমন ॥" (৬৩৭৫)
একান্ত মধুর শুনি গোবিন্দের ভাব।
হাসিয়া হাসিয়া বুঢ়ী করে পরিহাস ॥
"অহে যুবরাজ শুন[17] রসের নাগর।
নির্দ্দয় পুরুষ-জাতি একান্ত পামর ॥
যার সঙ্গে[18] প্রেম বাঢ়াও এত যত্ন করি। (৬৩৮০)
কি সুখে[19] যাইবা হেন জন পরিহরি ॥
কুলিশ-অধিক বাসি[20] তোমার হৃদয়।
একেবারে কেনে হৈলা এমত নির্দ্দয় ॥
তোমার বিরহে মোর বধূ বিরহিত[21]।
না কহে তোমার ঠাঞি লজ্জার নিমিত্ত[22]" ॥ (৬৩৮৫)
শুনিয়া বুঢ়ীর বাক্য যদুপতি হাসে।
ভূমিত থাকিয়া রাধা স্বর্গ হেন বাসে[23] ॥
গোবিন্দ বোলয়ে তবে শুন মাতামহি[24]।
মনের মানস আমি তোর ঠাঞি কহি ॥
নির্জ্জন[25]-মন্দিরে রাধা থাকিব নিশিত। (৬৩৯০)
তোর বাক্যে আপনে আসিমু নিত-নিত ॥"
এহি কথা কহি তবে সুদর্শন-ধর।
বদন-কেশেত বুঢ়ীর[26] দিলা পদ্ম-কর ॥

---

(১) 'আমার বচন' গ। (২) 'করো নিবেদন' গ; (৩) 'আছে' গ; 'তুমি বিনে' ইত্যাদি তিন-টী শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই (৪) 'করে' গ; (৫) 'দেব দামোদরে' গ; (৬) 'তবে' গ; (৭) 'উচিত না হয় আমার রহিতে অখনে' গ; (৮) 'ঘরে চলি যাই আমি—থাকহ আপনে' গ; (৯) 'তাক শুনি যদুপতি হরষিত-মতি। (১০) 'কহিল (?)' গ; 'রাধিকা' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা —

'প্রণাম করিয়া রাধা চলি যা ও (য়) য (ত) থা'।
একেশ্বর মন্দিরে কানু রহিলেন এথা ॥'

(১১) 'রহিবার কার্য্য নাই ঘরে চলি যাই ('মায়ের কাছে যাই' ক, খ;) ক, খ, ঘ; (১২) 'অতি' ক,খ, ঘ; (১৩) 'করিলা' ঘ; (১৪) 'তবে' খ, ঘ; গ-পুথিতে শব্দ-টী নাই; (১৫) 'মাতামসি'গ; (১৬) 'আজ্ঞা পাইলে গৃহে' ঘ; (১৭) 'তুমি' গ; (১৮) 'ওলে' গ; 'যার সঙ্গে' ইত্যাদি শ্লোক খ-পুথিতে নাই। (১৯) 'শক্যে' ক, গ; (২০) 'কুলিশ সদৃশ বাসোঁ।' ঘ; (২১) 'বিরহিণী'ক; 'তোর কারণে মোর বধূ সদা বিরহিত।' ঘ; (২২) 'তাহারে সম্ভাষিতে তোহ্মার উচিত' ঘ; 'লজ্জার কারণি' ক; (২৩) 'ভূমি থাকি স্বর্গ পাইল রাধিকায়ে বাসে' গ; (২৪) 'মাথামহি' গ; (২৫) 'নিকুঞ্জ' গ; (২৬) 'বুঢ়ীর মুখে তবে' গ।

মুনি বোলে—"শুন রাজা বড়ই কৌতুক।
পোড়া কেশ জন্মিলেক—পূর্ব্ব মত[১] মুখ ॥ (৬৩৯৫)
মাতামহী নমস্করি চলে নারায়ণ।
লজ্জায়ে রাধিকা[২] না কৈলা সম্ভাষণ ॥
যশোদার কাছে গিয়া শীঘ্র গতি মিলে[৩]।
স্তন খাইতে উঠে তান জননীর কোলে[৪] ॥
প্রভুর বিষম মায়া—কে বুঝিতে পারে। (৬৪০০)
মায়ায়ে মোহিত করি রাখিলা সমারে ॥"
মুনি বোলে "শুন রাজা হৈয়া সাবধান।
এহি-মতে বিহার করয়ে ভগবান ॥
বৎসরেত হয় যত ঋতুর উদ্যম[৫]।
শৃঙ্গার-তরঙ্গে হরি বঞ্চে অনুক্রম[৬] ॥ (৬৪০৫)
নিত্য নিত্য রাধার সহিতে কেলি করে।
মায়ার কারণে কেহ লক্ষিতে না পারে ॥
রাধার মন্দিরে যাঞি হৈলে নিশি-যোগ।
সকল শর্ব্বরী তথা করঞি সম্ভোগ[৭] ॥
নিশি হৈলে যাঞি তথা আইসঞি বিহানে। (৬৪১০)
ধেনু-বৎস লৈয়া তবে যাঞি বৃন্দাবনে ॥
জল ভরিবারে যাঞি রাধা রসবতী[৮]।
বৃন্দাবনে কেলি করি ভুঞ্জঞি সুরতি[৯] ॥
এহি মতে হৈল রাজা দুই-অর্দ্ধ গত[১০]।
শুনিলায় মহারাজ পুণ্য ভাগবত[১১] ॥ (৬৪১৫)

[ব্রজ-গোপগণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পূজা
ও হোরি-ক্রীড়া]

পদ-বন্ধ।

তবে জন্মেজয় রাজা পরম-কৌতুকে।
জিজ্ঞাসিলা[১২] মুনির ঠাঞি প্রণতি-পূর্ব্বকে ॥
"মনোহর কাব্য-রস[১৩] কহ মহামুনি।
হরির গুণান্বয়[১৪]-কথা তোমা হনে শুনি ॥"
রাজার[১৫] ভক্তিয়ে মুনি গুহ্য-কথা[১৬] কয়[১৭]। (৬৪২০)
কোকিলের ধ্বনি যেন বসন্ত-সময় ॥
"শুন জন্মেজয় রাজা পূর্ব্ব-বিবরণ।
গোকুলে বিহার করে ব্রহ্ম-সনাতন[১৮] ॥
ঋতু-রাজ প্রচরিল[১৯]—বন[২০] কুসুমিত।
ভ্রমরে ঝঙ্কার করে অতি সুললিত ॥ (৬৪২৫)
বিকসিত নানা পুষ্প আমোদিত গন্ধ।
মত্ত হৈয়া অলি-রাজে পিয়ে[২১] মকরন্দ ॥
কোকিলা পঞ্চম গায় সুললিত-স্বরে।
ভৃঙ্গ চিকুরে[২২] কুসুমে[২৩] নাদ করে ॥

(১) 'পোড়া কেশ বাঢ়িল পূর্ব্ব-রূপ পাইল মুখ' গ; (২) 'রাধিকায়ে' খ; 'রাধিকা দেবী' ঘ; (৩) 'শীঘ্র' ইত্যাদি স্থলে—'সুকোমল বোলে' ঘ; (৪) 'স্তন পান করি ('করিতে' খ) উঠে জননীর কোলে' ক, খ, ঘ; (৫) 'বৎসরে বৎসরে ষড় ঋতু রত্ন সনি (?)' ক; 'বৎসরে বৎসরে ঋতু :ফিরে উর্দ্ধ(স্ত)মে' ঘ; (৬) 'বঞ্চে অনুক্রমে' ঘ; 'বঞ্চেন রজনি' ক; খ-পুথিতে এই শ্লোক নাই। (৭) 'উপভোগ' গ; 'শর্ব্বরী ভরিয়া রতি করেন সম্ভোগ' ক, খ; 'সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রতি করেন সম্ভোগ' ঘ; (৮) 'জলেরে বা যান যদি' ক, খ; 'আনিবার যাঞি জল রাধা রসবতী' ঘ; ( ) 'সম্মিলিত হইলে সম্ভোগ হয় রতি ॥' ঘ।

(১০) 'দুই অনুগত' ক; (১১) এই শ্লোকের স্থলে ঘ-পুথির পাঠ, যথা—
'মুনি বোলে রাধার কাব্য-রস দড়।
এক দিন অত্যন্ত কৌতুক হৈল বড় ॥'
অতঃপর খ, ছ ও ঘ-পুথিতে দুইটী দীর্ঘ প্রক্ষিপ্ত পালা আছে; উহার সংশোধিত পাঠ পরিশিষ্টের ২১ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল।
(১২) 'পুছিলা' ক, খ; (১৩) 'কথা' খ; (১৪) 'গুণার্ণব' ক; 'গুণাগুণ' খ; 'গুণানুভাব' গ; (১৫) 'যাহার' ঘ; (১৬) 'মহাপুণ্য' ক, ঘ; (১৭) 'হরি-গুণ' খ; 'হয়' ঘ; (১৮) 'প্রভু নারায়ণ' ঘ; (১৯) 'চরিত্রে' ঘ; 'প্রবৃত্ত যে' ক; (২০) 'বকুল' ঘ; (২১) 'বিকসিত হইয়া আইসে' ঘ; (২২) 'ভ্রুকুটিয়ে কুরঙ্গ' ক; 'রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া' খ; 'ভৃঙ্গ চিবুকে' ঘ; (২৩ 'কুসুমিত' গ; 'কুসুমি (ত)' ক।

চক্রবাক হংস সবে করে নানা রঙ্গ[১]। (৬৪৩০)
ময়ূরে পেখম ধরি[২] করে অঙ্গ-ভঙ্গ[৩] ॥
যুবক-যুবতী-রঙ্গ শোভে অতি ভাল।[৪]
এক দিন গোবিন্দের জন্মিল খেয়াল ॥
ত্রৈলোক্য-নায়ক প্রভু মায়া করিলাঞি[৫]।
স্বপ্নে অধিষ্ঠান হৈলা[৬] যত্নসেনের ঠাঞি ॥ (৬৪৩৫)
চারি-খান হস্ত ধরি[৭] চারি বদন।
হংসাসন লম্বোদর অষ্ট নয়ন ॥
কমণ্ডলু হস্তে অক্ষ সূত্র-মালা গলে।
ব্রহ্মা-রূপে যত্নসেনের কাছে গিয়া বোলে ॥
"উঠ উঠ যত্নসেন কত নিদ্রা যাও। (৭৪৪০)
আমি ব্রহ্মা আসিয়াছি চক্ষু মেলি চাও ॥"
ডাকে শুনি যত্নসেনে মেলিল নয়ন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া তান বন্দিল চরণ ॥
"অধমের ঘরে কেনে আসিলা গদাধরে[৮]।
পার্য্যমাণ[৯] জানিয়া করিবা[১০] অঙ্গীকারে ॥" (৬৪৪৫)
হাসিয়া বোলঞি "শুন যত্নসেন গোপ।
মনের বাঞ্ছিত কথা কহিমু স্বরূপ ॥

কুম্ভ-রাশি হয় জান[১১] এহি মধু-মাস।
মুক্তি-দায়ক কর্ম্ম করিমু[১২] প্রকাশ ॥
পূর্ণমাসী সৌর চন্দ্র বসন্ত-পূর্ণিমা[১৩] (৬৪৫০)
অতিমুখ্য[১৪] যুগাদ্যা পুণ্যের নাহি সীমা ॥
বাহুদণ্ড[১৫] মঞ্চ[১৬] করি যমুনার কূলে।
মণিময় কাঞ্চন হইব[১৭] মোর বোলে ॥
সিংহাসন পাতিয়া[১৮] বৈসাইও দৈত্যারি[১৯] ॥
রাধারে বৈসাইও[২০] বামে তান নিজ-নারী ॥ (৬৪৫৫)
নন্দের তনয় জানি না করিও দ্বিধা।
আইমনের নারী হেন না জানিও রাধা ॥
নন্দ বিনে যত গোপ—তুমি আদি করি।
যশোদা রোহিণী বিনে—যত গোপ-নারী ॥
বলভদ্র আদি করি যথেক রাখাল[২১]। (৬৪৬০)
সকলে পূজিব গিয়া দীন-দয়াল ॥
মন্ত্র পাঠ করিতে নিবা বরিয়া ব্রাহ্মণ[২২]।
তুমি আদি ব্রজ-গণে[২৩] করিবা কীর্ত্তন ॥
শিশু সঙ্গে হলধরে নাচিব কৌতুকে।
আবির চন্দন গন্ধ[২৪] দিব নারী-লোকে ॥ (৬৪৬৫)

---

(১) 'কেলি' ঘ ; (২) 'ধরে' ঘ ; (৩) 'অঙ্গ ভঙ্গ করি' ঘ, অতঃপর ক,খ ও ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা—
'মন্দ মলয়া-বায়ু সমীর অনন্ত ('বসন্ত' ক ,)।
মদন-উদ্বেগে ঋতু সতেক বসন্ত ('সভত অনন্ত' ক ;) ॥'
'মন্দ মলয়া-বায়ু সমীরে নাই অন্ত।
মদন-উদ্যোগে বড় সতন্ত্র বসন্ত ॥' খ ;
(৪) 'যুবক যুবতী যত সেহি মাত্র ভাল।' ক ; 'যুবতির মনোরম সেহি মাত্র ভাল।' ঘ ; (৫) 'করি যাঞি' ঘ ; (৬) 'স্বপ্নে কহিলা কথা' গ ; 'অধিষ্ঠান হৈলা' ঘ ; 'স্বপ্নে অনুষ্ঠান কহে' ক, খ ; (৭) 'তবে' ক, 'তান' খ , শব্দটী ঘ-পুথিতে নাই। (৮) 'অধমের ঘরে প্রভু কেনে আগুসার' ক, খ ; 'অধমের ঘরে গোসাঞি কেনে আগমন' গ ; (৯) 'শুদ্ধ মনে' ক ; 'পার্য্যমানে' খ ; (১০) 'করহ' ক ; 'আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন' গ ;

(১১) 'কুম্ভ রাশি হতে জান' খ ; 'ব্রজবাসী যত জনে' ক ; 'গৃহবাসী যত লোক' গ ; (১২) 'করিল' গ ; 'করিব' ক ; 'করিলা' ঘ ; (১৩) 'পূর্ণিমা বোলিয়া তবে হইলে চন্দ্রিমা' ক ; 'পূর্ণমাসী পূর্ণ যে হইল চন্দ্রিমা' খ ; 'পুণ্য মাস বলি পূর্ণ হইবে চন্দ্রিমা' ঘ ; (১৪) 'অক্ষয়া গ ; (১৫) 'বাহুনন্ত' ক ; বহুদর্ত্ত' (?) খ ; (১৬) 'মণ্ড' গ ; (১৭) 'মৃণ্ময় কাঞ্চন হইব' ক ; 'স্বর্ণময় কাঞ্চন হইব' খ ; 'কমল কনকময় হইব' গ ; (১৮) 'পাতি তাতে' গ ; (১৯) 'মুরারি' গ ; (২০) 'রাখিও' গ ; 'রাখিহ' ক, খ ; (২১) 'দ্বাদশ গোপাল' গ ; 'একাদশ রাখোয়াল' ক, খ ; (২২) 'বিষ্ণু পূজা করিবারে আনিবা ব্রাহ্মণ।' গ ; (২৩) ব্রজসবে' গ ; ব্রজলোকে' ক, খ ; (২৪) 'তানে' গ।

এহি-মতে যদুসেন পূজিবা নিশ্চয় [১]।
গোকুলের বিঘ্ন নাহি—না কর বিস্ময় [২] ॥
শুভ দশা হৈল সবের[৩] —এহি ভাল যুক্তি।
পুনর্জন্ম নাহি আর[৪] — সহজেই মুক্তি ॥
যে জনে না পূজে বাক্য লঙ্ঘিয়া আমার। (৬৪৭০)
সবংশে তাহাকে আমি করিমু সংহার ॥”
যদুসেনে বোলে “প্রভু শুনহ অষ্টাক্ষ।
কার প্রাণে লঙ্ঘিব তোমার ব্রহ্ম-বাক্য ॥
যেমত আদেশ কৈলা অধমের স্থানে[৫]।
ভাগ্যে সে গোপের হিত চিন্তিছ আপনে[৬] ॥”(৬৪৭৫)
এহি বলি দণ্ডবত[৭] করিল সম্ভ্রমে।
অন্তর্দ্ধান[৮] হৈলা ব্রহ্মা আঁখির পলমে[৯] ॥
যদুসেনে[১০] স্বপ্ন দেখিল যেহি রূপে।
এহি মতে স্বপ্ন দেখে মুখ্য মুখ্য গোপে ॥
গোকুলে যুবতী যত আছে মনোরম[১১] ॥ (৬৪৮০)
তারা সবে স্বপ্ন দেখিল এহি-ক্রম[১২] ।
রাধার নিকটে গিয়া দেব নারায়ণ।
হাসিয়া হাসিয়া বোলে এহি বিবরণ ॥
শুনিয়া সুন্দরী রাধা হরষিত-মতি।
মনোরথ-রঙ্গে হরি[১৩] ভুঞ্জিলা সুরতি ॥ (৬৪৮৫)

শৃঙ্গার ভুঞ্জিয়া ঘরে গেলা ভগবান।
হেন কালে হইল রজনী অবসান ॥
নন্দের মন্দিরে গিয়া যদুসেন গোপে।
কহিল[১৪] ব্রহ্মায়ে আজ্ঞা করিলা যে-রূপে ॥
গোকুলের ব্রজ-লোক যত আছিলাঙ্ক্রি[১৫]। (৬৪৯০)
নন্দ-যদুসেনে সবাত কহিলাঙ্ক্রি[১৬] ॥
পুরোহিত শৃঙ্গ-মুনি আসিয়া তখন।
কহিল যেমত রাত্রিত[১৭] দেখিলা স্বপন ॥
বয়োধিকা নারী-সবে আসিয়া কহিল।
শুনিয়া সকল লোকে বিস্ময় মানিল[১৮] ॥ (৬৪৯৫)
সকলে দেখিল স্বপ্ন—নাহি তার সীমা[১৯]।
বুঝিতে না পারে কেহো ব্রহ্মার মহিমা ॥
তবে শৃঙ্গ-মুনি কহে করি মহারম্ভ[২০]।
কালি পূর্ণমাসী কেনে করহ বিলম্ব[২১] ॥
যমুনার কূলে সবে[২২] গিয়া সেহি ক্ষণ[২৩]। (৬৫০০)
পার্থিবের মঞ্চ[২৪] তথা করিল সৃজন ॥
স্বর্ণময় হৈল মঞ্চ হরির কারণ।
আচম্বিত হৈল রত্নময় সিংহাসন ॥
মকরের ধ্বজ[২৫] তাতে হৈল আচম্বিত।
শৃঙ্গ-মুনি আদি সবে[২৬] হইলা বিস্মিত ॥ (৬৫০৫)

---

(১) ‘পূজিও নির্ভয়’ ঘ; (২) ‘জানিবা নিশ্চয়’ ঘ; (৩) ‘যার’ ঘ; (৪) ‘তার’ ঘ; (৫) ‘যেমত আমাতে কৈলা শুনিলু শ্রবণে’ গ; (৬) ‘ভাগ্যদশা গোপের চিন্তহ আপনে’ গ; (৭) ‘নমস্কার’ ক, খ, ঘ; (৮) ‘অন্তর’ ক, খ, ঘ; (৯) ‘আঁখির পলমে’ স্থলে ‘কহি এহি ক্রমে’ খ; (১০) ‘যদুসেন গোপে’ ক, খ; ‘যেহি দিনে’ গ; ‘মুখ্য’ ইত্যাদি স্থলে ‘সব গোপীগণে’ গ; (১১) ‘মনোরমা’ ক; (১২) ‘এহিক্রমে স্বপ্ন দেখিল তারা সমা’ ক; (১৩) ‘মনে বড় রঙ্গ হরি’ ক; ‘মনোরথ রঙ্গে ‘ভঙ্গে’ খ; ‘মনের তরঙ্গে হরি’ গ, ঘ; ‘মনরথ-রঙ্গে’ শব্দ-টী লিপি-কর কর্তৃক ভুলে ‘মনরতরঙ্গে’ লিখিত হওয়ায়, উহা হইতেই শেষে গ ও ঘ-পুথির এই বিচিত্র পাঠের উদ্ভব হইয়াছে। (১৪) ‘স্বপ্নে’ গ; (১৫) ‘গোকুলের যত লোক আসিলা তখনে। ‘ক, ‘গোকুলের যত ব্রজ সকল আনিয়া’ ঘ; (১৬) ‘নন্দ আর যদুসেনে কৈলা সমা স্থানে।’ ক, ‘নন্দ আর যদুসেনে কহিলা বুঝাইয়া ঘ; খ-পুথিতে শ্লোক-টী নাই। (১৭) ‘রাত্রি’ ক; ‘বাঞ্ছা’ খ; ‘কহিলা নিশিযোগে যে’ ঘ; (১৮) ‘বিস্ময় (‘বিস্মিত’ খ) হইল’ ক, খ, গ; (১৯) ‘কত দিমু সীমা’ গ; (২০) ‘আসি কৈল বেদারম্ভ’ ক, খ, ঘ; (২১) ‘এহিত পূর্ণমাসী করহ আরম্ভ’ গ; (২২) ‘তবে’ ঘ; (২৩) ‘ততক্ষণ’ গ; (২৪) ‘পাথরের মঞ্চ’ খ; ‘পাথরের মূর্ত্তি’ ঘ; ‘নানা রত্নে মঞ্চ’ গ; (২৫) ‘মুখ’ ঘ; (২৬) ‘গোপ সব’ গ।

সন্ধ্যা-কাল হৈল—ভানু না দেখি নয়নে[১]।
অধিবাসের সম্ভার[২] করিলা তপোধনে[৩] ॥
গোপ সঙ্গে আসি মুনি নন্দ-ঘোষ-ঘরে[৪];
গোবিন্দেরে স্নান মুনি করাইল সত্বরে[৫] ॥
গন্ধ-চন্দন তৈল দিলাঞি[৬] কৌতুকে[৭]। (৬৫১০)
অধিবাস-কর্ম্ম হৈল ব্যবস্থা-পূর্ব্বকে[৮] ॥
বৃকভানু গোপ জান[৯] সমার প্রধান।
তার কথা[১০] শুন রাজা হৈয়া সাবধান ॥
এক-খানি ঘর সেহি প্রকোষ্ঠে করিছে[১১]।
কত-গুলা মেষ তাথে বান্ধিয়া রাখিছে[১২] ॥ (৬৫১৫)
গোবিন্দের মায়ায়ে জ্বলিয়া দবানল[১৩]।
ঘর সনে মেষগুলা দহিল সকল[১৪] ॥
তখনে আকাশ-বাণী হইল স্বরূপে।
"কুশল বাঞ্ছা কর যদি বৃকভানু-গোপে ॥
তোমার কুমারী রাধা আইমনের পাশ। (৬৫২০)
গোবিন্দের সনে তানে[১৫] করাও অধিবাস ॥
তোমার ভাগ্যে আপনে[১৬] আসিব মাধব।
এই হেতু হৈল এথা[১৭] বহ্নির উৎসব ॥"
মুনি-আদি সকলে শুনিয়া এহি কথা।
কৃষ্ণ লৈয়া চলি যাঞি বৃকভানুর তথা[১৮] ॥ (৬৫২৫)
তবে[১৯] আইমনে শুনি এহি বিবরণ।
সুন্দরী রাধারে লৈয়া আসিলা তখন[২০] ॥
স্নান করাইয়া গন্ধ-তৈল দিলা তানে।
রাধা আর কাহ্নাই বসিলা একাসনে[২১] ॥
স্বর্গ হনে পুষ্প পড়ে দোঁহার উপর[২২]। (৬৫৩০)
"জয়" "জয়" ধ্বনি হৈল গোকুল-নগর[২৩] ॥
ইন্দ্র সনে প্রজাপতি আসি সেহি স্থলে।
অভিষেক করাইল[২৪] মন্দাকিনী-জলে ॥
প্রদক্ষিণ করি ব্রহ্মা করিলা প্রণাম।
আজি হনে হৈল প্রভুর "রাধা-কান্ত" নাম ॥ (৬৫৩৫)
শৃঙ্গ-মুনি এ সকল সাক্ষাতে দেখিয়া।
সকল গোপের ঠাঞি কৈলা বিশেষিয়া[২৫] ॥
অবোধ গোয়াল সব—দেখি শুনি[২৬] ধন্দ।
পূজা করে[২৭] শৃঙ্গ-মুনি দিয়া[২৮] পুষ্প-গন্ধ ॥
এহি মতে প্রহরেক শর্ব্বরী বঞ্চিলা[২৯]। (৬৫৪০)
ভোজন অন্তরে সব শয়ন করিলা ॥
রাধার সহিতে হরি করিলা শয়ন।
সুরতি-শৃঙ্গার ভুঞ্জে সানন্দিত-মন ॥
রাধা বোলে "শুন প্রভু বচন আমার[৩০]।
মহোদারে আনোঁ—যদি কর অঙ্গীকার[৩১]" ॥ (৬৫৪৫)
গোবিন্দ বোলঞি "শুন মোর প্রাণেশ্বরি।
যেহি ইচ্ছা লয় মনে—করিবারে পারি[৩২] ॥"

---

(১) 'তখন' খ, গ; (২) 'ব্যবস্থা' ক, খ; 'ব্যবহার' গ; (৩) 'করিলা তপোধন' গ; 'করিলা তপোধন' ক, খ; (৪) 'গোপী সঙ্গে নন্দ গৃহে আসি মুনিবর' গ; (৫) 'সত্বর' গ; (৬) 'দিলেন' ক, ঘ; 'পৈরায়ে' খ; (৭) 'সত্বরে' গ; (৮) 'অধিবাস করিলাঞি মঙ্গল-ব্যবহারে' গ; (৯) 'নামে গোপ' ক, খ, ঘ; (১০) 'সবিশেষ' ক, খ, ঘ; (১১) 'সে যে করিছে নির্ম্মাণ' গ; (১২) মেষ থাকিতে করিয়াছে স্থান' গ; (১৩) 'গোবিন্দের আজ্ঞারে' ইত্যাদি ঘ; 'দহিয়া দাবানলে' গ; (১৪) 'ঘর সনে দাহ করি পুড়িল সমারে' গ; (১৫) 'গোবিন্দের স্থানে আনি' গ; (১৬) 'বড় ভাগ্যে তোমার গৃহে' গ; (১৭) 'হৈল তোর' ক; 'হৈল তবে' খ; 'হইলেক' ঘ; (১৮) 'কৃষ্ণ লৈয়া আসিলেন বৃকভানু যথা' ক, খ; 'কৃষ্ণ লৈয়া আসিলেন ব্রজভানু সুতা' ঘ; (১৯) তখন' গ; (২০) 'মিলিলা সেহিক্ষণ' গ; (২১) 'এক স্থানে' গ; (২২) 'পৃথিবী উপর' ক; 'পুষ্প-বৃষ্টি হৈল পৃথিবীত' খ; 'পুষ্প-বৃষ্টি আচম্বিত দোঁহার উপর' গ; (২৩) 'ধ্বনি তবে হইল চারি ভিত' খ; 'কালে' ক, খ, গ, (২৪) 'অধিবাস করিলেক' ক,খ,গ; (২৫) 'কহিল আসিয়া' ক, খ; 'কহে বিবেচিয়া' গ; (২৬) 'দেখি হৈলা' গ; 'আর সব গোপে দেখি শুনি' ঘ; (২৭) 'করি' গ; (২৮) 'দিলা' গ; (২৯) 'রাত্রি নির্ব্বহিলা' গ; (৩০) 'আমার বচন' গ; (৩১) 'মহোদারে আনিতে আজ্ঞা করহ আপন' গ; (৩২) 'মহোদারে আনিতে পাঠাও এক নারী' গ; 'যেই ইচ্ছা করিতে লয় করিবারে ('করিতেই' গ;) পারি' ক,খ,ঘ;

এহি মত আলাপিতে কাহ্নু আর[১] রাধা।
আপনে আইল তথা সুন্দরী মহোদা ॥
হরিষে শৃঙ্গার ভুঞ্জে দেব ভগবান। (৬৫৫০)
এহি মতে হৈল রাত্রা নিশি অবসান ॥
উঠিলেক শৃঙ্গ-মুনি—হৈল প্রাতঃকাল[২]।
ক্রমাগতি আসি মিলে সকল গোয়াল[৩] ॥
রমণী পুরুষ যত হৈয়া সমুচ্চয়[৪]।
যমুনার কূলে গেলা অরুণ-উদয় ॥ (৬৫৫৫)
রত্ন-সিংহাসনে হরি বসিলা হরিষে।
বসিলা সুন্দরী রাধা তান বাম-পাশে ॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ[৫] যবে হৈল আধিষ্ঠান।
তুলনা দিবার নাহি তাহান সমান[৬] ॥
বিদ্যমানে শৃঙ্গ-মুনি হৈলা পুরোহিত। (৬৫৬০)
পূজিলেক শ্রী বিষ্ণু বিধি-ব্যবস্থিত ॥
মুখ্য মুখ্য গোপ সবে কীর্ত্তন করঞি[৭]।
শিশু সনে বলরামে আপনে নাচঞি[৮] ॥
শিঙ্গা বেণু করতাল বাজাঞি শিশু-গণ।
ব্রহ্মা-আদি দেবে করঞি পুষ্প-বরিষণ ॥ (৬৫৬৫)
বৃন্দাবনে নি তে আসিয়া যত নারী[৯]।
ফাগু-বৃষ্টি করে তারা 'জয়' 'জয়' করি ॥
তবে ইন্দ্রে বার-ক্ষেত্র দিলা পাঠাইয়া।
নগর ভ্রমিতে[১০] প্রভু আরোহণ[১১] হৈয়া ॥
নারী সবে ফাগু দেঞি রাধা-কাহ্নুর অঙ্গে। (৬৫৭০)
"হরি" "হরি" বোলি শিশু নাচে নানা-রঙ্গে ॥
কর-তালী দিয়া নারী কীর্ত্তন করঞি।
হরষিত হৈয়া প্রভু নগর ভ্রমঞি ॥
সত্যবতী-সুত-ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥ (৬৫৭৫)
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্দে।
লোকে বুঝিবার বোলে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ বসন্ত।

ভালে রে[১২] আবীর খেলে—ঋতু-রাজ ভাল[১৩]।
বিমানে দোলঞি রঙ্গে দীন-দয়াল[১৪] ॥ ধ্রু। (৬৫৮০)
আগর-চন্দন-গন্ধ কুঙকুম আবীর।
কস্তুরীয়ে বিরাজিত[১৫] সকল[১৬] শরীর ॥
নানা-জাতি কুসুম বিমান-চারি-পাশে[১৭]।
ব্রহ্মা-ইন্দ্রে বরিষে পুষ্প[১৮] থাকিয়া আকাশে ॥
কোকিলে পঞ্চম গায়ে[১৯] সুমধুর-স্বর[২০]। (৬৫৮৫)
আপনে মুরারি বায় তাহার দোসর[২১] ॥
ভ্রমরা ঝঙ্কার করি পিয়ে মকরন্দ।
গোবিন্দ-বিহার কহে[২২] দীন ভবানন্দ ॥

---

(১) 'কাহ্নু আর' স্থলে 'রসবতী' ক,গ, ঘ; (২) 'প্রত্যুষ বিহানে' গ; (৩) 'যমুনা-পুলিনে মিলিলা সর্ব্বজনে' গ; 'ক্রমাগতে' ইত্যাদি ক, খ; (৪) 'রমণী' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই; উহার স্থলে নিম্নলিখিত শ্লোক-দ্বয় আছে, যথা— নানা বস্ত্র লৈয়া আইলা গোপিনী গোয়াল।
প্রণাম করিলা বোলি (দী)ন দয়াল ॥
নৃত্য গীত মঙ্গল করঞি স্থানে স্থানে।
মঞ্চ বেঢ়ি চারি ভিতে করই কীর্ত্তনে ॥'
(৫) 'শ্রীবিষ্ণু' ক, খ, গ; (৬) 'দিবার যার নাহিক সমান' ঘ; (৭) 'করেন' ক 'করয়' খ; (৮) 'নাচেন' ক; 'নাচয়' খ; (৯) 'বৃন্দাবনের আসিয়া যতেক গোপ-নারী' গ; 'বৃন্দাবনে নিশাভাগে চলে যত নারী' ঘ; 'বৃন্দাবনে' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে খ-পুথির প্রক্ষিপ্ত শ্লোক যথা—
'ধ্যানদৃষ্টি আপনে বসিলা শ্রীহরি।
অরুণ-উদয়ে দোল করে ব্রজ-নারী ॥
রাধা-কৃষ্ণে দোলে—লোকে করয়ে বাখান।
ক্রমাগতে তিন দোল হৈল সমাধান ॥'

(১০) 'ভ্রমাও' গ; 'ভ্রমেন' ক; (১১) 'হরষিত' ক, গ; (১২) 'ভালি রে' ক; 'ভালে সে' গ; (১৩) 'ভালে' খ, গ; (১৪) 'দয়ালে' খ, গ; (১৫) 'বিভূষিত' ঘ; (১৬) 'কালার' ক, খ; 'প্রভুর' ঘ; (১৭) 'নানা জাতি পুষ্প শোভে বিরাজিত বাসে' গ; (১৮) 'বরিষয়ে' ক, খ; ঘ; 'বরিষঞি' গ, (১৯) 'সুনাদ করে' খ, ঘ; (২০) 'আপনার স্বরে' ঘ; 'অতি সুমধুরে' গ; (২১) 'শুনি সেই স্বরে' গ; 'প্রভু গদাধরে' ঘ; (২২) 'গায়' গ;

এহি মতে নগরে ভ্রময়ে যদু-রায়[1]।
চারিদিগে রসবতী সবে গীত গায়[2] ॥ (৬৫৯০)
যার যার পুরীতে[3] গেলেন ভগবান[4]।
অমর-নগর হেন হৈল সেহি স্থান[5] ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হৈল দিন অবশেষ।
যমুনা-পুলিনে তবে আইলা হৃষীকেশ ॥
ফাগু খেলিয়া[6] হরি রাধিকার সনে। (৬৫৯৫)
মঞ্চেত বসিলা হরি সেহি সিংহাসনে ॥
অঙ্গীকার ক্ষেত্রেরে করিলা যদুপতি।
"ইন্দ্রের নিকটে চলি যাও শীঘ্র-গতি ॥"
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া ক্ষেত্র-গণ।
ইন্দ্রের নিকটে গিয়া মিলিল তখন ॥ (৬৬০০)
এহি সব শুনি জন্মেজয় নরেশ্বর।
প্রণতি করিয়া[7] কহে—যোড় করি কর[8] ॥
"ত্রিলোচন অষ্টাক্ষ শুক-দেব[9] নারদে।
উদ্দেশে প্রণাম তারা করে যার পদে[10] ॥
সেই প্রভুর চরণ তথাপি না দেখয়। (৬৬০৫)
ক্ষেত্র সবে পরশিল—এ বড় বিস্ময় ॥
অবশ্য কারণ আছে—চাহি শুনিবার।
কহ চাহি যোগেশ্বর ব্রহ্ম-বিচার[11] ॥"
মুনি বোলে "রাজা জিজ্ঞাসিলা বড় তত্ত্ব।
শুচি হৈয়া শুন মাত্র মহা[12]-ভাগবত ॥ (৬৬১০)
পারিষদে মুখ্য জান[13] ক্ষেত্র-বার-জন[14]।
অনাদির অংশ কিছু আছে নিবন্ধন[15] ॥
অযোনি-সম্ভব জান[16] হেরম্ব কুমার।
তান আগে পূজা নাহি অন্য দেবতার ॥
তান অংশে জন্ম বার-ক্ষেত্র মহাবির[17]
(মায়াবীর ?)। (৬৬১৫)
এতেকে পরশ কৈল গোবিন্দ-শরীর ॥"
রাজা বোলে "যোগেশ্বর কৃপা-যুক্ত হও।
গণপতির জন্ম বার-ক্ষেত্রের জন্ম[18] কও ॥"
মুনি বোলে "একদিন শৈল-সুতা সঙ্গে[19]।
ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার মহাদেব বড় রঙ্গে[20] ॥
ঘর্ম্মাঙ্গিত হৈলা দেবী মহাদেবের বলে। (৬৬২০)
স্নান করিলাঙ্গি মণিকর্ণিকার[21] জলে ॥
হরিদ্রা পীঠালি আর শরীরের মলি।
নির্ম্মাণ করিলা এক সুন্দর পুত্তলী ॥
তিন নয়ন আর হস্ত চারি-খান[22]।
লম্বোদর করিলেন ব্রহ্মার সমান ॥ (৬৬২৫)
স্তন মুখে দিয়া দেবী "পুত্র" "পুত্র" বোলে[23]।
মন্দিরেত প্রবেশিলা পুত্র লৈয়া কোলে[24] ॥
হেন কালে শিবে আসি তাহানে[25] দেখিলা।
পুত্রের কামনা আছে—অন্তরে জানিলা[26] ॥

---

(১) 'শ্যামরায়' গ ; (২) 'চারি ভিতে গোপ গোপী সবে' ইত্যাদি গ ; (৩) 'মন্দিরে' গ ; (৪) 'গোপীগণ' ঘ ; (৫) 'ক্ষণ' ঘ ; (৬) 'খেলাইয়া' ক, খ ; 'খেলিতে' ঘ ; (৭) 'প্রণতি পুর্ব্বকে' ঘ ; (৮) 'শুন মুনিবর' ঘ ; (৯) 'শুক' খ, গ ; 'তম্বরু' ক ; (১০) 'করে উর্দ্ধপদে' ঘ ; (১১) 'ব্রহ্ম বিদ্যা হার (?)' ক ; 'ব্রহ্মবিদ্যা সার' খ ; 'বৃত্তান্ত ইহার' গ ; (১২) 'পুণ্য' গ ; (১৩) 'আদি বটে' ক, মুখ্য' খ ; আদি মুখ্য' ঘ ; (১৪) 'ক্ষেত্র বারবীর' ক ; (১৫) 'অনাদির' ইত্যাদি চারি-টী পঙ্‌ক্তি ক-পুথিতে পড়িয়া গিয়াছে। (১৬) 'জন্ম' খ, গ ; (১৭) সকল গুলি পুথিতেই 'মহাবির' পাঠ আছে ; 'বার-ক্ষেত্র' অর্থাৎ বার-বনিতাগণের সম্বন্ধে 'মহা-বীর বিশেষণের কোনও সার্থকতা দেখা যায় না ; লিপি-করের ভুলে 'মায়াবি(বী)র' পাঠই পরে 'মহাবির পাঠে' পরিণত হইয়াছে কি ? সংস্কৃত 'মায়াবী' শব্দের অর্থ—'ঐন্দ্রজালিক' অর্থাৎ জাদুকর ; স্বর্গ-বারাঙ্গণাদিগের পক্ষে এই বিশেষণ অসঙ্গত নহে ; (১৮) 'গণপতি বারক্ষেত্রের জন্ম-কথা' গ ; (১৯) 'রঙ্গে গ ; (২০) 'মহাদেব' ইত্যাদির স্থলে 'দেবী মহাদেবের অঙ্গে' গ ; (২১) 'স্নান করিবার গেলা কর্ণিকার' গ ; (২২) 'ত্রি-নয়ন চারি-বাহু দেখিতে সুঠান' গ ; (২৩) 'বোলি' গ ; (২৪) 'কোলি' গ ; (২৫) 'পুত্তলা' ঘ ; (২৬) 'ভাবিলা' ক, খ।

মোর বরে পুত্র হৌক—গৌরীর মানসে[১] (৬৬৩০)
এহি বোলি ধ্যানে তবে বসিলা মহেশে[২] ॥
বিশেষে সমাধি শিবের আর ব্রহ্মার বোল।
জন্মিল সুন্দর গণ-পতি খর্ব্ব[৩] স্থূল ॥
পুত্র দেখি দুর্গা-দেবী হরষিত-মন।
মরুতেরে আজ্ঞা দিলা—আনিতে[৪] দেব-গণ॥(৬৬৩৫)
মরুতের মুখে শুনি এ সব কাহিনী।
সর্ব্ব দেবে চলি আইলা—না আইলা শনি ॥
শনি বোলে "আমি গেলে কন্ধ হৈব ছেদ।
যত্ন না করিহ দূত—কৈলু এহি ভেদ[৫] ॥"
তবে দুর্গা জিজ্ঞাসিলা—"কহ চাহি দূত[৬]। (৬৬৪০)
সর্ব্ব দেবে আইলা—কেনে না আইলা ছায়া-সুত ॥"
দূত বোলে "শুন মাও ত্রিপুরা[৭] ভবানি।
কুমারের স্কন্ধ-ছেদ যদি আইসে শনি ॥"
"মহাদেবের বরে মোর পুত্র গণপতি।
কেমতে ছেদিব কন্ধ"—বোলে ভগবতী ॥ (৬৬৪৫)
দূতেরে বোলেন দেবী কুপিত হইয়া।
শনিকে আনহ—পুত্র দেখুক[৮] আসিয়া ॥"
এহি মতে কোপ করি বোলিলেন গৌরী।
দূতের বচনে শনি আইলা শীঘ্র করি[৯] ॥
শনিয়ে[১০] আসিয়া যদি দিলা দরশন। (৬৬৫০)
গণপতির[১১] কন্ধ-ছেদ হইল তখন ॥

বিস্মিত সকল দেব আর ভূতেশ্বর[১২]।
সকরুণে দুর্গা-দেবী কান্দিলা বিস্তর ॥
পুত্রের কারণে দেবী হৈলা শোকাকুল[১৩]
ত্রৈলোক্য নাশিতে দেবী কোপেত বিভোল[১৪]॥ (৬৬৫৫)
ভয় পাইয়া দেব-গণের কাঁপয়ে শরীর[১৫]।
কন্ধ হনে শির-গোটা হইল বাহির[১৬] ॥
যখনে হইল ছেদ গণপতির মুণ্ড।
শূন্যে উঠি ফুটি[১৭] হৈল দ্বাদশ খণ্ড ॥
তাহাতে জন্মিল এই ক্ষেত্র-বার-জন। (৬৬৬০)
কহিলু তোমাতে রাজা গুহ্য[১৮] বিবরণ ॥
ঐরাবতের মুণ্ড দেবে আনিয়া প্রবন্ধে।
মন্ত্রণায়ে লাগাইলা গণপতির কন্ধে ॥
পূর্ব্ব হনে সুন্দর হইলা গণপতি[১৯]
দেখিয়া সন্তোষ হৈলা দেবী ভগবতী ॥ (৬৬৬৫)
এহি কহিলাম রাজা পূর্ব্ব-বিবরণ।
গণপতির মুণ্ডেত জন্মিল ক্ষেত্রগণ[২০] ॥"
প্রণতি-পূর্ব্বকে বোলে রাজা জন্মেজয়[২১]।
"তোমার কৃপায়ে মোর খণ্ডিল বিস্ময়[২২] ॥
শুন প্রভু মুনিবর নিবেদন মোর[২৩]।
কহ কি বিহার কৃষ্ণ কৈলা তার পর ॥" (৬৬৭০)

---

(১) 'শিবে বোলে' ইত্যাদি গ; 'মোর বরে হৈব' ইত্যাদি ঘ; (২) 'এহি বাক্য বোলি তবে মহাদেব হাসে' ঘ; (৩) 'সর্ব্ব' ক, 'খর্প' খ, ঘ; (৪) 'আন' ঘ; অতঃপরে ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক, যথা—

'দেবীর আজ্ঞায়ে তবে মরুত চলিলা।
পুত্র হৈছে দেবীর ঘরে বিবেচিয়া কৈলা ॥'

(৫) 'যত্ন করি কার্য্য নাহি কহিলু সভেদ' গ; (৬) 'তত্ত্ব' গ; (৭) 'ত্রিপুর' গ, ঘ; (৮) 'দেখৌক' খ, গ; (৯) 'দূত-মুখে শুনি অবিলম্বে আইলা গৌরি' গ; (১০) 'পীতাঙ্গী' ক; 'পতাঙ্গি' ('পাতঙ্গি ?') গ; 'ছায়াসুত' ঘ; (১১) 'হইল তৎক্ষণ' ক, খ; 'হৈল সেহি ক্ষণ' ঘ;

(১২) 'দেখিয়া বিস্মিত দেব-আদি ভূতেশ্বর' গ; (১৩) 'হৈয়া মহাকোপী' ক; 'বড় হৈলা কোপ' খ; 'শোকে হৈলা কোপ' ঘ; (১৪) 'কোপেত বিভোল' স্থলে 'হৈলা 'রুদ্ররূপী' ক; 'গুটিরূপ (?)' খ; 'হৈলা রুদ্ররূপ' ঘ; (১৫) 'কাঁপিল অন্তর' ক, খ; (১৬) 'কন্ধ হনে শির তার গেল দূরান্তর' ক, খ; 'দেবগণে হর লৈয়া হইলা বাহির' গ; (১৭) 'শূন্যেত উঠিয়া' ঘ; 'শূন্যে' ইত্যাদি চরণের স্থলে 'তখনে জন্মিল ক্ষেত্রপাল বার দণ্ড' খ; ক-পুথিতে 'যখনে হইল' ইত্যাদি শ্লোক-টী নাই। (১৮) 'গোপ্য' গ; (১৯) 'পূর্ব্বে হনে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (২০) 'ক্ষেত্র সবের জন্ম হইল হেন-মন' গ; 'ক্ষেত্রগণ' স্থলে 'ক্ষেত্র-বার-জন' ঘ; (২১) 'রাজা জন্মেজয় বোলে' গ; (২২) 'কোন ব্যবহার কৃষ্ণে কৈলা তার পরে' গ; (২৩) 'শুন প্রভু' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই।

মুনি বোলে "শুন রাজা জিজ্ঞাসিলা ভাল।
হইল আকাশ-বাণী[১] তবে[২] সন্ধ্যা-কাল ॥
"সাবধান হৈয়া শুন শৃঙ্গ তপোধন।
গোপ-গণ লৈয়া গৃহে করহ গমন ॥
গোবিন্দ সমীপে[৩] রৈব যুবতী সকল[৪]। (৬৬৭৫)
তবে যদি রহ কেহ—পাইবা প্রতিফল[৫] ॥"
শুনিয়া আকাশ-বাণী মহামুনি শৃঙ্গে।
অবিলম্বে ঘরে যায় গোপ লৈয়া সঙ্গে ॥
ভয় পাইয়া গোপ সব কাঁপিল অন্তরে[৬]।
স্ত্রী পরিহরি গেলা পরাণের ডরে[৭] ॥ (৬৬৮০)
এহি মতে ঘরে গেলা গোপ আর মুনি[৮]।
কাহ্নুর নিকটে রৈলা সকল গোপিনী[৯] ॥
তবে যত গোপীগণ হরষিত হৈয়া।
গোবিন্দ পূজন্তি সবে গন্ধ-পুষ্প[১০] দিয়া ॥
আবীরে ভূষিত কৈল যুবতী সকলে। (৬৬৮৫)
কুঙ্কুম কস্তুরী আর কনক-কমলে[১১] ॥"

মুনি বোলে—"শুন রাজা অবধান করি।
এহি মতে গেল দণ্ড-দশেক[১২] শর্ব্বরী ॥
তখনে যুবতী-গণ কামে বিমোহিত[১৩]।
চাকত-নয়ানে চাহে হইয়া লজ্জিত[১৪] ॥" (৬৬৯০)
অনুমানে বুঝি হরি যুবতীর মন।
সুন্দরী রাধারে কহে মধুর বচন ॥
"শুন রসবতি রাধা মোর প্রাণেশ্বরি।
সম্ভ্রম রাখিয়া আর রহিতে না পারি ॥"
আলিঙ্গন দিয়া রাধার ধরিলেন হাতে। (৬৬৯৫)
হরষিতে শৃঙ্গার ভুঞ্জিলা গোপী-নাথে ॥
রাধার সহিতে যদি ভুঞ্জিলেক রতি।
তবে মহোদার সঙ্গে—পশ্চাতে শ্রীমতী ॥
তার পরে নব-বয়া[১৫] যত গোপীগণ।
ক্রমে ক্রমে গোবিন্দে করিলা সম্ভাষণ[১৬] ॥ (৬৭০০)
পূর্ণমাসীর[১৬] পূর্ণ চন্দ্র শুক্ল অতিশয়[১৭]।
এতেকে শৃঙ্গার রসে শ্রম নাহি হয় ॥
বিংশতি অধিক শত নারী রাধার সঙ্গে।
তিন বার সম(মো)হিত মদন-তরঙ্গে[১৮] ॥

(১) 'ধ্বনি' ঘ; (২) 'দেখি' গ; 'হৈল' ঘ; (৩) 'নিকটে' ক; 'সহিতে' খ; (৪) 'গোবিন্দ দোলাউকা এবে গোপিনী সকল' গ; (৫) 'পুরুষ এথা রহিলে পাইবা তার ফল' গ; (৬) 'অন্তর' ক, খ; (৭) 'পরাণে কাতর' ক, গ; '...হৈয়া বড় ডর' খ; অতঃপর ক-খ ও ঘ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক—

"চল গোপ এথা রৈয়া নাহি প্রয়োজন।
প্রাণ হনে ('হতে' খ) রমণী নহে ত বড় ধন ॥"

ঘ- পুথির পাঠ—

"চল গোপ সব রৈয়া নাহি প্রয়োজন।
তবে হরষিত হৈলা শ্রী মধুসূদন ॥"

(৮) 'এহি মতে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। গ-পুথিতে ইহা ও পরবর্ত্তী সাত-টী শ্লোক লিপি-করের ভুলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। (৯) 'হরিষ নাগর কাহ্নু যতেক রমণী' ক; (১০) 'গন্ধ তৈল' ক, (১১) 'কনকের মালে' গ;

(১২) 'দশ দণ্ড' ক, খ, "মুনি বোলে" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে ক-পুথির প্রক্ষিপ্ত শ্লোক-দ্বয় যথা—

"কুসুমিত বৃন্দাবন উল্লসিত চিত।
তাহে মুরলি তাপে ভুবন মোহিত ॥
দেখিয়া যুবতী-গণ হইলা মোহিত।
প্রণাম করিলা তবে পড়িয়া ভূমিত ॥"

(১৩) 'বিরহিত' ক, খ; (১৪) 'রঞ্জিত' ক। (১৫) 'নবযুবা' গ; 'অনুক্রমে' খ; 'নবযুয়া' ঘ; (১৫) 'গোবিন্দে' ইত্যাদি স্থলে 'সমাকে যে করিলা রমণ' গ; (১৬) 'পৌর্ণমাসীর' ঘ; 'পূর্ণমাসী' গ; 'পৌর্ণমাসী' ক, খ; (১৭) 'পূর্ণমাসী চন্দ্র—শুক্র পূর্ণ অতিশয়' গ; (১৮) 'তিন বার মোহিত কৈলা।' ইত্যাদি ক; 'তিন বার সম্ভোগ কৈলা' ইত্যাদি গ।

অপরে যথেক হয়—নাহি[১] পরিমাণ। (৬৭০৫)
রমণ করিতে হৈল নিশি অবসান ॥
গোপী সবাকে আজ্ঞা হৈল ততক্ষণ।
"আপনার নিজ গৃহে[২] করহ গমন ॥"
তিলোত্তমা আদি করি যত নব-বয়া[৩]।
মন্দিরে চলিলা তারা প্রণাম করিয়া[৪] ॥ (৬৭১০)
মানস পূরিয়া সব নারী ঘরে গেল[৫]।
প্রভুর মায়ায়ে কেহো কিছু না বুঝিল[৬] ॥
মায়ের নিকটে গিয়া দেব ভগবান।
ক্ষুধায়ে কাতর হৈয়া স্তন করে পান ॥
পাতিয়া বিষম মায়া সমাকে মোহিল। (৬৭১৫)
এ সব কর্ম্মের কেহ ছিদ্র না পাইল[৭] ॥
মুনি আর গোপের মোহিত কৈলা মন।
হরির রস-ক্রীড়া নাহি জানে কোন জন[৮] ॥
এহি মতে নানা ক্রীড়া করে শ্যাম রায়।
লক্ষিতে না পারে কেহো হরির[৮] মায়ায় ॥(৬৭২০)
রাধা বিনে গোবিন্দের আন[৯] নাহি মনে।
গোবিন্দের পদ বিনে রাধা হ[১০] না জানে ॥
অহ নিশি ভেদ নাহি ভুঞ্জিতে শৃঙ্গার।
শাশুড়ী স্বামীয়ে জানে—শঙ্কা নাহি তার ॥
দিবসে গোবিন্দ যদি না আইসে আপনে। (৬৭২৫)
যথা-তথা থাকেন কৃষ্ণ বুঢ়ী যাইয়া আনে[১১] ॥
নিশিতে কাহ্নাই যদি কদাপি না আইসে[১২]।
রাধারে লইয়া বুঢ়ী যায় তান পাশে ॥
এহি মত হৈল তবে অষ্ট মাস[১৩] গত।
শুন চন্দ্রবংশি-রাজা মহাভাগবত[১৪] ॥" (৬৭৩০)
রাজা বোলে "পূজ্যতম বিষ্ণু-অংশ মুনি।
তার পরে কি হইল কহ চাই শুনি ॥"

[শ্রীকৃষ্ণকে কংস-যজ্ঞে নেওয়ার জন্য অক্রূরের আগমন]

মুনি বোলে শুন রাজা[১৫] পুরাণ-কথন।
সুন্দরী রাধার দুঃখ হৈল উপসন[১৬] ॥
কংসে যত দূত[১৭] পাঠায় কৃষ্ণ মারিবারে। (৬৭৩৫)
বাহুড়ি না যায় কেহো—কৃষ্ণ তারে মারে[১৮] ॥
দৈত্য-শেষ[১৯] হৈল দেখি চিন্তে দৈত্যেশ্বর।
সেহি কালে আসিলা নারদ মুনি-বর ॥
দণ্ড কমণ্ডলু হাতে মাথে জটা ধরি[২০]।
নাচিতে গাহিতে আইলা বীণা হস্তে করি[২১] ॥(৬৭৪০)
নারদ-মুনিরে দেখি কংস নৃপ-বর।
প্রণতি-পূর্ব্বকে কহে[২২] যোড়ি দুই কর ॥
আমার বিপক্ষ হৈল নন্দের নন্দন।
বিনাশ করিল মুখ্য মুখ্য[২৩] দৈত্যগণ ॥"

---

(১) 'দিন' ক, খ; 'অপরে' ইত্যাদি স্থলে—'আর উপাধিক যত নাহি' গ; (২) 'ঘরে তোরা' গ; (৩) 'নবযুবা' গ; 'নব যুআ' ঘ, (৪) 'তারা' ইত্যাদি স্থলে—'কৃষ্ণের চরণ করি সেবা' গ, (৫) 'গেলে' গ; (৬) 'বোলে' গ; 'বোলিল' ক, খ, (৭) 'এই যত বিবরণ কেহ না স্ব(স্ম)রিল' গ; পঙ্‌ক্তি-টী ঘ-পুথিতে পড়িয়া গিয়াছে (৮) 'বিষম' গ; (৯) 'আন' ক, খ, ঘ; (১০) 'রাধারে' ; 'রাধাও' গ। (১১) 'রাধা লৈয়া বড়াই চলি যায় সেহি স্থানে' গ;

(১২) 'নিশিতে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। 'কদাপি' স্থলে 'আপনে' ক, খ; (১৩) 'অষ্ট অব্দ' খ; 'চতুর্দ্দশ অব্দ' গ; (১৪) 'রাধা কানু ভিন্ন নহে দুই এক তত (ত্ব)' খ; অতঃপর গ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক, যথা—

"অত্যন্ত বিমল পুণ্য কৃষ্ণের বাখান।
এই মতে বিহার করয়ে ভগবান ॥"

(১৫) 'আদ্য' ঘ; (১৬) 'উপসন্ন' গ; 'পর্জ্জোসন' ঘ; (১৭) 'চর' গ; 'দৈত্য' ক, খ; (১৮) 'যায় যম-ঘরে' গ; (১৯) 'বীর-শেষ' গ; (২০) 'মাথে' ইত্যাদি স্থলে 'প্রকট জটা-ধারী' ক, খ, ঘ; (২১) 'কংসের দুয়ারি' গ; (২২) 'প্রণাম করিল রাজা' গ; (২৩) 'মহা মহা' খ, গ;

মুনি বোলে "শুন রাজা কহি তত্ব সার। (৬৭৪৫)
নন্দের তনয় নহে[১]—ভাগিনা তোমার ॥
বসুদেব-ঔরসে দৈবকী-গর্ভে জাত।
মর্ম্ম[২] ভাঙ্গি সব কথা কহিলু তোমাত ॥
আপনেহ যাও যদি লৈয়া দৈত্য-গণ[৩]।
তথাপিহ মারিব সে—লয় মোর মন[৪] ॥ (৬৭৫০)
কিন্তু একখানি শুন যুক্তি আছে ভাল।
মোর মনে এহি লয়—শুন মহীপাল ॥
ভক্ত-জনের বশ[৫] হরি জানি ভাল-মতে।
কদাচিত না রহিব অক্রূরে আনিতে ॥
এহি মতে আনি তারে করহ নিধন। (৬৭৫৫)
না হৈলে[৬] নিকটে রাজা তোমার[৭] মরণ ॥"
এহি বোলি চলিলা নারদ-মহাশয়[৮]।
অক্রূরেত কহে রাজা করিয়া বিনয়[৯] ॥
"চল চল অক্রূর আমার নিজ-কাজ।
অবিলম্বে আন কৃষ্ণ[১০]—না করিহ ব্যাজ ॥" (৬৭৬০)
হরষিত অক্রূর কংসের আজ্ঞা পাইয়া।
"দেখিমু প্রভুর পদ নয়ান ভরিয়া[১১] ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরে যারে না দেখে ধেয়ানে[১২]।
হেন হরি নারায়ণ দেখিমু নয়ানে ॥"
হরিষে অক্রূর তবে করিলা গমন। (৬৭৬৫)
অবিলম্বে করিলেক রথে আরোহণ ॥

অক্রূরে পাঠাইয়া তবে কংস নৃপ-বরে[১৩]।
বসুদেব দৈবকী লইল কারাগারে[১৪] ॥
চলিল অক্রূর তবে[১৫] সত্বর-গমনে[১৬]।
গোকুলে মিলিলা গিয়া বেলা-অবসানে[১৭] ॥ (৬৭৭০)
নন্দের মন্দিরে গেলা হরষিত হৈয়া।
সম্ভাষ করিলা নন্দে অক্রূর দেখিয়া ॥
একত্র হইয়া তবে গোকুলের গোপে[১৮]।
অক্রূরেত জিজ্ঞাসিল ভক্তি-স্বরূপে[১৯] ॥
"কোন্ হেতু আগমন হৈছে তোমার। (৬৭৭৫)
অক্রূরে বোলয়ে "নৃপতির অঙ্গীকার ॥"
ধনুর্ম্ময়[২০]-যজ্ঞ রাজা করিছে আরম্ভণ[২১]।
দুই পুত্র নন্দের দেখিতে হৈছে মন ॥
শকট ভরিয়া সবে লও রাজ-কর
রাম-কৃষ্ণ সঙ্গে করি চলহ সত্বর ॥" (৬৭৮০)
অক্রূরের মুখেত শুনিয়া এহি বাত[২২]।
গোয়ালের মুণ্ডে যেন পড়িল বজ্রাঘাত[২৩]॥

অতঃপর নিম্নলিখিত প্রক্ষিপ্ত শ্লোকদ্বয় আছে; যথা—
"দিন অবশে (ষ) হৈলে উঠিব গোকুলে।
প্রণাম করিব যাইয়া চরণ যুগলে ॥
দণ্ডবত হ(ই)য়া যবে পড়িব ভূতলে।
শিরে ধরি তুলিবেন হেন লয় মনে ॥"

(১) 'সন্ততি হয়ে' খ, (২) 'তত্ত্ব' গ; 'দৈত্য বিনাশ হেতু জন্মিছে জগন্নাথ' ঘ, (৩) 'দৈত্য-গণ লৈয়া' গ; 'দৈত্য-গণ সনে' ক, খ; (৪) 'লয় মোর মনে' ক, খ; 'তস্কর করিয়া' গ; (৫) 'স্ব (স) হায়' ঘ; (৬) 'নহে ত' গ; 'হইল' ঘ; (৭) 'তাহান' গ; (৮) 'নারদ-মুনিবর' গ; (৯) 'ভক্তি করি কহে কংসে অক্রুর গোচর' গ; (১০) 'অবিলম্বে লৈয়া আইস' গ; ক, খ, ঘ; (১১) 'নয়ান ভরিয়া' স্থলে 'যাইমু চলিয়া' গ; (১২) "ব্রহ্মা" ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই; ঘ-পুথিতে

(১৩) 'নৃপ-বর' গ, ঘ; (১৪) 'আনিল কারা-ঘর' গ; 'দুই বন্দী পোতা ঘর' ঘ; (১৫) 'চলি যায় অক্রুর' গ; (১৬) 'রথের গমনে' ক, ঘ, 'তুরিত গমনে' গ; '(১৭) 'বেলি-অবসানে' গ, 'দিবা-অবসানে' ক, খ; (১৮) 'নারী' ঘ; (১৯) 'ভক্তি অনুসারি' ঘ; (২০) 'ধনুর্ব্বেদ' ঘ; শ্রীমদ্ভাগবতে কংসের যজ্ঞ 'ধনুর্ম্মখ' নামে উক্ত হইয়াছে; শুদ্ধ পাঠ-উহা হইলেও 'ধনুর্ম্মখ যজ্ঞ' পুনরুক্তি-দুষ্ট বলিয়া অগত্যা ক, খ ও গ পুথির 'ধনুর্ম্ময়' পাঠই মূলে রাখা হইল। (২১) 'স্থাপন' গ; (২২) 'এহি মত' ক, খ; 'অক্রূরের মুখে তবে শুনি এত সব (শব্দ?)' গ, (২৩) 'পড়িল পর্ব্বত' ক, খ; 'গোয়াল সকলে মিলি হইলেক স্তব্ধ' গ।

বিকল হইয়া সব ছাড়য়ে নিশ্বাস।
"অখনে গোকুল-পুরী হইল বিনাশ॥"
এহি মত চিন্তিতে গোয়াল সর্ব্ব-জন। (৬৭৮৫)
ধেনু বৎস[১] লৈয়া আইলা রাম নারায়ণ॥
সাক্ষাতে অক্রূর দেখি কৃষ্ণ বলরাম।
সম্ভ্রমে ভূমিত পড়ি করিলা প্রণাম॥
রহিলা অক্রুর হরির চরণে পড়িয়া।
কৃপা-পূর্ব্বকে[২] হরি ধরিলা তুলিয়া[৩]॥ (৬৭৯০)
অক্রুরেক সম্বোধিয়া বোলিলা[৪] নারায়ণ।
"কি কারণে তোমার এথায় আগমন॥"
অক্রূরে কহিলা তবে সকল বৃত্তান্ত।
"যাইমু কংসের আগে[৫]" বোলে রাধা-কান্ত॥
"আর কেহ আসিলে মারিলু হয় ক্রোধে[৬]। (৬৭৯৫)
যাইমু মথুরা-পুরে তোমার উপরোধে[৭]॥"
এই আলাপিতে তবে হইল যামিনী[৮]।
মিষ্ট অন্ন-পান দিয়া তুষিলেক মুনি[৯]॥

[শ্রীরাধার ভাবী বিরহ]

পদ-বন্ধ

ভোজন করিয়া নিদ্রা আসিল[১০] সবাই।
তখনে গোবিন্দ রাধিকার ঘরে যাঞি[১১]॥ (৬৮০০)
পূর্ব্ব-ক্রমে রাধিকার সঙ্গে[১২] ভুঞ্জে রতি।
আচম্বিত এহি কথা কৈলা[১৩] যদু-পতি॥
"আসিছে কংসের দূত আমারে নিবার।
কি করিমু প্রাণেশ্বরি[১৪] কর অঙ্গীকার॥
এড়িয়া[১৫] না যায় মোরে দুষ্ট কংসের চর। (৬৮০৫)
তোমারে ছাড়িয়া[১৬] যাইমু—এহি দুঃখ মোর॥
তথা গেলে ব্যাজ মোর সহজেই নাই।
কংসেক বিনাশি পাছে আসিমু এই ঠাঞি[১৭]॥"
গোবিন্দের মুখে কথা শুনি অকস্মাৎ[১৮]। (৬৮১০)
রাধিকার মুণ্ডে পড়িল বজ্রাঘাত॥
স্তব্ধাকার রসবতী[১৯] ধন্ধ হৈয়া রৈল।
আচম্বিতে মুণ্ডে যেন ভাঙ্গি পড়ে শৈল[২০]॥
ক্ষেণেক[২১] ভাবিয়া বোলে[২২] ছাড়িয়া[২৩] নিশ্বাস।
"জানিলু অখনে মোরে কর পরিহাস[২৪]॥ (৬৮১৫)
ব্রহ্মা হর পুরন্দর[২৫] কাঁপে যার ডরে।
তারে কি নিবার পারে কংসের অনুচরে[২৬]॥

---

(১) 'গো ধেনু' ঘ; (২) 'ভক্ত বৎসল' গ; (৩) 'তুলিল ধরিয়া' ক; 'সাক্ষাতে' ইত্যাদি শ্লোক তিনটী খ-পুথিতে নাই। (৪) 'অক্রূর বলিয়া সম্বা(ম্ভা)সিলা' গ; (৫) 'কাছে' খ; 'তথা' গ, (৬) 'আর কেও আসিত যদি মারিত আমি ক্রোধে' গ; 'মারিত এহি ক্রোধে' ক, খ; (৭) 'অনুরোধে' ক, খ; 'তোমার উপরোধে' স্থলে 'দুষ্ট কংস বধে' গ; (৮) 'তবে নিশি হৈল ঘোর' ক, খ; গ; (৯) 'মিষ্ট অন্ন দিয়া নন্দে তুষিল অক্রূর' ক, খ; 'মিষ্ট অন্ন দিয়া সন্তোষিলেক অক্রূর' গ; (১০) 'ভোজন করিয়া নন্দ তোষিলা সবাই' গ; 'নিদ্রা আইলা' স্থলে 'নিদ্রি বঞ্চিলা' খ; (১১) 'গেলা রাধিকার ঠাঞি' গ; (১২) 'রাধার সহিতে' গ, (১৩) 'বিনয় করিয়া তবে কহে' গ; (১৪) 'চন্দ্রমুখী' গ; (১৫) 'ছাড়িয়া' ক, খ, ঘ; (১৬) 'এড়িয়া' ক, খ, ঘ; (১৭) 'কংস-বধ করি পুনি আসিমু এথাই' গ; 'কংসকে মারিয়া' ইত্যাদি ক।
(১৮) 'সবিশেষ কথা শুনি গোবিন্দের তুণ্ডে।
কুলিশ পড়িল যেন রাধিকার মুণ্ডে॥' ক;
'গোবিন্দের মুখে শুনি রাধা বিসদৃশ।
রাধার মস্তকে যেন পড়িল কুলিশ॥' খ
'গোবিন্দের মুখে যদি এমত শুনিল।
রাধার মুণ্ডেত যেন বজ্রপাত হৈল॥' গ;
(১৯) 'স্তব্ধ হৈয়া রাধা তবে' ক, খ; (২০) 'ক্ষেণেক ভাবিয় তবে কহিতে লাগিল' গ; (২১) 'বিষাদ' গ; (২২) 'তবে' ক, খ; 'রাধা' গ; (২৩) 'ছাড়িল' ক, খ; 'ছাড়য়ে' গ; (২৪) 'কি কাজে কুকথা কহি কর উপহাস' গ. (২৫) 'ত্রিজগতের দুষ্ট দৈত্য' গ; (২৬) 'দুষ্ট কংসের চরে' গ;

পরিহাস করি মোর মন বুঝ বাসি[১] ।"
কোকিলের স্বরে রাধা বোলে মৃদু হাসি[২] ॥
কাহ্নু বোলে "শুন প্রিয়া আসিয়াছে চর। (৬৮২০)
যাইয়া-মাত্র আসিবাম—ব্যাজ নাহি মোর[৩] ॥
শোক না ভাবিও প্রিয়া[৪] কমল-নয়ানি[৫] ।
এক-চিত্তে হরষিতে দিয়ার মেলানি ॥
গাসিমু তোমার কাছে[৬] দিন-দুই ব্যাজে।
হাসিয়া মেলানি দেহ—পরিহর লাজে ॥" (৬৮২৫)
পুনরপি বোলে রাধা "শুন প্রাণেশ্বর[৭] ।
তোর পরিহাস শুনি ধন্দ লাগে মোর[৮] ॥
তাকে শুনি গোবিন্দে বোলয়ে প্রিয়-বাক্যে[৯] ।
"মিথ্যা কথা তোমাতে কহিমু কোন শক্যে[১০] ॥
আসিছে কংসের দূত তপস্বী অক্রূর। (৬৮৩০)
হাসিয়া মেলানি দেহ—যাই মধু-পুর ॥
তথা গেলে ব্যাজ মোর নাহিক অনেক[১১] ।
আসিব কংসেরে বধি—অপেক্ষা দিনেক ॥"
বারে বারে গোবিন্দে রাধার ঠাঞি কহে[১২] ।
তথাপিহ রসবতী প্রত্যয় না হয়ে[১৩] ॥ (৬৮৩৫)
পুনরপি বোলে হরি "শুন প্রিয়া রাধা।
মেলানি দিয়ার যাই—না করিও বাধা[১৪] ॥

দিনেক বিদায় মোরে কর[১৫] প্রাণেশ্বরি।
তুষ্ট হৈয়া বোল যদি—যাই মধু-পুরী ॥"
এহি মত বারে বার বোলে যদু-পতি। (৬৮৪০)
তখনে স্বরূপে জানিলা[১৬] রসবতী ॥
নিশ্চয় জানিল যদি যাইব মধু-পুরী[১৭] ।
গোবিন্দ-চরণে ধরি কান্দেন সুন্দরী[১৮] ॥
সকরুণে কান্দে রাধা ভাবিয়া বিষাদ।
"কেমন কুক্ষণে মোর পড়িল[১৯] প্রমাদ ॥ (৬৮৪৫)
আচম্বিতে কিবা কথা শুনিলু অখন[২০] ।
প্রাণ মোর স্থির নহে—বিকলিত মন[২১] ॥"
বিষাদ ভাবিয়া গোবিন্দের পদে ধরি।
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে রাধিকা সুন্দরী ॥

রাগ নাগুদা ভাটিয়াল।

"স্বরূপে কহিবা বন্ধু[২২]—স্বরূপে কহিবা। (৬৮৫০)
দঢ় নাকি প্রাণ-নাথ[২৩] মধু-পুরে যাইবা ॥ ধ্রু।
মুখেত অমৃত তোমার হৃদয়েত[২৪] বিষ।
অখনে জানিলু তোমার[২৫] অন্তরে কুলিশ ॥

---

(১) 'পরিহাস ছলে তুমি আমাকে ভাণ্ডসি' গ, (২) 'রাধা' ইত্যাদি স্থলে—'বোলে মৃদু মৃদু হাসি' ক, গ, (৩) 'গেলে দুই দিন মাত্র ব্যাজ হৈব মোর' গ; (৪) 'রাধা' গ; (৫) 'কমল-বদনি' খ; 'কমল-বয়নি' ঘ; (৬) 'এথা' ক, খ; 'আসিমু' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৭) 'প্রাণবন্ধ' গ; (৮) মনেত লাগে ধন্দ' গ; 'প্রাণ পোড়ে মোর' ঘ; (৯) 'বোলে মধু-রস বাণী' ঘ; (১০) 'কেনে ধব(ধ)নি' ঘ; (১১) 'তিলেক নহেক' খ; এই শ্লোকটী ক-পুথিতে নাই; গ-পুথিতে এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী আরও তিন-টী শ্লোক নাই। (১২) 'কয়' ক, খ; (১৩) 'হয়' ক, খ; (১৪) 'কেনে দেহ বাধা' ক; 'নাহি জান দ্বিধা' খ; (১৫) 'দিনেকের বিদায় দিয়াব' ক; 'দিনেক বিদায় মোরে দেও' খ; (১৬) 'জানিলেক' গ; 'ততক্ষণে স্বরূপ জানিলা' ক; 'অখনে স্বরূপ হেন' খ; 'অখনে প্রত্যয় হৈল রাধা' ঘ; (১৭) 'নিশ্চয় জানিলা রাধা যাইব যদু-মণি' ক, খ, গ; (১৮) 'কানুর চরণে ধরি কান্দে গোয়ালিনী' ক, খ; 'চরণে ধরিয়া কান্দে রাধা সুবদনি' গ; (১৯) 'ঠেকিল' ক; 'কুক্ষণে বাঢ়াইলু প্রেম হইল প্রমাদ' গ; 'কোন কুক্ষণে তোমার (আমার ?) ঘটিল প্রমাদ' ঘ; (২০) 'কিবা হৈল' ইত্যাদি ক; 'কথা মুঞি শুনিলু শ্রবণে' খ; 'আচম্বিত কিবা কথা কহিলা আসিয়া' গ; (২১) 'বিচলিত মন' খ; 'বিচলিতা মন' ঘ; 'দৈবে না রহিব প্রাণ তোমা না দেখিয়া' গ; (২২) 'আহ্মার সবদ (সপথ) স্বরূপে কহিবা' ঘ; (২৩) 'দৃঢ় নি পরাণ-বন্ধু' গ; 'দড় নি প্রাণনাথ' ঘ; 'দড় কি প্রাণের নাথ' ক; (২৪) 'অন্তরেত' খ; (২৫) 'দড়' ক; 'অখনে সে জানিলু বন্ধু' ঘ।

মধু-পুরে যাইবা তুমি মোর প্রাণ লৈয়া।
কেবল শরীর খানি মোর ঠাঞি থুইয়া[১] ॥ (৬৮৫৫)
তোর হেন রীত যদি[২] তখনে জানিতু।
তবে পিরিতি-খানি কেনে বাঢ়াইতু[৩] ॥
অন্তরে দগধে দুখে—মুই হৈলু ধন্ধ[৪]।"
রাধার বিরহ কহে দীন ভবানন্দ ॥

রাগ ভাটীয়াল।

"গোপী-নাথ মরম ভাঙ্গিয়া মোরে কৈবে[৫]। (৬৮৬০)
মধু-পুরে তুমি[৬] যাবা বাহুড়িয়া না আসিবা[৭]
অভাগিনী[৮] মরিবেক[৯] দৈবে ॥ ধ্রু।
এ রূপ যৌবন অঙ্গের অভরণ
সাধ নাহি মোর অঙ্গে।
কুল-জাতি[১০] ধর্ম্ম-কাজ পরিহরি কুল[১১]-লাজ(৬৮৬৫)
যাইমু তোমার সঙ্গে ॥
চরণ-কমলে ভজিলু বিফলে[১২]
ভাল-মন্দ এক নাহি জানি।
এড়িয়া যাও যদি ঝুরিতে[১৩] নিরবধি
ভাবিতে[১৪] যাইব প্রাণ-খানি ॥ (৬৮৭০)
আমার মাথা-টী[১৫] খাও 'সঙ্গে করি লৈয়া যাও
না জানি—কি আছে কপালে।
রাতুল[১৬] চরণ ধরি অনুক্ষণ
সেবিতে মরি সেহ ভালে ॥
আমা হতে[১৭] নারী পরম[১৮] সুন্দরী (৬৮৭৫)
মধু-পুরী[১৯] গেলে পাইবা।"
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
সহজে এড়িয়া[২০] তুমি যাইবা ॥

রাগ মল্লার।

"অখনে জানিলু বন্ধু নিদয়া সে বড়।
মধু-পুরে গেলে তুমি না আসিবা দড় ॥ ধ্রু। (৬৮৮০)
আঁখির পলকে যদি তোমাকে না দেখি[২১] ॥
কত মাস পরিবর্ত্ত অঙ্গুলিতে লেখি[২২] ॥
মধু-পুরে[২৩] যাইতে তুমি বোলিমু কি[২৪] মুখে।
কেমতে শরীর মোর রহিব ই শোকে[২৫] ॥
বুঝিলু আমার প্রেম ছাড়িলা এখনে। (৬৮৮৫)
পরিহরি যাইতে লইল তোমার মনে ॥
তোমার কপট এবে জানিলু সকল।
ই দুঃখে ছাড়িমু তনু ভক্ষিয়া গরল ॥
কুলিশ-অধিক প্রভু তোমার অন্তর।
কেবল[২৬] হৃদয়-খানি শঙ্খ-পাক তোর[২৭] ॥ (৬৮৯০)

---

(১) 'সহজে মরিমু আমি গরল খাইয়া' গ; (২) 'তোর রীত যদি বন্ধু' ক; 'তোর হৃদয়ে হেন' খ, (৩) 'তে কেনে পিরিতি-খানি দড়াইয়া ধরিতু' ক; 'তবে কেনে অভাগিনী পিরিতি বাঢ়াইতু' গ; 'তবে কেনে পিরিতি বিনে খানি (?) দড়াইয়া করিতু' ঘ; (৪) 'দুখে' ইত্যাদি স্থলে—'হৈয়া গেলু ধন্দ' খ; 'তনু শুন প্রাণবন্ধ' গ; 'অন্তরে দগধে মোর হও ফাফর' ঘ; 'রাধার' ইত্যাদি স্থলে—'আর না বলিও প্রভু প্রাণ পোড়ে মোর' ঘ। ঘ-পুথিতে এই গীতটী পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের শেষাংশ-রূপে লিখা হইয়াছে। (৫) "গোপীনাথ" ইত্যাদি গীত গ-পুথিতে নাই। (৬) (১০) (১১) (১৫) সংখ্যক শব্দ-গুলি ক-খ-পুথিতে নাই; সুতরাং সেই চরণগুলি লঘু-ত্রিপদী ছন্দের মত প্রতীত হয়। (৭) 'বাহুড়ি নাসিবা' ক, খ; (৮) 'খোয়ারী' ক; (৯) 'মরিব' ক; 'মরিবাম' খ; (১২) 'কি ফলে' ক; (১৩) 'ভাবিতে' ক, খ; (১৪) 'তথাতে' ক, খ; (১৫) "আমার মাথা-টী" স্থলে 'মোর মাথা' ক, খ; (১৬) 'তোম্মার' ঘ; (১৭) 'আমি হনে' ক, 'আমা হতে' খ; (১৮) 'কেমন' ক; (১৯) 'মথুরা' ক, ঘ; (২০) 'আমারে ছাড়িয়া' ক, খ; (২১) 'যদি' ইত্যাদি স্থলে 'কত যুগ হেন দেখি' ঘ; এই গীতটী গ-পুথিতে নাই। (২২)'তোমা পরিবর্ত্ত আমি আকুলিত থাকি' ক; 'কত দিন পরিবর্ত্ত' ইত্যাদি ঘ; (২৩) 'মথুরা' ঘ; (২৪) 'কোন' ক; খ; (২৫) 'এহি দুখে' ক, খ; 'বুঝিলু' ইত্যাদি শ্লোক-টী ঘ-পুথিতে নাই। (২৬) 'কেমন' ক। (২৭) 'কেবল তোমার হৃদয় বজ্র-সমসর' খ।

নিশি-দিশি অবিরত ঝুরিয়া হৈলু ধন্দ”
বাধার করুণা[১] বোলে দীন ভবানন্দ ॥

নট রাগ।

“গোবিন্দ হে—নিবেদন শুন মন দিয়া।
কি জানি পরাণে করে বহিতে না পারি ঘরে[২]
তোমার চরণ না দেখিয়া ॥ ধ্রু। (৬৮৯৫)
প্রথমে যতন করি পিরিতি বাড়াইলা হরি
এবে কেনে তাহা বিসরিলা।
প্রেমেতে হইলু বন্দী ঝুরি ঝুরি মরি কান্দি[৩]
মুখে[৪] মধু লাগাইয়া নিলা ॥
তরু আরোপিয়া হাতে কেবা কাটে অস্ত্রাঘাতে (৬৯০০)
কেবা পুষিয়া পশু[৫] মারে।
মরম না জানে জন সে কি জানে বেদন
তুমি[৬] বিনে নিবেদিমু কারে ॥
যে যার শরণ[৭] ভজে সে কি তাহারে তেজে
ভীত-[৮] জনের সুজন সদয়।” (৬৯০৫)
কহে ভবানন্দ দীন— “তনু হতে নহে ভীন
তথাপি দেখিতে মনে লয় ॥”

রাগ ভাটীয়াল।

“ছাড়িয়া না যাইও বন্ধু মোর মাথা খাও[৯]।
দাসী করি সঙ্গে নেও যথা তথা যাও ॥ ধ্রু।
তোমার অন্তর দঢ়—ঝুরিয়া সে মরোঁ। (৬৯১০)
বাতুল-চরণে ধরি পরিহার করোঁ ॥
বিধাতা বিমুখ হৈল এত-খানি জানি[১০]।
আপনা না হয় পর পাইতে[১১] পরাণি ॥
মোরে এড়ি যাইতে যদি তোর ছিল[১২] মন।
তবে কেনে লৈলা প্রাণ দিয়া দরশন ॥ (৬৯১৫)
ঝুরিতে ঝুরিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ।”
বাধার আকুলি কহে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ বেলয়ার।

“হের রে—কালাচান্দ জানিলাম তোরে[১৩]।
তোমার পিরিতি-খানি অখনে সে আমি[১৪] জানি
পরিহরি যাইবা আমারে ॥ ধ্রু। (৬৯২০)
পাষাণ-সমসর তোমার অন্তর
নিদয়া[১৫] নিঠুর বড়।
আছিলা শিরীষ হইলা কুলিশ
অখনে জানিলু দড় ॥
আমি সে[১৬] প্রেমবতী তুমি সে[১৭] মোর পতি (৬৯২৫)
তে মোরে ছাড়িয়া যাও কেনে।
নির্দ্দয় পুরুষ বিনে পাইয়া দোষ[১৮]
বড়ই কঠিন তোর মনে[১৯] ॥
অন্তরে বাহিরে সকল শরীরে
কুটিল কালা রূপ-খানি। (৬৯৩০)
তখনে মিষ্ট কৈলে জাতি যৌবন লৈলে[২০]
অখনে সে ভিন্ন হেন[২১] জানি ॥”

---

(১) ‘করুণ’ ক ; ‘সম্বাদ’ খ , (২) ‘কি জানি’ ইত্যাদি চরণ দুইটী ঘ-পুথিতে নাই। এই গীতটী গ-পুথিতে নাই। (৩) ‘ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দি’ ক, খ ; (৪) ‘যেন মুখে’ ঘ ; (৫) ‘পক্ষী’ ক, খ ; (৬) ‘তুমা’ ঘ ; (৭) ‘যে জনে যাহারে’ ক ; ‘যে জনে চরণে’ খ ; (৮) ‘হিত’ ক ; ‘ভীত’ ইত্যাদি চরণের স্থলে ‘সে জন বিস্ময় হৃদয়’ খ ; (৯) ‘মোরে এড়ি না যাইও’ ইত্যাদি ক, গ ; ঘ-পুথিতে এই পয়ার-ছন্দের গীতের পরিবর্ত্তে একটী দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের গীত আছে ; উহা পরিশিষ্টের পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল। (১০) হৈলে ‘এক নাহি জানি’ গ ; ‘হৈল কি হুইল (কিছু ই না ?) জানি’ ক , (১১) ‘আপনা না হয় মিত্র পাইলে’ ক ; (১২) ‘হৈল, গ ; (১৩) এই গীত ও পরবর্ত্তী আরও কয়েকটী গীত গ-পুথিতে নাই ; উহার পরিবর্ত্তে যে গীত আছে, উহা পরিশিষ্টের ২২সংখ্যকপাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল। (১৪) ‘হৃদয়ে’ ঘ ; (১৫)(১৬) শব্দ দুইটী ক পুথিতে নাই ; (১৭) ‘তেহঁ মোরে যাইবা ছাড়িয়া’ ক ; (১৮) ‘নির্দ্দয় পুরুষে, পত্নী ছাড়ে বিনা দোষে’ ক ; (১৯) ‘হিয়া’ ক ; (২০) ‘যখনে পিরিতি কৈলে, তখনে মিষ্ট বোলে’ ক ; (২১) ‘অখনে সে এমত’ ক।

অতি মতি-হীন ভবানন্দ দীন[1]
গোবিন্দ-পরশে বোলে।
কহিলু দড়াইয়া কি ফল রহিয়া (৬৯৩৫)
যোগিনী হইয়া যাইমু ওলে[2] ॥

রাগ হেম ভাটীয়াল।

"এত করিলু মুঞি পিরিতি-সময়[3]।
পুষিল[4] সাপের বিষ পরাণে না সয়[5] ॥ ধ্রু।
তখনে বাড়াইলু প্রেম না মানিয়া[6] বাধা।
পাইলু তাহার ফল অভাগিনী রাধা ॥ (৬৯৪০)
অন্তরে বাহিরে মোর তনু হৈল কালা[7]।
কত বা সহিমু আর[8] বিরহের জ্বালা ॥
বিবেক নাহিক আর অভাগিনীর[9] অঙ্গে।
যোগিনী হইয়া যামু যদি নেও[10] সঙ্গে ॥
ঝুরিতে ঝুরিতে মোর টুটিলেক বল। (৬৯৪৫)
অভাগিনীর চক্ষেত আর কত আছে জল[11] ॥"
ভবানন্দে বোলে "শুন রাধা সুবদনি।
বিলম্বে পাইবে তুমি অহি পরশ-মণি[12] ॥"

রাগ দুঃখী ভাটীয়াল[13]।

"পরাণ-বন্ধু—কি সুখে রহিমু আর[14] ঘরে।
তিলেক না দেখি যদি পথ হেরি[15] নিরবধি (৬৯৫০)
যথা তথা গিয়া[16] দেখি তোরে ॥ ধ্রু।
এবে হইলা নিঠুর যাবা বোল মধু-পুর
অভাগিনী জীব কোন কাজে[17]।
মুঞি পরিহার[18] করেঁ। রাতুল চরণে ধরেঁ।
মরিলে কি হবে বোল লাজে[19] ॥ (৬৯৫৫)
বিনে কৌড়ীর দাসী পাও কেনে পরিহরি যাও
এ বড় বিস্ময় মনে বাসি[20]।
আমি হনে ভাল নারী যদি পাও মধু-পুরী
তাহারে সেবিমু হৈয়া দাসী[21] ॥
এড়িয়া না যাও মোরে ধরিয়া রাখিমু তোরে (৬৯৬০)
যোগিনী হইমু পাছে লাগি।
বোলোঁ তোর পায়ে পড়ি যদি মোরে যাও ছাড়ি
হেলায়ে হইবা বধ-ভাগী ॥
কত বা কহিমু দুখ ভাবিতে বিদরে বুক
বিরহ ভাবিতে[22] হৈলু ধন্দ। (৬৯৬৫)
তুমি সে নিদয়া[23] বড় এবে সে জানিলু দড়"
রচিলেক দীন ভবানন্দ ॥

হেমমঞ্জরি রাগ।

"প্রাণ-বন্ধু মথুরাতে না কর গমন[24]।
সত্য যাবা মধু-পুরে তোর লাগি প্রাণ ঝুরে
কত দিনে হৈব দরশন ॥ ধ্রু। (৬৯৭০)

---

(১) 'ভকতি-মতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
গোবিন্দ পরশনে বোলে।' ক;
'গোবিন্দ' ইত্যাদির স্থলে 'গোবিন্দ পরশে লাগে' ঘ; (২) 'সঙ্গে' ঘ; (৩) 'এত কহিলু মুঞি প্রেমের দায়ে' ক; (৪) 'পোষানিয়া' ক; (৫) 'পরাণে' ইত্যাদির স্থলে—'না সহে গায়ে' ক; (৬) 'শুনিয়া' ঘ; (৭) 'বাহিরে ভিতরে বন্ধু তোর তনু কালা' ক; (৮) 'মুঞি' ক; (৯) 'বিবেক নাহি যে বন্ধু তোমার' ক; (১০) 'যদি নেও' স্থলে 'তোমার' ক; (১১) 'বল' (জল) ঘ; 'অভাগীর চক্ষেত আছয় কত জল' ক; (১২) 'তোমার কিনা নাকি (কানু ?) পরশ-মণি' ক; (১৩) 'রাগ বরাড়ী' ক, ঘ; (১৪) 'আরে কানাই' ইত্যাদি ক; 'বন্ধু রে বন্ধু' ইত্যাদি ঘ; (১৫) 'চাহিয়া থাকি' ক; প্রাণ পোড়ে' ঘ; (১৬) 'কোথা থাক গিয়া' ক;

(১৭) 'অনেক অনেক দূর, যাইয়া মধু-পুর, খোয়ারী মরিব দৈবে' ক; 'অখনে অনেক দূর' ইত্যাদি গ; 'অভাগি রহিব কোন কাজে' ঘ; (১৮) 'পরিহার করি বোলোঁ' ক; 'তোমাতে পরিহার করো' গ; (১৯) 'মোর লাজে তোমারে না পাইবে' ক, 'তোমারে না পাইব মোর লাজে' গ; (২০) 'বিনা কড়ি দাসী পায়, তাহা কি ছাড়িয়া যায়, যোগিনী হইমু পাছে লাগি।' ক; 'বিনা কড়ি' ইত্যাদি ঘ; (২১) 'আমি হনে' ইত্যাদি চারিটী চরণ ক-পুথিতে নাই; 'তাহারে সেবিব কোন দাসী' ঘ; (২২) 'বিরহে ঝুরিয়া' ক; 'বিরহে ভাবিতে' ঘ; (২৩) 'নিঠুর' ঘ; (২৪) এই গীতটী ক, খ ও গ-পুথিতে নাই।

কালা হে—

শুনিয়া তোমার মুখে কি শেল হানিল বুকে
যাবা শুনি রজনী-প্রভাতে।
আমাক ছাড়ি গেলে সহজে বধিবা হেলে
রাধার বধ লাগিব তোমাতে ॥ (৬৯৭৫)
তুমি থাক তরু-মূলে মুঞি যাই জলের ছলে
আসিতে যাইতে হয় দেখা।
নিরক্ষি পঁথেত রৈয়া কত যুগ যায় বৈয়া
আঁখির নিমিখ করি লেখা ॥
দধির পশার লৈয়া হাটে যাই পার হৈয়া (৬৯৮০)
মাগন লইলা ঘাটে বসি।
কে আছে আমার বোল ভরি আনি দিব জল
কে ভাঙ্গিব আমার কলসী ॥
বিনে স্থতে গাঁথি হার কে আনিয়া দিব আর
চন্দন কে দিব মোর অঙ্গে। (৬৯৮৫)
ডাকিলে বাঁশরীর সানে শুনিলে না শুনি কানে
চাতুরি করিব কার সঙ্গে ॥
তখনে পিরিতি কৈলা এবে সে নিঠুর হৈলা
তোর মোর হৈল এহি সীমা।" (৬৯৯০)
দীন ভবানন্দে বোলে "যদি মোরে নেও ওলে
তবে জানি তোমার মহিমা ॥"

রাগ করুণ ভাটীয়াল।

কান্দে বিরহিণী রাধা কোকিলার স্বরে[১]।
"চরণে ধরিয়া বোলোঁ লৈয়া যাও মোরে[২] ॥ ধ্রু।
কত নিবেদিমু দুঃখ[৩] শুন যুবরাজ। (৬৯৯৫)
দাসী করি সঙ্গে নেও না বাসিও[৪] লাজ ॥
পথ-ক্রমে হাটি যাইতে[৫] শ্রম-যুক্ত হৈলে।
পাখালি[৬] রাতুল পদ মুছিব কুন্তলে ॥
কহিতে অনেক কথা[৭] ভয় লাজ বাসি।
পরিহরি না যাইও মুঞি[৭] হেন দাসী ॥ (৭০০০)
পাঞ্জর শোষিল দুঃখে[৮] —বল হৈল খীন।"
"মজিল বিরহে"—বোলে[১০] ভবানন্দ দীন ॥

রাগ কামোদ।

"বন্ধু—বাঁশী রাখ তোমার বদল[১১]।
যদি মধু-পুরে যাবা বাঁশী-টী আমারে দিবা
দেখিয়া নিবাইব[১২] শোকানল[১৩]। ধ্রু। (৭০০৫)
এ বাঁশী যথেক কৈল গোকুলে[১৪] গাঁথার থুইল[১৫]
বাঁশী নহে পরাণের বৈরী।
কিবা মোরে বাঁশী দেও কিবা মোরে সঙ্গে নেও[১৬]
তবে সে বিদায় দিতে পারি ॥
সঙ্গে বাঁশী নেও যদি বাজাইবা নিরবধি (৭০১০)
সান শুনি আসিব[১৭] কামিনী।
কংস রাজা দুষ্ট বড় তোর প্রাণ লৈব দড়
অনাথ হইমু অভাগিনী ॥
পায়ে ধরি বোলোঁ তোরে ছাড়িয়া না যাও মোরে[১৮]
নহে মোরে[১৯] বাঁশী দিয়া যাও। (৭০১৫)
কেনে নিশবদে রহ যে উচিত তাহা[২০] কহ
নহে[২১] বন্ধু মোর মাথা খাও ॥"

(১) 'এই গীত-টী গ-পুথিতে নাই; ইহার আগে ঘ-পুথিতে আর একটী প্রক্ষিপ্ত গীত আছে, উহা পরিশিষ্টের পাঠান্তরে উদ্ধৃত হইল। (২) 'ওলে' খ; (৩) 'কত নিবারিব আর' খ; (৪) 'ভাবিও' ঘ; (৫) 'হাটিতে' ঘ; (৬) 'ধোয়াইয়া' ক; 'ধরিয়া' খ; (৭) 'আমি' খ; (৮) 'পাঞ্জর শুখিল দুঃখে' ক; 'পাঞ্জর হইল খালি' খ; (৯) 'তনু' খ; (১০) 'রাধার মিনতি কহে' খ; (১১) 'বদলে' ঘ; (১২) 'জুড়াইব' গ; (১৩) 'শোকানলে' ঘ; (১৪) 'দু-কুলে' ঘ; (১৫) 'রৈল' ক; (১৬) 'কিবা বাঁশী' ইত্যাদি চরণ-দ্বয় ক-পুথিতে পড়িয়া গিয়াছে। (১৭) 'আসিব' গ; (১৮) 'সঙ্গে করি লেহ মোরে' ক; (১৯) 'কিবা' গ; (২০) 'তাকে' গ; 'তারে' ঘ; (২১) 'সোনা' ক; 'শুন' গ।

দীন ভবানন্দে কহে "সোনা নহে—রূপা নহে
কেবল বাঁশের হয়[১] বাঁশী।
এহি সে কহিলু দড় রাধা হনে নহে বড়[২] (৭০২০)
সহজে তোমার নিজ দাসী॥"

পদ-বন্ধ।

শুচি হৈয়া রাজা শুনে বসি[৩] কুশাসনে।
রাধার করুণা কহে ব্যাস তপোধনে॥
শুনিয়া নৃপতি মহা-তাপিত হৈলা[৪] যদি।
নয়ানের সলিলে বহিয়া যায়[৫] নদী॥ (৭০২৫)
হেমময় সিংহাসনে মুনি বসি আছে[৬]।
অপর্য্যাপ্ত সলিল হইল তার কাছে[৭]॥
সলিলের স্রোত[৮] বহে কুশাসন জিনি।
আচম্বিত তাহাকে দেখিলা মহামুনি॥
মুনি বোলে "জন্মেজয় মহাজ্ঞানবন্ত[৯]। (৭০৩০)
অখনে সে জানিলু[১০] ইহার আদি-অন্ত॥
বিস্তারি কহিতে কথা কার্য্য নাহি আর।
এ শোকে সর্ব্বথা প্রাণ যাইব তোমার[১১]॥
রোদন করিতে রাজার জ্ঞান গেল হরি[১২]।
সঙ্ক্ষেপে কহিমু আর[১৩]না কৈমু বিস্তারি[১৪]॥(৭০৩৫)
কান্দিতে কান্দিতে রাজা জিজ্ঞাসে তখন।
"নিজ দাস[১৫] জানি কৃপা কর তপোধন॥
গোবিন্দে বোলিলা কিবা রাধার বাক্য[১৬] শুনি।
শুনিবার শ্রদ্ধা বড়—কহ মহামুনি॥"
বিবেক-রহিত কথা কহে[১৭] মুনিবর। (৭০৪০)
মধু-মাসে মিষ্ট যেন কোকিলের স্বর[১৮]॥
"কেবল বিবেক-সিন্ধু রাধার করুণ।
সারদা-নন্দন[১৯] রাজা—মন দিয়া শুন॥"
এহি মতে রাধা যদি কান্দিয়া কহিলা।
ক্ষেণেক-অন্তরে[২০] প্রভু প্রত্যুত্তর দিলা॥ (৭০৪৫)
"শুন শুন[২১] প্রাণেশ্বরি মোর নিবেদন।
এত মনস্তাপ তুমি পাও কি কারণ[২২]॥
যেরূপ করুণা করি কহিলা[২৩] মোর স্থান।
এতেকে বুঝিলু—ছাড়ি দিবার নাহি জ্ঞান[২৪]॥
তোমার আকুল দেখি হৈলু জড়-মতি[২৫]। (৭০৫০)
জীতে নি ছাড়িতে পারি তোমার পিরিতি॥
তবে সে কহিমু প্রিয়া দেখি সমুচিত[২৬]।
রাখিয়া আমার বাক্য ক্ষেমা কর চিত॥

---

(১) 'কেবল তরল বাঁশের' খ; 'কেবল বাঁশের আগের ('আগা' খ) বাঁশী' ক, খ; (২) 'বাঁশী নহে মোর বড়' ঘ; (৩) 'রাজা' ইত্যাদির স্থলে—'জন্মেজয় বসি' ক; এই পয়ারের প্রথম কয়েকটী শ্লোক খ-পুথিতে নাই। 'জন্মেজয় বৈসে' গ; (৪) 'মহাতাপ পাইলা' গ; (৫) 'বহিতে লাগে' গ; 'বহিয়া আছে' ঘ; (৬) 'হেম সিংহাসনে ত বসিছে মুনি ব্যাস।' গ; (৭) 'সলিলে বহিয়া নদী গেল জটাপাশ।' গ; (৮) 'বিম্ব' ঘ; (৯) 'মহাপুণ্যবন্ত' গ; (১০) 'তোমার' গ; (১১) 'তমু না রৈব রাজার' ক, ঘ; (১২) 'রাজা হবে বল-হারী' ক; 'রাজা হৈছে বলহীন' ঘ; (১৩) 'মাত্র' ক; 'কথা' গ; (১৪) 'না কৈব বিস্তারিন' ঘ; (১৫) 'ভৃত্য' ক, গ; (১৬) 'কিবা আকুলিত' গ; (১৭) 'কহ' গ; (১৮) 'শুনিতে অধিক তাপ-করুণা-সাগর' গ; (১৯) 'তনয়' ক, ঘ; (২০) 'ক্ষেণেক উত্তর' ক; 'ক্ষেণেক চিন্তিয়া' গ; (২১) 'প্রিয়া' গ; (২২) 'এত মনস্তাপী তুমি হও কি কারণ' ঘ, (২৩) 'যতেক করুণা তুমি কহ' গ; (২৪) 'শুন প্রিয়া বুঝি তোমার নহে ভাল জ্ঞান' গ; 'অল্প বুদ্ধি উত্তর দিবার নাহি জ্ঞান' ক; (২৫) 'তোমার আকুল' ইত্যাদি শ্লোক ক ও ঘ-পুথিতে নাই।

(২৬) 'যথাশক্তি-পূর্ব্বকে কহিমু সমুচিত।
সর্ব্বথা না হৈও প্রিয়া ইহাতে কুপিত॥' ক;
'ভক্তি পূর্ব্বকে কৃষ্ণ কহিলা যথোচিত।
সর্ব্বথা না হৈও প্রিয়া এত আকুলিত॥' ঘ;

হাসিয়া মেলানি দেহ—যাই মধু-পুরী[১]।
দুই দিন থাকিয়া আসিমু শীঘ্র করি[২] ॥ (১০৫৫)
সঙ্গে যাইবার তোর আছয়ে মানস[৩]।
কেমতে হাটিয়া যাইবা—ই বড়[৪] সাহস ॥
বালিয়ে কাটিব প্রিয়া চরণ তোমার[৫]।
কোলে করি লই যদি তবে প্রতিকার ॥
শিরীষ কমল হতে[৬] শরীর কোমল। (১০৬০)
তপনের তাপে উনাইয়া হইব জল ॥
তবে কোন প্রতিকার হৈব প্রাণেশ্বরি।
এই হেতু তোমারে না লেই সঙ্গে করি ॥
সুন্দরী যুবতী যদি সঙ্গে করি যায়।
পুরাণে শুনিছি—তবে মনস্তাপ পায় ॥ (১০৬৫)
শ্রীরামের সহিতে সীতা গিয়েছিল বনে।
সুন্দরী দেখিয়া তানে নিল দশাননে ॥
সীতা হন্তে রূপ দশ-গুণ তোমার অঙ্গে।
এহি ত্রাসে তোমাকে না লেই আমি সঙ্গে ॥
বাঁশী বদলে রাখিতে চাহ রাই। (১০৭০)
প্রাণ দিতে পারি যদি তোমার মন পাই ॥
কেবল তোমার আমি—জান তুমি দড়।
তোমা হতে সুবদনি বাঁশী নহে বড় ॥
শীঘ্রিয়া মেলানি দেও—না বাসিও ভীন।
মধু-পুরে আমার বিলম্ব দুই দিন ॥" (১০৭৫)
পুনরপি যোড়-হাতে বোলে যদুমণি[৭]।
"হাসিয়া সুন্দরি রাধা দিয়ার মেলানি[৮] ॥"
বিনয় করিয়া যত বোলে নারায়ণ।
শুনিয়া রাধিকা কহে কর্কশ বচন ॥
"অহে নব-যুবরাজ জানিলু এখনে[৯]। (১০৮০)
আমারে ভাণ্ডিয়া যাইতে ভাবিয়াছ মনে[১০] ॥
পশ্চিমে উদিত যদি হয় দিবাকর।
বিচলিত হয় যদি অচল শিখর[১১] ॥
পাবক শীতল হয়—জল হয় বহ্নি[১২]।
শৈল-শৃঙ্গে বিকসিত হয় কমলিনী[১৩] ॥ (১০৮৫)
বিষ হয় যদি সুধা[১৪]—সুধা হয় বিষ।
সপ্তার্ণব শোষি যায়—ভাঙ্গিয়ে কুলিশ[১৫] ॥
যমের বিষয় যদি দূর হয়[১৬] জানি।
তথাপি হাসিয়া রাধা না দিব মেলানি ॥
আগে মোর প্রাণ লও হইয়া নিষ্ঠুর। (১০৯০)
তবে তুমি হরিষে[১৭] যাইও মধু-পুর ॥"
এতেক কর্কশ বোলি চিন্তে মনে-মন।
নম্র-ভাবে বোলে রাধা[১৮] ধরিয়া চরণ ॥

রাগ দুঃখী ভাটীয়াল[১৯]।

"হের রে নবীন জলধর।
দুঃখে সে বোলিলু—জ্বালা কত সৈমু তোর[২০] ॥ ধ্রু। (১০৯৫)

---

(১) 'না কর বিস্ময়' ক, ঘ; (২) 'দুই দিনের মধ্যে আমি আসিমু নিশ্চয়' ক, ঘ; (৩) 'সঙ্গে লইবার ছিল আমার মানস' ক; (৪) 'বড়ই' গ; (৫) 'বালিয়ে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই; (৬) 'শিরীষ লবনি জিনি' ক; (৭) 'বোলে যদু-পতি' ঘ; (৮) 'হাসিয়া মেলানি মোরে দেও রসবতি' ঘ; এই শ্লোক-টীর পূর্ব্বে গ ও ঘ-পুথিতে নিম্ন-লিখিত প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে,যথা—'এই বোলি গোবিন্দে দিলেন আলিঙ্গন।
শৃঙ্গার-আলাপে সন্তোষিত কৈলা মন ॥'
('অনঙ্গ-তরঙ্গে পুনি সন্তোষিলা মন' ঘ) ॥

(৯) 'নিশ্চয়' গ, (১০) 'আমারে ছাড়িয়া যাইতে তোমার মনে লয়' গ; (১১) 'পর্ব্বত-শিখর' গ; 'প্রজ্বলিত হয় যদি সুমেরু শিখর' ক; (১২) 'পাবক সলিলে যদি—জলে হয় বহ্নি' ক; 'পাবক সলিলে যদি—জল হয়ে বহ্নি' গ; (১৩) 'হয়ত নলিনী' গ; (১৪) 'ইন্দু কলঙ্কী যদি' ক; 'ইন্দু কলঙ্ক হয়' ঘ; (১৫) 'সপ্তার্ণব শোষি যদি হয়ত কুলিশ' গ; (১৬) 'হৈল' গ; (১৭) 'নির্ব্বিঘ্নে' ক; (১৮) 'সঙ্কুচিত হইয়া কহে' গ; (১৯) 'গান-ছন্দ নাগুদা পিয়ার' ক, ঘ;
(২০) 'দুঃখে সে বলিল লাজ পাইল
ই দোষ মোরে ক্ষেমা কর।' ঘ;
'দুঃখে সে বলি বিরহ-জ্বালা কত সহিমু আর' গ;

ভরসা আছিল মনে[১] —তুমি যুবরাজ।
প্রেম-খানি বাঢ়াইয়া মোরে দিলা লাজ[২] ॥
নিজ-পতি তেজি আমি দাসী হৈলু তোর।
বিরহে ঝুরিতে তনু হইল জর্জ্জর[৩] ॥
শিশু হনে তোর ভাবে ঝুরিয়া সে[৪] মরোঁ।(৭১০০)
যে বোলিলু ক্ষেমা কর—রাঙ্গা পায়ে ধরোঁ[৫] ॥"
হরি-পরশনে কহে ভবানন্দ দীন[৬]।
"তোমারে কি দোষ দিমু—রাধার[৭] কুদিন ॥"

রাগ তথা।

"আইস বন্ধু—রাতুল কমল পদে ধরোঁ[৮]।
বোলিলু গায়ের দুখে কত বা সহিব বুকে (৭১০৫)
মুঞি তোর নিছনি লৈয়া মরোঁ ॥ ধ্রু।
কি পাপ কপাল মোর তুমি না রহিলে ঘর
অভাগিনীর খণ্ড-তপ[৯] ফলে।
দড়াইয়া আমাতে কও যদি বা মথুরা রও[১০]
প্রাণ দিমু ভক্ষিয়া গরলে ॥ (৭১১০)
এড়িয়া যাইবা কানু অখনে সে দড় জানু[১১]
অভাগীরে নাহি নিবা ওলে।
আমার হৃদয় বড় কুলিশ-অধিক দড়
কোন মুখে[১২] রহিমু গোকুলে ॥
তখনে তোঁমার সঙ্গে পিরিতি বাড়াইলু রঙ্গে(৭১১৫)
এবে কেনে মোরে বাস[১৩] ভীন।
প্রেমের আনলে দহে শরীরে বা কত সহে
সহজেই আমার কুদিন ॥"
হরির কিঙ্কর হীন কহে ভবানন্দ দীন
শরণ পশিলু পদ-তলে। (৭১২০)
"রজনী থাকিতে রাধা তোমারে করেন বাধা[২]
না রাখিব প্রসন্ন হইলে[১৪] ॥"

পদ-বন্ধ।

মুনি বোলে "চন্দ্রবংশী মহারাজা শুন
কেবল বিবেক-সিন্ধু রাধার করুণ ॥
কোকিলের স্বরে রাধা পুনরপি বোলে। (৭১২৫)
"তুমি গেলে কারে দেখি রহিমু[১৫] গোকুলে ॥
কর্ণেতে[১৬] কুণ্ডল দিয়া হইমু যোগিনী।
বিষ ভক্ষি প্রাণ দিমু গায়ের আগুনি[১৭] ॥
মুই জানোঁ তুমি বিনে আর নাহি কেহ[১৮]।
কি মোর করম-দোষে এত লাজ দেহ[১৯] ॥" (৭১৩০)
বিষাদ ভাবিয়া রাধা কান্দিয়া বিকল।
মুকতা-গাঁথুনি পড়ে নয়নের জল[২০] ॥
"যার লাগি ঝুরি মরি[২১] সেহি বাসে ভীন।
অভাগী[২২] রাধার হৈল অশুভের চীন ॥
নিশি অবসান হৈলে মধু-পুরে যাইবা। (৭১৩৫)
অভাগী[২৩] রাধার প্রাণ হেলায়ে লইবা ॥
নিষেধ করিয়া কত করিমু অমঙ্গল[২৪]।
যে হৌক সে হৌক মোর করমের ফল ॥

(১) 'বড়' ক, খ, গ ; (২) 'মায়ায়ে বাড়াইয়া প্রেম পাছে দিলা লাজ' গ ; (৩) 'হেন জন ছাড়িতে না ভাব পরাপর' গ ; (৪) 'তোর দুঃখে পুড়িয়া' ক, খ ; (৫) 'চরণে ত' ঘ ; (৭) 'সেই মনে যেই কর না বাসিও ভীন' গ ; (৮) 'রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন' গ ; (৯) এই গীত-টী খ ও গ-পুথিতে নাই। (১০) 'খণ্ড-ব্রত' ক ; (১১) 'দড়াইয়া তোমারে কই, যদি বা গোকুলে রই' ক ; (১২)'বুঝিয়া কহিলু, এবে সে জানিলু' ঘ ; (১৬)'সুখে' ক ; (১৩) 'আমি নাকি চিত্ত হৈতে ভীন' ক ; (১৪) 'রজনীপ্রভাতে রাধা, কানুরে করেন বাধা' ঘ ; (১৫)'না রাখিব আসা হৈলে' ক ; 'না রাখিল প্রসন্ন হইলে' ঘ ; এই ভণিতার কলি-টী খ-পুথিতে নাই। (১৬) 'থাকিমু' গ ; (১৭) 'শ্রবণে' গ ; (১৮) 'নহে বা গরল ভক্ষি তেজিমু পরাণি' গ ; (১৯) 'মুঞি যদি জানোঁ প্রভু বিনে কেহো নাই' ক ; 'মুঞি জানোঁ প্রাণনাথ আর নাহি কেহ' খ ; 'আপনেই জান প্রভু মোর নাহি কেহ' ঘ ; (২০) 'পাই' ক ; (২১) 'মুক্তা গাঁথিছে হেন চক্ষুর পড়ে জল' ঘ ; 'মুকুতা-গাঁথুনি যেন আঁখির পড়ে জল' ক ; (২২) 'মরোঁ' গ ; (২৩) 'খোয়ারী' গ ; (২৪) 'নিষেধ করিমু আর কত অমঙ্গল' ক, ঘ ; 'নিষেধ ন(না) করিমু হয় জানি অমঙ্গল' গ।

এহি সে আছিল মোর বিধাতার নিবন্ধন[১]।
তুমি মধু-পুরে গেলে আমার মরণ[২] ॥ (৭১৪০)
একান্ত হইব পাপ অভাগীর বধে[৩]।
আর কি কহিমু প্রভু তোমার রাঙ্গা-পদে[৪] ॥
আপনে সকল জান—তুমি অন্তর্যামী।
রাতুল চরণে কত নিবেদিমু আমি ॥
দড়[৫] যদি মধু-পুরে যাইবা যদু-রায়[৬]। (৭১৪৫)
কেমতে বঞ্চিব রাধা—কহিবা উপায়[৭] ॥
আপনে কহিলা দুই দিবসে আসিবা[৮]।
বরিষেকে[৯] আইস যদি তেমু লাগ পাইবা ॥
পথ-নিরীক্ষণে আমি করিমু তোমা ধ্যান[১০]।
ইহার অধিক হৈলে তেজিমু পরাণ[১১] ॥ (৭২৫০)
এহি বোলি সুবদনী বিলাপিয়া কান্দে।
কর্ম্মদোষে আপনার[১২] বিধাতাকে নিন্দে ॥
গোবিন্দে বলেন "প্রিয়া শুন চন্দ্রমুখি।
তোমার বিরহে[১৩] মুই বড় হৈলু দুখী ॥
হাসিয়া না বোল যদি যাইতে মধু-পুর। (৭১৫৫)
রহিমু নিকটে তোমার—যাউক[১৪] অক্রুর ॥"
তবে গুণবতী রাধা চিন্তে মনে-মন[১৫]।
বিরস হইলে প্রভু নিষ্ফল জীবন[১৬] ॥
মৃদু-মৃদু-স্বরে বোলে—"শুন যুবরাজ।
তুরিতে আসিও—মাত্র না করিও ব্যাজ ॥" (৭১৬০)
এত শুনি যদু-পতি হরষিত মন।
রাধিকার গলে ধরি[১৭] দিলা আলিঙ্গন ॥
তখনে বোলিলা রাধা—"তুষ্ট হৈলা যদি।
সত্য যদি যাইবা[১৮] প্রভু খাও সর দধি ॥"
হরি বোলে—"কৃপা-যুক্ত যদি হৈলা রাই। (৭১৬৫)
বিলম্ব না কর—সর দধি[১৯] দেও খাই ॥"
শুনিয়া সুন্দরী[২০] রাধা হরিষ-অন্তরে।
প্রবেশিলা পতি আর শাশুড়ীর ঘরে ॥
শাশুড়ী-স্বামীত কহে এ সব কাহিনী।
আপনে আসিল বুঢ়ী লৈয়া সব ননী ॥ (৭১৭০)
সর লবনী যদি খাইলা নারায়ণ।
প্রসঙ্গ[২১] করিল বুঢ়ী[২২] সেহি বিবরণ ॥
বুঢ়ী বোলে—"নাতি কেনে হইলা নিঠুর।
বধূরে ছাড়িয়া যাইতে চাহ[২৩] মধু-পুর ॥
হেলায়ে না কর নাশ এ হেন সুন্দরী[২৪]। (৭১৭৫)
যদি যাও ব্যাজ না করিবা মধু-পুরী ॥"
কাহ্নু বোলে—"মাতামহি শুন মোর কথা।
দিন দুই বিলম্ব আমার হৈব তথা ॥

(১) 'বিধাতা-নির্ব্বন্ধ' ক; 'এহি এ (সে) নির্ব্বন্ধ হৈল বিধাতা নিন্দন (লিখন?)।' খ; 'এই সৈ আছিল মোর বিধাতার নিব(র্ব্ব)ন্ধ।' গ; (২) 'আমার ছেদ কন্ধ' গ; 'রাধার মরণ' ঘ; (৩) 'তোমার হইল পাপ আমার যে বধে' গ; 'অভাগীর বধে' স্থলে 'আমার মরণে' ক; (৪) 'কত দুঃখ কৈব নাথ তোমার চরণে' ক; খ; 'কত নিবেদিমু আর রাতুল যে পদে' গ; (৫) 'সত্য' ঘ; (৬) 'যদু-মণি' গ; (৭) 'কি লক্ষে (ক্ষ্যে) থাকিমু আমি কহ দেখি শুনি' গ; (৮) "সত্ত (ত্ব)রে আইসহ যদি তবে লাগ পাইবা' গ; (৯) বৎসরেকে' ক; 'আপনে কহিছ দুইদিনে আসিবা' গ; বোধ হয় গ-পুথির লিপি-করের ভুলে পরের চরণটী আগে গিয়াছে। 'দুই দিনের বেশী হৈলে লাগ না পাইবা' (১০) 'দুই দিন তোমার পথ করিমু নিরীক্ষণ' গ; (১১) 'এতাধিক (এতোধিক' গ) হইলে প্রভু তেজিমু জীবন' ('পরাণ' ক,খ;) ক,খ, গ; (১২) 'আপনার কর্ম্ম ভাবি' গ; (১৩) 'কান্দনে' গ; (১৪) 'যাইব' ক,খ,গ;

(১৫) মনে মনে' ক, ঘ; (১৬) 'বিফল জীবন' খ; 'কি ফল রহনে' ক, ঘ; (১৭) 'রতি ভুঞ্জি রাধিকারে' ক ঘ; 'প্রেমভাবে রাধিকারে' ঘ, খ; (১৮) 'ক্ষুধায়ে কাতর' ('আকুল' খ, ঘ;) ক, খ, ঘ; (১৯) 'ননি' গ; (২০) 'যুবতী' গ; (২১) 'জিজ্ঞাসা' গ; (২২) 'তবে' গ; (২৩) 'যাইতে চাহ' স্থলে 'কহ যাইতে' গ; (২৪) 'হেলায়ে' ইত্যাদি শ্লোক ক-পুথিতে নাই; এই শ্লোকের পূর্ব্বে ঘ-পুথিতে নিম্ন-লিখিত শ্লোক আছে যথা—

'নব যুবা কাল এহি রূপ মোর বন্ধু।
কহ চাই কোথা গেলে পাইবা হেন মধু ॥'

যাও মাতামহি—গিয়া করহ শয়ন।"
বিদায় করিলু এই তোমার চরণ[১] ॥ (৭১৮০)
ঘরে[২] প্রবেশিল বুঢ়ী[৩] হইয়া মোহিত।
গোবিন্দে বোলেন তবে রাধার বিদিত ॥
"শুন প্রিয়া প্রণেশ্বরি কহি তত্ত্ব সার[৪]।
মোর অপেক্ষায়ে[৫] মৃত্যু না হইব তোমার ॥
যেমতে রাখিছে দুর্গা মণি-কর্ণেশ্বরে[৬]। (৭১৮৫)
আমিও[৭] রাখিমু তোমা নিজ কলেবরে ॥
দিন দুই বিলম্ব হইব মধু-পুর।
হাসিয়া মেলানি দেও—যাই কংস-পুর[৮] ॥"
এ্হি মতে হৈল রাত্রা নিশি অবসান[৯]।
মাগেন মেলানি হরি রাধিকার স্থান ॥ (৭১৯০)
"হাসিয়া সুন্দরি রাধা দিয়ার মেলানি।
মধু-পুরে যাই—আজ্ঞা কর সুবদনি[১০] ॥"
রাধা বোলে "যদি প্রভু নাহি বাস ভীন[১১]।
স্মরণ-পূর্ব্বকে মোরে দেও এক চীন[১২] ॥
যদি বা বিলম্ব তোমার হয় মধু-পুর[১৩]। (৭১৯৫)
তাহা[১৪] দেখি বিরহ-অনল হৈব দূর[১৫] ॥"

রাধার বিরহ[১৬] শুনি মাধুরি জন্মিল।
কণ্ঠ হনে[১৭] খসাইয়া কৌস্তুভ-খানি[১৮] দিল ॥
কৌস্তুভ[১৯] পাইয়া সাত রাধা হরষিত-মন।
কর যোড় করি পুনি বন্দিলা চরণ ॥ (৭২০০)
গলাগলি করি কৃষ্ণ[২০] করিলা বিদায়।
রাধারে মোহিত করি মধু-পুরে যায় ॥
শোকাকুলি হৈয়া রাধা মন্দিরেত রৈলা।
মায়ের নিকটে গিয়া গোবিন্দ শুইলা ॥

[যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিদায়]

প্রভাতে গোয়াল সব চৈতন্য পাইয়া[২১]। (৭২০৫)
নন্দের মন্দিরে তবে মিলিল আসিয়া ॥
ব্রজ-লোকে সম্বোধিয়া বোলিলা অক্রূরে।
"অবিলম্বে চল যাই মথুরা-নগরে[২২] ॥
"দধি দুগ্ধ লৈয়া তবে শকট ভরিয়া[২৩]।
নন্দ-আদি গোপে চলে যাত্রা করিয়া ॥ (৭২১০)
অক্রূরে বোলয়ে—"প্রভু শুন নিবেদন।
শীঘ্র করি চল—ব্যাজে নাহি প্রয়োজন ॥"
গোবিন্দে বোলেন—"চিন্তা না কর অক্রূর[২৪]।
মায়েত মেলানি মাগি[২৫] যাইব মধু-পুর ॥"

(১) 'এহি কহিলু বিবরণ' ঘ; (২) 'গৃহে' গ; (৩) 'ঘরে' ইত্যাদি স্থলে—'বড়াই চলিলা তবে' ক; (বড়+আই—বড়াই অর্থাৎ বড়-মা, মাতামহী)। (৪) 'শুন প্রিয়া' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় গ-পুথিতে নাই। (৫) 'সাক্ষাতে' খ; (৬) 'দেব মহেশ্বর' খ; (৭) 'তেমতে' খ; (৮) 'না হৈও নিষ্ঠুর' ক, খ, ঘ; (৯) 'এহি মতে' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় গ-পুথিতে নাই। এই শ্লোক দুইটীর আগে ক ও ঘ-পুথিতে নিম্নলিখিত শ্লোক আছে, যথা—
'এহি বোলি পুনরপি দিলা আলিঙ্গন।
শৃঙ্গার করিয়া ('ভুঞ্জিয়া' ক) সন্তোষিলা রাধার মন ॥'ক,ঘ; (১০) 'দুঃখ না ভাবির কামিনি' ঘ; (১১) 'রাধা বোলে প্রভু মোকে না বাসিও ভিন্ন' গ; (১২) 'দেও পদ-চীন' ক; 'দেও এক চিহ্ন' গ; (১৩) 'মধু-পুরে' ক খ; (১৪) 'তারে' ক; 'তাকে' গ; (১৫) 'যাবে দূরে' খ; 'বিরহ' ইত্যাদি স্থলে 'মোর সব দুঃখ যাইব দূর' গ;

(১৬) 'বচন' ঘ; (১৭) 'গলে হতে' ঘ; 'গলা হৈতে' ক; 'কণ্ঠ হৈতে' খ; (১৮) 'পদ্ম-মণি' গ; (১৯) 'পদ্ম-মণি' গ; 'কৌস্তুভ পাইয়া' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে গ-পুথির প্রক্ষিপ্ত শ্লোক, যথা—
'শৃঙ্গারে প্রেম-রসে তুষ্ট কৈলা মন।
বিদায় করিলা তবে দেব-নারায়ণ ॥'
(২০) 'দুই' গ; 'কৃষ্ণেক' ঘ;
(২১) 'প্রভাতে চেতনা পাইলা যতেক ব্রজ-গণ।
নন্দের মন্দিরে মিলিলেক সর্ব্ব-জন ॥' গ;
(২২) 'চল সবে যাই মধু-পুরে' ক, খ; গ-পুথিতে এই শ্লোক নাই। (২৩) 'রাজ-কর লৈয়া সবে শকটে পূরিয়া' গ; (২৪) 'গোবিন্দে বোলন্তি দড় যাইমু মধু-পুরি।
এ বোলিয়া মায়ের নিকটে গেলা হরি ॥' গ;
(২৫) 'করি' ঘ।

এ বোলিয়া মায়ের নিকটে গেলা হরি[১]। (৭২১৫)
মায়ের চরণে কহে মৃদু-মৃদু করি ॥
"আসিছে কংসের দূত তপস্বী অক্রূর[২]।
মেলানি দিয়ার মাও—যাই মধু-পুর ॥"
গোবিন্দের মুখে শুনি এহি বিবরণ[৩]।
বিষাদ ভাবিয়া বোলে করুণা-বচন[৪] ॥ (৭২২০)

রাগ বিভাষ নাগুদা[৫]।

"রে নন্দ-দুলালিয়া[৬] —
না যাইও কংসের ভবনে[৭]।
তিলেক না খাইলে স্তন কর বাছা[৮] ক্রন্দন
রবির জ্বালে হাটিবা কেমনে ॥ ধ্রু।
না যাইও মধু-পুর যাউক[৯] বোল অক্রূর (৭২২৫)
কংসেরে মুই বাসি ভয়[১০]।
প্রচণ্ড-উদয়[১১] ভানু ননীর কোমল তনু
উনাইয়া হইবা জলময়[১২] ॥
দারুণ কংসের চরে ধরিয়া সে নিব[১৩] তোরে
মধু-পুরে যাইব প্রাণ-খানি। (৭২৩০)
ই দুঃখ বা কত সৈমু[১৪] কার মুখ দেখি রৈমু[১৫]
বিষ ভক্ষি মরিমু অভাগিনী ॥
সবে দশ বৎসর[১৬] বয়স হইছে তোর[১৭]
ক্ষুধায়ে কাতর তুমি[১৮] বড়। (৭২৩৫)
মথুরা নগরে যাবা কার ঠাঞি কি[১৯] চাহিবা
কেমতে গোঙাইবা[২০] হৈয়া দড় ॥
না দেখিলে তোমার মুখ বিদরে দারুণ বুক
আমি রৈমু কার মুখ চাইয়া[২১]। (৭২৪০)
সাত নাই—পাঁচ নাই সবে তুমি কাহ্নাই
তোমা না দেখিলে পোড়ে হিয়া ॥"
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
যশোদার পদ-তলে বোলে[২২]।
"কেনে বা বিলাপ কর আকুলিত হৈয়া[২৩]মর(৭২৪৫)
এই পুত্র তোমার নহে মূলে ॥"

হেম তুড়ী রাগ।

"আরে যাদু[২৪]—
তোর দুঃখে মরিমু সে ঝুরি[২৫]।
হাটিতে না পারিবা ক্ষুধা হৈলে[২৬] কি খাইবা
কেমনে যাইবা মধু-পুরী[২৭] ॥ ধ্রু। (৭২৫০)

---

(১) 'কর-যোড়ে বোলে প্রভু মায়ের চরণে।
মথুরাতে যাই আমি অক্রূরের সনে ॥' গ ;
(২) 'আসিছে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৩) 'এ সব কথন' গ ; 'এত বিবরণ' ক, খ ; (৪) 'বোলে' ইত্যাদির স্থলে 'কান্দে করিয়া করুণ' গ ; (৫) 'গান ছন্দ নাগুদা' ক, ঘ ; 'রাগ মূলতান' খ ; (৬) 'অয়ে' ইত্যাদি ঘ ; 'দুলালিয়া' খ ; 'বাছা দুলালিয়া' গ ; (৭) 'ভুবনে' গ, ঘ ; (৮) 'করসি' ক, খ, গ ; (৯) 'যাউকা' ক ; গ ; 'যাইতে' ঘ ; (১০) 'কংসেরে মুঞি না করিমু ভয়' ক ; 'কংসেরে মোর নাহি ভয়' খ ; 'বাসি' স্থলে 'বাসো' গ ; (১১) কিবা প্রচণ্ডিত' ক ; 'করে ভানু প্রচণ্ড' ঘ ; (১২)'তমময়' ক ; 'প্রচণ্ড' ইত্যাদি চরণ-দ্বয়ের স্থলে—
'দারুণ কংসের চরে হরিয়া নিবেক তোরে
তোর শোকে মরিমু নিশ্চয়।' গ ;
(১৩) 'নিবেক' খ ; (১৪) 'ই দুখ কাহাতে কৈব' ঘ ; (১৫) 'রৈব' ঘ ; 'দারুণ কংসের চরে' ইত্যাদি শ্লোক-টী গ-পুথিতে নাই। (১৬) 'চৌদ্দ বৎসরের হরি' গ ; (১৭) 'কেমনে যাইবা মধু-পুরী' গ ; (১৮) 'অতি' গ ; (১৯) 'কি ধন' গ ; (২০) 'বঞ্চি বা' গ ; 'গঞাইয়া' ক, খ ; গোসাঞিইবা' (গোঞাইবা) ঘ ; (২১) 'না দেখিলে' ইত্যাদি শ্লোক-টী ক, খ ও ঘ-পুথিতে নাই। (২২) 'যশোদা কাতর হৈয়া বোলে' ঘ ; (২৩) 'আকুলি হৈয়া' ক, খ, ঘ ; (২৪) 'যাদু ধন' গ ; 'আরে যাদব' ঘ ; এই গীত-টী খ-পুথিতে নাই। (২৫) 'ঝুরিয়া' গ ; (২৬) 'ক্ষুধাতে' গ ; (২৭) 'কেমতে যাইবা হাটিয়া' গ ;

অতিথ জানিয়া রাখিলু আনিয়া
অক্রূর নিদারুণ হৈলা[1] বড়।
অখনে সে হাসি বোলে তোমারে নিতে ওলে[2]
এড়িয়া না যাইব দড়॥
তোমার যে দোসর পুত্র নাহিক মোর (৭২৫৫)
থাকিমু কার[3] মুখ চাইয়া।
ই দুখে[4] অভাগিনী হইমু যোগিনী
মরিমু গরল-বিষ খাইয়া॥
দারুণ অক্রূর নিদয়া[5] নিষ্ঠুর
মথুরায় নিতে চাহে তোরে[6]। (৭২৬০)
কি ফল ঘরেত বাস[7] হইলু নৈরাশ
হা-পুতিয়া[8] বিধি কৈল মোরে॥"
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
গোবিন্দের পরশনে[9] কহে।
"শোক পরিহর কান্দিয়া কেনে মর (৭২৬৫)
ই পুত্র তোমার মূলে নহে॥"

পদ-বন্ধ।

কান্দিয়া যশোদা যদি বোলে সকরুণে[10]।
গোবিন্দে বোলয়ে "মাও চিন্ত কি কারণে[11]॥
যাইমু রাজার আগে বাপের সহিত[12]।
তোমার কৃপায়ে[13] মাও আসিমু তুরিত॥ (৭২৭০)
বাপের সহিতে যাইমু—চিন্তা নাহি খানি।
আমার শপথ যদি কান্দ গো জননি॥"
এহি বোলি জননীর বন্দিলা চরণ।
মায়ায়ে মোহিত করি চলে নারায়ণ॥

[শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন]

পদ-বন্ধ।

নন্দ-আদি গোপ সব লৈয়া রাজ-কর। (৭২৭৫)
ভরিয়া শকট-খান চলিলা সত্বর॥
তখনে গোবিন্দ লৈয়া বলভদ্র সঙ্গে[14]।
অক্রূরের রথে আরোহণ কৈল রঙ্গে॥
পবন-গমনে রথ চালাইল অক্রূরে।
ত্রৈলোক্য-নায়ক হরি[15] যায় মধু-পুরে॥ (৭২৮০)
গোকুলের যত নারী[16] একত্র হইয়া।
গোবিন্দের রূপ চাহে[17] রাজ-পথে রৈয়া[18]॥
"দারুণ অক্রূর তুমি[19] রাখ রথ-খান।
চরণ-কমল[20] দেখি ভরিয়া নয়ান॥"
গোপীর একান্ত ভক্তি অক্রূরে জানিয়া[21]। (৭২৮৫)
রথ রাখে গোবিন্দের আকূত বুঝিয়া॥

---

(১) 'দারুণ' ক; 'অক্রুর ইত্যাদি তিন-টী চরণের স্থলে—
'খির দধি করাইলু ভোজন।
দারুণ অক্রুর পুত্র হরি নিল মোর
না শুনিল মধুর (মিনতি ?) বচন॥' ঘ;

(২) 'অখনে এবে বোলে, তোমারে নিত ওলে' ক; 'তোমারে' ইত্যাদি স্থলে—'তোরে নিতে মধু-পুরে' গ; 'তোমার সে' ইত্যাদি চরণের স্থলে—'না দেখি চান্দ-মুখ, জীবনের নহি সুখ' ঘ; (৩) 'থাকিতু তার' গ; (৪) 'মুই' গ; (৫) 'একান্ত' ক, ঘ; (৬) 'তোমা নিবার বোলে মধু-পুরে' গ; (৭) 'ঘর বাস' ক, ঘ; (৮) 'হাপুতী' ক; 'অপুত্রি' ঘ; (৯) 'মায়েতে' গ; 'মূলে' স্থলে 'দৈবে' ঘ; শব্দটী ক-পুথিতে নাই; (১০) 'তবে হৈয়া সকরুণে' গ; 'বোলে সকরুণ মন' ঘ; 'কান্দিয়া' ইত্যাদি পয়ারের পূর্ব্বে খ-পুথিতে একটী অতিরিক্ত গীত আছে, উহা পরিশিষ্টের পাঠান্তরে উদ্ধৃত হইল; (১১) 'কান্দকি কারণ' ঘ; (১২) 'যাইমু বাপের সনে রাজার বিদিত' ক, খ; (১৩) 'বিলম্ব নাহিক' গ;

(১৪) 'বলভদ্র গোবিন্দ অক্রুর-রথে চড়ি।
চালাইল রথ-খান অতি শীঘ্র করি॥' গ;

(১৫) 'প্রভু' ক, গ; (১৬) 'লোক' গ, ঘ; (১৭) 'রঙ্গ' খ, ঘ; 'মুখ' গ; (১৮) 'চাহে দুঃখিত হইয়া' গ; (১৯) 'মুনি' ক; 'খানিক' খ; 'দারুণ' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (২০) 'কমল-চরণ' ঘ; (২১) 'দেখিয়া' খ, গ;

সম্ভ্রমে[1] গোবিন্দে বোলে গোপীর গোচর।
"আসিমু তুরিতে—তথা ব্যাজ নাহি মোর॥
আপনার ঘরে সব যাও ব্রজ-নারি।
চিত্তে ক্ষেমা দিয়া থাক দিন দুই-চারি॥" (৭২৯০)
মোহিত করিয়া তবে যুবতী-সকল।
ঘরে পাঠাইলা হরি বোলিয়া কোমল॥
শ্রীমতী প্রভৃতি গোপী গেলা নিজ-ঘর।
না আছিলা[2] রাধা মাত্র ইহার ভিতর॥
বিস্ময় ভাবিয়া তবে তপস্বী অক্রুর। (৭২৯৫)
রথ[3] চালাইয়া তবে যায় মধু-পুর॥

[শ্রীকৃষ্ণের গমনে ব্রজের দুর্দ্দশা।]

গোকুল ছাড়িলা যদি প্রভু[4] নারায়ণ।
সকল সম্পদ দূর হৈল সেহি ক্ষণ[5]॥
গোপের সম্বাদ এহি[6] শুন নর-বীর[7]।
সেহি হনে ধেনু সবের অল্প হৈল খীর॥ (৭৩০০)
আছিল কুসুমময়[8] শ্রী-[9] বৃন্দাবন।
সৌরভ মকরন্দ দূর হৈল সেহি ক্ষণ॥
না করে ঝঙ্কার-রব[10] মধুকর সবে[11]।
কোকিলে পঞ্চম তেজি রহিল নীরবে[12]॥
মলয়া-পবন তবে[13] না বহে তখন। (৭৩০৫)
ময়ূরে বিরস[14] হৈয়া ছাড়িল[15] পেখন॥
যমুনা কল্লোল যত তখনে ছাড়িল।
থাকিতে যৌবন গর্ব্ব তথাপি[16] টুটিল॥
গোবিন্দ-গমনে সব হৈল বিবর্ত্তিত[17]।
তবে যে রহিল কিছু রাধার নিমিত্ত॥ (৭৩১০)
গোবিন্দে রাধার ঠাঞি বিদায় করিলে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাধা রৈলা সেহি কালে॥
পরাণ লইয়া গেলা[18] দেব নারায়ণ।
শরীর আছয়ে মাত্র[19] মণির কারণ॥
অচেতন হৈয়া রাধা মন্দিরেত আছে[20]। (৭৩১৫)
হেন কালে শ্রীমতী যশোদা গেল কাছে[21]॥
সুন্দরী রাধার দেখি অচেতন মত[22]।
দোঁহার মুণ্ডেত যেন পড়িল পর্ব্বত[23]॥
কান্দিয়া বিরহ-তাপে হইয়া বিকল।
ধারার শ্রবণে পড়ে নয়ানের জল[24]॥ (৭৩২০)
ক্ষেণেকে বিষাদ ভাবি স্থির করি মন।
অনেক প্রকারে[25] দুইয়ে[26] করে অন্বেষণ[27]॥
অচেতন দেখি বোলে[28] শ্রীমতী যশোদা।
"কোন্ সুখে নিদ্রা যাও অভাগিনি রাধা[29]॥
গাঁঠির মাণিক তুমি হারাইলা হেলে[30]। (৭৩২৫)
সুখে নিদ্রা যাইও হরি মধু-পুরে গেলে॥"

---

(১) 'সন্ত(ত্ব)রে' গ; (২) 'আসিল' ক; (৩) 'বিমান' গ; (৪) 'ছাড়িয়া যদি গেলা' গ; (৫) 'যত অমঙ্গল হৈল না যায় কহন' গ; (৬) 'সম্পদ যত' গ; (৭) 'গোপের' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় খ ও ঘ-পুথিতে নাই। (৮) 'কুসুমিত' গ; (৯) 'যত' গ; (১০) 'শব্দ' ক, 'তবে' খ; (১১) 'সব মধুকর' গ; (১২) 'রহিল নিরন্তর' খ; (১৩) 'মলয়া-সমীর বায়ু' ক, গ; 'মলয়া পবন বায়ু' খ; (১৪) 'নিরব' গ; (১৫) 'তেজিল' গ; (১৬) 'সকল' গ; (১৭) 'গোপ গোপী-গণে সব' ইত্যাদি ক; এই শ্লোক খ ও ঘ-পুথিতে নাই। (১৮) 'পরম আত্মা লৈয়া গেলা' গ; (১৯) 'জীব আত্মা আছে মাত্র' গ; 'শরীর রহিছে মাত্র' খ; 'জীবন আছয়ে মাত্র' গ; 'কিছু মাত্র রহিয়াছে' ঘ; (২০) 'আছয়ে মন্দিরে' গ; (২১) 'শ্রীমতী যশোদা তথা মিলিলা সত্বরে' গ, (২২) 'অচেতন মন' ঘ; (২৩) 'দোহার মস্তকে পর্ব্বত পড়িলেক যেন' ঘ; (২৪) 'রাধার শ্রবণে পড়ে সুশীতল জল' ক; 'রাধারে সো(স্ম)রিয়া পড়ে নয়ানের জল' খ; 'রাধার শ্রবণে পড়ে নয়ানের জল' গ.ঘ; কোন পাঠেই সঙ্গত অর্থ হয় না বোধ হয় 'ধারার শ্রবণে' প্রকৃত পাঠ ছিল; লিপিকরদিগের ভ্রমে উহাই 'রাধার শ্রবণে' হইয়াছে। 'রাধা-শ্রবণে' ইত্যাদি ১৭৫ পৃষ্ঠা তুলনা করুন (২৫) 'যতনে' গ; (২৬) 'দুই' গ, ঘ; (২৭) 'করেন চেতন' ঘ; (২৮) 'অচেতনে চেতন করি' গ; (২৯) 'চন্দ্রমুখি' খ, ঘ; (৩০) 'মাণিক তোর হারাইলে জলে' গ।

গোবিন্দের নাম রাধা[১] শুনি অকস্মাত।
চক্ষু মেলি দুই-সখী[২] দেখিল সাক্ষাত॥
বিরহে মজিল রাধা আকুল[৩] শরীর।
শোকে গ্রীবা চাপি কান্দে[৪] ননদী সখীর॥ (৭৩৩০)
"শুনিছ নি প্রাণ-সখি প্রাণ-ননদিনি[৫]।
আমা ছাড়ি মধু-পুরে গেলা যদু-মণি[৬]॥"
কহিতে বিরহ-তাপ[৭] অতিশয় জ্বলে[৮]।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাধা পড়ে ভূমি-তলে[৯]॥
ব্যস্ত হৈলা শ্রীমতী মহোদা সুবদনী। (৭৩৩৫)
রাধার উপরে ঢালে সুশীতল পানি॥
শীতল চন্দন অঙ্গে[১০] করিল লেপন।
তথাপি সুন্দরী রাধার না হয় চেতন॥
মহোদা শ্রীমতী কান্দে ধরণীতে পড়ি।
হেন কালে তথা আইল রাধার শাশুড়ী॥ (৭৩৪০)
বুঢ়ী বোলে—"বধু পরিহর কাল-নিন্দ[১১]।
চক্ষু মেলি দেখ হোর আসিছে গোবিন্দ॥"
শুনিয়া সুন্দরী রাধা মেলিলা নয়ন।
না দেখিয়া পুনরপি যুড়িলা[১২] ক্রন্দন॥
বিষাদ ভাবিয়া[১৩] রাধা কান্দে অতি মর্ম্মে। (৭৩৪৫)
আপনার শাশুড়ী পাঠাইলা গৃহ-কর্ম্মে॥
শ্রীমতী বোলয়ে "রাধা কান্দ কি লাগিয়া[১৪]।
যাইতে প্রভুর পদ না দেখিলা গিয়া॥
রাধা বোলে "তুমি কি না জান মোর শীল।
আমা ছাড়ি যাইব বন্ধু মনেত নাছিল[১৫]॥ (৭৩৫০)
মুইত না জানোঁ—বন্ধু এমত নিষ্ঠুর।
বিনা দোষে পরিহরি[১৬] যাইব মধু-পুর॥"
ননদী সখীর গলে ধরি এই বোলি।
কান্দয়ে সুন্দরী রাধা—নবনীর পুতলী॥
কুরঙ্গ-আঁখির জলে প্রচণ্ড[১৭] স্রোত বহে। (৭৩৫৫)
সকরুণে কান্দে রাধা মজিয়া বিরহে॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্দে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥ (৭৩৬০)

[শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার বিলাপ]

রাগ সিন্ধুড়া।

" সই গ পরাণ বিদরে[১৮]।
আমা ছাড়ি কালাচান্দ গেলা মধু-পুরে[১৯]॥ ধ্রু।
কাহাতে কহিমু দুঃখ—কেবা মরম জানে।
না দেখিয়া কালাচান্দ কি করে পঁরাণে[২০]॥

---

(১) 'গোবিন্দের বাক্য হেন' খ; 'গোবিন্দ হেন বাক্য' ঘ; (২) 'শ্রীমতীরে' ক; 'তখনে না' খ; (৩) 'আলস' ক; (৪) 'শোকে কান্দে গলে ধরি' খ; 'বিরহে মজিল' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় ঘ-পুথিতে নাই। (৫) 'মোর নিবেদন' গ; (৬) 'গেলা নারায়ণ' গ; (৭) 'বিরহের কথা' খ, ঘ; (৮) 'অগ্নি-সম জ্বলে' ক; 'জ্বলে অতিশয়' গ; (৯) 'ভূমিত পড়য়' গ; 'ব্যস্ত হৈলা' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় খ ও ঘ-পুথিতে নাই। (১০) 'দিয়া' ক; (১১) 'বধু তুমি কেনে কান্দ' ঘ; (১২) 'করয়ে' গ; (১৩) 'অচেতন হৈয়া' ক; চৈতন্য পাইয়া' খ, ঘ; 'শ্রীমতী বোলয়ে' ইত্যাদির পূর্ব্বে ক ও গ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা—'তিমিরারি অস্তঙ্গত ('অস্ত হৈল' গ) হৈল ঘোর ('ঘোরতর' গ) নিশি। যুড়িল বিলাপ তাতে রাধিকা রূপসী॥' (১৪) (১৫) 'মনে না আছিল' ক; (১৬) 'ছাড়ি মোরে' গ; (১৭) 'চণ্ড' গ;

(১৮) (১৯) 'আমা ছাড়ি প্রাণ-নাথ মধু-পুরে গেল সজনি' ক;

'আমা ছাড়ি প্রাণ-নাথ গেল মধু-পুরে।
হের ল সজনি সই—প্রাণ সে হনে বিদরে॥' খ;
'আমা ছাড়ি প্রাণ-নাথ রৈল মধু-পুরে।
না দেখিয়া কালাচান্দ প্রাণ মোর ঝুরে॥' ঘ;

(২০) 'কি ফল জীবনে' ঘ; 'বিফল জীবনে ক;

কি করিলে কি হইব[১] একই[২] না বুঝি (৭৩৬৫)
কাহ্নু-দরশন হোক[৩] —এই বর খুজি ॥
কত বা ঝুরিমু[৪] আমি হৈয়া কুল-বধূ।
গরল থুইয়া কাহ্নু[৫] লৈয়া গেল মধু॥
কতেক ভরসার বন্ধু—সেহি বাসে ভীন।"
রাধার করুণা[৬] কহে ভবানন্দ দীন ॥ (৭৩৭০)

রাগ মোহন।

"সজনি সই—
আপনা খোয়াইতে কেনে[৭] পিরিতি বাঢ়াইলু।
যতেক মাধুরি ছিল অখনে গরল হৈল[৮]
আপনারে আপনে খাইলু ॥ ধ্রু।
বন্ধু গেলা মধু-পুরে কি মোর পরাণ ঝুরে[৯] (৭৩৭৫)
কেমনে রহিমু একাকিনী।
জাতি-কুল-যৌবন[১০] দিয়া তে কেনে বাঢ়াইলু নেহা[১১]
তখনে এমত যদি জানি ॥
চিত্ত নিবারিতে নারেঁ[১২] আকুল হইয়া মরেঁ[১৩]
প্রেম-আগুনি কত সৈমু। (৭৩৮০)
তেজি কুল-ভয়-লাজ কি মুই করিলু কাজ[১৪]
এহি দুঃখে যোগিনী হইমু ॥

কি মোর করম-ফলে বিরহ-আনল জ্বলে[১৫]
ছাড়ি গেল কাহ্নু প্রাণ-পতি[১৬]।
জীবন-যৌবন দিয়া[১৭] তখনে বাঢ়াইলু নেহা[১৮] (৭৩৮৫)
অখনে হইব কোন গতি ॥
মুই যদি এমত জানু নিদয়া হইব[১৯] কাহ্নু
তে কেনে বান্ধিতু[২০] প্রেম-ফান্দে।
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
বিরহে মজিয়া[২১] রাধা কান্দে ॥ (৭৩৯০)

রাগ নাগুদ।।

পিরিতের আগুন নিবে না লো সদায় জ্বলিয়া উঠে।
বনের আগুন নিবে—মনের আগুন নাহি টুটে[২২] ॥ধ্রু
পিরিতি বাঢ়াইলু যবে হেন নাহি জানু[২৩]।
মায়া-জালে বন্দী মোরে কৈল কালা-কাহ্নু[২৪]॥
ঝুরিতে ঝুরিতে মোর তনু-খানি টুটে[২৫]। (৭৩৯৫)
ভুষের আগুনি যেন জ্বলি[২৬] জ্বলি উঠে ॥
বিষম পিরিতি যদি জানিতু তখনে।
তে কেনে আপনা-তনু দহিতু আপনে[২৭] ॥

(১) 'কহিব' ক,খ; (২) 'এক' গ; (৩) 'মাত্র' ক,খ; 'কি করিলে' ইত্যাদি শ্লোক ঘ পুথিতে নাই। (৪) 'সহিমু' ঘ; (৫) 'রাখিয়া গরল হরি' ক, খ, ঘ, (৬) 'বিরহ' ক; গ; সম্বাদ খ; (৭) এই গীত-টী খ ও ঘ-পুথিতে নাই। 'কেন বা আপনা দিয়া' ক; (৮) 'যতেক মাধুরি' ইত্যাদি চরণের স্থলে 'হইল কুলিশ সে(হে)ন, অমৃত গরল সে(যে)ন' ক; (৯) 'করম-ফলে' গ; (১০) 'যৌবন জাতি' ক; (১১) 'তে নাকি বাঁড়াইতু' ক; (১২) 'নারি' ক; (১৩) 'মরি' ক; (১৪) 'কি মোর করম-ফলে, বিরহে অনল জলে' ক;

(১৫) তেজি কুল ভয় লাজ, কি মুই করিলু কাজ' ক; (১৬) 'ছাড়িয়া' আপনা কুল পতি' ক; (১৭) 'প্রাণপণ করিয়া' গ, (১৮) 'পিরিতি বাঢ়াইলু, কিয়া' ক; (১৯) 'নিঠুর' ক; (২০) 'বাঢাইতু' গ; (২১) 'ঝুরিয়া' ক;
(২২) 'মনের আগুনি, কি হয় না জানি
প্রাণ-খানি কিবা ফুটে।' ক;
এই গীত-টী খ ও ঘ-পুথিতে নাই; গ-পুথিতেও লিপি-করের ভ্রমে 'পিরিতি বাঢ়াইলু' ইত্যাদি শেষ-অংশ ও পরবর্ত্তী গীত-টী তৎপরবর্ত্তী পয়ারের 'বয়োধিকা' ইত্যাদি শ্লোকের পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। (২৩) 'এমত পিরিতি হেন তখন (না) জানু' ক; (২৪) 'মায়া জাল পাতিয়া (মোরে) বন্দী কৈল কানু, ক; (২৫) 'প্রাণ-খানি ফুটে' ক; (২৬) 'সদায়ে' ক; (২৭) 'আপনার তনু-খানি দহিল আপনে' ক;

অঙ্গারের প্রায় মোরে কৈল দীন-বন্ধে[১]।
পিরিতি বিষম—বোলে দীন ভবানন্দে ॥ (৭৪০০)

রাগ নট্ট।

"সজনি সই—
কাহ্নুরে জানিলু মুই ভালে[২] ॥
সহজে শরত শেষ হেমন্ত[৩] পরবেশ
মোরে ছাড়ি গেলা হেন কালে ॥ ধ্রু।
শুন হে[৪] পরাণ-সই তোমাতে মরম কই (৭৪০৫)
মোর চিত্ত দহে অনুক্ষণ[৫]।
দিন যেন অর্ক হীনে নিশি যেন[৬] চন্দ্র বিনে
তেন হৈল রাধার[৭] জীবন ॥
মধু-পুরে গেল বন্ধু ভাসাইয়া বিবেক-সিন্ধু
না[৮] জানি আইসে কত দিনে। (৭৪১০)
ভরিয়া যুগল[৯] আঁখি নিরবধি চাইয়া থাকি
কেমতে বঞ্চিমু শ্যাম[১০] বিনে ॥
যথা গেলে লাগ[১১] পাই সেহি খানে[১২]চলি যাই
শুন[১৩] সখি তোর পায়ে ধরোঁ।"
দীন ভবানন্দে কহে "বন্ধু বিনে প্রাণ দহে[১৪](৭৪১৫)
গরল ভক্ষিয়া মুই মরোঁ ॥"

পদ-বন্ধ।

এহি-মতে কান্দে রাধা লোটাইয়া ধরণী[১৫]।
নয়নের জল বহে মুকুতা-গাঁথুনি ॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে[১৬]—গড়াগড়ি যায়[১৭]।
ভাবিয়া বিষাদ রাধা[১৮]কান্দে উচ্চ-রায়[১৯]॥ (৭৪২০)
সকরুণ-ভাবে কান্দে বিলাপ করিয়া[২০]।
ত্রিভুবন আকুলিত বিলাপ শুনিয়া[২১]॥
এক-ঠাঞি স্বর্গ-বাসী যত[২২]দেব-গণ।
রহিয়া নীরবে তারা শুনয়ে ক্রন্দন[২৩] ॥
পাতালের নাগ আর দৈত্য-লোক[২৪] শুনে। (৭৪২৫)
সর্ব্ব-লোকের অশ্রু-পাত হয় সকরুণে ॥
কেবল বিবেক-সিন্ধু করুণা[২৫] রাধার।
ভবানী কান্দয়ে শুনি করুণা যাহার ॥
শচী রোহিণী আর মুনি-পত্নী-গণে।
বিলাপ করিয়া কান্দে রাধার ক্রন্দনে[২৬] ॥ (৭৪৩০)
কাননের পশু-পক্ষী কান্দে ঊর্দ্ধ-মুখে।
ধেনু বৎস তৃণ-পানি[২৭] না খায় এহি দুখে ॥
কল-রব না করে যতেক[২৮] বিহঙ্গম।
রাধার করুণে পিকে তেজিল পঞ্চম ॥
ধরণী[২৯] বিদার হয় সে বিলাপ শুনি। (৭৪৩৫)
সমাধি ছাড়য়ে ধ্যান-ভঙ্গ হৈয়া মুনি[৩০]॥

(১) 'বিশেষ সৎকারি (?) হৈয়া জানি দীনবন্ধে' ক; (২) 'কানু মুড়েরে মুই জানু ভালে ভালে' ক; এই গীত-টী খ ও ঘ-পুথিতে নাই। (৩) 'শিশির হৈল' গ; (৪) 'হের' ক; (৫) 'চিত্ত জানহ অখন' ক; (৬) 'নিশি-তম' ক; (৭) 'আমার' ক; (৮) 'কিবা' ক; (৯) 'দুইটি' ক; (১০) 'স্বামী' ক; (১১) 'বিষ' ক; (১২) 'দেশে' ক; (১৩) 'কহ' ক; (১৪) 'পরাণে বা কত সহে' ক; (১৫) "এহি মতে সুবদনী কান্দে দীর্ঘ-রোলে। সর্ব্বাঙ্গ তিতিয়া গেল নয়ানের জলে ॥" গ; (১৬) 'বৈসে' গ, ঘ; (১৭) 'গড়াগড়ি পাড়ে' ক, গ; 'গড়াগড়ি বাহে' খ; (১৮) 'ভাবিয়া বিরহে রাধা' খ; (১৯) 'দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে' ক, গ; 'কান্দে উচ্চ-রায়ে' খ; (২০) 'কান্দে রাধা সুবদনী' গ; (২১) 'ভুবন আকুল হয় সে বিলাপ শুনি' গ; (২২) 'হৈয়া' ক, খ, ঘ; (২৩) 'বিরহিত হয় তারা শুনিয়া কান্দন' গ; (২৪) 'দৈত্য নাগ আদি করি যত জনে' গ; 'পাতালের দৈত্যারি দেবগণে' ক; (২৫) 'ক্রন্দন' ক, খ। (২৬) 'রাধার করুণে' ক, গ; 'অতি সকরুণে' খ; (২৭) 'জল' গ; (২৮) 'কলরব ছাড়িলেক যত' গ; (২৯) 'মেদিনী' গ; (৩০) 'সমাধি তেজিয়া ধ্যান ভঙ্গ হয় মুনি' খ, ঘ; 'সমাধি তেজিয়া ধ্যান ভাঙ্গে মহামুনি' ক;

যমুনা কল্লোল তেজে[১],—স্রোত বহে ধীর।
না চলে রবির ঘোড়া—শুনে হৈয়া স্থির[২] ॥
ক্রন্দন শুনিয়া হৈল সমীর স্তকিত[৩]।
অচেতন চেতন হৈল[৪]—চেতন মূর্চ্ছিত ॥ (৭৪৪০)
প্রসিদ্ধ করুণা-সিন্ধু শুনিয়া ক্রন্দন।
সূপ-কার[৫] যত জন তেজিল রন্ধন ॥
কাম-কলা-কৌতুকেত[৬] যেহি জনে শুনে।
শিথিল[৭] হইল চন্দ্র রাধার করুণে ॥
গোকুলে আছিল যত গোপের বনিতা। (৭৪৪৫)
রাধার ক্রন্দন[৮] শুনি আসিলেক তথা ॥
যশোদা রোহিণী আদি যতেক গোপিনী[৯]।
বিমলা আসিলা তথা—রাধার জননী ॥
বয়োধিকা নব-বয়া[১০] বনিতা সকল[১১]।
রাধার মন্দিরে আসি কান্দিয়া বিকল[১২] ॥ (৭৪৫০)
সকলে বিষাদ ভাবি করয়ে ক্রন্দন[১৩]।
শান্ত করিতে রাধাকে[১৪] নাহি কোন জন ॥
কান্দিতে কান্দিতে সব হৈল আকুলিত[১৫]।
নিশি অবসান হৈল রাধার পুরীত ॥
আঁখিতে পোহাইল নিশি শোকে হাকুলাইতে[১৬]। (৭৪৫৫)
বিষাদ ভাবিয়া ঘরে[১৭] গেলেন প্রভাতে[১৮] ॥
একাকী রহিলা[১৯] রাধা হৈয়া[২০] বিরহিত।
ঝুরিতে দারুণ-শোকে[২১] হইলা মূৰ্চ্ছিত ॥

[হরিবংশের রহস্য-কথন]

তবে জন্মেজয় পুছে যোড়ি দুই কর।
"তার পাছে কি হইল কহ মুনি-বর[২২] ॥" (৭৪৬০)
মুনি বোলে "শুন রাজা পুরাণ-বিহিত।
সঙ্ক্ষেপে রাধার দুঃখ কৈলু যে কিঞ্চিত[২৩] ॥
দিন দুই চারি হরি থাকি মধু-পুর।
বিনাশ করিলা তথা কংস মহাসুর ॥
অতি-প্রিয় শিষ্য মোর বৈশম্পায়নে[২৪]। (৭৪৬৫)
সে সকল কথা পূর্ব্বে কহিছে তোমা-স্থানে ॥
শুনিলে বারেক—অতি ভক্তি নাহি রয়।
কংস-বধ বিস্তারি না কৈলু জন্মেজয় ॥
সঙ্ক্ষেপে কহিলু মাত্র—মৈল রাজা কংস।
তার পর যেই কথা—সে-ই হরিবংশ[২৫] ॥" (৭৪৭০)
রাজা বোলে—"পূর্ব্বে তোমাত কৈলু নিবেদন।
ক্রমাগতে ভাগবত শুনিতে কারণ[২৬] ॥
কৃপা-যুক্ত হৈয়া প্রভু[২৭] ভাবিলা আপনে।
আজ্ঞা করিলা কহিতে বৈশম্পায়নে[২৮] ॥

---

(১) 'টুটে' ক; 'উঠে' খ; 'যমুনা কান্দন করে' গ; (২) 'না চলে রবির রথ শুনি হয় স্থির' গ; (৩) 'শশী স্থকিত' খ; 'সমাই চকিত' ঘ; (৪) 'অচেতনা চেতন হয়' গ; (৫) 'সুকপারি' (সূপ-কারী?) গ; (৬) 'কাম-কলা-রস তেজে' গ; (৭) 'তাপীত' গ; (৮) 'কান্দন' গ; 'করুণা' ঘ; (৯) 'যত গোয়ালিনী' ক, গ, ঘ; (১০) 'নব-যুবা' খ; 'নব যুআ' ঘ; (১১) 'বয়াধিকা আদি করি যত নারী-গণ' গ; (১২) মন্দিরে গিয়া করয়ে কান্দন' গ; (১৩) 'বিষাদ ভাবি কান্দিয়া আকুল' গ, (১৪) 'শান্ত করাইতে রাধা' খ; 'শান্ত করিবার রাজা' ক; 'শান্ত করিবার নারে সকলে ব্যাকুল' গ; (১৫) 'হইলা মোহিত গ; (১৬) 'শোকে আকুলিত' গ; 'শোকাকুল হৈয়া' খ; (১৭) 'সমাই' ক, 'প্রভাতে গেলেন ঘরে বিষাদ ভাবিয়া' খ; (১৮) 'চলিলা তুরিত' গ; (১৯) 'হইল' ঘ; (২০) 'শোকে' ঘ; (২১) 'ঝুরিতে পরাণ ফাটে' গ। (২২) 'যোগেশ্বর' গ; (২৩) 'যোগেশ্বর' গ; (২৪) 'যৎকিঞ্চিত' ক; 'ঝুরিতে' পরাণ ফাটে হইয়া মূৰ্চ্ছিত (!?)' গ; এই শ্লোকের স্থলে—

'মুনি বোলে শুন রাজা পুরাণ-বিবরণ।
সঙ্ক্ষেপে কহিল রাধার দুঃখের কথন ॥' ঘ;

(২৪) 'মুখ্য শিষ্য আমার কহিছে তোমার স্থানে।
ক্রমাগত ভাগবত শুনিছ আপনে ॥' গ;

'শুনিলে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (২৫) 'ইহার পরে যে হৈছে সেহি হরি বংশ' ঘ; (২৬) 'শুনিবার ইচ্ছা বড় পুণ্য বিবরণ' ক, খ, ঘ; (২৭) 'গোসাঞি' গ; (২৮) 'আজ্ঞা কৈলা কৈব শিষ্য মোর বৈশম্পায়নে' ঘ;

শুনিলু অশেষ-পুণ্য নানা ধর্ম্ম-তত্ত্ব[১]। (৭৪৭৫)
কেনে হরিবংশ তাজ্ঞি না কৈলা ই-মত ॥"
মুনি বোলে "শুন রাজা স্থির করি মন।
গুহ্য-অতিগুহ্য[২] হরিবংশ-বিবরণ ॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র গীতা ভাগবত[৩]।
শিষ্য সকলেরে পঢ়াইলু নানা-মত[৪] ॥ (৭৪৮০)
হরিবংশ শিষ্য সবে না জানে[৫] যে নিমিত্ত।
সেহি বিবরণ শুন হৈয়া এক-চিত্ত ॥
এক দিন শ্রীকৃষ্ণ[৬] আমার ঘরে আসি।
কহিলেন মোর ঠাঞি মৃদু-মৃদু হাসি ॥
রাধার আমার প্রেম বর্ণিছ আপনে। (৭৪৮৫)
এহি কার্য্য করিবা যেন অন্যে না বাখানে[৭] ॥
একান্ত ভক্তিয়ে যদি শুনে কোন জনে[৮]।
তবে মোর প্রীত যদি[৯] বাখান আপনে ॥
ভক্তি করি শুনে—অন্য দিগে চিত্ত নহে[১০]।
অঘোর নরক তেজি স্বর্গ-পুরে রহে[১১] ॥ (৭৪৯০)
মৃত্যু-কালে শুনে যদি দড়[১২] ভক্তি করি।
বৈকুণ্ঠেত যায়[১৩] চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি[১৪] ধরি ॥
ইঙ্গিত করিয়া শুনে জানিয়া রহস্যে[১৫]।
অশ্বমেধ করিলেও নরকে ত বসে[১৬] ॥"*
এহি বোলি অন্তর হইলা[১৭] জনার্দ্দন। (৭৪৯৫)
কহিলাম জন্মেজয় পূর্ব্ব-বিবরণ[১৮] ॥"
ভক্তি-পুরস্কারে[১৯] রাজা পুছে পুনর্ব্বার।
"তবে রাধা কি করিলা কহ সমাচার ॥"

[নন্দ প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণ বিনা প্রত্যাগমন]

পদ-বন্ধ।

মুনি বোলে—"কংস রাজা হইলে প্রলয়।
গোবিন্দে করিলা বাপ মাও পরিচয় ॥ (৭৫০০)
উগ্রসেন রাজা হৈল মথুরা-নগরে।
পুত্র মারি বাপ রাজা কৈলা গদা-ধরে ॥"
রাজা বোলে—"মুনি-বর করোঁ নিবেদন।
গোবিন্দ না হইলা রাজা কেমন[২০] কারণ ॥"
মুনি বোলে—"সাবধানে শুন নর-বীর[২১]। (৭৫০৫)
যদু-বংশে নহে রাজা[২২]—শাপ যযাতির ॥*
জৈমনি অবশ্য কৈয়া থাকিব[২৩] ভারতে।
যে কথা পুছিলা রাজা[২৪] শুন সাবহিতে[২৫] ॥
হরিষ-বিষাদ নন্দ-আদি গোপ গণে।
কর দিয়া আসিলেক আপন-ভবনে ॥ (৭৫১০)
সায়ং-কালে আসিলেক যার যার ঘরে।
সকল কহিল নন্দে—যশোদা-গোচরে ॥

---

(১) 'তার মুখে শুনিলু পূর্ব্বাপর সমাচারে।
কেনে হরি বংশ তাঞি না কৈলা আমারে ॥"গ; (২) 'গুহ্যাতিগুহ্য' ক, খ; 'গুহ্যের অতি গুহ্য' গ; 'অতি বড় গুহ্য' ঘ; (৩) সকলই কীর্ত্তি (কৃতি) মোর গীতা-ভাগবত' ক; 'সকল হি কৃত' ইত্যাদি খ; 'সকল কৃত মোর ভাগবত গু..' ঘ; (৪) 'নানা স্থান' ঘ; (৫) শিষ্যকে না জানাইলু' গ; (৬) 'একক হইয়া কৃষ্ণ' গ; (৭) 'ভক্ত জানি এই সব কহিবা যতনে' গ;
(৮) 'একান্ত ভক্তিয়ে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৯) 'প্রিয় হয়' ক, ঘ; ইহা ও পরবর্ত্তী সাতটী শ্লোক খ-পুথিতে নাই। (১০) 'ভক্তিয়ে বা (না?) শুনে অন্য-দিগে চিত্ত যায়।' ঘ; (১১) 'অঘোর নরকে সেহি অধোগতি পায়' ঘ; (১২) 'দিঢ়' গ; (১৩) 'রহে' গ; (১৪) 'রূপ' ক, ঘ;

(১৫) 'ইঙ্গিত করিয়া শুনে জানি মোর বাস (রাস?)' ক; 'বাস' স্থলে আশ' খ; 'ভক্তি করি শুনিলে আমার ক্রীড়া-রস' গ; (১৬) 'অশ্বমেধ হনে পুণ্য জানিও বিশেষ' গ; (১৭) 'অন্তর্দ্ধান হৈলা' গ; (১৮) 'কহিলু হস্তিনার পতি ('হস্তিনা-নাথ' ক) সব ('পূর্ব্ব' ক;) বিবরণ' ক, গ; (১৯) 'ভক্তি-পূর্ব্বকে' গ; (২০) 'কিসের' খ, গ; (২১) 'কুরু-বীর' গ; 'মুনি বোলেন রাজা শুন হৈয়া স্থির' ঘ; '(২২) "যদু বংশে রাজা নাই' খ; (২৩) 'অবশ্য তারে শুনাইয়াছে ভারতে' গ; (২৪) 'কথা কহিলা মোতে' ক, খ; (২৫) 'কথা পুছিলা আমাত' ঘ;

বিষাদ ভাবিয়া তবে যশোদা-সুন্দরী।
কান্দিয়া বিকল হৈলা রাম কৃষ্ণ স্মরি ॥
কংস-বধ শুনি মাত্র[1] হরষিত মন। (৭৫১৫)
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে কাহ্নুর কারণ ॥
আইমনে জননীত কহিলা কাহিনী।
চিন্তিত হইল বুঢ়ী এ সকল শুনি ॥
তবে মায়ে-পুত্রে তারা করিলা যতন।
সুন্দরী রাধার তেহুঁ[2] না হয় চেতন ॥ (৭৫২০)
তবেত আইমনে বোলে "শুনহ কামিনি।
"আসিছে গোবিন্দ হোর—চক্ষু মেল খানি ॥"
চৈতন্য পাইয়া চক্ষু মেলে সুবদনী।
"কোথা রৈলা[3] প্রাণ-নাথ কহ কহ[4] শুনি ॥"
আইমনে বোলে—"রাধা কি পুছহ আর[5]। (৭৫২৫)
কংস মারি রাজা কাহ্নু হৈল মথুরার[6] ॥
নন্দ-যশোদার পুত্র নহে ভগবান।
বসুদেব বাপ—দৈবকী মাও তান ॥
রাজা হৈয়া রৈলা বাপ-মায়ের সদন[7]।
না জানি তোমার ভাগ্যে কি আছে অখন ॥"(৭৫৩০)
আইমনের মুখে কথা শুনি বিসদৃশ[8]।
রাধার মস্তকে যেন পড়িল কুলিশ[9] ॥
মুখেত না আইসে রাও[10] স্তব্ধ হৈয়া রৈল।
আচম্বিত মুণ্ডে যেন পড়িলেক শৈল[11] ॥
ক্ষেণেকে সম্বিত[12] পাইয়া আকুলিত মন। (৭৫৩৫)
বিষাদ ভাবিয়া রাধা করয়ে ক্রন্দন ॥

রাগ করুণা ভাটীয়াল।

কান্দে বিরহিনী রাধা করিয়া করুণ।
"জীতে[13] কত বিসরিমু শ্যাম-বন্ধুর[14] গুণ ॥ ধ্রু।
কি মুই শুনিলু কথা হৈল[15] বজ্রাঘাত।
অখনে জানিলু দঢ় রৈল প্রাণ-নাথ[16] ॥ (৭৫৪০)
আমি হনে[17] ভাল নারী মথুরাতে পাইব।
বাপ মাও ছাড়ি কেনে গোকুলে[18] আসিব ॥
অখনে সে সবিশেষ জানিলু সকল[19]।
পরাণ তেজিমু আমি[20] ভক্ষিয়া গরল ॥
কত বা বুরিমু আমি[21]—তনু হৈল খীন ॥" (৭৫৪৫)
হরি-দরশনে[22] কহে ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ।

এহি মতে বিলাপ করয়ে সুবদনী।
তখনে হইল রাজা প্রবীণ রজনী ॥
কান্দিয়া গোঙাইল নিশি এ চারি প্রহর।
বিরহ-আনলে তনু দহে নিরন্তর ॥ (৭৫৫০)
শোকে আকুলিত[23] রাধা কান্দে নিরবধি।
দুই-টী আঁখির জলে বহি যায় নদী ॥
এই মতে বিলাপ করয়ে সুবদনী[24]।
ধারা-শ্রবনে চক্ষুর পড়ে পানি ॥
শয়ন ভোজন নাহি—নাহি গৃহকাম। (৭৫৫৫)
আকুলিত হৈয়া রাধা[25] কান্দে অবিশ্রাম ॥

---

(১) 'সব' গ; (২) 'তথাপি সুন্দরী রাধার' গ; (৩) 'গেলা' গ; (৪) 'চাহি' ক, খ, গ; (৫) 'পুছসি আর' খ; 'পুছসি বাত' গ; (৬) 'কংস মারি উগ্রসেন রাজা মথুরাত' গ; (৭) 'বাপ মাও দরশন' গ; (৮) আকস্মাত' ক, খ; (৯) 'পড়িল ('হৈল' খ;) বজ্রাঘাত' ক, খ; 'আইমনের' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (১০) 'মুখে না নিস্বরে (নিঃসরে) বাক্য' গ; (১১) 'যেন ভাঙ্গি পড়ে শৈল' ক; 'যেন বজ্র পড়িল' গ; এই শ্লোকটী খ-পুথিতে নাই। (১২) 'স্বস্তি' গ; (১৩) 'চিত্তে' ক, খ; (১৪) 'কালাচান্দের' ক, খ, ঘ; (১৫) 'পড়িল' খ, ঘ; (১৬) 'মথুরাত' খ; (১৭) 'আক্ষা' হতে' ঘ; (১৮) 'এপাতে' গ; (১৯) 'আমাকে ছাড়িলা বন্ধু জীবন কি ফল' গ; 'ইহ ('এই' খ) ভাল সবিশেষ' ইত্যাদি ক, খ; (২০) 'অপনে মরিমু দঢ়' গ; (২১) 'কত বা সহিমু দুঃখ' গ, (২২) 'রাধার সম্বাদ' গ; (২৩) 'আকুলী' ক; 'বিরহিত' ঘ; (২৪) 'এই মতে' ইত্যাদি শ্লোক ক, খ ও ঘ-পুথিতে নাই;—কেবল গ-পুথিতে আছে। (২৫) হৈল' ক, ঘ।

[শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণকে স্বপ্নে দর্শন]

পদ-বন্ধ।

এহি মতে সপ্তাধিক শত দিন গেল[১]।
ঘোর নিশি-যোগে রাধা স্বপন দেখিল ॥
পরিধান করিয়াছে পীত বসন।
নব-জলধর-অঙ্গ[২] কৌস্তুভ-ভূষণ ॥ (৭৫৬০)
কদম্ব-বকুল-মালা মালতী দোসর।
কস্তুরী-চন্দন-বিরাজিত কলেবর ॥
ললাটে চন্দন তাতে আবিরের বিন্দু।
রাহুর গ্রাসেত[৩] যেন দিন-মণি ইন্দু ॥
চূড়ায়ে কুসুম-কুল[৪] অলি লাখে লাখে[৫]। (৭৫৬৫)
সমীরে গমন করে ক্রৌঞ্চ-রথ-পাখে[৬]।
সর্ব্বাঙ্গে ফুলের বেণু কটিতে কিঙ্কিনী।
রাঙ্গা-পদে সুললিত[৭] ঝঙ্করাজ-ধ্বনি ॥
ইন্দ্র-ধনু জিনি ভুরু—কামের কামান[৮]।
অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে যেন বরিখে চোখা বাণ[৯] ॥ (৭৫৭০)
সুরঙ্গ অধর-ওষ্ঠ হস্তেত মুরলি।
রাধার বিছানে[১০] আসি বসিলেন হরি ॥
কাম-কলা-রসে মজি করিয়া[১১] রমণ[১২]।
যমুনার ঘাটে হরি করিলা গমন ॥
স্বপনে গেলেন রাধা[১৩] জল আনিবার। (৭৫৭৫)
তরু-মূলে[১৪] পাইয়া কানু[১৫] ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার ॥
মেলিল নয়ন রাধা নিশি-অবসানে।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে না দেখিয়া তানে[১৬] ॥
করুণা করিয়া কান্দে রাধা রসবতী।
দেখিতে আইলা তথা সুন্দরী শ্রীমতী ॥ (৭৫৮০)
দুই সই গলাগলি কান্দিয়া বিস্তর।
রজনীর দুঃখ কহে সখীর গোচর ॥
"শুন হোর[১৭] প্রাণ-সই কহোঁ বিবরণ।
আজি নিশা-কালে মুই দেখিলু স্বপন ॥"

রাগ শ্যাম গড়া।

"হের ল সজনি সই[১৮]— (৭৫৮৫)
স্বপনে কানুর[১৯] সনে হৈল দরশন।
হারাইলু অভাগিনী[২০] মেলিয়া নয়ন ॥ ধ্রু।
রসে মজাইল মোরে অধর-সুধা-পানে।
পীঠ দিয়া রৈলু মুই মনের গুমানে ॥
মিনতি করিয়া বন্ধু ধরে মোর করে[২১]। (৭৫৯০)
কাম-কলা-রসে বন্ধু[২২] বশ কৈল মোরে।
নয়ান মেলিয়া না দেখিয়া প্রাণ ফাটে।
স্বপনে পাইলু[২৩] গিয়া যমুনার ঘাটে ॥

---

(১) এই পয়ারের শ্লোকগুলি ও উহার পরবর্তী 'হের ল সজনি সই' ইত্যাদি গীত-টী খ-পুথিতে নাই। (২) 'শ্যাম' গ; (৩) 'রাহুয়ে গ্রাসিছে' গ; (৪) 'কুসুম-মধু' ঘ; 'কুসুমের মালা' গ; (৫) 'অলি' ইত্যাদির স্থলে 'দিব্য মণি মাথে' গ; (৬) 'সমীরে গমন করে ত্রৈলোক্য পতপাস্ত (?)' ক; 'সরিরে গমন করে ক্রৌঞ্চ-রথ-পাখে' ঘ; 'দেখিলে নাগরী মোহে কি কহিমু তাতে ॥' গ; (৭) 'সুমধুর' ক; (৮) 'ইন্দুর বরণ দেখি কামের কামান' গ; 'ইন্দুর বরণ ভুরু অপাঙ্গ-ইঙ্গিত' ঘ; (৯) 'যেন বরিসয়ে চোখা বাণ যুবতীর চিত্ত' ঘ; (১০) 'সাক্ষাতে' ঘ; (১১) 'করিলা' ঘ; (১২) 'করিয়া মন' স্থলে 'আছে নারায়ণ' গ;

(১৩) 'স্বপ্নে তবে রাধা গেল' গ; (১৪) 'বৃক্ষ-তলে ঘ; (১৫) 'পাইয়া কানু' স্থলে 'ধরি কৃষ্ণে' গ; (১৬) 'না দেখিয়া তানে' স্থলে 'করিয়া করুণ (?)' ঘ; (১৭) 'হোর' ক; 'শুন' ঘ; (১৮) 'হের ল' ইত্যাদি চরণ গ-পুথিতে নাই। (১৯) 'বন্ধুর' গ; (২০) 'খোয়াইনি' গ; (২১) 'বন্ধু' ইত্যাদি স্থলে 'মোর চরণেত ধরে' ক; '(বন্ধু)' বোলেন মধুরে' ঘ; (২২) 'কাম-কলা-রস-দানে' ক, ঘ; (২৩) 'দেখিলু' গ;

দীন-হীন ভবানন্দে সুন্দরীকে বোলে।
"কহ কি বেহার কৈলা গোবিন্দের ওলে॥"(৭৫৯৫)

তথা রাগ।

"স্বপনে যমুনা গিয়া বন্ধুরে দেখিলু।
কাম-কলা-রসে মজি[১] হেরিয়া রহিলু॥ ধ্রু।
অমিয়ার ধারা বাঁশী বায় সুললিত[২]।
বরিখে মদন-বাণ[৩] অপাঙ্গ-ইঙ্গিত॥
অনিমিখে চাইয়া রৈলু স্থকিত[৪]-নয়ানে। (৭৬০০)
ঘুচাইল সমাধি মোর দক্ষ-সুতা-পানে॥
অন্তর হইল বন্ধু পরিহরি ইন্দু।
মেলিয়া লোচন ডুবি রৈলু কাম-সিন্ধু॥"
ভণয়ে[৫] অধম ভবানন্দ দীন-হীনে[৬]।
আসিব গোবিন্দ-দূত তোর শুভদিনে[৭]॥ (৭৬০৫)

পদ-বন্ধ।

কান্দিয়া সুন্দরী রাধা শ্রীমতীতে কহে।
গলাগলি দুই সখী মজিয়া বিরহে[৮]॥
বিস্তর করুণা[৯] করে ভাবিয়া সন্তাপ।
শ্রীমতী কহয়ে "সই না কর বিলাপ[১০]॥
সর্ব্বথায় মিথ্যা নহে স্বপ্নের বৃত্তান্ত[১১]। (৭৬১০)
অবিলম্বে অবশ্য আসিবা রাধা-কান্ত॥
যদি বা বিলম্ব তান হয় কদাচিত।
মুই মধু-পুরে যাইয়া আনিমু নিশ্চিত॥
কান্দিয়া বিকল সই শোক ভাব কিয়া[১২]।
দিনু দুই চারি থাক চিত্তে ক্ষেমা দিয়া[১৩]॥"(৭৬১৫)
এতেকে রাধাকে তবে দিয়া পাতিয়ান[১৪]।
শ্রীমতী-সুন্দরী গেলা আপনার স্থান॥

[উদ্ধব-সংবাদ]

পদ-বন্ধ।

তবে গুণবতী রাধা বিষাদ ভাবিয়া।
নিকুঞ্জ-মন্দিরে রৈলা শয়ন করিয়া॥
অষ্টাধিক শতেক দিবস হৈল গত। (৭৬২০)
শুন চন্দ্রবংশ-রাজা মহা-ভাগবত॥
উদ্ধবের ঘরে আসি প্রভু নারায়ণ।
আচম্বিত রাধিকারে হইল স্মরণ॥
সর্ব্ব-ভূতময় প্রভু[১৫]লীন তিন-লোকে[১৬]।
অভিপ্রায়ে জানে রাধার যত দুঃখ-শোকে[১৭]॥(৭৬২৫)
এহি বোলি[১৮]উদ্ধবের হস্তেত ধরিয়া।
কহিতে লাগিলা হরি বিনয় করিয়া[১৯]॥
"শুনহ উদ্ধব ভাই আমার উত্তর।
তোমার অবেক্ত কিছু গুহ্য নাহি মোর[২০]॥

(১) 'কাম-কলা-রস-দানে' ঘ; (২) 'আ(অ)মিয়ার রাধা (ধারা) বাঁশী' ইত্যাদি ক; 'অমৃতের ধারা' ইত্যাদি খ; 'আমিয়া রাধার নামে বাঁশী বাহে সুললিত' ঘ; 'ডাকিয়া রাধারে বাঁশী' ইত্যাদি গ; (৩) 'মদন-শর' ক; 'সুধা বরিখে চান্দে' গ; (৪) 'চকিত' ক, গ; (৫) 'কহিল' ক, খ, ঘ; (৬) 'ভণয়ে অধম মুড় (মূঢ়) ভবানন্দ দীনে।' গ; (৭) 'মিলিবা গোবিন্দ তুমি হৈলে শুভ-ক্ষণে' গ; (৮) 'দুই সখী প্রেমে মজি রহে' গ; (৯) 'বিলাপ' গ; (১০) 'সই না ভাবিও তাপ' ঘ; (১১) "সর্ব্বথায়" ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই।

(১২) 'কান্দিয়া শরীর সই নাশ কর কিয়া' ক; 'কান্দিয়া শরীর নাশ কর আজি কিসে' গ; (১৩) 'দিন দুই চারি চিত্তে থাকহ উদ্দেশে' গ; (১৪) 'এত কহি মহোদাক থুইয়া ঘরে তান' গ; (১৫) 'সর্ব্ব তনুময় হরি' ঘ; (১৬) 'জানে তিন লোক' গ; (১৭) 'জানিলেন রাধার যত দুখে' ক, খ; 'অভিপ্রায় (য়ে) জানিলা রাধার যত দুখ' গ; (১৮) 'তে কারণে' গ; (১৯) 'হরি উদ্ধব সম্বোধিয়া' ঘ; (২০) 'তোমার গুপ্ত নাহি মোর যত পূর্ব্বাপর' গ;

গোকুলেত রাধা-আছে মোর অনুভাবে[১]। (৭৬৩০)
তথা যাইয়া সান্ত্বাইয়া আসিবা উদ্ধবে[২] ॥
বিনয় করিয়া কৈও সুন্দরীর ঠাঞি।
অবিলম্বে আসি[৩] আমি—ব্যাজ কিছু নাই ॥"
উদ্ধবে প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া সেহি ক্ষণ[৪]।
দণ্ডবত হৈয়া শীঘ্র করিল গমন ॥ (৭৬৩৫)
বিমান-গমনে উদ্ধব চলিলা হরিষে।
পাইল গোকুল-পুরী দিন-অবশেষে[৫] ॥
নন্দের মন্দিরে গিয়া মিলিল উদ্ধব।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া নন্দে করিলেক স্তব[৬] ॥
নন্দ যশোদা আসি[৭] উদ্ধবের ঠাঞি। (৭৬৪০)
রাম-নারায়ণের কুশল পুছিলাঞি[৮] ॥
উদ্ধবে বোলয়ে "নন্দ কি পুছ এখন।
মথুরার রাজ-চক্রবর্ত্তী নারায়ণ ॥
শুনহ যশোদা-নন্দ জিজ্ঞাসি তোমাত[৯]।
রাধিকার পুরী কোথা—কহিবা আমাত[১০] ॥"(৭৬৪৫)
নন্দে বোলে "রাধিকার পুরী দেখ এহি।
কোন্ হেতু[১১] জিজ্ঞাসিলা—শুনিবারে চাহি ॥"
উদ্ধবে বোলয়ে "মোরে পাঠাইছে হরি।
সান্ত্বিবার আসিয়াছি[১২] রাধিকা-সুন্দরী ॥
ত্রিভুবন মধ্যে নাহি[১৩] হেন ভাগ্যবতী। (৭৬৫০)
সান্ত্বিবার পাঠাইছেন যাকে[১৪] ত্রৈলোক্যের পতি ॥"
শুনিয়া যশোদা-নন্দ আকুলিত-মন।
স্মরিয়া হরির গুণ করয়ে ক্রন্দন[১৫] ॥
এহি মতে হৈল রাজা[১৬] নিশি প্রত্যাসন।
ভোজন করিয়া উদ্ধব করিল শয়ন ॥ (৭৬৫৫)
রজনী-প্রভাত-কালে উঠিল উদ্ধব।
বিধি-মতে প্রাত-ক্রিয়া করিলেন সব[১৭]॥
হইল ঘোষণা যুড়ি গোকুল-নগরী।
রাধারে সান্ত্বিতে দূত পাঠাইছে হরি ॥
তাহা[১৮] শুনি গোকুলের যতেক-যুবতী। (৭৬৬০)
রাধার মন্দিরে গিয়া মিলে[১৯] শীঘ্র-গতি ॥
শ্রীমতী মহোদা কৈল[২০] রাধিকার ঠাঞি।
উদ্ধবে সান্ত্বিতে তোমা পাঠাইছে গোসাঞি[২১] ॥"
শুনিয়া সুন্দরী রাধা হরষিত-মন।
উঠিয়া বসিলা—কিছু[২২] প্রসন্ন বদন ॥ (৭৬৬৫)
চারি দিকে গোপ-নারী-সকলের মেলা।
মধ্যে বৈসে রসবতী রাধা চন্দ্র-কলা ॥
হেন কালে উদ্ধব রথে আরোহিয়া।
আইমন-গোপের দ্বারে মিলিল আসিয়া ॥
উদ্ধবেরে দেখি তবে আইমন-গোপে। (৭৬৭০)
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজে ভক্তি-স্বরূপে ॥
"ভক্ত-পূজ্য আসিয়াছ কেমন কারণ[২৩]।
কিরূপে আছেন হরি—কহ বিবরণ[২৪] ॥

(১) 'অনুভব' ক; 'গোকুলে রাধার সঙ্গে মোর অনুভব' গ; 'গোকুলে রাধাতে আছে মোর অনুভাব' ঘ; (২) 'তথা গিয়া শান্ত করি আসিবা উদ্ধব' ('উদ্ধবে' খ) ক, খ; 'তথা গিয়া সান্ত্বি তানে' ইত্যাদি গ; (৩) 'যাইব' ঘ; 'আসিব' ক; (৪) 'প্রভুর আজ্ঞায় তবে উদ্ধব সেই ক্ষণ' গ; (৫) 'বেলি-অবশেষে' ঘ; (৬) 'হইল প্রণব' গ; (৭) 'তবে' ক, খ, ঘ; (৮) 'গোবিন্দের কুশলবার্ত্তা আগে পুছিলাঞি' গ। (৯) 'তোমাকে' ঘ; (১০)'আমাকে' ঘ; (১১) 'কি কারণে' গ; (১২)'সান্ত করি যাইবারে' গ; (১৩) 'দেখ' গ; (১৪) 'সান্ত করি পাঠাইছে' গ; 'সান্ত্বিয়া পাঠাইছেন যাকে' ঘ; (১৫) 'শুনিয়া হরির' ইত্যাদি খ; 'গোবিন্দের গুণ স্মরি' ইত্যাদি গ; (১৬) 'যদি' গ; (১৭) 'স্তব' ঘ; (১৮) 'তাকে' ক, গ; (১৯) 'রাধিকার মন্দিরেত গেল' গ; (২০) 'মহোদা বোলয়ে তবে' গ; (২১) 'তোমাকে সান্ত্বিতে দূত পাঠাইছে গোসাঞি' গ; (২২) 'তবে' ক; 'করি' গ; (২৩) 'দণ্ডবত হৈয়া বন্দে' গ; (২৪) 'কহ কেমতে আছে দেব নারায়ণ' গ;

গোকুল ছাড়িয়া[১] রৈলা মথুরা-নগর।
রাত্রি-দিনে মন-দুঃখ দূর নহে মোর[২] ॥" (৭৬৭৫)
আইমনের ভক্তি[৩] হরির অনুভাবে[৪]।
শুনিয়া বিনয় করি বলিলা উদ্ধবে[৫] ॥
"গোবিন্দের অনুগ্রহ[৬] একান্ত তোমারে।
সান্ত্বিবারে আসিয়াছি সুন্দরী রাধারে ॥
তপে[৭] বিদ্যমান নহে শম্ভু-বিরিঞ্চির। (৭৬৮০)
হেন জনে বশ হৈল তোমার রমণীর ॥
এতেকে বাখানি[৮] তোমার সাফল্য জীবন।
সুন্দরী রাধাকে আমা[৯] করাও দরশন ॥"
উদ্ধবের বাক্য[১০] শুনি হরিষ[১১] আইমন।
হস্তে ধরি উদ্ধবেরে নিল তখন[১২] ॥ (৭৬৮৫)
সকল যুবতী সনে রাধা যেহি ঘরে।
হস্তে ধরি সেহি ঘরে নিল উদ্ধবেরে ॥
শ্রীমতী যশোদা আদি নারী চারি ভিত।
মধ্যে বসি আছে রাধা শোকে আকুলিত[১৩] ॥
মলিন[১৪] বস্ত্র পরি আছে শোকে বিরহিণী।(৭৬৯০)
নবীন মেঘেত যেন উজ্জ্বল সৌদামিনী[১৫] ॥
চারি দিগে বেষ্টিত সকল গোপ-দারা।
চন্দ্রের নিকটে যেন শোভা করে তারা[১৭] ॥

অভিপ্রায়ে উদ্ধবে চিনিল। শ্রীরাধারে[১৮]।
সম্ভ্রমে[১৯] ভূমিত পড়ি দণ্ডবত করে ॥ (৭৬৯৫)
তখনে উদ্ধবে তানে দেখিল যেমত।
শুন চন্দ্র-বংশ রাজা মহা-ভাগবত[২০] ॥
ভক্তি-পুরস্কারে[২১] যদি বন্দিলা চরণ।
লক্ষ্মী-রূপ উদ্ধবে দেখিল সেহি ক্ষণ ॥
প্রণতি করিয়া স্তুতি করয়ে উদ্ধব[২২]। (৭৭০০)
"নমোহস্তু জননি নমো লক্ষ্মী-অনুভব[২৩] ॥
নমো সিন্ধু-সুতা নমো কমলা-সুন্দরি।
বিষ্ণু-প্রিয়া বৃন্দাবনি নমো সুরেশ্বরি ॥
সর্ব্ব-জীব-তত্ত্বময়ি নাহি আদি-অন্ত[২৪]।
চরণ-পঙ্কজে মোর প্রণতি[২৫] অনন্ত ॥" (৭৭০৫)
তুষ্ট হৈয়া রাধা বোলে কোমল বচন।
"এত ক্লেশ পাও বাপ কেমন[২৬] কারণ ॥
উঠ উঠ আরে বাপ—করোঁ পরিহার।
কহ শুনি প্রভুর[২৭] কুশল-সমাচার ॥"
উদ্ধবে প্রণাম করি করে নিবেদন। (৭৭১০)
"কুশলে আছয়ে প্রভু শ্রীমধুসূদন ॥
মোকে পাঠাইছে মাও[২৭] তোমা সান্ত্বিবার।
অবিলম্বে আসিবেন—ব্যাজ নাহি আর ॥
দিব্য দিয়া কহিতে কহিছেন মোর[২৮] ঠাঞি[২৯]।
আকুলী না হৈও তেঁগো শীঘ্র আসিবাঞি[৩০] ॥(৭৭১৫)

(১) 'এড়িয়া' গ ; (২) 'রাত্রি-দিনে দাবানলে দহে তনু মোর' গ ; (৩) 'ভক্তিয়ে' ঘ ; (৪) 'অনুভব' ক ; (৫) 'উদ্ধব' ক ; (৬) 'অনুভব' গ ; (৭) 'তবে' খ ; 'যার' ঘ ; (৮) 'অনেক বাখান' গ ; (৯) 'সুন্দরী রাধার সনে' ক, খ, ঘ ; (১০) 'এ সকল কথা' ক, খ, ঘ ; (১১) 'মোহিত' ক, খ, ঘ ; (১২) 'লইল তখন' ক, খ ; 'হস্তে ধরি উদ্ধব লৈয়া চলিলা তখন' গ ; (১৩) 'ব্যাকুলিত' গ ; 'শোকে আকুলিত' স্থলে 'শোকাকুল-চিত' খ ; (১৪) 'মৈলা' ঘ ; (১৫) 'মেঘের বিজুলি যেন ঢাকে চন্দ্রমণি' গ ; 'উজ্জ্বল সৌদামিনী' স্থলে 'দেখিয়ে দামিনী' খ ; (১৬) 'ব্রজ-দারা' ক ; 'চারি দিগে ব্রজ-নারী সকল বসিছে' গ ; (১৭) 'চন্দ্রের নিকটে যেন তারা শোভি আছে' গ ;

(১৮) 'চিনিয়া শ্রীরাধারে' গ ; (১৯) 'সত্বরে' গ ; (২০) 'পুণ্য ভাগবত' গ ; (২১) 'ভক্তি-অনুরূপে' গ ; (২২) 'করিলেক স্তব' ক, খ ; 'করিল বিস্তর' ঘ ; (২৩) 'লক্ষ্মী-অবতার' ঘ ; (২৪) 'সর্ব্বভূতের জীব মাও তুমি আদ্য-অন্ত' গ ; 'সর্ব্বভূতময় জীব নাহি আদি অন্ত' ঘ ; ক-পুথিতে শ্লোক-টী অপাঠ্য। (২৫) 'প্রণাম' খ, ঘ, (২৬) 'কিসের' খ, গ ; (২৭) 'প্রভু' গ ;(২৮) 'তোমার' খ ; (২৯) 'দিব্য দিয়া আছে প্রভু তোমার গোচর' গ ; (৩০) 'আকুল না হৈও তুমি— আসিবা সত্বর' গ ;

সদায়ে তোমার গুণ করন্তি বাখান[১]।
পরিহরি রাজ-কার্য্য[২] বিরহিত-জ্ঞান ॥
কত নিবেদিমু মাও তোমার চরণে।
চিন্তিত না হৈও প্রভু[৩] আসিবা আপনে ॥"
উদ্ধবের মুখে রাধা এহি কথা শুনি। (৭৭২০)
নম্র-ভাবে কান্দিয়া বোলেন সুবদনী ॥

রাগ গান্ধার

"প্রাণের উদ্ধব কত বা কহিমু বিবরণ।
যখন ছাড়িলা প্রভু কি ফল জীবন ॥ ধ্রু।
নিশি-দিশি অবিরত প্রাণ-খানি ঝুরে।
অখনেও বোল—"প্রভু রৈল মধু-পুরে[৪]" ॥(৭৭২৫)
যাইতে কহিল—"হৈব[৫] দিন দুই-চারি।"
ভুলিয়া রহিল বাসি পাইয়া বর-নারী[৬] ॥
জানিলু জানিলু বন্ধু আর না আসিব।
ঝুরিতে বিরহে[৭] মোর প্রাণ-খানি[৮] যাইব ॥
ভাবিতে চিন্তিতে মোর তনু হৈল খীন।" (৭৭৩০)
হরি-পরশনে কহে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ বরাড়ী।

"উদ্ধব—কেমতে রহিব প্রাণ মোর[৯]।
আমা পরিহরি বন্ধু ডুবাইয়া বিবেক-সিন্ধু
সুখে রৈলা মথুরা-নগর ॥ ধ্রু।
নিদয়া নিঠুর হৈয়া যুবতী-রমণী পাইয়া (৭৭৩৫)
প্রাণ-নাথ রৈলা মধু-পুরে।
যে জনে যাহাকে তেজে আনের রসেত মজে[১০]
তার লাগি প্রাণ কেনে[১১] ঝুরে ॥
মিনতি করিয়া কত[১২] প্রেম-রসে[১৩] অবিরত
মোর সঙ্গে মিলিত তখনে[১৪]। (৭৭৪০)
বলি যেন রসাতলে তেমত আমারে ছলে
হেলায়ে যে বধিবা অখনে[১৫] ॥
ই দুঃখে যোগিনী হৈয়া নহে বা গরল খাইয়া
পরাণ রাখিতে না যুয়ায়।"
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন (৭৭৪৫)
তবে সে মনের দুঃখ[১৬] যায় ॥

রাগ ভাটীয়াল।

"শুন শুন প্রাণের উদ্ধব[১৭]।
কত বা ঝুরিমু আর শোকে অভিনব ॥ ধ্রু।
করম-কুদিনে[১৮] হরি নিদয়া নিঠুর।
যখনে ছাড়িয়া মোরে গেলা মধু-পুর ॥ (৭৭৫০)
আসিবা দুই-একে হেন [১৯] মোর ঠাঞি কৈল।
কোথা বা দুই-এক মাস তিন-চারি হৈল[২০] ॥

---

(১) 'করয়ে বাখান' ঘ; 'গায় ভগবান' ক; (২) 'সব কার্য্য' গ; (৩) 'চিন্তা না করিও 'হরি' ঘ; (৪) 'এবোনি (এবে ও নি?) প্রাণের বন্ধু রৈল মধু-পুরে' গ; (৫) 'বন্ধু' গ; 'হরি' ঘ; (৬) 'আন নারী' খ; 'ভুলিয়া রহিলা তথা পাইয়া ভাল নারী' গ; 'ভুলিয়া (রহিলা) হরি পাইয়া সুন্দরী' ঘ; (৭) 'ঝুরিতে' গ; (৮) 'তনু-খানি' ক;

(৯) 'আরে, কেমনে প্রাণ রৈব মোর—রে উদ্ধব
কেমনে প্রাণ রৈব মোর।' ক;
'কেমতে প্রাণ রৈব—উদ্ধব
কেমতে প্রাণ রৈব মোর।' খ;
'প্রাণ-উদ্ধব' ইত্যাদি গ; (১০) 'যে (জন) যাহারে তেজে, আন ('আনের' খ;) রসেত মজে' ক, খ; (১১) 'মোর' খ; 'তাহার লাগি প্রাণ' ক;

'যে জনে যাহাকে ভজে সে নাকি তাহারে তেজে
সান্ত নহে মোর প্রাণ ঝুরে।' গ;

(১২) 'যত' খ, ঘ; (১৩) 'প্রেম কৈল' খ; 'প্রেম হৈয়া' ঘ; (১৪) 'মিলিলা যখন' গ; (১৫) 'বধিলা অখন' গ; (১৬) 'তবে মোর মন দুঃখ' ক, খ; 'তবে সে রাধার দুঃখ' গ; (১৭) 'মোর দুঃখের কথা শুন রে উদ্ধব' গ; (১৮) 'মোর কুদিনে' ক; 'কর (ম) কুটীলে' ঘ; (১৯) 'করি' ঘ; 'আসিবেক দুই-একে' গ; (২০) 'চারি পঞ্চ মাস হৈল' গ; 'মাস তিন মাস হৈল' ঘ; 'দিন চারি পাঁচ মাস হৈল' ক;

একে-বারে এমত নিদয়া হৈল বন্ধে।"
রাধার করুণা কহে দীন ভবানন্দে ॥

রাগ দুঃখী বরাড়ী।

"প্রাণের উদ্ধব— (৭৭৫৫)
শুন মোর দুঃখের কাহিনী[১]।
আমারে অনাথ করি মধু-পুরে রৈলা[২] হরি
সহজে মরিমু অভাগিনী ॥ ধ্রু
এরূপ যৌবন বন্ধু বিনে অকারণ
না শুনিয়ে মুররির সান[৩]। (৭৭৬০)
কুঞ্জ-বনে নাহি ফুল না শুনি ভ্রমরের[৪] রোল
কেমন উপায়ে রৈব প্রাণ ॥
ইন্দীবর নাহি ফুটে যমুনা-কল্লোল টুটে[৫]
নীরবে রহিল বিহঙ্গম।
মধু-পুরে রৈল হরি পেখন না ধরে বরী[৬] (৭৭৬৫)
কোকিলায়ে[৭] তেজিল পঞ্চম ॥

বৃন্দাবন রসময় অখনে গরল হয়
কালা বিনে অসার[৮] সকল।
ভকতি মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
জীবন রাখিয়া কি বা ফল ॥" (৭৭৭০)

পদ-বন্ধ।

এহি মতে সুবদনী বিলাপ করিয়া।
উদ্ধবের ঠাঞি[৯] কহে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
"মুই ত না জানোঁ প্রভু[১০] এমত[১১] নিঠুর।
আমারে ছাড়িয়া তেঁহো[১২] রৈব মধু-পুর ॥
স্ত্রী-জিত[১৩] হরি আমি পূর্ব্বাপর জানি। (৭৭৭৫)
রাখিছে করিয়া বশ মুগধ-কামিনী[১৪] ॥
অখনে জানিলু মোরে কুরূপ[১৫] দেখিয়া।
মধু-পুরে রৈল ভাল যুবতী পাইয়া ॥
আর নি হইব মোর হেন শুভ-ক্ষণ।
প্রভুর রাতুল পদ হৈব দরশন ॥ (৭৭৮০)
আর নি বাঁশীর সান শুনিমু শ্রবণে।
'রাধা' 'রাধা' বোলি নি ডাকিব নারায়ণে ॥
মধু-পুরে গেছে হরি—হৈল চারি[১৬] মাস।
সেহি হনে অভাগী রাধার উপবাস ॥
প্রতিজ্ঞা বিফল মোর—হইলাম অবল[১৭]। (৭৭৮৫)
বন্ধু বিনে নাসিলে[১৮] না খাইমু অন্ন-জল ॥

(১) 'আরে হের রে উদ্ধব' ইত্যাদি ক; 'উদ্ধব হে শুন শুন দুঃখের কাহিনী' ঘ; (২) 'গেলা' খ, গ, ঘ; (৩) 'না শুনি মরিমু মধুর সান' ক; 'নাহি শুনি মুরারির সান' [illegible] 'না শুনি মুররির মৃদু সান' ঘ; (৪) 'পঞ্চম' গ; (৫) 'ঘাটে' ঘ; (৬) 'পেখন নাদ করি' ক; 'পেখন না ধরে মৌরী' খ; 'হরি গেলা মধু-পুরে, ময়ূরে পেখন না ধরে' গ; 'পেখন না ধরে বর্হি (র্হী)' ঘ। 'মৌরী' অর্থাৎ ময়ূরীর পুচ্ছ না থাকায় পেখন ধরিতে পারে না; এই প্রসিদ্ধ বিষয়-টী ভবানন্দের ন্যায় স্বভাব-কবির অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব; সুতরাং খ-পুথির পাঠও গ-পুথির পাঠের মত পরবর্ত্তী অসঙ্গত সংশোধন মনে হয়। সংস্কৃত 'বর্হী' শব্দের অপভ্রংশে 'বরহী'—বরই—বরী' শব্দ সহজেই সিদ্ধ হয়; মূল পুথিতে বোধ হয় 'বরী' পাঠই ছিল; কোনও পণ্ডিতম্মন্য লিপি-কর উহা সংশোধিত করিতে যাইয়া 'বর্হি' লিখায় ও পরে কোনও লিপি-করের অজ্ঞতা বা অসাবধানতায় 'বর্হি' শব্দের রেফ-টী পড়িয়া যাওয়ায়—মিল-হীন 'বহি' পাঠের উদ্ভব হইয়াছে। (৭) 'কোকিলে', গ; 'কোকিলেহ' ক।

(৮) 'বিফল' গ; (৯) 'স্থানে' ঘ; (১০) 'কানু' গ; (১১) 'নিদয়া' গ; (১২) 'তাঞি' ক; (১৩) 'স্ত্রী বশ' গ; (১৪) 'মগধ-কামিনী' খ, 'যুবক-কামিনী' গ; (১৫) 'বিরূপ' গ; (১৬) 'পাঁচ মাস' গ; (১৭) 'প্রতিজ্ঞা' করিছি আমি না হৈব বিফল' গ; 'প্রতিজ্ঞা বিমুখ মোর হইছে বিফল' ক, খ; (১৮) 'বিনে বন্ধু না আসিলে' ক; 'কানু না আসিলে' খ; 'বিনে প্রভু দেখিলে' গ;

শুন বাপ উদ্ধব দুঃখের বিবরণ।
বুঝাইয়া প্রভুর পদে[১] কহিও নিবেদন॥"

রাগ প্রেম বরাড়ী।

"প্রাণের উদ্ধব বন্ধুতে কহিও
মোর বচন-সন্দেশ[২]। (৭৭৯০)
বিরহে ঝুরিতে মরিমু[৩] স্মরিতে
পাঞ্জর হইল শেষ॥ ধ্রু।
গোকুল-নগরী অনাথিনী করি[৪]
রহিলা মথুরা-পুরী।
দয়ার ঠাকুর নিদয়া[৫] নিঠুর (৭৭৯৫)
এহি দগধনে[৬] মরি॥
যখন কালাচান্দে পিরিতি[৭] বাঢ়াইলা
আন আন ছলে চাইয়া[৮]।
সে সব পিরিতি এবে বিসরিলা
কোন্ রসবতী[৯] পাইয়া॥ (৭৮০০)
পিরিতি-আনলে যার হিয়া জ্বলে[১০]
সেহি সে এ দুখ জানে[১১]।
যেমত[১২] আকুলী মোরে দেখিয়া যাও
বুঝাইয়া কৈও তানে॥
নিবেদন মোর বিরলে সে কৈও (৭৮০৫)
কেহ যেন নাহি শুনে[১৩]।
তনু জরজর রহিতে[১৪] না পারি
পাঞ্জর বিন্ধিল ঘুণে॥
সহজে অবলা আরে বিরহিণী[১৫]
ঝুরিতে শরীর[১৬] খীন[১৭]।" (৭৮১০)
গোকুলে গোবিন্দ আর না আসিব
কহে ভবানন্দ দীন[১৮]॥

পদ-বন্ধ[১৯]।

উদ্ধবে দেখিল যদি রাধারে আকুলী[২০]।
মধুর-কোমল কহে করি পুটাঞ্জলি[২১]॥
"চিন্তা না করিও মাও—স্থির কর মন[২২]। (৭৮১৫)
অবিলম্বে আসিবেন দেব নারায়ণ॥
আমাকে বিদায় দেও সন্তোষ হইয়া[২৩]।
আসিমু তোমার এথা হরিকে লইয়া॥

---

(১) 'আগে' ঘ; (২) প্রথম কলির স্থলে—
'প্রাণ-উদ্ধব কহিও বন্ধুর আগে বচন-সন্দেশ
বিরহ ঝুরিতে পাঞ্জর হৈল শেষ।' ঘ;
'প্রাণের উদ্ধব বন্ধুতে কহিও
রাধার বচন-সন্দেশ॥ ধ্রু।' গ;
(৩) 'মজিল' ক, ঘ; (৪) 'সকল গোকুল, করিয়া আকুল' ক; 'অনাথিনী' স্থলে 'অনাথ' ঘ; 'অনাথিনী করি' স্থলে 'এবে পরিহরি' গ; (৫) 'হইল' খ, ঘ; (৬) 'দগধে' ঘ; (৭) 'প্রেম' ঘ; (৮) 'অনেক ভরসা দিয়া' ঘ; 'আন আন বোলে চাইয়া' খ; (৯) 'কেমন রসবতী' গ; 'কেমন গুণবতী' ক, খ; (১০) 'যার হিয়া না জ্বলে' গ; (১১) 'সে কি আনের দুখ জানে' গ; (১২) 'এমত' ঘ; (১৩) 'এক নিবেদন মোর, কহিও প্রাণের উদ্ধব, যেন কেহ নাহি শুনে।' গ; 'কেহ যেন' ইত্যাদি স্থলে 'চাহিও কেহ, বা শুনে' ঘ; (১৪) 'কহিতে' ক, খ, ঘ;
(১৫) 'সহজে অবলা নারী বিরহ (হে) ঝুরিয়া মরি
ঝুরিতে পাঞ্জর হৈল খীন।' গ;
(১৬) 'পাঞ্জর' ক; (১৭) 'স্মরিতে হইলাম ধন্দ' খ; (১৮) 'বোলে দীন ভবানন্দ' খ; (১৯) এই পয়ারের পূর্ব্বে ঘ-পুথিতে আর একটি গীত আছে; উহা প্রক্ষিপ্তের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া পরিশিষ্টের ২৩ সংখ্যক পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল। (২০) 'রাধা(র) ব্যাকুলী' ঘ; (২১) 'কর-যোড়ে বোলে লৈয়া চরণের ধূলি' ঘ; (২২) "চিন্তা না করিও' ইত্যাদি শ্লোক খ ও ঘ-পুথিতে নাই। (২৩) "আমাকে বিদায় দেও তুষ্ট হৈয়া মনে।
আসিমু তোমার এথা গোবিন্দের সনে॥' গ;

মোরে পাঠাইছে হরি করিয়া যতন।
তানে আনিতে নি তোমার আছে মন[১] ॥ (৭৮২০)
সহজে অজ্ঞান মুই পশু-সম বাসি[২]।
সাক্ষাতে দেখিলু ভাব—তে কেনে জিজ্ঞাসি[৩] ॥"
রাধা বোলে "শান্ত কৈলা মধুর-বচনে[৪]।
কল্যাণে রাখুকা[৫] তোমা প্রভু নারায়ণে ॥"
তাহা শুনি উদ্ধব ভূমিত লোটাইয়া। (৭৮২৫)
রথে আরোহণ কৈলা দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
উদ্ধব বিদায় করি[৬] রাধিকা-সুন্দরী।
কন্দিয়া ভূমিত বৈসে[৭] মনস্তাপ করি ॥
যত সব গোপ-নারী শ্রীমতী প্রভৃতি।
বিষাদ ভাবিয়া ঘরে গেলা শীঘ্র-গতি ॥ (৭৮৩০)
তখনে হইল রাত্রা সায়ংকাল ঘোর।
মিলিল উদ্ধব গিয়া তবে মধু-পুর ॥
রথ হনে নামি কৃষ্ণে প্রণাম করিয়া।
সুন্দরী রাধার দুঃখ কহে বিশেষিয়া ॥
"অহে প্রভু হৃষীকেশ করোঁ পরিহার। (৭৮৩৫)
ভাগ্যে[৮] সে হইছ বশ সুন্দরী রাধার ॥
অন্ন-জল পরিহরি বিরহে[৯] সতত।
অহর্নিশি নেহালিয়া আছে তোমার পথ ॥"
গোবিন্দে বোলয়ে "উদ্ধব আমি ভালে জানি।
আমাতে একান্ত ভক্ত রাধিকা কামিনী ॥ (৭৮৪০)
আমার শরীর-ধর্ম্ম জান পূর্ব্বাপর।
উর্দ্ধ-পদে স্তবে[১০] নিত্য[১১] ব্রহ্মা মহেশ্বর
অশক্য শ্রম-দুঃখ করে নিরন্তর[১২]।
তথাপি সাক্ষাত হৈয়া না দেই উত্তর ॥
কি জানি মোহিনী রাধা কোন মন্ত্র জানে। (৭৮৪৫)
কটাক্ষ-সন্ধানে মোরে নেয়[১৩] আর আনে[১৪] ॥
কাম-কলা আদি রাধা জানে নানা রস।
ই সব ভঙ্গিমা-ঠানে মুই হৈলু বশ[১৫] ॥
বেচিতে মথুরার হাটে রাধা নেয় দধি।
খেওানি[১৬] হইয়া আমি পার করি নদী ॥ (৭৮৫০)
বিলাস করিছি তপন-তনয়ার ঘাটে[১৭]।
দিনেকের ক্রীড়া স্মরি প্রাণ মোর ফাটে[১৮]
সুন্দরী রাধার দুঃখ খণ্ডিমু অখন ॥"
এই বোলি আর প্রসঙ্গে দিলা মন ॥
তবে জন্মেজয় রাজা ই সকল শুনি। (৭৮৫৫)
ভক্তি-পুরস্কারে[১৯] বোলে "শুন মহামুনি ॥
তোমার বচনে হইল বিস্ময় আমার।
এতেকে জিজ্ঞাসি মুই করি পরিহার ॥

(১) 'জানিবারে—আছে নি তোমার তানে মন' ক; 'অখনেহ তোমারে আছয়ে তান মন' খ; 'মথুরাতে যাইতে নি আছে তোমার মন' গ; (২) 'পশুর সমান' ঘ; (৩) 'ভাব ইত্যাদি স্থলে 'তেহোঁ জিজ্ঞসোঁ তোহ্মা স্থান' ঘ; (৪) 'রাধা বোলে সন্তোষ মোকে করিলা যতনে' গ; (৫) 'রাখুক' খ, গ; অতঃপর ক ও গ-পুথির প্রক্ষিপ্ত পাঠ, যথা—"তিন লোকে ভক্ত নাহি তোমার সমান।
আমিও নাহি আর বিনে ভগবান ॥
যাও যাও আয়ে বাপ না করিও ব্যাজ।
অজ্ঞ যেমত কহ—তেন করিবা কাজ ॥"
('উভয় যেমত দেখ—কহিবার কাজ ॥' গ;)
(৬) 'দিয়া' ক, খ, ঘ; (৭) 'ভূমিত শয়ন করে' গ; (৮) 'ভালে' ক, খ; 'ভস্মময় হৈল তনু শোকে রাধার' গ; (৯) 'চিন্তিত' গ, (১০) 'সেবে' গ; (১১) 'সদা' গ; (১২) 'অশক্য প্রেমের সংখ্যা করেন শঙ্কর' গ; 'অসংখ্য প্রেমের সঙ্গ করেন শঙ্কর' ঘ; ক-পুথিতে 'অশক্য' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় নাই। (১৩) 'দেয়' খ; (১৪) 'কটাক্ষ হাসিতে মোর প্রাণ কাঢ়ি আনে' গ; (১৫) 'ইষদ ভঙ্গিমা-ঠানে' ইত্যাদি ক, খ; 'ইঙ্গিত ভক্তি-রসে রাধা মোক কৈল বশ' গ; (১৬) 'কর্ণধার' ক, খ, গ; (১৭) 'বিস্তর করিছি খেলা ছায়া-সুতার ঘাটে' গ; (১৮ 'তাহাকে স্মরিতে মোর তনু-খানি ফাটে' গ; (১৯) 'স্তবতি করিয়া' গ;

যমুনা গঙ্গার সুতা—কহিছ আপনে।
সূর্য্যের কুমারী হেন বাখান অখনে॥" (১৮৬০)
রাজার বচনে বোলে ব্যাস তপোধন।
"শুন রাজা জন্মেজয় গুহ্য[১] বিবরণ॥
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম উদরে ছায়ার।
জন্ম হৈল কুমারী যমুনা নাম তার॥
শৈশব-অন্তরে হেল যৌবন-বিকাশ[২]। (১৮৬৫)
বিবাহ বসিতে যমুনার মনে আশ॥
ইন্দ্র-সুত জয়ন্তে ত করিয়া আশয়[৩]।
অবিরত এই ভাবে তপস্যা করয়॥
ধ্যান করি যমুনা বসিছে এক-চিত্তে[৪]।
বৃহদশ্ব-নামে মুনি আইল আচম্বিতে॥ (১৮৭০)
মুনি বোলে—"কন্যা তুমি কাহার দুহিতা।
কি মানসে তপ কর—কহ তার কথা॥
উত্তর না দেয় কন্যা—আছে যোগ-ধ্যানে।
কোপ-মনে শাপ মুনি[৫] দিল সেহি ক্ষণে॥
"প্রত্যুত্তর না দেহ তুমি মনের গুমানে[৬]। (১৮৭৫)
যেমত নীরবে রৈছ—হইও পাষাণে[৭]॥
ত্রেতা-যুগে নদী হৈবা পরশে গঙ্গার।"
এহি বোলি মুনি বনে গেলা আপনার॥
সেই ক্ষণে যমুনা পাষাণ-রূপ হৈল।
সুর-পুরীর নিকট রৈল হৈয়া গণ্ড-শৈল[৮]॥ (১৮৮০)
যেমতে হইল নদী গঙ্গা-পরশনে।
তাক বিবরণ সব শুনিছ আপনে[৯]॥"

প্রণাম করিয়া রাজা কহে আর বার[১০]।
"কহ প্রভু কোন গতি হইল রাধার॥"
মুনি বোলে "যদি হৈল পূর্ণিত[১১] যামিনী। (১৮৮৫)
কান্দিয়া গোঙাইল[১২] নিশি রাধিকা কামিনী॥
বিরহ ভাবিয়া কান্দে সুবদনী[১৩] রাধা।
হেন কালে সেহি খানে আসিল যশোদা॥
রাধিকার গলে ধরি কান্দিল বিস্তর।
"ধন্য ধন্য রাধা লো[১৪] অনেক[১৫] ভাগ্য তোর॥ (১৮৯০)
বিষাদ ভাবিয়া গোকুলের লোকে কান্দে।
আর কারে সান্ত্বাইতে পাঠাইছে গোবিন্দে॥
স্মরিল তোমারে মথুরার রাজা হৈয়া।
নেওয়াইব তোমারে কৃষ্ণে[১৬] দূত পাঠাইয়া॥"
রাধা বোলে—"অভাগিনীর[১৭] ভাগ্য নাহি আর। (১৮৯৫)
প্রভুর সনে দরশন না হৈব পুনর্ব্বার॥"
কান্দিয়া যশোদা দেবী গেলা নিজ-ঘর।
বিরহে মজিয়া[১৮] রাধা রৈলা একেশ্বর॥
তবে প্রভাকর অস্ত—প্রবেশ যামিনী।
শয়ন করিয়া রৈল রাধিকা কামিনী॥ (১৯০০)

[কৃষ্ণ-শোকে মধুকর-নামক পিকের প্রাণ-ত্যাগ]

পদ-বন্ধ।

মাঘ-মাসে[১৯] শ্রীপঞ্চমী নবীন[২০] বসন্ত।
মলয়া-সমীর মন্দ—মাধুরি অনন্ত[২১]॥

(১) 'গোপ্য' গ; (২) 'বিলাস' গ; 'শৈশব' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (৩) 'হইতে পরিণয়' ঘ; (৪) 'একদিন যমুনা বসিছে ধ্যান-চিত্তে' গ; (৫) 'কোপে প্রচণ্ড শাপ মুনি' ক, গ; 'কোপ করি শাপ তাক' ঘ; (৬) 'যৌবন-গুমানে' ক, (৭) 'যেমত নিরুত্তর হৈছ—হইবা পাষাণে' গ; (৮) 'সুরপুরীর কাছে পাষাণ হৈয়া রৈল' গ; 'সুরপুরীর নিকটে রহিল চন্দ্র-শৈল' ঘ; (৯) 'সে সকল বিবরণ শুনিছ আপনে ক, খ; 'সেই বিবরণ আগে কহিছি তোমা স্থানে' গ; (১০) 'পুনর্ব্বার' ক, খ, গ; (১১) 'ঘূর্ণিত' ক, খ, ঘ; (১২) 'পোহাইল' ক; 'পোয়ায়' গ; (১৩) 'চন্দ্র-মুখী' গ; 'বিরহিণী' 'ক, খ; (১৪) 'রাধা', ঘ; রাধিকা' খ; 'রাধা তুমি' গ; (১৫) 'বড়' গ; (১৬) 'প্রভু' ক; 'হরি' খ, ঘ; (১৭) 'অভাগীর' ক, খ, 'রাধা বোলে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (১৮) 'বিরহ ভাবিয়া' ঘ; (১৯) 'মাঘের' গ; (২০) 'প্রথম' গ; 'নব সে' ঘ; (২১) 'মলয়া সমীর বায়ু সিতার্থ তত্যন্ত (শীতার্ত্ত অত্যন্ত ?) গ;

মধুকর-নামে পিক মধু-বনে[১] বৈসে[২]।
অনাথের মত ফিরে[৩] গোবিন্দ উদ্দেশে ॥
নানা বন কোকিলে চাহিল বিচারিয়া ॥ (৭৯০৫)
রাধার মন্দিরে গেল বিরহে মজিয়া[৪] ॥
একে দুঃখে মরে[৫] রাধা—মতি হৈছে ভ্রম
তাহাতে দারুণ পিকে যুড়িল পঞ্চম ॥
দুষ্ট কোকিলে করে সুমধুর সান[৬]।
মজিল বিরহে রাধা—আকুল পরাণ[৭] ॥ (৭৯১০)
কি করিলে কি হইব—কিছুই না জানে।
কোকিলারে ভৎসে রাধা লজ্জা-অপমানে[৮] ॥

রাগ বসন্ত[৯]।

"হোর রে কোকিলা—
না কর নাদ রসান[১০]।
দারুণ মধু-মাস বন্ধু গেল[১১] পরবাস (৭৯১৫)
কত বা সহিমু কাম-বাণ ॥ ধ্রু।

কাক জন্মাইল দ্রোণে সদায়ে থাকহ বনে[১২]
কি কাজে আমার ঘরে আইলা[১৩]।*
দুরন্ত বিরহে ঝুরিতে পরাণ[১৪] দহে
দোসরে তুমি সে দহিলা[১৫] ॥ (৭৯২০)
কাকের পোষানিয়া আপনা জানিয়া
কা-কা এড়ি কাড় কুহু-রাও[১৬]।
পঞ্চমের সান[১৭] শিখিয়া গুমান
ভূমিত না পড়ে তোর পাও[১৮]॥
বরণ কুটিল নাম সে[১৯] কোকিল (৭৯২৫)
কাম-কলা-মধুর সান[২০]।
যে নারীর পতি আছে যাও তুমি তার কাছে
এই তোমাত মাগো বর-দান[২১] ॥
কামিনী-রঞ্জন বরণ অঞ্জন[২২]
তুমি সে নিলজ্জ[২৩] বড়। (৭৯৩০)
জানিলাম তোর রস পিরিতে না হও বশ
বান্ধিয়া রাখিমু তোরে দড় ॥

(১) 'কুঞ্জ-বনে' ক, খ, গ ; (২) 'বসে' ঘ ; (৩) 'অনাথ হইয়া ফিরে' গ ; 'অনাথের মত ভ্রমে' ঘ ; (৪) 'বিরহে মজিয়া' স্থলে 'আকুল হইয়া' গ ; (৫) 'একে মনস্তাপে' গ ; 'এহি মতে মরে' ঘ ; (৬) 'দুষ্ট ঐমন (?) করে সুমধুর গান' ক ; 'দুষ্ট কোকিলের রব সুমধুর সান' খ ; 'দুষ্ট কোকিলে কুরে (কুহরে ?) সুনধুর সান' গ ; 'দুষ্ট অলি করে মধু-রস পান' ঘ ; (৭) 'আকুল হৈল জ্ঞান' গ ; (৮) 'কোকিলের নাদে রাধার যত উঠে মনে' গ ; (৯) 'কোচ বেলয়ার' ক, ঘ, 'কুঠার-রাগ' খ ; (১০) 'হের রে কোকিলা কর মধু-রস গান' ক ; 'হের রে কোকিলা মধুর কর সান' খ ; 'হোর রে কোকিলা না (দে)ও নাদ সান' গ ; 'অয়ে মধুকুলি (মধুকর ?) না কর নাধ (নাদ) রসান' ঘ, চ ; (১১) 'সে' ক, খ, ঘ ;

(১২) 'জনম দিন হনে, সদায়ে থাকস বনে' ক ; 'জনম ক্রেম দায়ে, থাকিবেন তথায়ে' খ ; 'জন্ম আদি হনে, ভ্রম তুমি বনে' গ ; (১৩) 'আইলে' গ ; (১৪) 'তনু' ঘ ; (১৫) 'মুররিব সানে কুহলে' গ ; (১৬) 'কা এড়ি' ইত্যাদি ঘ ; 'তাহা এড়ি' ইত্যাদি খ 'ডাক কুহু কুহু রাও' গ ; (১৭) 'পঞ্চম রস বান' ক ; 'পঞ্চম রস হনে' খ ; 'গুমান' স্থলে 'গুমানে' খ ; (১৮) 'ভূমিত না পড়ে পাও' ঘ ; 'ভূমিত না ধর পাও' গ ; (১৯) 'দর' গ ; (২০) 'কাম-কলা-মধু গান ('সনে' খ ;)' ক, খ ; সকল পুথির পাঠই অশুদ্ধ মনে হয় ; সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ 'কাম-কলা-মধু-রস পান' হইবে। (২১) 'এই সে বর মাগো দান' ('মনে' খ) ক, খ ; 'এই সব বর মাগ গো দান' ঘ ; (২২) 'কামিনী-রঞ্জন, ধরণ জীবন' খ ; 'অঞ্জন' স্থলে 'খঞ্জন' ঘ ; (২৩) 'দারুণ' ক।

পরাণে না মারিমু হীরার ঠোট দিমু
সোনায়ে বান্ধিমু পাও[১] পাখ।
আমার প্রাণের[২] পিয়া যেখানে রহিছে গিয়া(৭৯৩৫)
সেহি খানে গিয়া তুমি[৩] ডাক ॥
গুমান না করিও[৪] মিনতি করিয়া কৈও[৫]
মুই নারীর[৬] দুঃখ যত।
বন্ধু সে পর[৭]-দেশ ঝুরিতে তনু শেষ[৮]
বিরহের জ্বালা সৈমু[৯] কত ॥ (৭৯৪০)
সন্দেশ[১০] এহি মোর শোষিল[১১] পাঞ্জর
বিশেষ কহিমু আর কী।
কোমল[১২]-কমল চন্দন-শীতল[১৩]
শয়ন করিয়া আমি জী[১৪] ॥"
ভুজ-লতা-যোড়ে ভবানন্দ মুড়ে (৭৯৪৫)
রাধিকার পদ-তলে বোলে[১৫]।
"না হইবা নিঠুর যাইতে মধু-পুর
সেবক করিয়া নিও ওলে[১৬] ॥"

পদ-বন্ধ।

এহি মতে সুবদনী কান্দিয়া বিকল।
দারুণ পিকের রবে[১৭] না হয় শীতল ॥ (৭৯৫০)
আকুল হইয়া পিকে ডাকে ঘনে-ঘন।
সেহ[১৮]খানে না পাইল গোবিন্দ-দরশন ॥
এহি মতে হৈল রাজা নিশি-অবসান।
গোবিন্দ ধেয়াইয়া[১৯] পিকে তেজিল পরাণ ॥
সমীর-বাহনে আত্মা[২০] বৈকুণ্ঠেত যায়। (৭৯৫৫)
বিনতা-নন্দন-অংশ তাহাতে মিশায়[২১] ॥"
রাজা বোলে—"মুনি-বর করো নিবেদন।
জন্মিল বিস্ময় শুনি এহি বিবরণ ॥
গোবিন্দ ধেয়াইয়া[২২]পিকে ত্যজিল জীবন[২৩]।
মুই বড় অধমের প্রত্যয় নহে মন[২৪] ॥ (৭৯৬০)
বৈকুণ্ঠেত গেল কহ[২৫] মরুতের সঙ্গে।
পুনি প্রবেশিল কেনে[২৬] গরুড়ের অঙ্গে ॥
এ সকল শুনিবার ইচ্ছা আছে মোর।
কহ কহ[২৭] মুনি-বর করুণা-সাগর ॥"
মুনি বোলে "নর-পতি শুন সাবধানে। (৭৯৬৫)
গরুড়ের অংশ কহে কৌষিক-পুরাণে ॥
পৃথিবীতে যখন আইসে নারায়ণ।
গরুড়েত কহিলেন কমল-লোচন[২৮] ॥
"ভার খণ্ডাইতে আমি যাই মেদিনীত।'
কোন রূপে যাইবা তুমি আমার সহিত ॥" (৭৯৭০)
খগ-পতি বোলে তবে প্রভুর নিকটে।
আন-রূপে না যাইমু[২৯] এমত সঙ্কটে ॥

(১) 'বান্ধিয়া দিমু' ক ; 'বান্ধি' গ ; (২) 'মধু' ক ; 'মধুর' খ ; (৩) 'গিয়া' গ ; (৪) 'ধরিয়া' গ ; (৫) মিনতি করিয়া' গ ; (৬) 'কৈও মুই' ইত্যাদি গ ; (৭) 'দূর' ক, গ, ঘ ; (৮) 'ঝুরিতে' ইত্যাদি গ পুথিতে পড়িয়া গিয়াছে। (৯) 'কৈমু' ক ; (১০) 'উর্দ্ধে (দ্দে) শ' ঘ ; (১১) 'শিথিল' ক ; 'খসিল' ঘ ; (১২) 'কনক', খ, ঘ ; (১৩) 'চন্দনে লেপি দল' ক, খ ; 'কোমল-কমল' ইত্যাদি চরণের স্থলে 'ভূমিত শয়ন শোকে ভাবি অনুক্ষণ' গ ; (১৪) 'নিরবধি পন্থ হেরি থাকি' গ ; (১৫) 'উপবাস নিশ্চয়, দীন ভবানন্দে কয়, কান্দ (ন্দ) করি রাধার চরণে' গ ; (১৬)'হইলা নিঠুর, যাইতে মধুপুর, সঙ্গে যাও না গেলায় কেনে ॥ গ ; (১৭) 'সান' ক; 'ডাকে' খ , 'রব' গ ,
(১৮) ইহ' ক ; 'এহি' খ ; 'এও' গ ; (১৯) 'ভাবিয়া' ক, খ, গ ; (২০) 'বিমানে চড়িয়া পিকে' গ ; (২১) 'জাসদিল ('যশ-শীল' ?) নন্দ-সুতের অঙ্গেত মিলায়' ক ; 'যশোদা-নন্দের সুতের' ইত্যাদি ঘ ; খ-পুথিতে 'সমীর-বাহনে' ইত্যাদি তিন-টী শ্লোক নাই। (২২) 'গোবিন্দের উদ্দেশে' গ ; (২৩) 'পিকে তেজিল পরাণে' গ ; 'প্রাণ তেজিল ঐ বনে' (?) ক ; (২৪) মূঢ়-মতি অবোধের প্রত্যয় না লয় মনে' গ ; (২৫)'বোল' ক ; 'সেই' খ ; (২৬)'কত পুণ্যে প্রবেশিল' ক, খ, ঘ ; (২৭) 'প্রভু' ক, খ,'রাজ' (?) ঘ ; (২৮)'কোমল বচন' ক ; (২৯) 'আর-রূপে না যাইমু' ক, ঘ ; 'অন্য রূপে যাইতে নারি' গ ;

যখনে ত্রৈলোক্য-নাথ স্মরণ করিবা।[১]
তখনে সাক্ষাত হৈমু—আরোহণ হৈবা[২] ॥"
গোবিন্দে বোলেন "শুন পন্নগ-অশন[৩] । (৭৯৭৫)
চিত্তের অভীষ্ট[৪] মোর শুনহ অখন ॥
শিশু-রূপে কত দিন বঞ্চিমু গোকুলে।
এক অংশ তোমার রহিব মোর ওলে ॥
পিকের যোনিতে মাত্র হইব জনম।
নিরবধি মনোরম[৫] শুনিমু[৬] পঞ্চম ॥ (৭৯৮০)
মথুরাতে গিয়া আমি কংস নিপাতিলে[৭]।
তার পরে জরাসন্ধ রাজা যুদ্ধ দিলে[৮] ॥
তাতে আমি তোমাকে স্মরিব সেহি[৯] দিনে[১০]।
অসম্মত[১১] হইয়া—যাইবা অঙ্গ-হীনে[১২] ॥
আমাকে না দেখি সেহি পিকে দিব প্রাণ। (৭৯৮৫)
তেজ বীর্য্য সকল আসিব তোমা-স্থান[১৩] ॥"
প্রভুর অলঙ্ঘ্য বাক্য—খণ্ডন নাহিক।
এই হেতু সেহি শোকে প্রাণ ছাড়ে পিক ॥
অঙ্গ-হীন গরুড়ের পূর্ণ হৈল যবে।
সমরেত[১৪] অধিষ্ঠান আসি হৈল তবে ॥ (৭৯৯০)
এতেকে কোকিল, ক্ষান্ত গরুড়ের অংশ।
কৌষিক-পুরাণ-মত কহে হরিবংশ[১৫] ॥

রাজা বোলে—"মুনি-বর করুণা-সাগর।
অখনে মনের[১৬] বিস্ময়[১৭] দূর হৈল মোর ॥
তবে রাধা কি করিলা কহ তপোধন। (৭৯৯৫)
শুনিবার শ্রদ্ধা[১৮] বড় সেহি বিবরণ ॥"
মুনি বোলে চন্দ্র-মুখী[১৯] প্রভাতে উঠিয়া।
মরা পিক মন্দিরের[২০] দ্বারে ত দেখিয়া ॥
বিস্তর বিলাপ করি হইলা মূর্চ্ছিত।*
শ্রীমতী যশোদা তবে আইলা আচম্বিত ॥ (৮০০০)
স্তব্ধাকার দেখি তাকে করিয়া যতন।
অনেক প্রকারে করে রাধারে চেতন ॥
ননদী সখীর গলে ধরিয়া সুন্দরী।
সকরুণে কান্দে রাধা মন-দুঃখ[২১] স্মরি ॥
রজনীর বিবরণ কহিয়া সকল। (৮০০৫)
কোকিলার শোকে রাধা কান্দিয়া বিকল ॥
কেবল প্রভুর সখা এহি পক্ষি-বর[২২]।
পক্ষী মৈল—কি কারণে প্রাণ আছে মোর[২৩] ॥
দহিয়া পাঞ্জর কৈল ভস্মের সমান।
তথাচ[২৪] শরীর ছাড়ি না যায় পরাণ ॥ (৮০১০)
কান্দিয়া বিলাপ করি বোলে সুবদনী।
"শুন হের প্রাণ-সই প্রাণ-ননদিনি ॥

(১) 'যখনে করিও(বা) তুমি আমারে স্মরণ' গ; (২) 'তখনে সাক্ষাতে হৈয়া হইমু বাহন' গ; (৩) 'বিষ্ণু বোলে শুন খগ-পতি মহাজন' গ; 'পন্নগ-অশন' (ক) স্থলে 'পন্নগ-নিধন' খ, ঘ; (৪) 'মানস' ঘ; (৫) 'মনোরথ' ক; গ, 'মনোহর' খ; (৬) 'পূরিমু ক, খ; (৭) 'কংস নিপাতিব' গ; (৮) 'তার পাছে জরাসন্ধ রাজারে জিনিলে' ক, খ; 'নিরবধি অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ হৈব' গ; (৯) 'সেহি' ক, ঘ; (১০) 'দিন' গ; (১১) 'অসমর্থ' খ; 'অসর্ম্ম(স্ম) ত' ঘ; 'অসামর্ত্ত' (অসামর্থ) গ; ক-পুথিতে শ্লোক-টী অপাঠ্য। (১২) 'অঙ্গ-হীন' গ; (১৩) 'মোর স্থান' খ; (১৪) 'সমাইর অদি(ধি)ষ্ঠান' ইত্যাদি ঘ; ক-পুথিতে এই চরণ-টী অপাঠ্য। (১৫) 'কৌষিকী-পুরাণ কহে নহে হরিবংশ' ক; 'কৌষিকী-পুরাণের মত' ইত্যাদি গ; 'কৌসি(ষি)ক-পুরাণে কহে আর হরিবংশ' গ; (১৬) 'সে সকল' ঘ; (১৭) 'সন্দেহ' গ; (১৮) 'বাঞ্ছা' ক; (১৯) 'শশিমুখী' ক, খ; 'সুবদনী' গ; (২০) 'ঘরের' গ; (২১) 'পিকের দুঃখ' ক, গ; ঘ; (২২) 'এহিত ঐবন' ক, খ; 'এহি ঐসে (?) বল' ঘ; (২৩) 'সেহি মৈল মোর প্রাণ রৈলে কি কারণ' ক, খ; 'সেহি মৈল মোর প্রাণ রৈয়া কিবা ফল' ঘ; (২৪) 'তেহুঁত' ক; 'তথাচ' ইত্যাদি চরণের স্থলে—'তথাপি না যায় কঠিন মোর প্রাণ' গ।

উচ্চ-বেদী মন্দিরের নিকটেত জল[১]।
চন্দনে লেপিয়া পাতি[২] কমলের দল ॥
হেন ঘরে নেও মোরে করিয়ে[৩] শয়ন। (৮০১৫)
তালের বিচইনে[৪] দেও শীতল চন্দন[৫] ॥
কিবা এহি কথা কও—আইসে প্রাণেশ্বর[৬]
ডুবিলু বিবেক-সিন্ধু—প্রাণ পোড়ে মোর[৭] ॥”
এহি মতে তিন জনে করিলা ক্রন্দন।
পক্ষীর সংস্কার হেতু চিন্তিলা তখন ॥ (৮০২০)
স্নান করাইয়া দিল আগর-চন্দন।
অগ্নি দিয়া পক্ষী-গোটা করিল দাহন ॥
শ্রীমতী মহোদা গেল আপনার ঘর।
বিরহে মজিয়া রাধা রৈল একেশ্বর ॥

[শ্রীরাধার ষট্-ঋতু-কালোচিত বিরহ]
পদ-বন্ধ।

অবিরত দহে তনু বিরহ-আনল[৮] । (৮০২৫)
সঘনে বরিখে রাধা নয়ানের জল[৯] ॥
নিশি-দিসি অবিরত[১০] কান্দে সুবদনী।
সলিলে নিবার নহে গায়ের আগুনি[১১] ॥
প্রবৃত্ত[১২] বসন্ত-ঋতু মলয়া-সমীর।
কান্দে শশি-মুখী রাধা—ধারে বহে নীর[১৩] ॥(৮০৩০)

বসন্ত রাগ[১৪]।

“হোর রে[১৫]পরশ-মণি রৈলা মধু-পুরে।
নামে[১৬]সে পরাণ রাখি পথ নিরখিয়া থাকি
নিশি-দিসি মোর প্রাণ ঝুরে[১৭] ॥ ধ্রু।
সখা ঋতু-রাজ বড়[১৮] প্রবৃত্ত হইল দড়[১৯]
মলয়া-সমীর[২০]মন্দ বহে। (৮০৩৫)
নায়ক-নায়কী[২১] যত রমণ-বিরহে হত
তমু[২২] বন্ধু আসিবার নহে ॥

---

(১) ‘উচ্চ-স্বরে পবন ঘরের নিকটে জল’ ক; ‘উচ্চ-বেদী নিকটে মন্দির কাছে জল’ খ; ‘উচ্চ বেদী যে মন্দিরের নিকটেত জল’ গ; (২) ‘চন্দনে রোপিয়া তাতে’ ঘ; (৩) ‘করিতে’ ক, ‘করিতু’ গ; (৪) বিচোনি’ ক; ‘ব্যঞ্জন’ গ; ‘তালের বিচনি দিয়া দেও শীতল পবন’ ঘ; (৫) ‘তালের বিচইনে দেও শীতল পবন’ খ; (৬) ‘আইসে প্রাণনাথ’ ক; (৭) ‘ত্রাণ কর তাথ’ ক;

(৬) (৭) ‘পঙ্ক করি তাতে করাও আমারে শয়ন।
তবে নি খানিক হয় শোক নিবারণ ॥ খ;

‘কি কারণে তথাতে রহিল প্রাণেশ্বর। ডুবিলু বিবেক-সিন্ধু প্রাণ পোড়ে মোর’ ক; (৮)‘আনলে’ ক, খ, গ; (৯) ‘সঘনে বরিখে ধারা নয়ানের জলে’ খ, গ; ‘সঘনে বরিখে জল নয়দ-কমলে’ ক; (১০) ‘অনুক্ষণ’ ক, গ; (১১) ‘জলিলে নিবান না যায়’ ইত্যাদি ক; ‘জলিলে নিবারণ নহে’ খ; ‘তথাপি নির্ব্বাণ নহে বিরহ আগুনি’ গ; (১২) ‘প্রবর্থ’ (প্রবৃত্ত) ক, খ, ঘ; প্রবিম্ব (প্রবীণ ?) গ; (১৩) ‘নয়নে বহে নীর’ ক; ‘মন নহে স্থির’ খ; (১৪) ‘দুঃখী বসন্ত রাগ’ ক, খ, ঘ; (১৫) ‘আহা রে’ ক; ‘হাহা রে’ খ; ‘হেণ রে’, ঘ; (১৬) ‘কামে’ ঘ; (১৭) ‘সদায়ে দেখিতে সাদ (ধ) করে’ ঘ; অতঃপর ক,খ ও ঘ-পুথির প্রক্ষিপ্ত পাঠ, যথা—

‘কোকিলা শুভার (সুতার ?) সুত
রিপু তাহার মিতা
জনক-রিপু তাহারি ভক্ষক।
মিত-পতি-বাহন তাহার রিপু-জন
পতি তাহার অন্তক ॥’ ক;

‘কোকিলার সুতা-সুত রিপু তাহার মিত
জনক রিপু মনহর।
ভৈক্ষ্য (ভক্ষ্য ?) আমিত পতি তার রিপু-জন-পতি
কহে অনন্ত দড় ॥’ খ;

‘পিক-ধ্বনি সুললিত ঋতু-রাজ তার মিত
যুবক যুবতী মন দহে
তাহে রতি-পতি-বাণে দ্বিগুণ-তাপিত মনে
বিরহিণীর প্রাণ লৈতে চাহে ॥’ ঘ;

(১৮) ‘দড়’ ক; ‘দঢ়’ গ; (১৯) ‘বড়’ক,গ; (২০) ‘সমীর মলয়া’ ক, খ, গ; (২১) ‘নায়কী নায়ক’ গ, ‘নায়ক নাইকা’ ক,খ; (২২)‘তেহ্ঁ’ ক; ‘মভ’ (অভো?’ খ; ‘তবো’ (তভু)গ;

বৃন্দাবন কুসুমিত পিক-ধ্বনি সুললিত
মধুকর মদে মত্ত হৈল[১]।
ফিরিয়া ঝঙ্কার করে মউরে পেখন ধরে (৮০৪০)
যুবতী মদনে মজি রৈল[২] ॥
বন্ধু রৈলা পরবাসে[৩] রঙ্গ নাহি মধু-মাসে
যার পতি আছে তার সুখ।"
ভকতি-মুকতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
"অভাগী[৪] রাধার বড়[৫] দুখ ॥" (৮০৪৫)

পদ-বন্ধ[৬]।

মুনি বোলে—"শুন রাজা সারদা-কোঙর[৭]।
অহনিশি শশি-মুখী কান্দে নিরন্তর[৮] ॥
বিরহ-সাগরে মজি ঝুরে[৯] নিরবধি।
কুরঙ্গ-আঁখির জলে বৈয়া যায়[১০] নদী ॥
শোকে আকুলাইতে[১১] নিদ্রা না আইসে আঁখিত[১২]।
(৮০৫০)
একাকিনী হৈয়া রাধা কান্দে বিরহিত[১৩] ॥
রক্ত-মাংস নাহি গায়ে—অস্থি-চর্ম্ম সার।
স্থান-ভ্রষ্ট হৈল রাধার যত অলঙ্কার ॥
অঙ্গুরি[১৪] কঙ্কণ-তাড় ভূষণ হৈল করে।
হস্তের কঙ্কণ গ্রীবার হৈল হারে[১৫] ॥ (৮০৫৫)
শিরীষ-কমল[১৬] জিনি রাধা সুকোমল।
বিরহে ঝুরিতে[১৭] হৈল অধিক অবল[১৮] ॥
অতি-বড়[১৯] শোকাকুলী—ক্ষেমা নাহি খানি।
চিত্রের পুতলী হৈল রাধিকা-কামিনী ॥
এহি মতে ষষ্ঠি দিন গোঙাইলা বসন্ত। (৮০৬০)
তখনে প্রচণ্ড আইল নিদাঘ দুরন্ত ॥
আপনার অধিকার নিদাঘে করয়ে[২০] ॥
বিরহিণী যুবতীরে দ্বিগুণ দহয়ে[২১] ॥
নিদাঘের যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া।
কান্দয়ে সুন্দরী রাধা বিষাদ ভাবিয়া ॥ (৮০৬৫)
অহর্নিশি ভেদ নাহি—হইল নৈরাশ।
হাহা প্রাণ-নাথ বোলি ছাড়য়ে[২২] নিশ্বাস ॥
বিষাদ ভাবিয়া রাধা কান্দে অনুক্ষণ।
শান্ত করিবারে রাজা নাহি কোন জন ॥
নয়নের সলিলে প্রচণ্ড স্রোত বহে। (৮০৭০)
কান্দয়ে সুন্দরী রাধা মজিয়া বিরহে ॥

রাগ গান্ধার।

"আহা রে পরাণ-বন্ধু রৈল মধু পুরে[২৩]
নিশি-দিসি অবিরত প্রাণ[২৪] মোর ঝুরে ॥ ধ্রু।
দুরন্ত নিদাঘ দুর্দ্ধরিষ[২৫] অতিশয়।
দহিয়া অবলা-তনু[২৬] কৈল ভস্ম-চয়[২৭] ॥ (৮০৭৫)

---

(১) 'হৈয়া' ঘ; (২) 'যুবতী রৈল মদনে মজিয়া' ঘ; (৩) 'পর-দেশে' গ; (৪) 'গোয়ারী' গ; (৫) 'এত' ক, খ, ঘ; (৬) 'পয়ার' গ, (৭) 'সারদা-তনয়' ঘ; (৮) 'ক্রন্দন করয়' ঘ; (৯) 'কান্দে' ঘ; 'বিরহে তাপিত হৈয়া কান্দে নিরবধি' গ; (১০) 'বহিতেছে' ক; (১১) 'হাকুলাইতে' ক; (১২) 'শোকে দুঃখে নিদ্রা তার না আইসে আঁখিত' খ; 'শোকে আকুলিত নিদ্রা নাই আঁখিত' গ; 'শোকে আকুল নিদ্রা না আইসে নিশিতে' ঘ; (১৩) 'বিরহিতে' ঘ; (১৪) 'অঙ্গুলি' ঘ; 'অঙ্গুরি' ইত্যাদি শ্লোক-টী ক ও গ-পুথিতে নাই। (১৫) 'তাড় গ্রীবা পর হৈল গ্রীবা পর হারে' খ;

(১৬) 'নবনী' ক, খ; 'শিরীষ' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির স্থলে 'শিরিষ জিনিয়া তনু রাধা সুকোমল' গ; (১৭) 'চিন্তিতে' ঘ; (১৮) 'বিকল' গ; (১৯) 'অবিরত' খ; (২০) 'করয়' ঘ; 'করহে' গ, (২১) 'দহয়' ঘ; (২২) 'ছাড়িয়া' গ; 'ছাড়ন্তি' ঘ; (২৩) 'হাহা প্রভু প্রাণনাথ রৈলা মধু-পুরে' গ; 'হাহা রে দারুণ বন্ধু' ইত্যাদি খ; 'আহা বন্ধু রে রৈলা মধুপুরে' ক; (২৪) 'প্রাণি' গ; (২৫) 'দুর্দ্দরিশ' ক, খ; 'দুরন্ত নিদাঘ দুর্গম' গ; 'দুরন্ত নিদাঘ বন্ধু দুরন্ত' ঘ; (২৬) 'দহিয়া সকল তনু' গ; (২৭) 'ভস্মময়' গ;

নারী হৈয়া বিরহের জ্বালা সৈমু কত।
আমা পরিহরি বন্ধু মথুরাতে রত[১] ॥
অখনে জানিলু তনু কুলিশ-সমান[২]।
সিন্ধু-উদ্ভব ভঙ্গি তেজিমু পরাণ ॥
পাঞ্জর শোষিল মোর[৩] তনু[৪] হৈল খীন।" (৮০৮০)
রাধার করুণা[৫] কহে ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ।

এহি মতে নিরন্তর[৬] কান্দে সুবদনী।
শরীরে সহিব কত বিরহ-আগুনি ॥
অহনিশি নয়নের ঝরে[৭] মাত্র জল।
শোকে আকুল[৮] রাধা হইল বিকল[৯] ॥ (৮০৮৫)
কান্দিয়া দিবস ষষ্ঠি গোঞাইল নিদাঘ।
তবে ঋতু দুরন্ত[১০] বরিষা পাইল লাগ ॥
বরিষণ মেঘ-বায়ু ঝঞ্ঝা সৌদামিনী[১১]।
দেখিয়া তিমির ঘোর আকুল কামিনী ॥
অহনিশি ভেদ নাই—হৈয়া[১২] মন-দুখী। (৮০৯০)
সকরুণ-ভাবে কান্দে রাধা চন্দ্রমুখী ॥

রাগ-মল্লার

"অখনে দারুণ বন্ধু মধু-পুরে রৈল[১৩]।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর তনু শেষ হৈল ॥ ধ্রু।
বরিষা দুরন্ত ঋতু হইল প্রবীণ।
বরিষে দারুণ[১৪] মেঘ—নাহি[১৫] রাত্রি দিন ॥ (৮০৯৫)
বিদ্যুত-গর্জ্জনে[১৬] মোর শোষিল পাঞ্জর।
রতি-পতির রস-বাণে[১৭] করিল জর্জ্জর ॥
মউরে পেখম ধরে—অঙ্গ মোর দ্রবে[১৮]।
প্রাণ মোর স্থির নহে দাদুরের রবে ॥
চাতকের 'পিউ'-নাদে[১৯] হৈলু বিরহিত। (৮১০০)
না জীমু না জীমু[২০] দেখি বরিষার রীত ॥
নয়ানে না দেখোঁ—নিশি-দিসি তম-যুত[২১]।
আইসে কি না আইসে বন্ধু—চাহিতে নারোঁ পথ ॥
ঝড়-বান-বরিষণে[২২] শুখানে[২৩] কর্দ্দম।
হৈল মোর বধ-ভাগী বরিষা অধম ॥ (৮১০৫)

(১) 'প্রাণ-নাথ বিনে তনু দহে অবিরত' ঘ; (২) 'কুলিশ-সন্ধান' ক; (৩) 'ঝুরি (তে) পাঞ্জর শোষে' ঘ; (৪) 'বল' ক; (৬) 'নিরবধি' ঘ; (৭) 'ঝু(ঝ) রে' ক; 'স্রবে' খ; 'বহে' গ; (৮) 'আকুলাইতে' ক; খ; 'আকুলিত' গ; (৯) 'অবল' ক, খ; (১০) 'তবে ত বিষম ঋতু' গ; (১০) 'বরিষা মেঘেতে বায়ু' ইত্যাদি খ; 'বিষম মেঘ-বায়ু বরিষয়ে পানি' গ; 'ঝঞ্ঝা সৌদামিনী' স্থলে 'পূর্ণ সৌদামিনী' ঘ; (১২) 'রাধা' গ; (১৩) 'নাথ মোরে কি হৈল—নাথ মোরে কি হৈল। এবো নি পরশ-মণি মধু-পুরে রৈল ॥ ধ্রু।' গ; (১৪) 'নবীন' খ; (১৫) 'কিবা' গ; 'বরিষণ করে মেঘে নাহি' ঘ; (১৬) 'দাদুরীর রবে' গ; (১৭) 'রস-বাণে' ক, খ, 'স (শ)র-বাণে' খ; 'শরাঘাতে' গ, 'রস' শব্দের এক অর্থ 'বিষ'; বোধ হয় কবি 'বিষ-বাণে' শব্দের পরিবর্ত্তে 'রস-বাণে' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা 'বিষময় বাণ' ও 'প্রেম-জনক বাণ'—এই উভয় অর্থই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 'রস' শব্দের এই অর্থের অজ্ঞতা হইতেই ঘ-পুথির নিরর্থক 'শর বাণে' ও গ-পুথির অনাবশ্যক সংশোধন 'শরাঘাতে' পাঠের উৎপত্তি হইয়াছে। (১৮) 'অংসময় শ্রবে' গ। ক, খ, ও ঘ-পুথিতে 'অঙ্গ মোর দ্রবে' পাঠ থাকিলেও, উহা তেমন সঙ্গত বোধ হয় না; 'অশ্রু মোর স্রবে' প্রকৃত পাঠ হইবে। প্রাচীন-পুথির 'শ্রু' অক্ষর-টী লিপি-করের ত্রুটীতে 'ঙ্গ' অক্ষরে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে। (১৯) 'পিউ' ক; (২০) 'জানিমু' ক; এই শ্লোক-টী খ পুথিতে নাই। (২১) 'যেই মত' গ; 'নয়ানে' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—
'আইসে বা না আইসে বন্ধু দেখিতে নারোঁ পথ।
বন্ধুর বিরহে মুঞি হইলু মোহিত ॥' খ;
'আইসে বা না আইসে বন্ধু দেখিতে নারি পথ।
দিবস গণিতে মোর প্রাণ হৈল হত ॥' ঘ;
(২২) 'বৃন্দাবনে বরিষণে' খ 'দুষ্ট বরিষণে' হৈল' ঘ; (২৩) মেদিনী' ক, খ, ঘ।

নিশি-দিসি ঝুরিতে পরাণ মোর ফাটে।
সাগরের ঢেউ জিনে—দুঃখ যত উঠে[১] ॥
যৌবন-কানন[২] মোর দহিল বিরহে।"
হরি-পরশনে দীন ভবানন্দে কহে ॥

পদ-বন্ধ।

বিবাদ ভাবিয়া কান্দে রাধা সুবদনী। (৮১১০)
মুকুতা-গাঁথুনি পড়ে নয়ানের পানি[৩] ॥
বরিষা দিবস সৃষ্টি গেল এহি মতে।
কান্দিয়া গোঙাইল রাধা[৪] শোকে আকুলাইতে[৫] ॥
তবে আসি অধিকার হইল শরত।
কাত্যায়নীর মহোৎসব শুন ভাগবত[৬] ॥ (৮১১৫)
বিশেষে দারুণ শোকে উন্মাদিত[৭]-চিত।
শরত-ঋতুতে রাধা অতি বিরহিত ॥
বিষাদ ভাবিয়া রাধা কান্দিয়া বিকল।
ধারা-স্রোতে বহে রাধার নয়নের জল[৮]।
নবীন-মেঘের ধারা বরিষাতে ছিল[৯]। (৮১২০)
সেহি জল-ধারা রাধার চক্ষুতে রহিল[১০] ॥
কমল-নয়নে চণ্ড[১১]-স্রোত বহে নদী।
বিলাপ করিয়া রাধা কান্দে নিরবধি ॥

রাগ-মালশী।

"কেমতে বঞ্চিমু ঋতু শরত দুব্য[১২] বড়।
মধু-পুরে রৈল[১৩] বন্ধু—নাসিবেক দড় ॥ ধ্রু।
(৮১২৫)
পূজিমু ভবানী-দেবী—তাঞি[১৫] দেউকা[১৬] বর।
মধু-পুরী হনে যদি বন্ধু আইসে মোর[১৭] ॥
কনক-কমলে আর অঙ্গের রোহিণী[১৮]।
পূজিমু যমুনা-তীরে হেমন্ত-নন্দিনী ॥
অভিমানে ঝুরি মরি[১৯] বন্ধুর বিরহে। (৮১৩০)
শরত-ঋতুর জ্বালা[২০] শরীরে না[২১] সহে ॥
যার পতি আছে ঘরে—করে কেলি কলা[২২]।
দারুণ বন্ধুব ভাবে হইলু অবলা[২৩] ॥
অবিবেক-সিন্ধু বন্ধু—তারে প্রাণ ঝুরে[২৪]।
পাইয়া সুন্দরী[২৫] নারী রৈল মধু-পুরে ॥ (৮১৩৫)
জানিলু জানিলু দড়—না আসিব বন্ধ।"
ভবানী-চরণে[২৬] কহে দীন ভবানন্দ ॥

---

(১) 'সাগরের' ঢৌ যেন দুঃখ জ(ঝ)লিয়া উঠৈ' গ; 'শৈ(সৌ)দামিনী পামর জিনিয়া দুঃখ উঠৈ' খ; (২) 'জীবন যৌবন' গ; 'যৌবন কারণে' ঘ; (৩) 'মুকুতা গাঁথিছে হেন চক্ষুর পড়ে পানি' গ; (৪) 'নিশি' ঘ; (৫) 'শোকে হাকুলাইতে' ক; 'শোকাকুল-চিতে' খ, গ; (৬) 'কাত্যায়নীর মহা-পূজা' ইত্যাদি ঘ; 'শুনহ হস্তিনার পতি পুণ্য ভাগবত' গ; (৭) 'উদাসীন গ; (৮) 'রাধার শ্রবণে (ধারার শ্রবণে ?) বহে নয়ানের জল' গ; (৯) 'ধারা-বারি যত ছিল' ক; 'বরিষেতে ছিল' খ; 'রিত (রীত) বরিষাতে ছিলঃ গ; (১০) 'ধারা' ইত্যাদি স্থলে, 'রাধার চক্ষুতে ভরি রৈল' গ; (১১) 'প্রচণ্ড ক, ঘ; 'রাধার' খ

(১২) 'দুষ্ট' গ, ঘ; (১৩) 'মধুপুর হনে', গ; 'মধুপুরে গেল' ঘ; (১৪) 'না আসিল দড়' ক, খ; (১৫) 'তেহি' ঘ; (১৬) 'দেউকাইন' খ; ক-পুথিতে শব্দ-টী অপাঠ্য। (১৭) 'মধুপুর হতে মোর বন্ধু আসিউক ঘর' গ; (১৮) 'চৌষট্টি রূপে দেবীর পূজিমু যোগিনী' গ; 'হেমন্ত-নন্দিনী' স্থলে 'হেরম্বজননী' খ,ঘ; (১৯) 'মরি যদি' ক, খ, ঘ; (২০) 'সে বড়ি বিষম-জ্বালা' খ; ক-পুথিতে শব্দ-গুলি অপাঠ্য। (২১) 'কত' গ; (২২) 'রস-কলা' ঘ; (২৩) 'আমারে ছাড়িয়া বন্ধু মধু-পুরে রৈলা' গ; 'আকিত বন্ধুর ভাবে সহজে অবলা ঘ; (২৪) 'অবিরত সিন্ধুরের' (?) জ্বালায় মন ঝুরে' গ; 'অবিবেক-সিন্ধুর জ্বালায় প্রাণ ঝুরে' গ; ক-পুথিতে পঙক্তি-টী অপাঠ্য। (২৫) 'যুবতী' খ; ঘ; (২৬) 'রাধার চরণে' গ;

পদ-বন্ধ।

এহি মতে ষষ্ঠি দিন শরত গোঙাইল[১]।
হাকুলাইতে সুবদনী আকুল হইল[২]॥
কুরঙ্গ আঁখির জল[৩]—নাহি তার[৪] অন্ত। (৮১৪০)
তবে বিসদৃশ[৫] ঋতু—আইল হেমন্ত॥
কেবল দুর্জ্জন ঋতু—অমর্য্যাদা-সীম।
ইন্দীবর নাশ হৈল বরিষণে হিম॥
রাধা বিরহিণী—হেন হেমন্তে জানিয়া।
জর্জ্জর করিল তনু হিম-বৃষ্টি দিয়া[৬]॥ (৮১৪৫)
সহিতে না পারে রাধা হিম-বরিষণ।
করুণা করিয়া কান্দে—বিষাদিত মন[৭]॥

রাগ করুণ ভাটিয়াল।

কান্দে শশি-মুখী[৮] রাধা আকুলী[৯] হইয়া।
"হেলায়ে বধিলা হরি[১০] মধু-পুরে রৈয়া[১১]॥ ধ্রু।
তিল পল দণ্ড গেল—প্রহর দিন মাস। (৮১৫০)
বৎসরেক গেল—মুই হইলু নৈরাশ॥
আসিব করিয়া গেল মাস সপ্তদশ[১২]।
মধু-পুরে রৈল হৈয়া কামিনীর বশ॥
দহিল হেমন্তে মোর জিউ পন্থ চাইয়া[১৩]।
অখনে মরিমু দড় গরল ভক্ষিয়া[১৪]॥" (৮১৫৫)
দীন-হীন ভবানন্দে সুন্দরীতে[১৫] কহে।
দৈবের বিপাকে তুমি মজিলা বিরহে॥

পদ-বন্ধ।

এহি মতে ষষ্ঠি দিন গোঙাইল হেমন্ত।
আইল শিশির ঋতু অধিক দুরন্ত[১৬]॥
শিশিরের জ্বালা বড়—কম্প অনুক্ষণ। (৮১৬০)
দ্বিগুণ কম্পিত তাতে বিহরিণী-জন॥
বিষম শিশির ঋতু দুর্দ্ধরিণ[১৭] দড়[১৮]।
সন্তাপী সুন্দরী রাধা আকুলিত বড়[১৯]॥
নিরন্তর কান্দে রাধা মজিয়া বিরহে।
দারুণ-শিশিরে তনু অনুক্ষণ দহে[২০]॥ (৮১৬৫)
সহিতে না পারে রাধা শিশির[২১]-যন্ত্রণা।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে করিয়া করুণা॥

রাগ দুঃখী বরাড়ী।

"হোর রে কালাচান্দ[২২]—
কি সুখে রহিলা মধু-পুরে।
দারুণ শিশিরে মোর শোষিলেক পাঞ্জর[২৩] (৮১৭০)
তোর লাগি মোর প্রাণ ঝুরে॥ ধ্রু।

---

(১) 'গোঙাইল শরত' খ, গ, ঘ; (২) 'তখন হইল আসি শিশির আগত' খ, গ, ঘ; এই পুথিগুলিতে লিপি-করের ভুলে হেমন্ত-কালোচিত বিরহ-বর্ণনার আগেই এখানে পরবর্ত্তী 'শিশিরের জ্বালা বড়' ইত্যাদি শিশির-বর্ণনার পয়ার ও গীত-টী সন্নিবেশিত হইয়াছে। (৩) 'জলের' গ; 'জলে' ঘ; (৪) 'আদি গ; (৫)'বিনাত্যদা' (?) ঘ, চ; (৬) 'হিম' ইত্যাদি স্থলে 'মরমে' হানিয়া ক, খ; 'কাম-বাণে মর্ম্ম-স্থানে দহিল হানিয়া' খ; (৭) 'করি নিবেদন' গ; (৮) 'বিরহিণী' গ; (৯) 'আকুল' গ; 'আকুলিত' ঘ; (১০) 'বন্ধু' ক; 'হেলায়ে মারিলা মোরে' গ; (১১) 'গিয়া' গ; (১২) 'পঞ্চদশ' ক; 'ছয় দশ' খ; (১৩) 'দহিল হেমন্তে জিউ রহিল পড়িয়া' গ; 'দহিল হেমন্তে মোর মর্ম্ম-স্থান চাইয়া' ঘ; (১৪) 'খাইয়া' ক, গ; (১৫) 'রাধিকাতে' ক, খ, ঘ; (১৬) 'তখনে হইল আসি শিশির আগত' ক, খ, ঘ; (১৭) 'শিশির-রীত বিসদৃশ অতি' গ; (১৮) 'বড়' খ; (১৯) 'দড়' খ; 'আকুলিত বড়' স্থলে 'ঝুরে দিবা-রাতি'; গ; (২০) 'দারুণ শিশিরের জ্বালা শরীরে না সহে' ক; 'দারুণ বিষম' ইত্যাদি গ; (২১) 'শীতের' গ; (২২) 'যাদব-চান্দ' গ; (২৩) 'দারুণ শিশিরে দহিল কলেবরে' ঘ।

ত্রিভুবনের নারী-লোকে   কাম-কলা-কৌতুকে
পতি সঙ্গে বঞ্চয়ে আবেশে[১]
মুই নারী ভাগ্য-হীন   কি মোর অশুভ দিন[২]
প্রাণ-নাথ[৩] রৈলা দূর-দেশে ॥ (৮১৭৫)
বন্ধু সে নিঠুর হৈয়া   মুগধ[৪]-কামিনী পাইয়া
বিসরিলা[৫] আমারে অখন।
অভিমানে মরি ঝুরি   বিশিখ বস্থয়ে পূরি[৬]
তার অর্দ্ধ[৭] করিমু ভক্ষণ ॥
যত যত ব্রজ-নারী[৮]   যুবা-বৃদ্ধ আদি করি (৮১৮০)
কারে বা ছাড়িছে কার পতি।
শোকে হইলু অবল[৯]   না রহে আঁখির জল
মুখে নাই সে[১০] বিরাট-সন্ততি ॥
কি মোর করম-দোষে   ঝুরিতে পাঞ্জর শোষে
আসিতে বন্ধু পড়ে বাসি বাধা[১১]।" (৮১৮৫)
কহে ভরানন্দ দীন   "তনু হনে নহে ভীন
ভাবি দেখ[১২] চন্দ্র-মুখি রাধা ॥"

পদ-বন্ধ।

এহি মতে শশি-মুখী কান্দে নিরন্তর।
ভাবিতে চিন্তিতে রাধার শোষিল পাঞ্জর ॥
হার ছিঁড়ে বস্ত্র চিরে—সিন্দুর মুছিয়া। (৮১৯০)
কান্দে চন্দ্র-মুখী রাধা বিষাদ ভাবিয়া[১৩] ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাধা মূর্চ্ছিত হইল।
সেহি কালে আসি তানে আইমনে দেখিল ॥
বিস্তর যতনে সে যে করাইল চেতন[১৪]।
কান্দিয়া সুন্দরী কহে কোমল বচন[১৫] ॥ (৮১৯৫)
"না আসিল বন্ধু—গেল[১৬] সপ্তদশ মাস।
অখনে সে জীবনের হইলু নৈরাশ ॥
মরিমু মরিমু দড়—জীবনের[১৭] সাধ নাই।
সই আর ননদী মাত্র দেখিবারে চাই ॥"
শুনিয়া আইমন-গোপে বিষাদ ভাবিয়া। (৮২০০)
শ্রীমতীর ঠাঞি[১৮] এহি কথা কৈল গিয়া ॥
শোকে আকুলিত হৈয়া শ্রীমতী-সুন্দরী।
মহোদারে সঙ্গে করি গেলা শীঘ্র করি ॥
তিন জনে গলাগলি কান্দিয়া বিভোর[১৯]।
তবে রাধা বোলে সখী-ননদী গোচর ॥ (৮২০৫)
"শুন মোর প্রাণ-সই প্রাণের ননদিনি[২০]।
নিশ্চয় ছাড়িমু প্রাণ মুই অভাগিনী ॥
কত বা সহিমু আর বিরহ-আনল।
বিষ ভক্ষি প্রাণ দিমু—জীয়া কোন ফল ॥

---

(১) 'পতি লৈয়া রতি ভুঞ্জে রসে' ক; 'পতি সঙ্গে ঘনাইয়া বসে' খ; 'পতি লৈয়া ঘরে আছে রসে' গ; (২) 'চিন' খ; 'কি মোর' ইত্যাদি স্থলে 'তাতে আইল কু-দিন' গ; (৩) 'নিজ-নাথ' ক, খ, ঘ;

(৪) 'মগধি' খ, ঘ; (৫) 'পাসরিল' খ; 'বন্ধু সে' ইত্যাদি শ্লোকের স্থলে—

'নিদয়া নিঠুর হইয়া   সুন্দর কামিনী পাইয়া
বিসরিলা আমারে অখন।
অপমান কত সৈমু   কার মুখ চাইয়া রৈমু
বিষ আমি করিমু ভক্ষণ ॥' গ;

(৬) 'দিক বেদ দিয়া পূরি' ঘ; (৭) 'আধা' ক, খ; (৮) 'গোপ-নারী' খ; (৯) 'নির্ব্বল' গ; (১০) 'না আইসে' ক, ঘ; 'মুখে' ইত্যাদি চরণের স্থলে—'শুন প্রভু দৈবকি-সন্ততি' গ; (১১) 'আসিতে বন্ধুর নাহি দি(দ্বি)ধা' খ; (১২) 'বুঝ' ক; 'চাহ' খ;

(১৩) 'হেন কালে তাকে আসি আইমনে দেখিয়া' গ; 'কান্দিতে কান্দিতে' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (১৪) 'করিলা চেতন' ঘ; 'করিল স্তবন' গ; (১৫) 'না কান্দ সুন্দরী হরি আসিবা আপন' গ; (১৬) 'রাধা বোলে বৈয়া গেল' গ; (১৭) 'জিয়া' ক; (১৮) 'স্থানে' গ, ঘ; (১৯) 'কান্দিয়া বিস্তর' ক, খ; 'কান্দে নিরন্তর' গ' (২০) 'প্রাণ ননদিনি' ক, খ; 'শুন হের' ইত্যাদি গ;

রাগ ভাটীয়াল

"অখনেও[1] মধু-পুরে দারুণ[2] পরশ-মণি। (৮২১০)
কি সুখে রহিমু ঘরে মুই অভাগিনী[3] ॥ ধ্রু।
শিরীষ জিনিয়া তনু সুকোমল বড়[4]।
সেহি তনু হৈল রাধার কুলিশ হনে দড়[5] ॥
যৌবনের রূপ-খানি[6] যেন জলের রেখা।
মুই জীতে বন্ধুর সনে না হইব দেখা ॥ (৮২১৫)
আসিল ফিরিয়া (সই) ঋতু-(কু)ল-মণি[7]।
বকুলিত-আম্রে (করে) কোকিলায় ধ্বনি[8] ॥
ফুটিল কুসুম (যত) ভ্রমর হৈল মত্ত[9]।
বিরহের জ্বালা মুই সহিমু যে কত[10] ॥
বাহিরে ভিতরে মোর দহিল অনঙ্গ[11]। (৮২২০)
নিষ্ঠুর বন্ধুর তেমু[12] নাহি টুটে রঙ্গ[13] ॥
কামিনী পাইয়া বন্ধু[14] মধু-পুরে রৈল।
মুই অভাগিনীর প্রাণ হেলায়ে সে লৈল[15] ॥"
দীন ভবানন্দে বোলে—"শুন আগো মাও।
গোবিন্দ ভেটিতে (পুনি) যদি তুমি চাও[16] ॥(৮২২৫)
আনাইও সম্বাদ পাঠাইয়া সখী[17]।
কি কাজে মরিবা তুমি গরল যে ভখি[18] ॥"

[সখী-সংবাদ]

পদ-বন্ধ।

এহি মতে চন্দ্র-মুখী করয়ে ক্রন্দন।
শ্রীমতী বোলয়ে তবে[19] কোমল বচন ॥
"না কর বিলাপ সই—খাও মোর মাথা। (৮২৩০)
তোমার হিতের লাগি কহোঁ এক কথা[20] ॥
কিসের লাগিয়া প্রাণ তেজিবা সুন্দরি।
আনিমু গোবিন্দ মুই—যাইয়া মধু-পুরী ॥
কহিয়া তোমার দুঃখ—আমি গিয়া[21] আনি।
হাসিয়া কমল-মুখি[22] দিয়ার মেলানি ॥" (৮২৩৫)
শ্রীমতীর মিষ্ট-বোলে হরষিত রাধা।
সমুদ্রে ডুবিতে যেন দুই-হাতে দিল বাধা[23] ॥

---

(১) 'অখনে খ, ঘ; শব্দ-টী গ-পুথিতে নাই। (২) 'রৈলা' গ; (৩) 'কি সুখে রহিলা কিছু না জানি বেদনি' ক; 'কোথাতে রহিল কিছু বেদন না জানি' খ; 'কি সুখে রহিল ঘরে কিছুই না জানি' ঘ; (৪) 'শিরীষ জিনিয়া কুসুম হনে বড়' গ; (৫) 'সেই ত ক(কো)মল তনু কুলিশ হনে দঢ়' গ; (৬) 'জীবন রূপ-খানি' ক; 'জীবন যৌবন-খানি' গ; (৭) 'আসিব ফিরিয়া ঋতুর মণি' ক 'আইল কোকিল- আম্রে কোকিলার ধ্বনি' খ; 'ফিরিয়া আসিব করি হইলু আকুলি' গ; (৮) 'বকুলিত আগত কোকিলার ধ্বনি' ক; 'ফুটিল কুসুম্ভ পুষ্প বিরহে না জানি' খ; 'করিমু মধুর রাগ-রঙ্গ রস কেলি' গ; 'বকুলিত অধ কুসিস(?)ধ্বনি' ঘ; ঘ-পুথিতে এই শ্লোক-টী 'ফুটিল' ইত্যাদি শ্লোকের পরে লিখিত হইয়াছে। (৯) 'ফুটিল কুসুম-সুধা গেল মোর মতে' গ; 'ফুটিল বসন্ত ভ্রমরা হৈল মত্ত' ঘ; শ্লোক-টী খ-পুথিতে নাই। (১০) 'বিহরের জ্বালা সৈয়া রৈমু আর কত' গ; (১১) 'অঙ্গ' গ, ঘ; (১২) 'তেহ' ক, খ; (১৩) 'না টুটে রস-রঙ্গ' খ;

(১৪) 'কৃষ্ণ' ক, খ; ভাল' গ; (১৫) 'মুই নারীর' ইত্যাদি ক, ঘ; (১৬) 'গোবিন্দ ভেটিতে তুমি যদি বা যাও' ক, 'গোবিন্দ ভেটিতে তুমি তথা চলি যায়' খ; 'গোবিন্দ ভজিতে নির্ভির্ত্তে (নিভৃতে) চলি যাও' গ; 'গোবিন্দ ভেটিতে যদি বা চাও, ঘ, (১৭) 'আনাইও পাঠাই বার্ত্তা একজন সখী' খ; 'সখীরে পাঠাইয়া দেও গোবিন্দ-চরণে' গ; 'আনাও সম্বাদ' ইত্যাদি ঘ; (১৮) 'গরল খাইয়া মরিতে চাও কেনে' গ, (১৯)'শ্রীমতী মহোদা বোলে' ক,খ; ঘ; (২০)'কহোঁ'ইত্যাদি স্থলে 'আমি যাই তথা' গ; (২১) 'দিব' ঘ; (২২) 'সুন্দরী রাধা' গ; (২৩) 'সমুদ্র ডুবাইতে যেন' ইত্যাদি ক; 'সমুদ্র ডুবিতে যেন চাঁদে দিল দেখা (?)' খ; 'যেন' ইত্যাদি স্থলে 'যেন তানে দিল বাধা' গ; 'যেন দিয়া (লা) (হা)তে দেখা (বাধা ?)' ঘ;

ওখায়ে খসাইল যেন পন্নগের[১] বিন।
শুনি সুধা-মুখী রাধা তেমত[২] হরিন ॥
রাধা বোলে প্রাণ-সই শুন[৩] নিবেদন। (৮২৪০)
"করিবা সাহস বড় আমার কারণ ॥
প্রথমে এহি প্রেম তোমার[৪] সন্ধান।
বিরহ-সাগর[৫] হনে কর পরিত্রাণ ॥
শকুন্তলা ছাড়ি যদি দুষ্মন্ত রহিল[৬]।
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা শরণ করিল[৭] ॥ (৮২৪৫)
তেন মতে আমার কার্য্যে হইবা গ্রহিল[৮]।
অবিলম্বে আন যাইয়া গোবিন্দ কুটিল[৯] ॥
বিশেষে প্রতিজ্ঞা সই তোর ঠাঞি করি
কালি সূর্য্য থাকিতে যদি না আইসে হরি[১০] ॥
লাগিব আমার বধ তোমার[১১] উপর। (৮২৫০)
চলি যাও প্রাণ-সই বিলম্ব না কর।"
রাধার প্রতিজ্ঞা শুনি সুন্দরী শ্রীমতী[১২]।
মিস্ট বোলে কহিলেক মহোদার প্রতি ॥[১৩]
আমি যাই মধু-পুরে বিষম সঙ্কটে।
আপনে বসিয়া থাক রাধার নিকটে ॥ (৮২৫৫)
চিন্তা না করিও কিছু[১৪] আপন ঘরের।
আইসেন গোবিন্দ যদি ভাগ্য সকলের ॥"
মহোদা বোলয়ে—"যাও ব্যাজ কর কিয়া।
রাধার নিকটে মুই রহিলু বসিয়া ॥"
তখনে শ্রীমতী রাধিকার গলে ধরি। (৮২৬০)
মহোদারে সম্ভাষিয়া চলে মধু-পুরী[১৫] ॥
মুনি বোলে—"শুন রাজা সারদা-নন্দন।
শ্রীমতী দেখিল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ॥
দণ্ডবত হৈয়া বোলে কর-যোড় করি[১৬]।
"কত ক্ষণে পারিমু যাইতে মধু-পুরী ॥" (৮২৬৫)
দ্বিজে বোলে—"লোকে আর মথুরা না রয়[১৭]।
জরাসন্ধে পুড়িয়া করিল ভস্ম-চয়[১৮]।
প্রজা-গণ লৈয়া হরি সমুদ্র-ভিতর।
করিছে নির্ম্মাণ তথা দ্বারকা-নগর ॥*
রুক্মিণী আদি বিভা করিছে[১৯] অস্ট-জন। (৮২৭০)
সংসারের দুস্ট যত করিলা নিধন ॥
আমি যাই দ্বারকাতে হরি দেখিবার[২০]।
কহিলু তোমাতে মথুরার সমাচার ॥"
তাহা শুনি শ্রীমতী বোলয়ে হরষিতে।
"আমিও যাইমু দ্বিজ তোমার সহিতে।" (৮২৭৫)
এহি রূপে দুই জন গেলা দ্বারকাত[২১]।
অদ্ভুত নগর তথা দেখয়ে সাক্ষাত[২২] ॥
দ্বিধা নাহি স্ত্রীলোক যাইতে অন্তঃপুর[২৩]।
রুক্মিণীর পুরে গেল হরিষ প্রচুর[২৪] ॥

(১) শরীরের' গ'; (২) 'অনেক' গ, (৩) 'করো' গ; (৪) 'প্রথমেই তুমি করি আছিলা' গ; (৫) 'বিরহ-আনল' ঘ; (৬) 'গকুল ছাড়িয়া কেনে তরস্ত রহিল' গ; (৭) 'স্ত্রিবধ হৈলী তান শোকের সনিল' (?) গ; 'অসুস্থ হৈয়া প্রিয়ম্বদা স্মরণ করিল' ঘ; (৮) 'তেহ্ঁ ত আমার কার্য্য হইবা গ্রহিল' ক; 'এমত আমার কার্য্য হইবা প্রবীণ' (প্রবণ ?) খ; 'অবশ্য আমার কার্য্য করিবা বহিন' গ; (৯) 'গোবিন্দেরে লৈয়া শীঘ্র আইস এহি স্থান' খ; 'গোবিন্দ কুটিল' স্থলে 'গোবিন্দ কঠিন' গ; 'কিন্তু' ক, খ, গ; (১০) 'দুষ্ট হরি' গ; (১১) 'তাহার গ; (১২) 'শ্রীমতী সুন্দরী' গ; (১৩) 'মহোদার সঙ্গে কহে বিনয় অতি করি' গ; (১৪) 'আজি' ক, খ; 'তুমি' গ;

(১৫) 'শীঘ্র করি' গ; (১৬) 'বোলে প্রণাম করিয়া' গ; (১৭) 'কত ক্ষণে' ইত্যাদি স্থলে 'কত ক্ষণে মথুরার লাগ পাইল(মু) গিয়া' গ; (১৭) 'দ্বিজে বোলে—কোথা আর মথুরা-নগর' ঘ; (১৮) 'ভস্মময়' গ; (১৯) 'রুক্মিণ্যাদি বিবাহ করিছেন' ঘ; 'রুক্মিণী আদি করি আছে বিবাহ' গ; (২০) 'হরি দেখিবার' স্থলে 'দেখা করিবার' ক, খ, ঘ; (২১) 'এহি রূপে দ্বারকাতে গেলা দুই জন' গ; (২২) 'তথা' ইত্যাদি স্থলে 'রাজা দেখিলু তখন' গ; (২৩) 'শ্রীমতী লৈয়া গেল দ্বিজ প্রভুর অন্তঃপুরে' গ; (২৪) 'হরিষ -অন্তরে' গ;

দেখিল রুক্মিণী দেবী অতি মনোরমা[১] । (৮২৮০)
তাঞি[২] হনে সুন্দরী[৩] দেখিল সত্যভামা ॥
এহি মতে ভ্রমি তবে[৪] শ্রীমতী দেখিল ।
প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখি বিকল হইল[৫] ॥
সভা করি বসি আছে প্রভু নারায়ণ ।
চতুর্দ্দিগে হস্ত-যোড়ে যত প্রজা-গণ ॥ (৮২৮৫)
অন্তরেত থাকি চাইয়া রহিল শ্রীমতী ।
সর্ব্বভূতময় হরি জানিলা সম্প্রতি ॥
উদ্ধবেরে সঙ্গে করি প্রভু নারায়ণ ।
শ্রীমতীর নিকটে ত গেলা সেহি ক্ষণ ॥
দেখিয়া প্রভুর পদ শ্রীমতী-সুন্দরী । (৮২৯০)
ভক্তি-পুরস্কারে বন্দে দণ্ডবত করি ॥
প্রভু বোলে—"করিয়াছ সাহস অপার ।
কহ প্রিয়া-রাধার কুশল-সমাচার ॥"
শ্রীমতী বোলয়ে "এহি রাধার সন্দেশ[৬] ।
চাহিতে তোমার পথ তনু হৈল শেষ[৭] ॥ (৮২৯৫)
জিজ্ঞাসিলা যৎকিঞ্চিৎ কহি সমাচার[৮] ।
সহজে সজীবে লাগ না পাইবা রাধার[৯] ॥"

রাগ কেদার[১০] ।

"শুন হরি—দারুণ-কঠিন তোর হিয়া ।
কত না যতন করি পিরিতি বাড়াইলা হরি
হেন জন বিসরিলা কিয়া ॥ ধ্রু । (৮৩০০)
তোমার বিরহে নারী অন্ন-জল[১১] পরিহরি
নিশি-দিশি ঝুরিয়া অবল[১২] ।
রক্ত মাংস নাহি আর অস্থি-চর্ম্ম মাত্র সার
প্রাণ দিব ভখিয়া গরল ॥
ঝুরিতে অবল হৈয়া জানু-যুগে শির দিয়া[১৩] (৮৩০৫)
ক্ষিতি নখে লেখে নিরবধি ।
কেহোর বোল নাহি শুনে পাঞ্জর বিন্ধিল ঘুণে
নয়নের জলে[১৪] বহে নদী ॥
করুণা-কাতর[১৫] বোলে কান্দে আউদল-চুলে
দেখিবারে চাহে রাঙ্গা-পদ । (৮৩১০)
গোকুলে না যাও যবে সুন্দরী মরিব তবে
হেলায়ে করিবা তুমি বধ ॥
অশক্য প্রতিজ্ঞা করি মোকে পাঠাইছে নারী
ছায়া-কান্ত রহিতে না গেলে ।"
দীন ভবানন্দে কহে "দৈবে রাধা জীবার[১৬] নহে
(৮৩১৫)
জানিলু বধিবা[১৭] দড় হেলে[১৮] ॥"

পদ-বন্ধ ।

পুনরপি কর-যোড়ে কহিল শ্রীমতী[১৯] ।
"সুন্দরী রাধার দুঃখ শুন যদু-পতি[২০] ॥

---

(১) 'রুক্মিণী আদি নারী সব দেখিলা অনুপমা' গ; (২) 'তেনি' ক, 'তেঞি' খ; তাহা' ঘ; (৩) 'অধিক' গ; (৪) 'ঠাঞি ঠাঞি' ক, গ; (৫) 'প্রভুর কার্য্য দেখি' ইত্যাদি খ; 'আশ্চর্য্য দেখিয়া নারী বিকলিত হৈল' ক; (৬) 'এহি' ইত্যাদির স্থলে 'প্রভু শুনহ বিশেষ' খ; 'রাধার কুশল সন্দেশ' ঘ; (৭) 'ঝুরিতে ঝুরিতে পাঞ্জর হৈল শেষ' গ, (৮) 'জিজ্ঞাসিলা যত কৈ কিঞ্চিত সমাচার' খ; 'বিশেষ আর কি কহিমু সমাচার' গ; জিজ্ঞাসিল (লা) যত ইতি কহিল (লু) সমাচার' ঘ; (৯) 'দৈবে সে শরীরে (সশরীরে) লাগ পাইবা রাধার' গ; (১০) 'রাগ নাগুদা' ক, খ, ঘ;

(১১) 'অন্ন-পানি' গ; (১২) 'বিকল' গ; (১৩) ক, খ ও গ-পুথিতে 'ঝুরিতে' ইত্যাদি শ্লোক 'করুণা-কাতর' ইত্যাদির পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে; ভাবের স্বাভাবিক ক্রম-বিকাশ অনুসারে উহার স্থান পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ্য; সুতরাং অনেক সন্দিগ্ধ স্থলের ন্যায় এখানেও ঘ-পুথির পাঠই শুদ্ধ বটে। (১৪) 'নয়ন-কমলে' ক; 'নয়ন-যুগলে' গ; 'কমল নয়নে' ঘ; (১৫) 'কেবল কাতর' গ; (১৬) 'জীব' ঘ; 'জিত' গ; (১৭) 'বধিলা' ঘ; (১৮) 'প্রাণ দিব তোমা না দেখিলে' গ; (১৯) 'পুনরপি কর-পুট করিয়া শ্রীমতী' গ; (২০) 'সুন্দরী রাধার দুঃখ কহিল যত ইতি' গ;

যেই হনে আপনে[১] আসিলা মধু-পুরে।
অন্ন-জল পরিহরি রাত্রিদিনে[২] ঝুরে ॥ (৮৩২০)
শয়ন-ভোজন নাহি[৩] —উন্মত্ত সমান।
বিরহে বিকল চিত্ত[৪] —বিরহিত-জ্ঞান ॥
অবল[৫] শরীর—মাত্র তোমা-পদে ভক্তি।
শুনিলে উত্তর দেয় হেন নাহি শক্তি[৬] ॥
চরণে ধরিয়া কহি না করিও ব্যাজ। (৮৩২৫)
যাইবা গোকুল-পুরী—এবা কোন লাজ[৭] ॥
যদু-বংশ-মণি যদি[৮] দ্বারকায় রহিছ[৯]।
গোয়ালের অন্ন[১০] খাইয়া এত বড় হৈছ ॥
কোকিলার প্রায় তুমি বিসরিলা[১১] প্রেম।
অনুচিত নহে—(তুমি) হৈছ বড় ক্ষেম[১২] ॥(৮৩৩০)
যখনে পিরিতি কৈলা—কত ছিল আশা।
সুন্দরী রাধারে দিলা কতেক ভরসা ॥
বিসরিলা সর-লবণী পাইয়া অমর্ত্ত[১৩]।
ত্রিভুবনে রহিব[১৪] তোমার অপকীর্ত্তি[১৫] ॥
রাধা হনে ভাল নারী পাইছ তোমার মনে[১৬](৮৩৩৫)
শত-ভাগের ভাগ নহে রাধার রূপ হনে[১৭] ॥
হেন জন পরিহরি ছাড়িয়া মাধুরি।
ফলবন্ত[১৮] বৃক্ষ কাট—এ কোন চাতুরি[১৯] ॥
গোকুলে যাইতে তোমা কেবা দেয় বাধা।
এহি দুঃখে প্রাণ দিব অভাগিনী রাধা ॥ (৮৩৪০)
যদি বা না যাও[২০] তুমি গোকুল-নগরে।
লাগিব রাধার বধ তোমার উপরে ॥
সহিব বা আর কত শোক অভিনব[২১]।
মরিব ভক্ষিয়া দড় সমুদ্র-উদ্ভব ॥
জানিলু শ্রীহরি তোর গুণ আর শীল[২২]। (৮৩৪৫)
মুখে মাত্র মিষ্ট বোল—অন্তরে কুটিল ॥
মুখ পদ্ম-জালাকার[২৩]—কথা সে চন্দন।
হৃদয়েত কটু[২৪] তোর—ধূর্ত্তের লক্ষণ ॥
যদ্যপি না যাও তুমি গোকুল-নগরে।
কি কথা কহিমু কহ[২৫] রাধার গোচরে[২৬] ॥ (৮৩৫০)
ভরসায়ে রহিছে ভাল অভাগিনী[২৭] রাধা।
আসিবার কালে কেনে না পড়িল বাধা ॥
কোন লাজে যাইমু মুই গোকুল-নগর[২৮]।
জিজ্ঞাসা করিল যদি কি দিমু উত্তর ॥
ই লাজে না দেখিমু রাধা হেন সখী। (৮৩৫৫)
তোমার উপরে বধ দিমু বিস ভখি ॥

---

(১) 'যহি দিন হৈতে আপনে' ক; 'যে হনে আপনে' খ; 'যে দিন হতে প্রভু তুমি' ঘ; (২) 'রাত্রি-দিবা' ক, ঘ; 'অনুক্ষণ' গ; (৩) 'বুদ্ধি-শুদ্ধি নাহি কিছু' গ; (৪) 'তনু' গ; (৫) 'অবলা' ক, খ, গ; (৬) 'সুদেষ্ণার সুত দেয়' ইত্যাদি ক; 'শুনিলে উত্তর দিতে নাহি পারে হরি (?)' খ; 'কান্দিতে কান্দিতে আর কিছু নাহি শক্তি' ঘ; (৭) 'হৈব কোন লাজ' গ; 'হৈব কোন কাজ' ঘ; (৮) 'হৈয়া' ক; (৯) 'যদুবংশ-মণি তুমি আজি সে বাড়িছ' গ; (১০) 'দুগ্ধ' খ, ঘ; (১১) 'পাসরিলা' খ, ঘ; (১২) 'অনুচিত গুণ হও হৈছে বড় ক্ষেম' খ; 'অনুচিত না বোল রাধা হৈছে বড় ক্ষেম' গ; 'অনুচিত-গুণ-যুক্ত হৈছ' ইত্যাদি ঘ; (১৩) 'অমৃত' খ; (১৪) 'কহিব ক, খ; (১৫) 'অপকৃত' খ; 'তোমার অপকীর্ত্তি' স্থলে 'স্ত্রীবধ-অপকীর্ত্তি' গ; (১৬) 'তোমার মতে' খ, গ; 'কত মতে' ক; (১৭) 'শতভাগের ভাগ না হৈব রাধা হৈতে' গ;

(১৮) 'ফল-কালে' ক; (১৯) 'রুপিয়া কাটহ তরু' ইত্যাদি গ; (২০) 'জানিলু না যাইবা' গ; 'যদি বা' ইত্যাদি চারি-টী শ্লোক খ-পুথিতে নাই। (২১) 'সহিব বা কত জালা বয় অভিনব' ক; 'সেইত মরিব আর কত অবিনব' গ; 'সহিব রাধার কত' ইত্যাদি ঘ; (২২) তোর নহে শীল' ক; 'দঢ় তোর শীল' গ, (২৩) 'মুখে পদ্মজাল তোমার' গ; 'মুখ পদ্মজালাকার' ঘ; (২৪) 'ঘোর' গ; 'হৃদয়ে কুটিল' ঘ; (২৫) 'গিয়া' খ; (২৬) জানাইলু বিদায় রাধার তোমার গোচরে' গ; (২৭) 'ভরসায় রহিয়াছে অভাগিনী' ক, খ; 'ভরসায়ে রহিছে ভাল গোয়ারিণী' গ; 'ভরোসা আছিল ভাল অভাগিনী' ঘ; (২৮) কোন লাজে' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় কেবল ক-পুথিতে আছে।

তোমার দোষ নাহি[1] জানিলু এখন।
কেমন কুমতি[2] নারী বান্ধিয়াছে মন॥
যত নারী রাধার দাসীর যোগ্য নয়।
তেহুঁ আজ্ঞা-কারী হৈছ—এহি সে বিস্ময়॥" (৮৩৬০)
কান্দিয়া শ্রীমতী কহে করুণা-বচন।
লজ্জিত হইয়া বোলে দৈবকী-নন্দন[3]॥
"শুন শুন[4] চন্দ্র-মুখি নিবেদন মোর[5]।
যত কিছু কৈলা তুমি নহে অনাকর[6]॥
কিন্তু এক-খানি কথা শুনহ সুন্দরি। (৮৩৬৫)
ভাই উদ্ধবের তুমি নেও সঙ্গে করি।
বিনয় করিয়া তুমি কহিবা সুন্দরীত।
মনে[7] ক্ষেমা করি যেন আইসেন[8] তুরিত॥"
শুনিয়া হরিষ হৈল সুন্দরী শ্রীমতী[9]।
বিদায় করিল পুনি করিয়া প্রণতি[10]॥ (৮৩৭০)
ই[11] রাত্রি বঞ্চিল গিয়া উদ্ধবের ঘর[12]।
খণ্ডিব রাধার দুঃখ হরিষ-অন্তর[13]॥
তখনে হইল রাজা প্রবেশ যামিনী।
সত্যভামার মন্দিরেত গেলা চক্র-পাণি॥
মলিন-বদনে প্রভু[14] বসিলা ভূমিত। (৮৩৭৫)
তাহা দেখি সত্যভামা হইলা[15] দুঃখিত॥
"কি জানি প্রভুর কোপ হৈছে কি কারণ[16]।"
সত্যভামা কৈল গিয়া রুক্মিণী-সদন॥
রুক্মিণী সত্যভামা আদি অষ্ট বনিতা।
বিস্তর প্রকারে আসি[17] জিজ্ঞাসিল কথা॥ (৮৩৮০)
তবে সত্যভামা দেবী চরণেত ধরি।
প্রণতি-পূর্ব্বকে কহে[18] পরিহার করি॥
"কহ কহ অহে প্রভু শুনি বিবরণ।
মনস্তাপ পাও তুমি কেমন[19] কারণ॥"
সত্রাজিত-সুতার বাক্য সহিতে না পারি। (৮৩৮৫)
কহিতে লাগিলা তবে গোবর্দ্ধন-ধারী॥
যেমত সুন্দরী রাধা—যেমত তার গুণ।
বিষাদ ভাবিয়া কহে করিয়া করুণ॥
শুনিয়া হাসিয়া বোলে দেবী সত্যভামা[20]।
"আনিতে যুয়ায় তোমার সেহি[22] মনোরমা॥ (৮৩৯০)
আমরা সকল নারী সহজে কুচ্ছিত।
রাধারে আনিয়া সুখে বঞ্চিতে উচিত॥
কি কাজে বিষাদ ভাব—যাইতে কেবা রাখে।
চলি যাও রাধার কাছে যদি প্রেম থাকে॥'
একে গোপ-নারী—আরে[1] পরের রমণী। (৮৩৯৫)
অবিলম্বে চলি যাও না রহিও খানি[23]॥
দধি-দুগ্ধ দিয়া তোমার বাড়াইছে লোভ।
হেন জন ছাড়ি রৈছ—তোমার[24] অশুভ॥"

---

(১) 'তোমার নাহিক দোষ' গ' (২) 'কুমন কুমতি' খ; 'কোন দুষ্ট মতি' গ; (৩) 'বোলে শ্রীমধু স্থদন' 'রহিলেক নারায়ণ' গ; (৪) 'হের' ক, খ; (৫) 'মোর নিবেদন' গ; (৬) 'যত কহিলায় তুমি প্রকৃত-বচন' গ; (৭) 'ক্রোধ' ক, খ, গ; (৮) 'আইসয়ে' খ, গ; (৯) 'শ্রীমতি সুন্দরী' ক, গ; (১০) 'বিদায় করিয়া যাইতে প্রণতি কৈল নারী' ক; 'বিদায় করিল তুমি (ত) দণ্ডবত করি' গ; (১১) 'এক' খ; 'সেই' গ; (১২) 'ঘরে' গ; (১৩) 'হরিষ-অন্তরে' গ; (১৪) 'তবে' গ; (১৫) 'পরম' খ, গ;

(১৬) 'কি কারণে দুঃখী গোসাঞি হইছ আমারে। সত্যভামা কহে গিয়া রুক্মিণী-গোচরে॥' গ; (১৭) হাত 'যোড় করি তার' গ; 'বিস্তর প্রলাপে আসি' ঘ; (১৮) 'প্রণয় পূর্ব্বকে পুছে' খ; (১৯) 'কমন' ঘ; 'কিসের' গ; (২০) 'শুনি(য়া) হরিষ হৈয়া বোলে সত্যভামা' ঘ; (২১) 'হেন' ক, খ; (২২) 'আর' গ; 'একেত গোপের নারী' ঘ; (২৩) 'তারে লৈয়া ক্রীড়া কর—লাজ নাহি খানি' গ; (২৪) 'কেমন' গ;

হাসিয়া হাসিয়া বোলে সত্যভামা দেবী।
"ব্যর্থ কাজে তোমা এত ভক্তি করি সেবি ॥(৮৪০০)
মরমে বান্ধিছে দড় গোয়ালিনী গুণে[1]।
আমি-সবের নিবেদন কিছু নাহি শুনে[2] ॥
আনহ নয়নে দেখি কেমন[3] কামিনী।
তারে লৈয়া সুখে বঞ্চ[4] এহি খানে আনি ॥"
হরি বোলে "উপালম্ভ কর কি কারণে[5]। (৮৪০৫)
শত-ভাগের ভাগ নাহি হৈবা রূপে গুণে ॥
দেখিবার কার্য্য আছুক—আসিতে-মাত্র এথা।
সহিতে নারিবা তেজ—পাইবা বড় ব্যথা ॥
উদ্ধবেরে পাঠাইছি বড় যত্ন করি[6]।
মোর ভাগ্যে আইসে যদি সেহি প্রাণেশ্বরী ॥"
(৮৪১০)

এহি মত কহি অষ্ট বনিতা সহিত।
নিশ্বাস ছাড়িয়া রৈল হইয়া চিন্তিত ॥"

[উদ্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীরাধার দ্বারকায় আনয়ন]

"শুন মুনি নিবেদন"—জন্মেজয় বোলে।
"কোন হেতু গোবিন্দ না আসিলা গোকুলে ॥"
মুনি বোলে প্রসিদ্ধ যে[7] আছয়ে ইহার। (৮৪১৫)
স্ব-দেশে[8] কাহ্নাই আর নাসিলা পুনর্ব্বার ॥
ত্রিদশের অধিকারী দ্বারকা-ঈশ্বর।
গোকুলে আসিলে নন্দ-যশোদা-কোঙর ॥
খণ্ডায়ে মহীব ভার[9] —নাম মহীপাল।
বৃন্দাবনে আসিলে ধেনুব বাথোয়াল ॥ (৮৪২০)
এহি ভাবে[10] গোকুলেত নাসিলা শ্রীহরি।
তবে যে হইল রাজা শুন মন করি ॥
রজনী-প্রভাতে উদ্ধব শ্রীমতীরে লৈয়া।
গোকুল-নগরে চলে হরষিত হৈয়া ॥
শ্রীমতীর ব্যাজ দেখি রাধিকা-সুন্দরী। (৮৪২৫)
মহোদারে সম্বোধিয়া কহে মৃদু করি ॥
"বিরহে সর্ব্বাঙ্গ দহে—হইলু বিকল।
চন্দন-উদকে[11] তনু নহেত শীতল ॥
জল দিয়া পঙ্ক করি দেও এহি ক্ষণ।
যুড়াউক শরীর তাতে করিয়া শয়ন ॥ (৮৪৩০)
সুন্দরী মহোদা তবে জল দিল আনি।
পঙ্ক করি শয়ন করিল সুবদনী[12] ॥
এহি মতে রৈল পথ নিরক্ষণ করি।
আইলা উদ্ধব সঙ্গে শ্রীমতী-সুন্দরী ॥
দিন-অবসানে উদ্ধব[13] গোকুলেত আসি। (৮৪৩৫)
শ্রীমতীর মন্দিরে বঞ্চিলা সেহি নিশি ॥
প্রভাতে উঠিয়া গেলা রাধিকাব ঘর।
শ্রীমতী-সুন্দরী আগে গেল একেশ্বর ॥

---

(১) 'মরজম লাগিয়া আছে গোয়ালিনীর গুণ।' গ; (২) 'আমি সবের নিবেদন কিবা পুনঃপুন' গ; (৩) 'আন তুহ্মি রূপ দেখি সেহিত' ঘ; (৪) 'সুখে গৃহে-বাস কর' ক, খ, সুখে ঘর বাসে বঞ্চ' ঘ; (৫) 'হরি বোলে' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় কেবল গ-পুথিতে আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে সত্যভামার তীব্র বিদ্রূপের কোনও প্রত্যুত্তর দেন নাই, ইহা সম্ভবপর নহে; আমাদিগের মতে কবি এখানে সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা সত্যভামাকে মুখের মত উত্তর শুনাইয়া সুকৌশলে শ্রীরাধার অঙ্গের অসহনীয় তেজে সত্যভামার মূর্চ্ছা-বিধান রূপ পরবর্ত্তী অদ্ভুত-ঘটনার স্বাভাবিক সূত্র-পাত করিয়াছেন। (৬) 'হরি বোলেন দূত পাঠাইছি যত্ন করি' ক, খ, ঘ;

(৭) 'প্রসিদ্ধেক' ক, 'প্রসিদ্ধ' গ; (৮) গোকুলেত কানাই না গেল পুনর্ব্বার' ক, খ; 'স্বদেশে হরি আর' ইত্যাদি ঘ; 'স্বদেশে কাহ্নাইয়া না গেলা পুনর্ব্বার' গ; (৯) 'খণ্ডাইমু ইত্যাদি ক; 'পৃথিবীর দৈত্য বধি' গ; 'খণ্ডাইতে' ইত্যাদি ঘ; (১০) ভাবি' ক, খ; 'কাজে' গ; (১১) 'শীতল চন্দনে' গ; (১২) 'পঙ্ক করি শয়ন তাথে করিল কামিনী" ক, খ, গ, (১৩) 'দিন-অপরাহ্ণ-কালে' গ, ঘ;

মহোদা বোলয়ে "হের উঠ গুণবতি[1]।
মধু-পুরী হনে আইল সুন্দরী শ্রীমতী[2] ॥" (৮৪৪০)
নয়ন মেলিয়া রাধা পরিহরি নিন্দ।
"কহ সখি কোথা মোর প্রাণের গোবিন্দ[3] ॥"

রাগ নাগুদা।

"কহ কহ প্রাণ-সই[4] মন[5] করোঁ[6] স্থির।
শুনিয়া কুশল-বার্ত্তা যুড়াউক শরীর ॥
ভরসে রাখিলু তনু পাতিয়ান দিয়া[7]। (৮৪৪৫)
আনিবা[8] বন্ধুরে তুমি কৈছ দড়াইয়া ॥
করিছ সাহস বড় মোর হিত লাগি।
বিলম্ব করিয়া কেনে হও বধ-ভাগী ॥
জর্জ্জর[9] পাঞ্জর মোর—লাগিয়াছে ঘুণ।
ই মুখে কহিমু কত—যত তোমার গুণ[10] ॥ (৮৪৫০)
বিরহ-সাগর হনে কর পরিত্রাণ।
করিমু[11] বন্ধুর আগে তোমার বাখান ॥
মোর দিন-দোষে বন্ধু পিরিতি-ভরমে।
বিরহ-আনলে তনু দহিল মরমে[12]।
তোমার কৃপায়ে দুঃখ খণ্ডিব অখন। (৮৪৫৫)
আনিয়া দিয়ার বন্ধু—হউক[13] দরশন ॥"
দীন-হীন ভবানন্দে কহে রাধার ঠাঞি[14]।
"গোকুলে গোবিন্দ সনে আর দেখা নাই ॥"

পয়ার।

এহি মতে কান্দে রাধা বিষাদ ভাবিয়া।
শ্রীমতী বোলয়ে কিছু[15] লজ্জিত হইয়া ॥ (৮৪৬০)
ক্ষণেকে বোলয়ে "সই কি পুছ আমাত।
আসিছে উদ্ধব তোমা নিতে দ্বারকাত ॥"
উদ্ধবে শুনিয়া তবে এহি বিবরণ।
ভক্তি-পুরস্কারে বন্দে রাধার চরণ ॥
প্রণতি-পূর্ব্বকে পরিহার করি বোলে। (৮৪৬৫)
"হইছে প্রভুর আজ্ঞা যাইতে মোর ওলে[16] ॥"
শুনিয়া পুরুষ-নারী গোকুলের লোকে।
একত্র হইয়া সবে কান্দে মন-দুখে ॥
"গোবিন্দের মানসে[17] গোকুল হৈল ভিন্ন।
আছিল সুন্দরী রাধা এহি মাত্র চিহ্ন ॥ (৮৪৭০)
রাধা তথা গেলে হরি হইব নিষ্ঠুর।
এত দিনে গোকুলের লক্ষ্মী গেল দূর ॥
পাপিষ্ঠ শ্রীমতী কোন কর্ম্ম কৈল গিয়া।"
সকল গোয়ালে কান্দে বিষাদ ভাবিয়া ॥
উদ্ধবে বোলয়ে "মাও ব্যাজ কর কেনে। (৮৪৭৫)
অবিলম্বে রথে উঠ—ক্ষেমা করি মনে[18] ॥"
অন্তরে হরিষ রাধা—তনু পুলকিত।
উত্তর দিবার শক্তি নাহি কদাচিত ॥
পুনরপি উদ্ধবে করিল নিবেদন।
"উত্তর না দেও মাও কেমন কারণ ॥" (৮৪৮০)
রাধা বোলেন "যেমত মুই হইলু হরিষ[19]।
তোমারে দিবার দ্রব্য[20] নাহিক সদৃশ[21] ॥

(১) 'বোলয়ে রাধা উঠ শীঘ্র, করি' গ; (২) 'শ্রীমতী সুন্দরী' গ; (৩) 'কহ প্রাণসহি ('সই' ক;) ('সখি' ;) কোথা রহিছে গোবিন্দ' ক, খ, ঘ; (৪) 'সই লো' ক; (৫) 'প্রাণ' ক, খ, ঘ; (৬) 'করি' গ, ঘ; (৭) 'ভরসে রাখিছি তনু তোমার বাক্য স্মরি। আনিতে বন্ধুরে তুমি গীছ মধুপুরী।' গ; (৮) 'আনিবার' ক, খ; 'আনিবা' ঘ; (৯) 'জর্জ্জরিত' ঘ; (?) 'কত প্রাণ-বন্ধের গুণ' গ; (১০) 'কহিমু' গ; (১১) 'প্রভুর' ক; 'প্রভু' খ; (১২) 'বিরহে আকুল তনু' ইত্যাদি গ; (১৩) 'আনাও বন্ধুরে এথা—করাও দরশন' ঘ; (১৪) 'কহে শুন রাই' ক, খ;

(১৫) 'তবে' গ; (১৬) 'আজ্ঞা আসিতে গোকুলে' ক; 'আজ্ঞা যাইতে মধু-পুরে' গ; (১৭) 'মনে ত' ক; 'গমনে' খ; 'মনে এবে' গ; (১৮) 'ক্ষমা' ইত্যাদি স্থলে 'প্রভু দরশনে' গ; (১৯) 'রাধা বোলে মুঞি হইছোঁ যেমত কুলিশ' ক; 'রাধা বোলে যেমত আমি করিছি ভরসা' খ; 'রাধা বোলে যেন মুই' ইত্যাদি গ; (২০) 'শক্তি' ক; 'রত্ন' খ; (২১) 'সদৃশা' খ;

আশীর্ব্বাদ করোঁ বাপ—শুন সাবধানে।
কল্যাণে রাখুক্‌ তোমা প্রভু নারায়ণে ॥"
পুলক-উদ্গম-চারু[১] হৈয়া সুবদনী। (৮৪৮৫)
গ্রীবা হনে খসাইলা কৌস্তুভ-মণি[২] ॥
উদ্ধবের হস্তেত মণি দিলেন সুন্দরী।
পুটাঞ্জলি করি লৈল মস্তক-উপরি[৩] ॥
ভক্তিয়ে উদ্ধব কহে যোড় করি হাত।
"এহি মণি দিও মাও[৪] প্রভুর সাক্ষাত ॥ (৮৪৯০)
আপনার গলে মাও রাখ এহি ক্ষণ।
অবিলম্বে বিমানেত কর আরোহণ ॥"*
তখনে সুন্দরী রাধা হরষিত হৈয়া।
শাশুড়ীর আগে কহে পদ-ধূলি নিয়া ॥
"ক্ষেমিও সকল দোষ—যত অবিনয়।" (৮৪৯৫)
আইমন সম্বোধিয়া এহি কথা কয় ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া মায়ে-পুত্রে[৫] কহে কথা।
"স্নান করি বেশ ধরি তবে যাও তথা ॥"
রাধা বোলে "বেশে মোর কোন্ প্রয়োজন।
এহি মতে দেখি গিয়া প্রভুর চরণ ॥" (৮৫০০)
শাশুড়ীর পদ বন্দি স্বামী সম্ভাষিয়া।
রথে আরোহিলা রাধা হরষিত হৈয়া[৬] ॥
শ্রীমতী যশোদার ঠাঞি কহিল সুন্দরী[৭]।
"আমারে দেখিও গিয়া দ্বারকা-নগরী ॥"
ননদী সখীর গলে ধরি সুবদনী[৮]। (৮৫০৫)
ক্রমে ক্রমে সম্ভাষিল যতেক গোপিনী ॥

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে যত গোপ সবে[৯]।
তখনে বিমান-খানা চালাইল উদ্ধবে ॥
আকাশ-গমনে রথ চালায়ে পবন[১০]।
গোকুলের গোপ সবে করয়ে ক্রন্দন ॥ (৮৫১০)
মুনি বোলে—"শুন রাজা এক-চিত্ত হৈয়া।
গোকুলের শ্রী যত রাধা গেল লৈয়া ॥
চিত্রের পুত্তলী হৈয়া রৈল গোপ-গোপী।
গোকুল্ ছাড়িল যদি রাধা কাম-রূপী ॥
গোবিন্দ-গমনে গোপ আছিল দুঃখিত। (৮৫১৫)
দ্বিগুণ হইল দুঃখ রাধার নিমিত্ত ॥
এহি মতে অস্তঙ্গত হৈল দিবাকর।
উদ্ধব মিলিলা গিয়া দ্বারকা-নগর ॥
উদ্ধবে বোলয়ে—"মাও শুন নিবেদন।
বিদ্যমানে দেখ এহি প্রভুর ভুবন ॥" (৮৫২০)
রাধা বোলে—"শুন বাপ আমার উত্তর[১১]।
পদ-ব্রজে যাইমু আমি প্রভুর গোচর[১২] ॥"
তাহা শুনি উদ্ধবে রথ রহাইল।
তখনে সুন্দরী[১৩] রাধা হাটিয়া চলিল ॥
রাধার শরীর তেজে জ্বলে[১৪] পুরী-খান। (৮৫২৫)
বপু তপ্ত-কাঞ্চন যে দেখিতে সমান[১৫] ॥
আনলের উল্কা হেন দেখে সর্ব্ব-জনে।
অনিমিখ-নয়নে দেখয়ে তত্‌ক্ষণে[১৬] ॥
সত্যভামার মন্দিরেত প্রভু নারায়ণ।
আইলা সুন্দরী রাধা—জানিলা তখন ॥ (৮৫৩০)

---

(১) 'পুলক-উদ্গমকারী' ক; 'পুলকে হরিষ তনু' গ; (২) 'খসাইয়া দিলা পদ্ম-মণি' গ; (৩) 'মস্তকে ত ধরি' ক; (৪) 'মোরে' ক; (৫) 'তবে স্বামী' ঘ; (৬) 'রথ আরোহণ কৈলা শ্রীহরি স্মরিয়া' গ; (৭) 'শ্রীমতী যশোদা সম্ভাষিলেক আদরি' গ; (৮) 'ননদী' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে গ-পুথিতে নিম্নলিখিত প্রক্ষিপ্ত শ্লোক-দ্বয় আছে, যথা:—

"রাধার গমন শুনি যত গোপ-গোপিনী।
দেখিতে রাধারে সব মিলিলা আপুনি ॥
নন্দ আদি গোপ কান্দে যশোদা রোহিণী।
আকুল হইয়া কান্দে সকল কামিনী ॥"

(৯) 'যত ব্রজ সবে' গ; (১০) 'আকাশে-মণ্ডলে রথ করিল গমন' ক, খ, 'আকাশে বিমানে (না) রথ' ইত্যাদি ঘ; (১১) 'মোর নিবেদন' গ; (১) 'প্রভু দরশন' গ; (১৩) 'রথ হনে নামি' গ, (১৪) 'দহে' গ; (১৫) "বসুমতী জলে রাঙ্গা-সুবর্ণ (তপ্ত-কাঞ্চন' ঘ) সমান' খ,ঘ; 'দেখিতে সুন্দরী তপ্ত-কাঞ্চন সমান' গ; (১৬) 'সকল লোকে দেখে অনিমিখ নয়নে' ক; 'অনিমিখ-নয়নে হেরয়ে সর্ব্বজনে' গ।

গোবিন্দ বোলেন—"শুন দেবি সত্যভামা[১]।
আইল মোর প্রাণেশ্বরী সেহি তিলোত্তমা[২] ॥"
সত্যভামা বোলে "প্রভু এথা আন গিয়া।
আমি-সবে দেখি তানে নয়ান ভরিয়া ॥"
গোবিন্দ বোলেন—"চল অনুব্রজি আনি[৩]।" (৮৫৩৫)
পরিণামে দোষ—দুঃখী হইলে কামিনী[৪] ॥"
সত্যভামা আদি অষ্ট রমণীর সঙ্গে।
অনুব্রজি আনিতে গোবিন্দ যান রঙ্গে ॥
উদ্ধবে বোলয়ে "নাও শুন নিবেদন।
নারী-গণ সঙ্গে আইসেন শ্রীমধুসূদন ॥ (৮৫৪০)
এই অষ্ট রমণী বিবাহ করিছেন[৫]।
তোমার সম্ভ্রমে তানা আপনে আইসেন[৬] ॥"
শুনিয়া সুন্দরী রাধা হরষিত-মনে।
মন্দ-মন্দ-গতি যান খঞ্জন-গমনে ॥
হেন কালে যদু-পতি দেখিল রাধারে। (৮৫৪৫)
অবল শরীর খীন[৭] —হাটিতে না পারে ॥
মৈলা[৮] বস্ত্র পরিধান শোকে আকুলিত।
শ্রীমতীর কথা-খানি[৯] পাইলা[১০] প্রতীত ॥
"রক্ত-গৌর শরীরেত মলিন বসন।
মেঘে ঢাকিয়াছে যেন চন্দ্রের কিরণ[১১] ॥ (৮৫৫০)
অস্থি-চর্ম্ম-সার রক্ত-মাংস-বিবর্জ্জিত।
হাটিতে না পারে প্রিয়া বিরহে লজ্জিত[১২] ॥
মোর শোকে প্রাণেশ্বরী পাইছে বড় দুখ।
মলিন হইছে রাধার চন্দ্র হেন মুখ ॥"

রুক্মিণী আদি নারী সবে দেখে চক্ষু ভরি। (৮৫৫৫)
ত্রিভুবন জিনি রাধা পরম সুন্দরী ॥
শরীরের তেজ অগ্নি-উল্কার সমান।
তপ্ত-কাঞ্চন হেন জ্বলে পুরী-খান[১৩] ॥
নানা ধাউতে[১৪] শোভিছে অঙ্গের অভরণ।
কৌস্তুভের দীপ্তি প্রায় জ্বলে দুই স্তন[১৫] ॥ (৮৫৬০)
ভবানীরে জিনে রূপে—হেন তিলোত্তমা[১৬]।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত নারী-আদি সত্যভামা[১৭]"॥
ভুরুর ভঙ্গিমা[১৮] করি চাহে রাধা যারে।
অচেতন হৈয়া পড়ে ভূমির উপরে[১৯] ॥
রাধার শরীর তেজে মোহিত সকল। (৮৫৬৫)
ধ্যাইতে[২০] রমণী-সব হইল অবল[২১] ॥
"ভাগ্যে সে ইহাতে[২২] মজি আছে[২৩] ভগবান।
আমি-সবের রূপ-গুণ কিসের বাখান ॥"
অনিমিখ-নয়নে হেরিতে[২৪] রূপ-খানি।
চিত্র-লেখী[২৫] হৈয়া রৈল অষ্ট রমণী[২৬] ॥ (৮৫৭০)
এহি-মতে বাখান করিতে নারী গণে।
নিকটে আসিল রাধা খঞ্জন-গমনে[২৭] ॥
দ্বিগুণ মোহিত তবে নারী-গণ হয়।
তিলোত্তমার তেজ কেহোর শরীরে না সয় ॥

(১) 'গোবিন্দ' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় ঘ-পুথিতে নাই। (২) 'মনোরমা' গ; (৩) 'শুন রাধা যদি আনি' গ; (৪) 'পরিণামে দুঃখী তবে হইবা কামিনী' গ; (৫) 'করিছাত্রি' ক; (৬) 'আসিছাত্রি' ক; এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (৭) 'খানি' গ; (৮) 'কালা' ক, খ, গ; (৯) 'শুনি' খ; 'যত' গ; 'স্মরি' ঘ; (১০) 'জন্মিল' ক, ঘ; (১১) 'বদন' গ; (১২) 'প্রিয়া' ইত্যাদি স্থলে 'রাধা শোকে জর্জ্জরিত' গ;

(১৩) 'তপ্ত-কাঞ্চন যেন দেখি বিদ্যমান' গ; (১৪) 'মতে' ক; 'ধাউত' খ; 'ধাতু' গ; 'ধাউদে (তে)' ঘ; (১৫) 'কৌস্তুভ-দীপিত-ক্রমে জ্বলে দুই স্তন' ক; 'কৌস্তুভের প্রায় দীপ্তি করে দুই স্তন' ঘ; (১৬) 'মনোরমা' গ; (১৭) 'দেখিয়া বিহ্বোল আদি রুক্মিণী-সত্যভামা' গ; (১৯) 'অপাঙ্গ ইঙ্গিত' গ; (২০) 'অচেতন মোহ পাইয়া আপনা পাসরে' গ; (২১) 'দেখিয়া' গ; 'ধাইতে' ঘ, শ্লোক-টী খ-পুথিতে নাই। (২২) 'বিকল' গ; (২৩) 'ভালে সে ইহাতে' ক; 'এই সে কারণে' গ; (২৪) 'মগ্ন হৈছে' খ; 'মজিছে' ঘ; (২৫) 'হেরিয়া' গ, ঘ; (২৫) 'চিত্র-লিখী' গ; 'চিত্র-রেখি' ঘ; (২৬) 'হেন সত্যভামাদি রমণী' ঘ; (২৭) 'কত দূর নিকটে আইলা খঞ্জন-গমনে' গ;

পরিবার সঙ্গে হরি রৈছে কত দূর। (৮৫৭৫)
উদ্ধবেত কহে রাধা বচন মধুর ॥
"প্রভুর নিকটে বাপ চলহ অখন।
আসিছি আজ্ঞায়ে তান—হৌক নিবেদন[১] ॥"
দৈন্য হৈয়া রৈল রাধা এহি কথা কৈয়া।
আকূত বুঝিয়া হরি চলিলা ধাইয়া[২] ॥ (৮৫৮০)

[শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার দ্বারকায় সাক্ষাৎকার]

পদ-বন্ধ।

রুক্মিণী আদি অষ্ট নারী রৈল সেহি স্থানে।
একেশ্বর গেলা হরি রাধা-সন্নিধানে ॥
বিরহে অবল রাধা—শরীরেত পঙ্ক[৩]।
দৈবের ঘটনে যেন চন্দ্রেত কলঙ্ক ॥
"আমার বিরহে বালা[৪] এমত দুঃখিত। (৮৫৮৫)
আমি সে নিষ্ঠুর বড় অবিবেক-চিত ॥
হাটিতে না পারে রাধা—চরণ কোমল।
ভাগ্যে সে[৫] রবির জালে[৬] না হইছে জল ॥
ভাগ্যে সে শীতল বাসি[৭] রৈছে তিমিরারি।
এতেকে নিস্তার পাইছে রাধা হেন নারী[৮] ॥"
(৮৫৯০)
প্রভুর রাতুল-পদ দেখি সুবদনী।
তপনের তাপে যেন উনায় লবনী[৯] ॥
দ্রবিয়া শরীর রাধা পুলকিত অতি।
কুরঙ্গ-আঁখির জলে তিতে বসুমতী ॥

প্রদক্ষিণ সপ্ত-বার করি সুবদনী। (৮৫৯৫)
কোকিলের স্বরে কহে গদগদ বাণী ॥
"অহে প্রভু প্রাণ-নাথ করোঁ[১০] নিবেদন।
সপ্তদশ-মাসে আজি হৈল দরশন ॥
জীবন মরণ মোর অখনে সমান।
তোমার চরণ-রস মুই করোঁ পান[১১] ॥ (৮৬০০)
হেন ত ভরসা মোর না আছিল মনে।
ভজিমু তোমার দুই রাতুল চরণে ॥"
প্রভুর রাতুল-পদে দিয়া দুই-হাত।
কান্দে চন্দ্র-মুখী রাধা অশ্রু তয় গাত ॥
"বিরহ-আনলে নিশি-দিশি পুড়ি মরোঁ[১২]। (৮৬০৫)
নমো অবিবেক সিন্ধু নমস্কার করোঁ[১৩] ॥
কঠিন হৃদয় তোমার কুলিশ-আকার।
সত্য হীন মিথ্যা-বাদী করোঁ নমস্কার ॥
তিন-লোকের পতি জানি চরণেত ধরোঁ।
নমস্তুঁ কুটিলার্ণব[১৪]—নমস্কার করোঁ ॥ (৮৬১০)
পরম-প্রয়োজন-সীমা সাধ[১৫] আপনার।
কপট মহিমা প্রভু করোঁ নমস্কার ॥"
এহি মতে চন্দ্র-মুখী রাধা পদে ধরি।
বিবিধ কাতর বোলে দণ্ডবত করি ॥
প্রণাম করিতে তেজ[১৬] বাড়িল প্রচুর। (৮৬১৫)

(১) 'করিয়ে ('করি' খ) নিবেদন' ক, খ, 'করি সম্ভাষণ' গ; (২) 'বুঝিয়া ('আপনে' ঘ) শ্রীহরি যান নারী-গণ লৈয়া' ক, খ, ঘ; (৩) 'অবলা বিরহে রাধা' ক, খ; 'অবলা শরীরে রাধার লাগি আছে পঙ্ক' গ; (৪) 'নারী' ক, খ, ঘ; (৫) 'বড় ভাগ্যে' ঘ; (৬) 'তাপে' গ; (৭) 'রশ্মি' খ, গ, ঘ, (৮) 'ভাগ্যে সে নিস্তার' ক; 'তবে সে নিস্তার' ইত্যাদি খ; 'তে কারণে রক্ষা পাইছে রাধিকা সুন্দরী' গ; 'রাধা হেন নারী' স্থলে 'রাধা বর-নারী' ক; (৯) 'কাঁচা ননী' ক, খ, গ;

(১০) 'শুন' ক, খ, ঘ; (১১) 'তোমার দরশনে সব মুক্তি কৈনু পান' ক; 'তোমার সঙ্গে আজি মুক্তি করোম রস-পান' খ; 'দেখিয়া তোমার পদ স্থির হৈল জ্ঞান' গ; (১২) 'মরি' গ; (১৩) 'নমস্কার করোঁ' স্থলে 'পরিহার করি' গ; এই শ্লোকের পূর্বে গ-পুথিতে একটা প্রক্ষিপ্ত গীত আছে,—উহা পরিশিষ্টের পাঠান্তরে উদ্ধৃত হইল। (১৪) 'হৃদয়ে কুটিল প্রভু' খ; 'কুটিল হৃদয় গোসাঞি' গ; 'পর প্রয়োজন সীম সাধি' ক, খ; (১৫) 'পরকে ডুবাইয়া কার্য্য সাধ আপনার' গ; 'পরম প্রয়োজন সীম সাধি আপনার' ঘ; (১৬) 'রূপ' খ, গ, ঘ;

মলিনতা-বেশ রাধার[১] সব হৈল[২] দূর ॥
প্রচণ্ড অঙ্গের তেজ সেই ক্ষণে হৈল।
সহিতে না পারে উদ্ধব—দূরে গিলা রৈল ॥
সায়ং-কালে সেহি তেজে জ্বলে[৩] পুরী-খান।
দ্বারকা-নিবাসী সবে ত্রাসে[৪] কম্পমান ॥ (৮৬২০)
নানা অনুমান করি কেহ নাহি বুঝে।
সর্ব্ব-লোকের তনু দহে রাধিকার তেজে ॥
রাধার চক্ষুর জল পড়ে ভূমি-তলে।
মানবে দেখয়ে যেন[৫] জ্বলে[৬] দাবানলে ॥
ভক্তি-পুরস্কারে রাজা বোলে ইহা শুনি। (৮৬২৫)
"অপরে কেমত হৈল কহ মহামুনি ॥
এহিমতে ভৎসে যদি রাধা গুণবতী[৭]।
তবে কি উত্তর দিলা দেব যদু-পতি ॥"
মুনি বোলে "শুন রাজা সারদা-কোঁয়র।
ভক্তি-পুরস্কারে শুন কাব্য মনোহর[৮] ॥ (৮৬৩০)
সুন্দরী রাধার কোপ দেখি অতি-বড়[৯]।
ব্যস্ত হৈয়া শ্রীহরির চিন্তা হৈল দড়[১০] ॥
পুটাঞ্জলি করি বোলে শ্রীমধুসূদন।
"শুন হের প্রাণেশ্বরি[১১] মোর নিবেদন ॥
আমা হনে অপরাধ হইছে বিস্তর। (৮৬৩৫)
কৃপা-যুক্ত হৈয়া প্রিয়া মোরে ক্ষেমা কর ॥
এহি রাজ্য সিংহাসন সকল তোমার।
পাটেশ্বরী হৈয়া প্রিয়া কর অধিকার ॥
পরিহার করেঁ। প্রিয়া—চরণেত ধরেঁ।[১২]।
পুনরপি ভৎস যদি তোর আগে মরেঁ। ॥" (৮৬৪০)
এহিমতে হস্ত-যোড়ে বোলেন শ্রীপতি।
তবে প্রত্যুত্তর দিলা রাধা গুণবতী ॥
"অহে প্রভু যদু-রাজ[১৩] কপট সাগর।
তোমার চরিত্র মুই জানোঁ পূর্ব্বাপর ॥
ক্ষেমিতে উচিত এবে—জানিছি সকল[১৪]। (৮৬৪৫)
মুখে মাত্র মিষ্ট বোল—অন্তরে গরল ॥
জানিলু জানিলু বন্ধু তোমার যেই মন।
তবে যে এমত কহ[১৫]—নির্লজ্জ কারণ ॥
সৌতিনের মেলে মুই বঞ্চিতে দুষ্কর[১৬]।
তেজিমু পরাণ দঢ়—এই সত্য মোর[১৭] ॥ (৮৬৫০)
বিধির নির্ব্বন্ধ—দ্বারকাতে মোর বধ।
এহি ভাল[১৮]—দেখিলু তোমার রাঙ্গা-পদ ॥"
কান্দিয়া সুন্দরী কহে কাতর কাহিনী।
কমল-আঁখির জলে তিতিল মেদিনী ॥
করুণা করিয়া কান্দে রাধা গুণবতী। (৮৬৫৫)
প্রভুর রাতুল-পদে করিয়া প্রণতি[১৯] ॥
আঁখি হনে ধরণীত পড়ে জল-ধারা।
খসিয়া পড়য়ে যেন গগনের তারা ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাধা হইলা মূর্চ্ছিত।
দেখিয়া শ্রীপতি হৈলা অত্যন্ত দুঃখিত ॥ (৮৬৬০)

[শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রীরাধার লীনতা]

কি করিলে কি হইব চিন্তে নারায়ণে।
আকাশে চিন্তিত হৈলা যত দেব-গণে ॥

---

(১) 'মলিন কুবেশ রাধার' খ; 'মলিনতা ব(বে)শ যত' গ; (২) 'গেল' গ; (৩) 'দহে' গ; (৪) 'হৈল' গ; (৫) 'মানবে দেখিতে যেন' ক; 'লোকে দেখে যেন-মত' গ; 'মহাদেবের তেজ যেন' খ; (৬) 'বহে' খ; (৭) 'রূপবতী' ক; 'রাধিকা যুবতী' গ; খ-পুথিতে শ্লোকটী নাই। (৮) 'কহি তার পর' গ; (৯) 'রাধার দুঃখ দেখি নারায়ণ' গ; (১০) 'চিন্তাযুক্ত মন' গ; (১১) 'চন্দ্র-মুখি' ক, খ, ঘ;

(১২) "পুনরপি বোল যদি তোর পদে ধরেঁ।। লজ্জিত হইয়া মুই পরিহার করেঁ। ॥" গ; (১৩) 'মুনিরাজ' ক, খ; 'যদুপতি' ঘ; (১৪) 'তোমার প্রকৃতি মুই বুঝিলু সকল' গ; (১৫) 'করেঁ।' ঘ; (১৬) 'সাহস' ক, খ, ঘ; (১৭) 'এহি সে মানস' ক, খ, ঘ; (১৮) 'এহি ভাগ্য' ক,খ, 'ভাল হৈল' গ; (১৯) 'ভকতি' গ;

বিরিঞ্চি বোলয়ে "ইন্দ্র প্রমাদ ফলিব[১]।
বিষ্ণুরে লইয়া লক্ষ্মী[২] বৈকুণ্ঠে আসিব ॥
না মরিল দুষ্ট যত[৩] —না খণ্ডিল ভার। (৮৬৬৫)
অত্যন্ত প্রচণ্ড কোপ[৪] জন্মিছে রাধার ॥
ক্ষেমা নাহি করে ক্রোধ[৫] —করয়ে রোদন।
আসিব প্রভুরে লৈয়া বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
সহস্রাক্ষে বোলে "শুন কমল-আসন।
পরিহার করি[৬] কহ বিষ্ণুর চরণ ॥" (৮৬৭০)
তখনে হি পদ্ম-যোনি আসি সেহি স্থানে।
দণ্ডবত কৈল রাধা-কৃষ্ণের চরণে[৭] ॥
"জয় জয় লক্ষ্মী-কান্ত জয় পদ্মাবতি।
জয় নমো পদ্মাসন নমহুঁ শ্রী-পতি ॥
নমহুঁ কমলা-কান্ত নমো সুরেশ্বরি। (৮৬৭৫)
জয় নমো লক্ষ্মী মাও—দণ্ডবত করি[৮] ॥
বুঝিতে দুষ্কর বড় তুমি-দুইর মর্ম্ম।
সৃজন সংহার মাও তুমি-দুইর কর্ম্ম[৯] ॥
কহিতে কাহার শক্তি মহিমা বুঝিয়া।
স্তবিতে কাহার শক্তি আছে[১০] বিশেষিয়া ॥ (৮৬৮০)
স্থূল-রূপে যে কাজে করিছ অধিষ্ঠান[১১]।
যথা-শক্তি-পূর্ব্বকে স্তবিলু বিদ্যমান ॥"

(১) 'হইব' ক, গ; (২) 'লক্ষ্মী সনে নারায়ণ' গ; (৩) 'দৈত্য' গ; (৪) 'অনন্ত প্রচণ্ড রূপ' গ; (৫) 'ক্ষেমা নাহি অতি দুঃখে' গ; (৬) 'মাগি' গ; (৭) 'দণ্ডবত কৈল আসি প্রভুর ('বিষ্ণুর' ঘ) চরণে' ক, খ, ঘ; (৮) 'নমো রাধা তিলোত্তমা নমোহুঁ শ্রীহরি' গ; অতঃপর গ-পুথির অতিরিক্ত শ্লোক যথা—

'নমোহুঁ অখিল ব্রহ্ম নমো মহামায়া।
নমো গোবর্দ্ধন-ধারি নমো বিষ্ণু-কায়া ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া নমোহুঁ শ্রীকৃষ্ণ-অবতার।
নমো মাও তিলোত্তমা বিষ্ণু অংশ যার ॥'

(৯) 'সৃজক পালক সংহারক তুমি, ব্রহ্ম' গ; (১০) 'স্তবন করিতে কেবা পারে' গ; (১১) 'শ্রীরূপে হরি কান্ত আছেন অধিষ্ঠান' ক; 'শ্রীরূপে হরি মাত্র আছে সৃজন' ঘ; শ্লোক-টী খ-পুথিতে নাই।

পুনরপি প্রজাপতি পুট-চতুর্ভুজে।
দণ্ডবত হৈয়া পড়ে ধরি[১২] পদাম্বুজে ॥
"সৃষ্টি-নাশ না করিও প্রভু শক্রজিৎ[১৩]। (৮৬৮৫)
লক্ষ্মীরে সন্তোষ কর তান মনোহিত ॥"
শ্রী-পতি বোলেন "আন ইচ্ছা নাহি মোর[১৪]।
নিবেদন করি কহ রাধার গোচর ॥"
তবে ব্রহ্মা অনেক স্তবিলা তিলোত্তমা[১৫]:
সৃষ্টি না করিও নাশ—ক্রোধ কর ক্ষেমা ॥ (৮৬৯০)
রাধা বোলে "তবে আমি রহিবার পারি।
গুপ্ত করি রাখে যদি শঙ্খ-চক্র-ধারী ॥"
হরি বোলে "আমার আছয়ে এহি মতি।
আপনার স্থানে তুমি যাও প্রজা-পতি ॥"
প্রদক্ষিণ করি ব্রহ্মা করিলা গমন।
রাধিকার তেজে দহে দ্বারকা-ভুবন ॥ (৮৬৯৫)
দ্বারকা-নিবাসী সব ত্রাসে কম্পমান[১৬]।
"কোথা গেলা রাম-কৃষ্ণ কর পরিত্রাণ ॥"
প্রলয়-কালেত যেন দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড।
তেন-মতে দহে তেজে অধিক প্রচণ্ড ॥
তিলোত্তমার তেজ রাজা অতি-প্রজ্বলিত। (৮৭০০)
মনে মনে রাধা-কান্ত হইলা চিন্তিত ॥
"নিবেদন ব্রহ্মার—লোকের প্রতিকার।
শরীরে রাখিমু রাধা—এহি যুক্তি সার ॥"
পূর্ব্বের রাধার বর হইল স্মরণ।
এতেকে নিশ্চয় কৈলা ব্রহ্ম-সনাতন ॥ (৮৭০৫)
মুনি বোলে "দড়-ভক্তি শুন নর-বীর[১৭]।
লীন হৈয়া পাইল রাধা গোবিন্দ-শরীর ॥"
রাজা বোলে—"মুনি-বর করোঁ নিবেদন।
কেন-মতে লীন হৈল কহ বিবরণ ॥"

(১২) 'হরি' ক, খ, ঘ; (১৩) 'শক্তিজিত' গ; (১৪) 'কৃষ্ণে বোলন্তি এইরূপ ইচ্ছা বড় মোর' গ; (১৫) শ্লোক-টী ক, খ ও গ-পুথিতে নাই। (১৬) 'দ্বারকা-নিবাসী' ইত্যাদি শ্লোক গ-পুথিতে নাই। (১৭) 'কুরু-বীর' গ;

মুনি বোলে "রাধা যদি করিলা প্রণাম। (৮৭১০)
নয়নের জল-ধারা বহে অবিশ্রাম ॥
মায়ায়ে মোহিত হৈয়া ত্রৈলোক্যের নাথ।
আচম্বিত গোবিন্দের অশ্রু হয়ে পাত ॥
দণ্ডবত হৈয়া রাধা বন্দিতে হরিরে।
নয়নের জল পড়ে রাধার শরীরে ॥ (৮৭১৫)
সেহি ক্ষণে চণ্ড তেজ হইল শীতল।
সর্ব্ব লোক সন্তোষিত—রাধিকা বিকল ॥
তবে ব্রহ্ম-সনাতন হইয়া বিভোল।
গলে ধরি সুন্দরী রাধারে দিলা কোল ॥
সপ্তদশ মাসে অঙ্গ হৈল মিশামিশি। (৮৭২০)
মগ্ন হৈল হরি-অঙ্গে রাধিকা-রূপসী ॥
শুন রাজা যে কথার নাহিক উপমা।
গোবিন্দের অঙ্গে লীন হৈলা তিলোত্তমা ॥
শ্রীহরির প্রেম-রসে হৈলা এক-অঙ্গ।
অঙ্গীকার মহাজনের কভু নহে ভঙ্গ ॥ (৮৭২৫)
মলিন বসন-খান হইল অন্তর।
আপন-মন্দিরে গেলা সুদর্শন-ধর ॥
হরির মায়ায়ে আর কেহ না জিজ্ঞাসে[১]।
রাধারে অঙ্গেত রাখি বঞ্চেন হরিষে ॥
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিলা কহিলাম রঙ্গে। (৮৭৩০)
এহি মতে তিলোত্তমা লীন কৃষ্ণ-অঙ্গে ॥
যে রোগ আছিল শুনিয়া ধর্ম্ম-অংশ[২]।
দূর হৈতে সেই সব শুনাইলু হরিবংশ ॥
সত্যেত প্রহ্লাদ ছিল মহাভাগবত।
সে বংশেত তাতে বলি হৈল তেন মত ॥ (৮৭৩৫)
ত্রেতাতে মারুত রাজা ভাগবত অতি।
কলি-যুগে ভাগবত তুমি নরপতি।
তোমা হৈতে বিস্তার হৈল নানা ধর্ম্ম-অংশ
তোমা হৈতে নিস্তার পাইল চন্দ্র-বংশ ॥
প্রকাশিলা পুরাণ-বিবেক সার-তত্ত্ব[৩]। (৮৭৪০)
এতেকে তোমারে বোলি মহাভাগবত ॥
সুখে রাজ্য কর রাজা সারদা-নন্দন।
আমাকে মেলানি দেও যাই তপোবন[৪] ॥"
কুশাসন তেজি রাজা প্রদক্ষিণ করি।
দণ্ডবত হৈয়া পড়ে চরণেত ধরি ॥ (৮৭৪৫)
আরোগ্য হইতে তানে ব্যাসে দিল বর।
পূর্ব্ব হতে সুন্দর হইল কলেবর ॥
পুনরপি কৈল রাজা চরণ বন্দন।
অন্তর্দ্ধান হৈয়া ব্যাস গেলেন তপোবন[৫] ॥
শ্রীভাগবত-কথা নানা ধর্ম্ম-অংশ। (৮৭৫০)
গুহ্য-অতিগুহ্য বিবরণ হরিবংশ ॥
মনোহর শ্লোক ভাঙ্গি রচি পদ-বন্ধে[৬]।
শিবানন্দ-সুত অধম ভবানন্দে ॥
শ্রীভাগবতে[৭] শ্রীহরিবংশ[৮] সমাপ্ত।

---

(১) "হরির মায়ায়ে" ইত্যাদি শ্লোক ক ও গ-পুথিতে নাই, উহার পরিবর্ত্তে নিম্ন-লিখিত শ্লোক আছে, যথা—
"রাজা বোলে মুনি মুই হইলু চঞ্চল।
প্রতিজ্ঞার লাগি রাধা অঙ্গে পাইলা স্থল ॥"
অতঃপর ক ও গ-পুথিতে রাজার প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস-দেব কর্তৃক সবিস্তারে তুলসী বা বৃন্দা-দেবীর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ঐ উপাখ্যান যে, ভবানন্দের রচনা তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও, হরিবংশ বা তিলোত্তমা-বিলয় মহাকাব্যের এখানেই উপযুক্ত উপসংহার বলিয়া ঐ প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যান পরিশিষ্টের ২৪ সংখ্যক পাঠান্তরে উদ্ধৃত হইল। যে ভাবে এই অপ্রাসঙ্গিক প্রক্ষিপ্ত পালাটা এখানে যোড়া দেওয়া হইয়াছে, উহা নিশ্চিত প্রক্ষিপ্তের লক্ষণাক্রান্ত।

(২) খ-পুথিতে এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী তিনটী শ্লোক খণ্ডিত ও অপাঠ্য। (৩) 'প্রকাশিত' ইত্যাদি ঘ; 'প্রকাশিত পুরাণ ভণে সেই সব তত্ত্ব' খ; (৪) 'আমাকে মেলানি দেও' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি ও পরবর্ত্তী পাঁচটী পঙ্‌ক্তি ঘ-পুথিতে নাই। 'পূর্ব্ব মত বিবরণ শুনে নরেশ্বর' খ। (৫) 'অন্তর্দ্ধান হৈলা ব্যাস দেব তপোধন' ঘ; (৬) "সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে। লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে।" খ; ক-পুথির অন্তিম অংশ খণ্ডিত। গ-পুথির প্রক্ষিপ্ত তুলসী-উপাখ্যানের পরে গ্রন্থশেষে নিম্ন-লিখিত ভণিতা আছে, যথা—"শ্লোক ভাঙ্গিয়া রচিলেক পদ-বন্ধ। শিবানন্দ-সুত অধম ভবানন্দ॥" (৭) 'শ্রীভাগবতে নানাবিধ ধর্ম্মকথা অংশ' গ; (৮) 'হরিবংশ-পাচালি' ঘ।

পরিশিষ্ট।

[১ সংখ্যক পাঠান্তর,—৮৭১ পঙ্‌ক্তির পরে]

"সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্য-শ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥

রাগ বরাড়ী।*

"বিরিঞ্চি-নন্দন মুনি-সুত তপোধন[1] (৫)
তার সুত মিত্রা বেজ মাতা[2]।
তাহার জনক[3] ঐরি তার পুজন্তেক[4] বৈবি
সেহি যে মেসরথ সমোতা[5]॥ ধ্রু।
বরিষয় ধারাধর রূপ বেশ মনোহর
বিদ্যুৎ সমতা[6] অভরণ। (১০)
সাজ[7] বড়[8] চমৎকার বরিষণ নাহি তার
বিকলিত শুনিয়া গর্জ্জন॥
কার্য্য নাহি বরিষণে সাজ কর[9] অকারণে
ঘন ঘন গর্জ্জন নিষ্ফল।
কালোচিতে[10] নাই বৃষ্টি মজিল ব্রহ্মার সৃষ্টি (১৫)
এতেকে সে যুবতি বিকল॥
করিয়াছে পরিহার ব্যাজ যেন নহে আর
শীঘ্র মেঘ বরিষণ হোক।
সরোবরে যত ক্লেদ[11] সব হৈব[12] পরিচ্ছেদ
যুবতি নারীর প্রাণ রোক॥ (২০)
যদি বরিষয় ধারা[13] যতেক গোপের দারা[14]
সবে আসি[15] যমুনার কূলে।
আসিয়া রাধার সঙ্গে ভবানী পূজিব রঙ্গে
দেখিতে তড়িতে যেন ভুলে॥
তড়িতের সাজ দেখি ব্যাকুল হৈয়াছে সখী[16] (২৫)
দৈব-যোগে হয় পরিত্রাণ।
যমুনা সাক্ষী হৈও নিভৃতে মেঘেত কৈও
বরিষণে হয় প্রাণ-দান[17]॥
মরুত গমন হৈলে তবে জলধর[18] চলে
মেঘ-মধ্যে[19] মউরেব পেখন। (৩০)
জানিয়া সখীর কাজ তেজি কুলধর্ম্ম লাজ[20]
সঙ্ক্ষেপে কহিল বিবরণ॥"
শুনিয়া শ্রীমতীর কথা কানুর হৃদয়ে ব্যথা
উত্তর না দিল শিশু[21] দেখি।
অন্তরে না জানি[22] মর্ম্ম জানিয়া দুষ্কর কর্ম্ম[23] (৩৫)
রাধার মন্দিরে চলে সখী॥

---

* এই গীতটা প্রাচীনতম গ-পুথিতে নাই; ইহা ব্যতীত মূলের "অকালেত সাঘ বৃষ্টি" ইত্যাদি ৮৬৮—৮৬৯ পঙ্‌ক্তি-দ্বয়ের বর্ণিত ইঙ্গিত-যুক্ত কথাটাই এই গীতে নানারূপে ফেনাইয়া হেঁয়ালীর ভাষায় বলা হইয়াছে। হেঁয়ালীর অর্থও দুর্বোধ্য বা অবোধ্য; এজন্য ইহা প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

(১) 'তার সুত পবন' খ; কাটা পাঠ—'তার সুত বাহন' খ (২) 'তার সুত মিত্র ব্রজসুত।' খ (৩) 'জননী,' খ (৪) 'প্রজা ( )' খ (৫) 'সেই সে মোঘর সমত' খ। (৬) 'সমান' খ (৭) 'সাজে' খ (৮) 'ভাল' খ (৯) 'করে' খ, (১০) 'কাচলিতেঃ খ;

(১১) 'খেদ' খ (১২) 'হৌক' খ, (১৩) 'ধারে' ঘ, (১৪) 'যতেক' ইত্যাদি স্থলে 'যথেক দারুণ সরে' ঘ, (১৫) 'সবে আসি' স্থলে 'আসিয়া' ঘ। (১৬) 'ব্যাকুল' ইত্যাদি স্থলে 'মেলিতে না পারি আখি' ঘ; (১৭) 'পরিত্রাণ' ঘ, (১৮) 'সে হরিষে' খ, (১৯) 'মেঘে ধরে' খ, (২০) 'জানিয়া' ইত্যাদির স্থলে 'দেখিয়া সিখির সাজ আনবাদ হয় কাজ ঘ। (২১) 'সখা সব' ঘ, (২২) 'জানিয়া' খ; (২৩) 'জানিয়া' ইত্যাদি স্থলে 'না জানিঞা দুর কর্ম্ম' খ;

সত্যবতী-সুত মুনি অবনী করিল ধনি
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন-অংশ।
কাব্য-রস ইতিহাস শুনিলে পাতক-নাশ
পুণ্যশ্লোক নাম হরিবংশ ॥ (৪০)
সেই পুণ্য-কাহিনী মুক্তির লক্ষণ জানি[১]
বাখান করিল পদ-বন্ধে।
শুনিলে উপজে জ্ঞান শমনে ত পরিত্রাণ
রচিলেক দীন ভবানন্দে ॥

পদ-বন্ধ।

জন্মেজয় নরপতি ই সকল শুনি। (৪৫)
পরিহার করি[২] বোলে শুন মহামুনি ॥
তোমার বচন বেদের সমসর।
বিস্তারিয়া কহ মুনি করুণা-সায়র[৩] ॥
উত্তর না দিল যদি[৪] দেব ভগবান।
শ্রীমতী কাহল কিবা রাধিকার স্থান[৫] ॥ (৫০)
শুনিয়া যুবতী রাধা কি দিল উত্তর[৬]:
সে সকল বিবরণ কহ মুনিবর ॥
কেমতে হইল কানু সনে দরশন[৭]।
শুনিতে হইছে ইচ্ছা[৮] কহ তপোধন ॥
কৌতুক প্রচুর মুনি কহিতে আরম্ভিল। (৫৫)
বসন্ত কালেত যেন মধুর কোকিল ॥
শুন জন্মেজয় রাজা পরীক্ষিত-সুত।
তিলোত্তমার গুণ-বাক্য[৯] নির্ম্মল • অদ্ভুত ॥

(১) 'সেই পুণ্য কাহিনী' ইত্যাদি কলি খ-পুথিতে নাই (২) 'বিনয় করিয়া' খ (৩) 'সাগর' খ; (৪) 'যবে' খ, (৫) 'রাধা বিদ্যমান' খ। (৬) 'শুনিয়া' ইত্যাদি শ্লোক ঘ-পুথিতে নাই। (৭) 'কেমতে হইল' ইত্যাদি চরণ ঘ-পুথিতে নাই (৮) 'বাঞ্ছা' খ (৯) 'গুণ যত' খ; (১০) 'কহিতে' খ:

[২ সংখ্যক পাঠান্তর ;—১৩৪৮ পঙ্‌ক্তির পরে]

"রসে মজি ললাটে চুম্বিলা যদু-পতি[১১] ।*
সিন্দুরে মণ্ডিত যেন অধরের জ্যোতি ॥" (৬৫)
বিদ্বান কুমার আর কুমারী বিদুষী।
ভুঞ্জিলেক রতি-রস রোহিণীতে শশী ॥
মুখে মুখে ভেদ নাহি অঙ্গ নাহি ভীন[১৩]।
রতি ভুঞ্জে কানু বোলে ভবানন্দ দীন ॥

রাগ-তথা

হরিষে সুরতি[১৪] ভুঞ্জে দেব বনমালী। (৬৫)
শচীর সহিতে যেন ইন্দ্রে করে কেলি ॥ ধ্রু।
কুসুম-সৌরভে করে আমোদিত গন্ধ।
ভ্রমরে ঝঙ্কার করে পাঞা মকরন্দ ॥
মন্দ মলয়া-বায়ু কোকিল-সুনাদ।
রতি ভুঞ্জে কানু পাঞা অনঙ্গ-উন্মাদ ॥ (৭০)
পূর্ণ-রূপে কানু রতি-রস করে পান[১৫]।
বিশ্রাম না করে ত্রাসে রাধা কম্পমান ॥
বুঝিয়া আকুত হরি বাড়ায় আবেশ।
ছিড়িল গলার হার বিগলিত কেশ ॥
বয়েসে সঙ্গম রাধা নাহি জানে আর[১৬]। (৭৫)
পূর্ণ-রূপে যদুপতি শিখাইল[১৭] শৃঙ্গার ॥

*'রসে মজি' ইত্যাদি শ্লোক ও পরবর্ত্তী গীত প্রাচীনতম গ-পুথিতে না থাকায় ও ২য় গীতে নবোঢ়ার বিলাস-বর্ণনায় অধিক বাড়াবাড়ি থাকায়, প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। (১১) 'বনমালী' ক, খ; (১২) 'যেন অধর বান্ধুলি' ক, খ; (১৩) 'নখে ভেদিল অঙ্গ বাথে ভিন ভিন।' ঘ; (১৪) 'রতি' ঘ; (১৫) 'পূর্ণব্রহ্মরূপে হরি রতি করে পান। বিশ্রাম নাহি দেখি রাধা কম্পমান' ঘ ॥(১৬) "বয়েসে" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে ক ও খ পুথির পাঠ, যথা—
"কঙ্কণ-শবদে চাতকে নাদ করে।
মেঘ বিনে মউরা মউরি পেখন ধরে ॥"
"পদ্ম ফোটে দিনকর উদিত আকাশে।
নিশাকর দৃষ্টে যেন, কুমুদ বিকাশে ॥"
(১৭) 'শিথিলা' ঘ।

[৩ সংখ্যক পাঠান্তর ;—১৭৮১ পঙ্‌ক্তির পরে]

"তোর ভাবে জাতি কুল[1] হারাইলু সকল ।*

শাশুড়ী ননদী গঞ্জে নিরবধি
জীবনের নাহি কিছু ফল ॥ ধ্রু ।

এত অপমানে কি ফল জীবনে (৮০)
সহজে[2] হৈছি কুলটা ।

জিতে নাহি সাধ হেন পরিবাদ
লোকে দিব মোরে খোঁটা ॥

মুই অভাগিনী বিরহে তাপিনী
মরিব গরল ভখি । (৮৫)

কুণ্ডল দিয়া যোগিনী হইয়া
যথা তথা যাইয়া থাকি ॥

নিজ পতি আইলে এ সব জানিলে
তেজিব কলঙ্কি-কাজে ।

গোকুল ছাড়িয়া যথা তথা যাইয়া (৯০)
গরল ভক্ষিব লাজে ॥

কি মোর জঞ্জাল পাপিষ্ঠ কপাল
তার ফল হৈছে লাভ ।

জানিব[3] তখন হইব এমন[4]
তে কেনে বাড়াও[5] ভাব । (৯৫)

শাশুড়ী ননদী বৈরী হৈল যদি
প্রেম পরিহর বোন্দ ।

মোর মাথা খাও ঘরে চলি যাও"
বোলে দীন ভবানন্দ ॥

[৪ সংখ্যক পাঠান্তর ;—২৮৩৫ পঙ্‌ক্তির পরে]

"ক্ষেণেক সমাধি পরিহরি পদ্মযোনি ।† (১০০)
জন্মাইল মানস-পুত্র ছয় মহামুনি[6] ॥
জ্ঞানময় মুনি সব সর্ব্বতত্ত্ব জানি ।
জিজ্ঞাসিল ব্রহ্মাতে লোমশ মহামুনি ॥
শুন শুন পদ্মযোনি[7] আমার বচন ।
যজ্ঞ-অংশ কাহাতে করিমু সমর্পণ ॥ (১০৫)
তম-গুণ-ক্রেমে ব্রহ্মা আজ্ঞ্যতা[8] (আয়্যতা?) করিয়া ।
লোমশের স্থানে কহে কুপিত হইয়া ॥
আমি পরে দেব আর[9] দেখ কত জন ।
যজ্ঞ-অংশ কাহাতে করিবা সমর্পণ[10] ॥
এথেক আজ্ঞ্যতা[11] (আয়্যতা ?) যদি করে পদ্মযোনি । (১১০)
বিস্মিত হইলা তবে ছয় মহামুনি ॥
লোমশ অঙ্গিরা ক্রতু ভৃগু সনাতন ।
সনক সহিতে এহি ছয় তপোধন ॥
বিস্মিত হইয়া তারা চিন্তিল আমারে ।
তুষ্ট হৈয়া কৃপা আমি কৈলু তা সবারে ॥" (১১৫)

[৫ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৩২১৬ পঙ্‌ক্তির পরে]

"দেখিলে রাধার মুখ ক্ষেমা নাহি আর ।
কাম-ভাবে[12] পুনরপি ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার ॥
মায়ায়ে মোহিত হৈয়া রাধা রসবতী ।
প্রণাম করিয়া বোলে "শুন প্রাণ-পতি[13] ॥
মোর প্রাণ-সই জান শ্রীমতী কামিনী । (১২০)
তার মোর এক প্রাণ ভিন্ন নাহি খানি ॥
নিশা-কালে আপনে যাইবা তার ঘরে ।
আসিবার কালে প্রভু[14] বোলাইবা আমারে ॥
আর এক নিবেদন শুন প্রাণ-বন্ধ ।
সহোদার বিবাহের করহ প্রবন্ধ[15] ॥ (১২৫)

---

* ছ-পুথিতে এই গীতটী লঘু ও দীর্ঘত্রিপদী মিশ্রিত দৃষ্ট হয় । মূলের 'বন্ধুর ভাবে' ইত্যাদি পয়ারের গীতের প্রায় সমার্থক বলিয়া প্রক্ষিপ্ত মনে হয় ।

(১) 'জাতি কুল' খ-পুথিতে নাই । (২) 'সহজে' ঘ-পুথি নাই । (৩) 'জানিতু' খ ; (৪) 'এখন' ঘ (৫) 'বাড়াইতু' খ । † শ্লোক-গুলি অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা-পূর্ণ বলিয়া প্রক্ষিপ্ত মনে হইয়াছে । (৬) 'জন্মাইল লোমশ-পুত্র আদি ছয় মুনি' ঘ ; (৭) 'নিদ্রাহীন' ঘ ; (৮) 'উর্দ্ধ্যতা' ঘ ; (৯) 'অংশ' ঘ (১০) 'তাহাতে করিব(বা) দেব-অংশ সমর্পণ' ঘ ; (১১) 'অন্তথা' ঘ ; (১২) 'কামোন্মাদে' ঘ ; (১৩) 'যদুপতি' গ ; (১৪) 'মাত্র' ঘ ; (১৫) 'কর অনুবন্ধ' গ

অকুমারী লজ্জিয়াছ১ না করিছ ভাল।
পরিণয় করিলে ঘুচে২ তাহার জঞ্জাল॥"
কৃষ্ণে বোলে "আমি তার চিন্তিয়াছি বর।
শ্রীদাম তোমার ভাই পরম সুন্দর॥
কালি ঘাটে আসিবা সে কালিন্দীর কূলে। (১৩০)
অবশ্য আনিবা তুমি মহোদারে ওলে॥
শ্রীদামের ঠাঞি তারে বিহা দিমু বলে।
কি করিতে পারে তারে গোয়াল-সকলে॥"*

[৬ সংখ্যক পাঠান্তর,—৩২৪২।পঙ্‌ক্তির পরে]

"হেন কালে শ্রীমতী আইল সেই খানে।
কহিলা সকল রাধা তান বিদ্যমানে॥ (১৩৫)
"যাইবা রসিক কানু মন্দিরে তোমার।
ঘরে যাও প্রাণ-সখি কৈলু সমাচার॥"
তবে রক্ত-সন্ধ্যা-কাল কেবল গোধূলি।
ধেনু লৈয়া শিশু সঙ্গে আইলা বনমালী॥
বান্ধিয়া সে ধেনু বৎস রাম গোবিন্দাই। (১৪০)
স্তন-পান করিতে গেলা জননীর ঠাঞি॥
খীর লবণী খাইয়া রাম নারায়ণ।
জননীর নিকটে গিয়া করিলা শয়ন॥
এথাতে দারুণ বুড়ী বোলে রাধার ঠাঞি।
"তোমার শয়ন বধু এ ঘরে কার্য্য নাই॥ (১৪৫)
যে ঘরে থাক তুমি পুত্রের সহিতে।
তথাতে শয়ন কর কহিলু তোমাতে॥
শিশু-মতি মহোদা থাকিব এহি ভাল।
এ ঘরে থাকিলে তুমি আমার জঞ্জাল॥"
ইষত হাসিয়া তবে বোলিল মহোদা। (১৫০)
"নিকুঞ্জ-মন্দিরে তুমি থাক গিয়া রাধা॥"
শাশুড়ীর বাক্যে রাধা সানন্দিত-মন।
নিকুঞ্জ-মন্দিরে গিয়া করিলা শয়ন॥
নিদ্রাতে চৈতন্য পাইয়া দীন-দয়াল।
শ্রীমতীর ঘরে গিয়া মিলিলা তৎকাল॥ (১৫৫)
কর লৈয়া যদু-সেন গিছে মধু-পুরী।
একাকী মন্দিরে আছে শ্রীমতী সুন্দরী॥
মনে ভাবি গোপী-নাথ চলিলা সত্বর।
অবিলম্বে মিলে গিয়া শ্রীমতীর ঘর॥
কেলি-কলা-কুতূহলে নিশি অবসান। (১৬০)
কিঞ্চিত থাকিতে নিশি চলে ভগবান॥
আঁখি মেলি সুন্দরী দেখিল তেন কালে।
কানুর শরীর-তেজে ঘর দীপ্তি করে॥
পাইয়া অপূর্ব্ব ঘ্রাণ চিন্তিল যুবতী।
জানিলু আসিছে এথা শ্রীমতীর পতি॥ (১৬৫)
হাসিয়া সুন্দরী রাধা বোলে বারম্বার।
"এথা কেনে আসিয়াছ কি কার্য্য তোমার॥
নিজ-পতি নাহি ঘরে আছি একেশ্বর।
উচিত যাইতে তুমি শ্রীমতীর ঘর॥
যামিনী হইল শেষ উদিত হৈল ভানু। (১৭০)
আপনার ঘরে যাও না রহিও কানু॥"†

---

(১) "অকুমারী-কালে তাকে' গ; (২) 'পতি নিয়োজিত হৈলে' গ।

* অতঃপর 'ক'-পুথি অনুসারে উহার নিজস্ব যে পালা মূলে গৃহীত হইয়াছে, উহার সহিত ঐক্য নাই বলিয়া এখানে খ, গ ও ঘ-পুথির পাঠ গৃহীত হয় নাই। শ্রীরাধার নিজের দুঃখের কাহিনী ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সান্ত্বনার পরে এখানেই শ্রীমতীর জন্য এই দৌত্য ও মহোদার বিবাহের জন্য আব্দার সঙ্গত মনে হয় না। শ্রীমতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ক-পুথিতে উৎকৃষ্টতরভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাই মূলে গৃহীত হইয়াছে।

[† উদ্ধৃত পাঠান্তর এবং তৎপরে খ গ ও ঘ-পুথিতে যে সকল গীত ও পয়ার আছে—উহারই রূপান্তর ক-পুথিতে "বংশী হরণ" ইত্যাদি পরিচ্ছেদের পরে "শ্রীমতী সখীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস" শীর্ষক পরিচ্ছেদে মূলে গৃহীত হইয়াছে; পাঠান্তরও তৎস্থলেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ৬ সংখ্যক পাঠান্তর প্রক্ষিপ্ত মনে করার হেতু ৫ সংখ্যক পাঠান্তরের মন্তব্যে দ্রষ্টব্য]

[৭ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৩৪৩৭ পঙ্ক্তির পরে]

এহি মতে তিন সখী যুক্তি করি সার।*
কালিন্দীর ঘাটে গেলা জল আনিবার॥
সকল বালক সঙ্গে শ্রীমধুসূদন।
শীতল কদম্ব-তলে করিছে শয়ন॥ (১৭৫)
হেন কালে তিলোত্তমা গেলা ঘাটের কূলে।
খঞ্জন-গমনে গেলা সেহি তরু-তলে॥
কানুর বিভোল দেখি রাধিকা সুন্দরী।
কাড়িয়া লইলা তান হাতের মুরলি॥
বলভদ্র আদি শিশু সেহি খানে দেখি। (১৮০)
মুরলি লইয়া জলে নামে চন্দ্র-মুখী॥
হেন কালে ঘাটে আইলা রাধার বড়াই।
আচম্বিত উঠিলেক নন্দের কানাই॥
জানিয়া কহিলা কৃষ্ণে যত সমাচার।
"তোমার নাতিনে নিল মুরলি আমার॥" (১৮৫)
বুড়ী বোলে "নিল যদি কি করিতে পার।
সাক্ষী না জানিলে জান আপনেই হার॥
মোর সনে ঝাটে আইস রসের নাগর।
মুরলি পাইবে যদি ন্যায় আসি কর॥"
বুড়ীর বচনে তবে চলে যদুপতি। (১৯০)
সখী সঙ্গে স্নান করে রাধা রসবতী॥
হাসিয়া গোবিন্দে বোলে "শুন ল সুন্দরি।
মোর হাতের বাঁশী তুমি করিলায় চুরি॥"

[৮ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৩৭২২ পঙ্ক্তির পরে]

"কেনে গেলা নীপ-তরু-মূলে—আল রাধা
কেনে গেলা নীপ-তরু-মূলে। (১৯৫)
না ভাবিলা পরিণাম ভাল না করিলা কাম
কলঙ্ক রাখিলা দুই কূলে॥ ধ্রু।
কুলের কামিনী একে সদায় নাগরী-লোকে
রাধা-কানু-পরিবাদ খোনে।
তাহাতে আমার বাঁশী চুরি কৈলা মতি-নাশী (২০০)
খোঁটা থুইলা আপনার দোষে॥
দারুণ রবির জালে শীতল কদম্ব-মূলে
নিন্দের আলসে বাঁশী বুকে।
তুমি গেলা কোন্ লাজে বাঁচিলা নিবন্ধ-কাজে
বাঁশী চুরি কর এই সুখে॥ (২০৫)
তুমি নি এমত জান যখন বাঁশীটী আন
নিন্দের আলস নহে যবে।
কাটিয়া বিনদ খোঁপা লাস-বেশ সোনা-রূপা
সকল কাড়িয়া লই তবে॥
গোপতে সে চুরি কৈলা এখনে বেকত হৈলা (২১০)
দিয়ার দিয়ার মোর বাঁশী।
ভকতি-মতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
রাধা বোলে সুমধুর হাসি॥

[৯ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৩৮১৪ পঙ্ক্তির পরে]

হের না ল বিনোদিনি
এখনে না দেহ কেনে বাঁশী। (২১৫)
অধিক চাহিমু কিবা সোনার মুরলি দিবা
রঙ্গে সে হইলা মোর দাসী॥ ধ্রু।
তোমার বড়াই শুনে তোর প্রেম-সইয়ে জানে
সাক্ষী তোর ননদী সহোদর।
তখনে করিলা কাম না ভাবিলা পরিণাম (২২০)
মুরলী না দেহ কেনে রাধা॥
নিন্দেত আনিলা বাঁশী মিনতি করিলুঁ আসি
মাগিলুঁ দশনে ধরি কুটা।

---

* ৭, ৮ ও ৯ সংখ্যক পাঠান্তর মূলের গৃহীত ক-পুঁথির বিস্তৃত ও উৎকৃষ্টতর বংশীহরণ লীলার সহিত খাপ খায় না ও তেমন উপাদেয় নহে বলিয়া প্রক্ষিপ্ত অথবা অনুপাদেয় রূপান্তর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

না মান না শুন বাধা পরীক্ষা লইলা রাধা
ব্রজ-কুলে রৈল তোর খোঁটা ॥ (২২৫)
গুমানে গায়ের বলে ডুব দিতে নাম জলে
আগে তুমি উঠিলা ভাসিয়া।
ভকতি-মতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
শুনি রাধা বিকল হাসিয়া ॥

[১০ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৩৮৬৬ পঙ্‌ক্তির পরে]

"শ্রীদামের মুখ দেখি রাধিকা সুন্দরী ।* (২৩০)
লজ্জিত হইয়া রহে হেট মাথা করি ॥
কাহ্নু বোলে "শুন ভাই বচন আমার
তোর বিবাহের আমি চিন্তিছি প্রকার ॥
তোমার ভগিনী বিহা করিছে আইমনে।
তাহার ভগিনী বিহা করহ আপনে ॥ (২৩৫)
আমার বচন শুন না করিও ব্যাজ।
অবিলম্বে বিহা কর না ভাবিহ লাজ ॥"
শ্রীদামে বোলয়ে শুনি কাহ্নুর বচন।
"এমন সময়ে বিহা করিমু কেমন ॥
মধু-পুরে গিছে বাপ লৈয়া রাজ-কর। (২৪০)
তাঞি গৃহে আসিলে সে পরিণয় মোর ॥"
রাধা বোলে "কেনে ভাই লজ্জ অঙ্গীকার।
গোবিন্দে দিবেন বিহা—কি দোষ তোমার ॥
দারুণ শাশুড়ী মোরে যত মন্দ কয়।
তুমি বিহা করিলে সে সব দূর হয় ॥" (২৪৫)
হাসিয়া বড়াই বোলে "শুনহ শ্রীদাম।
কাপুরুষ হৈলা নাতি—বুঝি অনুমান ॥
নির্ম্মল কুলেত নাতি রাখিলা কলঙ্ক।
নপুংসক হৈলা যদি হাতে দেও শঙ্খ ॥"
শ্রীদাম হইলা মৌন এ সব শুনিয়া। (২৫০)
উঠিলা গোবিন্দ তান আকূত বুঝিয়া ॥
স্নান করাইল সেহি যমুনার জলে।
আপনার মালা দিলা শ্রীদামের গলে ॥
মহোদারে স্নান তবে করাইলা শ্রীমতী।
কৃষ্ণের মায়ায়ে ধন্দ মহোদা-যুবতী ॥ (২৫৫)
তবে সর্ব্ব-জন হৈল আনন্দিত মন।
মহোদা বন্দিল তবে শ্রীদাম-চরণ ॥
শ্রীদামের গলার মালা দিল মহোদারে।
সহজে সুন্দরী বামা ভাল শোভা করে ॥
হাসিয়া বড়াই তবে সেইক্ষণে বোলে। (২৬০)
লুকাইয়া হৈল বিহা কালিন্দীর তীরে ॥
তাহা শুনি যদু-পতি লাগে বোলিবার।
বিবাহের ক্রম আছে অষ্ট প্রকার ॥
গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহি ইহার যে নাম।
শাস্ত্র-ব্যবস্থিত-মতে করিল শ্রীদাম ॥ (২৬৫)
মহোদারে ঘরে লৈয়া চলি যাও তুমি।
শ্রীদামেরে লৈয়া গোঠে চলি যাই আমি ॥
এই বলি এথা হনে করিলা গমন।"

[১১ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৩৯১৪ পঙ্‌ক্তির পরে]

"শ্রীদামেরে হাসিয়া বোলিলা যদু-মণি ।†
"আমার বাঁশী চুরি কৈল তোমার ভগিনী ॥"(২৭০)

* ১০ সংখ্যক পাঠান্তরের পরিবর্ত্তে মূলে ক-পুথির যে পাঠ গৃহীত হইয়াছে, উহার বর্ণনা অধিকতর স্বাভাবিক, সুন্দর ও ভবানন্দের রচনার লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া খ, গ, ঘ ইত্যাদি পুথির পাঠ প্রক্ষিপ্ত বা অনুপাদেয় রূপান্তর গণ্য করা হইয়াছে।

† ১১ সংখ্যক পাঠান্তরে ক-পুথির যে পয়ার ও গীত আছে, উহা অপ্রাসঙ্গিক ও মূলের সহিত সঙ্গতি-বিহীন। গীতগুলির অনেক স্থলেই পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিদিগের পদাবলীর অনুকরণ স্পষ্ট দেখা যায়। এগুলি নিশ্চিতই পরবর্ত্তী কোনও কবি কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে।

লাজে গুণবতী রাধা বাঁশী আনি দিলা।
দেখিয়া নাগর কানু হাসিতে লাগিলা ॥
মুরলি পাইয়া কানু গাহে সুললিত।
ধরিয়া রাধার নাম সঙ্কেতে গাহে গীত ॥
লাজে আকুলিত রাধা বোলে সুমধুর। (২৭৫)
"পরিহর রস-নিধি রসের ঠাকুর ॥"

গান-ছন্দ লাগুদা।

"বাঁশী না বাজাইও আর—
বাঁশী না বাজাইও আর।
ই বাঁশীয়ে কৈল মোর কুলের খাঁখার ॥ ধ্রু।
বরিষে মধুর কত ই বাঁশীর সান। (২৮০)
অবলা-মোহন বনে তুমি ভালে জান ॥
আপনে যে হৈলু বন্দী বাশী-টির গুণে।
সঙ্কেতে বাজাইও বাঁশী গরবিতে শুনে ॥
যে বাশের এহি বাঁশী তার লাগ পাউ।
সমূলে উপাড়ি তবে জলেত ফালাউ ॥ (২৮৫)
আর যেন বাঁশী (রাও) করিতে না পায় ॥
আগুনিতে পুড়িলে বাঁশীর দুঃখ যায় ॥"
কহে দীন ভবানন্দে ইন্ধন-ধরান।
রাধা-কানু ভিন্ন নহে—একই পরাণ ॥
অখিল-নায়ক প্রভু পুরাণ-পুরুষ। (২৯০)
তাঞি বোলাইলে বোলে—বাঁশীর কিবা দোষ ॥

গান-ছন্দ সরলি রাগ।

"অহে রস-বিনদিয়া বচন মধুর।
অতি-ক্ষীণ মাঞ্জা-খানি—রসের ঠাকুর ॥ ধ্রু।
বিনদিয়া রে না বাজাইও বাঁশী।
সহজে অবলা রাধা হইছু তোর দাসী ॥ (২৯৫)
বিনদিয়া রে কাণে রাঙ্গা-ফুল।
ই বাশীর সানে লৈলা রাধার জাতি-কুল ॥
বিনদিয়া রে গুণ সোঙরিয়া।
বিরহে অবলা-বধূ মরিমু ঝুরিয়া ॥
বিনদিয়া রে না দিমু ছাড়িয়া। (৩০০)
তুমি তরু আমি লতা রহিমু জড়িয়া ॥
বিনদিয়া রে না বাসিহ ভীন।
সকল তেজিয়া হৈলু তোমার অধীন ॥
বিনদিয়া রে আধ আধ হাসে।"
রসের তরঙ্গে দীন ভবানন্দে ভাসে ॥ (৩০৫)

রাগ মোহন কামোদ।

"বন্ধু—না কর অঙ্গের বেশ সহজ অঙ্গে মরি।
আছিবার আছি—গৃহ-কর্ম্ম করিবার করি ॥
বিনে বেশে মুরছিত কত কোটি কাম।
কেমনে মানিনী আছে ভাবি পরিণাম ॥
মুখ না মাঞ্জিলে—যেন মাঞ্জিল মুকুর। (৩১০)
সম নহে শশি-কলা নবীন-অঙ্কুর ॥
ভঙ্গিমা না কর ভুরু (কামের কামানে ?)।
যতি সতী উনমতি নয়ানের ঠানে ॥
যদি বা বানাহ চূড়া—বামে না টালিহ।
যদি বা বাজাও বাঁশী—রাধা না কহিয় ॥ (৩১৫)
জীবন-যৌবন মোর কালার অধীন।
নখ-মণি-নিছনি দাস ভবানন্দ দীন ॥

পদ-বন্ধ।

এতি মতে রাধা হৈলা কানু-রসে মত্ত।
শ্রীমতী বোলয়ে "সই না যুয়ায় এমত ॥
জ্যেষ্ঠ সহোদর তোর ভুবনে বিখ্যাত। (৩২০)
এত কি নির্লজ্জা হৈলা তাহার সাক্ষাত ॥
আজির চরিত্র তোর না পারি বুঝিতে।
না যুয়ায় হেন মত এমত করিতে ॥
বিশেষ গোকুল-পুরে হৈল জানাজানি ॥
তবে কেনে হেন কর্ম্ম কর পুনি-পুনি ॥ (৩২৫)
কুল-বধূ-সমাজেত রাখিলা কলঙ্ক।
বিধুরা হইলা যদি—হাতে কেনে শঙ্খ ॥

যে হৈব স্বামীর স্ত্রী সে নাকি এমন।
নির্ভয় হইলা এবে বুঝিলু লক্ষণ ॥
গোকুল-সমাজে ব্রজ-নারী আছে যত। (৩৩০)
তুমি বিনে খাকার রহিছে কার এত ॥
বৃখভানু হেন বাপ বিমলা জননী।
মুখ্য গোপ আইমন তাহার ঘরণী ॥
সাক্ষাতে সম্বন্ধ আছে বেক্ত হৈলা তাথ।
সহজে কলঙ্কী হৈলা ভুবন-বিখ্যাত ॥ (৩৩৫)
যদি গৃহে আসিল তোমার নিজ-পতি ॥
ই কথা শুনিলে কি কহিবা গুণবতি ॥
সঙ্গোপনে কর কর্ম্ম—না করি নিষেধ।
জানাজানি হৈলে মাত্র দেহ পরিচ্ছেদ ॥
আমার বচন যদি মনে নাহি লয়। (৩৪০)
বুঝিয়া করিবা কার্য্য উচিত যে হয় ॥
শ্রীমতীর মুখে শুনি নিষেধ-বচন।
প্রত্যুত্তর দিল রাধা সানন্দিত মন ॥

গান-ছন্দ সুহি রাগ।

"আল সজনি সই—
না বোল না বোল ইহা লাগি। (৩৪৫)
আপনার দোষে আপনি আছি গো
তুমি না হইও তার ভাগী ॥ ধ্রু।
ইসদ মুদ্রিত হাসি সুরঙ্গ অধরে বাঁশী
সঙ্কেতে কেমনে গীত গায়।
জাতি-কুল ধরম লাজ শীল মরম (৩৫০)
সকলি মজাইল রাঙ্গা পায় ॥
যে বাঁশীর সান শুনি মোহ পায় সুর-মুনি
দরবয়ে দাউর পাষাণ।
সমীর স্থকিত হয় যমুনা উজান বয়
অবলায় কি ধরে পরাণ ॥ (৩৫৫)
আড়ে-ঘোরে ডাকে জাতি-কুল রাখে
মুঞি তারে বেকত করোঁ।
রাধা কলঙ্কিনী যার মুখে শুনি
তাহার নিছনি লৈয়া মরোঁ ॥
যে বোলে বোলিব লোকে যার মনে যেহি সুখে (৩৬০)
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ-পতি
কহে মতি-হীন ভবানন্দ দীন
জীবনে মরণে এহি গতি ॥

পুনশ্চ কামোদ।

"আল সজনী সই—
না বোল না বোল (আর) মোরে। (৩৬৫)
পরিহর সব আশ ছাড়িল বসতি-বাস
পুনি আর না যাইমু ঘরে ॥ ধ্রু।
তরল নয়ন তেরছ এখন
ভরল সুন্দর শ্যাম-রায়।
যে কালা কানুর লাগি হইলু বধের ভাগী (৩৭০)
তারে নাকি ছাড়িতে যুয়ায় ॥
মধুর আলাপ-তান মধুর বাশীব সান
সুরঙ্গ-অধরে মধু হাসি।
মুখানি শরদ-ইন্দু কেবল মধুর-সিন্ধু
মধু-লোভে হইলু নিজ দাসী ॥ (৩৭৫)
আমি কি কহিতে পারি সহজে গোয়াল-নারী
বিরিঞ্চি না বুঝে যার মায়া।"
ভকতি-মতি-হীন কহে ভাবানন্দ দীন
লইলু কমল-পদে ছায়া ॥

পদ-বন্ধ

তখনে বড়াই বোলে "শুন ল নাতিন। (৩৮০)
সেবিতে কানুর পদ দেখি অনুদিন ॥
তথাপি তোমার আশা পরিপূর্ণ নহে।
বড়ই দারুণ তুমি মোর মনে লহে ॥

ভাল দ্রব্য যদিস্যাৎ থাকে কোন-খানে।
একা সে খাইবা তারে না পাইব আনে॥ (৩৮৫)
বিবর্জ্জিয়া খাইলে না জান কত গুণ।
নিল্লর্জ্জ-কারণে কথা কহ পুনঃপুন॥
শ্রীমতী তোমার সই মহোদা ননদী।
আর যত গোয়ালিনী চন্দ্রাবতী আদি॥
যদি বিবর্জ্জিয়া খাও তা সবার সঙ্গে। (৩৯০)
হাস্য মেলা কৌতুকে বঞ্চিতে পার রঙ্গে॥
সে সকল বঞ্চিয়া একাকী কর চুরি।
এতেকে দ্বিগুণ তাপে মর তুমি ঝুরি॥
যে লহে তোমার চিত্তে সঙ্গোপ করিবা।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ (তা) আছে তোর ধৈরজ ধরিবা॥ (৩৯৫)
ধর্ম্ম-কর্ম্ম জাতি-কুল লাজ-শীল ভয়।
এ সব ত্যাগিতে নাতিন উচিত না হয়॥
একেবারে হৈলা তুমি কেবল নিঃশঙ্ক।
চন্দ্রাঙ্কের লাগি রৈল তোমার কলঙ্ক॥
পঞ্চ-জনে বিকর্ম্ম করিলে এক-বারে। (৪০০)
সে দোষে তাহারে কেহ বোলিতে না পারে॥
নির্দ্দোষী ত সেহি চারি দোষী এক-জন।
সর্ব্ব লোকে এহি কথা কহে অনুক্ষণ॥
এতেকে কলঙ্কী তুমি বিরহে দহিত।
বিশেষ সম্প্রীত নাহি কাহার সহিত॥ (৪০৫)
একে কুল-বধূ মুখ্য-গোয়ালের ঝী।
ছাড়িলা ধৈরজ মান বোলিমু বা কী॥
আমার বচন নাতিন কর অবধান।
কিঞ্চিত ধৈরজ হও রাখ তুমি মান॥
অযত্নে মাণিক্য পাইলে যত্ন নাহি আর। (৪১০)
যত্নে যদি রাঙ্গ পাই বড় যত্ন তার॥
একেবারে হারাইলা পূর্ব্বের সুজ্ঞান।
তুমি সে করিলা ভ্রষ্ট মানিনীর মান॥
ঝি বহু নাহি কার গোকুল-সমাজ।
কেহ নি বোলিতে পারে কর এই কাজ॥ (৪১৫)
বিরলে সে গুপ্ত-রূপে নিজ-কর্ম্ম সাধে।
অধৈরজে কলঙ্ক রাখিলা তুমি রাধে॥
না শুনিছ পূর্ব্ব-কথা সহজে কিশোরি।
নারদ কুন্তীর কথা শুন মন করি॥
কুন্তী সম্ভাষিয়া জিজ্ঞাসিলা মহামুনি। (৪২০)
"কামিনীর কাম-ছিদ্র কহ চাহি শুনি॥
অষ্ট-গুণ কাম—হেন বাখানে যে বেদ।
কি মতে আকাঙ্ক্ষী স্ত্রী কহ তার ভেদ॥"
কুন্তী বোলে "জিজ্ঞাসিলা—কহিব বিশেষ।
আপনার ভ্রাতৃ-বধূ দেখিলে আবেশ॥ (৪২৫)
তাহাতে মজয় মন হেন কি আপদ।
সত্য সত্য সত্য—দড় জানিবা নারদ॥"
নারদে বোলয়ে তবে আমি এবে জানি।
এ বড় বিস্ময় নারী কিমতে মানিনী॥"
কুন্তী বোলে "শুন তবে ইহার কারণ। (৪৩০)
উপস্থিয়া কাহাতে না কহি বিবরণ॥
স্থান-ক্ষণ চাহিয়া আপনে না কই কথা।
যত্ন-পদার্থ না করে—না করি সর্ব্বথা॥
মনেত নির্ব্বাণ হয় মনের আগুনি।
এতেকে সে লোকে বোলে—স্ত্রীলোক মানিনী॥"(৪৩৫)
নারদে শুনিয়া তাক করিলা বিশ্বাস।
হেন মান ছাড়ি রাধা কৈলা সর্ব্বনাশ॥
রূপে-গুণে প্রসূজ্জ্বলা তুমি সে কামিনী।
সবার অধিক তুমি আছিলা মানিনী॥
সেই মান তোমার হইল যদি ভঙ্গ। (৪৪০)
ব্রজ-নারী সকলে দেখয়ে এবে রঙ্গ॥
ঘরে কি বাহিরে আমি যাই যথা-তথা।
সকল লোকের মুখে শুনি এহি কথা॥
এ লাগি কহিল তোমা—যে জ্ঞান করিবা।
যদি মনে লহে কিছু ধৈরজ ধরিবা। (৪৪৫)
বড়াইর বচন শুনি রাধা রসবতী।
প্রত্যুত্তর দিল ধনী সুরস ভারতী॥

গান-ছন্দ বরাড়ী।

"হের লো বড়ি-মাও—
মোর হৈব কেমন উপায়।
যে কালা-কানুর লাগি হইছু কলঙ্ক-ভাগী (৪৫০)
তারে নাকি ছাড়িতে যুয়ায়॥ ধ্রু
জলেরে যাইতে কানু পথে কি এমন জানু
রাজ-পথে হৈয়া গেল দেখা।
দুই-পাইয়া ঘাটী-গাছি এক-পাশ হৈতে নারি
শ্যাম-অঙ্গে লাগি গেল ঠেকা॥ (৪৫৫)
যে দিন কানুর অঙ্গে ঠেকা-ঠেকি হৈল রঙ্গে
জাতি-কুল নিল বলে ছলে।
রাধার নাম-টী ধরি তিন অঞ্জলি বারি
বাড়াইও যমুনার জলে॥
দেখি শুনি বোলে লোকে কারে বা ধরিমু মুখে
(৪৬০)
যাহার বেদনা সেহি জানে।
কানু বৈদ্য আমি রোগী সহজে হৈয়াছি যোগী
কি করিব মানিনীর মানে॥
গুরু-গর্ব্বিতে মোরে যত বোলে অগোচরে
গোচরে অধিক দেয় গালি।" (৪৬৫)
কহে ভবানন্দ দীন শুধিতে কানুর ঋণ
শিরে লৈলু কলঙ্কের ডালি॥

পদ-বন্ধ।

তখনে কিঞ্চিত বোলে সুন্দরী মহোদা।
"আমার বচন শুন চন্দ্র-মুখি রাধা॥
অসতীর সঙ্গে সতীর সত্য ভ্রষ্ট। (৪৭০)
আসিয়া তোমার সঙ্গে মুঞি হৈলু নষ্ট॥
আপনে স্বতন্ত্র হৈয়া ফির অনুদিন।
আমি সে কেবল মাও ভাইয়ের অধীন॥
তাহাতে ঠেকাইলা আনি এমত প্রমাদে।
মরণ নিশ্চয় কৈল তোমার প্রসাদে॥ (৪৭৫)
মৃগেন্দ্র সেবিয়া যেন শৃগাল না গণে।
সেই মত মোর ভাই লৈল তোর মনে॥
কহিবারে না জানি প্রপঞ্চ-বিবরণ।
আমার কলঙ্ক রৈল তোমার কারণ॥"
রাধা বোলে "মহোদা তুমিহ বোলে মোরে। (৪৮০)
বিস্মরিলা সকল—না জান আপনারে॥
গর্ব্বিতের নাম-গুণ মনে মনে জানি।
মুখে হনে বাহির হৈলে বিপরীত শুনি॥
অতএব ফল কিছু নাহি মান-ভঙ্গে।
তুমিও আমারে ভৎস সকলের সঙ্গে॥ (৪৮৫)
আপনার ধৈরজ মান আপনেহি রাখ।
না পাইব আমার পাপে—তুমি সুখে থাক॥
ভাইয়ে না করিত বিহা—না রাখিতু মর্ম্ম।
অকুমারী-সময়ে করিছ যত কর্ম্ম॥
আপনার মন্দ হয় সে কর্ম্ম কহিতে। (৪৯০)
* * * আমার সহিতে॥
যদি ভাই শ্রীদামে না করে পরিণয়।
তবে নি তোমার কথা মোর প্রাণে সয়॥
আর যত কহ সব সহিমু তাহারে।
কানুর বিচ্ছেদ-কথা না কৈহ আমারে॥ (৪৯৫)

গান-ছন্দ মল্লার।

"ননদি আল ভাই—
তুমি সে না দিহ মোরে বাধা।
বিনে কানু দরশনে জীব নাকি রাধা॥ ধ্রু।
নবীন-যুবতী-কালে খেলাইতু খেলা।
সেই হনে বন্ধুর লাগি খাউ মন-কলা॥ (৫০০)
তপন বিহনে দিবা (যেন) পরিচয়।
সুধাংশু বিহনে নিশি ঘোর তমোময়॥
তেমত্ যৌবন মোর কালা-কানু বিনে।
হৈছে শুভ দরশন মোরি শুভ-দিনে॥
জীবন-যৌবন দিয়া হইলু অধীন।" (৫০৫)
ভজিল রাতুল পদ ভবানন্দ দীন॥

পদ-বন্ধ

এহি মতে কৈলা যদি চন্দ্রমুখী রাধা।
শুনি নিশবদ হৈল সুন্দরী মহোদা॥
রাধা বোলে "মোর হৈছে ভাল পরিবাদ।
সদায়ে সুহৃদে ভৎসে ইকি পরমাদ॥ (৫১০)
পাশ-পড়শী লোকে ভৎসে নিরবধি।
তাহাতে অধিক ভৎসে মহোদা-ননদী॥
এত লোকের ভৎসনে শরীরে নাহি সয়।
গরল ভক্ষিয়া মুঞি মরিমু নিশ্চয়।
গৃহে গুরু-জন বৈরী—পথেত মাধব। (৫১৫)
দেহেত যৌবন বৈরী—জীবন অসম্ভব॥"
এহি মতে রসবতী বিরস-বদনে।
পুনরপি নিবেদয়ে গোবিন্দের স্থানে॥

গান-ছন্দ রাগ লাগুদা কাফী

"নিবেদন করি নাথ—নিবেদন করি। (৫২০)
যৌবন তোমারে দিয়া চরচায়ে মরি॥ধ্রু॥
শুনি সদা লোক-মুখে মরি আমি এহি দুখে
তোমা সঙ্গে পরিবাদ-কথা।
ঘরে কি বাহিরে লোকে বোলে মোরে
এহি মোর মনে লাগে বেথা॥ (৫২৫)
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা।
তোমাকে ভজিতে মরিলু স্মরিতে
সোণার বরণ হৈল কালা॥"
কহে দীন ভবানন্দে—"কহিতে ডড়াই।
সোণা তল করি লোকে পাথর ভাসাই॥" (৫৩০)

পদ-বন্ধ

এহি মতে কহিলা রাধা বৃত্তান্ত সকল।
শুনিয়া অখিল-পতি হাসিয়া বিকল॥*
মধুর-বচনে বোলে হাসিয়া হাসিয়া।
"তোমার পতিয়ে কিবা করিব আসিয়া॥
মহোদারে লৈয়া ঘরে চলি যাহ তুমি। (৫৩৫)
শ্রীদাম সহিতে তবে গোঠে যাই আমি॥"
এহি বোলি তথা হনে করিলা গমন।

[১১ সংখ্যক পাঠান্তর,—৪০৭৪ পঙ্‌ক্তির পরে]

রাধার বচন শুনি প্রভু নারায়ণ।
প্রেম-স্বভাবিত দিলা মুখেত চুম্বন॥
রাধা বোলে "তুমি কি চুম্বন দিলা মোকে। (৫৪০)
তুমি সে নিলজ—মোকে কি করিব লোকে॥
বস্ত্রের আঁচল ছাড় কি কর শপথ।
প্রেত-প্রায় হৈলা তুমি এবে সে বেকত॥
তোমা লাগি চারি প্রহর গোঞাইলু শর্বরী।
ক্ষীণ হৈল তনু মোর নিদ্রা পরিহরি॥ (৫৪৫)
যে তোমার প্রিয়া তাথে যাইতে যুয়ায়।
ভাগিল কুসুম-ফুল পুনি নাহি পায়॥"
গোবিন্দে বোলেন প্রিয়া পরিহর খেদ।
যুগ-পরিবর্ত্ত মানি তোমার বিচ্ছেদ॥
এক-খানি কথা কহি না করিহ রোষ। (৫৫০)
দান দিয়া কটু বোল—এহি মাত্র দোষ॥
(মূল-গ্রন্থের ৪১১৮—৪১২৯ পঙ্‌ক্তি)
এহি বোলি প্রেম-আলিঙ্গন দিলা সুখে।
কাম-কলা-রস পান করিলা কৌতুকে॥†

[১৩ সংখ্যক পাঠান্তর,—৪১২৫ পঙ্‌ক্তির পরে]

রাগ শ্যামগড়া।

"হের রে নিলজ কালা—
অখনে রহিছ কোন কাজে। (৫৫৫)

* শ্রীরাধার সকরুণ প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ গীতগুলির কি ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রত্যুত্তর? গীতগুলি যদি তর্ক-স্থলে ভবানন্দের রচিত বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও যেরূপ অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গত রূপে এই পালায় সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহা ও এই গোঁজা মিলের পয়ার কয়েকটী দেখিয়া ১১ সংখ্যক পাঠান্তর প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

† ১২ সংখ্যক পাঠান্তরও সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও প্রক্ষিপ্তের লক্ষণাক্রান্ত।

কেহ যদি আইসে ঘরে   আসিয়া দেখিব তোরে
কি উত্তর দিমু তাতে লাজে ॥ ধ্রু ।
চিহরে কোকিলার স্বর   বলিভুক-কলরব
না শুন কি কুন্তীর নন্দনে ।
নির্গুণ পদ্মের মূলে কি কাজে জলদ দোলে (৫৬০)
ই বড় বিস্ময় মোর মনে ॥
গগনে উদিত ভানু   কি সুখে রহিলা কানু
নয়ানে কি না দেখ নাগর ।
যত বুদ্ধি তোতে ছিল   জানিলু শ্রীমতী নিল
থাকিলে সে গেলা হয় ঘর ॥ (৫৬৫)
তোমার কমল-আঁখি   দারুণ শ্রীমতী রাখি
অন্ধকার রাত্রে পাঠাইল ।
ভাগো সে মুররি-ধর   আসিছ মন্দিরে মোর
তে কারণে প্রাণ রক্ষা পাইল ॥
শ্রীমতী সুন্দরী রামা   তোর প্রিয়-মনোরমা (৫৭০)
কেহ তারে না বোলে কুলটা ।
কুক্ষণে আমার ভাব   কলঙ্ক হইল লাভ
গোকুলের লোকে দেয় খোটা ॥”
কানু বোলে “শুন প্রিয়া   এত ক্রোধ দান দিয়া
এথেকে আমার হৈছে ভয় ।” (৫৭৫)
ভকতি-মুকতি-হীন   বোলে ভবানন্দ দীন
“শান্তি কর যেহি মনে লয় ॥”

[১৪ সংখ্যক পাঠান্তর ,—৪৫৬০ পঙ্‌ক্তির পরে]

“প্রণাম করিয়া স্তুতি করিলা বিস্তর ।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া বৈসাইলা মুনি-বর ॥
স্বর্গ-বিবরণ যত কৈলা তপোধন । (৫৮০)
পশ্চাতে কহিতে লাগে মর্তের বিবরণ ॥
“তোমারে মারিতে হৈল দেবতার চক্র ।
ক্ষীরোদ-সাগরে গেলা আগে করি শক্র ॥
বিষ্ণুর নিকটে গিয়া কৈলা নিবেদন ।
পৃথিবীত জন্মিলা হরি মারিতে দুষ্ট-জন ॥ (৫৮৫)

[১৫ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৪৬৪৩ পঙ্‌ক্তির পরে]

আইমনে বোলে “শুন রাধা আমার বচন ।
মনস্তাপ পাও তুমি কিসের কারণ ॥
অভিপ্রায় বুঝি এই গোবিন্দের মায়া ।
কেবল রক্ষক আমি তুমি তান কায়া ॥
আমার ব্যগ্রতা এই তোমা বিদ্যমানে । (৫৯০)
না কহিও আমার মন্দ গোবিন্দের স্থানে ॥
তোর সম ভাগ্যবতী কেবা আছে আর ।
পাইছ উত্তম পতি ভুবনের সার ॥”
তবে রাধা বোলে “শুন কহি তোমার ঠাঞি ।
নিত্য নিত্য আইসে এথা নন্দের কান্হাই ॥” (৫৯৫)

[১৬ সংখ্যক পাঠান্তর ,—৪৭৬৫ পঙ্‌ক্তির পরে]

“গগনে উদিত চান্দ অতি প্রকাশিত ।
পথেত রহিলা রাধা হইয়া বিস্মিত ॥
তখনে চৈতন্য পাইলা প্রভু নারায়ণ ।
জানিলা ইঙ্গিতে হৈছে রাধার গমন ॥
নিদ্রা পরিহরি কৃষ্ণ চলিলা তখনে । (৬০০)
পথে গিয়া দাঁড়াইলা রাধা-দরশনে ॥
গোবিন্দেরে দেখি রাধা হরষিত-মন ।
দুই ভাগ করি কেশ বন্দিলা চরণ ॥
আইমনে যত কথা কৈল রাধা-স্থানে ।
সকল কহিলা রাধা কানু-বিদ্যমানে ॥ (৬০৫)
শুনিয়া হরিষ-যুক্ত নন্দের নন্দন ।
গলে ধরি রাধিকারে দিলা আলিঙ্গন ॥
হাসিয়া মধুর-ভাষে বোলে নারায়ণ ।
“তবে এত ব্যাজ তুমি করিলা কি কারণ ॥”
রাধা বোলে “প্রাণ-নাথ শুন নিবেদন । (৬১০)
“বিলম্ব হইল কাল-চান্দের কারণ ॥”

[১৭ সংখ্যক পাঠান্তর,—৪৮৫৮ পঙ্ক্তির পরে]

পদ-বন্ধ

"রাধার বচন শুনি দয়ার ঠাকুর।
অতি নম্র-ভাবে কহে বচন মধুর ॥
আমার কারণে প্রিয়া এত দুঃখ পাইলা।
এহি ঘোর নিশা-কালে একাকিনী আইলা ॥(৬১৫)
কোমল-চরণে দুঃখ পাইছ হাটিতে।
অসম-সাহস প্রিয়া কৈলা কি নিমিত্তে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ বরাহ ঋক্ষ-ভয়।
তুমি কেনে আইলা প্রিয়া আমি গেল ভয় ॥
যদি তোর ভাল-মন্দ হৈত কদাচিত। (৬২০)
আমার মরণ তবে হইত নিশ্চিত ॥
আমার মরণে হৈত মায়ের মরণ।
বাপের হইত মৃত্যু শুনি বিবরণ ॥
তার লাগি বংশ-নাশ হৈত সুনিশ্চিত।
এমত সাহস প্রিয়া শুনিতে কুৎসিত ॥" (৬২৫)
প্রেম-ভাবে গোপী-নাথ সদয় হইলা।
এহি মতে রাধাকে বিস্তর বুঝাইলা ॥
একান্ত প্রেমের ভাবে কহে শ্যাম-রায়ে
বিচ্ছেদ হইব রাধা বুঝে অভিপ্রায়ে ॥
"মহাশ্রমে নিত্য নিত্য যায় মোর ঘরে। (৬৩০)
আপনে আসিলু তাতে অবহেলা করে ॥
অতএব কার্য্য-অনুসারে সাক্ষী পাই।
পুরাণ হইলে প্রেম—বড় যত্ন নাই ॥"
তবে চন্দ্র-মুখী বোলে কর-যোড় করি।
"মোর নিবেদন শুন মুকুন্দ মুরারি ॥ (৬৩৫)
সেহি প্রেমবতী আমি রাধিকা-কামিনী।
বিচ্ছেদ হইব বাসি আজির যামিনী ॥
কুক্ষণে আসিলু আমি তোমা দেখিবার।
তুমি পরিত্যাগ কর কোথা যাব আর ॥
শাস্ত্রে সে কহিছে কথা সে নহে অন্যথা। (৬৪০)
শুনিছি বৃদ্ধের মুখে কহি সেহি কথা ॥

[মৃগবতী-কন্যার উপাখ্যান]

মৃগবতী কামিনী ইন্দ্রের বিদ্যাধরী।
মৃগ-রূপে স্নান-হেতু আইলা গোদাবরী ॥
জল পান করিয়া বসিছে নর-পতি।
হেন কালে সেহি পথে গেল মৃগবতী ॥ (৬৭৫)
রত্ন-অভরণ সব করে ঝলমল।
দেখি রূপবান রাজা হইল বিকল ॥
হেম-অভরণ সব পশুর শরীরে।
মৃগ-অন্বেষণে রাজা যায় ধীরে ধীরে ॥
রাজাকে দেখিয়া কন্যা স্নান নাহি করি। (৬৮০)
আকাশ-মণ্ডলে গেল মৃগ-রূপ ধরি ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ নৃপতি মোহিত।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা পড়িল ভূমিত ॥
ক্ষণেকে সম্বিত পাইয়া কামাতুর মনে
কান্দিয়া আকুল রাজা—নিষেধ না মানে ॥ (৬৮৫)
হেন কালে আইল এক মহন্ত সন্ন্যাসী।
নৃপতি আকুল দেখি জিজ্ঞাসিলা আসি ॥
চক্ষু মেলি রূপবানে দেখিয়া মহন্ত
প্রণতি করিয়া কহে সকল বৃত্তান্ত ॥
"মৃগ-রূপে এক কন্যা আইল কোথা হৈতে। (৬৯০)
দরশন হৈতে নাহ গেল অলক্ষিতে ॥
তার দরশন বিনে আমার মরণ।
তোমাকে কহিল গোসাঞি এহি বিবরণ ॥"
সন্ন্যাসী বোলয়ে "কেনে জিজ্ঞাসিলা তাকে
ইন্দ্রের অপ্সরা তুমি পাইবা কোন পাকে ॥ (৬৯৫)
মৃগবতী নাম তার মুগ্ধা বিদ্যাধরী।
এহি ঘাটে স্নান করে মৃগ-রূপ ধরি ॥
তোমার ভাগ্যে সে আজি হৈল দরশন।
মনুষ্য জানিয়া শীঘ্র করিল গমন ॥"
শুনিয়া হরিষ হৈল নৃপতি-কেশরী। (৬৭০)
পুনরপি জিজ্ঞাসিলা কর-যোড় করি ॥

"সরূপা হইয়া গোসাঞি কহ মোর প্রতি।
ই কন্যা কেমতে পাইব—কহিবা যুগতি॥"
সন্ন্যাসী বোলয়ে "তুমি এথা থাক বসি।
নিত্য স্নান করে কন্যা এহি ঘাটে আসি॥ (৬৭৫)
বিবসন হৈয়া তবে অপ্সরী সকলে।
একত্রে কৌতুক করে গোদাবরী-জলে॥
তাথে তুমি লুকাইবা তাহার বসন।
তবে মৃগবতী তোমা ভজিব তখন॥"
তবে রূপবান্ রাজা বোলে যোড়-হাতে। (৬৮০)
"মৃগবতীর বস্ত্র মুঞি চিনিমু কেমতে॥"
সন্ন্যাসী বোলয়ে "চিহ্ন শুনহ কুমার।
যে প্রকারে আশা পূর্ণ হইব তোমার॥
নীল-বর্ণ পাট-শাড়ী মধ্যে হরিতাল।
চতুর্ভিতে রক্ত-পালি শোভিয়াছে ভাল॥ (৬৮৫)
বিশ্বকর্ম্মা আপনে করিছে নানা চিত্র।
অগ্নি জিনি প্রসূজ্জ্বল বসন পবিত্র॥
পুলিনে বসন রাখি নিত্য স্নান করে।
স্নান-অবসানে আসি সেহি বস্ত্র পরে॥
এহি ত বসন-ভেদ শুন সুকুমার। (৬৯০)
বস্ত্র আনি আশা পূর্ণ করহ তোমার॥"
এহি বোলি সন্ন্যাসী হইলা অন্তর্দ্ধান।
বিরলে বসিলা রাজা রৈল সেহি স্থান॥
যত সব সৈন্য-ঠাট দেশে পাঠাইলা।
বয়োধিকা এক ধাত্রী শীঘ্র আনাইলা॥ (৬৯৫)
এরূপে যামিনী গত—উদিত অরুণ।
মৃগবতী-নাম রাজা জপে পুনঃ পুন॥
বিরহে বেহাল চিত্ত—কাম-জ্বরে শোষে।
মহামায়া জপে যেন আগমী-পুরুষে॥
দুই প্রহর দিবা হৈল এহি মতে। (৭০০)
হেন কালে মৃগবতী আইলা সেহি পথে॥
মৃগবতী মৃগ-রূপে আইসে হেন দেখি।
লীলা-লাবণ্যে রাজা অনিমিখ-আঁখি॥
অঙ্গ-ভঙ্গ করি গেল নদীর পুলিন।
নব-বয়া নারী হৈল—কোথা সে হরিণ॥ (৭০৫)
পুলিনে বসন ছাড়ি নামি সেহি জলে।
জল-ক্রীড়া করে তবে অপ্সরী সকলে॥
হেন কালে আসি রূপবান্ নৃপ-বর।
নীল-বসন লৈয়া হইল অন্তর॥
স্নান করি হরষিতে অপ্সরী-গণ। (৭১০)
চিনিয়া চিনিয়া পরে আপন বসন॥
ততক্ষণে পুলিনে উঠিলা মৃগবতী।
না দেখি আপনা বস্ত্র চিন্তা হৈল অতি॥
কি করিলে কি হইব না বুঝে কারণ।
মহা-বিষাদিত কন্যা হৈয়া বিবসন॥ (৭১৫)
রূপবান্ রাজা তবে ইহাকে দেখিয়া।
"কি কারণে ব্যস্ত কন্যা"—কহিল ডাকিয়া॥
মনুষ্য দেখিয়া কন্যা লজ্জায় কাতরী।
পুনরপি জল মধ্যে নামে শীঘ্র করি॥
এহি সে হরিল বস্ত্র বুঝি অনুমানে। (৭২০)
ডাক দিয়া মৃগবতী কৈল তার স্থানে॥
"বসন আনিয়া দেহ নির্লজ্জ কুমার।
না হৈলে মরণ আজি হইব তোমার॥
সখী-গণ গেল ঘরে—রৈলু একাকিনী।
পাপিষ্ঠ তস্কর বস্ত্র শীঘ্র দেহ আনি॥" (৭২৫)
রূপবানে বোলে "কন্যা শুন কহি আমি।
তবে সে পাইবা বস্ত্র—মোকে বর স্বামী॥"
মৃগবতী শুনিয়া রাজার অভিলাষ।
জলে ত থাকিয়া কহে মন্দ-মন্দ ভাষ॥
"মোর নিবেদন শুন তস্কর-উত্তম। (৭৩০)
আমি দেব-কন্যা তুমি মনুষ্য অধম॥
বকে আর শুকে কোথা হয় গৃহ-বাস।
মাণিক্যের শোভা নাহি দরিদ্রের পাশ॥
কাঞ্চনের শোভা নাহি কাচের মিশাল।
মরকতে শোভা নাহি দারু-কাষ্ঠ-মাল॥ (৭৩৫)

দেবের দুর্লভা আমি—তুমি জড়-মতি।
তোমার আমার নাকি যুয়ায় বসতি॥
আর এক দিন আইলু করিবারে স্নান।
তাহাতে শুনিলু চারি বর্ব্বর-বাখান॥

[বর্ব্বর-বাখান]

রাজার কুমার আর পাত্রের নন্দন। (৭৪০)
মন্ত্রী-কোতোয়াল-সুত—এহি চারি জন॥
কৌতুকে ভ্রময়ে চারি আনন্দিত-মন।
তাথে নমস্কার কৈল হীন এক জন॥
রাজ-পুত্রে বোলে "নমস্কার কৈল মোরে।"
কোতোয়াল-সুতে বোলে "আমি বিনে কারে॥" (৭৪৫)
পাত্র-সুতে বোলে "নমস্কার মোরে কৈল।"
মন্ত্রী-পুত্রে বোলে "আমাকে সম্ভাষিল॥"
বিসম্বাদ করি তবে যুক্তি সার কৈল।
যে করিল নমস্কার তার তথা গেল॥
তস্কর-বন্ধন যেন করিল গৃহস্তে। (৭৫০)
চারি জনে তাহাকে ধরিল হেন মতে॥
মহাভয় পাইয়া সেহি করে পরিহার।
"কি লাগি ধরিছ মোরে—কি দোষ আমার॥"
তবে চারি কুমারে বোলিল পুনি-পুনি।
"কারে নমস্কার কৈলা—কহ চাহি শুনি॥" (৭৫৫)
হাসিয়া বোলয়ে—"আমি পাপে ত ঠেকিল।
এমত বর্ব্বর আমি কোথা না দেখিল॥"
চারি সন্তোষিত হেতু বোলে পুনর্ব্বার।
"যে বড় বর্ব্বর—তাকে কৈলু নমস্কার॥"
চারি জনে বিবাদ হইল অতি-দড়। (৭৬০)
অন্যে-অন্যে বোলয়ে—"বর্ব্বর আমি বড়॥"
সে বোলে "কেমনে কমু মর্ম্ম না জানিয়া।
কেমত বর্ব্বর কেবা—কহ বাখানিয়া॥"
তবে রাজ-পুত্রে কহে আপনার গুণ।
"যেমত বর্ব্বর আমি ভাল-মতে শুন॥ (৭৬৫)
শিশু-কালে বাপে মোরে করাইল বিয়া।
শ্বশুর-বাড়ীতে স্ত্রী আসিল রাখিয়া॥
যুবা হৈলে দরশন নাহি তার মোর।
অন্যের ঔরসে পুত্র হৈল তার ঘর॥
পুত্র হৈছে বিবরণ শুনি লোক-মুখে। (৭৭০)
দান-ধর্ম্ম বাদ্য-ভাণ্ড করিলু কৌতুকে॥
পুত্রোৎসব-আনন্দ মুঞি করিলু নির্ভর।
লোকে বোলে—"এহি বেটা কেবল বর্ব্বর॥
এক রাত্রি না রহিছে রমণীর সঙ্গ।
জারজ-পুত্রের লাগি করে এমত রঙ্গ॥ (৭৭৫)
আপনা মহত্ত্ব আমি কহিলাম দড়।
আমি বহি বর্ব্বর নাহিক আর বড়॥"
মন্ত্রী-পুত্রে বোলে শুনি রাজ-পুত্রের কথা।
"বিস্তারিয়া কহি শুন মোর বর্ব্বরতা॥
বাস-স্থান নির্জ্জনে আছিল আমার। (৭৮০)
আশ পড়শী তথা কেহ নাহি আর॥
কালোচিতে হৈল পুত্র—শিশু না দেখিল।
'বাপ' 'মাও' ডাকিবারে কোথা না শিখিল॥
পড়শীর পুত্র নাহি—ডাকিব 'বাপ 'মাও'।
দেখাদেখি বালকে শিখিব সেহি রাও॥ (৭৮৫)
মন দুঃখে দহে মোর দৈবের বিপাকে।
"কেমতে শিখিব রাও এহি ত বালকে॥"
বনিতার সঙ্গে আমি যুক্তি কৈল সার।
দুই-জনে শিখাইল রাও করিবার॥
স্ত্রী মোকে 'বাপ' ডাকে—আমি ডাকি 'মাও'। (৭৯০)
ডাক শুনি বালকে শিখিল সেহি রাও॥
শুনিয়া লোকের হাস্য হৈল অতি দড়।
লোকে বোলে—"এহি বেটা বর্ব্বর অতি-বড়॥
রমণীক 'মাও' ডাকিব বিদ্যমান।
সেহি সে বর্ব্বর হৈব আমার সমান॥" (৭৯৫)
তবে কোতোয়াল-সুতে লাগে কহিবার।
"এখনে কহিব যে আমার সমাচার॥

এক দিন নগর ভ্রমিয়া আইলু ঘরে।
না ছিল রন্ধার পাত ভাত খাইবারে॥
সুবর্ণ-রজত-পাত্র তস্করের ভয়ে। (৮০০)
চাঙ্গের উপরে আছে—খসান না যায়ে॥
ইহাতে হইল বৃষ্টি ঘোর অন্ধকার।
বাহিরে না যায় কেহ পত্র কাটিবার॥
তবে আমি এক-খানি কথা কৈলু তাত।
"যে আজি রাও কাড়ে সে কাটিব পাত॥" (৮০৫)
ইহাক শুনিয়া কেহ না কৈল উত্তর।
প্রদীপ উজ্জ্বল আছে ঘরের ভিতর॥
এহি ছিদ্র পাইয়া তবে চোর আইল ঘরে।
লাফ দিয়া উঠে মোর কান্ধের উপরে॥
সুবর্ণ-রজত-পাত্র থুইয়াছিল চাঙ্গে। (৮১০)
মোর কান্ধে উঠিয়া পাড়িয়া নিল সাঙ্গে॥
পত্র কাটিবার ডরে রাও নাহি কাড়ি।
কান্ধে উঠি চোরে যত রত্ন নিল পাড়ি॥
এ সকল কথা শুনি বিজ্ঞ যত নর।
তারা বোলে—"এহি বেটা কেবল বর্ব্বর॥" (৮১৫)
তবে সে পাত্রের পুত্র লাগিল কহিতে।
"তোমরা সমান নহ আমার সহিতে॥
এক দিন মোর স্ত্রী পরম-সুন্দরী।
চরণে অলক্ত দিয়া বৈসে মান করি॥
আমি তাকে কহিলাম "জল আন গিয়া।" (৮২০)
সে বোলে—"পায়ের রঙ্গ জলে নিব ধুইয়া॥"
চিন্তিয়া চাহিলু আমি বুদ্ধির সাগর।
আপনার স্ত্রী লইলু কান্ধের উপর॥
কাঁখে ত কলসী মোর রমণীয়ে লৈল।
জল আনিতে কান্ধে হৈতে পড়ি মৈল॥ (৮২৫)
ইহা দেখি যত সব মতিমন্ত নর।
মোকে বোলে—"এহি বেটা কেবল বর্ব্বর॥"
আপনা মহত্ত্ব আমি কহিলাম দড়।
আমি বহি বর্ব্বর নাহি আর বড়॥"

এতেক শুনিয়া সেহি বোলিল তখন। (৮৩০)
"কেহ ঘাটী নহ যে—সমান চারি জন॥"
চারি বর্ব্বরেরে কৈল চারি নমস্কার।
যত্ন করি বোলিলেক দোষ ক্ষেমিবার॥

[মৃগবতীর উপাখ্যানের শেষাংশ]

সেহি চারি হৈতে তুমি পরম-বর্ব্বর।
দেব-কন্যা বিবাহ করিতে ইচ্ছা তোর॥ (৮৩৫)
তিলোত্তমার কন্যা আমি—নাম মৃগবতী।
ম্লেচ্ছ মনুষ্য নাকি মোর যোগ্য-পতি॥
আপনা ভালাই যদি চাহ নৃপ-বর।
বস্ত্র দিয়া অবিলম্বে চলি যাহ ঘর॥"
এতেক কহিল যদি দেব-বরাঙ্গনা। (৮৪০)
পুনি রূপবান্ রাজা করিল ভজনা॥
"প্রাণ যায় তোমা লাগি সেহ ভাল মোর।
তেহ বস্ত্র না দিমু না হৈলে স্বয়ম্বর॥"
হাসিয়া বোলয়ে মৃগবতী সুবদনী।
"পূরিমু আরতি তোর বস্ত্র দেহ আনি॥ (৮৪৫)
এক-খানি কথা আছে সত্যের প্রসঙ্গ।
সাধু সাধু মোর সত্য না করিবা ভঙ্গ॥"‡
রাজা বোলে—"এহি সত্য নিশ্চয় কউল।"
মৃগবতীর বস্ত্র রাজা আপনে রাখিল॥
"প্রাণ-দান কর মোর—শরণ পশিল। (৮৫০)
মৃগবতী পরিবারে নিজ-বস্ত্র দিল॥
বসন পরিয়া তীরে উঠিল সুন্দরী।
লাস-লাবণ্য-লীলা অঙ্গ-ভঙ্গ করি॥

‡ মৃগবতীর সেই সত্য-টী যে কি- এই অতি আবশ্যক কথার উল্লেখ না থাকায় মনে হয় যে, এখানে দুই-একটী শ্লোক হয়ত লিপি-করের ভুলে পড়িয়া গিয়াছে। "আমার সত্যের দেখ গেল পঞ্চ-মাস" ইত্যাদি শ্লোক এবং "তে কারণে নৃপতি না করে পরশন" এই শ্লোকার্দ্ধ হইতে বুঝা যায় যে, মৃগবতীর 'সত্য' এই ছিল যে, রূপবান্ এক-বৎসর একত্র বাস করিলেও বৎসর পূর্ণ না হইতে মৃগবতীর সহিত সম্ভোগ-বিলাস করিতে পারিবেন না।

তাক দেখি রূপবান্ হরষিত মন।
পূর্ণ-চন্দ্র সনে যেন হৈল দরশন ॥ (৮৫৫)
শচীরে দেখিয়া যেন শচীপতির রঙ্গ।
রতিকে দেখিয়া যেন কামের তরঙ্গ ॥
সাগর-মথনে যেন লক্ষ্মী পাইলা হরি।
তেমত সন্তোষ হৈল নৃপতি-কেশরী ॥
নদীর পুলিনে মনোহর রচি ঘর। (৮৬০)
মৃগবতী সহিতে রহিল নৃপ-বর ॥
হাস্য-পরিহাস্য-কৌতুকে নানা রঙ্গে।
রূপবান্ মৃগবতী রহে এক-সঙ্গে ॥
সঙ্কল্পিত মৃগবতী কপট-লক্ষণ।
তে কারণে নৃপতি না করে পরশন ॥ (৮৬৫)
এহি মতে পঞ্চমাস (দুই-জনে থাকে)।
তাহাতে কৌতুক হৈল দৈবের বিপাকে ॥
রাজ্য তেজি প্রান্তরে রহিলা রূপবান্।
মন্ত্রী সবে কৈল (তবে যুগতি সন্ধান) ॥
অরাজক হৈল রাজ্য নৃপতি থাকিতে। (৮৭০)
প্রান্তর ছাড়ি রাজা আইসে কেমতে ॥
সে মতে প্রখর বিচক্ষণ দূত (আনি)।
তাহাক কহিলা সভে মন্ত্রণা-কাহিনী ॥
"সত্বরে চলিয়া যাও রাজার গোচর।
কহিবা দেশের বার্ত্তা সুদড় উত্তর ॥ (৮৭৫)
রাজার (জননী) আছেন জীবন-সংশয়।
"জ্যেষ্ঠ-পুত্র তুমি বিনে কিছু কার্য্য নয় ॥"
এহি কথা কহ গিয়া রাজার সাক্ষাত।
ইহা শুনি দেশে ত আসিব নর-নাথ ॥"
শুনিয়া চলিল চর শীঘ্র-গামী হৈয়া। (৮৮০)
যথা আছে রূপবান্ মৃগবতী লৈয়া ॥
হেন কালে দূত (সেহি আসি) অকস্মাত
প্রপঞ্চ বৃত্তান্ত কহে রাজার সাক্ষাত ॥
"অবধান করহ রাজ্যের সু-রাজন্।
মাও তোর কলাবতী সংশয়-জীবন ॥ (৮৮৫)
(যেবা) সমুচিত সেহি কৈবা নর-নাথ।
উপহাস্য নহে যেন নৃপতি-সভাত ॥
(দূতের সম্বাদে) রাজা বিষাদিত হৈলা।
মুখে না নিঃসরে রাও—স্তব্ধবৎ রৈলা ॥
মৃগবতী সম্বোধিয়া বোলিলা রাজন। (৮৯০)
"রাজ-বংশে জন্ম মোর— (আমি) অভাজন ॥
জননী সংশয়-মৃত্যু হৈল কদাচিত।
আমি রহি যত কর্ম্ম দৈবে অনুচিত ॥
তোমা পরিহরি যাইব মৃতার সমান।
(মৃত বিবরণ আমি) কৈলু তোমার স্থান ॥" (৮৯৫)
মৃগবতী বোলে "রাজা শুন দিয়া মন।
জননী দেখিতে কর দেশেত গমন ॥
আমার সত্যের দেখ গেল পঞ্চ মাস।
আর সপ্ত-মাসে সে সম্পূর্ণ হৈব আশ ॥
জননী দেখিতে কর দেশেত গমন। (৯০০)
ধাই সঙ্গে এথা আমি থাকিব এখন ॥"
মৃগবতীর বচন শুনিয়া রূপবান।
বিষাদিত হৈয়া দেশে করিল পয়ান ॥
অন্তরে দহিত রাজা—আকুল শরীর।
নিশ্বাস ছাড়িতে (লাগে মন নহে স্থির) ॥ (৯০৫)
এহি মতে দেশে গেলা রূপবান্ রাজা।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল যত সব প্রজা ॥
রাজা দেশে গেলে মৃগবতী সুবদনী।
(ধাইকে) বোলয়ে মৃদু সুমধুর বাণী ॥
"জল আনিবার শীঘ্র করহ গমন। (৯১০)
অতিশয় তৃষ্ণা-যুক্ত হৈয়াছি এখন ॥"
শুনিয়া ধাই জল (গেল আনিবার)।
(তবে) মৃগবতী ব্যাজ না করিল আর ॥
অন্তরীক্ষ হৈল রামা রথে করি ভর।
হেন কালে জল লৈয়া ধাই আইল ঘর ॥ (৯১৫)
কন্যা না (দেখিয়া ধাই হৈল) আকুলিত।
কি করিলে কি হইব—পরম-চিন্তিত ॥

(এথায়ে আসিয়া রাজা না পাইলে লাগি)।
রাজ-সম্মান ছাড়ি নিশ্চয় হৈব যোগী ॥
শোকে ভয়ে কান্দে ধাই লোটাইয়া (ধরণী)।(৯২০)
(শূন্যে) থাকি বোলে মৃগবতী সুবদনী ॥
"না কান্দিও শুন ধাই আমার বচন।
বিষাদ ভাবিয়া দুঃখ পাও কি কারণ ॥
ধন্য (ন্দ) হইয়া (না করিও) বিলাপ বিবাদ।
রাজাতে কহিবা এহি আমার সম্বাদ ॥ (৯২৫)
অযতনে (র) মুক্তা কেহ যত্ন নাহি করে।
ফিরাতে না পায় (মুক্তা আপনার ঘরে) ॥
আমার বিষয় যদি থাকে রাজার চিত্তে।
অন্বেষণ করে যেন আমার নিমিত্তে ॥"
এহি বোলি মৃগবতী (ধাই বিদ্যমান)। (৯৩০)
তবে দেশে বরাঙ্গনা হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
মহা-মনস্তাপী হৈয়া ধাই রৈল এথা।
মন দিয়া শুন কহি নৃপতির কথা ॥
(জানিল) যখনে মিথ্যা হেন সমাচার।
কিঞ্চিত বিলম্ব রাজা না করিল আর ॥ (৯৩৫)
'মৃগবতী' 'মৃগবতী' জাপা অনুক্ষণ।
মহন্ত যোগীয়ে যেন ভাবে (নিরঞ্জন) ॥
দিবা রাত্রি জ্ঞান নাহি রাজার পরাণে।
মৃগবতী দেখিবারে আসিল সেহি স্থানে ॥
আসিয়া ধাইয়ের ঠাঞি পুছে নর-পতি। (৯৪০)
"কোথায় গিয়াছে তোমার প্রাণ মৃগবতী ॥"
তবে ধাই তরাসিত হইল দ্বিগুণ।
কহিল রাজার ঠাঞি বচন দারুণ ॥
"তুমি যদি গেলা (পুরে) খানিক অন্তরে।
জল আনিবারে তবে পাঠাইলা মোরে ॥ (৯৪৫)
জল আনিবারে গেলাম নদীত (যতক্ষণ)।
(মৃগবতী অন্তর্দ্ধান হৈল ততক্ষণ)।"
হেন নিদারুণ বাক্য শুনি আচম্বিত।
মূর্চ্ছা-প্রায় হৈয়া রাজা পড়িলা ভূমিত ॥

ক্ষেণেকে চৈতন্য পাইয়া নৃপতি-শেখর। (৯৫৫)
কান্দিয়া বোলিলা সেহি ধাইয়ের গোচর ॥
"একেশ্বরী এড়ি গেলা জল আনিবারে।
কোন দোষে প্রাণেশ্বরী ছাড়ি গেলা মোরে ॥
কিবা সব (বন-চরে) যুক্তি এক করি।
অংশক করি নিল মোর প্রাণেশ্বরী ॥ (৯৫৫)
মুখানি সুরঙ্গে (?) নিল কুরঙ্গে নয়ন।
খগেন্দ্রে হরিল নাসা গৃধিনী শ্রবণ ॥
( ) নিল ভুরু কটাক্ষ খঞ্জন।
বিদোলিত (?) বহ্নি যত হরিল অঞ্জন ॥
চামরীয়ে নিল কেশ ললাট চন্দ্র-কলা। (৯৬০)
রশ্মিয়ে (?) হরি (ল) গণ্ড—প্রিয়া সে অবলা ॥
কমলে হরিল হাস্য অমৃতে বচন।
অরুণে অধর নিল মুক্তায়ে দশন ॥
কম্বুয়ে তৃণে (?) গল হরি নিল কিবা।
ব্রহ্মার বাহন হংসে হরি নিল গ্রীবা ॥ (৯৬৫)
মৃগেন্দ্রে সে নিল মাঞ্জা পঙ্কজে চরণ।
নক্ষত্রে হরিল নখ-মণি সুলক্ষণ ॥
রাম-রম্ভায়ে নিল উরু দুই-খানি।
এত মতে প্রিয়ার বেশ সবে নিল জানি ॥"
কি কর্ম্ম করিলা তুই ধাই অভাগিনী। (৯৭০)
কেনে গেলা ছাড়ি মোর প্রিয়া একাকিনী ॥"
পুনরপি কান্দিয়া জিজ্ঞাসে নর-পতি।
আমি গেলে কি কথা কহিল গুণবতী ॥
রাজার বচন শুনি কহে সবিশেষ।
"যবে রাজা আপনে চলিলা নিজ-দেশ ॥ (৯৭৫)
অন্তরীক্ষ হৈল মৃগবতী চন্দ্র-মুখী।
তবে কিছু কহিলা আমাকে দেখি দুখী ॥
"আমার বিষয় রাজার যদি থাকে চিত্তে।
অন্বেষণ করে যেন আমার নিমিত্তে ॥"
এহি মত শুনি নর-পতি রূপবান্। (৯৮০)
বিরহে বিকল-চিত্ত বিরহিত-জ্ঞান ॥

"মৃগবতী" "মৃগবতী" এহি মাত্র বোলে।
চলিলেক অধোমুখে মহা-শোকাকুলে॥
পর্ব্বত কন্দর ছাড়ি নানা দিব্য দেশ।
সত্যপুর নগরে ত করিলা প্রবেশ॥ (৯৮৫)
অতিথ বোলিয়া রৈল ব্রাহ্মণের ঘর।
দ্বিজেহ করিল তেন গৌরব আদর॥
ব্রাহ্মণী ক্রন্দন করে শুনি নর-পতি।
জিজ্ঞাসা করিল তবে করিয়া মিনতি॥
"কি কারণে কান্দ মাও কহ সবিশেষ। (৯৯০)
তোমার চিত্তে ত কিবা আছে দুঃখ-লেশ॥"
ব্রাহ্মণী বোলয়ে "বাপু কি কহিমু কথা।
রাক্ষসের অধীন নৃপতির বাস এথা॥
দিন-প্রতি রাক্ষসের এক জন ভক্ষ্য।
এহি রূপে মনুষ্য খাইল লক্ষ-লক্ষ॥ (৯৯৫)
আজি দিনে মোর পুত্র ভক্ষিব নিশ্চয়।
সবে এক-খানি পুত্র দ্বিতীয় না হয়॥
দম্পতি সহিতে প্রাণ দিমু এহি দুখে।
পুত্র-শোকে দুই-জন যাইমু যম-লোকে॥"
ব্রাহ্মণীর সকরুণ শুনিয়া রাজন। (১০০০)
কর-যোড়ে রূপবানে কহিল কথন॥
"আমার বচন শুন না কৈর ক্রন্দন।
পরিবর্ত্তে (যাইমু) আমি—স্থির কর মন॥
রাক্ষসের আগে আমি যাইমু সর্ব্বথা।
আমাকে ভক্ষিব আজি—নাহিক অন্যথা॥ (১০০৫)
তোমার পুত্রের পরিবর্ত্তে যাইমু আমি।
না কর ক্রন্দন মাও—স্থির হও তুমি॥"
এহি কথা শুনি তবে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
পুত্র-স্নেহে রাজাকে সম্ভাষা করে পুনি॥
শিরে হস্ত দিয়া দুইয়ে আশীর্ব্বাদ করে। (১০১০)
"মনোরথ পূর্ণ তোমার করুক ঈশ্বরে॥"
তথা হৈতে চলে রাজা রাক্ষস-গোচর।
মিলিলেক গিয়া যথা নিযোজিত ঘর॥
নিশা-কালে আইল রাক্ষসে খাইবার।
রাজাকে দেখিয়া হৈল ভয়-চমৎকার॥ (১০১৫)
এক-চিত্তে রূপবানে চিন্তে নারায়ণ।
"কৃপা কর প্রভু রাক্ষস হৈতে নিধন॥"
রাজার ভক্তিয়ে কৃপা হইল প্রভুর।
মরিব রাক্ষস তবে বিঘ্ন হৈব দূর॥
দৈব-যোগে এক খড়গ মিলিল সাক্ষাত। (১০২০)
সেহি খড়গ হাতে করি রুষে নর-নাথ॥
খড়্গের প্রহারে রাজা রাক্ষসে কাটিল।
দেখিয়া দেব-গণে প্রশংসা করিল॥
এক খানি কথা-মাত্র শুন জন্মেজয়।
চিত্তের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইব নিশ্চয়॥ (১০২৫)
নিত্য নিত্য লোক যত রাক্ষসে সংহারে।
যম-দূতে আত্মা লৈয়া যায় যম-পুরে॥
ইহ দিন দূত আসি তথাতে আছিল।
মরিল রাক্ষস তার আত্মা লৈয়া গেল॥
বিষ্ণু-দূতে আসিয়া রাজাকে লৈয়া যায়। (১০৩০)
সশরীরে রূপবান্ স্বর্গ-পুর পায়॥
রথে থাকি রূপবান্ দেখে স্বর্গ-পুরী।
(ইন্দ্রের) সভাতে নৃত্য করে বিদ্যাধরী॥
তাহা দেখি বোলে রাজা দূত বিদ্যমান।
"কৌতুক দেখি এথা—রাখ রথ-খান॥" (১০৩৫)
দূতে বোলে "রাজা এথা রৈতে কি কারণ।
নৃত্য-স্থানে চল যাই ইন্দ্রের ভুবন॥"
এত বোলি বিষ্ণু-দূতে রাজা লৈয়া যায়।
ইন্দ্রের তথাতে গেল দেবতা-সভায়॥
বিদ্যাধরী নাচে—গন্ধর্ব্বে গীত গায়। (১০৪০)
তাহার মধ্যে মৃগবতী দেখিল রাজায়॥
মৃগবতী দেখি রাজা মনে মনে গণে।
অন্য-চিন্তা নাহি রাজার আছে যোগ-ধ্যানে॥
হেন কালে দেব-রাজে করে জিজ্ঞাসন।
"সশরীরে মনুষ্য এথাতে কি কারণ॥" (১০৪৫)

দূতে বোলে "এহি রাজা বিষ্ণু-ভক্তি-চিত।
বিক্রমে বিজয়ী রাজা—ভুবনে পূজিত॥
এক দুষ্ট রাক্ষসে করয়ে বলাৎকার।
রাজ্য সনে যত লোক করয়ে সংহার॥
রাক্ষস মারিল রাজা অনেক সাহসে। (১০৫০)
এ কারণে রাজা লৈয়া আইল তোমার দেশে॥
প্রসাদ করিয়া রাজা দেহত বিদায়।
নিজ-পুরী গিয়া যে তোমার গুণ গায়॥"
ইহা শুনি ইন্দ্রে বোলে "শুন হে রাজন্।
কোন বস্তু মনে বাঞ্ছা—কহত কথন॥ (১০৫৫)
সেহি বস্তু লৈয়া চল দেশে আপনার।
প্রকাশিয়া কহ চিত্তে যে ইচ্ছা তোমার॥"
রাজা বোলে "যেহি চাহি সেহি দিবা তুমি।
সত্য জানি তবে ত কহিতে পারি আমি॥
মৃগবতী নাম এহি অপ্সরী সুন্দরী। (১০৬০)
এহি ভিক্ষা দেহ যদি—দেশে যাইতে পারি॥"
তাহা শুনি ইন্দ্রে বোলে "তোমার বাঞ্ছিত।
দিল আমি—লৈয়া চল আপনা পুরীত॥"
ততক্ষণে মৃগবতী আসি রাজার পাশ।
হাসিতে হাসিতে বোলে মৃদু মৃদু ভাষ॥ (১০৬৫)
"দেব-রাজের আজ্ঞা হৈছে যাইতে তোমার তথা।
স্মরণ আছয় নি পূর্ব্বের যত কথা॥"
তাহা শুনি রাজা কহে মনোহিত কাজ।
"তোমা অন্বেষণে যে দেখিলু দেব-রাজ॥"
হস্তে ধরি মৃগবতী লৈয়া রূপবান্। (১০৭০)
হরষিত হৈয়া রাজা চড়িল বিমান॥
বিমান চালায় দূতে রাজাকে লইয়া।
সেহি ঘরে দুই-জন থুইলেক নিয়া॥
আপনা ভুবনে দূত করিল গমন।
মৃগবতী সঙ্গে তথা রহিল রাজন॥ (১০৭৫)
প্রভাতে আসিয়া লোকে দেখিয়া রাজারে।
আনন্দিত সর্ব্ব লোক—"হরি" "হরি" স্বরে॥
"মরিছে রাক্ষস" হেন বোলে সর্ব্ব জনে।
আপনা রাজাতে গিয়া কৈল বিবরণে॥
শুনিয়া ত নর-পতি আসিল তখনে। (১০৮০)
রূপবান্ লৈয়া গেল আপনা ভুবনে॥
জিজ্ঞাসিল সর্ব্ব তত্ত্ব রাজা-মহাশয়।
রূপবানে বিবেচিয়া দিল পরিচয়॥
"লোক নিস্তারিলা তুমি মহা-পুণ্যবান্।
আপনে রাজায়ে কৈলা বহুল সম্মান॥ (১০৮৫)
সেহি ত রাজ্যে ত আছে যত নর-নারী।
সকলে প্রশংসা কৈল ধন্য ধন্য করি॥
পাত্র মিত্র যত আর গোত্র বন্ধু-জন।
নানা রত্ন দিয়া তবে তুষিল রাজন॥
সেহি সে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ-কুমার। (১০৯০)
ব্রাহ্মণী আসিল শুনি সেহি সমাচার॥
আসিয়া রাজাকে তারা তুষিল বিধানে।
পুনরপি আশীর্ব্বাদ করে তিন জনে॥
"পুত্র-দান দিলা মোকে রাজ্য কৈলা রক্ষা।
মৃগবতী দিয়া ইন্দ্রে করিল অপেক্ষা॥ (১০৯৫)
সজীবে বিষ্ণুর রথে কৈলা আরোহণ।
মৃগবতী সনে রাজ্য ভুঞ্জহ রাজন॥"
প্রণাম করিয়া রাজা ব্রাহ্মণ তুষিলা।
দেশেত যাইতে পুনি রাজাত কহিলা॥
সৈন্য দিয়া দেশেত পাঠাইয়া দিল তানে। (১১০০)
মৃগবতী লৈয়া রাজা আসিল নিজ-স্থানে॥
মৃগবতী লৈয়া রাজা প্রসন্ন-বদন।
রাত্রি-দিবা ক্রীড়া করে আপনা ভুবন॥
এহি মতে নানা-যত্নে কন্যা পাইল রাজা।
স্ত্রী-সম রত্ন নাহি—যে জানে মর্য্যাদা॥ (১১০৫)
শুন হে গোবিন্দ তুমি আমার বচন।
"আমা অবহেলা কর কেমন কারণ॥
এত যত্নে প্রেম বাড়াইলা মোর সনে।
নিষ্ঠুর হইবা হেন বুঝি অনুমানে॥"

এতেক শুনিয়া হরি প্রসন্ন-বদন। (১১১০)
প্রেম-ভাবে রাধাকে দিলেন আলিঙ্গন ॥
রজনী গোঞাইল নানা কৌতুক রঙ্গে।
রতি-কলা কৈলা তবে মন্মথ-তরঙ্গে ॥
সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥ (১১১৫)
সেহি শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবার বোলে দীন ভবানন্দে ॥”

[১৮ সংখ্যক পাঠান্তর,—৫৪৭৮ পঙক্তির পরে]

“কামেশ্বরী শশিরেখা সুরেখা কমলা।
চন্দ্রবতী চন্দ্রকলা আর জয়মালা[১] ॥
সাবিত্রী সুগন্ধা সুমিত্রা লজ্জাবতী[২]। (১১২০)
কনকা কনকরেখা[৩] অম্বিকা-যুবতী ॥
অঞ্জনা খঞ্জনা দয়া চণ্ডিকা মালতী।
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুমায়া মহামায়া রতি ॥
কুমুদী যোজনগন্ধা ভবানী ভাবিনী[৪]।
আমোদা কামোদা আর মদনমোহিনী[৫] ॥ (১১২৫)
অপর্ণা অপরাজিতা বিনতা চন্দ্রমুখী[৬]।
সুধামুখী ক্ষমাবতী আর চিত্রলেখী[৭] ॥
যমুনা কামেক্ষা প্রভাবতী চিত্রাঙ্গদা।
হরিপ্রিয়া ভানুমতী জয়া অনুরাধা ॥
নেত্রবতী কুরঙ্গাক্ষী[৮] আর ধন্যমানী। (১১৩০)
অলকা বিজয়া শ্যামা রোহিনী মোহিনী ॥
ঐরাবতী পুনর্ন্নবা[৯] পূর্ণিমা-সুন্দরী।
অর্কজয়া লক্ষ্মীস্থিরা[১০] গৌরী মন্দোদরী ॥
সীতা তারা পদ্মাবতী[১১] উর্ম্মিলা রূপসী।
মনোরমা কমলা যে যামিনী[১২] উর্ব্বশী ॥ (১১৩৫)
গঙ্গাপ্রিয়া গঙ্গাবতী রম্ভা রূপেশ্বরী।
অহল্যা চন্দ্রিকা[১৩] আর কালিকা-সুন্দরী ॥
উষাবতী[১৪] যাজ্ঞসেনী[১৫] সুশীলা-যুবতী।
দেবযানী দময়ন্তী ভৈরবী জয়ন্তী ॥
সুভদ্রা কাঞ্চন-মালা অনসূয়া সতী। (১১৪০)
রাজেশ্বরী[১৬] পুণ্যবতী[১৭] ঐন্দ্রী[১৮] ভদ্রাবতী ॥
নর্ম্মদা[১৯] গুঞ্জাবতী তারকা-সুন্দরী।
মালিনী নলিনী[২০] নবশশী[২১] সিদ্ধেশ্বরী ॥
পুষ্পমালা শশিকলা চন্দ্রা ভাগীরথী[২২]।
আত্রেয়ী ভারতী বিদুষী ইন্দুমতী ॥ (১১৪৫)
সন্ধ্যা বাণী লোলকলা[২৩] আর সুলোচনী।
সুকেশী প্রভৃতি[২৪] আর যত গোয়ালিনী ॥”

[১৯ সংখ্যক পাঠান্তর,—৫৭১০ পঙক্তির পরে]
শ্রীরাগ।

“রূপ-কলা-নিধি হরিল দারুণ বিধি
গাঁঠি হৈতে হারাইলু মাণিক।
চরণ না চলে যাইতে পরাণ রবে কি মতে (১১৫০)
না পারিলু দেখিতে খানিক ॥ ধ্রু।
কোন সখী বোলে “রাই ঘরে যাইতে সাধ নাই
আমি রব কদম্বের মূলে।
মুরলি বাজায় হরি পরাণ রাখিতে নারি
ঘরে যাইতে চরণ না চলে ॥” (১১৫৫)

---

(১) ‘চন্দ্রবতী চন্দ্রাবলী (‘চন্দ্রায়নী’ ঘ) আর চন্দ্রকলা (‘চন্দ্রবালা’ ঘ)’ খ, ঘ ; (২) ‘সাবিত্রা সুগন্ধা মিত্রা আর লজ্জাবতী’ ক ; (৩) ‘কমলমুখী’ ক, খ ; (৪) ‘সুনন্দা ভবানী’ ক, খ ; (৫) ‘সত্যবতী কন্যাবতী বৃন্দা হেমা রাণী (‘হেমমানী’ খ)’ ক, খ , (৬) “অপর্ণা” ইত্যাদি শ্লোক-টী ঘ-পুথিতে নাই। (৭) ‘চন্দ্ররেখা’ খ ; (৮) ‘কুরঙ্গিনী’ খ ; (৯) ‘পুরন্দরা’ ঘ ; (১০) ‘লক্ষ্মীপ্রিয়া’ ঘ ; (১১) ‘গান্ধারী’ ঘ ; (১২) ‘বিমলা’ ঘ ; (১৩) ‘লীলাবতী’ ঘ ; (১৪) ‘অঙ্গকেশী’ খ ; ‘বজ্রেশ্বরী’ ঘ ; (১৫) ‘রাজশ্রী’ ক ; (১৬) ‘পূর্ণরূপা’ ক, খ ; (১৭) ‘ঐন্দ্রি’ ক, খ ; ‘ঐন্দি’ ঘ ; (১৮) ‘শরণা’ ঘ, (১৯) ‘মালতী ললিতা’ ক ; ‘মালিনী নলিনী’ খ ; (২০) ‘আর শশী’ ঘ ; (২১) ‘শশিকলা’ ইত্যাদি স্থলে ‘শশিরেখা রোহিণী রেবতী’ ঘ ; (২২) ‘ঐরিজি বিতমা হংসগামী ইন্দ্রাবতী’ ক ; ‘অলা তবিদাসী হংসগামিনী ইন্দুবতী’ খ ; (২৩) ‘সন্ধ্যাবতী সুলোচনা’ খ ; ‘সিদ্ধাবতী তারাবতী’ ঘ ; (২৪) ‘সুমতি’ ঘ ;

কেহ বোলে "নাহি লাজ ঘরে যাইয়া কিবা কাজ
শুনি রৈমু মুররির ধ্বনি।"
কেহ বোলে "না যামু ঘরে রৈমু আমি একেশ্বরে
সহজে হইলু কলঙ্কিনী।"
কেহ বোলে "তেজি স্বামী বনে ত থাকিমু আমি (১১৬০)
হইলু কালার নিজ-দাসী।
কালা বিনে আর কেহ নাহি জানি অখনে হ
শুনি আমি হেন মধুর বাঁশী॥
চল ল সকল সখি বারেক কানুরে দেখি
বাঁশী শুনি হৈলু বড় ধন্দ।" (১১৬৫)
সখীর বচন শুনি হরষিত যদু-মণি
রচিলেক দীন ভবানন্দ॥

[২০ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৬৩৩৫ পঙক্তির পরে]

"তুমি বিনে আর মোর[১] কে আছে প্রাণেশ্বর[২]
কহ[৩] বন্ধু চরণে ত ধরোঁ।
আর কেহ[৪] থাকে যদি তে নাকি নিরবধি (১১৭০)
তোর লাগি[৫] ঝুরিয়া সে মরোঁ॥
জঙ্গোলে[৬] আইস যাও বৃনায় কাটে[৭] পাও
মোর ঠাঞি নাহি কও কিয়া[৮]।
হইলে বিহান ছুটাইমু[৯] পথ-খান
সোয়ামীর হাতে দাও দিয়া[১০]॥ (১১৭৫)
হাটিয়া[১১] নিরন্তর আইস আমার ঘর[১২]
রাতুল পায়ে ত[১৩] লাগে ধুলা।
পূর্ব্বে[১৪] যদি জানিতু সোণার খড়ম দিতু
হীরায়ে বান্ধাইয়া[১৫] দিতু বৌলা॥
আমার মাথা খাও ঘরে যদি চলি[১৬] যাও (১১৮০)
কি ফল মোর প্রাণ লৈয়া।
কাটনি[১৭] কাটিমু[১৮] তেহুঁ তোমা পুষিমু[১৯]
পরিহর[২০] মাও বাপের দয়া॥
যৌবন রূপ মোর সকল অধীন তোর[২১]
এহার[২২] যোগ্য নহে অন্য জন।" (১১৮৫)
কেমন কুন্দারে কুন্দিয়াছে তোমারে
কটাক্ষে হরিছ মোর মন[২৩]॥"

[২১ সংখ্যক পাঠান্তর ;—৬৪৫ পঙক্তির পরে]

[শ্রীরাধার গর্ব্ব-ভঙ্গ]

(এই পালার বর্ণিত 'রত্নাবতী' হরিবংশে কোথায়ও সখীরূপে উল্লিখিত হয় নাই। উহার কামুকতা ও সখীর (?) নিকট বিশ্বাস-ঘাতকতা একটা গণিকার উপযুক্ত। বৈষ্ণব কাব্যে এরূপ সখী (?) অপ্রাপ্য। এই প্রক্ষিপ্ত পালায় শ্রীকৃষ্ণও অপ্রেমিক ও গোঁয়ার লম্পট রূপে চিত্রিত হইয়াছে। হরিবংশের শ্রীকৃষ্ণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।)

মুনি বোলে "শুন রাজা কাব্য-রস দড়।
এক দিন অত্যন্ত কৌতুক হৈল বড়॥
মনোহর বেশ করি নন্দের কোঙর। (১১৯০)
রাধার মন্দিরে প্রভু গেলেন সত্বর॥"
গৃহ-কার্য্যে চন্দ্রমুখী ছিদ্র না পাইয়া।
কহিলা মধুর বাক্য বিনয় করিয়া॥
"অখনে সময় নহে কার্য্য-অনুবন্ধ।*
ঘরেত জঞ্জাল দিয়া করিয়াছ বন্ধ॥ (১১৯৫)

(১) গ-পুথিতে 'মোর' নাই; (২) 'আমার' ক, খ; (৩) 'কহোঁ' ক, খ; (৪) 'কেহ বা' ক, খ; (৫) 'নামে' গ; (৬) 'জঙ্গোলে সে' খ; (৭) 'বৃথায়ে কাটে' ক; 'তৃণে কাটিছে' খ; (৮) 'কেনে' ক, 'কেও' খ; (৯) 'ছুটাইতু' ক, খ; (১০) 'দাও দিয়া সোয়ামীর পানে ক; সোয়ামীর হাতে দিয়া দাও' খ; (১১) 'হাসি খেলি' গ; (১২) 'আমার সেই ঘর' খ; 'আইস যেন মোর ঘর' গ; (১৩) 'পদেত' গ;

(১৪) 'স্বরূপে' খ; (১৫) 'বান্ধিয়া' ক; 'মোড়াইয়া' খ; (১৬) 'যদি বা ঘরেত যাও' ক; 'যদি তুমি ঘরে যাও' খ; (১৭) 'কাটানি' ক, গ; (১৮) 'কাটিয়া' গ; (১৯) 'তবু তোরে সেবিমু' খ; তোমাকে পুষিব' 'গ; (২০) 'ছাড় গিয়া' গ; (২১) 'তুমি সে ভ্রমর' ক; 'যৌবন' ইত্যাদি স্থলে—'এ রূপ যৌবন তুমি বিনে অকারণ' গ; (২২) 'এর' গ; (২৩) 'কাঁচা খাইবার নহে মন' ক; 'না দেখিলে মোহিত হয় মন' গ; ('মোহিত'=মোহ-প্রাপ্ত)

* নিতান্ত অস্বাভাবিক ও রস-বিরুদ্ধ বর্ণনা)।

গৃহ-কর্ম্ম সম্বরিলে সুবেশ করিয়া।
আনিব তোহ্মারে এক সখী পাঠাইয়া॥
না যুয়ায় অখনে রহিতে মোর ঘরে।
এ বেশে তোহ্মার মনে কিবা লয় মোরে"॥
গোবিন্দ বোলেন "প্রিয়া শুন ল কামিনি।(১২০০)
তোহ্মার কপট প্রেম পূর্ব্ব হৈতে জানি॥"
এহি বোলি কথঞ্চিত বিনোদিত হৈয়া।
বৃন্দাবনে চলি যাঞি মুরলি বাজাইয়া॥
"জানিলু গৌরবে রাধা হইছে অহঙ্কারী।
ক্ষেণেক ইঙ্গিত যাই গুমান ভঙ্গ করি॥" (১২০৫)
তখনে সুন্দরী রাধা গোবিন্দ পাইয়া।
গৃহ-কর্ম্ম যথোচিত সম্বরিল গিয়া॥
গোবিন্দ ভাবিয়া বেশ কৈলা সুবদনী।
দৈব-গতি আইল তথা রত্নাবতী রাণী॥
রাধা বোলে "সখী শুন আহ্মার বচন। (১২১০)
মন দিয়া কহি শুন আজুকার বিবরণ॥
"গৃহ-কর্ম্ম করেঁ। মুঞি আপনার মনে।
হেন কালে গোবিন্দ আসিলা সেহি খানে॥
বিনয় করিয়া মুঞি কহিলু বিস্তর।
অখনে মন্দিরে যাও—নহোঁ অবসর॥ (১২১৫)
সম্বাদে আসিহ মাত্র সময়-উচিত।
তখনে করিব প্রভু তোহ্মার পিরিত॥
মিনতি করিয়া কৈলু ভজিয়া চরণে।
অপরাধ ক্ষেমা কর যাও এইক্ষণে॥
বৃন্দাবনে শুনি বাঁশী বাঞি যদু-পতি॥ (১২২০)
বিলম্ব না কর সখি চল শীঘ্র-গতি॥"
রাধার মধুর বাক্য শুনি রত্নাবতী।
গোবিন্দ ভাবিয়া চলিলা যুবতী॥
এক শ্যাম-দরশনে রাধিকার বোলে।
বসিছে নাগর কানু কদম্বের তলে॥ (১২২৫)
দেখিয়া মোহন রূপ রত্নাবতী ভুলে।
)॥

আকুত বুঝিয়া হরি—লক্ষি তার মন।
কামোন্তাবে শৃঙ্গার ভুঞ্জিলা সেই ক্ষণ॥
মধুর-বচনে বোলে যদু-বংশ-মণি। (১২৩০)
"যে কার্য্যে আসিছ তুমি আমি তাক জানি॥
আপনা মন্দিরে তুমি যাও ব্রজ-নারী।
এখনে রাধার ঘরে যাইতে না পারি॥"
তবে রত্নাবতী হৈয়া মায়ায়ে মোহিত।
অবিলম্বে চলি গেল রাধার পুরীত॥ (১২৩৫)
আপনা বসন ভ্রমে তান কাছে থুয়া।
ভ্রমে রত্নাবতী তান বসন গেল লৈয়া॥
আস্তে-বেস্তে চলি গেলা রাধার গোচর।
কেশ বিকলিত হৈছে ঘন বহে স্বর॥
রাধা বোলে "রত্নাবতি কহ বিবরণ। (১২৪০)
শ্রম-যুক্ত তোহ্মারে দেখিয়ে কি কারণ॥"
রত্নাবতী বোলে রাধা "এহি বোল দড়।
আসিতে যাইতে শ্রম পাইয়াছি বড়॥"
তবে রাধা বোলে "শুন আমার বচন।
কেশ বিগলিত হৈছে কহ কি কারণ॥" (১২৪৫)
রত্নাবতী বোলে "কেশ দুই-ভাগ করি।
তোর কাজে মিনতি করিছোঁ পায়ে ধরি॥"
রাধা বোলে "যত কহ না লয়ে মোর মন।
তোর ঠাঞি দেখি কেনে গোবিন্দের বসন॥"
রত্নাবতী বোলে "রাধা কহি তোর স্থানে। (১২৫০)
তোর মনে লৈব ফিরি আইলু পথ হনে॥
প্রত্যয় যাইতে আমি আনিছোঁ বসন।
অখনে আসিব নহে নন্দের নন্দন॥
রত্নাবতীর মুখে শুনি এহি বাণী।
বিরস-বদন হৈয়া চিন্তে সুবদনী॥ (১২৫৫)
হেনই সময়ে আইল যশোদা শ্রীমতী।
দেখিয়া হরিষ হৈলা রাধিকা-যুবতী॥
ননদীর স্থানে রাধা কহিলেন কথা।
বৃন্দাবনে চল যাঞি কানু আছে যথা॥

তিন জন সঙ্গে করি বিরহে মজিয়া। (১২৬০)
বৃন্দাবনে যায় রাধা গুমান তেজিয়া॥
অখনে রাধার মান ভঙ্গের কারণ।
তরু-মূলে বসি বাঁশী বাজায় নারায়ণ॥
বাঁশী-সানে বোলে—"বুঝিল তোর ভাব।"
আহ্মারে বিমুখ করি তোর কিবা হৈছে লাভ॥"
(১২৬৫)

এহি বোলি তরু-মূলে নিবির্ত্তে বসিয়া।
'রাধা' 'রাধা' বায় বাঁশী হাসিয়া হাসিয়া॥
শুনিয়া সুন্দরী রাধা বিকলিত মন।
মৃদু-মৃদু-স্বরে বোলে মধুর বচন॥
কি করিলে কি হইন অতি-বিরহিত। (১২৭০)
কদম্ব-তরুরে রাধা কহে সমুচিত॥
সত্যবতী-সুত-ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেহি শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবার বোলে দীন ভবানন্দে॥ (১২৭৫)

গান-ছন্দ রাগ বরাড়ী।

"কদম্ব-তরু হে তুহ্মি সে পাইছ শ্যাম রায়।
তোমার ডালে থাকে মোর নাম ধরি ডাকে
নিরবধি বাঁশী-টী বাজায়॥ ধ্রু।
বৈসাইয়া আপন ডালে আপন ফুলের মালে
রেণুয়ে ভরিলা তনু-খানি। (১২৮০)
হেন যার সখা আছে আসিতে তাহার কাছে
আমি তাক কি কহিতে জানি॥
পরিহরি খগবর তোমাতে মুরলী-ধর
পদ-ধূলি লাগে তোর গায়।
তখনে বৈসাইয়া মূলে তপনে নারিয়ে ভুলে (১২৮৫)
ভাগ্য তোর দেখন না যায়॥
পল্লব সহিত ফুলে শ্রবণে কুণ্ডল দোলে।
মধুকরে মধু-পান করে।
কহে ভবানন্দ দীন তনু হনে নহে ভীন
ভালে সে এমত কৃপা তোরে॥ * (১২৯০)

পদ-বন্ধ।

বিরহে মজিয়া রাধা করে পরিহার।
"যত অপরাধ কৈলু ক্ষেমহ আমার॥
মুঞি যদি এত জানো মোরে হবে দুখী।
তবে কেনে অভাগিনী করিতু বিমুখী॥
কৃপা কর প্রাণ-নাথ চরণেত লাগোঁ। (১২৯৫)
হাসিয়া সম্বিত দেও এহি বর মাগোঁ॥
তবে যদি সেহি কোপে না দেও উত্তর।
বিষ ভক্ষি প্রাণ দিব তোহ্মার গোচর॥
কুলের মহিমা এড়ি তোর হৈলু দাসী।
তোমার ইঙ্গিতে এবে বড় ভয় বাসি॥ (১৩০০)
মানিনী করিয়া মোর বাড়াইছ মান।
সেহি ভঙ্গ হৈল মোর কিসের গুমান॥"
রাধার কাতর বাক্য শুনি দয়াময়।
তরু-ডালে হনে নামি কোলে করি লয়।
শৃঙ্গার-তরঙ্গে তবে উন্মাদিত হৈয়া। (১৩০৫)
ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার তবে রসবতী পাইয়া॥
বিপরীত-রতি পান করিতে দুষ্কর।
তড়িতে বেড়িল যেন নবীন জলধর॥
তবে ক্রমাগতি সেহি তিন জন সঙ্গে।
ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার-রস মদন-তরঙ্গে॥ (১৩১০)
অত্যন্ত সন্তোষ হইয়া চন্দ্রমুখী রাধা।
সঙ্গে রত্নাবতী আর শ্রীমতী মহোদা॥
তিন জন মিলি গৃহে করিলা গমন।
সকল শিশুর মধ্যে গেলা নারায়ণ।
কহিলাম নৃপতি সকল কাব্য রস। (১৩১৫)
মানিনী রাধার মান-ভঙ্গের দিবস॥

---

* ক ও খ-পুথিতে প্রাপ্ত এই গীতটীর একটা সংশোধিত রূপান্তর মূলের ৪১৮৮—৪২০৪ পঙ্‌ক্তিগুলিতে দ্রষ্টব্য।

[দিনান্তরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা]

আর একদিন কানু গোধন রাখিতে।
তপনে তাপিত অতি—না পারে সহিতে॥
শ্রম-যুক্ত হৈয়া বসে কদম্বের তলে।
শ্রীমতী মহোদা যায় কালিন্দীর জলে॥ (১৩২০)
সম্বোধিয়া দোহারে বোলেন ব্রজ-রাজ।
"রাধারে আনহ শীঘ্র—না করিহ ব্যাজ॥
চলি যাও দুই সখী আমার বচনে।
আসিতে সুন্দরী রাধা বলিবা যতনে॥
তান ধ্যানে আছি আমি—কৈও যত্ন করি। (১৩২৫)
বিলম্ব না কর—শীঘ্র যাও ব্রজ-নারি॥"
তবে দুই-জন গেলা রাধার গোচর।
আসিতে কানুর আজ্ঞা অবধান কর॥

রাগ কামোদ।

"তুরিতে চল—
বিলম্ব না কর ব্রজ-নারি।
নিকুঞ্জ-বিহারে যাও ধীরে ফেলাইও পাও॥
(১৩৩০)
অবিলম্বে পাইবা মুরারি॥ধ্রু
পীত-বসন পরি এহি ত রসিক হরি
চান্দে চন্দনে নাহি (সেহি ?) নিন্দে।*
ঝরিছে গাছের পাত চকিত অখিল-নাথ
তুয়া পদ নিরক্ষে গোবিন্দে॥ (১৩৩৫)
বিলম্ব না কর রৈয়া নবীন যৌবন লৈয়া
চল কেলি-কদম্বের তলে।
হংস-গমনি (ধনি) পাইবা পরশ-মণি
যতনে গাঁথিয়া দিও গলে॥
রাজ-পথ পরিহরি তোহ্মার ধেয়ান ধরি (১৩৪০)
তরু-মূলে নব-ঘন-শ্যাম।
নিকুঞ্জ-লতার ঘর রচিয়াছে মনোহর
যেন দেখি অভিনব র(কা)ম॥
চল তেজি ভয় লাজ ভেট যাইয়া যুব-রাজ
কি কহিব সে (যে) কৈল রাস। (১৩৪৫)
তেজিয়া আপনা মান সুবেশ করিয়া দান
কহে দীন ভবানন্দ দাস॥

রাগ নাহদা ভাটীয়াল।

চলে রাধা ভাগ্যবতী ভেটিতে অখিলপতি
অতি-মঞ্জু খঞ্জন-গমনে।
মদনে রসিক হৈয়া যৌবনের পসার লৈয়া
(১৩৫০)
বিহার করিতে কুঞ্জ-বনে॥
মুনি-মনোহর বেশ বান্ধিয়া কবরী কেশ
যৌবন করিতে প্রেম-দান।
গমন মরুত জিনি লীলা-লাসে চলে ধনী
তেজিয়া ধৈরজ আর মান॥(১৩৫৫)
রসের আবেশ পাই চলে সুবদনী রাই
নন্দিনী সখী লৈয়া সঙ্গে।
ধরণী আলোক করে চঞ্চল চরণ-ভরে
কনক-ভূষণ সব অঙ্গে॥
যেন মধু-লোভে অলি যৌবন করিবা ডালি
মিলে রাধা কদম্বের তলে।(১৩৬০)
ভবানন্দে বোলে হরি রাধিকারে কোলে করি
কোকিলা-মধুর-স্বরে বোলে॥

* 'চন্দ্র ও চন্দনকে নিন্দা করে না'—এই রূপ অর্থ এখানে অসংলগ্ন। বোধ হয় লিপি-করের ভুলে 'সেহি' শব্দ 'নাহি' হইয়াছে। গীত-গোবিন্দের "নিন্দতি চন্দনমিন্দু-কিরণমনু" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ সুক্তির অনুকরণে এই পঙ্‌ক্তি এবং "পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত-ভবদুপয়ানং" ইত্যাদি সুক্তির অনুকরণে "ঝরিছে গাছের পাত" ইত্যাদি রচিত হইয়াছে বিবেচনা হয়। 'চন্দ্র' শব্দের এক অর্থ 'কর্পূর'; 'চান্দে চন্দনে', শব্দের দ্বারা কর্পূর ও চন্দন বুঝাইলে "চান্দে চন্দনে নাহি নিন্দে"—এরূপ পাঠও সঙ্গত হইতে পারে।

পদ-বন্ধ।

গোবিন্দে বোলয়ে "প্রিয়া দোষ দিলা মোর।
সখীর সম্বাদে কেনে এত ব্যাজ তোর ॥ (১৩৬৫)
বৃক্ষ হতে পাত পড়ে—উড়েত পবনে।
আপনে আইস করি শঙ্কিত হই মনে ॥
সঘন চঞ্চল-মন সচকিত মত।
অনিমিখ-নয়নে নেহালি তোর পথ।"
এহি বোলি রসে মজি দেব যদু-পতি। (১৩৭০)
সুন্দরী রাধার সনে ভুঞ্জিলেন রতি ॥
তবে মহোদার সঙ্গে শ্রীমতী তার শেষে।
কাম-কলা-রস ভুঞ্জে মনের আবেশে ॥
তবে নানা কৌতুক করিয়া ভগবান।
সুন্দরী রাধার প্রেম-রস করে পান ॥ (১৩৭৫)
তামসিক মায়া করি নন্দের কোঞর।
উঠিয়া বসিলা সেহি তরুর উপর ॥
লতা-গৃহে তিন জনে গোবিন্দ না দেখি।
রাধা বোলে "প্রভু কোথা কহ প্রাণ-সখি।"
না জানি বিষম মায়া হইছে বিভোল। (১৩৮০)
প্রতি-লতা বিচারিয়া চাহে তরু-মূল ॥
তথাতে যদু-পতি অতি-বড় রঙ্গে।
কদম্বের ফুল মারে রাধিকার অঙ্গে ॥
মায়াতে সুন্দরী রাধা হইলা চঞ্চল।
গোবিন্দেরে বোলে তরু হেরিয়া তরল ॥ (১৩৮৫)

শ্রীরাগ।

"অহে প্রাণ-বন্ধু তোরে কি বোলিব।
না দেখি তোমার রূপ পরাণ তেজিব ॥ ধ্রু।
কদম্বের তলে থাক কদম্ব তোহ্মার কান।
নিকড়িয়া কদম্ব মোরে (কত) মেলি হান ॥
তখনে আছিলা বন্ধু রস-বিলাসী। (১৩৯০)
তিলেক না দেখি হুও হারাও হারাও বাসি ॥
দেখিতে না দেখি বন্ধু—না জানি কোথা থাক।
আকুল করিতে মোর নাম ধরি ডাক ॥
পিরিতি কেশের শাঁকু চিক্ক খুরের ধার।
কহে দীন ভবানন্দে কি হবে আমার ॥" (১৩৯৫)

রাগ ভাটীয়াল।

"সিন্ধু-সুতা দরশনে মাগো রাধা।
তে নাকি আসিয়া নৈরাশ হইতু
যদি (না) পড়িত মোর বাধা ॥ ধ্রু।
সম্বাদে আসিলু আসিয়া না পাইলু
করিলা মনে আছে যত। (১৪০০)
আঁখির পলকে দেখিতে না দেখি
কে জানে ভঙ্গিমা এত ॥
চন্দন-তিলক কপালে অলক
রেখা দিয়া যদি আছে।
ধূলির সলিল তোহ্মার পিরিতি। (১৪০৫)
জল-বিন্দু যেন ঘুছে ॥
দেখিছি তখনে কতেক যতনে
আহ্মারে লইছ কোল।
তোহ্মার জঞ্জাল ঘরে গেলে ভাল
দরশন দিয়া বোল ॥ * (১৪০১০)

রাগ সিন্ধুড়া

হেন মোহন জান বন্ধু—হেন মোহন জান।
কি করিলা মোরে রহিতে না পারি ঘরে
বিনে সুতে বন্দী করি আন ॥ ধ্রু।
সহজে মুঞি চঞ্চল পাইলু উচিত ফল
ধৈরজ না জানিল ভাব। (১৪১৫)
কে আছে তোমার লেখা দিয়া না দেও দেখা
এহি সে হইছে মোর লাভ ॥

---

* এই গীতের ভণিতার কলি-টী নাই।

যদি তোকে পাই কাছে, মনে যত দুখ আছে
আরতি পূরিয়া তা কহিব।
কি ক্ষেণে করিল কাম কলঙ্কী রহিল নাম(১৪২০)
এহি দুঃখে ঝুরিয়া মরিব॥
তখনে সুজন জানি বাড়াইলু প্রেম-খানি
কে জানে এমত জানি হৈব।"
কহে ভবানন্দ দীন "দেখা দিতে বাস ভীন
আহ্মার পরাণে নাহি সৈব॥ (১৪২৫)

শ্রীরাগ।

"হের রে বন্ধু—
কি বোলিব মুঞি অভাগিনী।
দেখা দিয়া প্রাণ-রাখ—মরোঁ লৈয়া নিছনি॥ ধ্রু।
সম্বাদি আনিয়া বন্ধু কেনে দেও দুখ।
কালা-অঙ্গে পীত-বাস—অপার ভঙ্গিমা তোক॥ (১৪৩০)
লুকাইতে পাছে ভাল কাঁচা-ননী-চুরি।
বাঁশী-টী বাজাও সদা মোর নাম ধরি॥
গোপত-বেকত কর ই কোন চাতুরি।"
দীন ভবানন্দে বোলে সন্ধান মুরারি॥

লাগুদা সায়র।

"বন্ধু রে কি বোলিব তোরে। (১৪৩৫)
ভাগ্যে সে দিয়াছ দেখা—কৃপা কর মোরে॥ ধ্রু।
রূপ মন-মোহনিয়া কি মোর বিদরে হিয়া
এহি বাঁশীর সান শুনিয়া। * (১৪৪০)

* * * *

মোর প্রাণ দরবে তোহ্মার বাঁশীর রবে
বন্ধু যৌবন দিয়াছোঁ তোর আগে।
ডাকে বাঁশী নাম ধরি ঘরেত রহিতে নারি
এহি সে দুঃখ মোর লাগে॥

অখনে বিহার করি অদর্শন হৈলা হরি
এখনে জানিছোঁ বাঁশীর সানে।
শুন সখি ননদি যে জান কালার সন্ধি
অঙ্গুল সন্ধানে দেখাও তানে। (১৪৪৫)
কহোঁ মিনতি করি যদি বা না দেখোঁ হরি
অখনে বিরহে তনু যায়।"
ভবানন্দে বোলে "ধনি ধৈরজ করহ প্রাণি
অখনে পাইবা শ্যাম-রায়॥"

রাগ সিন্দুড়া।

"হের ল রাই (সই ?) প্রাণ-বন্ধুর রূপ দেখ। (১৪৫০)
রঙ্গিম-অধরে বাঁশী অমিয়া বরিখে হাসি
তোমরা মোর হৃদে লেখ॥ ধ্রু॥
নব-নব নীপ-মূলে রঙ্গে।
আমার বন্ধুয়া পরে কেবা এমত করে
কৌস্তুভ-ভূষণ সব (নিজ ?) অঙ্গে॥ (১৪৫৫)
হেন বা কে আছে আর অপাঙ্গ-ইঙ্গিত যার
বরিখে কেবল সুধা-রস
আজি সে করম-ফলে মুঞি আইলু কদম-তলে
তোমরা পাইলা অপযশ॥
রাঙ্গা-পদে বঙ্ক-রাজে সুমধুর-ধ্বনি বাজে (১৪৬০)
রবি-সুত ভরি শুনি তাকে।
আঁখির চমকে রাই শরীরেত প্রাণ নাই
কিসের ধৈরজ মনে রাখে॥
এহি সে কামনা করি বন্ধুর পরশে মরি
জলমধ্যে জল (যে) মিশায়।" (১৪৬৫)
ভব মধ্যে মতি-হীন কহে ভবানন্দ দীন
আমি মূঢ়ের কি হৈব উপায়॥

*বাকি অর্দ্ধ কলিটী পাওয়া যায় নাই।

পদ-বন্ধ।

তবে চন্দ্রমুখী রাধা এহি মত কৈয়া।
"ভজিব বন্ধুর পায়ে দুই সখী লৈয়া॥
কৃপা-যুক্ত হও প্রভু—মায়া কর নাশ। (১৪৭০)
নারী-জাতি হৈয়া আমি আইলু তোমার পাশ॥"
তখনে আইলা প্রভু অতি-বড় রঙ্গে।
ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার-রস তিন ধনি সঙ্গে॥
মনোহিত পূর্ণ করি শ্রীমধুসূদন।
সন্তোষিতে রাধিকারে বোলিলা তখন॥ (১৪৭৫)
"শুন প্রিয়া প্রাণেশ্বরী আহ্মার উত্তর।
অখনে উচিত নহে—যাও তুমি ঘর॥"
প্রণাম করিয়া রাধা করিলা গমন।
শ্রীমতী মহোদা ঘরে গেলা ততক্ষণ॥
যার যেহি গৃহ-কর্ম্ম যেমত জঞ্জাল। (১৪৮০)
করিতে দিবস অন্ত হৈল সন্ধ্যা-কাল॥
ধেনু বৎস লৈয়া আসিলা শ্রীহরি।
জননীর স্তন পিয়ে মায়া-রূপ ধরি॥
তখনে শর্ব্বরী হৈল—শুইল সর্ব্ব-লোক।
রাধার সহিতে হরি করিলা কৌতুক॥ (১৪৮৫)
পূর্ব্ব-ক্রমে বিহার করিলা ভগবান।
পরিণাম-ফাগে হৈল নিশি অবসান॥
প্রভাতে উঠিয়া হরি গেলা নিজ ঘর।
ধেনু দোহি দুগ্ধ দিলা মায়ের গোচর॥
সর-লবনী তবে খাইয়া রাম-কানু। (১৪৯০)
বৃন্দাবনে চলি যাত্রি লৈয়া সব ধেনু॥
নিত্য নিত্য রাধার সহিতে কেলি করে।
মায়ার কারণ গোপে না বোলে গোবিন্দেরে॥
বাজাইয়া মোহন বাঁশী চলে গোপীনাথে।
শুনিল সকল গোপে হইল বেকতে॥ (১৪৯৫)
ত্রাসে গোপ কম্পমান বড় পায় ভীত।
দেখিয়া (সকল) গোপে হইলা বিস্মিত॥"

[২২ সংখ্যক পাঠান্তর—৬৯১৭ পঙ্‌ক্তির পরে]

রাগ ভাটীয়াল।

"নিবেদন শুন প্রভু—ধরোঁ রাঙ্গা পায়।
ভক্ষিমু গরল—দুঃখ না সহিব গায়॥ ধ্রু।
তখনে বাঢ়াইলু প্রেম না মানিয়া বাধা। (১৫০০)
পাইলু তাহার ফল খোয়ারিণী রাধা॥
ভিতরে বাহিরে তনু মোর হৈল কালা।
কত বা সহিমু আর বিচ্ছেদের জ্বালা॥
বিচ্ছেদ না রাখ যদি প্রভু তোমার অঙ্গে।
যোগিনী হইয়া যাইতে পারি তোমার সঙ্গে॥ (১৫০৫)
ভবানন্দে বোলে "রাধা শুন সুবদনী।
তোমারে সদয় বড় (কানু) পরশ-মণি॥"

[২৩ সংখ্যক পাঠান্তর—৭৮১২ পঙ্‌ক্তির পরে]

"মনে মোর এহি দুঃখ রৈল—
মেনে মার এহি দুঃখ রৈল।
পরাণ বন্ধুর সনে জীতে দেখা নৈল॥ ধ্রু। (১৫১০)
প্রাণ মোর পোড়ে যেন কুমারের পনি।
বাহিরে লেপনি দিয়া অন্তরে আগুনি॥
কহিও বন্ধুর আগে—নহে বধের ভাগী।
প্রাণ রহিছে বন্ধুর দরশন লাগি॥
বনের হরিণী আমি—কার ধার ধারি। (১৫১৫)
আপনার মাংসে হৈলু জগতের বৈরী॥"
দীন ভবানন্দে বোলে "শুন ঠাকুরাণী।
মনে ত ভাবিলে পাইবা ঠাকুর যদু-মণি॥"

[২৪ সংখ্যক পাঠান্তর—৮৭২৭ পঙ্‌ক্তির পরে]

[তুলসীর উপাখ্যান]

রাজা বোলে "মুনি মুই হইলু চঞ্চল।
প্রতিজ্ঞার লাগি রাধা অঙ্গে পাইলা স্থল॥ (১৫২০)

সংক্ষেপে কহ শুনি[1] আর এক বিবরণ।
বৃন্দাকে মস্তকে কেনে লৈলা নারায়ণ॥
কি হেতু এমত হৈল—বুঝিতে না পারি।
হরির মস্তকে কেনে[2] অসুরের নারী॥
প্রণতি পূর্ব্বকে প্রভু করোঁ নিবেদন। (১৫২৫)
বিস্তারিয়া কহ শুনি সেহি বিবরণ॥"
মুনি বোলে "শুন রাজা পুণ্য-ইতিহাস।
ভক্তি-ভাবে শুনিলে বৈকুণ্ঠে হয় বাস॥
সত্য-যুগের শেষ-কালে কানব[3] অসুর।
পুত্রের মানসে স্তব করিল প্রচুর॥ (১৫৩০)
করিল বিবিধ যজ্ঞ ধর্ম্মময়[4] আদি।
অশ্বমেধ রাজসূয় করিল শতাবধি॥
নানা দান নানা হোম করিল বিস্তর।
তথাপি না হৈল পুত্র—চিন্তে নিরন্তর॥
তবে রাজ্য পরিহরি স্বপত্নীর সনে। (১৫৩৫)
তপস্যা করিতে রাজা গেল ঘোর বনে॥
বৃক্ষ-তলে লতা-গৃহে[5] বাকল পরিধান।
নিরাহারে নিরালম্বে আরম্ভিল ধ্যান॥
এহি মতে তপ করে পুত্রের নিমিত্তে।
অত্যন্ত কঠোর তপ স্ব-পত্নী সহিতে॥ (১৫৪০)
দৈব-গতি এক দিন দেব পঞ্চ-মুখ।
সেহি বৃক্ষ-মূলে আসি করয়েন[6] কৌতুক॥
অনুচর প্রেত-গণে[7] মল্ল-যুদ্ধ করে।
পত্নী সঙ্গে পদাঘাতে সেহি দৈত্য মরে॥
সচকিত প্রেত-গণ দেখি অসম্ভব। (১৫৪৫)
শিবের সাক্ষাতে দেখাইল এহি[8] সব॥
বিস্মিত হৈল প্রভু দেব ভূতেশ্বর।
ধ্যানে সর্ব্ব তত্ত্ব জানি চিন্তিলা সত্বর[9]॥

"পুত্র-অভিলাষে[10] প্রাণ দিল দুই-জনে।
অবশ্য হইব পুত্র আমার কারণে॥" (১৫৫০)
এহি পরিচিন্তি প্রভু দেব ভূত-নাথ[11]।
উপাড়িলা জটা—অগ্নি উপজিল তাথ॥
সেহি অগ্নি দিয়া দহে মৃতা দুই-তনু।
ভস্ম হনে[12] জন্মে বীর তেজে চন্দ্র[13]-ভানু॥
অত্যন্ত সুন্দর-তনু প্রসন্ন-বদন। (১৫৫৫)
কত-ক্ষণে মুক্ত[14] হৈল সেহি দুই-জন॥
পুত্র-মুখ দেখি তারা শিব-পুরে যায়।
কুমারে প্রণতি করে শঙ্করের পায়॥
আনলে ত উতপত্তি ললাটে ব্রহ্ম-অঙ্ক।
কৃপায়ে শঙ্কর তার নাম থুইলা শঙ্খ॥ (১৫৬০)
শিবে বোলে "শুন শঙ্খ বচন আমার।
বর মাগি লও শীঘ্র যে ইচ্ছা তোমার॥"
শঙ্খে বোলে—"শুন প্রভু মোর নিবেদন।
অসুর-যোনিতে জন্ম তোমার কারণ॥
যদ্যপি করিলা কৃপা মোর শুভ-দিনে। (১৫৬৫)
সংগ্রামে ত মোরে যেন কেহ নাহি জিনে॥
আছে প্রভু ত্রিলোচন মাগোঁ আন[15] বর।
সতী পতিব্রতা যেন পত্নী হয় মোর॥"
শিবে বোলে "এহি হৈব আমি দিল বর[16]।
ত্রৈলোক্য-বিজয়ী পত্নী হইবেক তোর॥ (১৫৭০)
যেহি চাইলা পাইলা—সতী-বর দিল আমি।
কিন্তু যে সত্যতা ভাঙ্গে তার বধ্য তুমি॥
যাও যাও শঙ্খ—ব্যাজ না কারও আর।
পৈত্রিক[17] রাজ্য গিয়া কর অধিকার॥"
এহি বোলি শিবে শূল দিলা তার হাতে। (১৫৭৫)
দণ্ডবত হৈয়া শঙ্খে চলিলা ত্বরিতে॥

---

(১) 'কহ শুনি' স্থলে 'শুনিছি' গ; (২) 'মস্তকে ত বৈসে' গ; (৩) 'কালব' গ; (৪) 'ধর্ম্মময়' ক; (৫) 'তৈল-বর্জ্জিত অঙ্গে' গ; (৬) 'করেন' ক; (৭) 'অনুগত চর-গণে' ক; (৮) 'দেখায় তারা' গ; (৯) 'বিস্তর' ক; (১০) 'পুত্রের কারণে' ক; (১১) 'ভোলানাথ' ক; (১২) 'তেজে' ক; (১৩) 'চণ্ড' ক, (১৪) 'ভস্ম' ক; (১৫) 'অচল' গ; (১৬) 'শিবে বোলে' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় ক-পুথিতে নাই। (১৭) 'পিতৃর' গ।

কত দিনে নিজ দেশ সব হৈল তার।
দিগ্বিজয় করিয়া করিল অধিকার ॥
এহি মতে সন্তোষে আছয়ে দৈত্য-বর।
দৈবে এক দিন আইল চিত্রাক্ষের চর ॥ (১৫৮০)
বসিছে অসুর-পতি হেম-সিংহাসনে।
হস্ত-যোড়ে দূতে কহে তান বিদ্যমানে ॥
"রাজ-রাজেশ্বর তুমি সর্ব্ব-গুণ-ধর।
এক নিবেদন মোর অবধান কর ॥
গন্ধর্ব্বের রাজ-চক্রবর্ত্তী চিত্রাক্ষ। (১৫৮৫)
মন দিয়া শুন রাজা—কহি তান বাক্য ॥
তাহান কুমারী বৃন্দা সত্যবাদী সতী।
তুমিও সামান্য নহে অসুরের পতি ॥
তোমার মহিমা-গুণ শুনি অতিশয়।
মনে যদি লয়ে তানে কর পরিণয় ॥ (১৫৯০)
লক্ষ্মীর সদৃশ সে—পাঠক বাণী[১] সম।
সর্ব্ব গুণে মুখ্য বৃন্দা[২] অতি মনোরম ॥
অদ্যাপিহ নিক্কলে পঢ়ায়ে নিরন্তর।
বৃন্দার ছাত্রে পঢ়ে পাঠক[৩] বিস্তর ॥"
দূতের বচন শুনি ভাবে রাজা শঙ্খ। (১৫৯৫)
"তত্ত্ব না জানিলে[৪] হৈব পশ্চাতে কলঙ্ক ॥"
শঙ্খে বোলে "যাও চর শীঘ্র-গামী হৈয়া।
কহিও বৃন্দারে আমি করিমু যে বিয়া ॥"
প্রণাম করিয়া চরে গেলা শীঘ্র-গতি।
পরিণামে চিন্তে তবে শঙ্খ দৈত্য-পতি ॥ (১৬০০)
কি মতে ইহার ভেদ জানিমু নিশ্চয়।
অসতী বা সতী কিছু না জানি নির্ণয় ॥
এহি ভাবি শঙ্খে ব্রাহ্মণ-বেশ ধরি।
একেশ্বর চলি গেলা চিত্রাক্ষের পুরী ॥
নিক্কলের স্থানে গেলা শাস্ত্র পঢ়িবার। (১৬০৫)
বৃন্দার ছাত্রে ত গিয়া সঙ্গে মিলে তার ॥
দেখিয়া বৃন্দার রূপ অতি-মনোহর।
মোহিত হইল শঙ্খ ফুটি কাম-শর ॥
মিথ্যা না হইব চরে কৈল যত কথা।
অভিপ্রায়ে জানিলা যে সতী পতিব্রতা ॥ (১৬১০)
এহি মতে শঙ্খেও পঢ়িল কথ দিন।
বৃন্দার সহিত প্রীত হৈল দৈবাধীন ॥
তবে এক-দিন শঙ্খে বুঝিতে সতীত্ব।
হাসিতে হাসিতে বোলে বৃন্দার বিদিত ॥
"শুন শুন সুবদনি কর অবধান। (১৬১৫)
যদি কৃপা-যুক্ত হৈছ মাগোঁ এক দান ॥"
অভিপ্রায়ে বৃন্দা তার মানস বুঝিয়া।
না কহিল কটু-বাক্য প্রীতের লাগিয়া ॥
মুখে মাত্র মিষ্ট কহে অন্তরেত দঢ়।
"আমি অকুমারী—লঙ্ঘিলে দোষ বড় ॥ (১৬২০)
বিবাহ হইলে তুমি আসিও মোর কাছে।
করিমু উচিত—তোমার মনে যত আছে ॥
দৈবে তুমি দ্বিজ-বর অতুল[৫] মহিমা।
অখনে আমার প্রতি মনে কর ক্ষেমা ॥"
শঙ্খে না পারিল সত্য করিবারে ভঙ্গ। (১৬২৫)
বিবাহ করিতে তান হৈল বড় রঙ্গ ॥
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া করিলা[৬] বিদায়।
বৃন্দারে সম্ভাষা করি নিজ-পুরে যায় ॥
বৃন্দা বোলে, "শুন দ্বিজ বচন আমার।
কোন দেশে বৈস তুমি কহ সমাচার ॥" (১৬৩০)
দ্বিজে বোলে "তুমি আমার না পূরিলা আশ।
শঙ্খ-অসুরের পুরে আমার নিবাস ॥
অবশ্য বিবাহ শঙ্খে করিব তোমারে।
প্রেম-ভাবে মনে মাত্র রাখিও আমারে ॥"
বৃন্দা বোলে "যাও দ্বিজ আপনার ঘর। (১৬৩৫)
অবিলম্বে বিহা হৌক—দেহ এহি বর ॥"

(১) 'পাঠকো বলি' গ; (২) 'মুখ্যছন্দা' ক; (৩) 'পাঠকো' গ; (৪) 'জানিয়া' গ;

(৫) 'সভাজ' ('সৌভাগ্য' ?) গ; (৬) 'হইলা' গ;

প্রণাম করিয়া বৃন্দা দিলেক মেলানি।
হরষিতে নিজ-পুরে গেলা দৈত্য-মণি ॥
চিত্রাক্ষেরে[১] সম্বাদ পাঠাইয়া দৈত্য-রাজ।
বিবাহ করিতে গেলা করি দিব্য সাজ ॥ (১৬৪০)
বিভা[২] করি বৃন্দারে আনিলা নিজ দেশে।
মদন-মোহিত[৩] শঙ্খ বৃন্দার সুবেশে ॥
বৃন্দার সহিতে থাকে নিশি অন্ধকারে।
দিবাতে না দেয় দেখা সত্য বুঝিবারে ॥
এক-দিন গেলা শঙ্খ মৃগয়ার ছলে। (১৬৪৫)
সসৈন্যে করিয়া সাজ চতুরঙ্গ-দলে ॥
সৈন্য সব পথে রাখি দ্বিজ-রূপ ধরি।
বৃন্দার দ্বারেত গেলা সঙ্গোপন করি[৪] ॥
দাসীর প্রমুখে কৈয়া জানাইল বৃন্দারে।
ছাত্রের পাঠক জানি আইলা দেখিবারে ॥ (১৬৫০)
সেহি দ্বিজ দেখি বৃন্দা কৈল নমস্কার।
"কি কার্য্যে[৫] আসিছ দ্বিজ—কহ সমাচার ॥"
দ্বিজে বোলে—"বৃন্দা সত্যবাদী নাম তোর।
সত্য করি কি জিজ্ঞাস[৬] আমার গোচর ॥"
দ্বিজের বচনে বৃন্দা চিন্তা-যুক্ত অতি। (১৬৫৫)
কি বলিতুল কি হইব—না বুঝে যুগতি ॥
ক্ষেণেক ভাবিয়া বোলে গন্ধর্ব্ব-কুমারী।
"বিধিয়ে নির্ম্মিছে আমা করি পর-নারী ॥
দুই-মতে দোষ বড় শুন দ্বিজ-বর।
সতীত্ব করিলে ভঙ্গ পাতক বিস্তর ॥ (১৬৬০)
কথার নিমিত্তে যদি মজিয়ে কলঙ্কে।
মারিব তোমারে—শুনি দুর্দ্ধরিষ শঙ্খে ॥
অপকর্ম্ম অপযশ রহিব সংসারে।
আম্মাতে ব্রহ্ম-বধ ঠেকিব প্রকারে ॥
যাও দ্বিজ—দেও বর কিবা দেও শাপ। (১৬৬৫)
স্বামী বিনে সকল পুরুষ মোর বাপ ॥"
এহি বোলি বৃন্দা অন্তঃপুরে গেলা চলি।
অত্যন্ত হরিষ-যুক্ত শঙ্খ মহাবলী ॥
ব্রাহ্মণের বেশ ছাড়ি নিজ-বেশ ধরি।
সৈন্য সঙ্গে শঙ্খ গেলা পথ হনে ফিরি ॥ (১৬৭০)
অবিলম্বে চলি গেলা বৃন্দার মন্দিরে।
নাম ধরি বৃন্দাকে ডাকয়ে নবেশ্বরে ॥
দিবাতে শঙ্খের[৭] রূপ বৃন্দা[৮] না দেখিছে।
হেন মনে লয়—পুনি সে দ্বিজ আসিছে ॥
রাজ-বেশ দেখি বৃন্দা হৈল ধন্দ-মতি। (১৬৭৫)
আপনার পতি জানি আসিল অগ্রতি ॥
তখনে জানিল বৃন্দা রাজার চাতুরি।
সতীত্ব বুঝিতে আইল বিপ্র-রূপ ধরি ॥
তবে শঙ্খে আলিঙ্গন কৈল বৃন্দা সুখে[৯]।
কেলি-কলা-কৌতূহলে আছিল কৌতুকে ॥ (১৬৮০)
এহি মতে হরিষে আছয়ে দৈত্যেশ্বর।
বৃন্দার সতীত্বে[১০] লক্ষ্মী বাড়িল বিস্তর ॥
সপ্ত-দ্বীপ পৃথিবী জিনি বাহু-বলে ॥
তবে অধিকার কৈল সপ্ত রসাতলে[১১] ॥
সপ্ত-স্বর্গ জিনিয়া আনিল দেব-গণ। (১৬৮৫)
আপনা পুরীত[১২] কার্য্যে কৈল নিয়োজন ॥
ব্রহ্মারে করিল আজ্ঞা অসুর-ঈশ্বর।
"বেদ পাঠ কর তুমি আমার গোচর ॥"
ইন্দ্রেরে করিল আজ্ঞা "ধর দণ্ড-ছাতি[১৩]।"
পবনেরে বোলে "তুমি হইবা সারথি ॥" (১৬৯০)
ধন-রক্ষা করিবারে কুবেরকে দিলে।
জল বহিতে আজ্ঞা বরুণে করিল ॥

(১) 'তথাতে' গ; (২) 'বিবাহ' গ; (৩) 'মদন জিনিয়া' গ; ৪) 'শঙ্খ অধিকারী' গ; (৫) 'কারণে' গ; (৬) 'কি জিজ্ঞাস' স্থলে 'জিজ্ঞাস কেনে' গ; (৭) 'বৃন্দার' গ; ৮) 'শঙ্খে' গ; (৯) 'বৃন্দার সুখে' গ; (১০) 'সহিতে' ক; 'সত্যে' গ; (১১) পাতালে' গ; (১২) 'আপনা প্রাসিদ্ধ' ক; (১৩) "ইন্দ্রেরে" ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় গ-পুথিতে নাই।

অগ্নিরে বোলয়ে "তুমি হীন-তেজে থাক।"
শমনেরে বোলে "তুমি বন্দী আন[১] রাখ॥"
মুনি সকলেরে বোলে[২] করিবারে স্তুতি। (১৬৯৫)
হাতে-অস্ত্রে সাক্ষাতে রাখিল কৈরূতি[৩] (?)॥
উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত পুষ্পক-বিমান।
সকল কাড়িয়া নিল আপনার স্থান॥
বসন্ত-আদি ষড়-ঋতু আনিল সাক্ষাত।
মলয়া-পর্ব্বত আনি দেয় গন্ধ-বাত॥ (১৭০০)
মেনকা প্রভৃতি ষোল-শত বিদ্যাধরী।
বৃন্দার সাক্ষাতে নৃত্য করে অন্তঃপুরী॥
এহি মতে শঙ্খ-দৈত্যে অধিকার করে।
বৃন্দার সতীত্বে কেহ জিনিতে[৪] না পারে॥
অপমানে দেব-ঋষি চিন্তে[৫] নিরন্তর। (১৭০৫)
শিবের সাক্ষাতে গিয়া কান্দিল বিস্তর॥
শিবে বোলে "দেব-গণ কান্দ কি কারণ।
অত্যন্ত সঙ্কট আছে শঙ্খের মরণ॥
বৃন্দার সতীত্ব[৬] যদি ভাঙ্গিবার পার[৭]॥
নিঃশঙ্ক হইয়া গিয়া শঙ্খ-দৈত্য মার[৮]॥ (১৭১০)
তাহা শুনি দেবগণ হইলা নৈরাশ।
কার শক্তি করিব বৃন্দার সত্য নাশ॥
ইন্দ্র বোলে—"প্রজাপতি না পার ঘুছাইতা।
আমার বিষয় নহে—কথায়[৯] বুঝাইতা॥"
জন্মেজয় বোলে "মুনি সন্দেহ হৈল বড়। (১৭১৫)
ইন্দ্রে কেনে ব্রহ্মারে বোলিল এত দড়॥"
মুনি বোলে—"কারণ যে আছয়ে ইহার।
বিস্তারিয়া কহি শুন সেহি সমাচার॥
ইন্দ্রের কর্ম্মে শ্রম হৈল বিশ্বকর্ম্মার।
নিবেদন কৈল গিয়া চরণে ব্রহ্মার॥ (১৭২০)

"এত শ্রম একেশ্বর করিতে না পারি।
নিত্য নিত্য বাসবে সৃজয়ে এক পুরী॥
ব্রহ্মা বোলে "বিশ্বকর্ম্মা যাও নিজ-স্থান।
আমি গিয়া ইহার করিমু সম্বিধান॥"
আপনার কর্ম্মে তবে গেল বিশ্বকর্ম্মা। (১৭২৫)
হংসাসনে[১০] ইন্দ্র-পুরে মিলিলেক ব্রহ্মা॥
অজ দেখি প্রণমিল সহস্র-লোচন।
হেম-সিংহাসন দিয়া করিল স্তবন॥
কিঞ্চিত হাসিয়া বোলে চারি-আননে[১১]।
"চল পুরন্দর যাই লোমশ-কাননে[১২]॥" (১৭৩০)
ঐরাবতে চড়িয়া চলিলা সুর-পতি।
লোমশের তপোবনে গেলা শীঘ্র-গতি॥
অশ্বথের পত্র মাথে মুনি বৃক্ষ-তলে।
সর্ব্বাঙ্গ-ভূষিত লোম—নাহি বক্ষ-স্থলে॥
ব্রহ্মা বোলে "শুন মুনি বচন আমার। (১৭৩৫)
বক্ষ-স্থলের লোমাবলী কি হৈছে তোমার॥"
মুনি বোলে "প্রজাপতি কহিয়ে তোমাতে।
এক গাছি লোম পড়ে এক ইন্দ্র-পাতে॥"
বিস্মিত হইয়া তবে বোলে সুর-নাথে[১৩]।
"গৃহ না করিয়া কেনে পত্র দেও মাথে॥" (১৭৪০)
মুনি বোলে "আমার জীবন কত ক্ষণ।
সুখ-বাঞ্ছা করিলেহ[১৪] অবশ্য মরণ॥
মহামায়ার যোনি জানি অশ্বথের পাত।
মায়া মোহ সার জানি দিয়াছি মাথাত॥"
হাসিয়া ইন্দ্রকে পুনি বোলিলেন ব্রহ্মা। (১৭৪৫)
"নিত্য বোল পুরী সৃজ"—কৈল বিশ্বকর্ম্মা[১৫]॥"
দেখিয়া শুনিয়া ইন্দ্র হৈল ধন্দাকার।
সেহি হনে নিত্য পুরী না সৃজিলা[১৬] আর॥

(১) 'আপন' ক; 'আন গণ' গ; (২) 'নিল' গ; (৩) 'ঋতি' গ; (৪) 'লজ্ঘিতে' গ; (৫) 'কান্দে' ক; (৬) 'সত্যতা' গ; (৭) 'পারে' গ; (৮) 'মারে' গ; (৯) 'তাকে' গ;
(১০) 'ইন্দ্র সনে' গ; (১১) 'চারি বদন' গ; (১২) 'লোমশ-কানন' গ; (১৩) 'লোক-নাথে' গ; (১৪) 'করি যবে' গ; (১৫) 'নিত্য বোলন্তি পুরী সৃজই বিশ্বকর্ম্মা' গ; (১৬) 'সৃজই' গ;

এহি ক্রোধে ব্রহ্মারে বোলিল পুরন্দরে।
এক-চিত্তে শুন যেহি হৈল তার পরে ॥ (১৭৫০)
ইন্দ্রের বচনে ব্রহ্মা ভাবিলা বিস্তর।
শঙ্খের নিধন হেতু চিন্তে নিরন্তর ॥
শঙ্খের ঐশ্বর্য্য তবে বাড়ে দিনে দিনে।
দেব লৈয়া গেল ব্রহ্মা ক্ষীরোদ-পুলিনে ॥
অনন্ত-শয়নে প্রভু জল মধ্যে আছে। (১৭৫৫)
বাণী কমলা বসি আছন্তি তান কাছে ॥
অন্তরে থাকিয়া দেবে করিলা স্তবন।
"নমো জগদীশ প্রভু নমো নিরঞ্জন ॥
অনন্ত-শয়ন প্রভু নমো জ্যোতির্ম্ময়।
নমো নৈরাকার প্রভু নির্লেপ-আশ্রয় ॥ (১৭৬০)
নমো পদ্ম-নাভ নমো শ্রীমধুসূদন।
নমো সর্ব্ব-ভূত-জীব ব্রহ্ম-সনাতন ॥
নিখিলঃ ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড সকল তোমার।
দুস্ট-জন—তাকে কেনে না কর সংহার ॥
অনন্ত মহিমা-সীমা কে বুঝিতে পারে। (১৭৬৫)
শিবে মাত্র জানে কিছু—কৃপা হৈছে তারে ॥
আমি-সবের শত্রু নাশ কৃপা-যুক্ত হৈয়া।
উদ্দেশ্যে স্তবন করি অন্তরেতে রৈয়া ॥"
ব্রহ্মা-আদি দেব ঋষির শুনিয়া স্তবন।
অন্তরে থাকিয়া বোলে ব্রহ্ম-সনাতন ॥ (১৭৭০)
"কেনে আসিয়াছ ব্রহ্মা লৈয়া দেব-মুনি।
কোন জনে কি করিছে—কহ তাক শুনি ॥"
ব্রহ্মা বোলে "অহে প্রভু কি কহিব আমি।
অন্তরে সকল জান—তুমি অন্তর্যামী ॥
তথাপি তোমার পদে করি নিবেদন। (১৭৭৫)
শঙ্খাসুরে যত করে না যায় কহন ॥
ইন্দ্রেরে করিল নিয়া তার ছত্র-ধারী।
কুবেরেরে করিয়াছে ধনের ভাণ্ডারী ॥
বন্দী-আরক্ষক করি শমনকে দিল।
দেবের বাহন-ধন-রত্ন কাঢ়ি নিল ॥ (১৭৮০)
বরুণের কর্ম্ম নিরন্তর আনে জল।"
শুনিয়া অখিল-পতি হাসিয়া বিকল ॥
"কহ প্রজাপতি তোমা করিছে কেমন।
শুনিবার শ্রদ্ধা বড় তোমার কথন ॥"
বিরিঞ্চি বোলয়ে "প্রভু শুন নৈরাকার। (১৭৮৫)
বেদ পাঢ় নিরন্তর—ই কর্ম্ম আমার ॥
অখনে শঙ্খে মোরে দিছে ই বিষয়।
বুঝিতে না পারি পরিণামে কিবা হয় ॥
শঙ্খে চলিল যদি করিতে খেয়াল[২]।
আগে পাছে চলি যায় অস্ট লোক-পাল[৩] ॥ (১৭৯০)
সমীর সারথি—পুষ্পক-রথ ধনেশের[৪]।
এতি কহিলান প্রভু বিপত্তি দেবের ॥
আর যারে যে কার্য্যে নিযোজে মনে লৈলে।
কেহরে প্রসাদ দেয় কৃপা-যুক্ত হৈলে ॥
তিন[৫] লোক জিনি শঙ্খে করে অধিকার। (১৭৯৫)
বৃন্দার সতীত্ব-ক্রমে হৈল পুরস্কার ॥
বৃন্দার সতীত্ব-ভঙ্গ যেহি জনে করে।
সেহি সে মারিব শঙ্খ কহিছে শঙ্করে ॥
জানিয়া জিজ্ঞাস—তে[৬] করিলু নিবেদন।
সৃষ্টি রক্ষা হৈব—কর শঙ্খেরে নিধন[৭] ॥" (১৮০০)
বিরিঞ্চির কাকু-বাণী শুনি পরিভাব।
মারিতে অসুর-শঙ্খ কৈলা অঙ্গীকার ॥
আশ্বাসিয়া[৮] বিদায় করিলা দেব-গণ।
সিন্ধু হনে কাল-রূপ নিকলে তখন ॥
দিক-ভ্রমনে শঙ্খ গেছে অতি দূরে। (১৮০৫)
শঙ্খ-রূপে গেলা প্রভু তার অন্তঃপুরে ॥

---

(১) 'নিধন' গ.;

(২) 'দেওয়ান' গ ; (৩) 'লোক জন' গ ; (৪) 'ধনেশ্বর' গ ; (৫) 'সর্ব্ব' গ ; (৬, 'তেহ'ক ; (৭) 'সৃষ্টি রক্ষা হেতু হোক শঙ্খের মরণ' গ ; (৮) 'সন্তোষিয়া' গ।

দেখিয়া বৃন্দার রূপ ক্ষেমা না করিলা।
মদনে মোহিত হৈয়া ভুঞ্জে রতি-কলা॥
বৃন্দার সতীত্ব ভঙ্গ করি নারায়ণ।
হইলা পুরীর বাহির[১] প্রসন্ন-বদন॥ (১৮১০)
দ্বারে বাহির হৈলা[২] প্রভু হরিষ প্রচুর।
হেন কালে আসিয়া মিলিল শঙ্খাসুর॥
আপনা আকার দেখে—ভেদ নাহি অঙ্গ।
অভিপ্রায়ে জানিল বৃন্দার সত্য-ভঙ্গ॥
কোন দুষ্টে হেন কর্ম্ম করিল মায়ায়। (১৮১৫)
এহারে বিনাশোঁ যদি তবে[৩] দুঃখ যায়॥
এহি বোলি কোপ করি অসুরে ধরিল।
দুইজনে বাহু-যুদ্ধ অতি-বড় হৈল॥
অন্তঃপুরে থাকি বৃন্দা ইহারে না জানে।
অসুরের সনে যুদ্ধ করে ভগবানে॥ (১৮২০)
না পারে কেহরে কেহ জিনিতে সমরে।
অতি-কোপে দুই-জনে মল্ল-যুদ্ধ করে॥
শঙ্খের বিক্রমে হরি হইলা মোহিত।
এহি ছিদ্রে শঙ্খ গেল আপনা পুরীত॥
ঘনে ঘনে বৃন্দারে ডাকিতে লাগে শঙ্খ। (১৮২৫)
"আজি কেনে বৃন্দা তুমি রাখিলা কলঙ্ক॥
স্ত্রী হইয়া মৃত্যু তুমি বাঞ্ছিলা আমার।
ভিন্ন-পুরুষের সঙ্গে করিলা শৃঙ্গার॥"
হস্ত-যোড়ে বোলে বৃন্দা বচন মধুর।
"আপনে অখনে ছিলা মোর অন্তঃপুর॥ (১৮৩০)
তবে কেনে বোল প্রভু হেন বাক্য মোরে।
শুনিয়া তোমার বাক্য ত্রাস বড় করে॥"
শঙ্খে বোলে "শুন বৃন্দা আমার বচন।
যে ভাঙ্গিল সত্য—দেখ তাহার মরণ॥"
এহি বোলি বৃন্দারে লইল হস্তে ধরি। (১৪৩৫)
হের মরিয়াছে সেহি—দেখ প্রাণেশ্বরি॥
দেখিয়া বৃন্দার মনে জন্মিল সন্তাপ।
"সত্য ভঙ্গ কৈল মোর—তাকে দিমু শাপ॥
অজানিতে হেন মোরে দিল অপমান।
সহজে আমার শাপে হইব পাষাণ॥" (১৮৪০)
অতি-কোপে বৃন্দা-সতী কহিতে এমন।
তখনে ত্রিলোক-নাথে পাইলা চেতন॥
তবে নারায়ণ প্রভুর মনে হৈল কোপ।
শঙ্খের আকৃতি এড়ি হৈলা নিজ-রূপ॥
নব-জলধর-তনু পীত-বসন। (১৮৪৫)
শ্রীবৎস মুক্তার মালা কৌস্তুভ ভূষণ॥
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে।
মরকত[৪] জড়িত মুকুট-মণি শিরে॥
কমল আনন-আঁখি মুকুতা দশন।
মকর-কুণ্ডল জ্বলে রবির কিরণ[৫]॥ (১৮৫০)
নব-মালতীর মালা গুঞ্জয়া দোসর।
আজানু-লম্বিত ভুজ অতি মনোহর॥
চরণ-কমলে শোভে কনক-নূপুর।
দেখিতে নয়নে শোক পাপ যায় দূর॥
তবে শঙ্খে কোপ করি প্রবেশিল রণে। (১৮৫৫)
অতি-বড সংগ্রাম বাজিল সেহি ক্ষণে॥
বিশ্বম্ভর-রূপ ধরি অখিলের পতি।
শঙ্খের হৃদয়ে উঠি বৈসে শীঘ্র-গতি॥
সেহি ভরে শঙ্খ-অসুরে দিল প্রাণ।
কান্দিতে লাগিল বৃন্দা প্রভু বিদ্যমান॥ (১৮৬০)
বিষাদ ভাবিয়া বৃন্দা কান্দে সকরুণে।
পাঞ্চর দগধে[৬] তার যেহি জনে শুনে॥

---

(১) 'বার' গ; (২) 'দ্বারে ত রহিল' ক; 'দ্বারে ত বার হৈলা' গ; (৩) 'যদি তবে' স্থলে 'তবে মোর' গ; (৪) 'মকর' গ; (৫) 'নন্দন' গ; (৬) 'দরবে' ক;

লাচাড়ী ভাটিয়াল রাগ।

স্বামীর চরণে ধরি কান্দে বৃন্দা সুন্দরী
"হা হা প্রভু প্রাণেশর শঙ্খ
সত্য ভঙ্গ হৈল ছলে[১] কি মোর করম-ফলে (১৮৬৫)
চন্দ্রাঙ্কের রহিল কলঙ্ক॥ ধ্রু।
শিশু-মতি হৈতে সেবি পূজি শৈল-সুতা দেবী
তুমি স্বামী পাইলু[২] বর-দান।
পতিব্রতা যে গর্ব্ব বিপাকে হারাইলু সর্ব্ব[৩]
ভ্রষ্ট হৈল আপনার মান॥ (১৮৭০)
সতীত্ব আমার দড় জানি বিবাহ কৈলা আপনি[৪]
বহু-রঙ্গে[৫] করিয়া যতন।
ই দুঃখে শরীর শোষে কেবল আমার দোষে
অকালেত তোমার মরণ॥
আমারে লইয়া কোলে কহিলা মধুর-বোলে (১৮৭৫)
"সত্য বৃন্দা আমি কহি তোরে।
তোমার সতীত্ব ভাঙ্গে যে জন তোমারে লঙ্ঘে
সংগ্রামে বধিব সেহি মোরে॥"
অনুদিন এহি ডরে নিষেধ করিলা মোরে
অভাগিনী হৈত সাবধান। (১৮৮০)
গেল সে[৬] সতীত্ব-বোল খাইলু দুই-খান কুল
হেলায়ে অভাগী লৈলু প্রাণ॥"
এহি বোলি কান্দে নারী নয়নে বরিখে বারি
মুছিলেক শীষের সিন্দুর।
অভিমান নাহি আর ছিড়িল গলার হার (১৮৮৫)
অঙ্গের ভূষণ করে দূর॥
দগধে অধিক শোকে করাঘাত হানে বুকে
পরাণ ভেদিল কাল-ঘুণে।
"সোয়ামীর[৭] বধ-দায় কতেক সহিব গায়
কি বলিব এবে যেবা শুনে[৮]॥ (১৮৯০)
ই দুঃখ সহিতে নারোঁ গরল খাইয়া[৯] মরোঁ
বোলোঁ পরশিয়া পতি-পদ।
যে ভাঙ্গিল সত্য মোর স্বামী নিল যম-ঘর
তাহার উপরে দিমু বধ॥"
সত্যবতী-সুত-ব্যাস করিলেক পরকাশ (১৮৯৫)
নারদীয়[১০]-পুরাণ করি ভগ্ন।
বিমল ধর্ম্মের অংশ পুণ্যশ্লোক হরিবংশ
ইতিহাস-ক্রমে হৈল মগ্ন॥
সেহি পুণ্য-কাহিনী মুক্তির লক্ষণ জানি
বাখান করিল পদ-বন্ধে। (১৯০০)
শুনিলে উপজে জ্ঞান শমনেত পরিত্রাণ
রচিলেক দীন ভবানন্দে॥

পদ-বন্ধ।

কান্দিতে সুন্দরী বৃন্দা দেখি জগন্নাথ।
সকরুণে নিবেদয়ে করি যোড়-হাত॥
"কেনে হেন কর্ম্ম কৈলা প্রভু জগদীশ। (১৯০৫)
কোন দোষে সুধার কলসে দিলা[১১] বিষ॥
সতীত্ব[১২] ভাঙ্গিয়া প্রভু খোঁটা থুইলা মোর।
পতি-শোকে বধ দিমু তোমার উপর॥"
বৃন্দার করুণে প্রভু হইলা সদয়।
মধুর-বচনে কহে প্রভু দয়াময়॥ (১৯১০)
"শুন চন্দ্র-মুখি বৃন্দা না ভাবিহ আর।
দৈবাধীন কর্ম্মে কেনে কর তিরস্কার॥

(১) 'বলে' গ; (২) 'দিলা' গ; (৩) বোধ হয়—'পতিব্রতা যে গৌরব, বিপাকে হারাইলু সব' প্রকৃতপাঠ ছিল, কিন্তু লিপিকরদিগের সংস্কৃত-প্রিয়তার ফলে ক ও গ-পুথিতে এইরূপ পাঠ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। (৪) 'সতী সত্যবাদী দড়, জানিয়া হরিষ বড়' ক; (৫) 'বিহা কৈলা' ক; (৬) 'গেলেন' গ;

(৭) 'স্বামীর' গ; (৮) 'প্রভু মরে মোর দায়ে, কেমনে সহিমু গায়ে, কি বোলিমু ইহারে যে শুনে॥' ক; (৯) 'ভক্ষিয়া' গ; (১০) 'বিষ্ণু' গ; (১১) 'সুধা-কলা সর্প দিলা' গ; (১২) 'সত্যতা' গ;

জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু—জন্ম হয় মৈলে[১]।
যে হৈছে ফিরিতে নয়—তুমি দুঃখী হৈলে ॥
এহি ভাগ্য মোর হাতে মৃত্যু হৈল তার। (১৯১৫)
শঙ্খ-সমুদ্রেতে জন্ম হইব ইহার ॥
সর্ব্ব দেব তুষ্ট হৈব বাদ্য শুনিলে।
সংসার পবিত্র হৈব জল পরশিলে ॥
সত্য-ভঙ্গ হৈছে করি দুঃখী হৈছ মনে।
ত্রিভুবনে সতীত্ব বা আছে[২] কোন জনে ॥ (১৯২০)
খেদ পরিহর বৃন্দা—না কর সন্তাপ।
তুমিও আমারে দিছ অতি বড় শাপ ॥
অল্প অপরাধে মোরে প্রচণ্ড শাপ দিলা।
তুমি বৃক্ষ হৈবা—দৈবে আমি হৈব শিলা ॥
তোর পত্র দিয়া লোকে পূজিবে আমারে। (১৯২৫)
'তুলসী' বিখ্যাত নাম হইব সংসারে ॥
তোর নামে কানন রচিমু এক-কালে।"
সেহি বৃন্দা-বন রাজা হৈছিল গোকুলে ॥
এহি বোলি অন্তরীক্ষ হইলা শ্রীহরি।
ছাড়িল শরীর তবে গন্ধর্ব্ব-কুমারী ॥ (১৯৩০)
প্রথমেহি অধিষ্ঠান হৈল সুর-লোকে।
শিবের জটাতে বীচি পড়িল কৌতুকে ॥
তবে বৃক্ষ হইয়া ভরিল ত্রিভুবন।
সর্ব্বে লোকে করিল তুলসী পরশন ॥
শিবের জটাতে গঙ্গা তুলসী দেখিয়া। (১৯৩৫)
বোলিতে লাগিল গঙ্গা কুপিত হইয়া ॥
"শিবের মস্তকে কেন তোর অধিষ্ঠান।
কত ভাগ্যে হৈবা তুমি[৩] আমার সমান ॥"
তুলসী বোলন্তি "গঙ্গা কি বোলিমু আর।
অনুচিত বোলি কেনে কর অহঙ্কার ॥ (১৯৪০)
আমার মহিমা তুমি কি জানিবা তত্ত্ব।
শিবে ত জিজ্ঞাসি জান কার কি মহত্ত্ব ॥"
শিবে বোলে "আমি কারে কি কহিতে পারি।
ব্রহ্মার সাক্ষাতে[৪] চল—বুঝিবা বিচারি ॥"
এহি বোলি অবিলম্বে গেলা ভূত-নাথ। (১৯৪৫)
কহিলা সকল কথা ব্রহ্মার সাক্ষাত ॥
ব্রহ্মা বোলে "এই-দুইর কোথা আছে সীমা।
চারি-মুখে কি কহিমু তুলসী-মহিমা ॥
তথাপি কিঞ্চিত কহি মর্ত্তোত যে হৈছে।
সনক-কুমারে দেখি মোর ঠাঞি কৈছে ॥ (১৯৫০)
এক জনে তুলসীরে দিছিল প্রদীপ।
দৈবেত মুষিক গেল তাহার সমীপ ॥
সমীরে চঞ্চল[৫] দীপ হইল নির্ব্বাণ।
দুষ্ট-বুদ্ধি[৬] মুষিকে দশিতে দিল টান ॥
প্রদীপের তৈল খাইতে মুষিকের চিত্ত। (১৯৫৫)
সেহি টানে প্রদীপ হইল প্রজ্জ্বলিত ॥
কত দিনে মুষিকের হইল মরণ।
মহাপাপী নিতে আইল যম-দূত-গণ ॥
তাড়ন করিয়া দূতে আত্মা লৈয়া চলে।
সেহি পুণ্যে বিষ্ণু-দূতে কাড়ি নিল বলে। (১৯৬০)
পাতকী মুষিক বৈকুণ্ঠেত রৈল সুখে।
তুলসীর মহিমা কি কৈমু চারি মুখে ॥
সহস্র-বদনে যদি সহস্র-মতে কয়।
তথাপি তুলসীর গুণ কহিতে সংশয় ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে নাহি তুলসীর সীমা। (১৯৬৫)
শিবের জটাতে বৈসে – এ কোন মহিমা ॥
বিষ্ণু-পূজা করে দিয়া তুলসীর পাত।
বিষ্ণু-আদি দেব-গণে ধরিছে মাথাত ॥
হেন তুলসীর সনে বাদ অকারণ।
আপনেহ গঙ্গা তুমি নহে হীন-জন[৭] ॥" (১৯৭০)

(১) 'জন্মিলে' ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় গ-পুথিতে নাই। (২) 'বা আছে' স্থলে 'রাখিছে' গ; (৩) 'তোর ভাগ্য হৈতে তুমি' গ; (৪) 'সভাতে' গ; (৫) 'উজ্জ্বল' গ; (৬) 'দুষ্ট মাত্র' ক; (৭) 'নীচ-জন' গ;

এহি কহিলাম রাজা পুরাণ-কথন।
সেহি বৃন্দা গোকুলে ত হৈল বৃন্দাবন॥
বৃন্দারে মস্তকে হরি ধরিলা প্রস্তুত।
লক্ষ্মীরে শরীর দিবা—এ কোন অদ্ভুত॥
শিলা-রূপ হৈয়া তুলসীরে লৈলা শিরে। (১৯৭৫)
তেমত লক্ষ্মীরে হরি রাখিলা শরীরে॥
শালগ্রাম শিলা-চক্র হৈলা জগন্নাথ।
বৃন্দারে তুলসী করি রাখিলা মাথাত॥
এক দিন প্রজাপতি পূজিলা শালগ্রাম[১]।
তুলসীর পত্র দিয়া করিলা প্রণাম॥ (১৯৮০)
সম্ভ্রম করিয়া পত্র রাখঞি অন্তরে।
হাতে তুলি মাথে[২] পত্র লৈলা চক্র-ধরে॥
নারদে লক্ষ্মীতে তবে কৈলা এহি কথা।
শুনিয়া কমলা কোপে আসিলাঞি তথা॥
বোলিলা প্রভুরে কিছু কর্কশ-বচন। (১৯৮৫)
"সেহি কর্ম্ম কর যত করে ত্রিলোচন॥"
প্রভু বোলে তুলসীরে রাখিলাম শিরে।
তোমাকেও রাখিবাম আপন শরীরে॥
এহি বোলি লক্ষ্মীরে সান্ত্বিলা হৃষীকেশ।
তুলসীর পুরস্কার কহিলাম বিশেষ॥ (১৯৯০)
নিদাঘেত যে জনে তুলসীরে দেয় জল।
তার ঘরে লক্ষ্মি তুমি সহজে অচল॥
আপনা সমান স্বর্গে দেখে দেব-রাজ্যে।
বৈকুণ্ঠে বসতি নক্ষত্র যত স্বর্গে॥
কার্ত্তিকেত যেই দেয় আকাশ-প্রদীপ। (১৯৯৫)
লীলায় তরিয়া আইসে আমার সমীপ॥
শুন প্রাণেশ্বরি লক্ষ্মি ক্রোধ দেও ক্ষেমা।
কহিতে না পারি যত তুলসী-মহিমা॥
যার দরশনেত অঘোর পাপ নাশ।
মৃত্যু-কালে পরশিলে বৈকুণ্ঠে নিবাস॥ (২০০০)
সদায়ে তুলসী থাকে যার মস্তকেত।
চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধরি আইসে বৈকুণ্ঠেত॥
হেন জন মোর শিরে কত ভাগ্যে বসে।
শরীরে তোমারে রাখিমু প্রেম-রসে॥
তুলসীর মহিমা যে না যায় কহন। (২০০৫)
তুমিও লক্ষ্মি জীব-প্রাণ নহে হীন-জন॥
হরের শিরেত গঙ্গা শরীরে ভবানী।
তথাপিও শক্তি-ব্রহ্ম ত্রিভুবনে জানি॥
ইহাতে ছোট-বড় নাই—মহিমা সে চাহি।
কিন্তু তুলসী যজ্ঞ-স্থল আর নাহি॥ (২০১০)
কষ্ট না করিও প্রিয়া ক্রোধে দেও ছেদ।
তুলসী তোমার মাত্র কিছু নহে ভেদ॥
এক-কালে এহি নামে পুষ্প-বন করি।
ক্রীড়া-রস তাহাতে করিবা প্রাণেশ্বরি॥
হেন তুলসীর সনে ভাব কেনে ভীন। (২০১৫)
আমার শরীর জান তোমার অধীন॥"
তবে লক্ষ্মী সিদ্ধান্ত কিছু না করিল আর।
বুঝিতে প্রভুর মায়া শক্তি আছে কার॥"
মুনি বোলে "ভাগবত শুনিলা কি কথা।
প্রভুর অলঙ্ঘ্য বাক্যে না হৈল অন্যথা॥ (২০২০)
মহাজনের বাক্য কভু নহে ভঙ্গ।
ই কোন অদ্ভুত—লক্ষ্মী পাইবা তান অঙ্গ॥
অসুরের স্ত্রী বৃন্দা— সে পাইল হরিরে।
এতেকে লক্ষ্মীরে প্রভু রাখিলা শরীরে॥
হরির মায়ায়ে আর কেহ না জিজ্ঞাসে। (২০২৫)
রাধা অঙ্গে রাখি রতি ভুঞ্জয়ে বিশেষে॥
নিতি নিতি মদন-কলা করয়ে কৌতুকে।
নিশি-দিশি মদন-কলা করয়ে মন-সুখে॥
না জানে আছিল কেহ—কিছু নাহি বোলে।
এক-অঙ্গে দুই-জন আছে কুতুহলে॥ (২০৩০)
সত্যেত প্রহ্লাদ ছিল ভক্তি-রাগ-রত।
সবংশেত বলি-রাজা হৈল তেন মত॥

(১) অতঃপর ক-পুথি খণ্ডিত; বাকি পত্রগুলি পাওয়া যায় নাই। (২) 'মস্তকে' গ;

দ্বাপরে মরুত্ত-রাজা ভাগবত অতি।
কলি-যুগে ভাগবত তুমি নর-পতি ॥
তুমি হনে বিস্তার নানা ধর্ম্ম-অংশ। (২০৩৫)
তুমি হনে পবিত্র হইল সর্ব্ব বংশ ॥
একাণী পুরাণে বিবেক-রসে তত্ত্ব।
এতেকে তোমারে বোলি পুণ্য ভাগবত ॥
ভক্তি-ভাবে জিজ্ঞাসিলা কহিলাম রঙ্গে।
এহি-মতে তিলোত্তমা লীন কৃষ্ণ-অঙ্গে ॥ (২০৪০)
যে রোগ আছিল শুনিয়া ধর্ম্ম-অংশ।
দূর হৈতে সে সব শুনাইলু হরিবংশ ॥
সুখে রাজ্য কর রাজা সারদা-নন্দন।
আমাকে মেলানি দেও যাই তপোবন ॥"
কুশাসন তেজি রাজা দণ্ডবত করি। (২০৪৫)
প্রদক্ষিণ করি বোলে চরণেত ধরি ॥
"আর এক নিবেদন করোঁ না বুঝিয়া ॥*
অপরাধ ক্ষেমি মোর যাইবা প্রবোধিয়া ॥
না পুছিলে সন্দেহ রয়—মনে পামু তাপ।
সঙ্ক্ষেপে কহিয়া সন্দেহ দূর কর বাপ ॥ (২০৫০)
মুনি বোলে "যে সন্দেহ আছয়ে তোমার।
জিজ্ঞাসিয়া শুন তারে সারদাকুমার ॥"
রাজা বোলে "লীন রাধা প্রভুর শরীরে।
গোকুলের গোপী-গণ শুনি প্রাণ ধরে ॥
ষোল-শত গোপী সঙ্গে দেব দামোদর। (২০৫৫)
নানা ক্রীড়া কৈলা রহি গোকুল নগর ॥
যাহাকে পরশ কৈলা শ্রীমধু-সূদন।
তারা সবের কোন গতি কহ তপোধন ॥"
মুনি বোলে "লীন যদি হইলেক রাধা।
গোকুলে শুনিলা তারে শ্রীমতী মহোদা ॥ (২০৬০)
শুনিয়া রাধার কথা কান্দিয়া বিস্তর।
মহোদা শ্রীমতী প্রাণ তেজিলা সত্বর ॥
ইহা শুনি সব গোপী গেল দেখিবারে।
তারাও শরীর ছাড়ি গেলা স্বর্গ-পুরে ॥
শিলাময় দেহ মাত্র রহিল সমার। (২০৬৫)
বিমান-গমনে গেল বৈকুণ্ঠ মাঝার ॥
নন্দ-যশোদা তবে এহারে শুনিয়া।
রাম-কানু স্মরি তবে বিস্তর কান্দিয়া ॥
নিশি গোয়াইল তবে শোক ভাবি মনে।
শুনি আইল বুঢ়ী নন্দের ভুবনে ॥ (২০৭০)
শোকে সর্ব্ব তনু দহে—নাহিক শকতি।
অচেতন হৈয়া তারা পড়ে বসুমতী ॥
বয়সে আগল বুঢ়ী তেজিল পরাণ।
ইন্দ্র-রথে চড়ি গেল কুবেরের স্থান ॥
চৈতন্য পাইয়া নন্দ যশোদা সুন্দরী। (২০৭৫)
শোকাকুল হৈয়া বৈসে ভুমির উপরি ॥
প্রভুর জননী বাপ—হেন খ্যাতি যার।
অনেক করিছে সেবা নিরবধি তার ॥
স্তন দিয়া পালিয়াছে—আর সর ননী।
আপনে বলিছে মাও দেব চক্র-পাণি ॥ (২০৮০)
বাপ করি নন্দেরে বোলিছে অবিরত।
আমা হনে বড় সে যে অখণ্ড-মহত্ত্ব ॥
বহু-শোকে আকুল হইয়া দুই-জন।
হেন কালে আসি দেখে গোয়াল আইমন ॥
দোহাকে দেখিয়া সে যে হইল হুতাশ। (২০৮৫)
শরীর ছাড়িয়া সে যে চলে স্বর্গ-বাস ॥

---

* এই নাছোড়-বান্দা রাজা জন্মেজয় হরিবংশের আসল পালা শেষ হওয়ার পরেও মুনির নিকট ভবানন্দেরই রচিত তুলসী-উপাখ্যানের একটা সুদীর্ঘ পালা ফরমায়েশ করিয়া শুনিয়াছেন ; মুনি-রাজ এখন নিজ আশ্রমে যাইতে ব্যগ্র হইয়া রাজার অনুমতি চাহিতেছেন ; এ সময়েও রাজা আবার তাঁহার নিকট আর একটা প্রসঙ্গের ফরমায়েশ করায়ই প্রসঙ্গটা অনাবশ্যক বুঝা যায়। রাজার প্রশ্নের উত্তরে মুনি-বর একটা দীর্ঘ বর্ণনায় ব্রজগোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতা ও শ্রীরাধার পতি ও শাশুড়ীর যে পরিণাম বর্ণিত করিয়াছেন, তাহার ভাষা ও ভাব হরিবংশের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইহা কোন রসজ্ঞানবিহীন পণ্ডিতের অসঙ্গতিপূর্ণ অসার রচনা।

পুষ্পক রথেত চড়ি চলে ব্রহ্ম-লোকে।
বিদ্যাধরী চামর ঢুলায়ে চারি দিকে ॥
দিব্য রমণী পাইল রাধার সমান।
প্রজাপতির সখা হৈয়া রহে বিদ্যমান ॥ (২০৯০)
তবে নন্দ-যশোদা তাপিত হৈলা অতি।
বিলাপ করিয়া কান্দে স্মরিয়া শ্রীপতি ॥”
সত্যবতী-সুত-ব্যাস নারায়ণ অংশ।
সংক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ ॥
সেহি শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে। (২০৯৫)
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে ॥

গায়ন ছন্দ বরাড়ী রাগ।

“ওএ রে দুলালিয়া—
তনু দহে তোমা না দেখিয়া।
কি মোর করম-ফলে আমারে ছাড়িয়া গেলে
গেল তোমা অক্রুরে লইয়া ॥ধ্রু॥ (২১০০)
গোকুলের যত লোকে প্রাণ দিলা তোমার শোকে
শ্রীমতী মহোদা আদি করি।
দেখিবারে আইল বুঢ়ী তাঞি গেল প্রাণ ছাড়ি
কেমনে দারুণ প্রাণ ধরি ॥
দেখিয়া আইমন গোপে প্রাণ দিল তোর তাপে (২১০৫)
অখনে হইলু শোকাকুলী।
কি রূপে বঞ্চিমু ঘরে অনুক্ষণ প্রাণ ঝুরে
তোর তাপে হইলু ব্যাকুলী ॥”
কান্দে নন্দ-যশোমতী তাপিত হইলা অতি
জীবনের কিছু নাহি বন্দ। (২১১০)
যাইবা বৈকুণ্ঠ-পুরী না কান্দ বিনয় করি
কহিলেক দীন ভবানন্দ ॥

পদ-বন্ধ।

এহি মতে আকুলে কান্দয়ে দুই-জনে।
আপনে জানিলা মনে দেব নারায়ণ ॥
গরুড়কে স্মরণ করিলা দামোদর। (২১১৫)
কৃষ্ণের স্মরণে পক্ষী আইল সত্বর ॥
কৃষ্ণে বোলে “পক্ষি-রাজ চল গোকুলেত।
নন্দ-যশোদারে লৈয়া রাখ বৈকুণ্ঠেত ॥”
আজ্ঞা পাইয়া পক্ষি-রাজ গোকুলেত গেল।
নন্দ যশোদা দুইয়ে সাক্ষাতে দেখিল ॥ (২১২০)
গরুড় দেখিয়া তারা তেজিলা পরাণ।
দিব্য শরীর হৈল—হৈল দিব্য জ্ঞান ॥
আপনে বিনতা-সুত হইয়া সারথি।
বৈকুণ্ঠেত লৈয়া গেল দিব্য-রথ গতি।
আপনা ঘরেত লৈয়া দিল সিংহাসন। (২১২৫)
রাখিল কৃষ্ণের আজ্ঞা করিয়া যতন ॥
হেন মতে সবাকে করিল পরিত্রাণ
কৃপার সাগর হরি দেব ভগবান্ ॥
রাজা বোলে “মুনি তুমি নারায়ণ-অংশ ॥
তুমি হনে নিস্তার হইল চন্দ্র-বংশ ॥” (২১৩০)
দূরে গেল সর্ব্ব রোগ—দিব্য কলেবর।
প্রণমিয়া বিদায় করিলা যোগেশ্বর ॥
হরিবংশ শ্লোক ভাঙ্গি কৈল পদ-বন্ধ।
শিবানন্দ-সুত অধম ভবানন্দ ॥
পুনরপি বোলে রাজা মুনির চরণে। (২১৩৫)
“আর এক বিস্ময় হইল মোর মনে ॥
রাধা যদি লীন হৈল শ্রীহরির অঙ্গে।
কি রূপে বঞ্চিলা অষ্ট রমণীর সঙ্গে ॥
কেলি-কলা কেমতে বা সবাকে করিলা।
অষ্ট রমণী তাতে কোন খানে রৈলা ॥ (২১৪০)
আলিঙ্গন হৈলা রাধা পাইলা নিজ-অঙ্গ।
কেলি-কলা-রস তাতে কৈলা কি প্রসঙ্গ ॥
ইহাকে বিস্তারি মোকে কহ তপোধন।
শরীর ছাড়িয়া লীন হৈলা কি কারণ ॥”
তোমার প্রসাদে মোর সন্দেহ গেল দূর। (২১৪৫)
ই কথার সন্দেহ দূর কর যোগেশ্বর ॥”

"চন্দ্র-বংশ-পূজ্য তুমি শুন নৃপ-মণি।
সদা-শিবে অর্দ্ধ-অঙ্গে রাখিছে ভবানী ॥
লক্ষ্মী-অংশে তিলোত্তমা চারি বেদের সার।
অঙ্গে লীন করি প্রভু কৈলা আপনার ॥ (২১৫০)
তাহান নিগূঢ় গুহ্য কি পুছ রাজন।
ঊর্দ্ধ-পদে ব্রহ্মা না পায় দরশন ॥
অষ্ট রমণী সেও প্রভুর অঙ্গ-ধারী।
অবতার হেতু তান সঙ্গে অষ্ট নারী ॥
আর যত নারী সব রাজার কুমারী। (২১৫৫)
তাহান সমান নহে রাধিকা সুন্দরী ॥
আপনার অঙ্গে ধরি রাখিলেক রাধা।
পুরুষ অর্দ্ধেক হরি—নারী হৈল আধা ॥
প্রভুর মহিমা কেহ লক্ষিতে না পারে।
সপ্তম বরিষের কালে গোবর্দ্ধন ধরে ॥ (২১৬০)
আর যত কর্ম্ম কৈলা গোকুলেত থাকি।
লক্ষ্মী-অংশ সুবদনী রাধা চন্দ্র-মুখী ॥
যেরূপ প্রভুর সঙ্গে রাধার বিহার।
শুনিয়াছ নৃপ-মণি সারদা-কুমার ॥
ভূত ভবিষ্যত আমি জানি সর্ব্ব-তত্ত্ব। (২১৬৫)
তথাপি কহিতে নারি রাধার মহত্ত্ব ॥
তান গোপ্য বিচারিতে শক্তি আছে কার।
শুন চন্দ্রবংশী রাজা সারদা-কুমার ॥"
রাজা বোলে "অখনে বিস্ময় গেল মোর।"
দণ্ডবত প্রণমিল ব্যাসের গোচর ॥ (২১৭০)

"আরোগ্য শরীর হৌক" ব্যাসে দিলা বর।
পূর্ব্ব হৈতে সুন্দর হইল কলেবর ॥
পুনরপি প্রণমিল ব্যাসের চরণ।
অন্তরীক্ষ হইলেন ব্যাস তপোধন ॥"
শ্রী ভাগবত পুণ্যশ্লোকে কথা ধর্ম্ম-অংশ।
(২১৭৫)

গুহ্য অতি বিবরণ শ্লোক হরিবংশ ॥
ভক্তি-শ্রদ্ধা করি শুনে ভণে যেই জন
অবশ্য যাইব সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
শ্লোক ভাঙ্গিয়া রচিলেক পদ-বন্ধ।
শিবানন্দ-সুত অধম ভবানন্দ ॥" (২১৮০)

পরিশিষ্ট

টীকা

[মূলের দুরূহ পঙ্‌ক্তি-গুলি * তারকা-চিহ্নিত করা হইয়াছে]

(২ পঙ্‌ক্তি)

"সত রজ" ইত্যাদি। (যে নারায়ণ-ব্রহ্মের) সত্ব, রজ ও তমঃ—এই তিন গুণের নির্লেপ অর্থাৎ নিঃসংস্রব দ্বারা বিস্তার অর্থাৎ ব্যাপ্তি। তাৎপর্য্যার্থ—যে ব্রহ্ম নিজে ত্রিগুণের সহিত নিঃসংস্পৃষ্ট হইয়াও ত্রিগুণাত্মক বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

(৪ পঙ্‌ক্তি)

"কপিল" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির 'কপিল' 'লোমশ' ও 'ব্যাসে'—এই তিন-টী কর্ত্তৃ-পদের অন্বয় ৬ষ্ঠ-পঙ্‌ক্তির 'সেবে' ক্রিয়া-পদের সহিত করিতে হইবে। প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্ত্তৃ-কারকে প্রায়ই সপ্তমী বিভক্তির এ-কারের প্রয়োগ হয়; এখানে কতক-গুলি কর্ত্তৃ-পদ থাকায় অন্তিম 'ব্যাস', ও 'শুক-দেব' শব্দ-দ্বয়ের পরেই কর্ত্তৃ-কারকের চিহ্ন এ-কার প্রযুক্ত হইয়াছে।

(১৭ পঙ্‌ক্তি)

"চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র"। ঋক্-বেদ, যজুর্ব্বেদ, সাম-বেদ ও অথর্ব্ব-বেদ—এই চারি বেদ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় বেদাঙ্গ; মীমাংসা, ন্যায়, স্মৃতি অর্থাৎ ধর্ম্ম-শাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব-বেদ অর্থাৎ সঙ্গীত-শাস্ত্র ও অর্থ-শাস্ত্র—এই আট প্রকার বিদ্যা—সাকল্যে অষ্টাদশ বিদ্যা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ও লোকোক্তিতে এই অষ্টাদশ বিদ্যা বুঝাইতেই "চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র" কথার ব্যবহার দেখা যায়। বস্তুতঃ 'চৌদ্দ শাস্ত্র' দ্বারা চারি বেদের অতিরিক্ত উক্ত চৌদ্দ-টী শাস্ত্রই বুঝিতে হইবে।

(৫০ পঙ্‌ক্তি)

"নিজ-রূপে আমি-দুই যাইমু সহিত" বাক্যের অর্থ—অন্য কোনও রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ না করিয়া আমরা দুই-জনে আমাদের স্বকীয়-মূর্ত্তিতে তোমার সহিত যাইব।

(৬১ পঙ্‌ক্তি)

"ইন্দ্রেত সমর্পি" ইত্যাদি। ব্রহ্মার অন্যতম মানস-পুত্র ভৃগুর ঔরসে ও দক্ষ-সুতা খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম হইলে, তিনি দেব-রাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-রূপে স্বর্গে বাস করা অবস্থায়, দুর্ব্বাসাঃ মুনির শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মী-ভ্রষ্ট হইলে, লক্ষ্মী-দেবী বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মীর দেহে বিলীন হন। পরে বিষ্ণু দেব-গণের স্তবে তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীকে সিন্ধু-কন্যা-রূপে জন্মিবার আদেশ দিয়া, লক্ষ্মীর পুনঃ প্রাপ্তির জন্যে দেব-গণকে সমুদ্র-মন্থনের উপদেশ প্রদান করেন। এই উপাখ্যান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডের ৩২।৩৩ অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

(১১৫—১১৬ পঙ্‌ক্তি)

"এক কলা জন্মিবেক" ইত্যাদি। রুক্মিণী-রূপে বিদর্ভ-রাজের গৃহে লক্ষ্মীর এক কলা বা অংশ জন্মিবেন; সেই রুক্মিণীর গর্ভেই প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ কাম-দেবের পুনর্জ্জন্ম হইবে।

(২৫১—২৫২ পঙ্‌ক্তি)

"চিত্র-গুপ্তে" ইত্যাদি। নিয়োগের কার্য্য ইস্তাফা করিতে হইলে, নিজের জিম্মার জিনিষপত্র নিযোক্তাকে বুঝাইয়া দিতে হয়; এখানে যম-রাজ ব্রহ্মা-নিয়োজিত হিসাব-রক্ষক চিত্রগুপ্ত, কাল-সূত্র ও শাসন-দণ্ড সহ নিয়োক্তা ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া, সে সকল ত্যাগ করায়, তাঁহার আচরণ দ্বারা কার্য্য-ত্যাগের দৃঢ়-সংকল্প, সুতরাং তাঁহার অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রতিকারের একান্ত আবশ্যকতা ব্যঞ্জিত হইতেছে। 'কাল-সূত্রম্' শব্দের অর্থ 'শব্দ-কল্প-দ্রুম' অভিধানে 'নরক-বিশেষঃ। তত্ত্ব কুলাল চক্র-সূত্র-চ্ছেদন-রূপম্' লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ, যেমন কুমারের চাঁক ঘুরাইবার সময় কাঁচা মৃৎভাণ্ড-সমূহ সূত্রে দ্বারা ছেদিত করা হয়, সেই রূপ যে নরকে চক্র-যন্ত্র দ্বারা ঘূর্ণ্যমান পাপীদিগের দেহ তীক্ষ্ণ-ধার অস্ত্রে তিল তিল করিয়া ছেদন করা হয়, উহারই নাম 'কালসূত্র' নরক। এখানে কবি বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত ঘূর্ণন ও ছেদনের যন্ত্রটীকেই 'কাল-সূত্র' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩৬১ পঙ্‌ক্তি)

"শিবে কামে পঞ্চ-চক্ষে" ইত্যাদি। শিবের তিন চক্ষু ও কাম-দেবের দুই চক্ষু বলিয়া, উভয়ের সাক্ষাৎকারে চারি-চক্ষে দেখা হইল বলিলে, উহা কবির ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। ইহা ছাড়া শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, শিবের অগ্নি-রূপী ললাটস্থ নেত্র হইতেই অগ্নি নির্গত হইয়া পলকের মধ্যে কামকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। এ অবস্থায় তাঁহার বিনাশের প্রধান সাধন শিবের সেই তৃতীয় নেত্র কিছুতেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। কবি 'পঞ্চ-চক্ষে' শব্দ-টীর দ্বারা এখানে শিবের সেই অগ্নি-রূপী তৃতীয় নেত্রটীকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

(৩৮৬—৩৮৭ পঙ্‌ক্তি)

"অহ-নিশি-ভাব ভিন্ন" ইত্যাদি। দিবা ও রাত্রির ভাব ভিন্ন বটে, কিন্তু রবি না থাকিলে সেই বিভিন্নতার চিহ্ন থাকে না এবং চতুর্দ্দিগও প্রকাশ-যুক্ত হয় না; রতির স্বামি-রূপ সূর্য্যের অভাবে তাঁহার পক্ষেও দিবা-রাত্র সমান ও ভাগ্যাকাশ আলোক-হীন হইয়াছে।

(৩৮৮—৩৮৯ পঙ্‌ক্তি)

"নিজ-পতি" ইত্যাদি। জলে (প্রতিবিম্বিত) ছায়ার যেমন কোনও বাস্তবতা নাই,—নিজ পতির অভাবেও পত্নীর জীবন সেরূপ অসার হইয়া পড়ে; (তখন) তাহার পক্ষে কঠোর ব্রত-নিয়মাদি ধর্ম্ম-কার্য্য ব্যতীত পুণ্য-সঞ্চয় করার আর কোন উপায় থাকে না; সধবা স্ত্রীর পক্ষে কিন্তু নিজের ও স্বামীর—উভয়ের তুল্য প্রীতি-কর স্বামীর প্রিয়-কার্য্য-সাধন রূপ সেবা-কার্য্যের দ্বারাই অনায়াসে অতুল পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া থাকে। রতির জীবনের এই পরম সার্থকতার সুযোগ নষ্ট হওয়ায়ই তাঁহার গুরুতর শোকের কারণ ঘটিয়াছে। পঙ্‌ক্তি কয়েকটী কবির উৎকৃষ্ট অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক।

(৪১৭ পঙ্‌ক্তি)

"ভবানীর কনিষ্ঠ তুমি" ইত্যাদি। সতী ও রতি উভয়েই দক্ষ-রাজের কন্যা; সুতরাং সেই সম্পর্কে রতি, শিবের শ্যালী বটে। পূর্ব্ব-বঙ্গে স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিতই ঠাট্টা-বিদ্রূপ চলে, জ্যেষ্ঠার সহিত নহে। এই জন্যেই কবি 'ভবানীর কনিষ্ঠ' ইত্যাদি লিখিয়াছেন। পতি-শোক-কাতরা রতির সহিত এরূপ অসঙ্গত বিদ্রূপ দ্বারা ভবানন্দের সময়ে যে সামাজিক রুচি তেমন উন্নত ছিল না—উহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

(৪২৪-৪২৭ পঙ্‌ক্তি)

"ললাটের চন্দ্র" ইত্যাদি। এই হেঁয়ালীর পঙ্‌ক্তি কয়েক-টীর প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে; পঙ্‌ক্তি-গুলির পাদ-টীকার পাঠ-বিচার-স্থলে আমরা একটা আনুমানিক অর্থ দিয়াছি, উহা দ্রষ্টব্য।

(৬০৭ পঙ্‌ক্তি)

"মনে মন-কলা খায়" ইত্যাদি। মনে মনে ভাবী সুখের চিন্তা ও সেই সুখের রসাস্বাদন করাকে চলিত ভাষায় 'মন-কলা' খাওয়া বলা হয়। শ্রীরাধা প্রথম দর্শনেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হওয়ায়, তাঁহার বর্ণিত প্রগল্‌ভ-তায় মনে অসন্তুষ্ট না হইয়া, মনে মন-কলা খাইতে আর কেবল গৌরব দেখাইবার জন্য মুখে শক্ত কথা বলিতে লাগিলেন। তুলনা করুন—

"ফলে ত ফলে না বঁধু!—মন-কলা খাও মনে মনে।
আঁখির নষ্ট, মনের কষ্ট, ক'বে দুষ্ট পরের ধনে॥

দাশরথির পাঁচালী

(৬২০-৬২১ পঙ্‌ক্তি)

"কমল-কলিকা আমি" ইত্যাদি। শ্রীরাধার কথিত 'কমল-কলিকা আমি', 'একাকিনী নারী', 'পুরুষ ভ্রমর তুমি' ও 'কি বোলিতে পারি?'—এই চারিটী বাক্যেই স্ত্রী-কলা ও হাব-ভাব-সূচক ইঙ্গিত রহিয়াছে। 'কমল-কলিকা আমি'—বাক্যের রূপক-অলঙ্কার দ্বারা নিজের সুন্দরত্ব, রসবত্ব, অনাস্বাদিতত্ব ও তজ্জন্য পরম-বাঞ্ছিতত্ব ব্যঞ্জিত হইতেছে; 'একাকিনী নারী' বাক্যে নিজের অসহায়তা ও কৃপার্হতা প্রকাশের ছলে রস-বিলাসের অপূর্ব্ব সুযোগ ধ্বনিত হইতেছে; 'পুরুষ ভ্রমর তুমি' বাক্যের রূপক ও নিন্দা-চ্ছলে স্তুতি-রূপ "ব্যাজ-স্তুতি" অলঙ্কার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রসজ্ঞতা হেতু অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব পুষ্প-মধু-সংগ্রহে স্বাভাবিক লোলুপতা এবং 'কি বোলিতে পারি?'—বাক্যের দ্বারা নিজের চিত্তের অস্থিরতা হেতু প্রকারান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্রয়-দান ইত্যাদি নানা-ভাব ব্যঞ্জিত হইতেছে। ধ্বনি-পূর্ণ এরূপ অল্প-কথায় অনেক ভাব প্রকাশ করার এরূপ সুন্দর উদাহরণ বাঙ্গালা-সাহিত্যে বড় অধিক দেখা যায় না। 'একাকিনী নারী'—এই বাক্যের সহিত ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীর নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে উক্তি "বাড়ী মোর ঘেরা বটে—থাকি একাকিনী" তুলনীয়।

(৬৭৮ পঙ্‌ক্তি)

"রাধার শরীর যেন" ইত্যাদি। রাধার শরীর প্রেম-বিবশতা হেতু একবারে এলাইয়া পড়িল, (দেখিয়া অজ্ঞ দর্শকের মনে হইল) যেন সূর্য্য (তীব্র উত্তাপ দ্বারা) তাঁহার স্বাভাবিক গতির প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। 'যেন রুন্ধিলেক ভানু'—এই বাক্যের ধ্বনির দ্বারা ইহাও ব্যঞ্জিত হয় যে, শ্রীরাধা যেন বস্তুতই সূর্য্যের উত্তাপে ক্লান্ত হইয়া পথ চলিতে পারিতেছেন না, এরূপ ছল করিয়া, অলস-দেহে অতি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

(৭৮৫-৭৮৬ পঙ্‌ক্তি)

"শ্রবণে কুণ্ডল" ইত্যাদি। এই কুণ্ডল শোভার জন্য স্বর্ণ-রত্নাদির নির্ম্মিত কুণ্ডল নহে; যোগী-সম্প্রদায়ের চিহ্ন-স্বরূপ শঙ্খ প্রভৃতি কোনও সুলভ দ্রব্যের কুণ্ডল কাণে পরা বোধ হয় সে সময়ে প্রচলিত ছিল।

(৯৬৭ পঙ্‌ক্তি)

'নহে তোর প্রেম-যোগ্য' ইত্যাদি। (কৃষ্ণ) তোমার প্রেমের উপযুক্ত পাত্র নহে; কেন না (তুমি) তাঁহার নিকট গৌরবের সম্পর্ক-যুক্ত হইতেছ।

(৯৭১ পঙ্‌ক্তি)

"গরবিত সনে" ইত্যাদি। গৌরবের সম্পর্ক-যুক্ত ব্যক্তির সহিত প্রেম কখনও কর্ত্তব্য নহে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে 'গৌরবিত' বা 'গরবিত' শব্দ 'গর্ব্বিত' অর্থাৎ 'অহঙ্কৃত'-অর্থে ব্যবহৃত হইলেও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা 'গুরু-শ্রেণীর মান্য-জন'-অর্থে সহচর-শব্দ রূপেই ব্যবহৃত দেখা যায়, যথা—

"গুরু-গরবিতে যতেক গঞ্জে।
মণি জ্বলে যেন তিমির-পুঞ্জে ॥"
—জ্ঞানদাস (অ-প-র)

"গুরু-গরবিত নাহি মানে।
নিঝুরে ঝরয়ে দু-নয়ানে ॥"
—যদুনন্দন (অ-প-র)

কখন কখন 'গৌরবিত' বিশেষণ সম্পর্কের প্রতি প্রযোজ্য মনে করিয়া, ঐ সম্পর্কে যে ব্যক্তি লঘু, তাহাকেও 'গৌরবিত' বলা হইয়াছে, যথা,—"পুত্র হনে ভাগিনা না হয় গৌরবিত" (১১২৯ পঙ্‌ক্তি হরিবংশ) এরূপ স্থলে 'গৌরবিত' বা 'গরবিত' শব্দের অর্থ 'গৌরবের' সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ব্যক্তি-দ্বয়ের অন্যতর বুঝিতে হইবে।

(১১৩৯ পঙ্‌ক্তি)

'কেনে হেন" ইত্যাদি। তুমি প্রাণের বড়াইকে কি জন্যে এরূপ অপ্রিয় কথা বলিতেছ? (প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্ম্ম-কারকে প্রায়ই এরূপ বিভক্তির লোপ দেখা যায়; সে জন্যে এরূপ স্থলে কর্ম্ম-কারকের পদ-টীকে কর্ত্তৃপদ বা সম্বোধনের পদ বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে)।

(১২২৫-১২২৬ পঙ্‌ক্তি)

"রাধার মধুর কথা" ইত্যাদি। রাধার তিরস্কার-বাক্যগুলির মধ্যেও তাঁহার হাব-ভাব-পূর্ণ প্রেমভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। 'নিজ পতি ঘরে নাই—বড় ভাগ্য তোর' বাক্যে ভয়-প্রদর্শনের ছলে আশ্বাস-প্রদান, 'নিলজ্জ হইয়া গায়ে হাত দিয়া হাস'বাক্যে অসূয়া-প্রকাশের ছলে নিজের রসিকতার খ্যাপন, 'তুমি হও যুবক জন' ইত্যাদি বাক্যে কেবল লোকে দেখার ভয় প্রকাশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেম করিতে রাধার নৈতিক কোনও আপত্তি না থাকা প্রকাশ পাইয়াছে। রসজ্ঞ নাগর কৃষ্ণের নিকট রাধার প্রেম-সূচক ঐ সকল বাক্য মধুর বোধ হওয়ায়, তিনি 'আনন্দে খল্‌খল্‌ 'করিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাধার উক্তিতে ভবানন্দের উৎকৃষ্ট বর্ণনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

(১২৩২ পঙ্‌ক্তি)

"না বঞ্চিও" ইত্যাদি। মনে অন্য ভাব থাকিলেও বাহিরে বামতা-আচরণ করা স্ত্রী-জাতির স্বভাব বটে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এই বামতাকেই 'স্ত্রী-কলা' (কৃষ্ণকীর্ত্তনের—'তিরী কলা') বলা হইয়াছে। 'না বঞ্চিও' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—স্ত্রী-জাতি-সুলভ কৃত্রিম বামতার বিস্তার করিয়া আমাকে প্রবঞ্চিত করিও না।

(১৩১১ পঙ্‌ক্তি)

"মেনকার সনে" ইত্যাদি। মরীচি মুনির ঔরসে কলা দেবীর গর্ভে কশ্যপ মুনির জন্ম হয়; তিনি দক্ষের অদিতি, দিতি প্রভৃতি সপ্তদশ কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। অদিতির গর্ভে আদিত্য প্রভৃতি দেবগণের ও দিতির গর্ভে দৈত্যগণের জন্ম হয়। কশ্যপ-পত্নী মুনির গর্ভে মেনকা প্রভৃতি স্বর্গ-বিদ্যাধরীদিগের জন্ম হয়। মেনকার গর্ভে বিশ্বমিত্রের ঔরসে যে কন্যা জন্মে, ঐ কন্যা শৈশবে মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কোনও শকুন্ত অর্থাৎ

পক্ষী কর্তৃক রক্ষিত হওয়ায়, উহার নাম শকুন্তলা রাখা হয়। শকুন্তলা কণ্ব মুনি কর্তৃক পালিত হইয়া যৌবনে চন্দ্রবংশীয় দুষ্মন্ত-নামক রাজা কর্তৃক গান্ধর্ব্ব-বিধানে পরিণীতা হন। দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্তের স্মৃতি-বিভ্রম হেতু অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলা পরিত্যক্তা হইলে, মাতা মেনকা কর্তৃক গৃহীত হইয়া মাতামহ কশ্যপ মুনির আশ্রমে অবস্থান করেন। শাপান্ত হইলে দুষ্মন্ত ইন্দ্রের কার্য্যে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া, তথা হইতে প্রত্যাগমন-কালে কশ্যপের আশ্রমে সপুত্র শকুন্তলার সহিত সম্মিলিত হন ও তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। কশ্যপ-আশ্রমে সপুত্র শকুন্তলার সহিত সম্মিলন মহাকবি কালিদাসের "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নাটকের অন্তিম অঙ্কে প্রদর্শিত হইয়াছে। শকুন্তলার উপাখ্যান মহাভারত প্রভৃতিতেও আছে, কিন্তু তাঁহার কশ্যপ-আশ্রমে অবস্থান কালিদাসের নাটক ছাড়া অন্য কোনও গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ভবানন্দ সম্ভবতঃ কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলের বিবরণ অনুসারেই ইহা লিখিয়াছেন।

(১৩৮৫-১৩৮৬ পঙক্তি)

"তোর পয়োধর" ইত্যাদি। পঙক্তি-দ্বয়ে নিম্ন-লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত উদ্ভট-শ্লোকের ভাব গৃহীত হইয়াছে, যথা—

"অপূর্ব্বো দৃশ্যতে বহ্নিঃ কামিনী-কুচ-মণ্ডলে।
দহতি দূরতো গাত্রং হৃদি লগ্নে চ শীতলঃ॥"

(১৫৭০—১৫৭৪ পঙক্তি)

"তুমি সই ভাগ্যবতী" ইত্যাদি। শ্রীরাধাকে সখী শ্রীমতী বলিলেন—সখি! তুমি ভাগ্যবতী, তাই শ্রীকৃষ্ণের মত প্রাণ নাথ পাইয়াছ; দৈব-ঘটনায় তোমার ও আমার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই অর্থাৎ আমরা উভয়ে এক-আত্মা বলিয়া তোমার প্রাণ-নাথ আমারও প্রাণ-নাথ বটে। শ্রীরাধা শ্রীমতীর উক্ত রসিকতার প্রত্যুত্তরে বলিলেন—সখি! এ তোমারই প্রাণেশ্বর অর্থাৎ ইঁহাকে যখন তোমার এত মনে লাগিয়াছে, তখন ইনি তোমারই প্রাণেশ্বর হউন; আমি ইঁহার উপর আমার সকল দাবী পরিত্যাগ করিতেছি, আমাকে মাপ কর; আমি তোমার প্রেমের পথের কণ্টক হইতে চাহি না। শ্রীরাধা ও শ্রীমতী সখীর ইহা একটা হাস্য-কৌতুক হইলেও পরবর্ত্তী ঘটনার উপর ইহার বিশেষ প্রভাব আছে। শ্রীমতী ও শ্রীরাধার এই হাস্য-কৌতুক হইতেই শ্রীরাধার ননদী মহোদা আকার-ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার প্রেমের কথা বুঝিতে পারে ও উহা হইতেই পরবর্ত্তী পালার বর্ণিত শ্রীরাধার লাঞ্ছনার আরম্ভ হয়। তদ্ভিন্ন শ্রীমতীর উক্তি "সজনি সই—এহি নিল নন্দের কোঙর" ইত্যাদি গীত বিশেষতঃ উহার অন্তিম-কলির "তুমি সই ভাগ্যবতী" ইত্যাদি বাক্য হইতেই শ্রীরাধা বুঝিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীরও প্রেম জন্মিয়াছে। অভিন্ন-হৃদয়া সখীর এই প্রেম-পিপাসার চরিতার্থতার জন্য শ্রীরাধা তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা হেতু পরে যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীমতী সখীকে সম্মিলিত করিয়াছিলেন, কবি এখানেই সুকৌশলে সেই পরবর্ত্তী ঘটনার সূত্র-পাত করিয়া, একই সময়ে বহু উদ্দেশ্যের সিদ্ধি করিয়াছেন।

(১৫৮২—১৫৮৭ পঙক্তি)

"তোর পাপে" ইত্যাদি। বাঙ্গালায় একটা চলিত প্রবাদ আছে—"যত দোষ নন্দ ঘোষ"; অর্থাৎ যে আমাদের অপ্রিয় হয়, আমাদের সকল দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কারণ বলিয়া আমরা তাহাকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। মানব-চরিত্রের এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা যে মহোদার ন্যায় একজন অশিক্ষিতা ও অল্প-বুদ্ধি স্ত্রীলোকের চরিত্রে

অধিকতর প্রকট হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়; তাই মহোদা তাহার ভ্রাতার বিধাতৃ-কৃত বিরূপতা, চিরকালের নপুংসকতা, নিজের বিবাহ না হওয়া ও বৃদ্ধা মাতার আশঙ্কিত অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি সকল দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কারণ রাধাকে স্থির করিয়া, সেজন্য তিরস্কার করা খুব স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে। আলোচ্য পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবির মানব-চরিত্র-জ্ঞানের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। বৃদ্ধা মাতার আশঙ্কিত মৃত্যুকে অকাল-মৃত্যু, আয়ানের চির-কালের নপুংসতাকে ব্যাধি, বিধাতৃ-কৃত কুরূপতা ও নিজের বিবাহ না হওয়ার মত দৈব-ঘটনাকে নিরপরাধী রাধার পাতকের ফল বলিয়া গণ্য করার মধ্যে যে মধুর বিদ্রূপ রহিয়াছে, উহা একান্তই উপভোগ্য বটে।

(১৬০৬—১৬০৯ পঙ্‌ক্তি)

"যৌবন-সময়ে" ইত্যাদি। পরবর্ত্তী পালায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বুড়ীর যে শাস্তি-বিধান বর্ণিত হইয়াছে, উহা যে অনুচিত হয় নাই,—তাহা প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যেই কবি সুকৌশলে বুড়ীর চরিত্রে এইরূপ কালিমা-লেপন করিয়াছেন। ভবানন্দের অঙ্কিত বুড়ীর চিত্র বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। উহাতে যৌবনে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভ্রষ্টাচার, বার্দ্ধক্যে পুত্র-বধূর প্রতি অসঙ্গত কঠোরতা ও উৎপীড়ন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শাস্তি প্রদানের পরে প্রাণের ভয়ে বধূর প্রতি উদাসীনতা এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট আশাতীত রত্নাদি পাওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার সম্মিলনের যথা-সাধ্য সহায়তা-সম্পাদন কবির বিশেষ নিপুণতা ও লোক-চরিত্র-জ্ঞানের পরিচায়ক।

(১৬৩৮—১৮৩৯ পঙ্‌ক্তি)

"ধর্ম্মের সম্বন্ধে" ইত্যাদি। আয়ান নপুংসক বলিয়া যদিও তাহার সহিত রাধার যৌন-সম্বন্ধ ঘটে নাই, তথাপি সে রাধাকে শাস্ত্র-মতে বিবাহ করায় রাধা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বুড়ীর পুত্র-বধূ। শ্রীরূপ গোস্বামি-মহোদয়ের প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ-দীপিকা" নামক প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা যায় যে, শ্রীরাধার স্বামী অভিমন্যু (হরিবংশে—'আইমন' কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে—'আইহন', পদ-সাহিত্যে 'আয়ান') যশোদা-দেবীর জ্ঞাতি-ভ্রাতা (cousin), কিন্তু সহোদর ভ্রাতা নহেন। এতদ্ভিন্ন গোস্বামি-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যশোদার গর্ভ-জাত পুত্র। দেবকীর গর্ভে যে চতুর্ভুজ নারায়ণ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নারায়ণ গোকুলে যশোদা-নন্দন দ্বিভুজ কৃষ্ণের দেহে লীন হইয়া গিয়াছিলেন। যে জন্যই হউক, ভবানন্দ এই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত জানিতেন না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার হরিবংশ কাব্যে আয়ানকে যশোদার সহোদর ভ্রাতা বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন, এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের মুখেই বলিয়াছেন—

"দৈবকীর ঘরে জন্ম কহিলুঁ স্বরূপ।
বসুদেব বাপ মোর—নহে কোন গোপ॥"
যশোদাও মাও নহে শুন কহি আমি।
আইমন মাতুল নহে—তুমি নহ মামী॥"

৩০৪৯—৩০৫২ পঙ্‌ক্তি

বলা বাহুল্য যে, এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত-পক্ষে যশোদা-নন্দন না হওয়ায়, যশোদার ভ্রাতৃ-বধূ রাধা অথবা ভগিনী মহোদার সহিত শ্রীকৃষ্ণ যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন করিলেও উহা লৌকিক-দৃষ্টিতেও অগম্যা-গমন (incestuous sexual intercourse) বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে গোস্বামীদিগের মতে আয়ান যশোদার জ্ঞাতি-ভ্রাতা (cousin) হইলেও উক্ত-মতে শ্রীকৃষ্ণ যশোদা-নন্দন বলিয়া শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যৌন-সম্বন্ধ লৌকিক দৃষ্টিতে অগম্যা-গমন রূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। পাঠকগণ ভবানন্দের মতের এই বিশেষত্ব-টী স্মরণ রাখিবেন; নতুবা পরবর্ত্তী পালায় বর্ণিত ঘটনা নিতান্তই অসঙ্গত মনে হইবে।

(১৮২১ পঙক্তি)

"মহোদা ননদী" ইত্যাদি। শ্রীরাধার উক্তির ব্যঞ্জনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মহোদা মেয়ে-টী মোটের উপর মন্দ ছিল না; 'বর্ব্বরতা' অর্থাৎ শিক্ষার অভাব-জনিত নির্ব্বুদ্ধিতাই তাহার এক-মাত্র দোষ। চরিত্র-গঠনের অন্যান্য উপায় হইতেও লোকের পক্ষে—বিশেষতঃ একটী নব-যৌবনা স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রেমের শিক্ষা-দায়িনী শক্তি কত অধিক, তাহা মানব-চরিত্রে পারদর্শী কবির অজ্ঞাত ছিল না; আর সেই প্রাচীন যুগে পুরুষের বহু-পত্নীকতার একান্ত প্রাদুর্ভাব-কালে শ্রীরাধার মত বুদ্ধিমতী ত্যাগ-শীলা রমণীর এ বিষয়ে উদারতাও যে অনেক অধিক ছিল, উহা সুধী পাঠক প্রাচীন-কালের 'খুল্লনা' প্রভৃতি নায়িকাদিগের দৃষ্টান্তে সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন, সুতরাং আধুনিক সমাজের হিসাবে বিসদৃশ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস-সম্পন্না শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে কৃপা করিয়া নির্ব্বোধ ননদী-টীর জ্ঞান-সঞ্চার ও নিজের কণ্টক-নিবারণের জন্য পরবর্ত্তী পঙক্তি-গুলির বর্ণিত প্রস্তাব করা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। শ্রীরাধার এক-মাত্র সন্দেহ, যদি কৃষ্ণ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হন; তাই শ্রীকৃষ্ণের লালসা উদ্দীপিত করার জন্য তিনি নিজের অনুরোধটা জানাইয়াও পরে আবার বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—"পরম সুন্দরী শ্যামা—নব যুবা কান"। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে শ্রীরাধা শুধু নিজের কণ্টক দূর করার জন্য ব্রজের সকল যুবতী গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যৌন সম্বন্ধ ঘটাইয়াছিলেন বলিয়া "শ্রীবৃন্দাবন খণ্ডে" বর্ণিত হইয়াছে। ভবানন্দের শ্রীরাধায় ননদীর জন্য সদয় সমবেদনাই কণ্টকোদ্ধার-চেষ্টা অপেক্ষাও অধিক প্রকট হইয়াছে। অতঃপর হরিবংশ-কাব্যের শেষ পর্য্যন্ত কবি মহোদার চরিত্র অতি মধুর-ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। মহোদা অতঃপর শ্রীরাধার অপর প্রিয়-সখী শ্রীমতীর ন্যায়ই শ্রীরাধার সমস্ত সুখ-দুঃখের সম্পূর্ণ সহভাগিনী হইয়া, তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ ও মনোহরণ করিয়াছেন।

(২৮২৪—২৮২৬ পঙক্তি)

"বোলিল কশ্যপাত্মজ" ইত্যাদি। কশ্যপ-পুত্র অর্থাৎ ইন্দ্র বলিলেন যে, ঐরাবত আমার বশীভূত নহে,—সে নিজে স্বাধীন। তুমি আমাকে যেরূপ স্তব করিয়াছ, ঐরাবতকে উহার দ্বিগুণ স্তব করিবে। উচ্চ-পদস্থ কোনও ব্যক্তিকে প্রসন্ন করা অপেক্ষা তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিকে প্রসন্ন করা প্রায়শই কঠিন হইয়া থাকে; কেন না, অধীনস্থ লোকেরা স্বভাবতঃ প্রভুর ন্যায় উদার হইতে পারেন না এবং তাঁহাদিগকে প্রায়ই নিজেদের প্রভুত্ব দেখাইয়া বাহাদুরী লইতে যত্নবান্ দেখা যায়। এজন্য তাঁহাদিগের কাহাকেও প্রসন্ন করিতে হইলে দ্বিগুণ সাধ্য-সাধনা আবশ্যক। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবতের সম্বন্ধে ধারণা যে নিতান্ত সত্য, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনায় প্রমাণিত হইয়াছে। কবি দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে এই মধুর বিদ্রূপ-পূর্ণ উক্তিটী দিয়া নিজের অসাধারণ লোক-চরিত্র-জ্ঞান ও বিদ্রূপ-কুশলতার পরিচয় দ্বারা সুকৌশলে পাঠককে পরবর্ত্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ইন্দ্রের স্পষ্ট আদেশে ঐরাবত ভগীরথের সাহায্যে গিয়াছিল—এরূপ বর্ণিত হইলে, উহার ফলে ইন্দ্রকেই ভগীরথের নিকট বিশেষ অপ্রতিভ ও অপদস্থ হইতে হইত। কবির সূক্ষ্মদর্শিতার প্রভাবে তিনি সকল দিক্ রক্ষা করিয়া উচ্চ-অঙ্গের কল্পনা ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

(৩১১৩—৩১১৪ পঙক্তি)

"গঙ্গা বোলে" ইত্যাদি। গঙ্গার উক্তি কবি ভবানন্দের বিদ্রূপ-কুশলতার আর একটী সুন্দর উদাহরণ। বলা বাহুল্য যে, এই অল্পাক্ষর মিষ্ট বিদ্রূপোক্তিতে দাম্ভিক ঐরাবতের যে তিরস্কার হইয়াছে, কোনও কঠোর ভৎর্সনা দ্বারাই সে উদ্দেশ্য সেরূপ সুসিদ্ধ হইত না।

(৩৩০১—৩৩০৪ পঙ্ক্তি)

"দেখাইয়া মৃগের পদ" ইত্যাদি। পূর্ব্ব-বঙ্গের অনেক স্থানে স্ত্রী-লোকে 'পাটাই-চণ্ডী'র ব্রত করেন। ব্রত-কথায় আছে যে, এক ব্রাহ্মণ-গৃহিণী বাড়ীতে ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্তে রন্ধন করা মৃগ মাংস লোভ হেতু সমস্ত নিজে আহার করিয়া, পরে ভক্ষ্য-মাংসের অভাবে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে গো-শাবকের মাংস রন্ধন করিয়া ভোজন করায় এবং তাঁহাদিগের প্রত্যয়ের জন্য মৃগের ক্ষুর প্রদর্শিত করে। এই গুরুতর পাপে সেই ব্রাহ্মণ-গৃহিণী বহু দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করার পরে, পাটাই-চণ্ডীর ব্রত করিয়া দেবীর কৃপায় দুঃখদুর্দ্দশা হইতে অব্যাহতি লাভ করে। পাটাই-চণ্ডীর ব্রতে পূজায় মৎস্যমাংসাদির ভোগ দেওয়ার রীতি আছে। রাধার বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত ব্রত-কথায় ব্রাহ্মণ-গৃহিণী যেমন মৃগের পদ অর্থাৎ ক্ষুর দেখাইয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া নিরীহ-ব্রাহ্মণদিগকে গো-মাংস ভক্ষণ করাইয়া, তাঁহাদিগের জাতি-নাশ করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণও সেরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া আগে প্রেম দেখাইয়া রাধার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। এখন তাঁহার 'শিবের সিন্দুর' অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সৌভাগ্যের প্রধান চিহ্ন সিঁথির সিন্দুর অপর নায়িকায় লইয়াছে; অর্থাৎ তিনি পতি-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং কেবল 'কলঙ্কিনী'-নামের জন্তই বাঁচিয়া আছেন।

(৩৩০৫—৩৩০৮ পঙ্ক্তি)

"বনে থাকে কুরঙ্গিন" ইত্যাদি। কুরঙ্গিণী বনে থাকে, কাহারও কোন ধার ধারে না; কিন্তু সে যেমন লোকদিগকে নিজের মাংস ভোজনের জন্য দান করিয়া জগতের সমস্ত লোকের শত্রু হইয়াছে, অর্থাৎ লোকে মাংসের জন্ত উহাকে বধ করিয়া থাকে, সেইরূপ রাধাও স্বেচ্ছায় তাঁহার যৌবন দান করিয়া জাতি-নাশ করিয়াছেন, গৃহে বসতি করার পথ হারাইয়াছেন এবং পরিশেষে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছেন।

(৩৩২৫ পঙ্ক্তি)

"অবলা রাধারে কর ক্ষেমা"—বাক্যের অর্থ—তোমার অজুহাত আমি স্বীকার করিতে পারি না; সুতরাং তুমি আমার এই ধৃষ্টতা মাপ করিও। কেন যে, রাধা শ্রীকৃষ্ণের অজুহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাঁ, তাহা পরবর্ত্তী কলিগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। লোকে জানাজানি হইলে লজ্জার কারণ হইবে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ জ্যোৎস্নায় না আসার কারণ দেখাইয়াছেন। রাধা উহার উত্তরে বলিতেছেন, "নিশি-দিন পায়ে ধরি" ইত্যাদি। অর্থাৎ যখন প্রেমের অঙ্কুর হয়, তখন লোকে জানাজানি হইবে বলিয়া শ্রীরাধা দিবা-রাত্র শ্রীকৃষ্ণের পায়ে ধরিয়া কত সাধ্য-সাধনা করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উহার প্রতি দৃক্-পাত না করিয়া নিষেধ করা সত্ত্বেও প্রেমের জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়া রাধার সঙ্গে নিজেও কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন; এখন নৌকা ডুবাইয়া দিয়া জল সেঁচিলে কি ফল হইবে?

(৩৩৪১—৩৩৪৪ পঙ্ক্তি)

"আন্ধিয়ারা নিশা-ভাগ" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ পথে হিংস্র-জন্তুর ভয় ইত্যাদির যদিও ওজর দেখান নাই,—তথাপি উহারও ওজর দিলে দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া, রাধা তীব্র বিদ্রূপের সহিত কহিতেছেন যে, কথা কহিবার লক্ষ্য অনেকই পাওয়া যায়। (ইহাই না বল কেন?) অন্ধকার রাত্রি, হাতে হাতে বাঘ ফিরিতেছে,—পথে কুশ-কণ্টক ও কর্দ্দম; হাতে শর ও ধনু নাই,—শরীরখানাও ননীর মত কোমল—ইহাতে কি করিয়া আসা যায়? সুতরাং অভাগিনী রাধার কলঙ্কই সার করিতে হইবে। কবি আলোচ্য পঙ্ক্তিগুলিতে অল্প কথায় যে তীব্র বিদ্রূপ ব্যঞ্জিত করিয়াছেন, উহার দৃষ্টান্ত-স্থল বঙ্গ সাহিত্যে নিতান্ত বিরল। এখানে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, ভয়ের কল্পিত

কারণ-গুলির মধ্যে কর্দ্দম হইতে কুশ-কণ্টক অনেক গুরু এবং কুশ-কণ্টক হইতে ব্যাঘ্র আরও গুরু হওয়া সত্ত্বেও রাধা আগে বাঘ, পরে তুচ্ছতর কুশ-কণ্টক ও সর্ব্ব-শেষে তুচ্ছতম কর্দ্দমের উল্লেখ করায়, এখানে পতৎপ্রকর্ষ (Anti-climax) ঘটিয়াছে। আন্তরিকতা-পূর্ণ রস-রচনায় ক্রমোৎকর্ষ (Climax) রচনার একটা বিশেষ গুণ ও পতৎপ্রকর্ষ (Anti-climax) রচনার বিশেষ দোষ হইলেও, এরূপ বিদ্রূপ-পূর্ণ রচনায় সেই পতৎপ্রকর্ষই চমৎকার গুণ হইয়া পড়িয়াছে; কেন না বাক্যের ক্রমোৎকর্ষ যেমন আন্তরিকতার সূচক, বাক্যের পতৎপ্রকর্ষও তেমন উহার অসারতা ও হাস্যাস্পদতার সূচক বটে। এখানে উক্ত পতৎপ্রকর্ষের দ্বারা শ্রীরাধার মনোগত ভাব ইহাও ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, রাজ-পথের মধ্যে বাঘ থাকার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত ও কুশ-কণ্টক থাকাও অনেকটা অসম্ভব বলিয়া, শেষে বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণকে তুচ্ছতম কর্দ্দমের অজুহাতই দিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায়, এরূপ দুই-একটা কবিতাই ভবানন্দের উচ্চ-অঙ্গের কবিত্ব ও রচনা-শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

(৩৩৫৬—৩৩৫৯ পঙ্‌ক্তি)

"ধারা-বরিষণে" ইত্যাদি। বাক্য-গুলিতে অনেক কথা উহ্য রহিয়াছে, রাধা বলিতেছেন যে, বৃষ্টি-পাতের সময়ে ও তীব্র সূর্য্যের তাপে পক্ষীতেও বাসা ছাড়িয়া যায় না। (কিন্তু তিনি উহার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে সুদূর সঙ্কেত-কুঞ্জে অভিসারে গমন করিয়াছেন;) তিনি তাঁহার দুঃসাহসিক কার্য্যের অশুভ পরিণাম গণনা করেন নাই, এবং তাঁহার দারুণ মনের এতই দুরাশা যে, তিনি কৃষ্ণকে নিজের প্রাণ হইতে ভিন্ন মনে করেন নাই (কিন্তু অদৃষ্টের শোচনীয় পরিণামে কৃষ্ণ আজি তাঁহাকে ভুলিয়াছেন)।

(৩৩৮০ পঙ্‌ক্তি)

"নিঃশ্বাস ছাড়িতে" ইত্যাদি। এই পঙ্‌ক্তির অর্থ ইহা নহে যে, গৃহ-কার্য্যে একান্ত ব্যাপৃত বলিয়া, রাধা নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ পান না। রাধা একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেও তাঁহার দোষ-দর্শিনী শাশুড়ী মনে করে যে, রাধা তাহার প্রাণ-বন্ধুর জন্য দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিতেছে এবং উহা লইয়াই তাহাকে কত মন্দ বলে। এজন্যই রাধা বলিতেছেন যে, ঘরে নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবসর অর্থাৎ সুযোগ নাই। তুলনা করুন—

"স্বামী নিঃশ্বসিতেঽপ্যসূয়তি মনোজিঘ্রঃ সপত্নীজনঃ"

সা-দ ৩য় পঃ

"নিঃশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥"

চণ্ডীদাস

(৩৫১৫ পঙ্‌ক্তি)

"কহিব কুমারে" ইত্যাদি। কুমারে অর্থাৎ রাজ-পুত্রে (মনের দ্বৈধ অর্থাৎ সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত) মনে যত লয়, তত কথা (আমার নিকট) কহিবেন।

(৩৬৮৭—৩৬৮৮ পঙ্‌ক্তি)

"কিছু না বোলিল" ইত্যাদি। চোর ধরার এই অপূর্ব্ব কৌশল মানব-চরিত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন কবির পক্ষেই সম্ভবপর বটে। মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়রের সুপ্রসিদ্ধ "মার্চ্চেন্ট্ অব্ ভিনিস" নাটকের নায়িকা পোর্শিয়া পণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পাণি-প্রার্থী যুবকদিগের মধ্য যে ব্যক্তি কতকগুলি কৌটার মধ্য হইতে গুপ্ত-রত্ন-বিশিষ্ট কৌটা-টীর নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, পোর্শিয়া তাঁহাকেই পতি-রূপে বরণ করিবেন। কৌটা-গুলির মধ্যে কয়েকটা

বেশ সুদৃশ্য ও মূল্যবান্ ও একটা কৌটা বহিঃ-সৌন্দর্য্য-হীন ও অল্প-মূল্যের ছিল। ব্যাসিনিও ছাড়া পোর্শিয়ার পাণি-প্রার্থী অন্যান্য সকল যুবকেই অল্প-মূল্য কুদৃশ্য কৌটার মধ্যে একটা মহামূল্য রত্ন রক্ষিত হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া, সুদৃশ্য ও মূল্যবান্ কৌটা-গুলি নির্ব্বাচিত করিয়া বিফল-মনোরথ হয়েন; কিন্তু জগতে প্রায়শই কুরূপ আধারে উৎকৃষ্ট গুণ অন্তর্নিহিত থাকে বিবেচনায়, ব্যাসিনি ও কুরূপ অল্প-মূল্যের কৌটাটীরই নির্দ্দেশ করেন। পোর্শিয়া ইহাতে ব্যাসিনিওর সদ্বিবেচনা ও লোক-চরিত্রজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করেন। আমাদের আলোচ্য উপাখ্যানের রাজকন্যাও শুধু নিজের তীক্ষ্ণ প্রতিভার বলেই কোতোয়াল-পুত্রের

'একে স্ত্রী-রত্ন আরে রত্ন-অভরণ।
হেন নিধি ছাড়ে চোরে—বোলি এ কারণ॥'

ও "বিধি বক্র হৈলে যায় গাঁঠিক মাণিক"—এই অনুশোচনা-সূচক মন্তব্য হইতেই বুঝিতে পারেন যে, সে পারৎ-পক্ষে সুলভ স্ত্রী-রত্ন ও মাণিক্য পরিত্যাগ করিয়া বোকা বনিতে রাজি নহে; সুতরাং তাহার প্রগল্‌ভতা বিশেষতঃ অনুশোচনা-সূচক চোরের ধর্ম্মজ্ঞানের প্রশংসা দ্বারাই প্রতিভা-শালিনী রাজ-কন্যা নিশ্চিত বুঝিতে পারেন যে, এই ব্যক্তিই তাহার বন্ধুর মাণিক্য চুরি করিয়াছে এবং স্ত্রী-রত্নের লোভ দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে সেই মাণিক্য সহজেই আদায় করা যাইতে পারিবে। ভবানন্দ তাঁহার এই গল্পের উপকরণ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন জানা যায় নাই। যদি তিনি অন্য কোনও গ্রন্থ হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি যে ভাবে এখানে রাজ-কন্যার চরিত্র ফুটাইয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর কবির অনুপযুক্ত নহে। রাজ-কন্যার বর্ণিত উপাখ্যান বেতাল-পঞ্চবিংশতির একটা প্রসিদ্ধ গল্প বটে; কিন্তু সেই গল্প-টার সাহায্যে চোর ধরার এই অপূর্ব্ব কৌশল ভবানন্দের নিজস্ব কল্পনা। প্রতিভাশালী কবি তুচ্ছ উপকরণ হইতেও কিরূপ সুকৌশলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারেন, ইহা তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

(৩৭০৭—৩৭০৮ পঙ্‌ক্তি)

"আর পঞ্চ মাণিক্য" ইত্যাদি। রাজ-কন্যা কেবল কোতোয়াল-পুত্রকে চোর ধরিয়া ও তাহার নিকট হইতে চুরি করা মাণিক্য পাঁচ-টী আদায় করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তিনি রাজ-পুত্রকে মাণিক্য ফিরাইয়া দেওয়ার সময়ে তাঁহার সততা পরীক্ষা করারও একটা কৌশল করিয়াছেন। তিনি কোতোয়াল পুত্রের প্রদত্ত মাণিক্যগুলি নিজের কাছে রাখিয়া রাজ-ভাণ্ডার হইতে অপর পাঁচ-টী মাণিক্য লইয়া রাজ-পুত্রের সম্মুখে রাখেন। রাজ-পুত্র যদি ধূর্ত. মিথ্যা-বাদী ও ধন-লোভী হইতেন, তাহা হইলে সেই মাণিক্য-গুলি নিশ্চিতই তাঁহার—এ কথা না বলিলেও সেগুলি তাঁহার অপহৃত মাণিক্য বলিয়াই মনে হয়, অন্ততঃ এ কথা না বলিয়া ছাড়িতেন না; তিনি নিজে নিজের রত্ন চিনিতে পারেন না বলিলেও তদ্দ্বারা তাঁহার সূক্ষ্ম-দর্শিতার অভাবই প্রমাণিত হইত। কিন্তু তিনি সেই রত্নগুলি তাঁহার নহে বলিয়া ফিরাইয়া দেওয়ায়, তাঁহার সত্য-বাদিতা নির্লোভতা ও সূক্ষ্ম-দর্শিতা প্রমাণিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি কোতোয়াল-পুত্রের প্রদত্ত রত্ন-গুলি তাঁহার নিজের বলিয়া সেনাক্ত করিলে, রাজ-কন্যার পক্ষে তাঁহার সত্য-বাদিতায় ও সূক্ষ্ম-দর্শিতায় সন্দেহ করার কোনও কারণই দেখা যায় নাই।

(৪১৯৬ পঙ্‌ক্তি)

"অবলা কি হইব" ইত্যাদি। ওহে কদম্ব-তরু! পূর্ব্ব-বর্ণিত রূপে তুমি কৃষ্ণকে আদর সোহাগ কর বলিয়া অবলা রাধা কি (তোমার প্রতি ঈর্ষা-যুক্ত হইয়া) মানিনী হইবে? (শ্রীরাধার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, কদম্ব-

তরুকে ঈর্ষা করিয়া কোনও ফল নাই, তিনি কেবল কদম্বের সৌভাগ্যের প্রশংসা করেন, ('ভাগ্য তোর কহনে না যায়'—৪২০৭ পঙ্‌ক্তি)

(৪২৯৪—৪২৯৫ পঙ্‌ক্তি)

"নিকড়িয়া" ইত্যাদি। শ্রীরাধার এই সকরুণ বিদ্রূপ-উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিদ্রূপ শুনিয়া লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে চাঁপা-ফুল ফেলিয়া মারার জন্য যদি কদম্ব-বৃক্ষ হইতে অবতরণ করেন, তাহা হইলে তিনি দৃষ্টি-গোচর হইবেন এবং রাধার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। বলা বাহুল্য যে, সুলভ কদম্ব-ফুল হইতে দুষ্প্রাপ্য চাঁপা-ফুল খোপায় পরার উপযোগী ও অধিক সুগন্ধি বলিয়া স্ত্রীলোকের অধিক প্রিয় হইলেও এখানে চাঁপা-ফুলের জন্য শ্রীরাধার কোনও আগ্রহ ছিল না এবং সেজন্য ইহা বলাও হয় নাই। "হোর দেখ" (অর্থাৎ—এই দেখ) বাক্যের ধ্বনি এই যে, চাঁপা-ফুলের গাছ নিকটেই আছে, সে জন্যে কৃষ্ণকে কষ্ট স্বীকার করিয়া দূরে যাইতে হইবে না এবং "চাঁপা-ফুল কোথায় পাইব?"—এ রকম ওজরও খাটিবে না। এ রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথার এরূপ সার্থকতা উচ্চ অঙ্গের স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক বটে। ভবানন্দের কাব্যে এরূপ চমৎকার ধ্বনি-পূর্ণ শ্লোক ও শ্লোকাংশের অভাব নাই।

(৪৩২২—৪৩২৩ পঙ্‌ক্তি)

"কনিষ্ঠের বনিতা" ইত্যাদি। পরাশর-মুনির ঔরসে দাস-রাজের অনূঢ়া কন্যা মৎস্যগন্ধা'র গর্ভে ব্যাস দেবের জন্ম হয়। ইহার পরে সত্যবতী-নাম-ধারিণী সেই ব্যাস-জননীকে চন্দ্রবংশীয় শান্তনু রাজা বিবাহ করিয়া, তাঁহার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক পুত্র-দ্বয় উৎপন্ন করেন। জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদের অকাল-মৃত্যুর পরে কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হেতু যক্ষ্মা-রোগ-গ্রস্ত হইয়া পুত্রোৎপাদনে অক্ষম হইলে, তাঁহার বৈপিত্র-ভ্রাতা ব্যাস দেব তৎকালের প্রচলিত নিয়োগ-ধর্ম্ম-মূলক সামাজিক প্রথা-অনুসারে বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী অম্বালিকার গর্ভে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু-নামক ক্ষেত্রজ পুত্র-দ্বয় উৎপন্ন করেন। বিচিত্রবীর্য্য ব্যাসের বৈপিত্র ভ্রাতা; ইহা লক্ষ্য করিয়াই রাধা বলিয়াছেন "কনিষ্ঠের বনিতা লজ্জিল ব্যাস-দেবে।" অম্বালিকা উক্ত পুত্র-দ্বয় জন্ম-গ্রহণ করার পরে তৃতীয় নিয়োগের সময়ে নিজে ব্যাসের নিকটে না যাইয়া গোপনে নিজ-দাসীকে প্রেরণ করেন, সেই দাসীর গর্ভেই ব্যাসের ঔরসে পরম-ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত বিদুরের জন্ম হয়, ইঁহাকে লইয়াই আলোচ্য শ্লোকে 'তান তিন পুত্র দেখ ত্রিভুবনে সেবে' বলা হইয়াছে।

(৪৩২৪—৪৩২৫ পঙ্‌ক্তি)

"মধ্যম পাণ্ডুর স্ত্রী" ইত্যাদি। কুন্তীর অনূঢ়া-অবস্থায় তাঁহার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে কানীন-পুত্র কর্ণের জন্ম হওয়ায় কুন্তী লোক-লজ্জার ভয়ে জন্ম-মাত্রেই সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করেন, পরে তিনি পাণ্ডু কর্ত্তৃক পরিণীতা হইলে মৃগরূপী মুনির শাপে পাণ্ডু কুন্তীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ হইলে, তাঁহার অনুমতি ক্রমে কুন্তী ধর্ম্ম-রাজ অর্থাৎ যম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের দ্বারা যথা-ক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল-সহদেব নামক যমজ পুত্র-দ্বয় অর্থাৎ কর্ণকে লইয়া ছয় পুত্র উৎপন্ন করেন। বস্তুতঃ অশ্বিনী-কুমার-দ্বয় কুন্তীর গর্ভে নকুল ও সহদেবকে উৎপন্ন করেন নাই। কুন্তীর সপত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের ঔরসে তাঁহাদিগের জন্ম হইয়াছে বলিয়া আদি পর্ব্বের ৯৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। কবি অপ্রনিধানে এইরূপ ভুল করিয়াছেন। মাদ্রী পূর্ব্বেই সহমৃতা হওয়ায় শ্রীরাধার পক্ষে এরূপ ভুল করা স্বাভাবিক বলিয়াই পণ্ডিত কবি ইচ্ছা পূর্ব্বক এই ভুল করিয়াছেন কি?

(৪৩৩৬—৪৩৩৭ পঙ্‌ক্তি)

"বাপ পুত্র খুড়া ভাই" ইত্যাদি। ৪৩২৪—৪৩২৫ পঙ্‌ক্তির টীকার শেষের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। 'বাপ' শব্দ দ্বারা এখানে সূর্য্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সূর্য্যের পুত্র যম; যমের খুড়া কশ্যপের অপর পুত্র পবন ও ইন্দ্র।

অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ও সূর্য্যের পুত্র, সুতরাং যমের ভ্রাতা; অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের মধ্যে আবার এক-জন বড় ভাই, এক-জন ছোট ভাই; সুতরাং রাধার বিদ্রূপ-বাক্য 'বাপ পুত্র খুড়া' ইত্যাদি অযথার্থ নহে। কুন্তীর সহিত কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ করিতে না পারিলে, কুন্তীর কলঙ্কে কৃষ্ণের কিছু আসে যায় না; কুন্তী যে যদুবংশের কন্যা এবং সম্পর্কে কৃষ্ণের পিসী—এই প্রসিদ্ধ কথা রাধার মত সুচতুরা নারীর অবিদিত না থাকিলেও রাধা এখানে রগড় করিয়া নিজের অজ্ঞতা খ্যাপন দ্বারা কৃষ্ণকে অপ্রতিভ ও নিরুত্তর করার উদ্দেশ্যেই "শুনিয়াছি কুন্তী" ইত্যাদি সুকৌশলময় বিদ্রূপবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ বিদ্রূপ আধুনিক উন্নত-রুচি-বিরুদ্ধ হইলেও প্রাচীন-সমাজের অমার্জ্জিত সামাজিক রুচির পরিচায়ক এবং অল্পাক্ষরে বিদ্রূপের তীব্রতায় বাঙ্গালা-সাহিত্যে অতুলনীয় বলিলেও বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের যে বিদ্রূপের উত্তরে রাধা এই কথা বলিয়াছেন উহাও সুরুচি-সঙ্গত নহে; সুতরাং রাধার এই তীব্র বিদ্রূপকে অবশ্যই মুখের মত জবাব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

(৪৪০৬—৪৪১০ পঙ্‌ক্তি)

"ইন্দু ভালে অদভুত" ইত্যাদি। ললাটে অদ্ভুত চন্দ্র অর্থাৎ শ্বেত-চন্দনের ফোঁটা; তাহাতে দুইটী দিন-মণি-সুতের অর্থাৎ কর্ণের মূলে অদিতির সুত অর্থাৎ মণি-কুণ্ডল-রূপী সূর্য্য (শোভা পাইতেছে)। অরুণের (সূর্য্যের) অর্দ্ধের অর্দ্ধ অর্থাৎ অরুণের আধ-খণ্ডকে চন্দ্র-কলার আকারে আধ-খণ্ড করিলে যেরূপ আকার হয়, সেইরূপ আকার-যুক্ত খণ্ডে অর্থাৎ বঙ্কিম অধরে বংশীর ধ্বনি, যাহা শুনিয়া মন মোহিত হয়।

(৪৪১২—৪৪১৩ পঙ্‌ক্তি)

"রাম সিন্ধুরে পুরি" ইত্যাদি। দশরথ-পুত্র রাম, পরশুরাম, ও বল-রাম—এই তিন রামের প্রসিদ্ধি হেতু 'রাম' শব্দে ৩ সংখ্যা বুঝায়; সেইরূপ ক্ষীর, লবণ ইত্যাদি সপ্ত সাগরের প্রসিদ্ধি হেতু 'সিন্ধু' বা 'সাগর' শব্দে ৭ সংখ্যা বুঝায়; ৩ সংখ্যাকে ৭ সংখ্যা দ্বারা পূরণ করিলে ২১ হয়; উহা হইতে সিন্ধু-সুত (চন্দ্র) অর্থাৎ ১ সংখ্যা বর্জ্জন করিলে যে ২০ সংখ্যা পাওয়া যায়,—শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ও পদে সেই-পরিমাণ চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রাকার শুভ্র ও উজ্জ্বল নখ আছে। প্রাচীনকালের ভাষা-কবি বিদ্যাপতি, সুরদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির ন্যায় শ্রেষ্ঠ কবিগণও এই জাতীয় সংখ্যা-ঘটিত হেঁয়ালী লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই; সুতরাং ভবানন্দের এইরূপ অযোগ্য রচনায় বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই।

(৪৪১২ -পঙ্‌ক্তি)

"খগেন্দ্র ডাকে" ইত্যাদি। 'খগেন্দ্র' শব্দে সাধারণতঃ পক্ষি-রাজ গরুড়কে বুঝাইলেও এখানে বোধ হয় কবি 'খগেন্দ্র' শব্দের দ্বারা সুমধুর ধ্বনিকারী পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'কোকিল'-পক্ষীকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনা হয় যে, এখানে রসেন্দ্র' শব্দে কবি 'রসেন্দ্রিয়' অর্থাৎ জিহ্বা ও ওষ্ঠাধর লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইন্দ্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে উহার অপভ্রংশ 'ইন্দ্র' শব্দের ব্যবহার বিরল নহে। রসেন্দ্রিয়ের জিহ্বা ও ওষ্ঠাধরই যথাক্রমে ভিতরের ও বাহিরের যন্ত্র বটে। বংশী-বাদনেও জিহ্বা ও ওষ্ঠাধরের চালন আবশ্যক। সুতরাং 'খগেন্দ্র ডাকে' ইত্যাদি হেঁয়ালি বাক্যের অর্থ এই যে রসেন্দ্রিয়ের সান (স্বন) অর্থাৎ ফুৎকারে কোকিল ডাকিতেছে অর্থাৎ কোকিলের কল-ধ্বনির মত বংশী ধ্বনির উদ্গম হইতেছে। তুলনা করুন—

"খগেন্দ্র নিকটে বসি রসেন্দ্র বাজায় বাঁশী
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়।
কুন্তীর নন্দন-মূলে কশ্যপ-নন্দন দোলে
মনমথ মন মথ তায়॥"

জ্ঞানদাস।

জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত শ্লোকে 'খগেন্দ্র' শব্দে গরুড় অর্থাৎ গরুড়বৎ উন্নত নাসা বুঝিতে হইবে। সেখানে 'রসেন্দ্র' শব্দের উপরে ব্যাখ্যাত 'রসেন্দ্রিয়' ছাড়া অন্য কোন অর্থই হইতে পারে না; কিন্তু এখানে 'রসেন্দ্র' শব্দের অর্থ রসের (আনন্দের) ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আনন্দ-স্বরূপ বংশী করিলেও করা যাইতে পারে। তাহা হইলে, উক্ত বাক্যের অর্থ হইবে—(কৃষ্ণের) শ্রেষ্ঠ আনন্দ-স্বরূপ বংশীর নাদে কোকিল ডাকিতেছে।

(৪৪৩ পঙ্‌ক্তি)

"রম্ভার মঞ্জরী" ইত্যাদি। নিশ্চলতার উপমা দিতে যাইয়া এখানে এবং ৫৭৮৫ পঙ্‌ক্তিতে কবি 'রম্ভার মঞ্জরী' ও 'চিত্রের পুতলী'—এই দুইটী উপমানের উল্লেখ করিয়াছেন। চিত্রের পুত্তলিকা যে স্বভাবতই নিশ্চল তাহা বলা বাহুল্য। রম্ভার মঞ্জরী অর্থাৎ কলা গাছের মোচারও বৃন্তটা স্থূল ও শক্ত বলিয়া বাতাসে নড়ে চড়ে না; সুতরাং নিশ্চলতার সুন্দর উপমাস্থল বটে। উপমার নূতনত্ব উল্লেখ-যোগ্য।

(৪৪৪০ পঙ্‌ক্তি)

"প্রেম-জ্বালা" ইত্যাদি। শ্রীরাধার এই বাক্যের অর্থ ইহাই মনে হয় যে, বিরহ-জ্বালায় যমুনার জল রাধার পক্ষে ছিদ্রের অর্থাৎ বক্ষঃস্থলের অনাবরণ রূপ দোষের (গোপনের জন্য) কাঁচুলি স্বরূপ হইয়াছে। অর্থাৎ স্ত্রীলোকে যেমন কাঁচুলি পরিয়া লজ্জা রক্ষা করে, রাধাও তেমনি যমুনার জল আনার ছল করিয়া যমুনা-তীরে অভিসার রূপ দূষণীয় কার্য্যের গোপন করিয়া থাকেন। কিন্তু গোপন করিলে কি হইবে? উহাতেও যে বিপদ আছে, কবি পরবর্ত্তী শ্লোকে উহা বর্ণিত করিয়াছেন।

(৪৪৪১—৪৪৪২ পঙ্‌ক্তি)

"তরঙ্গ-কুসুম শর" ইত্যাদি। যমুনার তরঙ্গের ঊর্দ্ধে উন্নত মৃণালে অবস্থিত কুসুম অর্থাৎ নীলোৎপল পদ্ম প্রভৃতি জলজ-পুষ্প (কন্দর্পের) শর-স্বরূপ এবং উহার অধর (নিম্ন-স্থল) অর্থাৎ তরঙ্গের ধনুর আকার বিশিষ্ট শিরোভাগ কন্দর্পের ধনু-স্বরূপ হইল। সেই পুষ্প-বাণেও অবলা রাধার দেহ লজ্জায় আরও দুর্ব্বল করিল। এখানে 'লজ্জায়' শব্দের ধ্বনি এই যে, রাধা স্বভাবতঃ সুশীলা সংযম-শালিনী; তিনি কন্দর্পের শরে অধীরা হওয়ায় লজ্জায় ম্রিয়মানা হইলেন। শাস্ত্রে 'অরবিন্দ' অর্থাৎ শ্বেত, রক্ত ও নীল-বর্ণের পদ্ম বা উৎপল কন্দর্পের অন্যতম পুষ্প-বাণ রূপে উক্ত হইয়াছে। যমুনার সুনীল তরঙ্গ-চালিত নীলোৎপল শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল লোচনের সাদৃশ্য-যুক্ত ও কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্দীপক বলিয়া তদ্দর্শনে রাধার বিরহ-বেদনা আরও বর্দ্ধিত হইল; তাহাতে মনে হইল, তরঙ্গ-রূপ কন্দর্পের ধনু যেন নীলোৎপল-রূপ পুষ্প শর দ্বারা রাধার হৃদয়কে বিদ্ধ করিয়াছে। ধ্বনি-পূর্ণ অল্প কথায় অনেক ভাব ব্যঞ্জিত করা ভবানন্দের একটা চমৎকার বিশেষত্ব; এজন্য স্থানে স্থানে তাঁহার রচনা অলঙ্কার ও ধ্বনির ভারে কিঞ্চিৎ ভারাক্রান্ত ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে এবং কবিকেও অগত্যা দুই একটী শব্দ কিঞ্চিৎ অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিতে হইয়াছে; আলোচ্য শ্লোকের 'অধর' শব্দটা দৃষ্টান্ত স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালায় উহা 'ঠোঁট' অর্থেই প্রায়শঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু 'নিম্ন' অর্থে সংস্কৃত কাব্যে উহার প্রয়োগ একান্ত বিরল নহে। তরঙ্গের অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার শিরোদেশে উন্নাল বৃন্তের উপরে শোভমান-নীলোৎপল-কলিকার সহিত সংযোজিত-বাণ ধনুর চমৎকার সাদৃশ্য-মূলক রূপকালঙ্কার ও উহার দ্বারা ব্যঞ্জিত কন্দর্পের পুষ্প-শরাঘাতে রাধার হৃদয়ের বিদারণ রূপ বস্তু-ধ্বনি এরূপ একটী মাত্র পয়ারের শ্লোকে প্রকাশ করা যে, কিরূপ শক্তি-শালী কবির কার্য্য, আমরা তৎপ্রতি সুধী পাঠক-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(৪৬০১—পঙ্‌ক্তি)

"তুমি জান" ইত্যাদি। তুমি যাহা ভাল বোঝ, তাহাই কর; বধূও যাহা ভাল বোঝে, তাহাই করুক, সে জন্যে আমার দুঃখ নাই।

(৪৭৭৮—৪৭৭৯ পঙ্‌ক্তি)

"যে জন চতুর" ইত্যাদি। সে ব্যক্তি চতুর, সে তাহার মূল ধনকে লাগাইয়া পাড়াইয়া দ্বিগুণ করিয়া তোলে; আর আমি এমনি বোকা যে, আমার নব-রত্ন ও সোণা (অর্থাৎ সর্ব্বস্ব-ধন শ্রীকৃষ্ণ) দ্বারা দ্বিগুণ লাভ ত দূরের কথা, অবহেলায় সেই ধনকে সমূলেই হারাইলাম।

(৪৭৮৫ পঙ্‌ক্তি)

"তিমিরে" ইত্যাদি। ভবানন্দ রাধাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—(শ্রীকৃষ্ণের) রূপ তোমার নিজের পাশেই রহিয়াছে; (কেবল কৃষ্ণের মায়া-স্বরূপ) অন্ধকার হেতু উহা দেখা যায় না।

(৪৮৫৪ পঙ্‌ক্তি)

"কোন জনে উহাকে" ইত্যাদি। চন্দ্র চিরকাল ধরিয়া অপ্রকট হইয়া আবার আকাশে উদিত হয় বলিয়া উহাকে দ্বিজ-রাজ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি-শীলগণের শ্রেষ্ঠ বলা হয়। দ্বিজ-রাজ শব্দের শব্দের অপর প্রসিদ্ধ অর্থ—'ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ'। যে চন্দ্র নিজের কিরণ দ্বারা রাধার মত নিরপরাধী অভিসারিকাদের এরূপ গমন-বিঘ্ন উৎপাদন করে—তাহাকে কোনও সুবুদ্ধি ব্যক্তিই 'ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ' বলিয়া প্রশংসা করিতে পারেন না—রাধার উক্তির ইহাই তাৎপর্য্য বটে।

(৫০৮৩—৫০৮৪ পঙ্‌ক্তি)

"তস্কর না চিনি" ইত্যাদি। তস্করকে না চিনি (তাহাতে ক্ষতি নাই); বস্ত্র ও অলঙ্কার-গুলি পাই, (ইহাই আমাদের প্রার্থনীয় বটে); ওহে কানাই, (তুমি আমাদের বস্ত্র ও অলঙ্কার ফিরাইয়া দিয়া) প্রাণ লইয়া ঘরে যাও। গোপীদিগের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা বস্ত্র ও অলঙ্কার ফেরত পাইলে, কে চুরি করিয়াছিল, তাহা দেখিয়াও দেখিবে না এবং সে জন্য রাজার নিকটেও নালিশ করিবে না। অন্যথা তাহারা রাজার নিকট নালিশ করিলে তৎকালের রাজ-নীতি অনুসারে চুরি অপরাধের জন্য কৃষ্ণের নিশ্চিত প্রাণ-দণ্ড হইবে; সুতরাং তাহার পক্ষে বস্ত্রালঙ্কার ফিরাইয়া দিয়া প্রাণ লইয়া ঘরে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

(৫১০১—৫১০২ পঙ্‌ক্তি)

"যদি কৃপা-যুক্ত হৈলা" ইত্যাদি। প্রাচীনা গোপীদিগের আগে তর্জ্জন-গর্জ্জন ও পরে কৃষ্ণর মুখে যথোচিত উত্তর শুনিয়া ভয় হেতু নম্রতা ও অনুনয় খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। "স্ত্রী বুদ্ধি জানিয়া ক্ষেমিলু গোপ-নারি"—কৃষ্ণের এই বাক্যেই উঁহারা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট এবং তাঁহার সহানুভূতির উদ্রেক করার জন্যে পরবর্ত্তী অতি-সত্য ও করুণ কথা-গুলি বলিয়াছেন।

(৫১১৫ পঙ্‌ক্তি)

"সবার অধিক করি" ইত্যাদি। শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদিগের অপেক্ষাও বেশী সম্ভ্রম করিয়া ননদীকে সম্ভাষণ করি—কবির এই কথার মধ্যে মধুর বিদ্রূপ রহিয়াছে। প্রাচীন এক সংস্কৃত-কবি সত্যই বলিয়াছেন যে, সূর্য্যের তেজ গায়ে সহ্য হয়, কিন্তু সূর্য্যের তেজে উত্তপ্ত বালি পায়ে সহ্য হয় না।

(৫১২৫—৫১২৬ পঙ্‌ক্তি)

"পতি সঙ্গে" ইত্যাদি। কবি আলোচ্য শ্লোকে সন্দেহাত্মা পতিদিগের প্রকৃতির যে সুনিপুণ আভাষ

দিয়াছেন, তাহা অতিশয় স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে। এই প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের মনে স্ত্রীর চতুরতা ইত্যাদি গুণ-গুলি ভীতিরই সঞ্চার করিয়া থাকে।

(৫১২৯—৫১৩০ পঙ্‌ক্তি)

"অর্দ্ধেক শরীর" ইত্যাদি। বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, পতি স্ত্রীর অর্দ্ধেক শরীর,—কিন্তু ভয়ে পতির নিকট মনের বাসনা প্রকাশ করি না,—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, পতি অর্দ্ধেক শরীর হইলে, নিশ্চিতই মনেরও অর্দ্ধেক তাহাতে থাকিবে; সেরূপ হইলে, মনের বাসনা তাহার নিকট ব্যক্ত করারই বা প্রয়োজন কি? সে নিজের মনের ভাব দিয়াই তো স্ত্রীর মনের ভাব বুঝিতে পারিবে। কিন্তু স্ত্রীর মনের ভাব বুঝিয়া তাহার বাসনা পূর্ণ করা তো দূরের কথা, তাহার নিকট স্ত্রী যদি মুখে ভাঙ্গিয়াও কোন ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া পতি যথাসাধ্য উহার প্রতিকূলতা করিয়া থাকে; সুতরাং উহার ফলে স্ত্রী পতির নিকট মনের বাসনা ব্যক্ত করিতেই ভীত হয়। অথচ বেদ-শাস্ত্রে নাকি বলে যে পতি স্ত্রীর অর্দ্ধ-অঙ্গ! এই শ্লোক-গুলি কবির তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও তাঁহার সময়ের স্ত্রী-জাতির সহিত সমবেদনা-সূচক করুণ বিদ্রূপ-উক্তির অপূর্ব্ব উদাহরণ।

(৬০১৯—৬০২০ পঙ্‌ক্তি)

"দৈত্য বিনাশিতে" ইত্যাদি। বড়াইর উত্তেজনা ও ইঙ্গিত-পূর্ণ বাক্যের অর্থ এই যে, কংসের অনুচর দৈত্যদিগকে বধ করার দারুণ-পরিশ্রমে কৃষ্ণের শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; (ইহাও বহু ভাগ্য বলিতে হইবে) দৈবাৎ রাধাকে নিজের আয়ত্তে আনায় উপযুক্ত শক্তি-টুকু এখনও তাহার আছে।

(৬০২৩—৬০২৫ পঙ্‌ক্তি)

"মোর হাতে" ইত্যাদি। কৃষ্ণের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, বাঁশী তাঁহার হাতে থাকিয়া সর্ব্বদা 'রাধা' 'রাধা' বলিয়া ডাকে; ইহাতেই রাধা লজ্জায় মরিয়া যান। রাধার হাতে যাইয়া যদি বাঁশী 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকে, তাহা রাধার পক্ষে অধিক লজ্জার কারণ হইবে। কেন না, রাধার কৃষ্ণের উপর প্রেম না থাকিলেও কৃষ্ণ বাঁশীতে 'রাধা' 'রাধা' বলিয়া ডাকিতে পারেন; কিন্তু রাধার হাতে থাকিয়া সেই দারুণ বাঁশী যদি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকে,—তাহা হইলে লোকে উহা কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগের একটা অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিবে। সুতরাং বিশেষ পরামর্শ ব্যতীত বাঁশী হাতে নেওয়ার মত কোনও আশঙ্কা-জনক কার্য্য করা উচিত নহে।

(৬১১৯—৬১২০ পঙ্‌ক্তি)

"শুনিয়া দারুণ বুঢ়ী" ইত্যাদি। বুড়ীর আনন্দের কারণ এই যে কৃষ্ণ রাধার উপর দৌরাত্ম্য করায় উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য জন্মিয়াছে, উহার ফলে রাধার চরিত্র-সংশোধন হইতে পারে, সুতরাং মনের আনন্দের অন্য কারণ দর্শাইয়া তিনি এইরূপ বলিলেন।

(৬২৯৫—৬২৯৬ পঙ্‌ক্তি)

"মোহিলা বুঢ়ীর মন" ইত্যাদি। শ্রীরাধা সরলতা হেতু বুড়ীর এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন বুঝিতে না পারিয়া কিংবা মনে মনে বুঝিয়া থাকিলেও লজ্জা হেতু সেই কথা ব্যক্ত না করিয়া, বুড়ীর পরিবর্ত্তনের কারণ কৃষ্ণের কপট অর্থাৎ মায়া বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেও কবি সুধী পাঠক-বর্গকে বিস্ময়ের কোনও অবকাশ দেন নাই। বুড়ীর এই পরিবর্ত্তন যে তাহার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক এবং তাহার চরিত্র-হীনতা, মৃত্যু-ভয় ও উৎকট লোভের অবশ্যম্ভাবী ফল ইহা কবি অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত করিয়াছেন।

(৬৩১৭—৬৩১৮ পঙ্‌ক্তি)

"আপনে জানহ" ইত্যাদি। শ্লোক-টী রচনা-সৌষ্ঠবে বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি-শ্রেষ্ঠ কবিতার সহিত তুলনার যোগ্য। প্রেমিকা-শিরোমণি শ্রীরাধা প্রেমের জন্ম সর্ব্বস্ব-ত্যাগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক নম্রতা ও চরিত্রের মধুরতা হেতু নিজের তুচ্ছতা-সূচক এইরূপ অমর-উক্তি দ্বারা নিজের মহত্ত্ব ও চরিত্র-মাধুর্য্য যে কত বর্দ্ধিত করিয়াছেন, উহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো কঠিন; সহৃদয় পাঠক-গণ শ্লোক-টীর সরলতা, গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিবেন।

(৬৪৫৪—৬৪৫৫ পঙ্‌ক্তি)

"সিংহাসন পাতিয়া" ইত্যাদি। এই পালায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার সাক্ষাৎ নারায়ণ ও লক্ষ্মী-রূপে আত্ম-প্রকাশ বাঙ্গালার অন্যান্য বৈষ্ণব-কবিদিগের বর্ণনায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; এই পরিকল্পনা ভবানন্দের নিজস্ব এবং পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্বন্ধ। এ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা আত্ম-প্রকাশ না করিলে পরবর্ত্তী পালা-গুলির বর্ণিত সর্ব্ব-জন-বিদিত বিরহ-লীলা, উদ্ধব-সংবাদ, সখী-সংবাদ ও পরিশেষে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রীরাধার লীনতা-রূপ এই মহাকাব্যের বর্ণনীয় প্রধান ঘটনা কোন রূপেই সম্ভবপর হইত না। ভবানন্দের এই পরিকল্পনার দোষ-গুণের বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

(৬৯১২—৬৯১৩ পঙ্‌ক্তি

"বিধাতা বিমুখ" ইত্যাদি। বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ হইয়াছে—ইহা বুঝিতেছি; কিন্তু তুমিও যে আমার প্রতি বিমুখ হইবা—ইহা আমার চিন্তার অগোচর; কেন না, যে আপনার জন, সে অন্য বস্তু দূরে থাকুক নিজের প্রাণ-দান পাইলেও কখন পর বা অমিত্র হইতে পারে না। আপনার জনে আপনার জনের জন্যে জীবন পর্য্যন্ত দিয়া থাকে, এ অবস্থায় তুমি যে সামান্য স্বার্থের জন্যে আমাকে দুঃখ-সাগরে ফেলিয়া যাইবা, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

(৭১২১—৭১২২ পঙ্‌ক্তি)

"রজনী" ইত্যাদি। রজনী আছে বলিয়া অর্থাৎ তোমার মথুরা-গমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে বলিয়া রাধা নিষেধ করিয়া বাধা দিতেছেন, কিন্তু দিক্ প্রসন্ন (প্রকাশিত) হইলে অর্থাৎ প্রভাতে মথুরা-যাত্রার সময়ে বাধা দিয়া অমঙ্গল জন্মাইবেন না।

(৭১৫১—৭১৫৮ পঙ্‌ক্তি)

"তবে গুণবতী রাধা" ইত্যাদি। প্রেমিকা-শিরোমণি রাধা চিন্তা করিলেন যে, কৃষ্ণের মথুরা-গমনে বাধা দেওয়ায় যখন তিনি দুঃখিত হইতেছেন, এ অবস্থায় আমার বাঁচিয়া ফল কি? তাই তিনি কৃষ্ণের সন্তোষের জন্য নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার গমনে আর বাধা দিলেন না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত আছে যে, কৃষ্ণ রাধাকে ঘুমে রাখিয়া কিছু না বলিয়া চলিয়া যান। ভবানন্দের বিদায়-বর্ণন যে কত মর্ম্ম-স্পর্শী তাহা ব্যাখ্যা করা বাহুল্য।

(৭৪৯৩—৭৪৯৪ পঙ্‌ক্তি)

"ইঙ্গিত করিয়া শুনে" ইত্যাদি। সে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রেম-লীলার গুহ্য বিবরণ জ্ঞাত হইয়া উহার প্রতি (অবিশ্বাস বা অবজ্ঞার সূচক) কটাক্ষ করিয়া থাকে; সে ব্যক্তি অশ্বমেধ-যজ্ঞ-কারী হইলেও, তাহাকে নরকে বাস করিতে হইবে।

(৭৫০৭ পঙ্‌ক্তি)

"যদু-বংশে নহে রাজা" ইত্যাদি। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতি জরা-গ্রস্ত হইয়া, নিজের যুবক জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে তাঁহার জরা-ভার গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে নিজের উপভোগ-ক্ষম যৌবন দান করিতে অনুরোধ করিলে,

যদু পিতার সেই প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায়, মহারাজ যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া যদুকে শাপ দেন যে, তাহার বংশে কেহ কোন কালে রাজ-চক্রবর্ত্তী সম্রাট হইতে পারিবেন না। যযাতির পঞ্চ পুত্রের মধ্যে যদু প্রভৃতি চারি-টী পুত্রই পিতার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া; এইরূপ শাপ-গ্রস্ত হয়েন; কেবল শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভ-জাত কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার জরা-ভার গ্রহণ করায় পিতৃ-প্রসাদে যথা-সময়ে চন্দ্র-বংশের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সুপ্রসিদ্ধ দুষ্মন্ত ও ভরত এই পুরুরই সুযোগ্য বংশধর।

(১৫৬৬ পঙ্‌ক্তি)

"সমীরে গমন করে" ইত্যাদি। কার্ত্তিকেয়ের এক নাম 'ক্রৌঞ্চারি'। ভবানন্দ সংক্ষেপের জন্য অনেক স্থলেই 'ক্রৌঞ্চারি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'ক্রৌঞ্চ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। 'ক্রৌঞ্চ' অর্থাৎ ক্রৌঞ্চারি কার্ত্তিকেয়ের রথ অর্থাৎ বাহন ময়ূরের পাখ (কৃষ্ণের চূড়ায়) পবন দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে—ইহাই বাক্যের অর্থ মনে হয়।

(১৬০১ পঙ্‌ক্তি)

"ঘুচাইল" ইত্যাদি। 'দক্ষ-সুতা' শব্দের দ্বারা এখানে দক্ষের অন্যতম কন্যা 'রতি' বুঝাইতেছে। কৃষ্ণ রতি-পানে অর্থাৎ রতি-রস আস্বাদন দ্বারা রাধার সমাধি অর্থাৎ তন্ময়তা ভাব ঘুচাইলেন—ইহাই বাক্যের অর্থ।

(১৬৪৩ পঙ্‌ক্তি)

"মথুরার রাজ-চক্রবর্ত্তী" ইত্যাদি। ইতিপূর্ব্বে ব্যাস-দেব জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, যযাতির শাপে যদু-বংশে কেহ রাজ-চক্রবর্ত্তী হইতে পারিবেন না বলিয়া, কৃষ্ণ কংসকে বিনাশ করিয়াও নিজে রাজা হয়েন নাই (১৫০৬—১৫০৭ পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য); এখানে কৃষ্ণের পরম-ভক্ত ও আত্মীয় উদ্ধব বলিতেছেন "মথুরার রাজ-চক্রবর্ত্তী নারায়ণ॥" এই বিরোধের কিরূপে সমাধান হইবে? আমাদের বিবেচনা হয় যে, যযাতির শাপ ও নিজের কর্ত্তব্য-জ্ঞান—উভয় কারণ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে মথুরার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেও তিনিই রাজ-কার্য্যের সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলেন; এই জন্যই বোধ হয় উদ্ধব এরূপ বলিয়াছেন; নতুবা উদ্ধবের ন্যায় সজ্জনের অলীক-উক্তি কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যে উগ্রসেনকে রাজত্ব দিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই—নিজেও রাজ-কার্য্য করিতে ছিলেন, তাহা উদ্ধবের কথায়ই পরে জানা গিয়াছে, যথা—

"সদায়ে তোমার গুণ করন্তি বাখান।
পরিহরি রাজ-কার্য্য বিরহিত-জ্ঞান॥" (১৭১৭—১৭১৭ পঙ্‌ক্তি)

(১৯১৭—১৯১৮ পঙ্‌ক্তি)

"কাক জন্মাইল" ইত্যাদি। 'দ্রোণ' কাকে অর্থাৎ দাঁড়-কাকে তোমাকে জন্ম দিল; তুমি সর্ব্বদা বনে থাক, কি প্রয়োজনে আমার বাড়ীতে আসিয়াছ? কোকিলায় কাকের বাসায় যাইয়া ডিম পাড়ে এবং কাকে সেই ডিম নিজ ডিমের সহিত তা' দিয়া বাচ্চা জন্মায়, ইহা প্রসিদ্ধি আছে।)

(১৯৭২ পঙ্‌ক্তি)

"আন-রূপে" ইত্যাদি। গরুড়ের এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীহরি যখন দুষ্ট দৈত্য সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার খণ্ডন করিতে যাইতেছেন, তখন তাঁহাকে অবশ্যই প্রবল দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ সঙ্কটাপন্ন কালে তাঁহার কার্য্যের কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে হইলে গরুড়কেও প্রবল পরাক্রমশালী পক্ষি-রাজের রূপেই যাওয়া আবশ্যক; এজন্যই তিনি নিজ-রূপ ছাড়িয়া অন্য-রূপে সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

গরুড়ের এই অসম্মতির উদ্দেশ্য ভাল হইলেও উহার মূলে প্রভুর উপর একান্ত নির্ভরের পরিবর্ত্তে আত্মশক্তির উপর অসঙ্গত ও অতিরিক্ত বিশ্বাস রহিয়াছে; সুতরাং গরুড়ের গর্ব্ব চূর্ণ করায় উদ্দেশ্যে দর্প-হারী নারায়ণ আদেশ করিলেন যে, তাঁহার প্রভু-ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তিনি এক-অংশে একটী কোকিল-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, নারায়ণের ব্রজ-লীলার সময়ে সুমধুর পঞ্চম-ধ্বনি দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবেন। গরুড়ের গর্ব্বের শাস্তি স্বরূপ আদেশ হইল যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্কট-পূর্ণ জরাসন্ধের যুদ্ধে প্রভুর স্মরণ-মাত্রে যখন গরুড় উপস্থিত হইবেন, তখনও তাঁহার সেই অসম্মতি হেতু নিজের অঙ্গ-হীন অবস্থায়ই তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কোনও রূপ সাহায্য না করিতে পারিয়া দারুণ মনস্তাপ ভোগ করিতে হইবে।

"তাতে আমি তোমাকে স্মরিব যেই দিনে।
অসম্মত হইয়া—যাইবা অঙ্গ-হীনে॥" (১৯৮৩—১৯৮৪ পঙ্‌ক্তি)।

মধুকর-পিকের উপাখ্যান-টী বোধ হয় কবির নিজের কল্পনা-প্রসূত।

(৭৯৯৭—৭৯৯৯ পঙ্‌ক্তি)

"মুনি বোলে চন্দ্রমুখী" ইত্যাদি। এই কোকিল-টী যে তাঁহাদিগেরই জন্ম-জন্মের প্রিয় সেবক গরুড়ের অংশাবতার ইহা শ্রীরাধা জানিতেন না; এ অবস্থায় উহার মৃত্যুতে তাঁহার সম্বন্ধে 'বিস্তর বিলাপ করি হইলা মূর্চ্ছিত'—কবির এই বর্ণনা অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে; কিন্তু এখানে প্রণিধান করিতে হইবে যে, শ্রীরাধা সেই কোকিল-টীকেই তাঁহার নিদান-কালের সহায় ও মথুরায় যাওয়ার উপযুক্ত দূত স্থির করিয়া, তাহাকে "গুমান না করিও, মিনতি করিয়া কৈও—মুই নারীর দুঃখ যত" ইত্যাদি অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাঁহার নিশ্চিতই বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার নিদারুণ শোকের সংবাদ জানাইয়া তাঁহার নিকটে কোকিল শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া আসিবে। শ্রীরাধার মন্দিরের দ্বারে কোকিলের আকস্মিক মৃত্যুতে সংবাদ প্রেরণ ও সংবাদ-প্রাপ্তির আশা অঙ্কুরেই উন্মূলিত হইল; স্বভাবতঃ কোমল-প্রাণা ও সর্ব্ব-ভূতে দয়াবতী শ্রীরাধার প্রিয়তমের এই আদরের পাখী-টীর আকস্মিক মৃত্যুতে এজন্যই এরূপ শোক অতিরিক্ত বা অসম্ভব নহে। এই অবস্থাটী না বুঝিলে শ্রীরাধার—

"কেবল প্রভুর সখা এহি পক্ষি-বর।
পক্ষী মৈল—কি কারণে প্রাণ আছে মোর॥"

(৮০০৭—৮০০৮ পঙ্‌ক্তি)

ইত্যাদি সকরুণ আক্ষেপোক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না।

(৮০৯৭ পঙ্‌ক্তি)

"রতি-পতির রস-বাণে" ইত্যাদি। পংক্তির তাৎপর্য্য পাদ-টীকার (১৭) সংখ্যক পাঠ-বিচারে দ্রষ্টব্য।

(৮১২০—৮১২১ পঙ্‌ক্তি)

"নবীন মেঘের ধারা" ইত্যাদি। কবি 'ভেদে অভেদ-রূপ'-অতিশয়োক্তি অলঙ্কার-দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের সাহায্যে বলিয়াছেন যে, বর্ষায় নবীন-মেঘের যে ধারা পতিত হইয়াছিল, (বোধ হয়) সেই জল-ধারাই রাধার চক্ষুতে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে;—নতুবা চক্ষু হইতে এত জল-ধারা বাহির হইবে কি প্রকারে? এখানে অতিশয়োক্তি-মূলক প্রতীয়মান-উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের দ্বারা রাধার অজস্র অশ্রু-বর্ষণ-সূচিত শোকাতিশয্য রূপ বস্তু (Fact) ব্যঞ্জিত হওয়ায়, অলঙ্কার-শাস্ত্র অনুসারে 'অলঙ্কার-ব্যঞ্জিত বস্তু-ধ্বনি' রূপ উৎকৃষ্ট কবিতার দৃষ্টান্ত ঘটিয়াছে।

(৮১৭৮—৮১৭৯ পঙ্‌ক্তি)

"বিশিখ বসুয়ে পূরি" ইত্যাদি। 'বিশিখ' (বাণ) অর্থাৎ ৫ সংখ্যাকে 'বসু' অর্থাৎ ৮ সংখ্যা দ্বারা পূরণ করিলে যে ৪০ সংখ্যা হয়, উহার অর্দ্ধ ২০ অর্থাৎ 'বিশ(ষ)' আমি ভক্ষণ করিব।

(৮২৩৬—৮২৩৮ পঙ্‌ক্তি)

"শ্রীমতীর মিষ্ট-বোলে" ইত্যাদি। শ্লোক দুই-টী ভবানন্দের সবল কল্পনা ও লিপি-কৌশলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রবাদ ও প্রসিদ্ধি আছে যে, জলে নিমজ্জমান ব্যক্তি তৃণ-গাছি হাতের কাছে পাইলেও প্রাণের আশায় উহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরে; এ অবস্থায় যদি অগাধ-জল-পূর্ণ সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কেহ ডুবিতে বাধা দেয়, উহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? তেমনি যে ব্যক্তি বিষধর সর্পের দংশনে মরিতে বসিয়াছে, সাপের ওঝায় যদি বিষ খসাইয়া তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে,—উহা হইতেই বা আর কি আনন্দের বিষয় হইতে পারে? সংসারে আনন্দের অসংখ্য বিষয় থাকিলেও, ভবানন্দ উপযুক্ত স্থলে এইরূপ দুই-টী উৎকট সঙ্কট-উদ্ধার জনিত আনন্দের সহিত শ্রীরাধার এ আনন্দের উপমা দিয়া যে উৎকৃষ্ট কল্পনা ও রচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, উহার তুলনা-স্থল বঙ্গ-সাহিত্যে অধিক পাওয়া যায় না।

(৮২৬৬—৮২৬৯ পঙ্‌ক্তি)

"দ্বিজে বোলে" ইত্যাদি। বস্তুতঃ কংসবধের কত দিন পরে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরার ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক জরাসন্ধের জামাতা কংস নিহত হইলে, উহার বৈর-নির্য্যাতন করার জন্যেই জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ ও উপর্য্যুপরি অষ্টাদশ বার আক্রমণের পরে উহার ধ্বংস-সাধন করেন। এ অবস্থায় মথুরার ধ্বংস যে দুই এক বৎসরের মধ্যে সাধিত হইতে পারে নাই,—উহা সহজেই অনুমেয়। এ দিকে ভবানন্দ স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের গোকুল পরিত্যাগের সপ্তদশ মাসের পরে দ্বারকায় তাঁহার সহিত শ্রীরাধার পুনরায় সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। কবিগণ কর্ত্তৃক কাব্যের উপযোগী করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছা-ক্রমে পৌরাণিক ঘটনার স্থান ও কাল-পরিবর্ত্তনের অনেক দৃষ্টান্ত সংস্কৃত ও ভাষা-কাব্যে পাওয়া যায়। কবি ভবানন্দ পুরাণ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইলেও তাঁহার কাব্যের পরিকল্পনার অপরিহার্য্য অংশ বলিয়াই জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরা-ধ্বংসের সময় অনেকটা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ উদ্ধবের দ্বারা শ্রীরাধা ও নন্দ-যশোদা প্রভৃতিকে অতি সত্বরই গোকুলে যাইতেছি বলিয়া আশ্বাস জানাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই বাক্য রক্ষা না করার কোন উপযুক্ত কারণই অন্যান্য বৈষ্ণব-কাব্যে প্রদর্শিত হয় নাই। ভবানন্দের কাব্যে এই অস্বাভাবিক বিষয়টার বেশ স্বাভাবিক ও সুন্দর মীমাংসা সাধিত হইয়াছে। বস্তুতঃ জরাসন্ধের উক্ত অবিশ্রান্ত আক্রমণের ফলে ধ্বংসীভূত মথুরার অধিবাসিগণকে কোনও সুরক্ষিত স্থানে সংস্থাপিত করার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করার অবকাশ ছিল না। ভবানন্দের কৃষ্ণ-চরিত্র যে অন্যান্য কৃষ্ণচরিত্র অপেক্ষা অধিক স্বাভাবিক ও মহাকাব্যের উপযোগী হইয়াছে, তাহা হরিবংশের ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

(৮৪৭৭—৮৪৭৮ পঙ্‌ক্তি)

"অন্তরে হরিষ" ইত্যাদি। বড় শোকের ন্যায় বড় আনন্দেও মানুষকে অধীর ও অবশ করিয়া ফেলে, এবং তাহার বাক্-শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত করে। কবি এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে সরল ভাষায় ও অল্প কথায় রোমাঞ্চিত-কলেবরা, আনন্দ-বিহ্বলা শ্রীরাধার যে রেখা-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে তাঁহার উচ্চ-অঙ্গের কবিত্ব-শক্তির অনুরূপ হইয়াছে।

(৮৪৮৭—৮৪৯২ পঙ্‌ক্তি)

"উদ্ধবের হস্তেত" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি-গুলিতে কবি উদ্ধবের চরিত্র সুন্দর-ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীরাধার নিকট হইতে মণি-শ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ পারিতোষিক পাইয়াও উদ্ধব এতটুকু বিচলিত হন নাই। শ্রীরাধা যদিও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে উদ্ধবকে কৌস্তুভ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু উদ্ধব তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বিশ্বের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ রত্ন কৌস্তুভ ধারণ করার যোগ্য পাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার প্রিয়তমা শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কেহ নাই; রাধা উহা ধারণ না করিলে কৃষ্ণের প্রিয় রত্ন কৃষ্ণেরই ফিরিয়া পাওয়া উচিত; এজন্য উদ্ধব উহাকে পুটাঞ্জলি-পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ দ্বারা শ্রীরাধার দানের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষাপূর্ব্বক তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিয়া স্বীয় গ্রীবায় ধারণ করিতে ও দ্বারকায় উহা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিতে ভক্তি-পূর্ব্বক করযোড়ে প্রর্থনা জানাইলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার এই সুবিবেচনা-সঙ্গত প্রার্থনা শ্রীরাধাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে,—যদিও কবি সে কথা বলিয়া রস-ভঙ্গ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

(৮৪৯৩—৮৫০৬ পঙ্‌ক্তি)

"তখনে সুন্দরী রাধা" ইত্যাদি। শাশুড়ী, স্বামী, ননদী ও সখী প্রভৃতির নিকট শ্রীরাধার এই অন্তিম বিদায়-গ্রহণ সরলতায় ও করুণতায় অতুলনীয়। কবি অল্প কথায় যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা একজন মহাকবির অনুপযুক্ত নহে।

(৮৫০৯—৮৫১০ পঙ্‌ক্তি)

"আকাশ-গমনে রথ" ইত্যাদি। এখান হইতে কাব্যের শেষ পর্য্যন্ত কাব্যের ঘটনা-সমূহ পবন-চালিত বিমানের ন্যায়ই অতি দ্রুত-গতিতে চলিয়াছে। কবি তাঁহার কাব্যের এই অংশে মহাকাব্যোচিত করুণ ও বিস্ময়াবহ ঘটনাবলির যে অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখাইয়াছেন, প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাহার অপর তুলনা-স্থল আছে বলিয়া জানা যায় নাই। এই অংশের রচনা সরল, গম্ভীর ও বাহুল্য-বর্জ্জিত হইলেও, এত কবিত্ব ও কাব্য-কলা-পূর্ণ যে, ইচ্ছা করিলে উহার রস-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের বিবেচনা হয় যে, সেরূপ রস-বিশ্লেষণের প্রয়াস অনাবশ্যক। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ ব্যতীত স্বাধীন মহাকাব্য অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া, আমরা সহৃদয় পাঠক-বর্গকে ভবানন্দের কাব্যের এই শেষ অংশটী বিশেষ প্রণিধানের সহিত পড়িতে অনুরোধ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। ভূমিকায় আমাদিগকে হরিবংশ-কাব্যের উপসংহার সম্বন্ধে সবিস্তারে তুলনা-মূলক আলোচনা করিতে হইয়াছে।

শব্দ-সূচী

[তারকা চিহ্নিত শব্দগুলি 'সংস্কৃত-সম']

অবে (হি° 'অব্' বা 'অবে', 'এবে') এখন ৪৯১৮

অবেক্ত (স° 'অব্যক্ত') অজ্ঞাত ৭৬২৯

অব্দ * (বৎসর) ২৪৫০, ৬২৪৭, ৬৪১৪

অভ্ভরণ (স° 'আভরণ') অলঙ্কার, গহনা; ৬৮৬৩

অভাগী (গিনী) দুর্ভাগ্যবতী ১০৯৬, ৪৪৮৬, ৭১৩৪

অভাজন * (অপাত্র) ১৬৩২

অভিনব * (নূতন) ৮৩৪৩

অভ্যন্তর * (ভিতর, অন্তঃপুর) ৩৫১২

অভ্যুক্ষিলে (অভ্যুক্ষণ বা সেচন করিলে) ২৭৯০

অভ্যুক্ষে (অভ্যুক্ষণ বা সেচন করে) ২৮০১

অভ্যুত্থান * (দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান-প্রদর্শন) ২৮৪৫

অমর-নায়ক * (দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়) ৯৫৩

অমর্ত্ত (স° 'অমৃত' শব্দ-জাত, 'ঘের্ত্ত' (ঘৃত) তুল°) ৮৩৩৩

অমর্য্যাদা-সীম * (অমর্য্যাদা বা উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা-প্রাপ্ত) ৮১৪২

অমিঞা (য়া) (স° 'অমৃত' প্রা° 'অমিঅ') অমৃত ৪৩৬৬, ৫৮১৪

অমৃত * ১। (সুধা) ৩০৩০
 ২। মুখামৃত ২৭২২

অম্বর * (আকাশ) ২৭০৬

অম্বুজ * (পদ্ম) ৪

অম্লান * (যাহা ম্লান হয় না) ৭৬০

অলক্ত * (আল্‌তা) প° ৮২৯

অশক্য * অসাধ্য) ৫৩২৩, ৫৪১৮

অষ্টাক্ষ * (চতুর্ম্মুখ হেতু অষ্ট-লোচন বিশিষ্ট ব্রহ্মা) ৭৪৭২

অস্তগত * (অদর্শনতা-প্রাপ্ত) ৬১৪৫, ৫৫১৭

অহনিশি (স° 'অহর্নিশম্') দিন-রাত্র, ৮০৩৭, ৮০৮৫

অহে (সম্বোধনে) ১২৪৯

[আ]

আই (মাতা) ২৬৪৪

আইমন (স° 'অভিমন্যু'—রাধার স্বামীর নাম ; অপ° 'অহিমন' 'আইমন') আয়ান, ১৪৩২, ৭৬৭৬

আইলা (আসিল) ৯১৩

আইলু (আসিলাম) ৬৪

আইসুক (আসুক) ২৬৫১

আইসে (আসে) ২৬৪৬

আউদল (ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত ; প্রা° বা° 'আউদড়') অবদ্ধ, অলুলায়িত, ৮৫০৯

আউলাঞা (স° 'আকুল' ধাতু-জাত) আলু-থালু হইয়া ৪০৪৭

আকস্মাত (স° 'অকস্মাৎ' শব্দ-জাত) হঠাৎ ৬৮১৩

আকুলাইতে (আকুল হইতে) ৪২৪৩, ৮১১৩

আকুলিত * (আলুলায়িত, আলুথালু) ২৯৫

আকুলী (আকুলা) ৪৩০৯, ৪৪৩৫, ৭৮০৩

আকূত (স° 'আকূত') অভিপ্রায়, মনের ভাব ৫৭৫, ৭২৮৬

আগ (সম্বোধনে) ওগো,

আগর (স° 'অগুরু') ১০০০, ৪১৬৮

আগমী * (তান্ত্রিক-সাধক) ৩৬১০, প° ৬৯৯

আগল (প° সা° 'আগর') অগ্রগণ্য, ৪৫৩৫

আগা (স° 'অগ্র' প্রা° 'অগ্‌গ') অগ্র-ভাগ, ২০৫৪

আগুনি (স° 'অগ্নি') আগুন, ৮০২৮

আগুনি (আগুনে, জ্বালায়) ৬৭১, ৭১২৮

আগে (সম্মুখে) ৫৯১

আচম্বিত (অকস্মাৎ) ৮৫৩৩, ৬৫৩৪

আছিলাঞি (ছিলেন) ৬৪৯০

আছুক (থাকুক) ৮৪০৭

আঁটে (ব্যুৎপত্তি সন্দিগ্ধ) কুলায়, ধরে, ২০১০

আড় (আড়াল) ৩৩২৭, ৫৯৪৬

আথান্তর (স° 'অবস্থান্তর') দুর্দ্দশা ৬০৫৪

আথে-ব্যথে ('আস্ত-ব্যস্ত' দ্র°) অতিশয় ব্যস্ত-ভাবে ১৮৭৮

আদ্যতা * (প্রাধান্য) ২৭৪৪

আন ১। (স° 'অন্য' শব্দ-জাত) অন্য, ১৩০, ৮৬৮৭
 ২। (স° 'অন্যথা') অন্যথা, অন্য-রূপ, ১১৫২

আনল (সং 'অনল') অগ্নি, ৭৮, ৮৪৫৪, ৮৬০৫

আনে (অন্যথা) ১০৪১

আনোঁ (আনি) ৬০৬৮০

আন্ধল (অন্ধ) ৩৩১৮

আন্ধিয়ারী (স° 'অন্ধকার' শব্দ-জাত) অন্ধকার, ৩৩৪১, ৪৬৬১

উপহারে (উপহার দেয়) ৭৬৪
উপালম্ভ * (তিরস্কার) ৮৪০৫
উরে (সং 'উরসি' অপ° 'উরহি' 'উরই') বক্ষে, ৪০৪৭
উল্কা * (জলন্ত কাষ্ঠাদির খণ্ড) ৮৫২৭, ৮৫৫৭

[ঊ]

ঊনায় (গলিয়া 'ঊন' অর্থাৎ কম হয়) ২১৫৮

[ঋ]

ঋক (সং 'ঋক্') বেদ-বিশেষ, ২৭১৩

[এ]

এ ('ই' দ্র°) এই, ৬৪৫, ৭৭৯
এই (ইহা) ২৫
একত্তর (সং 'একত্র') এক-স্থানে, ৬৮০
একেশ্বর (সং 'এক-সর' ?) একাকী, ৫৯০, ৯৭৯
একেশ্বরী ('একেশ্বরী' দ্র°) একাকিনী, পং ৯৫২
এড় (সং 'ইড়' ধাতু—ক্ষেপণে) ছাড়, ৫৭৮, ৩৭৮৬
এড়িয়া ('এড়' দ্র°) ছাড়িয়া, ২৪
এড়িলা ('এড়' দ্র°) ছাড়িল, ২৫২
এত (সং 'এতাবৎ' হি° 'এত্তা') এই-পরিমাণ ৯৩
এতেক ('এত' দ্র°) এই-পরিমাণ, ৭৭৩
এতেকে (এই হেতু) ৮৬১, ১২৫৫,
এথা (সং 'অত্র' শব্দ-জাতি) এখানে ৪৯১, ১৮৫৫,
এনে (ইহাঁকে) ১৮৫৫
এবে (সং 'অদ্য' অপ° 'অদ্ হি°, মৈ° 'অব')
এখন " ১৮৬৩

[ঐ]

ঐরি (সং 'বৈরী' শব্দ কিংবা 'অরি' শব্দ হইতে জাত)
অরি, শত্রু, ৪৪১৯
ঐশ্বর্য্য * (ধন-সম্পত্তি) ২৩৯৮

[ও]

ওঙ্কার * (ওঁ-শব্দ) ২৬২
ওঝা (সং 'উপাধ্যায়' অপ° 'উআঝ্‌ঝাঅ' হি°, মৈ°,
'উঝা') ওঝা, সর্পাঘাতের চিকিৎসক, ৮২৩৮
ওর (বা° শ° কো° মতে সং 'পার'—'আর'—'ওর')
শেষ, ২০৮৪
ওল (লে) ('ওর' দ্র°) সঙ্গে, সাথে, ১৫১৭, ৫৩৬৫
ওষ্ঠ * (উপরের ঠোঁট) ৫০৬

[ঔ]

ঔরসে (শুক্রে, বীর্য্যে) ১০,৩৮

[ক]

কউল (আং 'কবুল' শব্দ হইতে) স্বীকার, পং ৮৪৭
কটাক্ষ * (বক্র দৃষ্টি) ২৪২৩
কণ্ঠাগ্রত (কণ্ঠ হইতে অগ্রে) ৬২৫০
কত (সং 'কতি') কিছু পরিমাণ ৮১
কথঞ্চিৎ * ১। কোনও প্রকারে, ৫৬৬৪
২। কিঞ্চিৎ ৪৮৩৭
কথো-দূর (কতক দূর) ৩৫৯১
কদাচার * (কুৎসিত আচরণ) ১৫৮১
কদাচিৎ * ১। কোনও সময়ে, ৬৯
২। কোনও প্রকারে ৭৬১২
কনক-শিখর * (স্বর্ণময় পর্ব্বতের চূড়া অর্থাৎ স্তন) ১৮১১
কন্দর * (গুহা) পং ৯৮৪
কন্দল * (কোঁদল, কলহ) ২৩০৭
কন্ধ (সং 'স্কন্ধ') মস্তক ৬৬৩৮
কন্ধাক (কন্ধাকে) ৩৫৬৪
কবরী * (বদ্ধ-কেশ, খোঁপা) ৪৯৬১
কমণ্ডুল (সং 'কমণ্ডলু') জল-পাত্র-বিশেষ ৩০৩০
কম্প * (কাঁপ) ৫১০৯
কম্পমান * (কম্প-যুক্ত) ১৬০৫
কম্পিলা (সং 'কম্প' ধাতু) কম্পিত হইল ২৭১
কম্বু * (শঙ্খ) ২৩৭৪
করঞি (করেন) ৬৫৬৫, ৬৫৭২
কর-তল * (হাতের মুঠের ভিতর অর্থাৎ সম্পূর্ণ
অধীন) ১৬০৭, ২৪৩৯
করয় (য়ে) – (করে) ৭৮৬৮, ৮০৬২
করি (জন্যে) ৭৭
করিছ (করিয়াছ) ৩০
করিছে (করিয়াছে) ১৭০৮, ১৭০৯
করিবা (১ম পুরুষের ক্রিয়া) করিবেন ৩৫৫,
করুকা (করুন) ২৮৯৬
করুণ * (করুণ-রস, শোক) ৭১২৪, ৮৩৮৮
কুপিত * (ক্রুদ্ধ, কোপযুক্ত) ২৩৭০, ২৩৭৯

বঞ্চন ('বঞ্চ' দ্র°) অবস্থান, স্থিতি ১৩৩

বঞ্চিও (স° 'বঞ্চ' ধাতু হইতে) প্রবঞ্চনা করিও ১২৩২

বঞ্চিব ('বঞ্চ' দ্র°) অবস্থান করিব ৩৮০

বঞ্চিমু ('বঞ্চ দ্র°) অবস্থান করিব ১৪৩০

বঞ্চিলাম ('বঞ্চ' দ্র°) অবস্থান করিলাম,

বঁড় (স° 'বড্র' অপ° 'বড্ড')

১। জ্যেষ্ঠ,

২। অত্যন্ত, ৩৫

৩। উচ্চ, উচ্চ-শব্দ ১৮৭০

বড়াই (বড়+আই—বড় মা)

মাতামহী ২২৬, ৩৪৬০, ৫৭৮৯

বত্তিশ (বত্রিশ) ৫৪৭২

বদল (আ° 'বদল্') বদল, বিনিময় ৬৮৯৮

বধি (বধ করিয়া) ৭৭

বনিতা * (স্ত্রী) ২০৯৩

বন্দিল(লা)—বন্দনা করিল

বন্দি (স° 'বন্দ' ধাতু) বন্দনা করিয়া ১৬৯২

বন্দী (স° 'বন্দী') কারারুদ্ধ, কয়েদী ৬৭৯৩

বন্ধ (স° 'প্রবন্ধ') চেষ্টা, যত্ন ৩০৯

বন্ধ (স° 'বন্ধু' শব্দ হইতে) বন্ধু ৩৭৭৩, ৫৫০৬, ৫৮০৯

বন্ধান (স° 'বন্ধ') ভঙ্গী ৩৩৪৬, ৪৩৫৬

বপু (স° 'বপুস্') শরীর ৮৪১৮

বয়াধিক ('বয়োধিকা দ্র°) বৃদ্ধা ১০.৪

বয়োধিকা * (অধিক-বয়স্কা, বৃদ্ধা) ৪৯৯৮, ৫০৭৫

বর *—১। দেবতা প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ, ৪৩১, ২৪৬৪

২। শ্রেষ্ঠ, ৪৫৬০, ৬৬৩৩, ৬৬৩৬

৩। পতি ৪১৬, ৩৯০০

বর' (পতিত্বে বরণ কর) ১৮৮, ২৬৪৬, প° ৭২৭

বরাবর (ফা° 'বরাবর্') সম্মুখে ৬৩০

বরিখে (স° 'বর্ষ' ধাতু) বর্ষণ করে ৭৪৬৪

বরিমু (বরণ করিব) ১০৫৬, ৩৭০৪

বরিষ (স° 'বর্ষ' শব্দ হইতে) বর্ষ, বৎসর ৬০৯৬

বরিষণ (স° 'বর্ষণ')

১। বর্ষণ, ৮০৩৬, ৮০৩৭

২। বৃষ্টি-পাত ৮৬৯, ৭৯৮১

বরিহা (স° 'বর্হ') ময়ূরের পুচ্ছ ১৫৩৯

বরী (স° 'বর্হী' হইতে ময়ূর ৭৬৫৮

বল্মীক-শিখর * (উই-ঢিপি) ২৪৫২

বলাৎকার * (বল-প্রয়োগ, জুলুম) প° ১০৪৮

বত্তিবার (স° 'বৃৎ ধাতু) বাঁচিবার ৩২৬২

বলোঁ (বলি) ২১৩৬

বর্ব্বর * (মূর্খ) ১৮২১

বলাই (স° 'বল') বল-দেব, বলরাম ১৯৫৪

বশ(শৎ) * (বশীভূত) ২২৯০, ৫৩০৯, ৫৫০৯

বসু (স° 'বসু') আট সংখ্যা ৮০৯১

বসিছে (বসিয়াছে) ৪৮২, ৭৫৮, ১৫৩৭

বসে (স° 'বস' ধাতু) বাস করে ৭৩৮৯

বসতি * ১। (গৃহ) ৪৩০৭

২। বাস ৪৭৮১

বাহ (স° বাহঃ) ব্যতীত ৪২৭০

বহুমলা (বহু মল আছে যাহাতে—এই ব্যুৎপত্তি-

জাত কল্পিত শব্দ) শৈবাল, শেওলা ২২৫৬

বাও (স° 'বাত' প্রা° 'বাঅ') বাতাস, ২০৮১

বাও (বাহ) ২১১৬

বাখান (স° 'ব্যাখ্যান')

১। ব্যাখ্যা ২৫৫, ১৬০৪

২। প্রশংসা ৪৬৩, ৮৩৪৪, ৮৪৬০

বাখানি (স° 'ব্যা+খ্যা' ধাতু) ব্যাখ্যা করিয়া, ৪৬৮৭

বাচ্ছলি (স° 'বাৎসল্য, স্নেহ ৭৫০৯

বাজিতু (স° 'বন্ধ' ধাতু) বাজিতাম,

আবদ্ধ হইতাম ৭২৮৩

বাঝাইতে—(লাগাইতে) ২৩০৭

বাজাঞি—(বাজান) ৫৭৫৪, ১৫৬০

বাজী (স° 'বাজিন্' শব্দ—বাজী) ঘোড়া ১৫৬০

বাঝিলু (বদ্ধ হইলাম) ৫৪৬৭

বাট (স° 'বর্ত্ম' প্রা° বট্ট') পথ, ২১৩০

বাটোয়ার (স° 'বর্ত্ম-মার' হি° 'বট্মার')

পথিকের উপর দস্যুতাকারী ৪৫১৮

বাটোয়ারি ('বাটোয়ার' দ্র°) রাহাজানি, দস্যুতা ৫৮৬

বাঢ়াইতু (স° 'বর্দ্ধ' ধাতু) ৬৭৫২

াড়াইলু (বাড়াইলাম)

াত (সং 'বার্ত্তা' হইতে) কথা ৬৬৭৬

াদ * (সং 'বাদ' ।

 ১। কলহ, বিবাদ ৪৬১০, ৪৬১৭, ৫২২১

 ২। অভিযোগ, দোষারোপ ৩৭৫৩

াদী * (প্রতিকূল) ১৯২২

ান ('বন্যা' হইতে) বন্যা, বর্ষার জল, ৭৯৯৭

াঞ্ঝা (সং 'বন্ধ্যা' হইতে) বন্ধ্যা' হইতে অজাত-পুত্রা ৪২১৮

াান্ধা (সং 'বন্ধক' হইতে) বন্ধক, ৫৯৬, ৫৯৮০

াান্ধিছে (বান্ধিয়াছে) ১৫৩৮

াান্ধুলি (সং 'বন্ধুজীব) গাঢ় লাল-বর্ণ পুষ্প-বিশেষ ৫০৬

াাপ (সং 'বপ্র' প্রাং 'বপ্প') ১। পিতা ২৭৫৬

 ২। স্নেহাস্পদের সম্বোধনে ৭৬০০, ৭৬০১

াাপু ('বাপ' দ্রঃ)

াায় (সং 'বাহ' ধাতু) চালায় ৭৩১৪

াায় (সং 'বাদ' ধাতু) বাজায় ১৫৪৭, ৫৩৪২, ৭৪৯১

াার (সং 'বাত' অপং 'বাও' 'বা') বাতাসে ১৫৩৯

াার-ক্ষেত্র (সং 'বার' সমূহ, 'ক্ষেত্র'—নারী) বার নারী, (এখানে) স্বর্গ-বেশ্যা, ৬৪৬৩

াালা * (নব-যুবতী) ৬০১, ৮৪৭৭

াার্ত্তা (সং 'বার্ত্তা') সংবাদ ১৬৭৭

াাস (সং 'বাস' ধাতু) বোধ কর, ১৬১৯, ২০৫৫

াাসর * (নায়ক-নায়িকার শয়নগৃহ) ৮৬৫

াাসি ('বাস' দ্রঃ) বোধ করি ৩৪৯, ৩০৪

াাহুড়ি (ড্রিয়া)—(সং 'ব্যা+বৃৎ' ধাতু, ব্যাবৃত্ত' অপং 'বাউট' 'বাহুড়') ফিরিয়া ৬৬৩১, ৬৭২৬

াাহু-দণ্ড (সং 'বাহু'—ক্ষেত্রতত্ত্বের পরিভাষায় এক ভুজ ; 'দণ্ড' চারিহস্ত-পরিমাণ) যে চতুষ্কোণ বেদীর বাহু বা ভুজ চারি-হস্ত-পরিমিত ৬৩৪৭

াাআল (সং 'বিকাল' হইতে অপরাহ্ন ৫৫১৭

াাকল * (অস্থির) ২০৮৯

াাকর্ম্ম * (কুকর্ম্ম) ২৯৭, ৩৭৬১

বিকলিত (সং 'বিকল' হইতে) বিকল, বিহ্বল ৬৭০২

বিছইল (সং 'বীজন' হইতে) পাখা ৭৯০৯

বিচারিয়া (তালাস করিয়া) ২৭০৯, ২৪০৪, ৭৭২৮

বিছানে (বিছানায়) ৭৪৬৭

বিদারিলু (বিদীর্ণ করিলাম) ১৫৯

বিদিত (বিদ্যমান, গোচর) ১৭৩৮

বিনাশি (বিনাশ করিল) ৩১৭

বিপাক * (বিরুদ্ধ অর্থাৎ অশুভ পরিণাম) ৮০৫০

বিবর্জ্জিত * (বিহীন) ১৬৯৭, ৮৮৪৩

বিবশ * (নিরুপায়) ২৬৪০

বিবেক * (তত্ত্ব-জ্ঞান) ৬৯৩৬

বিবেক * (সং 'বিবেক'— তত্ত্বজ্ঞান, উহা হইতে সংসারে বৈরাগ্য বা ঔদাস্য জন্মে বলিয়া, 'ঔদাস্য' অর্থ আসিয়াছে) বৈরাগ্য, ঔদাস্য ৫৮৫৯

বিবেক-সিন্ধু * (ঔদাস্য-সাগর) ৫৮৫৯ ৬৯৩৭

বিভা (সং 'বিবাহ' হইতে) বিবাহ, ৮১৬২

বিভূতি * অনিমা ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য ২৩৫২

বিভোর ('বিভোল দ্রঃ') বিহ্বল ৮০৯৭

বিভোল (সং 'বিহ্বল' হইতে) বিহ্বল, মত্ত, ৪৪৮৫, ৬৫৫০

বিমরিশ (সং বিমর্শ) বিচার, পরামর্শ ৫৭৫১

বিমর্দ্দ (মর্ম্ম-পীড়া) ৫২১৫

বিমান * (রথ) ৬৪৭৫

 ২। আকাশ-গামী রথ ৩৩৭, ২৪৯০

বিম্ব (বিম্ব-ফল, তেলাকুচা ফল) ৫০৭

বিম্ব (সং 'বিম্ব) বুদ্বুদ ১১০১

বিরস * (অসন্তুষ্ট) ৫৫৩৯

বিরহিত * (সং 'বিরহ+ইত) বিরহ-যুক্ত ৫৪৫০, ৫৮২৯, ৫৮৯০

বিরাজেত ('বিরাজ'-ভাবে অর্থাৎ সিংহাসনে সুখোপবেশনে) ৪৬১৪

বিরহিত * (সং 'বি+রহিত') বিহীন ৮২১৪

বিরাট-সন্ততি * (উত্তর) ৮০৭৬

বিরূপ * (বিগত-রূপ, রূপ-হীন) ১৫৮৪, ১৯১৬

বিলাও (সং 'বিলয় হইতে ?) বিতরণ কর ১৪১০

বিশিখ * ১। বাণ ৩৩১
২। পাঁচ সংখ্যা ৮০৭১
বিষ (সং 'বিষ' বিষের ক্রিয়ার সাদৃশ্য) বেদনা ১৯০৪
বিষয় (বিষয়-কার্য্য, চাকরি) ২৫৩
বিসদৃশ * (অসঙ্গত কার্য্য) ৩৬৪৭
বিসর (সং 'বি+স্মৃ' ধাতু) বিস্মৃত হও ১৪৭৫
বিসরিতে ('বিসর' দ্রং) বিস্মৃত হইতে ৭২, ৮০০
বিসরিবা (বিস্মৃত হইবা) ১৮০১
বিসরিলা ('বিসর' দ্রং) ১। বিস্মৃত হইল ১২১৯, ৭৬৯২
বিস্ময় * (আশ্চর্য্য-বোধ) ৯২৩
বিহঙ্গম * (পক্ষী) ৭৩২৮, ৭৬৫৭
বিহনে (বিনে) ৩৯০০
বিহা ('বিভা' দ্রং) বিবাহ ৭২, ১৫৮৬
বিহিত * ১। উপযুক্ত ৬৯৩৫, ৭৩৫৬
২। সংযুক্ত ৯৫৪
বিহান (সং 'বিভান' হইতে) প্রাতঃকাল ১৭১৪
বিহার * (ভ্রমণ) ১৭৪৬
বুঝাইতা (বুঝাইতে) ৬৬৪
বুঝিছ (বুঝিয়াছ) ৬১৬
বুঢ়ী (সং 'বৃদ্ধা' প্রাং 'বুঢ়্ঢা' হিং 'বুঢ়ী) বুড়ী ১৬২৫
বৃন্দাবনী (বৃন্দাবনে বিরাজিতা, সম্বোধনে হ্রস্ব-ইকারান্ত) ৭৫২৬
বেকত (সং 'ব্যক্ত') প্রকাশিত ৪০৫০
বেগ্রতা (সং 'ব্যগ্রতা') আগ্রহ ৬১৮৮
বেথিত (সং 'ব্যথিত') ব্যথার ব্যথী, সম-বেদনা বিশিষ্ট ৩২৯৫, ৪২৯০
বেভার (সং 'ব্যবহার') আচরণ ৩৯৬৮
বেহাল (ফাং)—দুর্দ্দশাপন্ন, পং ৬৯৮
বোন্দ (ন্ধ)—(সং 'বন্ধু' হইতে) বন্ধু ১৩৬১, ১৪৫২
বৈবস্বত * (সূর্য্য-পুত্র, যম) ২৫৯
বৈয়া (সং 'বহ' ধাতু) বহিয়া ২১০৫
বৈরী * (শত্রু) ১৮০০
বৈসে—১। (সং 'বস' ধাতু) বাস করে ১৩৮, ৪৬১, ৭৭৯৬
২। (সং 'উপ+বিশ' ধাতু) উপবেশন করে, বসে, ২৭৫
বেটা (সং 'বীত') অধম ব্যক্তি, পং ৭৯৩
বোল (প্রাং 'বোল্ল' ধাতু) বল ৪২৮
বোলয় (বলে) ২৭৪৫
বোলাইও (নিজন্ত 'বোল' ধাতু) জানাইও ৪০১৯
বোলাইয়া ('বোলাইও' দ্রং) জানাইয়া ৩২৭৬
বোলি ('বোল' দ্রং) বলিয়া ৩৫৬
বোলিছে ('বোল' দ্রং) বলিয়াছে ৭৪০, ৭৪২
বোলিও ('বোল' দ্রং) বলিও ৯৮
বোলু (বলি) ২১৪৮
বোলে ('বোল দ্রং) বলে ৫৫, ২৬৮
বোলে ('বোল' দ্রং) বাক্যে, কথায় ২৪৭
ব্যবস্থিত * (ব্যবস্থা-যুক্ত) ৬৪৫৬
ব্যাজ (সং 'ব্যাজ'—কপট) হইতে 'ছলে বিলম্ব, ও বিলম্ব' অর্থ আসিয়াছে) বিলম্ব ৮২৬, ১৮৫৪
ব্রজ
১। বৃন্দাবন ১৫৯৪
* ২। (ব্রজ-বাসী, ব্রজ-গোপ) ৪৬৭, ৬৩৫৮, ৬৩৮৫
ব্রহ্ম-তন্ত্র * (ব্রহ্ম-বিষয়ক শাস্ত্র) ৬১৪৪
ব্রহ্ম-বিচার * (ব্রহ্ম-জ্ঞান, অভেদ-জ্ঞান) ৬৫০৩

ভ

ভকতি (সং ভক্তি) ভক্তি ৭৭৬
ভক্তিএ (ভক্তি দ্বারা) ২৭, ৪৭২
ভক্তি-পুরস্কার * (ভক্তি-পুরঃসর, ভক্তি-পূর্ব্বক) ৫০০৮
ভখি(খিয়া)—ভক্ষণ করিয়া, ৮১১৯, ৮১২৬, ৮২৪৮
ভক্ষ্য * (খাদ্য-বস্তু) ৩৬৬৮
ভঙ্গ * ১। (নাশ) ৩৫৪২
২। (ভঙ্গী) ৭০১, ৬০২৬
ভজিব (সং 'ভজ' ধাতু) সেবা করিবে) পং ৬৭৯
ভণ্ডতাম (সং 'ভণ্ডতা')
ভণ্ডামি, কৃত্রিম ধার্ম্মিকতা, ২৪২১
ভবার্ণব * (সংসার-সাগর) ২৭৬৬
ভর * (নির্ভর) ৩৭৮৮
ভরম (সং 'ভ্রম') ভুল, ৪২৯৩, ৪৭৯৫, ৮৩৪৫
ভরসা (ব্যুৎপত্তি সন্দিগ্ধ ; হিং 'ভরোসা') আশ্বাস ৮২২৪

মরোঁ (মরি) ৭৩১১
মর্ম * (গূঢ় তত্ত্ব) ৭২৪০
মর্দ্দিলেক (মর্দ্দন করিল) ১৮১১
মর্য্যাদা * ১। (সীমা, ধর্ম্ম-জ্ঞানের সীমা) ৩৫৩৪
২। (সীমা-রক্ষা, সম্মান) ৩৫৬৯
মলি (সং 'মল') ময়লা ৬৫১৭
মহত্তর (সং মহৎ+তর') অধিক মহৎ ৪৩০৯, ৪৪৪২
মহন্ত (সং 'মহৎ' 'মহান্তঃ') সাধু, পং ৬৫৬, পং ৬৫৮
মহারম্ভ * (সং 'আরম্ভ'—ত্বরা) অতিশয় ত্বরা ৬৩৯৩
মহাশয় * (মহাত্মা) ২৩৮৮, ২৩৯৫
মহাসত্ত্ব * (মহাত্মা) ২১২
মাও (সং 'মাতা' প্রা' 'মাঅ') মা ৬৮, ৪৫৯৪
মাখোঁ (সং 'ম্রক্ষ' ধাতু) মাখি ৫৫১৫
মাগন (সং 'মার্গণ' হইতে; 'দান' শব্দ তুং; 'দান' প্রভুর প্রাপ্য 'মাগন' 'দানী' বা দান-সংগ্রাহকের প্রাপ্য) তোলার জিনিস ২০৭১, ৬৮৭৬
মাঞ্জিল (সং মার্জ্জিত হিং 'মাঞ্জা') ৩৬১৭
মাধুরি (সংমাধুর্য্য উং 'মাধুরিয়') মধুর ভাব ১০৯২ ৭৭৯৫
মানস * (মনের বাঞ্ছা) ২১৩৮
মানা (আং 'মনঅ') নিষেধ ২০৬৩ ৫৫৪৪
মাঝা (সং 'মধ্য' হইতে') মধ্যভাগ, কটি ৫৬২
মান্থু—(মানি) ৪৩৫৫
মাঞ্জা (সং 'মধ্য' প্রা' 'মজ্‌ঝ' হিং 'মঞ্জা') কটি পং ৯৬১
মানো (নোঁ)—মানি ৪৮৩২
মারিলু হয় (হয় তো মারিতাম) ৬৬৯০
মার্ত্তণ্ড * (সূর্য্য) ৮৫৯১
মালতী * (চামেলী-পুষ্প), ১৪১১
মিনতি (সং বিজ্ঞপ্তি প্রা' বিণ্ণত্তি হিং 'বিনতি') কাতর নিবেদন ৭৪৮
মিলিলা (সং মিল ধাতু) উপস্থিত হইল ১৫০৮
মিলে ('মিলিলা' দ্রং) উপস্থিত হয়, ২৩৮ ১৪৮৯
মাগোঁ (সং মার্গ হিং মাজ ধাতু) মাগি, যাচ্ঞা করি ৭৮২১
মুই (মুঞি, আমি) ৭২ ৭৮৯ ৯২৭
মুকতি (সং 'মুক্তি') মুক্তি, মোক্ষ ৯৯৬
মুকুর * (দর্পণ) ৩৬৭১
মুখানি (মুখ-খানি) ৪৪১০
মুখ্য * (প্রধান) ৬৬৩৯০
মুগধ (সং মুগ্ধ সুন্দর,) সুন্দর, ৭৬৭৯ ৮০৬৯
মুগধী (সং 'মুগ্ধ—মূঢ়) মূঢ়া, বুদ্ধি-হীনা ১১৩৩
মুঞ্জরে (মঞ্জরী-যুক্ত হয়) ১৫৬৩
মূঢ় (সং 'মূঢ়') অধম, ৭৮৩৫
মুদ্রিত * ১। নিমীলিত, মুদিত) ৩৮৫ ৭৬২
২। (অদৃশ্য) ৫০৩
মুররি * (মুরলী এক-প্রকার বাঁশী) ৩৪৭০ ৬৭৩৯
মুরালি (মুররি' দ্রং) ১৫৪০
মুষ্টিয়ে (সং মুষ্টি) মুষ্টি মুঠের দ্বারা ৬৬২
মুল (সং 'মূল্য' হইতে তুং হিং মোল) মূল্য ৫১৮
মূল * ১। (আকার) ৭১৪১ ৭১৬১
২। গোড়া ৮১৯ ১০০৩
মৃতা (সং 'মৃতক') মৃত-দেহ '২৩৫
মেলা (সং 'মেলন হইতে) একত্র সমাগম ৭৫৫৯,
মেলানি (সং 'মেলন হইতে; বিদায় অশুভ বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিপরীতার্থ শব্দের ব্যবহার) বিদায় ১৪৩৮ ৪৪২৯ ৬০৪২
মেলি (মেলিয়া) ৪২৮৩
মেলিলা (খুলিলা) ২০৮৪
মৈলা (সং 'মলিন' হইতে) মলিন ৮৪৩৯
মোক(কে) আমাকে
মোচন * ১। উদ্ধার, ৪৯৯৫
২। পরিত্যাগ ৪৯৯৮
মোত(তে)—আমাতে ১৬৩২, ২৮৬৯
মোর (আমার) ১৫৭১
মোহিত * (মোহ-যুক্ত) মায়া-মুগ্ধা ১০৭৬, ১০৯৭
মৌন * (নিঃশব্দতা) ১৮৩৪

য

যজু (সং 'যজুঃ) বেদ-বিশেষ ২৭১৫
যত (সং 'যতি') সকল ১৫৯৯
যত ইতি (যত কিছু) ১১৩

র

শাকম্ভরি* ('সং 'শাকম্ভরী'—দুর্গা) ১৯৬

শাপিছে (সং 'শপ' ধাতু) শাপ দিয়াছে ২১৫

শাপিল (সং 'শপ ধাতু) শাপ দিল ৬২, ২২০

শিখর* (পর্ব্বতের চূড়া) ১৮১১

শিবেত (শিবে) ২০৭

শিরীষ* (পুষ্প-বিশেষ) ৫৬১, ৬৯৫৫

শিষের (সং 'শীর্ষ' হইতে) সিঁথার ৩৩০৪

শীল* (চরিত্র) ৭২৪৪, ৮২৩৭

শুখানে (সং 'শুষ্ক-স্থানে হইতে) শুখ্‌নায় ৪২৯৩, ৭৯৯৭

শুণ্ড* (শুঁড়) ২৬৫৬

শুতে (সং 'শী' হিং, মৈং, বাং 'শু' ধাতু) শোয় ১৯৭০

শুধিবারে (সং 'শুধ' ধাতু) পরিশোধ করিতে ৪৪৯৭

শুনি (সং 'শৃ'—শৃণোতি) শুনে ৩১২

শুনিছ ('শুনি' দ্রং) শুনিয়াছ ১৬৯৬

শুনিছি ('শুনি' দ্রং) শুনিয়াছি ২৯১

শুনিয়ে ('শুনি' দ্রং) শুনি ১৮০

শুনিলায় (শুনিলা) ৬৩১০

শুয়া* (সং 'শুক' প্রাং 'সুঅ') টিয়া-পাখী ৪২৩২, ৫৭৬২

শূন্ত-ধ্বনি* (আকাশ-বাণী) ২৭১

শূল-পাণি* (মহাদেব) ২৩১৭

শৃঙ্গার* (রতি-ক্রীড়া) ৫৪৩৫, ৭৪৭১

শৈল * (পর্ব্বত) ৬৭০৮

শৈল (সং 'শল্য' হইতে) শেল ৩৯৮৭

শৈশব * (বাল্যাবস্থা) ২৪৩৯

শোভন * (শোভা-জনক) ৭৬৩

শ্রবণ * (কর্ণ) ২৩০৩

ষ

ষষ্টি * (ষাইট্) ৭৯৫৯, ৮০০৫

ষাটি (ষাইট্) ২৩৯৬

স

সংস্কার * (শুদ্ধি, অগ্নি-সংকার) ৭৯১৩

সংহতি * (সহিত) ২৭৩৬; ৩০৭৭

সংহারিব (সং 'স+হৃ' ধাতু) সংহার করিব ৩৯

সই ('সহি' দ্রং) সখি ৭৩৭

সকলে—১। সবে ৩৪৬৫, ৫১২৩

২। সাকল্যে, মোটে ২৭১১, ৪২৪৬

সকাল * (শীঘ্র) ১৬৮

সঙ্কুচিত * (সং 'সং+কুচ' ধাতু, ভাবে 'ক্ত') সঙ্কোচ ৭০

সঙ্গম * (সম্ভোগ) ১৮৬৯

সঙ্গীত * (গীত, গান) ২৩৬৮

সঙ্গোপে (সঙ্গোপনে) ৬৩৭

সঙ্কোচিত * (সং 'সঙ্কোচ'+ ইত') সঙ্কোচ-যুক্ত

সজনি (সং 'সজনী' হইতে) সখি ৭২৯৫, ৭৪৮০

সঞ্চয়ে (সং 'সং+চি' ধাতু) সঞ্চিত করে ১১১৭

সঞ্চরে (সং 'সং+চর' ধাতু) সঞ্চার করে ২২৮১

সঞ্চিত-কুঠার * (কুঠার-সংযুক্ত) ৫৪৭

সঞ্জম (সং সংযম' হইতে) সংযম ২২৯

সত (সত্ত্ব' হইতে) সত্ত্ব-গুণ ২

সতন্তর (সং 'স্বতন্ত্র') স্বাধীন ৪৬৫৫

সত্য * (প্রতিজ্ঞা) ৭৪, ৪৭২, ৪৭৭

সদন * (গৃহ) ৫১৬৮, ৫২৮৮

সদায় (সং 'সদা') সদা, সর্ব্বদা ৭২৮৬

সন্ততি * (সন্তান) ২৭৬৭

সন্তাপী (সন্তাপিতা) ৮০৫৬

সন্তোষ (সন্তুষ্ট) ২৭

সন্তোষিত * (সন্তোষ-যুক্ত) ২১৯৭

সন্দেশ * (সংবাদ) ৭৬৮৩, ৭৮৩৪

সন্ধি * (মিলন, সাক্ষাৎকার) ৬০৭৮

সন্ধি (সং 'অভিসন্ধি') বঞ্চন-কৌশল, ফন্দি ৬৬৩৭

সন্ধান * ১। পরামর্শ ৩০১৩

২। সঙ্কেত ৫৬২৬

৩। সংযোজন ৭৪, ৪৭২, ৪৭৭

সফর * (পুঁঠি মাছ) ২২৫৫, (৪৯১)

সবাই (সং 'সর্ব্বে হি' হইতে) সকলেই ৬৬৯৪

সবে—সং সর্ব্ব' হইতে)

১। সকলে, ৬,২৪০৯

২। সাকল্যে, মোটে ১৬৪৬, ১৭০৬, ৭১২৯

সমতা * (সম-ভাব, সাম্য) ৫৫৫৮

সমবায় * (সহযোগ) ৮৬৪, ১৮৯০

সমর্থিতে (সং 'সং+অর্থি' ধাতু) সমর্থন করিতে ৪৫৭০
সমর্পি (সং 'সং+অর্পি' ধাতু) সমর্পণ করিয়া, ৬১
সম-সর (সং 'সর—গতি) সদৃশ, তুল্য ৬১৪৩
সমাকে (সকলকে) ২৪, ৫৪২৪
সমাধান * (কার্য্যের নির্ব্বাহ) ১১৪১
সমাধি * (যোগ-ধ্যান) ৭৩৩১
সমারে (সকলকে) ৮৭, ৮৯৮
সমাহিত * (নিমজ্জিত) ৬৫৯৯
সমুচ্চয় * (সমবেত) ৫২৬৪, ৬৪৪৯
সমুদিত * (সং 'সং+উদিত (উক্ত)) সম্যক উক্ত
অর্থাৎ পূর্ব্ব-বর্ণিত ৫৭২৫
সমুদ্র—উদ্ভব * (বিষ) ৮২৩৬
সম্পাটিলা (সং 'সং+পাট' ধাতু—বিদারণে)
সমাপ্ত করিল ৪১৪৫,
সম্প্রীতে (সং 'সম্প্রীতি') সদ্ভাবে ১৭৩৩
সম্বাদ (সং 'সংবাদ')
১। সংবাদ, খবর ৬২৪
২। সম্ভাষণ ৬১৫
৩। সাড়া ৪৯৪২
সম্বিত (সং 'সংবিৎ) চৈতন্য, জ্ঞান ৯৮২
সম্ভার * (আয়োজন) ৬৪২০
সম্ভাষণ * (আলাপ) ৫৬৪৮
সম্ভাষণ (সং 'আলাপ' অর্থ হইতে 'প্রেম-আলাপ' ও
পরে অর্থ 'সম্ভোগ' আসিয়াছে) সম্ভোগ ৫৩৩৭, ৬৫৯৫
সম্ভাষা ('সম্ভাষণ, দ্রং)
১। আলাপ ৫২৭৩, ৫৮২৭
২। সম্ভোগ ৫২৮৫
সম্ভাষিয়া (সম্ভাষণ করিয়া) ১৮৬৬
সম্ভোগ * (রতি-ক্রীড়া) ৬৩০৪
সম্ভ্রম * (সম্মান) ৫০৭৫, ৫৩০৭
সরে ('সং 'সৃ' ধাতু) চলে ২৩৫
সর্ব্বথায় ('সং 'সর্ব্বথা' সকল প্রকারে) ৩৫৪৮, ৭৫০৩
সসত্ত্ব (গর্ভ যুক্ত) ৮২
সহজে (সং 'সহজ'—স্বাভাবিক) স্বভাবতঃ ৬১৭
সহি (সং 'সখী' প্রাং 'সহী') সখী, সই ৯০২, ১৯৯০ ১৯৯৩

সহে (সং 'সহ' ধাতু—সহতে) সহ্য হয় ৬৯
সাখী (সং 'সাক্ষী') সাক্ষী ৩৭৭৮
সাঙ্গে * (সং 'স অঙ্গ,) সম্পূর্ণভাবে পং ৪৪৪
সাতছড়ি (সং 'সপ্ত+ 'ছটা' হইতে) সাত লহরী, ২০৮৬
সাত-পাঁত (সাত হইবে, কি পাঁচ হইবে,—এরূপ
ইতস্ততঃ) ৪৭৮৮
সান (স ''স্বন' হইতে) ধ্বনি, ৮০৮, ৫০৪৪
সান্ত্বাইয়া (সান্ত্বনা দিয়া) ৭৫২৪
সান্ত্বিতে (সং 'সান্ত্বি' ধাতু) সান্ত্বনা দিতে ৭৫৫২
সান্ত্বিবার (সান্ত্বিতে দ্রং) সান্ত্বনা দিবার জন্যে ৭৫৪৪
সান্ত্বিয়া ('সান্ত্বিতে' দ্রং) সান্ত্বনা দিয়া ২৭৩
সান্ত্বে ('সান্ত্বিতে' দ্রং) সান্ত্বনা দেয় ৪৪৬১০
সান্বিত * (সহিত) ৬৯৬
সাফল * (সং 'সফল'+স্বার্থে 'ষ্ণ' সফল ৬২৩১
সাফল্য * (সফলতা) ৩৩৫১
সাফল্য (সং 'সফল' বা 'সাফল' হইতে সফল ৪১৫১, ৭৫৭৫
সাবহিত * (অবধান-যুক্ত, মনোযোগী) ৫৬৫৫, ১৯৭২
সাবহিতে (সাবধানে) ১৯৭২
সাম (সং 'সামন্') বেদ-বিশেষ ২৭১৩
সায়র (সং 'সাগর প্রাং 'সাঅর') সাগর ১২৪৯
সারদা * ১। সরস্বতী ২৬৮৬
২। জন্মেজয়ের মাতা ১০
সাহস * (নির্ভয়ের কার্য্য) ১৭৭৪
সিদ্ধাসন * (যোগীদিগের আসন-বিশেষ) ২৪৪৭
সিন্ধু * (সমুদ্র) ৫৮৫৯, ৬৯৩৭
সিন্ধু-উদ্ভব * (সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত বিষ) ৭৯৭২
সিন্ধু-সুত * (সমুদ্র হইতে উৎপন্ন চন্দ্র) ৫৭১১
সুভাজন * সুপাত্র, কিন্তু বিদ্রূপ বুঝাইতে বিপরীত
লক্ষণ দ্বারা অপাত্র) ৯০
সুরতি (সং 'সুরত হইতে) রতি-ক্রীড়া ২০১৮ ৫৪১১
সুর-সেব * (সুর-গণের সেবা যাহাতে বং ব্রী)
সুর-সেবিত ২৫২৬
সুরেশ্বরী * দেব-শ্রেষ্ঠ শিবের পত্নী গঙ্গা) ৫২৩
সুসার (সুসার-রূপে) ৫৩৩
সুহায় (সং 'সুখ' ধাতু—সুখয়তি) সুখ দান করে ৩৫৩৬

সূপকার * (রন্ধন-কারী, পাচক) ১৬৩৭

সৃজন (সং 'সৃজ' ধাতু, 'সর্জ্জন' স্থলে অশুদ্ধ কল্পিত পদ) সৃষ্টি ৬৩৯৬

সৃজিল (সং 'সৃজ', × বাং ইল 'ক্ত' প্রত্যয়ের অর্থে) সৃষ্ট ৫২২৯

সৃজিলু (সং 'সৃজ' ধাতু) সৃষ্টি করিলাম ৫২২৬

সে (সং তদ্ শব্দ হইতে, হিং 'সো' মৈং 'সে') সর্ব্বনাম শব্দ ৬২২২

সে (অন্য-যোগ-ব্যবচ্ছেদ অর্থে অব্যয়) ৫৩, ৫৫১৯, ৬২২২

সেবিবা (সং 'সেব' ধাতু) সেবিবে ৪৬

সৌতিন (সং 'সপত্নী', অপং 'সবত্তিন' হিং 'সৌতন' 'সোত') সপত্নী, সতিন ৮৫৪১

সৌদামিনী * (বিদ্যুৎ) ৭৯৮১

স্তবন * (স্তব, স্তুতি) ২৩৫৩, ২৩৫০

স্তবিতে (সং 'স্তু' ধাতু) স্তব করিতে ২৬০১

স্তবিবা (স্তব করিবা) ২৬২৬

স্তবিলা (স্তব করিল) ৮৫৮১

স্তব্ধ * (জড়ীভূত) ১০২৮

স্ত্রী-কলা * (স্ত্রী-জাতি-সুলভ হাব-ভাব) ১০৬৫

স্ত্রী-জিত * (স্ত্রৈণ, স্ত্রীর দ্বারা বশীকৃত) ৭৬৫৮

স্থকিত (সং স্থগিত) গতি-রহিত ৯৫০, ৭৩৩৪

স্বতন্ত্র * (স্বাধীন) ২৬২৫

স্বতন্ত্রা (স্বাধীনা, স্বেচ্ছা-চারিণী ২৭৫৫, ২৭৬৫

* ১। (স্বভাব) ৬৬৬৯, ৭৫৬৪

স্বরূপ ২। (যথার্থ-রূপ) ৬৩৪২, ৬৭৪৫

স্মর (সং 'স্মৃ' ধাতু) স্মরণ কর ১৯২৬

সরি (রিয়া)-(স্মরণ করিয়া) ১৭৬৪, ২৪৪৮

স্মরিল (লা)—স্মরণ করিল

স্যান (সং 'সজ্ঞান' প্রাং সন্নাণ(ণ্ণ) অপং 'সআন') সেয়ানা, চতুর ৪২১, ১০৭১

স্রবণ * (স্রাব, গলন) ৭২১৫, ৭৪৪৯

স্রবিবার (ধারা-রূপে বাহির হইবার) ২৫৮০

হ

হ (সং 'অপি' ব্যুৎপত্তি 'ক্রম বাং শং কোং গ্রন্থে ও শব্দে দ্রং) ও, ৩৫৭৫, ৩৭৬৬

হইছ (সং 'ভূ' প্রা 'হো' ধাতু) হইয়াছে ৭৪৩

হও (আছ) ৯২০, ৯৬৭

হতাশ * (আশা শূন্য) ১৮৮৬

হন্তে (প্রাং 'হিন্তো' প্রাং বাং, ও আসাং 'হন্তে') হইতে ১০৫৩, ১১০০

হঁতে ('হন্তে' দ্রং) হইতে ২৫৯২, ৪৪৩৮

হনে ('হন্তে' দ্রং হইতে ২৯৭৬

হবি (সং 'হবিঃ) ঘৃত ২১৫৭

হয় * (অশ্ব, ঘোড়া) ২৬১০, ৩০২০

হরিবংশ * ১। বৎস-দেবের রচিত গ্রন্থ-বিশেষ ২৮৪, ৮৬২৬

২। ভবানন্দ রচিত বাঙ্গালা কাব্য-গ্রন্থ ৮, ৭৮৮৫

হরিলা (হারাইল) ৮৯৫

হরিষ ১। হর্ষ ৬৪৫১

২। হর্ষ-যুক্ত ১৫, ৪৮৫, ৮১৩৬

হাওর (সং 'সাগর' প্রাং 'সাঅর' পূং বং 'হাঅর' 'হাওর') বৃহৎ জলাশয় ২০৮৩

হাকুলাইতে (সং 'আকুলা' ধাতু, 'হাকুলি-বিকুলি' তুং) আকুলের মত আচরণ করিতে ৭৩৫০, ৮০৩২

হা-পুতিয়া (সং হত-পুত্রী') পুত্র-হীনা ৭১৫৭

হারাইলু (সং 'হৃ' হইতে 'হারি ধাতু) খোয়াইলাম ১৭৮২

হালে (সং 'হিল' ধাতু) কাঁপে ২০৮২. ৪২৭২, ৪২৮২

হাসি (সং 'হাস্য', উং 'হাসিয়') ২১১৬

হিয়া (সং 'হৃদয়,') হৃদয় ৫৭৬৭, ৮১৯০

হীন * ১। (রহিত) ৭৭৬, ৮১৪

২। (অধম) ৪৮০২, ৭০১৪

হৃদয় * ১। (হৃদয়ে) ২০৩৪, ২৩৮৭

২। হৃদয় স্বরূপ, প্রাণ-স্বরূপ ৩৩৮৫

হেট (প্রাং 'হেট্‌ঠ' হিং 'হেঠ' অবনত ১৬৭৬

হেন (সং 'ঈদৃশ' বা এতাদৃশ প্রাং 'এড্ডিস' 'এআড্ডিস' 'হিং মৈং, 'ঐসা' 'ঐসন্' বাং 'এহন' 'হেন') এইরূপ ২১৩২, ২২১১

হেমন্ত (সং 'হিমবৎ' অপং 'হিমবন্ত' 'হেমন্ত') হিমালয়, ২৪৪৩

সমাপ্ত